বিশ্বাস আমার, আর নাই তব পিতা।
নবাবের অন্নে পুষ্ট, নবাব-কৃপায়
রাজ্য মধ্যে সর্ব্ব উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত,
সয়তান-প্রতিমূর্ত্তি দুরাত্মা জাফর
নিদ্রিত নবাব-বক্ষে বিঁধিয়াছে ছুরি।
বিশ্বাসঘাতক অন্য যত অনুচর
সেই বেইমানি কার্য্যে হ'য়েছে সহায়।

রী। কি শুনালে সাহাজান! এই কি পিতার
পরিণাম! হে ঈশ্বর কি করিলে মোরে!
নিদ্রা গেনু রাজার নন্দিনী; জেগে দেখি—
নিদ্রার অপর পারে সমস্ত জীবন
স্বপ্নময় রাজত্বের শুধু স্মৃতি-ছায়া।
পিতৃহীনা স্থানহীনা ভিখারিণী নাম!
কি শুনালে সাহাজান!

াহা। নবাবনন্দিনী!
রোদনের আছে অবসর। উপযুক্ত
নয় এ সময়। নিস্তব্ধ রয়েছে পুরী।
অবাধে এখন চলে নিদ্রার শাসন।
চীৎকারে ভেঙ্গনা রাজ্য তার। সর্ব্বনাশ
হবে! আত্মরক্ষা হবে অসম্ভব। চ'লে
এস।

রী। কোথা যাব?

াহা। ঈশ্বরের পদপ্রান্তে
স্থান। চল তোমা সেথা লয়ে যাই। ওই
পুন উঠে কোলাহল! দুরাত্মা
বুঝি পুরে। ক্ষণ
হ'ল সর্ব্ব

...শ আছে।
...ও দিতে শোকাশ্রু-অঞ্জলি
...ছে চক্ষে সাগরের জল। চ'লে এস।

[পরীবাণু ও সাহাজানের প্রস্থান।

(জাফর ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

জাফর। এই ত নবাবনন্দিনীর ঘর।
কিন্তু পরীবাণু কই। কি হ'ল—কোথা গেল!
—পরীবাণু কোথা গেল!—কে নিয়ে গেল!
কে সরালে! তল্লাস কর—তল্লাস কর। যে
নিয়ে গেছে, তাকে খুঁজে দাও। যে আশ্রয়
দিয়েছে, তাকে সপুরী একঝাড় কর। জলদি
যাও—জল্‌দি চল।

তৃতীয় দৃশ্য।

নাচঘর।

দেবল ও সৈনিক।

দেবল। কি ক'রলে?

সৈনিক। আর করা করি কি জনাব! যাওয়া আর হওয়া। উদ্যোগ আয়োজন সব ঠিক।

(জাফরের প্রবেশ)

জাফর। সবাই এসেছে?

দেবল। সবাই এসেছে,—শুধু বৃদ্ধ অনন্তরাও আসেনি।

জাফর। কেন?

দেবল। দেওয়ান বলেন—আমি গোলামের কাছে মাথা হেঁট ক'রতে পার্ব্ব না।

... (...নিতে পদাঘা... ...ই

... গোলাম হাজির খোদাবন্দ!

জাফর। জল্‌দি যাও,—একশ সিপাই সঙ্গে ক'রে অনন্তরাওকে হাতে পায়ে বেঁধে গ্রেপ্তার ক'রে আন।

দেবল। আর আমার বিশ্বাস, পরীবাণুকে লুকিয়ে রাখবার যদি কেউ সহায়তা ক'রে থাকে ত, সে অনন্তরাও।

জাফর। যাও—আর বিলম্ব কর না।

[সৈনিকের প্রস্থান।

জাফর। দেওয়ান! আপাততঃ এ কার্য্য শেষ কর। এই রাজবংশীয় ওমরাওগুলোর যা হোক একটা হেস্তনেস্ত কর—তারপর তোমার সকল শত্রু নিপাত ক'রছি। শীঘ্র কার্য্য শেষ কর, আমি একটু বিশ্রাম নিই।

[প্রস্থান।

দেবল। যা ব্যাটা পাতি নেড়ে, গুজরাটের রাজদণ্ড হাতে এসেছে মনে ক'রে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুগে। যে রাজ্য মামুদ-সা দুদিন রাখতে পারলে না, সে রাজ্য তোর হাতে থাকবে কতক্ষণ! এ রাজ্য ভবিষ্যতে আমার। আমারই কূটনীতি-অস্ত্রে দুদিনে এ রাজ্যের সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক হবে।

(বিষণের প্রবেশ)

বিষণ। কি ক'র্‌লে বাবা? সব মারলে!

দেবল। জাফর এখন নবাব। নবাবের হুকুমে ওমরাও সব খুন হ'ল, আমার কি!

(ঘাতকের প্রবেশ)

ঘাতক। হুজুর! আর কি করতে হবে আদেশ করুন।

দেব। অনন্তরাওকে ধ'রে আন। নবাবের হুকুম,—যা বিষণ, সঙ্গে যা।

[ঘাতকের প্রস্থান।

নাই।

যাবে। উপযুক্ত সন্তান! তখন কি তুমি পি... কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে, গুঁজিয়া বরফির বংশলোপ করতে নিযুক্ত থাকবে। নে—চ'লে আয়।

বিষণ। অনন্তরাওয়ের দয়াতেই আজ তুমি এই গৌরবান্বিত পদে অধিষ্ঠিত,—নইলে তুমি কে? থাকতে কোথায়? চিনতো কে? বাবা! উপকারীর সর্ব্বনাশ ক'রো না। যা ক'রেছো তা ক'রেছো।—অনন্তরাওয়ের অনিষ্ট ক'রো না। ফের—ফের।

দেবল। এখন বাস তো আয়।

বিষণ। দেখ বাবা!

দেবল। বলি যাস্‌তো আয়।

বিষণ। আচ্ছা বাবা!

দেবল। আবার বাবা!

বিষণ। শোন বাবা!

দেবল। না,—এ ব্যাটা কচ্‌লে কচ্‌লে, বাবা শব্দটাকে কলুষে ফেল্‌লে দেখছি। বলি আমার সঙ্গে যাবি কি, না?

বিষণ। না।

দেবল। এই "না" কইতে অত 'বাবা'র অবতারণা ক'চ্ছিলি কেন?

বিষণ। বোকা বদমায়েস আত্মহত্যা করে, মূর্খ বদমায়েস মানুষ মারে;—আর সেয়ানা বদমায়েস দেশ নষ্ট করে। তুমি দেশটাকে খেলে দেখছি।

দেবল। যাস্ তো আমার সঙ্গে আয়।

(... প্রবেশ)

দেবল। সর্ব্বনাশ ক'রলে, সব পণ্ড হ'ল—স সঙ্গে এস। ভাল ক'রে সন্ধান কর, আটি-টি আ লাও—শীঘ্র এস। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কুটীর প্রাঙ্গণ।

শ্যামলী।

গীত।

চোখের দেখা পাব বলে, আশায় ভুলে থাকি চেয়ে।
সেধে কেঁদে মনটী বেঁধে শুধু ছুটে যাওয়া ধেয়ে।
চাঁদের আলো ফুলের হাসি,
এক নিমিষে করে বাসি,
উদয় হ'য়ে হৃদয়শশী বুকে নিতে এলো ধেয়ে।
আঁখি ধারার ভরা নদী,
শুকিয়ে বিধি দিলে যদি,
প্রাণের নিধি নিরবধি থাকে যেন প্রাণটী ছেয়ে।

(ঢুলিয়ার প্রবেশ)

ঢুলিয়া। বলি ও রাঙ্গাবউ!

শ্যামলী। কিরে মিন্‌সে!

ঢুলিয়া। বলি ক'রছিস্ কি?

শ্যামলী। ব'সে ব'সে ভাবছি।

ঢুলিয়া। ভাবছিস্!

শ্যামলী। শুধু ভাবছি—ভাবতে ভাবতে ময় হয়ে গেছি।

ঢুলিয়া। বলিস্ কি রাঙ্গাবউ, অবাক ক'রলি! তোর ভাবনা আছে!

শ্যামলী। এইবারে এসেছে।

ঢুলিয়া। বেশ—ভাবনাটা কি শুনতে পাই না?

শ্যামলী। ভাবছি, আমার অদৃষ্টে হ'ল কি! াকে একদিন একদণ্ডের জন্য স্থির দেখতে াইনি, সে আজ একটি মাস ভাল মানুষটীর ত আমার কাছটীতে বসে আছে। দিবারাত্রি রঙ্গ স'য়ে স'য়েই জন্ম গেল, আজ কা'ল বিনা বিধাতার এত অনুগ্রহ! তাই ভাবছি, আমার হ'ল কি! খাওয়াতে ব'সেছি; মুখের গ্রাস ফেলে উঠে গেছিস্—সেই আজও যাওয়া কালও যাওয়া। আসি ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিস্—রেঁধে বেড়ে প্রতীক্ষায় বসে আছি—সেই আজও আসা, কা'লও আসা। উপবাসে এই রকম আমার কত দিন কেটে গেছে। সেই তোকে দিবারাত্রি কাছটীতে দেখছি। চক্ষের নিধি এক দণ্ডের জন্য চক্ষের অন্তরালে নেই—ছায়ার ন্যায় আমি তোর কায়ার সহচরী—একি বিধাতার অনুগ্রহ ঢুলিয়া! ভাবছি, ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না। মনটা তাই কেমন কেমন ক'রছে। সত্যি বল দেখি ঢুলিয়া, এ আমার হ'ল কি!

ঢুলিয়া। এখন থেকে এই রকমই হ'তে চল্‌ল রাঙ্গা বউ! শ্যামলীর কাছ থেকে আর আমায় অন্যত্র যেতে হবে না। রঘুয়া মহারাজ ব'লেছে, "এইবার থেকে তোমার খোলসা।" দরকার হয়, মাঝে মাঝে দেখা ক'রে আসবো। সেখানে আর বারো মাস থাকবার দরকার নেই। রঘুয়া মহারাজের কৃপায় দেশের সমস্ত ডাকাত সংসারী হয়েছে, চাষ বাস ক'রে সংসার প্রতিপালন ক'চ্চে; কাজেই তোরও কোন কাজ নেই—আমারও নেই।

শ্যামলী। ভাল দেখা যাক্।

নেপথ্যে। ঢুলিয়া ঘরে আছিস?

ঢুলিয়া। কেরে?

নেপথ্যে। আমি মনু, দোর খোল।

শ্যামলী। ওই হ'ল ঢুলিয়া! আমার চন্দ্রের দশা প্রতিপদেই বুঝি অস্ত যায়! শুক্লপক্ষ আর বুঝতে দিলে না।

ঢুলিয়া। আরে না, না। ও বুঝি আমারই মতন ছুটী পেয়ে দেশে এসেছে।

শ্যামলী। ভাল এখন ত দোর খুলে দে।

(মন্নুর প্রবেশ)

তুলিয়া। কি খবর মন্নু ?

মন্নু। খবর আর অন্য কিছু নয়—এখনি তোমার যেতে হবে।

শ্যামলী। আর মুখ চাইলে কি হবে, যেতে হবে সে অনেক ক্ষণই বুঝতে পেরেছি।

তুলিয়া। বড় বিশেষ দরকার কি মন্নু ? আজ থেকে গেলে হয় না ?

শ্যামলী। একি মিন্‌সে! আজ নূতন কথা শোনাস কেন ? এখনি দুর্গা ব'লে রওনা হ'। বোধ হচ্ছে যেন সমস্ত পথটা ছুটে আস্‌ছিস— ব্যাপার কি মন্নু ? বাবার সংবাদ ভাল ত! বলদেব ভাই ভাল আছে ত ?

মন্নু। মনিবের বড় বিপদ!

শ্যামলী। বিপদ!—সে কি!

তুলিয়া। রঘুয়া মহারাজ থাক্‌তে মনিবের বিপদ! সে কি মন্নু!

মন্নু। আমাদের নবাব সুরাট বন্দরে তাপ্তী নদীর ধারে এক বাগান তইরি ক'রছিল শুনেছিলি।

তুলিয়া। শোনাশুনি কি আমি চক্ষে দেখে এসেছি, তাতেই বুঝেছিলুম, তইরি হ'লে দুনিয়ার এক নূতন সামগ্রী হবে। কিন্তু তার সঙ্গে মনিবের সম্পর্ক কি ?

মন্নু। সেই বাগান, অল্পদিন হ'ল তইরি হয়েছে। নবাব দিন তিনেক হ'ল আমীর ওমরাও সঙ্গে ক'রে সেই বাগানে বাস ক'রতে গিছলেন।

তুলিয়া। তারপর?—

মন্নু। নবাব রাত্রিতে বাগানবাড়ীতে শুয়েছিলেন, এমন সময় নবাবের মোল্লা—সেই যে জাফর খাঁ—সেই যে বেদানা বেচতে গুজরাটে এসেছিল! রঘুয়া মহারাজ যাকে নর্ম্মদার জল থেকে বাঁচিয়ে এনেছিল—

তুলিয়া। বুঝতে পেরেছি, তার পর কি ব'লে যা।

মন্নু। সেই জাফর খাঁ নবাবকে খুন ক'রেছে।

শ্যামলী। সর্ব্বনাশ! তার পর ?

মন্নু। তার পর সে সহরে এসেই কেল্লা দখল ক'রে নিজে নবাব হয়েছে। যত বড় বড় নবাব-বংশের ওমরাও ছিল, তাহাদের নেমন্তন্ন ক'রে বাড়ীতে এনে মেরে ফেলেছে।

শ্যামলী। আমাদের মনিব ?

মন্নু। ভগবান তাঁকে রক্ষা ক'রেছেন, রঘুয়া মহারাজ পাষণ্ডদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, মণ্ডা আগলে মনিব ও বলদেব ভাইকে সরিয়ে দিয়েছে। মনিবের বাড়ীর একটী প্রাণীকেও দুরাত্মারা হত্যা ক'রতে পারেনি।

শ্যামলী। যাক্—বাবা ও বলদেব ভাই বেঁচে আছে ?

মন্নু। প্রাণে বেঁচে আছে, কিন্তু কোথায় গিয়ে যে আশ্রয় নিয়েছে, রঘুয়া মহারাজ খুঁজে পাচ্চে না। আজ দুদিন ধ'রে খুঁজচে, তবু তাদের দেখা নাই।

তুলিয়া। তা'হলে ত বড় বিপদ মন্নু!

মন্নু। বড় বিপদ!

তুলিয়া। তা'হলে চ'ল্লুম শ্যামলী!

শ্যামলী। কাপড় চোপড় এনে দিই ?

তুলিয়া। এখনি—আর দাঁড়াতে পারি না।

মন্নু। দাঁড়ালে বিশেষ ক্ষতি। রঘুয়া মহারাজ একা সকল দিক দেখতে পাচ্চে না।

[শ্যামলীর প্রস্থান।

তুলিয়া। তা'হলে একা গেলে ত চল্‌বে না মন্নু। আরও দু পাঁচ জন লোক চাই ত।

মন্নু। হ'লে ত ভাল হয়।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

ভুলিয়া। ওকি রাঙ্গা বউ! অত বড় পুঁটলি কন?

শ্যামলী। আমি যাব।

ভুলিয়া। সেকি?

শ্যামলী। মন ব'ল্‌চে, না গেলে মনিবকে বার দেখতে পাব না।

ভুলিয়া। তা হয় না।

শ্যামলী। কেন হবে না?

ভুলিয়া। তুই পাগল হয়েছিস!

শ্যামলী। তোরা বিপদ মাথায় ক'রে চ'লে বি, আর আমি আকাশ পাতাল ভাববার জন্য অন্ধকূপে প'ড়ে থাকব!

ভুলিয়া। শুনচিস ভয়ানক বিপদ, তুই সঙ্গে বিপদের উপর বিপদ ঘটাবি।

শ্যামলী। আমাকে নিয়ে তোদের বিপদ কি?

ভুলিয়া। তোর একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শ্যামলী। আমার না তোর?

ভুলিয়া। অনেক দিন বোধ হয় আয়নাতে খ দেখিসনি। যাবার আগে একবার দেখে নে। বুঝতে পারবি, ও সামগ্রী অরাজক রাজ্যে যাবার নয়।

শ্যামলী। বলিস কি। সিঙ্গিনী আমি—আমি কি তোদের মুখ চেয়ে পথ চলি?

ভুলিয়া। না শ্যামলী! তা হয় না।

মনু। ঝগড়া করিস কেন শ্যামলী? তোরে সঙ্গে নিয়ে গেলে রঘুয়া মহারাজ ব'লবে কি?

শ্যামলী। বেশ—(বস্ত্র প্রদান) এই নে।

ভুলিয়া। তা'হলে চল্লুম। [প্রস্থান।

শ্যামলী। দুর্গা দুর্গা!—আর যদি মনিবকে না দেখতে পাই! মন বড় কু গাইছে, আর যদি বুলদেব ভাইকে না দেখতে পাই—যদি কাউকেও না দেখতে পাই! চোক আছে দেখব না? আমি কি কিছু ক'র্‌তে পার্‌ব না? রঘুবীরের ভগিনী—কিছু ক'র্‌তে পার্‌ব না! কলঙ্ক—রঘুবীরের কলঙ্ক। স্বোয়ামীর কি? সে স্বার্থপর নিজের সুখটা বেশ বুঝলে—কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিলে। আমাকে ঘরে রেখে, নিরাপদ বুঝে ভরা বুকে চ'লে গেল। আমাকে সুখী দেখাই তার সুখ। সে জন্য সে আমার ভাইয়ের কষ্ট বুঝলে না, নিজের কষ্ট বুঝলে না। এত বড় স্বার্থপরকে আমি অমনি ছেড়ে দেব? সঙ্গে যাব, জ্বালাতন ক'রব। আমায় একা ফেলে যাবার প্রতিশোধ নেবো!—মনিয়া, মনিয়া!—ও মনিয়া ঠাকুরঝী!

(মনিয়ার প্রবেশ)

মনিয়া। কি বউ?

শ্যামলী। আমার ঘরের চাবি নে। ধুনো দিস, সন্ধ্যে দিস্।

মনিয়া। একি কথা! দাদা কোথা গেল?

শ্যামলী। চ'লে গেছে।

মনিয়া। ঝগড়া ক'রেছিস নাকি? রাগ ক'রে গেল নাকি?

শ্যামলী। না, বিশেষ দরকারে গেছে?

মনিয়া। বেশত, তা ত দাদা বরাবরই যায়। তুই যাবি কোথায়?

শ্যামলী। তোর দাদা যেখানে গেছে।

মনিয়া। তবে দাদার সঙ্গে গেলিনে কেন?

শ্যামলী। সঙ্গে নিলে না।

মনিয়া। তবে যাবি কেমন ক'রে?

শ্যামলী। একা।

মনিয়া। সেকি! তুই যে কুলের বউ!

শ্যামলী। তোর ভাইয়ের বউ—নদীর বেগ নিয়ে সাগর দর্শনে যাব, আমার গতি রোধে কে?

মনিয়া। ওমা, একি কথা!

শ্যামলী। ঠাকুরঝি! হাতে ধরি, বাধা দিসনি। প্রাণ স্বামীর সঙ্গে ছুটে গেছে, শুধু দেহকে আবদ্ধ ক'রে প্রাণ-ছাড়া করিসনি। একটা তুচ্ছ নারী আমি, আমার মনস্তুষ্টির জন্য আমার দেবতা স্বামী পরোপকারকার্য্য ত্যাগ ক'রে, আমার কাছটিতে এসে ব'সে থাকবে! এ আমি কেমন ক'রে সইব? সেইজন্য আমি এতকাল বিরহকে বিরহ জ্ঞান না ক'রে আনন্দে বন-হরিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ ক'রেছি। কিন্তু আর ক'রব কেন? ইচ্ছা ক'রলে একমুহূর্ত্তে যে বিরহকে দেশত্যাগী ক'রে দিতে পারে, সেই আমি হব বিরহের দাসী! সময় নেই, অসময় নেই, সে কিনা আমাকে এসে উৎপীড়ন ক'রবে! না মনিয়া! রাগে আমার অঙ্গ কাঁপছে, আমি চল্লুম। এই নে সিন্দুকের চাবি। মনিব আমার বিবাহের সময় আমাকে যে মণি যৌতুক দিয়েছে, সেইটে আমায় এনে দে। সেটা না নিয়ে গেলে বাবা আমার বড় দুঃখ করে। আর এইনে ঘরের চাবি, ঝাঁট দিস, সন্ধ্যে দিস।

মনিয়া। আস্‌বি কবে?

শ্যামলী। (মুখচুম্বন করিয়া) মা কালীকে জিজ্ঞাসা করিস্। তোকে ফেলে যাচ্ছি, আসবার কথা জিজ্ঞাসা ক'রছিস্ কেন মনিয়া?

পঞ্চম দৃশ্য।

নর্ম্মদাতীর।

নাবিক।

নাবিক। আমিও ফকীর হ'লুম, দেশেও আকাল হ'ল, ঘটী বাটি গহনা পত্র বেচে লা তইরি ক'রলুম। কোথায় লোকজন পার ক'রে দিন গুজরান ক'রব, না কোথা থেকে নতুন নবাবের হুকুম বেরুল যে, যে কেউ লোকজনকে নদী পার ক'রবে, অমনি তার গর্দ্দান যাবে। হা আল্লা! তোমার মনে এই ছিল! কি ক'রে খাই, কি ক'রে জরু ছাওয়ালকে খাওয়াই।

(অনন্তরাও ও বলদেবের প্রবেশ)

অনন্ত। আমরা এলুম, কিন্তু রঘুবীরকে পেলুম না। সে না এলে আমার আসা—যে বৃথা হ'ল! প্রাণ আসছে না, পা চ'লছে না, রঘুবীরকে ফেলে এসেছি। আমি যে তাকে বড় যত্নে পালন ক'রেছি। সে যে আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান—আমার সব! কি হবে বলদেব? আমাদের জীবন রক্ষা ক'রে শেষে রঘুবীরকে প্রাণ দিতে হ'ল?

বল। ভয় কি বাবা! ধার্ম্মিকের দেবতা সহায়।

অনন্ত। হাঁ বাপু মাঝী!

নাবিক। কি হুজুর!

অনন্ত। আমাদের দুই জনকে পার ক'রে দিতে পার?

নাবিক। হুজুর আমি পারব না।

অনন্ত। কেন বাপু মাঝী? ভাল রকম বক্‌সিস ক'রব।

নাবিক। সামান্য বক্‌সিসের জন্য গর্দ্দান দেবে কে হুজুর?

অনন্ত। গর্দ্দান যাবে—[illegible]ন যাবে? তা হ'লে কাজ নেই বাপু মাঝী।

নাবিক। নতুন নবাবের হুকুম, তাঁকে না জানিয়ে যদি কাউকে পার করি, তাহ'লে আমার জরু ছাওয়াল—যে যেখানে কেউ আছে সবাইকে এক গাড়ে যেতে হবে।

অনন্ত। তাহ'লে কাজ নেই বাপু মাঝী।—আমরা অন্যত্র যাই। আয় বলদেব, বনে ঢুকি। দেখ বাপু মাঝী! পার করতে পার

প্রায় না পায়, আমরা যে এখানে এসেছি, কাউকে ব'ল না!

নাবিক। তা ব'লতে যাব কেন হুজুর! উপকার করতে পারলুম না ব'লে কি ক্ষতি ক'রব? কি ক'রব হুজুর! গরীব—ছেলে পুলে আছে—উপার্জ্জন ক'রতে একা আমি—জানের ভয় করি।

অনন্ত। তুমি বড় ভাল লোক বাপু মাঝী! পার ক'রলে কিছু পেতে, প্রাণের ভয়ে পারলে না। পরের অপরাধে তোমার ক্ষতি হয় কেন।—এই নাও বাপু কিছু বকসিস।

(স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

নাবিক। সে কি হুজুর—কিছু ক'রলুম না—হুজুর!

অনন্ত। তা হোক—তুমি বড় ভাল লোক—আমি দেলখোস হয়ে দিচ্ছি—না ব'ল না।

নাবিক। যা থাকে বরাতে—হুজুর তোমাকে আমি পার ক'রব।

অনন্ত। না বাপু! আর আমি পার হব না। আমার জন্য তোমার সর্ব্বনাশ হবে কেন—চল্ বলদেব! কি ক'রে তোরে বাঁচাই বলদেব?—আমার অন্ধের নড়ী—আমার আশার শেষ—

বল। আমার জন্য ভাবচ কি?—সম্মুখে স্থিরা—নিরামদায়িনী নর্ম্মদা—যাই ত ওর কোলে যাব। তা ব'লে বেইমানকে ধরা দেব?

অনন্ত। তাই বুঝি যেতে হয়!—আমার সব যেখানে গেছে—অবশিষ্ট তুই—তুই বা সেখানে না যাবি কেন?

বল। সব গেছে কি পিতা?

অনন্ত। এখানে নয়—বনে চল। কিছু ক্ষণের জন্য আত্মরক্ষা কর—সব শুনতে পাবে। আসি—বাপু মাঝী!—সেলাম।

নাবিক। হুজুর!

অনন্ত। দুঃখ ক'র না বাপু মাঝী! নসীব—নসীব।

[প্রস্থান।

না। যা থাকে অদৃষ্টে পার করি—সঙ্গী ডাকি। মরণ? সেত একদিন আছেই! এমন ভাল লোকের কিছু ক'রতে পারলুম না! অমনি অমনি দুঃখ রেখে যাব! যা থাকে অদৃষ্টে পার করি। সঙ্গী ডাকি, যেতে না চায় হাতে পায়ে ধ'রেও পার করি।

[প্রস্থানোদ্যত।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। বাপু! এদিকে একটি বৃদ্ধ ও সেই সঙ্গে একটি যুবক দেখেছ?

নাবিক। সর্ব্বনাশ! এই বুঝি ধ'রতে এসেছে? কিছুতেই বলব না?—

রঘু। বল না বাপু,—চুপ ক'রে রইলে যে?

নাবিক। বোকা মাঝী—কথা কইলে ধরা প'ড়ব—দাঁতে জিব কামড়ে থাকি! কোন মতেই কথা কইব না।

রঘু। কিহে বাপু! হাঁ কি না যাহ'ক একটা বল—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? বুঝতে পেরেছি—তাদের দেখেছ; কিন্তু বলতে সাহস ক'রছ না?

নাবিক। হাঁ হুজুর!

রঘু। ভয় নেই—আমি তাঁর আত্মীয়, তুমি নিঃসঙ্কোচে বল—কিছু ভয় নেই!

নাবিক। না হুজুর!

রঘু। না হুজুর কি!

নাবিক। হাঁ হুজুর!

রঘু। না হুজুর, হাঁ হুজুর ক'রচ কেন?

নাবিক। কি আর করি হুজুর! না ক'রে যে আর উপায় নাই!

রঘু। তোমায় ব'লতে কি বাকী ক'রে গেছে ?

নাবিক। না হুজুর!

রঘু। আ মূর্খ! প্রকাশ ক'রতে বাকী রাখলি কি ?

নাবিক। আজ্ঞে না হুজুর! আমি কখন কারও কিছু বাকী রাখিনি, সবই নগদা নগদী।

রঘু। কাউকে কি নদী পার হ'তে দেখেছিস্ ?

নাবিক। আমি দেখতে জানি না হুজুর।

রঘু। তুই ঠিক দেখেছিস্—তারা নিশ্চয় গেছে—তুই দেখে ব'লছিস্ নি।

নাবিক। দোহাই হুজুর! আমি দেখতেও জানিনি, বলতেও জানিনি!

রঘু। বেশ, আমাকে নর্ম্মদা পার ক'রে দিতে পারিস্ ?

নাবিক। আর সব পারি, কেবল ওইটেই পারিনি।

রঘু। তবে দূর হ!

নাবিক। আজ্ঞে হাঁ হুজুর। সেই ভাল! তবে হুজুর সেলাম করি।

রঘু। তোকে পুরস্কার দিতুম,—ব'লতে পারলিনি! দেখে থাকিস্ ত বল—আমি সেই তাদের পরমাত্মীয়। বিষম দুর্য্যোগের সূত্রপাত— উঠলো—নর্ম্মদা এখনই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরবে। সম্মুখে গভীর বন—নিকটে আশ্রয় নেই—জীবনের আশঙ্কা পদে পদে। তিনি আমার প্রভু—পিতা। দেখে থাকিস্ ত বল্ ! চিরকালের মত তোর কেনা থাকব।

নাবিক। খোদার কসম—মিথ্যে ক'য়োনা। ক'রে বল তুমি কে ?

রঘু। রঘুবীরের নাম শুনেছিস্ ?

নাবিক। তুমিই সেই ?

রঘু। আমিই সেই।

নাবিক। তুমিই এক চড়ে এক বাঘ মেরেছ ?

রঘু। আমিই।

নাবিক। তুমিই শুঁড় ধ'রে একটা বুনো হাতীকে বন থেকে টেনে এনেছ ?

রঘু। আমিই।

নাবিক। একটা জ্যান্তো তালগাছ মাঝা-মাঝি ভেঙ্গে দাতন করেছিলে তুমি ?

রঘু। (হাস্য) আরে পাগল, তাকি মানুষে পারে!

নাবিক। এই নর্ম্মদায় টপ ক'রে ডুব দিয়ে একটা হাজামুড়ো শুদ্ধ, আস্ত কুমীর ডাঙ্গায় টেনে তুলেছিলে তুমি ?

রঘু। আমি।

নাবিক। তুমিই গোলাপসোনাকে নর্ম্মদা থেকে উদ্ধার ক'রেছো ?

রঘু। এতক্ষণ হাসিমুখে তোমার কথার উত্তর দিচ্ছিলেম মিঞা। আর থাকতে পারলেম না। সেই নরাধমকে রক্ষা ক'রে আমি দেশের সর্ব্বনাশ ক'রেছি। এখনও অবিশ্বাস ক'রছ— গা টিপে দেখছ—বড় নরম না ?

নাবিক। বাবা! বিশ বচ্ছর দাঁড় টেনে, হাল ধ'রে, লোটে ঠেলে হাত দোরস্ত ক'রেছি— পীরের কাছে মামদো বাজী! তুমি রঘুবীর! এই তুলতুলে গা—যাও—এখানে কেউ আসেনি। উহুহুঃ (চীৎকার)

রঘু। কি হ'ল—কি হ'ল মিঞা ?

নাবিক। ওরে বাবা! আঙুলে এত জোর! এখনি হাতের হাড় ভেঙ্গে ছাতু হয়ে গিয়েছিল আর কি! এখন বুঝেছি—ওরে বাবা!

রঘু। বুঝেছো ?

নাবিক। বিলক্ষণ বুঝেছি!—ছেলেপুলে কাছে থাকলে এই এক টিপনীতেই বংশলোপ

হয়ে যেত! তা বাবা রঘুবীর! তোমায় ত আমি নায়ে তুলতে পারব না। তুমি যে নায়ে উঠে, আদর ক'রে, তাতে এমনি একটা টিপনী দেবে, আর আমার না খানা দেখতে দেখতে বানচাল হয়ে যাবে, সেটী হ'চ্ছে না। ওরে বাবা,—এক টিপনী সাত চিড়িক মারে যেরে!

রঘু। তবে কি আমার মনিব ওপারে?

নাবিক। রক্ষা কর বাবা। তোমার মনিব ত মনিব—তোমার গন্ধও আর ওপারে নয়। কে বাবা না খানি খুইয়ে, ছেলে পুলেকে না খাইয়ে মারবে? ছেড়ে দাও বাবা মিঞা সাহেব—থুড়ি, হুজুর রঘুবীর! ঝড় উঠলো, আমি ঘর সামলাইগে।

রঘু। তাহ'লে আমার মনিব কোথা?

নাবিক। এই বনের ভেতর বাবা!—উঃ কটকট, ঝনঝন, চিড়িক চিড়িক কটাস্ কটাস্, দড়াস্ দড়াস্ নানা জাতের আওয়াজ—রঘুবীর—ওরে বাবা!

রঘু। উত্তাল তরঙ্গময়ী ভীষণা নর্ম্মদা!
ফেনিল রাক্ষসী মুখে তুলিয়া হুঙ্কার,
দশদিকে উন্মত্ততা করিয়া প্রসার,
কার লোভে ছুটিয়াছ পুনঃ উন্মাদিনী?
জানি না কি স্বর্গচ্যুত কৌমুদী পুতুলী
কি অপূর্ব্ব পারিজাত লোভে, প্রভঞ্জনে
ধরেছে সহায়, সে আনিয়া দিবে তোরে
পূরিয়া অঞ্জলি। শোণিত-নিষিক্ত ধরা
আগে হ'তে দুরাত্মার নির্ম্মম চরণ-
ভরে, থর থর কাঁপে—কাঁপে প্রাণ, তার
যাতনায়। তবে কেন নর্ম্মদা সুন্দরী!
আবার ভীষণা মূর্ত্তি ধরি, অবিরাম,
সহস্র কর্কশ হস্তে ব্যথিত শরীরে
তার করিস প্রহার? ক্ষমা দে নর্ম্মদা!
অতীত বরষ পঞ্চ, এমনি ভীষণ
নিশা—এমনিই ঘন অন্ধকারে, তব
সঙ্গে করি ভীম রণ, এক নরাধমে
কাড়িয়া লইয়াছিনু তব গ্রাস হ'তে!
প্রতিহিংসা ল'তে তাই এলে কি নর্ম্মদা?
নিয়তির কার্য্যে বাধা দানে, করিয়াছি
যেই মহাপাপ, উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
করিব তাহার! ভীষণ মৃত্যুর ভয়ে
জ্ঞানশূন্য প্রভু মোর, আসিয়াছে তব
জলে প্রাণ বিসর্জ্জিতে। প্রিয়পুত্র সঙ্গে
আছে তার—আর আছে পুত্র সম এই
নরাধম—একের জীবন বিনিময়ে
এত প্রাণে হবে নাকি সন্তোষ তোমার?
তবে শোন উন্মাদিনী কল্লোলিনী! দেখা
যদি নাহি পাই তার, তোমারে করিব
আত্মদান, ক্লান্ত আমি সংসারে ঘুরিয়া।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বন।

সাহাজান, পরীবাণু।

সাহা। পরী! কিছুক্ষণের জন্য এই শিলা তলে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি স্থান অন্বেষ করি। ভয়ানক ঝড়—মহাপ্রলয়—পরী! তোকে পাবার জন্য চারিদিক থেকে যেন সয়তানের অনুচরেরা হাত বাড়াচ্ছে। নানা তাণ্ডব নৃত্য ক'রছে—ডাকিনী খলখল হাসছে। পরী এই শিলার আশ্রয়ে অবস্থান কর। খোদা পরীকে রক্ষা কর।—নবাব মামুদসার স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলো না। এ কোহিনুর প্রলয় আঁধারে ডুবিয়ে যেয়ো না। ব'স পরী, আমি স্থান দেখি।—কোথাও যাসনি।—এ শিলার

পরিত্যাগ ক'রে এক পদও অগ্রসর হ'সনি। যদি স্বয়ং পীর এসে স্থান ত্যাগ ক'রতে বলে, তবু উঠিসনি। আমি খুঁজে দেখি—অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে দেখি—এ নির্ম্মম কঠোর অরণ্যের বুকে এক বিন্দুও দয়ার অস্তিত্ব আছে কি না।

পরী। আমি এইখানে চুপ ক'রে ব'সে থাকব?

সাহা। চুপ ক'রে থাকিস—একপদও স্থানান্তরে যাসনি।

পরী।—ফিরতে কতক্ষণ হবে?

সাহা। যতক্ষণ না আশ্রয় পাই।—(মস্তকে বৃক্ষপতন) পরী—পরী! সব শেষ—আমি গেছি—আমার জীবন শেষ—প্রকাণ্ড গাছ আমার ঘাড়ে প'ড়েছে।—আমি মলুম। আমি মলুম।

পরী। হা আল্লা! আমার সব গেল!—কই, কোথা তুমি—কতদূরে তুমি?

সাহা। উঠো না—এসো না।

পরী। তুমি গেলে আমার কি হবে?

সাহা। জানি না—উঠো না। কোথাও যেও না। ঈশ্বরের পদপ্রান্তে বসিয়ে রেখেছি, ব'সে থাক। যদি অনন্তরাজ্যের গৃহে আশ্রয় পাও—তাহ'লে লোকালয়ে ফিরো। নচেৎ নয়। —শিলাতল—ওইখানে—উঠোনা। সব পিশাচ —শয়তান—উঠো না। এসো না—ন'ড়ো না—প্রকাণ্ড গাছ—মানুষের ক্ষমতা হবে না—হ'ল না—যাই—আল্লা!—

পরী। সাহাজান—সাহাজান! কোথা তুমি? অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছি না। খোদা! রক্ষা কর—সাহাজানকে রক্ষা কর। সাহাজান! সাহাজান!—এই বনের ভিতর কে কোথায় দয়ালু শক্তিমান আছ, এস—রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। এই ভীষণ অরণ্যে—এই নিবিড় অন্ধকারে—খুঁজি কোথায়? বিষম চীৎকারও বৃক্ষের শাখাভঙ্গ-শব্দে ডুবে যাচ্ছে। একটী মাত্র আর্ত্তনাদ—কোন হতভাগ্য বিপন্নের এক করুণ কণ্ঠের স্বর—একবারমাত্র আমার শ্রুতি-স্পর্শ ক'রেছিল,—একপদ অগ্রসর হ'তে না হ'তেই, আবার প্রভঞ্জনের ভীম চীৎকারে মিলিয়ে গেছে। আর শুনতে পেলেম না। বড় অন্তর্যাতনার চীৎকার—কিন্তু কার? নর্ম্মদা কি হতভাগ্যকে গ্রাস ক'রলে?

পরী। কেগা তুমি?—কে কথা কইলে গা তুমি?

রঘু। এক রমণীকণ্ঠ। এই বিষম দুর্য্যোগে—প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী লীলার মধ্যে কোমলপ্রাণ রমণী! কে মা তুমি? একি!—চুপ ক'রলে কেন? কে মা তুমি? সন্তান নিকটে আছে, নির্ভয়ে কথা কও। কই মা! কোথা মা তুমি? বড়ই ভীষণ স্থান—মুহূর্ত্তে আশঙ্কা পদে পদে। কথা কও। শপথ ক'রছি—সন্তানের কাছে বিন্দুমাত্রও ভয়ের কারণ নেই। ভৃত্য আমি, দাস আমি, পুত্র আমি, সহোদর আমি,—কথা কও। রক্ষা ক'রতে এসেছি, রক্ষা ক'রব। আত্মীয়-হারা যদি হও, সে আত্মীয়ের সন্ধান ক'রে দেব। উত্তর দাও। এখনও দিচ্ছ না,—তবে বলপ্রয়োগে ধ'রে নিয়ে যাব—কাউকে বিপন্ন দেখে ফেলে যাওয়া আমার রীতি নয়। বিপন্ন সর্পকে রক্ষা ক'রে মাথায় দংশন নিয়েছি—তবু তাকে ফেলে আসিনি। উত্তর দাও।

পরী। একটী বৃদ্ধ বিপন্ন—গাছ চাপা প'ড়েছে।

রঘু। কোথায়—কোথায়?

পরী। দুচার পদ এই দিকে যা'ন।

রঘু। বেঁচে আছেন?

পরী। তা জানি না। (রঘুবীর-কর্তৃক বৃক্ষাপসারণ ও পরীক্ষা)

রঘু। মা। সব পরিশ্রম যে বৃথা হ'ল। বৃদ্ধ যে প্রাণে নাই!

পরী। সাহাজান। তোমার অদৃষ্টে এই ছিল!

রঘু। কেঁদো না মা। এখন আত্মরক্ষার সময়। এ বৃদ্ধ তোমার কে?

পরী। পরমাত্মীয়।

রঘু। কে ইনি?

পরী। তা বলব না!

রঘু। বেশ—তোমাদের ঘর কোথায়?

পরী। তাও বলব না।

রঘু। বেশ—কোথায় রেখে আসতে হবে বল?

পরী। কোথা'ও নয়।

রঘু। তাও কি কখন হয়।

পরী। আত্মীয় আমাকে এ স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন!

রঘু। সে অবস্থা ত আর নেই! আত্মীয় ত আর ফিরছেন না।

পরী। আমিও এখানে থাকব—আর ফিরব না।

রঘু। এ অন্যায় পণ।

পরী। তিনি বলেছেন—এখান থেকে উঠলেই বিপদে পড়বি।

রঘু। চারিদিকে হিংস্র জন্তু,—প্রতিমুহূর্ত্তে মস্তকে বৃক্ষপতনের আশঙ্কা,—এস্থান হতে অধিক বিপদ আর কোথায় জননী?

পরী। সর্ব্বত্র—তিনি বলেছেন সর্ব্বত্র।

রঘু। তা ঠিক—বিপদ যে সর্ব্বস্থানেই আছে, তাতে আর সন্দেহ কি? মায়ের কোলে—মাতৃস্তন্যেও বিপদের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু মা, এখানে যত, এত আর ত কোথাও নেই।

পরী। এখানে বিপদ শুধু প্রাণের—বাহিরে ধর্ম্মের। সয়তান এখন গুজরাটের সিংহাসনে। তুমি যেই হও—তার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা তোমার সাধ্য নয়।

রঘু। তুমি হিন্দু—না মুসলমানী?

পরী। তা ব'লব না।

রঘু। হিন্দু ভাই ভগিনীর সংসারে যেয়ে বাস করতে পারবে?

পরী। তাহলে আমি মুসলমানী।

রঘু। তা হোক—বিপন্না তুমি—হিন্দুর চক্ষে দেবী—তোমায় আশ্রয় দিলে হিন্দুর গৃহ অপবিত্র হয় না।

পরী। আমাকে নিয়ে কেন বিপদে পড়বে?

রঘু। তোমায় দিবানিশি মৃত্যুর আবরণে ঘিরে রাখব। তুমি যদি প্রস্তুত থাকতে পার, তাহলে কার সাধ্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে।

পরী। নিরাপদ রাখা তোমার সাধ্য কি?

রঘু। অবিশ্বাস করছ কেন মা?

পরী। তাই যদি থাকত, তাহলে এমন শক্তিমান্ প্রজা থাকতে নবাব মামুদসার কি একটা তুচ্ছ গোলামের হস্তে ভীষণ মৃত্যু হয়।

রঘু। আপনি কি নবাব-নন্দিনী?

পরী। আর পূর্ব্বস্মৃতি কেন?—আমি ভিখারিণী।

রঘু। নবাব-নন্দিনী! অনন্তরাওয়ের আশ্রয়ে যেতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে?

পরী। আপনিই কি অনন্তরাও?

রঘু। তাঁর ভৃত্য—রঘুবীর। পালিত সন্তান।

পরী। ভাই। আমার হাত ধর—অ-ভাগিনী নবাব-নন্দিনীকে তোমাদের ঘরে আশ্রয় দাও। এই পরমাত্মীয়ের আদেশ—যদি দেওয়ানজীর ঘরে আশ্রয় পাই, তবেই আমি লোকালয়ে ফিরব, নচেৎ স্বয়ং ঈশ্বর এসে আশ্রয় দিতে এলেও তাঁর কাছে যেতে পারব না। ভাই! ভগিনীকে সঙ্গে নাও।

রঘু। এস ভগিনী—হিন্দুর গৃহ-শোভাকরী কমলা। এই দারুণ অন্ধকার ভেদ করে—অনন্তরাওয়ের অন্ধকার ঘর আলো করবে এস।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অরণ্যের অপরপার্শ্ব।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

অনন্ত। হা নরাধম পাষণ্ড জাফর! কি করলি? নবাবকে হত্যা করেও কি তোর জিঘাংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হল না? তার আদরের ধন—একমাত্র কন্যা—সোণার কুসুমকে অকালে বৃন্তচ্যুত করে উত্তপ্ত তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলি? নিষ্ঠুরা নর্ম্মদা! এমন আনন্দ-প্রতিমাকে তুই কোন্ প্রাণে গ্রাস করলি?

(বলদেবের প্রবেশ।

বল। একি পিতা! উন্মত্তের মত আত্মনাশ করতে এদিকে ছুটে এসেছেন? এ যে নর্ম্মদা-তীর। শেষকালে কি জলমগ্ন হ'য়ে অপঘাতে প্রাণ হারাবেন?

অনন্ত। কিসের শব্দ হল বুঝতে পারলি কি?

বল। ও কোন্ হতভাগ্য গাছ চাপা পড়ে, বুঝি প্রাণ খোয়ালে।

অনন্ত। গাছ চাপা প'ড়ে নয়—নর্ম্মদায়—

বল। তার আর আশ্চর্য্য কি! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—তুমিই যখন আজ আশ্রয়হীন, তখন কত হতভাগ্য যে নর্ম্মদায় প'ড়বে, তার সংখ্যা কি!

অনন্ত। হতভাগ্য নয়—হতভাগিনী।

বল। সে কি!

অনন্ত। নবাবের কন্যা পরীবাণু।

বল। সেকি? কে ব'ললে?

অনন্ত। কেউ বলেনি—মায়ের করুণস্বর শুনে বুঝেছি। সে মধুর স্বর সপ্তাহ পরে আবার শুনলেম! কিন্তু হা ঈশ্বর! আর বুঝি শুনতে পাব না।

বল। পিতা! এ শোকের সময় নয়—আত্মরক্ষার সময়।

অনন্ত। আয় মা ফিরে আয়। হায় রঘু! বিপন্নাকে রক্ষা ক'রতে এসে কি তোর এই পরিণাম!

বল। হা ভগবান! ক'রলে কি? এমন মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণকেও উন্মাদ ক'রলে!—পিতা! ফিরে এস।

অনন্ত। রোস না, ওদের ধ'রে আনি।

বল। কাকে আনবে? কে আসবে?—বাবা! চলে এসো,—যে গেছে, সে গেছে—আর আসবে না।

(পরীবাণুকে লইয়া রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। কেন আসবে না বলদেব? প্রাণের টানে ব্রহ্মাণ্ড ছিঁড়ে আসে—ভগবান করতলগত হয়, আর একটা তুচ্ছ জীবন ফিরে আসে না? এই নাও পিতা, তোমার নন্দিনী। মিয়তির আবরণ ভেদ ক'রে নর্ম্মদার সহস্র উন্মত্ত তরঙ্গের শিরোভূষণ—সহস্রদল স্বর্ণকমল—জল ছেড়ে স্থলে এসেছে। পিতা! চরণে আশ্রয় দাও।

বল। সেকি?—সেকি? ভাই তুমি?—যথার্থই তুমি?

অনন্ত। রঘু! নিয়তি-প্রেরিত ভার। তুমি ভিন্ন এ ভার ধারণ করে সাধ্য কার? এই নে, আমার কন্যা পরীবাণুকে শ্যামলীর পাশে স্থান দে।

রঘু। বলদেব। বড় অন্ধকার, পথ পিচ্ছিল —বন্ধুর। পরীবাণুকে হাত ধ'রে নিয়ে চল।

পরী। ভগবান!—ভগবান!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নদীতীরস্থ কানন।

(রঘুবীর ও বলদেব)

রঘু। ভাই বলদেব! সমস্ত রাত্রি লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রলুম, কেউ আশ্রয় দিলে না—দিতে সাহস ক'র্‌লে না। এরূপ অবস্থায় সামান্য পর্ণকুটীরের আশ্রয়ে পরীকে ত আর রাখতে পারি না। রাত্রিও শেষ হ'তে চ'ল্‌ল, দিবালোকে ত পরীকে স্থানান্তরিত ক'রতে পারব না। পরীবাণুর সন্ধানে নিশ্চয়ই চারিদিকে চর প্রেরিত হ'য়েছে। দুরাত্মা জাফর নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত নাই।

বল। তাহ'লে ক'রবে কি?

রঘু। এই অন্ধকার থাক্‌তে থাকতে, এই দুর্য্যোগের সহায়তায়, এস আমরা অরণ্যে প্রবেশ করি। বনের পাতা লতায় গভীর অরণ্যের ভিতর কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে, আপাততঃ দিন কয়েকের জন্য সেখানে বাস করি। তারপর সুবিধা দেখে আমরা সবাই রামগড়ের রাজার রাজ্যে চ'লে যাব। আপাততঃ লোকের সমক্ষে অবস্থান যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না।

বল। রাজ্য-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত, দুঃখ কা'কে বলে জানে না,—বনের ভিতর বাস ক'র্‌লে পরী বাঁচবে কেন?

রঘু। সময় সমস্তই সইয়ে দেবে ভাই! তা ব'লে নগরের মধ্যে আজ কাল ত তাকে কোন মতেই নিয়ে যেতে পারি না। যমের মুখ থেকে রক্ষা ক'রে কি তাকে জাফরের মুখে দেব?

বল। তাহ'লে এক কাজ কর না দাদা!— যে উপায়ে দুরাত্মা জাফর গুজরাটের সিংহাসন প্রাপ্ত হ'য়েছে, সেই উপায়েই তার রাজত্বের পিপাসা মিটিয়ে দাও না কেন? রাজ্যেরও মঙ্গল হয়, পরীবাণুও রক্ষা পায়। ভীলরক্ত এখনও ত তোমার দেহে প্রধাবিত।

রঘু। ছি বলদেব! ওকথা মুখেও এনো না। তুমি দেবতা পিতার সন্তান।

বল। বৃদ্ধ পিতা আজ কি অপরাধে বন-বাসী দাদা?

রঘু। অপরাধ অবশ্যই আছে, নইলে শাস্তি কেন?

বল। পিতা অপরাধী?

রঘু। নিশ্চয়—পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'র, জান্‌তে পারবে।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

অনন্ত। কতদূর কি ক'রে উঠ্‌লে রঘু?

রঘু। কিছু করে উঠতে পারিনি।

অনন্ত। তাহ'লে উপায়?

রঘু। বনে ঢুক্‌ব।

অনন্ত। তারপর?

রঘু। আপাততঃ কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে তার ভেতরে বাস ক'র্‌ব।

অনন্ত। বেশ—তাহ'লে বিলম্ব ক'রছ কেন? অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে নিয়ে চল। এখানে ত আর থাক্‌তে সাহস ক'র্‌ছি না।

[রঘুবীরের প্রস্থান।

বল। তুমিও দাদার মতে মত দিলে ?—অম্লানবদনে বিনা তর্কে দাদার কথায় বনে ঢুকবে ?

অনন্ত। মূর্খ বালক! কবে তোর ভাইয়ের কথায় প্রতিবাদ ক'রেছি। একবার তার অমতে কাজ ক'রেছি, তার ফলে আজ বনবাসী হ'য়েছি। সাগর-পরিমাণ কামনা নিয়ে ব্রাহ্মণ-গৃহে প্রবেশ ক'রেছিলুম, তার ফল পেয়েছি। তবে আর কেন বলদেব ? বনে প্রবেশ কর্—রঘুবীরের কথার প্রতিবাদ ক'রিস্‌নি।

(পরীবাণু ও রঘুবীরের প্রবেশ)

পরী। হাঁ ভাই, তুমি নাকি বনে ঢুকতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছ ?

বল। শুধু তোমার জন্য পরী!

পরী। ছিলুম নবাব-নন্দিনী—শাস্ত্র শিখিনি—জ্ঞানদৃষ্টিহীনা—নবাবী ঐশ্বর্য্যকেই ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ক'রেছিলুম; দারিদ্র্যে যে ঐশ্বর্য্য থাকে, তা ত জানতুম না। সে ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পেয়েছি। কি জানি কি পুণ্যফলে তোমাদের সঙ্গ লাভ ক'রে, তার মধুরতা অনুভব ক'রেছি। ব্রাহ্মণ-কুমারী আমি—স্বয়ম্বরা—মৃত্যুর নামে উৎসর্গীকৃতা, আমাকে বনে ঢুকতে ভয় দেখাও কেন ভাই ?

বল। তোমার যদি এমন অন্দরবল পরী! তাহ'লে আর আমি বনে ঢুকতে কুণ্ঠিত হব কেন ?

পরী। হ'য়ো না। দাদা ব'ল্‌লে, দারিদ্র্যের ভিত্তিতে যে ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা, তা অটল অমর—ভুবনব্যাপী সৌরভময়—ভগবানের প্রিয় সামগ্রী। দাদা আরও ব'ল্‌লে, শুধু দুটী ক্ষুদের লোভে ভগবান্ হস্তিনায় এসে ভিখারী বিদুরের ঘরে উপযাচক হ'য়ে অতিথি হ'তেন; আর হস্তিনার রাজা কত নিমন্ত্রণে—কত সাধ্য সাধনায়ও তাঁকে ঘরে আন্‌তে পারতেন না। ভিক্ষান্নেই যদি তাঁর এত লোভ, তাহ'লে তুচ্ছ নবাবীর জন্য তেমন অতিথিটীকে ছেড়ে দেব কেন ?

অনন্ত। কে ব'লেছে তুই নবাব-নন্দিনী ? আজ থেকে তুই আমার কন্যা—আমার বৃদ্ধ বয়সের শান্তিদায়িনী। আয় মা! তোর হাত ধ'রে বনে যাই।

—— ——

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ-কক্ষ।

(জাফর ও সখার মা)

জাফর। হাঁ বিবি! তুমি পরীবাণুকে কি রকম দেখ্‌লে বল দেখি ?

স, মা। জনাব! সে আর আপনাকে কি ব'ল্‌ব। বড় ফন্দি ক'রে তাদের সন্ধান নিয়ে এসেছি। আপনাকে কি বল্‌ব—সেকি সুন্দরী! কিন্তু যা দেখলুম, তার তুলনা কই ? ঘুটঘুটে আঁধার—কোলের মানুষটী পর্য্যন্ত দেখা যায় না—সেই আঁধার ভেদ ক'রে, সেই অগম বিজন বনের ভেতরে, চারিদিক আলো ক'রে, বাতাসে রূপ ছড়িয়ে—সে আপনাকে আর বেশী কি ব'ল্‌ব জনাব!—যেন যমুনার কাল জলে সোণার কলসী ভেসে উঠ্‌ল!

জাফর। বিবি! সে রত্নটী যে [illegible] এনে দিতে হ'চ্ছে।

স, মা। তাইত জনাব—তাইত জনাব! আমি হাব্‌লা গোব্‌লা মানুষ। সাত চড়ে আমার মুখে রা বেরোয় না। কি ব'ল্‌তে কি বলি, কি ক'র্‌তে কি করি। অবলা বিধবা—আমি কি পার্‌ব ?

জাফর। তুমি নিশ্চয় পা'র্‌বে। তোমার গুণের কথা শুনেই তোমায় আনিয়েছি। অবে

ই মুহূর্ত্তেই তোমার গুণের পরিচয় পেয়েছি। কে পাবার জন্য আমি গুজরাটের পথ নর-শোণিতে প্লাবিত ক'রেছি, গুজরাটের প্রকাণ্ড কাণ্ড অট্টালিকা প্রাণিশূন্য ক'রেছি; সেই ছলনা সুন্দরী পরীবাণু চক্ষের পলকে অদৃশ্য য়েছে। চারিদিকে চর পাঠিয়েছিলেম, কেউ ন ক'রতে পারেনি। তুমি ক'রেছ। তুমিই মার সহায়তার যোগ্যপাত্রী। পুরুষ হ'লে মাকে উজীর ক'রতুম। তুমি স্ত্রীলোক, র কি ক'রব—তোমায় যথেষ্ট পুরস্কৃত ক'রব পরীবাণুকে ধ'রে দিতে পারলে জায়গীর দেব।

স, মা। তাইত জনাব,—তাইত জনাব। খো থেকে কোথায় গিয়ে প'ড়ব? শেষকালে হাঙ্গানি খেয়ে ম'রব! ম'লে, আমার জায়-ভোগ ক'রবে কে?

জাফর। কে মা'রবে? বল কি বিবি! ব জাফর খাঁর লোক তুমি, চ'লেছ জাফর কাজে, তোমার গায়ে হাত তুলবে? মার দিকে যে তীব্র দৃষ্টিতে চাইবে, সে বখত্ গিয়ে রয়েছে জেনে রাখ! কোই? (নেপথ্যে হুজুর।) জলদি কেরামৎ কা বোলাও, (নেপথ্যে বহুত আচ্ছা) লোককে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, সেপাই ছ; যা হুকুম ক'রবে, তাই তারা শুনবে। র সঙ্গে ক'রে নিয়ে লোকের ঘর ঘর সন্ধান —পরীবাণুকে এনে দাও।—

(কেরামৎ খাঁর প্রবেশ)

দেখ কেরামৎ—এই বিবির কার্য্যে তোমায় ক ক'ল্লুম। বিবির হুকুম—সে আমার মনে বে। যেখানে যেতে বলে যাবে,—যা তে বলে ক'রবে।

কেরা। যো হুকুম নবাব!

জাফর। আর বিবির যখন যে ক'জন সেপাইয়ের দরকার হবে, সে ক'জন তুমি তৎক্ষণাৎ মোতায়েন রাখ্‌বে।

কেরা। যো হুকুম।

স, মা। আচ্ছা জনাব! সে মেয়েটা যদি আর কেউ হয়?

জাফর। যেই হোক্ না কেন, তাকেই আমার জন্য নিয়ে আস্‌বে। আমি এদেশের রাজা—এদেশের যত কিছু উৎকৃষ্ট সামগ্রী, সমস্তেতেই আমার অধিকার।

স, মা। তাত বটেই। নইলে আবার রাজা কি? রাজা সন্দেশের খোসা ছাড়িয়ে শাঁস খাবে,—ক্ষীরসাগরের নীর গাবিয়ে তোল্‌পাড় ক'রে শুধু ঢেউগুলি জিবের আগায় চাক্‌বে,—গোলাপী বাতাস নিঙ্গড়ে শুধু থাপি-টুকুতে পিত্তি রক্ষা ক'রবে। ফুলবাগান থেকে আরম্ভ ক'রে গোভাগাড় পর্য্যন্ত যেখানে যা কিছু সেরা আছে, সব তার। নইলে আবার রাজা কি?

জাফর। বল ত বিবি!

স, মা। সে আমার আগে থাক্‌তেই বলা আছে জনাব! তাহ'লে এস মিয়া! দেখা যাক্, কতদূর কি ক'রে উঠি! সেলাম জনাব!

[কেরামৎ ও সখার মার প্রস্থান।

(দেবলের প্রবেশ)

দেবল। সেলাম নবাব! সন্ধান পেলেন কি?

জাফর। (স্বগত) পরীবাণুকে লুকিয়ে রাখার মূল অনন্তনাও—বে-অকুফ—বদমাস!

দেবল। (ভীতিপ্রকাশ ও স্বগত) আরে ম'ল—এ আবার কি মূর্ত্তি? শেষ কালে চোট্‌টা আমার ঘাড়ে এসেই পড়ে নাকি?

জাফর। শুধু মেহেরবাণী ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছি। বেতমিজ—বেইমান।

দেবল। আজ্ঞে হাঁ! হুজুর মেহেরবাণী ক'রে যে রেখেছেন সেটা ঠিক। আর সেইজন্য বেতমিজ ব'ল্‌লেও বলা যায়। আর বেইমানের ত কথাই নেই। একশোবার বলা যায়।

জাফর। বেল্—লিক—

দেবল। (স্বগত) খেলে—এইবার দেবলের দফা সাম্‌লে! (প্রকাশ্যে) সন্ধান কি পাওয়া গেল না জনাব? সথার মা কি কিছু খবর দিতে পার্‌লে না?

জাফর। কেও, দেওয়ান? সন্ধান পেয়েও পাওয়া গেল না। তাইত বল্‌ছি—বদমাস, বে-তমিজ, বে-ইমান্, বেল্লিক্। কোতল ক'রব—শূলে দেব—জ্যান্ত চামড়া তুলে নেব (দেবলের ভীতিপ্রকাশ) কি বল দেওয়ান! ব'ল্‌তে পারি কি না?

দেবল। খুব ব'ল্‌তে পারেন—বরাবরই বল্‌তে পারেন! বাপ, বাচলেম, আমাকে নয়। শালা চাষা—ব'ল্‌ছে তাকে, আর খিঁচুচ্ছে আমাকে।

জাফর। বুড়ো ব'লে দয়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছি। এত বড় বেয়াদব!—এত বড় আস্পর্দ্ধা!—আমাদের আদেশ অমান্য ক'রে, পরীবাণুকে আ... ...ন!—যেমন ক'রে পার ধর। তোমাদের ... সুন্দরবন পর্য্যন্ত ... অনন্তরাওকে গ্রেপ্তার কর। সব ... গেছে, তখন অনন্তরাও থাকে কেন? আর দয়া নয়—অনন্তরাওকে বেঁধে আন।

দেবল। যো হুকুম জনাব!

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(সথার মার প্রবেশ)

স, মা। ওমা আসছেই ত গো! বনের ভেতর টাকা লুকিয়ে রেখেছি, জান্‌তে পারলে নাকি! লোকের ঘরে ঘরে ঢুকে এ টাকা ক'রেছি—জানতে পার্‌লে নাকি? তা হ'লে ত গেলুম দেখ্‌ছি—আর ত সথার মার প্রাণ রক্ষে হ'ল না—ভবলীলা ত সাঙ্গ হ'ল!—দোহাই বাবা আমি গরীব—অনাথা—আমার কাছে কিছু নেই বাবা!

(বালক-বেশে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। তুই? এখানে কতক্ষণ আছিস্?

স, মা। আমি নেই বাবা!

শ্যামলী। রয়েছিস্ আবার নেই কি?

স, মা। তা তুমি যা বল বাবা, আমি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিনি।

শ্যামলী। ভয় নেই, আমি একটা খবর জান্‌তে চাই।

স, মা। অত কাছে এস না বাবা!

শ্যামলী। ভয় নেই—আমি দস্যু নই।

স, মা। তা হোক, একটু দূরে থেকে কথা কও।

শ্যামলী। বেশ—দূরে থেকেই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি—বল্ এখানে কতক্ষণ আছিস্?

স, মা। একদণ্ডও নেই বাবা!

শ্যামলী। সেকি!

স, মা। এক দম নেই।

সোণার ... ভেঙ্গে ... কেমন কথা?

শ্যামলী। ...

স, মা। আজকাল কথা এই রকমই হ'য়ে গেছে বাবা!

শ্যামলী। সেকি বেটী! তামাসা ক'র্‌ছিস্?

স, মা। দোহাই বাবা! তামাসা আমাদের ক'রতে নেই।

শ্যামলী। বেশ—বল্ দেখি, এপথ দিয়ে কোনও হিন্দু ওমরাওকে যেতে দেখেছিস কি না?

স, মা। আমি চোখে কিছু দেখতে পাই না বাবা। আমি ছেলে হারিয়ে অন্ধ হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি।

শ্যামলী। ব'ল্‌তে পার্‌লে, মহামূল্য পুরস্কার দেব।

স, মা। কি ব'ল্‌লে হিন্দু ওমরাও ?

শ্যামলী। হাঁ।

স, মা। কি মহামূল্য পুরস্কার দেবে দেখি।

শ্যামলী। নিশ্চয় দেব। এখনি দেখাব—আগে বল্।

স, মা। দেখেছি।

শ্যামলী। সত্যি ?—প্রতারণা নয় ?

স, মা। কই—কি পুরস্কার দেবে দাও।

শ্যামলী। তারে দেখতে কেমন বল্ দেখি ?

স, মা। তবে আর বক্‌সিস্ নেওয়া হয়েছে !

শ্যামলী। ঠিক ব'লছি—দিব্যি কর্‌ছি—নিশ্চয় দেব।

স, মা। আর কখন দেবে বাবা। দেবার সময় যে উত্‌রে গেল !

শ্যামলী। দেখ্‌তে কেমন—না ব'ল্‌তে পার্‌লে বিশ্বাস করি কেমন ক'রে ?

স, মা। বিশ্বাস হবে না—সে ত জানা কথা বাবা। যাও বাছা, তুমি নিজে খুঁজে দেখ, আমি নিজের ছেলেকে খুঁজে দেখি।

শ্যামলী। কাজেই—মাফ্ কর বাছা—বিশ্বাস হ'ল না।

[প্রস্থানোদ্যত।

স, মা। লাগে তাক্—না লাগে তুক্, দেখি একবার আঁধারে ঢিল মেরে। হাঁগা বাছা! দেওয়ানজীকে খুজ্‌ছ ত ?

শ্যামলী। (ফিরিয়া) এই নে পুরস্কার—মহামূল্য মণি। শীগ্‌গির বল্ কোন্ পথে গেছে। শীগ্‌গির বল্—দেরি সয় না, শীগ্‌গির বল্।

স, মা। এটা কি ব'ল্‌লে বাছা!—মাণিক ?

শ্যামলী। তোর সাত পুরুষকে আর খেটে খেতে হবে না। শীগ্‌গির বল্ না বেটি।

স, মা। শীগ্‌গির যাও—এই পথে যাও—ছুটে যাও—গেলেই ধ'র্‌তে পার্‌বে।

শ্যামলী। মা কালী! মুখ রেখ মা! যা বাছা, এখন অন্যত্র যা—এখানে আর তোর থাকবার দরকার নেই।

স, মা। (স্বগত) মা কালী কি আর ও মুখ রাখবেন ? খানিকটে এই পথে গেলেই একটি হালুম—বস্, তার পর ওই চাঁদ মুখ কালো হ'য়ে যাবে। কি ক'র্‌ব, মাণিক হাতে পেয়েছি, আর ছাড়্‌তে পার্‌ছি না। আহা বেশ মুখখানি! (প্রকাশ্যে) তোমায় বেশ দেখতে বাছা! তুমি বড় সুন্দর!

শ্যামলী। কি ক'রব বাছা, হ'য়ে প'ড়েছি।

স, মা। হাঁ বাছা! তুমি বুঝি কোন রাজার ছেলে ?

শ্যামলী। হবে। এখন যা—বক্‌সিস্ পেলি চলে যা।

স, মা। হরি হে—দীনবন্ধু!

[প্রস্থান।

শ্যামলী। এবেশে পিতার সম্মুখে কেমন করে উপস্থিত হই ? লজ্জা ক'র্‌ছে। উঁহু—পারব না—বেশ পরিবর্ত্তন করি।

[প্রস্থান।

স, মা। (নেপথ্যে দেখিয়া স্বগত) কেমন কেমন ঠেকছে যে! পুরুষ মানুষ ত নয়! চলন কেমন—বলন কেমন। না হ'ল না! পেছু নিতে হ'চ্ছে। ওমা! ও কি ? চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রাঙ্গা

ছুকরিটা হ'য়ে গেল যে! যাই—যাই—পঁছু পাছু যাই। কেরামৎ এ সময় কোথায় গেল? যাই—সে বেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে। নইলে একা পেরে উঠব না।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

দেবল ও বিষণ।

বিষণ। এমন সোণার রাজ্যটা ছারেখারে দিলে!

দেবল। কি ক'রব, জমীকে উর্ব্বরা ক'রতে হ'লে, দিন কতক ভাগাড় ক'রে রাখতে হয়।

বিষণ। বটে! তাহ'লে এমন রাজ্যটার ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হ'লে!

দেবল। এখন ইচ্ছে ক'রলেও ফেরা যায় না।

বিষণ। বেশ, তবে সর্ব্বনাশই কর। ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

দেবল। আর জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে না। জিজ্ঞাসা আবার ক'রবি কি? জিজ্ঞাসা করবার আছে কি? কাজ ক'রতে চাস্ ত সঙ্গে আয়। মঙ্গল চাস্ ত এখনও সময় আছে, সঙ্গে আয়। নইলে নবাব যদি দুণাক্ষরে জানতে পারে যে, আমার ঘরে ধর্ম্মপুত্তুর শাপভ্রষ্ট হ'য়ে অবস্থান ক'রছেন, তাহ'লে একটি চপেটাঘাতে তোমায় সেই ধর্ম্মরাজের চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবে। আমার বাবাও তখন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

বিষণ। তোমায় ঠেকাতে হবে না। আমাদের যে যেতে হবে, তা অনেক কাল বুঝেছি।

দেবল। বুঝেছিস্ ত এগিয়ে যানা।

বিষণ। ভাল, আমীর ওমরাওদের হত্যা ক'রলে, তা'তে না হয় তোমাদের স্ব... আছে। কিন্তু রাণাপুরের নিরীহ প্রজা—তাদে... মেরে, তোমাদের কি স্বার্থ হ'ল?—গ্রামকে গ্রাম একেবারে উৎসন্ন দিলে!

দেবল। তারা অনন্তরাওকে স্থান দিয়ে ছিল কেন?

বিষণ। সবাই কি দিয়েছিল?

দেবল। সে কৈফিয়ত ত তোকে দিতে আসিনি! কৈফিয়ত নেবার অন্য লোক আছে।

বিষণ। কই—এখানে যে সে লোক দেখতে পাচ্ছি না, তাইতেই ত দুঃখ! (স্বর্গের দিকে হস্ত প্রসারণ) ওখানকার কৈফিয়ত যে শুনতে পাই না—কেউ যে কখন শুনতে পেলে না—তাইতেই ত নিরপরাধের উপর এই উৎপীড়ন।

(তুলিয়ার প্রবেশ)

দেবল। একি! কে তুই?

বিষণ। তাইত, কে তুই?

দেবল। কোথা থেকে এলি? কেমন ক'রে এলি?—কথা কচ্ছিস্ না যে?—আরে মর, কে তুই?

বিষণ। কি আপদ! কে তুই?

দেবল। এগুস্‌নি—ওইখান থেকে দাঁড়িয়ে বল্।

বিষণ। তবু এগোয়—পেছিয়ে যা—এখনও ব'লছি পেছিয়ে যা। নইলে ম'লি। (দেবলের পশ্চাতে গমন)।

দেবল। বিষণ! অস্ত্র নিয়ে আয় ত—বেটার মুণ্ডচ্ছেদ করি। (বিষণের পশ্চাদগমন)

বিষণ। (দেবলের পশ্চাৎ গমন।) কে আছিস রে! আয় ত।

দেবল। কি চাও—ওইখান থেকে ব'লতে পার না?

ছুলিয়া। কিছু চাই না হুজুর!

দেবল। তবে কি ক'রতে এসেছ?

ছুলিয়া। হুজুরের নামে একখানা চিঠি আছে, দিতে এসেছি।

বিষণ। আগে বল্‌তে হয় বেটা! নইলে এখনি যে কেটে ফেলেছিলুম!

দেবল। থাম বীরবর! আর বিক্রমে ফলাতে হবে না। কার কাছ থেকে এসেছিস্?

ছুলিয়া। হুজুর চিঠি পড়লেই জানতে পারবেন। (চিঠি খুলিতে লাগিল)

দেবল। তা বাইরে দরোয়ান র'য়েছে, তার হাতে দিস্‌নি কেন? তোকে আসতে দিলে কে?

বিষণ। দেখ বাবা! চিঠিখানা প'ড়েই দরওয়ান বেটাদের মেরে দেশ ছাড়া ক'রে দাও। এত বড় আস্পর্দ্ধা! বিনা হুকুমে বাড়ীর ভেতরে লোক প্রবেশ ক'রতে দেওয়া! কে তোকে ঢুকতে দিয়েছে বল্ ত?

ছুলিয়া। আমায় কেউ ঢুক্‌তে দেয়নি হুজুর!

বিষণ। সে কি! তবে কেমন ক'রে এলি?

ছুলিয়া। ঐ বাগানের ভেতর দিয়ে এসে, এই পাচিল টপ্‌কে, খড়াবেয়ে ওই তেতালার ওপরে উঠে, ছাদ দে—ছাদ দে এদিকে এসে, আবার দেয়াল বেয়ে নেমে, এই ঘরের ওপরে না প'ড়ে, ছাদ না খুঁড়ে, ওই ওপর থেকে নেমে এসেছি।

বিষণ। ও বাবা—এ বলে কি? (দেবলের অন্তরালে গমন) এ ডাকাত যে!

দেবল। সঙ্গে লোক আছে, না একা?

ছুলিয়া। এখন একা—তবে দরকার হ'লে সঙ্গী জুটতে পারে।

বিষণ। ও বাবা! একটু মোটা হও না! তোমার পাপে দেখ্‌ছি সব গেল।

দেবল। রঘুবীরের নাম দেখছি। কিন্তু রঘুবীর কে?

ছুলিয়া। দেওয়ান অনন্তরায়ের পুত্র।

দেবল। তার নাম ত বলদেব। আবার অনন্তরাওয়ের ছেলে কোথায়?

ছুলিয়া। ইনি তাঁর পালিত পুত্র।

দেবল। পালিত পুত্র!—হা হা হা! বুঝতে পেরেছি—সেই রঘো।

ছুলিয়া। তাঁর নাম রঘুবীর—রঘো নয়।

দেবল। আচ্ছা তাই তাই। সেই ভীল ছোঁড়া ত?

ছুলিয়া। ভীল ছোঁড়া নয়—ভীলরাজ।

দেবল। ভাল, তা ভীলরাজ চান কি?

ছুলিয়া। ওই চিঠিতেই লেখা আছে।

দেবল। ও বিষণ! ভীলরাজ আমাকে লিখেছেন কি শুনবি?

বিষণ। ভীলরাজের আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়! তোমাকে চিঠি লেখে!

দেবল। তাইত দেখছি। দুটো চারটে শাস্ত্রের উপদেশ দিয়ে, ভীলরাজ শেষকালে কাকুতি মিনতি ক'রে এই ভিক্ষে ক'রছেন, যেন তাঁর মনিবের প্রতি আর কোন অত্যাচার না হয়। বেশ, ভীলরাজকে বলিস্ যে, এ শ্রাদ্ধবাড়ী নয়,—এ রাজা! এখানে কাজ আছে—ভিক্ষে নাই। অনন্তরাও রাজদ্রোহী। তার শাস্তি দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে রাজার বিবেচনা—ভিক্ষে শিক্ষে এখানে মিল্‌ছে না।

ছুলিয়া। যা বল্‌বার থাকে লিখে দাও হুজুর!

দেবল। সে একটা অতি তুচ্ছ ভীল চাকর, তাকে আমি লিখে দেব কি? তাকে

বলিস্, আমার বাড়ীতে যদি দরওয়ানী ক'রতে চায় ত, দিতে পারি।

ঢুলিয়া। ও কথা আমি শুনবো না হুজুর! যা বলতে চাও, লিখে দাও।

দেবল। আরে মর—এ বেটার আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়! যা ত বিষণ, ভীমসিং বেটাকে ডাকৃত। কাণ ধ'রে এ বেটাকে বাইরে নিয়ে যায়।

বিষণ। আর পটাপট্ জুতো হাঁকরে দেয়। দেখ্ বেটা এখনও ব'ল্‌ছি—রাগাসনি, মারা যাবি।

ঢুলিয়া। জবাব না নিয়ে যাবার হুকুম যে আমার ওপর নেই হুজুর!

দেবল। চোপরাও, বেয়াদব—গাধা গিধ্বোড়! আবি শির জুদা হো যাগা।

বিষণ। চোপরাও—

ঢুলিয়া। বেশি দেরি ক'র না হুজুর! আমার আবার অন্য কাজ আছে। মুখ চেয়ে দেখ্‌ছ কি হুজুর? জবাব না নিয়ে ত যাব না।

দেবল। যা ত বিষণ, ভীমসিং—কি, যে কেউ থাকে—ডেকে আনত। বেটাকে একটা পাকাপোক্ত জবাব দিয়ে দি।

ঢুলিয়া। (পথরোধ করিয়া) জবাব দিয়ে যাও।

দেবল। ভীমসিং—ভঁটিরাম—গাঁট্টা তেওয়ারি—জবরদস্ত খাঁ!

(নেপথ্যে—হুজুর)

জল্‌দি ইধার আও—সব আদ্‌মি আও।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

এই শালা লোগকো বাঁধ্‌কে, থোড়কুচি কর্‌কে কাটকে, দরিয়ামে ফেঁক্ দেও।

বিষণ। ফেঁক্ দেও—জল্‌দি কাট ডালো। শালা বেয়াদবকো আবি শিখ লায় দেও।

সকলে। আও শালা কমবখ্ত্।

১ম, প্র। (অগ্রসর হইয়া) আরে কোন্ হ্যায়! ঢুলিয়া মহারাজ!

সকলে। (বন্দিগি—সেলাম ইত্যাদি অভিবাদন)

১ম, প্র। হিয়া ক্যা করনে আয়া ওস্তাদজী!

২য়, প্র। কিধার্ দেকে আয়া ওস্তাদজী!

৩য়, প্র। রঘুয়া মহারাজকো তবিয়ত আচ্ছি ওস্তাদজী!

৪র্থ, প্র। আইয়ে—আইয়ে, থোড়া ভাঙ হ্যায়, পিজিয়ে ওস্তাদজী!

১ম, প্র। মাফ্ কিজিয়ে হুজুর! ঢুলিয়া মহারাজ এ চারো আদ্‌মিকোই ওস্তাদ হ্যায়। উন্‌কো পাকাড় লেনেতো হামলোক নেহি সেকেগা।

বিষণ। তব নকুরিমে বরখাস্ত হোগা।

সকলে। ক্যা করেগা হুজুর! নকুরি যাগা ত ক্যা করেগা।

১ম, প্র। নকুরি যাগা ত নকুরি মিলেগা —লেকেন ওস্তাদজী যানেসে ওস্তাদজী নেহি মিলেগা!

দেবল। বহুৎ আচ্ছা, চলা যাও।

(প্রহরিগণের প্রস্থান)

কি বলিস্ বিষণ?

বিষণ। আর বলাবলি কি, লিখে দাও না।

দেবল। তবে দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে আয়।

ঢুলিয়া। এই যে আমারি কাছে আছে হুজুর।

দেবল। দেখ, তোমরা যে মনে ক'রেছ অনন্তরাওয়ের ওপর—

ঢুলিয়া। দেওয়ানজী বল।

দেবল। বেশ, দেওয়ানজীর ওপর এই যে অত্যাচার—তোমরা হয়'ত মনে ক'রেছ, আমি ক'রেছি। কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম, আমি এর কোনও খোঁজ খবর রাখি না। কি ক'রব, প্রাণের দায়ে চাকরি ক'রছি। দেওয়ানজীর তবু অরণ্যেও স্থান আছে, কিন্তু আমার ওপর যদি জাফর রুষ্ট হয়, তাহ'লে ত্রিজগতে আমার স্থান নেই। (পত্র লিখিয়া ঢুলিয়ার হস্তে প্রদান)—ভাল, রঘুবীর কি করে?

ঢুলিয়া। এই ফুলবিল্বিপত্তর—এই রকম কত কি নিয়ে, কেবল পূজা আচ্চাই করে।

বিষণ। আচ্ছা ভাই, বাবা যদি আমার পত্রের জবাব না দিত, তাহ'লে কি হ'ত?

ঢুলিয়া। সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা ক'রছ হুজুর! কাজ যখন মিটে গেল, তখন আর ওকথা তুলতে নেই।

দেবল। বেশ, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরল ভাবে তার উত্তর দেবে কি?

ঢুলিয়া। অনুমতি কর হুজুর।

দেবল। তুমি রঘুবীরের কে?

ঢুলিয়া। সাক্রেত।

দেবল। তুমি যার সাক্রেত, তার নাজানি কত শক্তি!—আমি তার শক্তির একটু পরিচয় জানতে চাই।

ঢুলিয়া। কি ক'রে জানাবো?

দেবল। দেখ্‌ছি, তুমিত একা। আর আমার বাড়ী প্রহরিবেষ্টিত। এরা যেন তোমার সাক্রেত। কিন্তু তা যদি না হ'ত, যদি তোমাকে দশ জনে ঘেরে ফেলতো?

ঢুলিয়া। রঘুয়া মহারাজের আশীর্ব্বাদে হুজুর! ও রকম পঞ্চাশ জনকে আমি একা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারি।

দেবল। যদি একশো লোকে ঘেরে ধ'রত?

ঢুলিয়া। তাহ'লে?—দেখ্‌তে চাও হুজুর?

বিষণ। দেখাও না ভাই সরদার।

ঢুলিয়া। (বংশীধ্বনি)

(চারিদিক হইতে ভীলগণের প্রবেশ)

(দেবল ও বিষণের ভীতির অভিনয়)

সকলে। ক্যা হুকুম মহারাজ!

ঢুলিয়া। হুজুরকো সেলাম কর (ভীলগণের দেবলকে অভিবাদন) নাও—চল, আসি হুজুর!

দেবল। কিন্তু নবাব যদি নিজে অত্যাচার করে,—আমার কথা না শুনেও অত্যাচার করে?

ঢুলিয়া। সে আমরা বুঝতে পারবো। আসি হুজুর—অনুমতি—সেলাম।

দেবল। সেলাম।

ঢুলিয়া। (বিষণের প্রতি) সেলাম হুজুর!

বিষণ। সেলাম—সেলাম।

[ঢুলিয়া ও ভীলগণের প্রস্থান।

দেবল। এ আবার কি আপদরে বিষণ?

বিষণ। বাবা, কৈফিয়ৎ নেবার লোক এসেছে! এখনও যদি মঙ্গল চাও, ত দেওয়ানীতে লাথী মেরে বনবাসী হইগে চল, তাতে দুদিন বাঁচ্‌বে!

দেবল। তাইত—তাইত, চল—চল্—পালাই—চল্। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ময়দান।

(কৃষকের প্রবেশ)

গীত।

বৃন্দে দূতি গো! তোদের কালায় নাকি পেঁচোয় পেয়েছে।
ঢুকেছিল গোপীর গোয়ালে,
সেথায় নাকি বোসেছিল পেঁচো চোয়ালে,
যেমনি ক'রবে ননী চুরি, অমনি ঘাড়ে প'ড়েছে।

ডুকরে কেঁদে ব'লতেছে বাঁশী,
ওগো বৃন্দে প্রাণ-গোবিন্দে দেখ গো আসি,
কোথায় রাধা রূপসী কালার এবার বেজায় কাশি,
বুঝি না বাঁচে ॥

(সখার মার প্রবেশ)

কৃষক। আপনি কোথায় যাচ্ছ বিবি ?

স, মা। হাঁরে! এপথে তুই কি কিছু দেখেছিস্—কেউ গেছে ?

কৃষক। আজ্ঞে আমি একটা রাঙ্গা বক্‌না ছুটে যেতে দেখেছি।

স, মা। আর কিছু ?

কৃষক। আর দেখেছি একটা গন্ধগোকূলো।

স, মা। আর তোর বাবার মাথা ?

কৃষক। না বিবি! সেটা দেখিনি! আমার বাবা, আমার হবার আগেই মারা প'ড়েছে। আর পাড়ার লোকের মুখে শুনেছি, বাবার আমার খুব ক্ষেমতা ছেল, কিন্তু মাথা ছেল না।

স, মা। দূর বেটা চাষা! কোন মেয়েকে এপথ দে যেতে দেখেছিস্ কি ?

কৃষক। আমার বেই হয়নি বিবিঠাকরুণ! তা মেয়ে দেখ্‌বো!

স, মা। মেয়ে মানুষ ?

কৃষক। তা দেখেছি বিবি-ঠাকরুণ!

স, মা। কি রকম দেখেছিস্ বল্ ত ?

কৃষক। বিবি-ঠাকরুণ আমাকে লজ্জা দিচ্ছে—তা আমি ব'লতে পা'রবনি।

স, মা। কেনরে বেটা ? বল্ না—বক্‌সিস্ পাবি।

কৃষক। না বিবি! আমি গরীব—তুমি নবাবের বিবি—ব'লতে ভয় পাচ্ছি।

স, মা। কোন ভয় নেই বল্—আমি নবাবের লোক—আমি অভয় দিচ্ছি। কেউ তোকে কিছু ব'লতে পা'রবে না।

কৃষক। এই তোমাকেই দেখেছি বিবি!

স, মা। দূর বেটা চাষা!

কৃষক। হাঁগা বিবি! চাষাতে কি দেখতে জানে না!

স, মা। আ আমার পোড়া কপাল দুনিয়াতে এত নবাব বাদসা, আমীর ওমরাও থাকতে, শেষকালে কিনা চাষার নজরে ঠেকে গেলুম!

কৃষক। কেমন—ঠিক দেখেছি ত বিবি ঠাকরুণ ?

স, মা। দেখেছিস্—দেখেছিস্, তোর চোখ আছে—চোখ আছে।

কৃষক। তাহ'লে আমার বক্‌সিস্ ?

স, মা। একটি অল্পবয়সী সুন্দরী স্ত্রীলোক—এই পথ দে যেতে দেখেছিস্ ?

কৃষক। ও হরি! তা ত দেখেছি!—ত আগে বলনি কেন ? স্ত্রীলোক ?—তা দেখেছি!—তবে মেয়ে মেয়ে ক'রছিলে কেন!

স, মা! কোথায় দেখেছিস বাছা!

কৃষক। স্ত্রীলোক—গেরস্তর বউ—আহা যেন মা লক্ষী! বিবি-ঠাকরুণ, সে মা লক্ষীর কি রূপ—তা আর তোমায় কি ব'লব ?

স, মা। কতক্ষণ দেখেছিস বাছা ?

কৃষক। কতক্ষণ কি!—এখনও আছেন—গাছের তলায় ব'সে আছেন। দূর থেকে বোধ হয় আসছেন।

স, মা। কোন্ গাছের তলায় ?

কৃষক। এই পথে একটুখানি গেলেই বাঁ দিকে একটা বড় গাছ।—গেলেই দেখতে পাবে।—তাহ'লে আমায় কি দেবে, দাও।

স, মা। ঠিক দেখেছিস্ ত ?

কৃষক। আচ্ছা, তুমি আগে দেখে এসো, তার পর দাও।

(কেরামতের প্রবেশ)

স, মা। কি খবর কেরামত্?

কেরা। কেরামতের কেরামতি!—যাবে কোথায়?

স, মা। এই নে বক্‌সিস্।

কৃষক। আধ পয়সা!

স, মা। যানা বেটা! যে বকানটা বকিয়েছিস্, গর্দ্দান নিইনি, এই ভাগ্যি।

[কৃষকের প্রস্থান।

তারপর? ফেলে যে চ'লে এলি?

কেরা। ঘোড়া আগলেছি, আর যাবে কোথায়! ওই আস্‌ছে—দেখ দেখি তোমার সেই কিনা?

স, মা। কেরামৎ! দেখ দেখ—কি রূপ দেখ!

কেরা। ইস্! কেরা তোম্‌সারে!

স, মা। নবাবের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব। একবার নিয়ে গিয়ে ফেলতে পার্‌লে হয়। (কেরামতকে) তুই একটু আড়ালে যা, আমি তো একটা কথা ক'য়ে ভাব-গতিকটে বুঝে নিই। ডাকলে আসিস্। নবাব পরী পরী ক'রে ম'র্‌ছে কেন? এরে যদি পায়, তাহ'লেও তার জন্ম সার্থক হয়। স'রে পড়—স'রে পড়।

[কেরামতের প্রস্থান।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। হাঁ বাছা! বৃদ্ধ দেওয়ান অনন্তরাও এখানে কোথায় থাকে ব'ল্‌তে পার?

স, মা। আর বাছা! অনন্তরাও কি আর আছে?

শ্যামলী। নেই?—না না, কে তুই?—তুই এখানে? কেমন ক'রে এলি?—আবার কোথা থেকে জুটলি?

স, মা। আর বাছা! বুড়ো মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে এলে—কাজেই নিরুপায়ে এখানে সেখানে ছুটোছুটী ক'র্‌তে হয়। তা বাছা, এমন নিষ্ঠুর তুই! সারা রাতটা আমাকে ঘুরিয়ে মার্‌লি?

শ্যামলী। অবিশ্বাস ক'র্‌ছিস্ কেন বাছা? সে খুব ভাল মাণিক। অমনি অমনি পেয়ে গেছিস্, তাতে আবার দুঃখ কি? তো হ'তে ত কোন কাজ হ'ল না। এই দেখ, এখনো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

স, মা। এ রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তাতে কার অপরাধ বাছা?

শ্যামলী। অবিশ্বাস করিস্‌নি—ঘরে যা। বহুমূল্য মণি—রাজার ঘরের ধন।

স, মা। আর বাছা, তাহা ফাঁকিটে দিলে, অবিশ্বাস না ক'রে কি করি! একটা মাটির মাণিক দিয়ে, চোখে যেন ধুলো দিয়ে, সাত রাজার ধন মাণিক চ'লে এলে—অবিশ্বাস না ক'রে কি করি?

শ্যামলী। তুই ব'ল্‌ছিস্ কি?

স, মা। আর বলাবলি কি!—মাটির মাণিকে আর ঠক্‌চি না।

শ্যামলী। বেশ, ঠকা বোধ করিস্—ফিরিয়ে দে!

স, মা। এই নে বাছা, আঁচলেই বাঁধা আছে। (মণি প্রদান)

শ্যামলী। বেশ, আর কেন তবে দাঁড়িয়ে রইলি? চ'লে যা।

স, মা। দূর—হ্যাকা ছুঁড়ী!—চ'লে যাব ব'লেই কি, এই পাঁচ ছ' কোশ রাস্তা হেঁটে, তোকে মাণিক ফিরিয়ে দিতে এলুম? তুই কোথাকার বোকা মেয়ে! নে—সঙ্গে চ'।

শ্যামলী। কোথায় যাব?

স, মা। যেখানে হীরের ছাইয়ে দাঁত ঘস্‌বি, মুক্তোর চুণে পাণ খাবি, সোণার দোলায়

ঢুলাবি, গোলাপের পাপড়ীর তাকিয়ায় হেলান দিবি।

শ্যামলী। সে কোথায়?

স, মা। এই আমাদের নবাবের রঙ্‌মহল।

শ্যামলী। দুর্গা, দুর্গা। নে—পথ ছাড়্।

স, মা। চটিস্ কেন ছুঁড়ী? শোন্ না। এই সাতটা মুলুকের আসল মালিক হবি তুই। নবাব হবে তোর গোলাম। নবাব তোর জন্য একেবারে পাগল হ'য়েছে।

শ্যামলী। বলিস্ কি!—আমাকে না দেখেই?

স, মা। কি জানি, স্বপ্নে কেমন ক'রে তোকে দেখে ফেলেছে। দেখেই পাগল,—বলে এনে দাও।

(কেরামতের প্রবেশ)

ওরে কেরামত! শুধু রূপে নয় রে! এ যে কোহিনুর! কথায় ঝিকিমিকি—টুকটুকে ঠোঁট ঢাকা মুখখানি থেকে মুক্ত ঝ'রছে!

কেরা। বল কি বিবি?—কিগো বিবি! নবাবের ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছ কোথায়?

শ্যামলী। মা, সতীকুলরাণি!—অবলা বিপন্না!—এ মহাবিপদে মান রেখো মা। সোয়ামীর অবাধ্য হ'য়ে এসেছি, দেখো মা! তাঁরে যেন লজ্জায় মুখ না হেঁট ক'রতে হয়।

স, মা। চুপ ক'রে রইলি কেন—চল্। রোদ্দুর উঠে পড়ে—সারা রাত ঘুরিয়ে মেরেছিস—কোমর খ'সে যাচ্ছে। (আড়মোড়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) নে—আয়।

শ্যামলী। নিয়ে যাবে কে?

কেরা। এই যে গোলাম হাজির বিবি!

শ্যামলী। তবে তঞ্জাম্ আন্—হেঁটে যাব?

কেরা। এই কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব বিবি!

স, মা। গাঁয়ের ভেতর টুকু পর্য্যন্ত হেঁটে চল্—সেখানে পাল্কী ডেকে, নিয়ে যাব!

শ্যামলী। কিন্তু আমার একটা পণ আছে—আমাকে নিয়ে যেতে হ'লে আমার হাত ধ'রে নিয়ে যেতে হবে।

স, মা। এও আবার একটা কথা কি! নে—আমার হাত ধর্। (হস্তধারণের উদ্যোগ)

শ্যামলী। আর না যদি পারিস্, তাহ'লে নাকটি আমাকে বকসিস্ দিয়ে যেতে হবে।

স, মা। (পিছাইয়া) সেকি কথা?—আরে ম'ল, সেকি কথা?

শ্যামলী। কি ক'রব বাছা! এ আমার পণ। যেতে প্রস্তুত—তোরা নিয়ে যেতে পারলেই হয়।

স, মা। ওরে কেরামৎ!, ছুঁড়ীটে কি বলে শোন্ না।

কেরা। হাঁ হাঁ—ওতে আমি খুব রাজি। (তাল ঠুকিয়া) হাম্ লে যায়েঙ্গে। বল কোন্ হাতটা ধ'রতে হবে?

শ্যামলী। না থাক্, গরীব—পয়সার জন্য এসেছিস গোলামী ক'রতে। না থাক, পথ ছাড়্—আমি চ'লে যাই।

কেরা। সেকি বিবি!—ছাড়বো কি?

শ্যামলী। তবে ধর্—কিন্তু বুঝে দেখ্—তামাসা ক'রছি না—নাকটি দিতে হবে।

কেরা। নাক কেন বিবি। তোমাকে জান পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। তুমি মেহেরবাণী ক'রে নিলেই হয়।

স, মা। হায় হায়!—ছুঁড়ীটের দেখছি মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে! নে—আয় ভাই আর পাগলামি ক'রিস্‌নি—চল্।

(শ্যামলীর হস্তধারণের চেষ্টা।)

শ্যামলী। তবে রে বেটী কসবি! গায়ে হাত দিবি কি—ছুঁবি কি!—(সবার মাথার কেশ ধারণ)।

স, মা। হাঁ হাঁ হাঁ ছাড়্—ছাড়্—উঃ!—ছাড়্—আরে ম'ল ছাড়্—গেছি গেছি—ছাড়্—ওরে বাবারে, ছাড়্—ওরে কেরামতে দেখছিস কি!—উঃ!—ছাড়্।

কেরা। আরে বেটী করিস কি!—হাঁ হাঁ ক'রিস কি—ক'রিস কি?

স, মা। ওগো ধরনাগো—মেরে ফেলে যে গো!

কেরা। তবেরে বেটী!

শ্যামলী। তবেরে বেটা! (সথার মাকে ছাড়িয়া কেরামতকে ধারণ)

কেরা। আঃ—উঃ—গেছি গেছি—আর না!—মেহেরবাণী বিবি—ছাড় ছাড়।

শ্যামলী। গেরস্তর মেয়েকে পথে বেরুতে দেখলে আর কখন তামাসা ক'রবি?

কেরা। দোহাই বিবি!—মেহেরবাণী!—আরে বাপ!

স, মা। ওগো—কে কোথায় আছ—বাঁচাও না গো!

শ্যামলী। এখনও বল্।

কেরা। উঃ—উঃ আরে বাপ!

স, মা। ওগো ভালমানষের ছেলেকে মেরে ফেলে যে গো!—ওগো কে কোথায় আছ—বাঁচাও নাগো!

নেপথ্যে। ভয় নেই—ভয় নেই।

শ্যামলী। বল, এখনও বল্—নইলে খুন ক'রব।

কেরা। আর ক'রব না;—দোহাই দানা বিবি! আর ক'রব না—দোহাই জিনি বিবি!—আল্লার কিরে, আর ক'রব না। ওরে বাবারে!

(ঢুলিয়ার প্রবেশ।)

ঢুলিয়া। ভয় নেই—ভয় নেই।

স, মা। ও বাবা—বাঁচাও বাবা!—কি ডাকাতে ছুঁড়ী বাবা!

ঢুলিয়া। কি বিপদ—স্ত্রীলোক!

স, মা। হাঁ বাবা, সর্ব্বনেশে স্ত্রীলোক বাবা—খুনে মেয়ে। আগে হাতটা ওর চুল থেকে ছাড়িয়ে দাও ত বাবা! তার পর হাত পা বেঁধে দিয়ে দাও। বেটীকে চ্যাংদোলা ক'রে দেশে নিয়ে যাই।

শ্যামলী। যা, তোকে ক্ষমা ক'রলুম—তোর পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিলুম না—কিন্তু সাবধান! যেন মনে থাকে।

ঢুলিয়া। দু দুটো লোক চীৎকার ক'রছে একটা মেয়ের মা'রে। আরে কেও—তুই?—কি সর্ব্বনাশ!—তুই?

স, মা। ও আঁটকুড়ীর বেটা!—আর দেখছিস কি? বুঝতে পারছিস না?

[কেরামৎ, সথার মার পলায়ন।

ঢুলিয়া। নে, আর এখানে থাকে না—চ'লে আয়।

শ্যামলী। না—আমি তোর সঙ্গে যাব না।

ঢুলিয়া। মাফ্ কর শ্যামলী! হাত জোড় ক'রছি!—এসেছিস ভালই ক'রেছে—নইলে তোকে আনতে আমায় আবার ফিরে দেশে যেতে হ'ত।—চ'লে আয়—কি অপূর্ব্ব সামগ্রী আমরা পেয়েছি—দেখ্‌বি আয়। কাঁদিস্‌নি ভাই! যথার্থ ই তোকে সঙ্গে না এনে আমি অপরাধ ক'রেছি!—মার্জ্জনা কর্। শক্তি-স্বরূপিণী! বুঝতে পারিনি। প্রাণে তরঙ্গ উঠে-ছিল—সে তরঙ্গ আমি রোধ ক'রতে গিছলুম শ্যামলী! আমায় মার্জ্জনা কর্।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ পর্ণকুটীর।

পরীবানু।

গীত।

সে যে অতীতের স্মৃতি সুমধুর।
মরম বীণার সকরুণ সুর।
বড় প্রিয় ছবি, প্রভাতের রবি,
ধীরে ধীরে যেন উদিল।
সে যে মরুভূমে মন্দাকিনী ধারা,
আঁধার সাগরে শুভ ধ্রুব তারা,
মনে করি তুমি বিধাতার তুলি,
ফিরে ফিরে তাই আঁকিল।
ছার সিংহাসন, ছার রাজাসন,
মণি মুক্তাহার অনল ভীষণ,
আমি প্রেমরাণী, চির অভিমানী,
সকলি রহিল সকলি ডুবিল।
যা হবার হবে, কিছু ত না রবে,
ছাই মিশে যাবে অতুল বৈভবে,
জয় প্রেমময়, করুণা-আলয়,
রক্ষা পায় কলি ফুটিল।
(মরিল কি কলি রহিল ?)

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। পরী—বোন! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব ?

পরী। বল।

রঘু। বেশ বুঝে জবাব দাও।

পরী। কি, বল।

রঘু। এমনি ক'রে অনিশ্চিত জীবন নিয়ে ঘোরার চেয়ে, একটা স্থিতির উপায় দেখ্‌লে হয় না ?

পরী। কেন, বেশ ত আছি ভাই!

রঘু। এই কি থাকা ?—এই কি নবাব-নন্দিনীর যোগ্য স্থান ?—এই কি নবাব-নন্দিনীর যোগ্য অবস্থা ? অতি বড় দীন যে, সেও এ অবস্থার কামনা করে না। এই কি নবাব-নন্দিনীর যোগ্য আহার ? কারাগারের বন্দীও বুঝি এর চেয়ে সুখাদ্যে আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে অবসর পায়।

পরী। কথায় কথায় ভুলে যাও—আমি যে এখন আকাশতলাশ্রয়ী ঋষির নন্দিনী ভাই! আনন্দ যে আমার দাসত্ব করে!

রঘু। বটে, কিন্তু আমরা তোমার এ অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছি না বোন্! পিতা মন্ম-পীড়িত, বলদেব মৃতপ্রায়।

পরী। ভাল, কি রকম ক'রে স্থিতি হবে ?

রঘু। লুকিয়ে আছি—বেরুবার পথ পাচ্ছি না। যদি পাষণ্ড কোনও রকমে টের পায়, তাহ'লেই সর্ব্বনাশ। তখন তোমায় রক্ষা করা বড়ই কঠিন কার্য্য হ'য়ে প'ড়বে। বেশ বুঝে দেখ।

পরী। নাই বা রক্ষা হ'ল! যদি একান্তই অশক্ত হও, তাহ'লে তোমার ভগিনীর দেহ জাফরের কাছে যেতে পারে, প্রাণ যাবে না।

রঘু। কিন্তু আমরা যে বোন তোমার সঙ্গলোভ ত্যাগ ক'রতে পারছি না।

পরী। বেশ, আমায় কি ক'রতে বল ?

রঘু। তোমায় কিছু ক'রতে বলি না!—প্রভু যদি আমার একটু নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, —দারিদ্র্যের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে কোন রকমে যদি একটু সচ্ছল হ'তে পারেন,—কুটীর ছেড়ে আবার যদি নিজের অট্টালিকায় গিয়ে ব'স্‌তে পারেন,—তাহ'লে ভগিনী, এ জীবনে সূর্য্যকে পর্য্যন্ত তোমার মুখ দেখ্‌তে দিই না।

পরী। আমি বুঝ্‌তে পারছি না—তোমরা চাও কি ?

রঘু। নরাধম জাফরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি! তাহ'লে পিতা আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

পরী। সে সন্ধি ক'র্‌বে কেন?

রঘু। সে ভরসা আমার আছে। অনন্ত রাওকে যদি সে বন্ধু পায়, তাহ'লে জাফর আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। বন্ধুরূপে পাবার প্রত্যাশা নেই ব'লেই, তার এত অত্যাচার।

পরী। তাহ'লেই যে আমাকে রক্ষা কর্‌তে পারবে, তার বিশ্বাস কি?

রঘু। তোমার অস্তিত্ব জানবে কে? অনন্তরাওয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'র্‌বে—সাহস কার? (পরীর চ'ক্ষে অঞ্চল দান) কেঁদোনা ভগিনী, শুধুমাত্র তোমার মত জানবার জন্য জিজ্ঞাসা ক'রেছি—তোমার মনে আঘাত দেবার জন্য নয়। তোমার তৃপ্তির জন্য রাজ-ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত ক'রে দরিদ্রতাকে চিরদিনের জন্য আত্মীয় ক'র্‌তে পারি! পথে পথে, তরুতলে, বিজন অরণ্যে, মরু প্রান্তরে বাস ক'র্‌তে পারি, মৃত্যুকে সহাস্য বদনে আলিঙ্গন দিতে পারি। তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তাহ'লে আমরা যা আছি, তাই রইলুম।

পরী। অনন্তরাওকে পিতা ব'লেছি, তোমাদের ভগিনীর স্থান গ্রহণ ক'রেছি। আমার পিতা, আমার ভাই—একটা গোলামের কাছে মাথা হেঁট ক'র্‌বে?

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কখন না—কখন না। পা রাখ্‌বার স্থানে মাথা ছোঁয়াবে! কখন না। —ওরা না রাখ্‌তে পারে, আয় পরী আমার কাছে আয়। ওরা অট্টালিকার মানুষ, অট্টালিকায় থাক্‌। আমরা ভিখারিণী,—আয় পরী,—আমরা আকাশতলে আশ্রয় গ্রহণ করি।

রঘু। একি, কে তুই?—এখানে কেমন ক'রে এলি?—ছায়ামূর্ত্তি—না সত্য সত্যই শ্যামলী!

শ্যামলী। না, দাদা! ছায়া নই—কায়া—সত্য সত্যই তোমার পোড়ারমুখী শ্যামলী!

রঘু। শ্যামলী!—এ যে অসম্ভব শ্যামলী!

শ্যামলী। নারীর অসম্ভব কি?

রঘু। দেবতার অগোচর স্থান—কে তোকে সংবাদ দিলে?

শ্যামলী। কার নাম ক'র্‌ব?—যিনি দেবতার দেবতা—যিনি অঘটনঘটনপটীয়সী—সেই ভবানী।

রঘু। ও! দুলিয়া।

(দুলিয়ার প্রবেশ)

দুলিয়া। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমি নই।

রঘু। বেশ ক'রেছিস্‌—তাতে লজ্জা কি ভাই?

দুলিয়া। না মহারাজ! আমি এর কিছুই জানি না। রাস্তার মাঝে একটা লোক ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার ক'রছিল। মনে ক'রলুম, হয় ত কাউকে বাঘে ধ'রেছে, না হয় ডাকাতে ঠেঙাচ্ছে। গিয়ে দেখি—দোহাই মহারাজ, গিয়ে দেখি—বাঘ নয়—ডাকাতও নয়—তোমারই ভগিনী শ্যামলী! [দুলিয়ার প্রস্থান।

রঘু। এসেছিস্‌, কিন্তু আমার অবস্থা বুঝ্‌তে পারছিস্‌ কি শ্যামলী?

শ্যামলী। কতক কতক।

রঘু। কিছুই বুঝ্‌তে পারিস্‌নি শ্যামলী! যে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—জানিস্‌ এটি কে?

শ্যামলী। ভাইকে দর্শন ক'র্‌তে এলে যে দৈবজ্ঞ হ'য়ে আস্‌তে হয়, তা কেমন ক'রে জান্‌ব? তবে পথে আস্‌তে আস্‌তে দুলিয়ার কাছে শুনেছি যে, নর্ম্মদা আমাদের একটি বোন উপহার দিয়েছে! তার নাম পরীবানু।

পরী। আমি এক পিতৃমাতৃহীনা অভাগিনী। এঁরা দয়া ক'রে আমার পিতৃত্বের ও ভ্রাতৃত্বের ভার নিয়েছেন।

রঘু। না শ্যামলী! পরীর ভ্রাতৃত্বের ভার গ্রহণ ক'রে আজ আমি গৌরবান্বিত—আমার জীবন সার্থক। একদিন যাঁর নাম শুনে, গুজরাটের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত ক'র্‌ত, ইনি সেই মহাত্মা নবাব মামুদসার একমাত্র নন্দিনী পরীবাণু। কিন্তু ভগবান্ অযোগ্য পাত্রে ভার দিয়েছেন! ভগিনীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌ব কি?

শ্যামলী। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ ত রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। প্রাণ যায়,—নিরুপায়। তখন ত আর তুমি আমি দেখ্‌তে আসছি না! কি ব'লিস্ পরী? পলকমাত্র সময়ের জন্যও যার দর্শন-লাভ বহুভাগ্যের কথা, সেই প্রতাপশালী নবাবের কন্যা আজ দরিদ্রের আশ্রয়ে! কে পাঠালে দাদা? নবাব যখন জীবিত ছিল, তখন এই বালিকার ঘরে সূর্য্যকিরণও যদি প্রবেশ ক'র্‌তে চাইত, তাহ'লে বোধ হয়, তাকেও লাঞ্ছিত হ'য়ে ফিরে যেতে হ'ত। কিন্তু আজ নিদাঘ-তপনের প্রখর দৃষ্টি, হিংস্রক জীবের বিলোল রসনা, পিশাচের লোভ, দস্যুর অত্যাচার, সকলে চারিদিক হ'তে তোমার প্রতীক্ষায়! কিন্তু সে মহিমান্বিত নবাব কোথায়? আদরের কন্যার অবস্থা—শত আবেদনেও আর নবাব দেখ্‌তে আসছে না। স্বয়ং রাজ্যেশ্বর যার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌লে না, আমরা তার কি ক'র্‌তে পারি? তবে ভাই, এ ক্ষণভঙ্গুর জীবন নিয়ে আবার অযোগ্যতার আক্ষেপ কেন?—তাহ'লে আয় পরী কাছে আয়। বন্য রমণী—ভিখারিণী—এ অপূর্ব্ব সঙ্গলোভে জ্ঞানশূন্যা—আয় ভাই, কাছে আয়—আমাকে তোর ভগ্নীর স্থানটী ভিক্ষা দে। আমি মহানন্দের অধিকারিণী হ'য়ে, একদণ্ড ব্যাপী জীবনের ভিতরে শত বৎসরের পরমায়ু আবদ্ধ ক'রে রাখি।

পরী। এস বোন, হৃদয়ের এক প্রান্তে স্থান দিতে, আমার এই তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ হৃদয় গ্রহণ কর। অরণ্যে এসে এখন আমি শত সম্রাট নন্দিনীর ভাগ্য পেয়েছি। পূর্ব্ব জীবন সাধ ক'রে ভুলে গিয়েছি। ক্ষমা কর বোন্—নিজেকে অভাগিনীকে ব'লে আমি নারীজীবনের অমর্য্যাদা ক'রেছি।

শ্যামলী। পিতা কোথায়? বলদেব ভাই কই?

রঘু। এই কুটীরেরই সন্নিকটে, এক গাছের তলায় তাদের ব'সবার স্থান ক'রে দিয়েছি।

শ্যামলী। আয় বোন, পিতৃদর্শন ক'রে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তরুতল।

অনন্ত ও বলদেব।

অনন্ত। রঘুবীর সন্তান আমার। পুত্রস্নেহে
পুত্রস্নেহে জননী তোমার, কত যত্নে
শৈশব হইতে তারে ক'রেছে পালন।
কোন জাতি, কি কার্য্য পিতার, কোন্ দূর
দেশ হ'তে আগমন তার, আজীবন
ক'রেছি গোপন। দস্যাবৃত্তি পিতা—
দাক্ষিণাত্যে রাজ্যেশ্বর বীর বিশ্বনাথ,
দস্যুকার্য্য ছেড়ে, প্রভুভক্ত ভৃত্য মত—
ছায়া যথা, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে আমার;
সহস্র বিপদ হ'তে ক'রেছে উদ্ধার।

এক দণ্ডে ছেড়েছে কামনা। এক দণ্ডে
পাশরিয়া অস্তিত্ব আপন, রাশি রাশি
অমূল্য রতন,—আজীবন দস্যুতার
লব্ধ উপার্জ্জন—সমস্ত দরিদ্রে ক'রে
দান, আমার আদেশে দারিদ্র্য ক'রেছে
সার! মৃত্যুকালে দুটি শিশু সন্তানের
ভার, মোরে ক'রে গেছে সমর্পণ। পুত্র
এমন অজ্ঞান আমি রেখেছিনু তারে,
বাল্যে রঘু ভৃত্যজ্ঞানে দেখেছে পিতারে।
ছিনু পুত্রহীন,—ব্রাহ্মণ-দম্পতী মোরা।
দস্যুপুত্র পেয়ে, সুলক্ষণ—আত্মহারা
বালকে পুত্রত্বে দিছি স্থান,—রঘুবীর
জ্যেষ্ঠ সহোদর। হারানিধি, কুলকলা
শ্যামলী কনিষ্ঠা তার। রঘুবীর-মুখে
আপন বংশের মুখ করি নিরীক্ষণ।
ভাই বোনে কাছে বসাইয়া, শুনাইয়া
শিখাইয়া, আমি ঋষিতুল্য গঠিয়াছি
ভীলের কুমারে; ঋষিকন্যা রচিয়াছি
ভীলের কুমারী। স্বামিত্বে কুমার দিছি
সর্ব্বসুলক্ষণ। কামনার অপূরণ
বিন্দুমাত্র রাখিনি তাহার। বল দেখি
বাপ; আজি জীবনের সীমান্তে আসিয়া,
কিবা লোভে, কোন্ প্রাণে রঘুরে করিব
মোর জীবন অন্তর!—স্মরণে অন্তর
কাঁপে থর থর। আমার আদেশে ছাড়ি
পুণ্যময় জ্যোতির্ম্ময় ব্রাহ্মণ-জীবন,
রঘুবীর যদি পুনঃ পশে অন্ধকারে,
আমার কথায়, এত উচ্চ স্থান হ'তে
যত্নপি পতন হয় তার, বলদেব
বাপ, হবে ব্রহ্মহত্যা-পাতক আমার।

[illegible]। তবে পিতা, অপঘাতে দিবে কি জীবন?
অহোরাত্র জীবনের আশঙ্কা বহিয়া,
দিবারাত্র দারিদ্র্যের যাতনা সহিয়া,
শিলা জলে, প্রবল বাত্যায়, অশনির
তলে তলে মস্তক রাখিয়া, ভারাক্রান্ত
হৃদয়ের সনে, বনে বনে সাধ ক'রে,
করিবে ভ্রমণ? যেথা যাবে, সঙ্গে যাবে
সেখানে তাড়না—তুলিতে ক্ষুধার গ্রাস
মুখে উঠিবে না—এ ভাবে চলিবে কত
ক্ষণ? পিতা, ভগ্নদেহে কতক্ষণ
রহিবে জীবন? শক্তিমান্ ভাই মোর
ইচ্ছা যদি করে, শমনের মুখ হ'তে
আনিতে সে পারে ছিনাইয়া! তবে কেন
দুরাত্মা জাফর, যমের কিঙ্কর সম
অসঙ্কোচে ঘুরিবে পশ্চাতে? বল পিতা
সহি তা কেমনে? পিতা, একবার বল—
পায়ে ধরি, বল একবার,—"রঘুবীর,
অপঘাত মৃত্যু হ'তে, রক্ষা কর মোরে!"

অনন্ত। একি, একি! কারে দেখি রঘুবীর সনে?

(রঘুবীর ও শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী, শ্যামলী! এস মাগো! বিপদের
দারুণ পীড়নে, নিপীড়িত ত্রাতা পিতা
তব। এ হেন দারুণ দুঃসময়ে, কোথা
হ'তে বিধাতা আপনি, সঁপেছে পিতার
করে বিপন্না-রমণী। বড়ই কাতর-
কণ্ঠে আজ, ঊর্দ্ধে চেয়ে ডেকেছি সহায়।
মা শঙ্করী দাসী তার ক'রেছে প্রেরণ।
জননি! বুঝিয়া লও ভার।—কিন্তু মাগো!
এখানে কেমনে এলি? কে দিলে সংবাদ?
এ হেন ভীষণ স্থান, কি ক'রে শ্যামলী
রাণী! পাইলি সন্ধান?

শ্যামলী। কি জানি কেমনে,
সহসা হইল পিতা মন উচাটন।
ব'সে আছি ঘরে, কে যেন কঠিন করে
আকর্ষিয়া কেশে, আনি এই বনদেশে
পিতৃ পাদপদ্মমূলে দিয়েছে ফেলিয়া।

অনন্ত। ক্লান্তিভরা মায়ের বদন! বলদেব,
যাও মাকে ল'য়ে—বিশ্রাম করহ দান!
শ্যামলী। এস ভাই! বহুদিন পরে, ভাই বোনে
পুনরায় মিলেছি যখন,—চল সাথে—
বসিয়া নির্জ্জনে, সংসার বিস্মৃতিভরা
বঙ্গবধূ উপকথা করাব শ্রবণ।
[শ্যামলী ও বলদেবের প্রস্থান।
অনন্ত। ভাল কথা, কি করিলে স্থির রঘুবীর?
রঘু। দুর্জ্জন যেখানে থাকে, কর্ত্তব্য সে স্থান
পরিহার। দেশ ছাড়ি, অন্যত্র গমন
আমি করিয়াছি স্থির।
অনন্ত। কিন্তু রঘুবীর,
জন্মভূমি স্বর্গের ঈশ্বরী!—জ্যেষ্ঠ পুত্র
তুমি বুদ্ধিমান। মত্ত মাতঙ্গের বল
বিধাতা ক'রেছে দান। এমন সহায়
মোর, বার্দ্ধক্যে যুবার বলে বলীয়ান্
আমি! এ বৃদ্ধ বয়সে বাপ, তস্করের
ভয়ে, চৌরভাবে মাতৃপরিত্যাগ ভাগ্যে
ছিল কি আমার?
রঘু। প্রভুমুখে শুনিয়াছি—
জননি-জঠর হ'তে বিচ্যুত যে শিশু,
তার জন্মভূমি—সূতিকা-গৃহের কোণে
বিঘত প্রমাণ স্থান। যেমন বিকাশ
পায় প্রাণ, সেই সঙ্গে জন্মভূমি বাড়ে
দিনে দিনে। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ কলেবরে,
ছোটে ভূমি ধরণী-সীমায়। শিখায়েছ
নিষ্কাম কামনা; তবে, আজ কেন দাসে
এ ছলনা? ভিক্ষা মাগি পায়, ত্যাগ শিক্ষা
দিয়েছ আমায়। নীচ আমি, ভিত্তি ভাল
নয়, আদেশ কর না দাসে। আসিয়াছে
লয়ে মহাপ্রাণ। ভীলদস্যু আত্মহারা,
উন্মত্ত ছুটিয়াছিল মরণের পথে,
করুণায় ধ'রে তারে হে করুণাময়,
অঞ্জলি পূরিয়া দিয়েছ করিয়া দান,
মিটায়ে দিয়াছ তার আকাঙ্ক্ষার ক্ষুধা।
পুত্রে তার আত্মজ-আদর ঢেলে, কোলে
নেছ তুলে। কর্ত্তব্য সাধনে, দলিয়াছ
অম্লান বদনে, ঐশ্বর্য্যের জ্বালাময়ী
অন্তরের রেখা। পায়ে ধরি পিতা, দেখ
চেয়ে, কোথায় তোমার স্থান। পদরেণু
প'ড়ে আছে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া—ভিক্ষা আশে
গ্রহশশী নীরবে চাহিয়া—মিলিল না
শ্রীচরণ সীমার সন্ধান। কোথা আমি?
অতি তুচ্ছ কোথায় জাফর? কোথা ক্ষুদ্র
সে গুজ'র—সেকি তোমারে ঘেরিতে পারে?
প্রকাণ্ড প্রান্তর লয়ে, লয়ে বন, লয়ে
উপবন, সুনীল গগনস্পর্শী লয়ে
শৈলমালা, বিধাতার সৃষ্টিকাল হ'তে
আছে বাঁধা ব্রাহ্মণের ঘর। এস পিতা!
পুত্র কন্যা ল'য়ে সে গৃহের এক পাশে
লইয়া আশ্রয়, সংসার-যাতনা যাই
ভুলে। যেবা মহাপ্রাণ, সাগর-মেখলা
ধরা জন্মভূমি তার।
অনন্ত। করহ যাত্রার
আয়োজন। ততক্ষণ নর্ম্মদা-সলিলে
সমাপিয়া সন্ধ্যা-কার্য্য আসি রঘুবীর!
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীতীরস্থ পথ।

সখার মা।

স, মা। এ পথে গেছে?—না! নদীর দিকে গেছে? না! তবে গেল কোথা?—উপে?—না। সন্ধান ক'রলুম, হাত ধ'রলুম—

স'রে গেল!—অমনি অমনি নয়—ঠেঙিয়ে গেল!—শুধুই মার্ খেয়ে ম'লুম—কাজ হ'ল না! আমায় মার্!—আমি নবাব্‌নী—আমায় একটা উচকা মেয়ে এসে ঠেঙিয়ে গেল!—শোধ নিতে পারব না? সখার মাকে মার—জবাব দিতে পার্‌ব না?—কোথায় গেল—এ দিকে? না!—ওদিকে—না! বনে? হুঁ! বন ঢুঁড়ব—মাটী খুঁড়ব—আকাশে উড়ব—যেখানে পাব, সেখান থেকে ধ'রে আনব। একি? বনের ভেতর থেকে বেরোয় কে?—একি, দাওয়ান মশাই!—ঠিক্ হ'য়েছে, মা কালী মুখ চেয়েছে!—ঠিক জবাব—অপমানের ঠিক জবাব দেব—কখন ছাড়ব না! দোহাই মা, মুখ রেখো মা—জোড়া মোষ মা!

[অন্তরালে গমন।

(অনন্তরাওয়ের প্রবেশ)

অনন্ত। এ আমি কি ক'র্‌লুম?—নর্ম্মদার তীরে আসতে, পথ ভ্রমে, এ আমি কোথায় এসে প'ড়্‌লুম? ধীরে ধীরে অন্ধকার চারিদিক থেকে ঝ'রে ঝ'রে সমস্ত স্থানটা গ্রাস ক'রে ফেললে! কি ক'রে আবার গভীর বনে প্রবেশ করি? কেমন ক'রে পথ পাই? সে যে বড় দুর্গম স্থান! কেমন ক'রে ফিরে যাই?—য়্যা য়্যা—কে তুমি? প্রেতিনীর মত অন্ধকার আশ্রয় ক'রে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছ—কে তুমি?

স, মা। এই আমি বাবা!

অনন্ত। অমন ভীষণ স্থানে কেন?—এদিকে এগিয়ে এস।

স, মা। কেমন বাধ বাধ ঠেক্‌ছে বাবা!

অনন্ত। কোন ভয় নেই। নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এস!—কেও, সখার মা?

স, মা। আহ্নিক করবার জল ছিল না, তাই নর্ম্মদা থেকে একটু জল নিতে এসেছিলুম।

অনন্ত। তা এত দূরে কেন সখার মা?

স, মা। এই ভিমরতি হ'য়ে গেছি বাবা! কাছ আর দূর বড় ঠাওর ক'র্‌তে পারি না।

অনন্ত। মিছে নয়, পাষণ্ডের অত্যাচারে সমস্ত দেশবাসীকে স্থানশূন্য ক'রেছে, তা তুমি ত অবলা স্ত্রীলোক। ভাল, জল নিতে এসেছিলে, কলসী কই?

স, মা। আনতে আনতে পোড়া জল চ'লকে গেল ব'লে, মনের দুঃখে কলসী কোমর থেকে স'রে প'ড়েছে বাবা!

অনন্ত। তাহ'লে এখন একলা যাবে কেমন ক'রে?

স, মা। সেইটেই এই পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, আর কলসীটা খুঁজছি। বোধ হয় ঘাটে ফেলে এসেছি।

অনন্ত। বেশ—খুঁজে দেখ!

স, মা। গা যে ছমছম্ ক'র্‌ছে!

অনন্ত। আমি দাঁড়িয়ে র'ইলুম!

[প্রস্থান

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। হাঁ কর্ত্তা! এদিকে সখার মাকে দেখেছ?

অনন্ত। নর্ম্মদার ঘাটে কলসী ফেলে এসেছে—আনতে গেছে।

সখা। কেও, দাওয়ান মশায়!

অনন্ত। হাঁ, কি সংবাদ সখারাম?

সখা। পালাও—পালাও—দাওয়ান মশায়!—বেটী খাঁসাহেবের চর। বেটী তোমায় ধ'রিয়ে দেবে—দিলে বক্‌সিস্ পাবে!

অনন্ত। বলিস কি? তোর মার এত অধঃপতন হ'য়েছে?

সখা। আর বাবা! মাথার থামিজ না থাক্‌লে মেয়ে মানুষের যা হয়, তাই হ'য়েছে। পালাও—বাবা, পালাও!

অনন্ত। কোথা যাই সখারাম? ঘোর অন্ধকার—আমি পথ হারিয়েছি।

সখা। এস, আমার হাত ধর।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখার মা ও লাঠিয়ালগণের প্রবেশ)

স, মা। নির্ভয়ে আয়। ব'মুন একা—এ সময়ও যদি কিছু না ক'র্‌তে পারবি, ত ক'র্‌বি কবে?

[সকলের প্রস্থান ও নেপথ্যে কোলাহল।

(রক্তাক্ত কলেবরে সখারামের প্রবেশ)

সখা। কি—ক'রব?—হ'ল না!—দাও-ান মহাশয়কে ছিনিয়ে নিয়ে গেল!—রাখতে পারলুম না!—মা'র্ খেলুম, মা'র্‌তে পার্‌লুম না। কেন পারলুম না?—সঙ্গে সখার মা!—সখার মার হুকুমে ডাকাত বেটারা দাওয়ান মহাশয়কে বাঁধলে! মুখে কাপড় দিয়ে কথা বন্ধ ক'রে দিলে! আমি মা'র্ খেলুম—দেখলুম, কিছু ব'লতে পারলুম না।. কেন পার্‌লুম না? মা'র্‌তে গেলে আগে সখার মাকে মা'র্‌তে হয়। ডাকাত বেটারা কে? সখার মার চাকর বই ত নয়!—যদি বন্ধ হ'ত—হওয়া উচিত ছিল সে বেটার সঙ্গে। কিন্তু সখার মা—সে বেটী সখারামকে গর্ভে ধ'রেছে—স্বর্গের চেয়ে উঁচু পাদা নিয়েছে। সেই খানেই হ'ল গোল! লড়াই ক'র্‌তে মন এল—কিন্তু হাত উঠল না!

চতুর্থ দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ কুটীর-প্রাঙ্গণ।

রঘু। দেখ বলদেব, হিংসা কথা ছেড়ে দাও।
ভুলোনাকো জাফরের নাম। রাজ্যভোগ
অদৃষ্টে যদ্যপি তার থাকে, তুমি আমি
বাধা দিলে, হইবে কি সে ভোগের শেষ?
ধর্ম্মে হোক, লোভে হোক, অথবা ঈর্ষায়
কৌশলে কুচক্রে হোক, বিনা রক্তপাতে,
কিম্বা হোক নররক্তে ধরণী প্লাবিয়া,
হইবে কামনা পূর্ণ যখন যাহার,
বাধা দিতে তার, নর-শক্তি অতি হীন—
সম্পূর্ণ অক্ষম। পবিত্র গুর্জর রাজ্য,
আর্য্য ঋষি-রাজ ছিল অধীশ্বর যার,
সে রাজ্য পাঠান কোথা পেলে? মরুভূমে
সূর্য্যোত্তাপে নিত্য দগ্ধ বালুময় স্থান,
আর তার মূল্যবান্ খর্জ্জুর পাদপ
একমাত্র সম্পত্তি যাহার, সে পাঠান
স্বর্ণপ্রসূ ভারতের সহস্র বীরের
শিরে কি করিয়া পাতিল আসন? তবে
কার রাজ্য কে ল'য়েছে, আমি কেন মিছে
কার ধন কারে দিতে রাজদ্রোহী হব?
বল। ভাল, রক্ষা কর পিতারে তোমার। যদি
পিতৃরক্ষা ধর্ম্ম তব হয়, অপঘাত
হ'তে যদি রক্ষা তার কর্ত্তব্য তোমার,
জাফরের প্রাণ লও। নহে পিতা মোর
বাঁচিবে না।
রঘু। বাঁচিবার হয় যদি, পিতা
জাফরের সহস্র পীড়নে, বেঁচে রবে!
অপঘাত মৃত্যু যদি নিয়তি তাঁহার,
জাফরের রক্তে তাহা পৌত্তলিক হবে।
অপঘাত মৃত্যু যদি নিয়তি তাঁহার,
তোমা আমা হ'তে তার প্রাণ যেতে পারে।

বল। অসমর্থ কার্য্যের বিচার করে, মূর্খ দেখে
পাণ্ডিত্যে কালিমা। প্রাণ যার ধন, সেই
দেখে শৌর্য্যে বীর্য্যে পিশাচের লীলা।
রঘু। ক্রুদ্ধ হইও না ভাই! ক্রুদ্ধ যেই, শুধু
আত্মনাশ কার্য্য তার। পিতারে রাখিতে
যদি মানস তোমার, শান্ত হও, দেখ
চারিধার। ধীরভাবে প্রতিকার্য্য কর
আলোচনা। সুমিষ্ট ঔষধে যদি হয়
রোগনাশ, বিষ পানে কিবা প্রয়োজন?
পুণ্যবলে দ্বিজগৃহে লভেছ জনম,
বর্ণের মর্য্যাদা তুমি রাখহ ব্রাহ্মণ!
বল। হাতে পেয়ে কাল ভুজঙ্গমে, না ভাঙ্গিয়া
তুণ্ড মুণ্ড, ক্ষীরসরে ক'রেছ তর্পণ।
এবে আদর করিয়া তারে, রাখি নিজ
বৃদ্ধ প্রভু-গলে, দেখাও সংসারে ভাই
অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য-পরিচয়। দেখে থাক্
সমগ্র সংসার, দেখে থাক্ স্বর্গ হ'তে
দেবতা আসিয়া, দেখে থাক্ শাস্ত্রকর্ত্তা,
দেখে থাক্, এক এক ধর্ম্ম-অবতার
আজন্ম তপস্যা-রত মহর্ষিমণ্ডল,
দয়াবলে মহাধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা কেমন!
আছে পিতা নীরবে তোমার মুখ চেয়ে।
তোমার শক্তির পরে করিয়া নির্ভর,
নিশ্চিন্ত অন্তর, তব দত্ত উপহার
ননীর পুত্তলী হস্তে ক'রেছে গ্রহণ।
অচলের অন্তরালে, চিরছায়া মধ্যে
নিবসিয়া, জানে সে কোমলা বালা রবি-
কর কভু আর পারিবে না পরশিতে
তারে। সে ত নাহি জানে কি ধর্ম্ম তোমার?
ভাই, তারে কেন এ ছলনা! বৃদ্ধ পিতা
না হয় লজ্জার বশে, মহত্বে মায়ায়
আত্মবলি দিল তব ধর্ম্মের মন্দিরে!
বালিকার কিবা অপরাধ? জান যদি
মনে জানে— প্রতিশোধ হইবে না যদি
সব যায়, বলদেব অনন্ত পরীরে
একে একে যেতে দেখ রাক্ষস-উদরে,
কেন তবে বৃদ্ধ-দ্বিজ-সন্তান-মায়ায়
সুবর্ণ কুসুম-লতা দিলে জড়াইয়া?
রঘু। কিবা তব অভিপ্রায়?
বল। অভিপ্রায় কিবা?
অভিপ্রায়? বলি কারে? জ্বলে অবিরাম
প্রতিহিংসা অন্তরে অন্তরে। চিরসুখী
স্থবির ব্রাহ্মণ, জীর্ণ শীর্ণ শোকে তাপে,
প্রাণ ল'য়ে বনে বনে করিছে ভ্রমণ,
সংজ্ঞাশূন্য,—যেন এ সংসারে কেহ নাই
তার। কার কুলীনতা-বিষে জর্জ্জরিত
প্রভু তব, হে ভক্ত বীর? কেন এত
স্থির? সদা স্থিরতার পুণ্য নাই। ভাই!
সদা ক্ষমা কাপুরুষে করে। তাই বলি
পুরাণের প্রতিষ্ঠা লভিয়া বীর গৃহে
গৃহবাসী তুমি, রঘুবীর, রক্ষা কর তারে।
রঘু। ভাল ভেবে দেখি।
বল। ফের ভেবে দেখি
রঘুবীর, প্রতিকার্য্যে চিন্তায় যে জন
শক্তির নির্ভর করে, আত্মহত্যা তার
পরিণাম।—

(মথারামের প্রবেশ)

রঘু। একি?—কে তুমি?—ক্ষতবিক্ষত কলেবর, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা—কে তুমি?

মথা। র'স বাবা! আমার এখন পরিচয় দেবারও সময় নেই, আর দেখবারও সময় নেই। এখন তুমি কে, বল দেখি বাপধন যম?

রঘু। আমি রঘুবীর।

মথা। তাহ'লেই ঠিক হ'য়েছে! তাহ'লে বাপধন যম! তোমার যমদণ্ডটা এই পরী

অনাথের কোমল স্কন্ধে একবার ঠেকিয়ে দাও ত।

রঘু। কেও সখারাম?

সখা। এই যে বাপধনের মুন্সী চিত্রগুপ্তের খাতায় আমার নাম উঠেছে।

রঘু। একি সখারাম! এ প্রকার অবস্থা কেন?—এখানে কোথা থেকে এলে?

বল। কে তোকে সংবাদ দিলে?

সখা। যমের বাড়ীর সংবাদ আবার কে দেয় বাবা? নেয়োত—নেয়োত। তাহ'লে প্রভু আচমন ক'রে এই গরীবের মাথাটার উপর একটু লোক্ত করুন।

রঘু। তোমার এরূপ অবস্থা কেন?—কোন বিপদের সংবাদ এনেছ কি?—এই বনের ভিতর কেহ কি তোমার প্রতি অত্যাচার ক'রেছে?

সখা। অধম দাসকে আবার ছলনা কেন প্রভু? প্রভু মনিব-ভক্ষণ কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন, একদিনের জন্য একটা দাস ভক্ষণ ক'রে দেখলে ক্ষতি কি? দাস ব'লে ভয় ক'রবেন না। শাকান্ন ভক্ষণ কার্য্যে এ অঙ্গে যে অস্থি সঞ্চয় ক'রেছিলেম, দুচার বেটা লেঠেলের অনুগ্রহে সেগুলো আজ ছাতু হ'য়ে গেছে! সুতরাং একবার যদি আপনি গালে তোলেন, তাহ'লে কলাই-ডা'ল মাখা অন্নগ্রাসের মত, এ দাস অমনি চেনা রাস্তায় চ'লে যাবে, আপনাকে ঢোকটি পর্য্যন্ত গিলতে হবে না।

রঘু। লেঠেল কি?

সখা। আপনার দূত।

রঘু। বল্ তোর এরূপ অবস্থা কেন? বশেষ যদি আহত হ'য়ে থাকিস, তাহ'লে এই স্থানে দুদিন অপেক্ষা কর্।

সখা। সেকি বাবা? আমাকে কি কই মাছ পেলে যে ল্যাজার দিক্‌টা ঝোলে দিয়ে, মুড়োর দিক্‌টে জিইয়ে রাখবে?

রঘু। চ'লে যা পাগলা। এ রহস্যের সময় নয়।

সখা। আর বাবা। তোমার অত্যাচারেই পাগল হ'তে হ'য়েছে। তিলোত্তমা মূর্ত্তি ধ'রে সুন্দ উপসুন্দ দুটো ভাইকে খেলে। মা ভবানী সেজে শুম্ভ নিশুম্ভের স্ত্রী দুটোর সিঁথের সিঁদুর মুছে নিলে। সীতা মূর্ত্তিতে রাবণটাকে সবংশে ধ্বংস ক'রলে! পঞ্চস্বামীর আদরিণী—অভিমানে এলান বেণী—আঠার অক্ষৌহিণীর দেহরক্তে জবজবে ক'রে ভিজিয়ে, তবে সে বেণী বন্ধন ক'রলে। আর কত ব'লব বাবা ধর্ম্মরাজ? ছেলের কাটা মুণ্ড সেজে সিন্ধুরাজের মাথাটা উড়িয়ে দিলে। মুষল সেজে যদুবংশটাকে নস্যি ক'রে ফেল্‌লে। আর এই প্রভুভক্ত ভৃত্যের মূর্ত্তি ধ'রে অনন্তরাওকে মুখশুদ্ধি করবা'র ব্যবস্থা ক'রছ।

রঘু। সে কি রকম?

সখা। আর রকম কি? এই যে স্বচক্ষে দেখে এলুম বাপধন যম!

রঘু। সে কি?

সখা। এই যে বেদানাওয়ালার অনুচর—মামদো বেটারা দেওয়ানজীকে ধ'রে নিয়ে গেল।

রঘু। সেকি?—কোথায়? কোন্ দিকে?

সখা। এতক্ষণ চাই মামদোর খপ্পরে।

বল। এতক্ষণে যোগাস্থানে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ।

রঘু। শ্যামলী!—শ্যামলী—(শ্যামলীর প্রবেশ)—এই একে নিয়ে গিয়ে—এখনি এর ক্ষতের শুশ্রূষা ক'রে পাঠিয়ে দাও। বিলম্ব ক'র না। [সখা ও শ্যামলীর প্রস্থান।

বল। আর কেন ভাই? পিতা গেছে যবনের কারাগারে—দেবতা অনন্তরাও অবরুদ্ধ

—আর ফিরবে না।—উদ্ধার ক'র্‌তে হ'লে রক্তস্রোতে গুজরাট ভাসাতে হয়! অযোগ্য সন্তান আমি—পিতৃরক্ষায় অসমর্থ। তাই তোমার সহায়তা ভিক্ষা ক'রেছিলুম। এখন কার্য্যশেষ। তাই পিতার প্রতিনিধিত্ব নিজে গ্রহণ ক'রে, আমি তোমাকে আমাদের রক্ষার সকল দায় হ'তে নিষ্কৃতি দিলুম।

(প্রস্থানোদ্যত)

রঘু। যাও কোথায়?

বল। আর তোমার গলগ্রহ হ'য়ে থাক্‌ব কেন?

রঘু। হায় উন্মাদ বালক! মৃত্যুমুখে ছোট কেন?

বল। বিজ্ঞতা-আবর্ত্তে প'ড়ে যদি কৃতজ্ঞতা ডুবে যায়, তা'হলে উন্মত্ততার অপরাধ কি?

রঘু। তোমার দিকে দৃষ্টি রাখি—সে সময় আমার নেই। ফের—আত্মহত্যা ক'র না।

বল। আত্মহত্যার আর বাকী কি?—আমার বৃদ্ধ—সন্তান-বৎসল পিতা—তিনিই যখন গেলেন, তখন আমি কই?

রঘু। পিতা তোমার গেল—এ কথা ব'ল্লে কে?

বল। (অবজ্ঞার হাস্য) বেশ, না যান—যদি ফেরেন, তখন আবার আসব।

অজ্ঞান বর্ব্বর ভীল পুরুষত্বহীন!
আর কেন, ছেড়ে দাও পিতারে আমার।

[প্রস্থান।

রঘু। সত্য কথা! তিরস্কার করিতে আমারে
যা বলিলে ব্রাহ্মণকুমার, প্রতিবর্ণ
সত্য তার! ডুবে বুঝি গেল কৃতজ্ঞতা!
আজীবন বালকত্ব ল'য়ে, যদি আমি
থাকিতাম চিরমূর্খ বর্ব্বর-সন্তান;
উদরপূরণ সার ভেবে, যদি আমি
শুদ্ধমাত্র আহার খুঁজিয়া—কভু চৌর্য্যে
কভু প্রাণিবধে, কভু দাসত্বে, ভিক্ষায়—
যাপিতাম মোর চিরদিন; নগ্নদেহে—
উন্মুক্ত হৃদয়ে—প্রাণ ভরা আলিঙ্গনে
কিম্বা যদি করিতাম পশুরে আপন;
সুখ বুঝি থাকিত আমার! কেন আমি
ব্রাহ্মণে ভজিনু? কেন আমি তাঁর কথা
শুনে, আত্মপ্রশ্ন করিতে শিখিনু? বাধা—
শুধু বাধা—বাধা যেন জীবনে ক'রেছে
ক্রীতদাস। সময়ে কি অসময়ে, ভ্রমে কিম্বা
জ্ঞানে, কার্য্যে কি অকার্য্যে, প্রতিপদে বাধা
বাঁধে দুর্ব্বল চরণ। হে বিধি! সুমতি
দাও মোরে, অহঙ্কার বিচূর্ণ আমার!
বিপন্ন ব্রাহ্মণ—আমি ভৃত্য। বিধিদত্ত
যে শক্তি আমার, হয় ত কণ্টক তার
মূলসহ উৎপাটিতে পারি। নীচগৃহে
জন্ম মোর—আমার কি কাজ জনার্দ্দন?

পঞ্চম দৃশ্য।

জাফরের কক্ষ।

জাফর, শৃঙ্খলাবদ্ধ অনন্তরাও ও প্রহরিগণ।

জাফর। পারবে না?

অনন্ত। পার্‌ব না।

জাফর। পারবে না?

অনন্ত। কিছুতেই না।

জাফর। তুমি বন্দী, তোমার জীবন মরণ এখন আমার হাতে! বৃদ্ধ বয়সে অপঘাত মরণই বুঝি শ্রেয়ঃ বিবেচনা ক'রলে?

অনন্ত। অপঘাত মরণ আর কামনা করে কে? তবে বৃদ্ধ বয়সে পিশাচের হাতে ম'র্‌তে হ'ল বটে।

জাফর। তুমি উন্মাদ। এখনও ব'ল্‌ছি, তুমি যদি আমার কথা শোন, তাহ'লে আবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার।

অনন্ত। তুমি যেখানে নবাব, সেখানে দেবলই উপযুক্ত সচিব। অযোগ্যকে আর সে পদ দেবার প্রয়োজন নাই।

জাফর। তুমি হিন্দু হ'য়ে মুসলমান-কন্যাকে গৃহে স্থান দাও, এ তোমার কত বড় বেয়াদবী!

অনন্ত। কি ক'র্‌ব, অদৃষ্ট। রেখে ফেলেছি, এখন আর তাকে ত ত্যাগ ক'র্‌তে পারিনি।

জাফর। তুমি তাকে জোর ক'রে ধ'রে রেখেছ। তার অনিচ্ছায়, বন্দিনীর ন্যায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ। যদি মঙ্গল চাও, যদি ভীষণ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও, তাহ'লে পরীবাণুকে আবার মুসলমানের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দাও।

অনন্ত। মুসলমান হ'লে তোমার কাছে পাঠাবার কোনও আপত্তি থা'ক্‌ত না। কিন্তু যে নরপিশাচ নিশ্চিন্ত, নিদ্রিত প্রভুর বক্ষে অস্ত্র মার্‌তে পারে, সে কি মুসলমান?

জাফর। জান বৃদ্ধ! কার সম্মুখে কথা ক'চ্ছ?

অনন্ত। চোরের সম্মুখে। একজন শক্তিমান রাজা, শত্রুদের বিধ্বস্ত ক'রে—রাজ্যে শান্তিস্থাপন ক'রে,—আপনার গৃহে নিদ্রা যাচ্ছিল, ঘৃণিত তস্কর! সেই অবকাশে তার সোণার রাজ্যটা অপহরণ ক'রেছ। ঘৃণিত প্রভুঘাতক! তোমায় আর অধিক কি ব'লব, এদেশে মানুষ থাক্‌লে, চোরের যথোপযুক্তই শাস্তি হ'ত! সৌভাগ্য তোমার—রাজ্যে লোক নাই। আমি বৃদ্ধ, চরণ-সঞ্চালনেও অপারগ, নহিলে এই মুহূর্ত্তেই পদাঘাতে ওই অযোগ্য মস্তক থেকে রাজ্যের ভার অপসারিত ক'রে দিতেম!

জাফর। বদমাস্ কাফের!—(বিনাশার্থ অস্ত্র উত্তোলন) না—এ তোর উপযুক্ত শাস্তি নয়!—কৈ হ্যায়!—

(প্রহরীর প্রবেশ।)

এই বুড়ো বদমাস্ ডাকুকো ঠাণ্ডা গারোদে নিয়ে যাও। কা'ল ফজরে, বাজারের মাঝখানে—সকল লোকের সাম্‌নে, দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে মেরে ফেল। এক কোপে কাট্‌লে মরণের মজা টের পাবে না। যাও—জল্‌দি সাম্‌নেসে লে যাও। কি ব'ল্‌ব, তোর নিজের স্ত্রী নাই; থাক্‌লে, এই এমনি ক'রে (পদাঘাত) তাকে পদদলিত ক'রে, বান্দার বাঁদী সাজিয়ে এ অপমানের প্রতিশোধ নিতুম। যাও—লে যাও।

[প্রহরী ও অনন্তরাওএর প্রস্থান

(অন্যদিক দিয়া দেবলের প্রবেশ।)

দেবল। কি ক'র্‌লেন জনাব?

জাফর। কিসের কি ক'র্‌লুম?

দেবল। অনন্তরাওয়ের কি ক'র্‌লেন?

জাফর। দেয়ালে গেঁথে মারতে হুকুম দিলুম।

দেবল। সর্ব্বনাশ! ক'র্‌লেন কি? ফিরিয়ে আনুন—জনাব! ফিরিয়ে আনুন।

জাফর। কেন দেবল! ভয় পেয়েছ না কি?

দেবল। ফিরিয়ে আনুন জনাব—ফিরিয়ে আনুন। যতদিন না রঘুবীরকে ধ'র্‌তে পার্‌ছেন, ততদিন কারাগারে নিক্ষেপ করুন, প্রাণে মা'রবেন না।

জাফর। ও—সেই রঘুবীর! সেই গোলামের ভয়ে অস্থির হ'য়ে তুমি আমাকে নিষেধ ক'র্‌তে ছুটে এসেছ?

দেবল। জনাব! যদি মঙ্গল চান, তা হ'লে হুকুম রদ করুন—বৃদ্ধকে প্রাণে মার্বেন না।

জাফর। এই রকম প্রাণ নিয়ে তুমি রাজ্যশাসন ক'র্বে?

দেবল। প্রাণ থা'কলে ত শাসন! সে রঘুবীর থা'কতে কিছু হবে না।

জাফর। হবে না?

দেবল। কিছুতেই নয়।

জাফর। হবে না?

দেবল। কিছুতেই নয়।

জাফর। কৈ হায়—তা হ'লে আর এক পল বিলম্ব ক'র্ছি না। এখনই তাকে ফিরিয়ে এনে আমার সম্মুখে তার জীবলীলার অবসান ক'রে দিচ্ছি। কৈ হায়।—(নেপথ্যে হুজুর!) মেহেদীকো ফিন্ লে আও।

দেবল। দোহাই জনাব, উন্মাদ হবেন না। রঘুবীর!—সে ভীষণ রঘুবীর!—ইচ্ছে ক'র্লে, অশনি ছাদ থেকে ঝ'রে প'ড়তে পারে,—মেঝে ফুঁড়ে গর্জিয়ে উঠতে পারে। ফিরিয়ে আনুন—কারাগারে নিক্ষেপ করুন, দেয়ালে গাঁথবেন না,—মা'র্বেন না। - জনাব!—জনাব!

জাফর। কি হ'ল, কি হ'ল!

দেবল। আমি নই—দোহাই আমি নই।

জাফর। কে তুই?—কে তুই?

(রঘুবীরের প্রবেশ ও আত্মগোপন)

রঘু। চিনিতে কি পার জাঁহাপনা?
আরে আরে! তুমি যাও কোথা?

(দেবল ও জাফরকে ধারণ)

একি, একি! পাপস্পর্শে
পুণ্যাত্মা এত কম্পবান? নাও বৎস।
ভয় কেন? বিজ্ঞ দেওয়ান, এ রাজ্যের
ভার তব শিরে। কোমলা রমণী-প্রাণে—
পরশিয়া পুরুষের অঙ্গ সমীরণ,
হৃদে যার তরঙ্গ তাড়ন, হেন নারী-
বক্ষ বুকে ধ'রে, কভু রাজ্য কি শাসিত
হয় বীর? মৃত্যু দেছ সহস্র-সংসারে।
শোকার্ত্তের করুণ চীৎকারে, ভরায়েছ
গুর্জরের নিস্তব্ধ-গগন। জান ত হে—
সে রোদনে আছে প্রতিধ্বনি? মহাকার্য্যে
পুরস্কার আছে মহাফল? ফল ল'তে
কম্পিত অন্তর! ছি ছি বীরবর! দেখ
চারিধারে, কারা ছুটে কাতারে কাতারে
আমারে করিতে আবেদন! জ্ঞানচক্ষু
করি উন্মীলন, চেয়ে দেখ নরাধম!
তীব্র-স্মৃতি ভীম আকর্ষণে, ওই দেখ
শত শত বিগত জীবনে উঠেছে কি
তীব্র কোলাহল! প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—
প্রতিহিংসা চায়। বিষাদ তরঙ্গভরা
শোকাশ্রু অঞ্জলি, একবাক্যে ভিক্ষা চায়
প্রতিহিংসা—হত্যা কর জাফর দেবলে!—
দেয়ালে দেয়ালে কোটা, হের কেরে ঢ
ঢল যুগল নয়নে, সুধাধারে করে
আবেদন—পিতৃহীনা—রক্ষা কর মোরে।
ওই দেখ নবাবের বিমল বদন,
পার্শ্বে তার অমনি ফুটিয়া, আঁখি ঠারে
আমারে দেখায়, শত আদেশের বল
ইঙ্গিতে বাঁধিয়া, শুধু বলে, হত্যা কর
জাফর দেবলে! কি করা কর্ত্তব্য মোরে
অনুমতি কর জাঁহাপনা!

জাফর। তুমি?—তুমি রঘুবীর?

রঘু। ভুলে গেছ? আমি রঘুবীর।

জাফর। হত্যা আশে যদি আসা গভীর নিশায়,
এখনিই প্রাণ লহ মোর, অন্য কথা
নাহি প্রয়োজন।

রঘু। কোন্ প্রাণে, কি সাহসে
বলিলে যবন! ভোগতৃষ্ণা মিটিল না;—
নবাবে মারিয়া ধনে প্রাণে, তবু তব
তৃপ্তি আসিল না;—স্থবির ব্রাহ্মণ, প্রতি-
পদে কম্পিত চরণ, নিজের শরীর-
ভারে সর্ব্বদা কাতর, যষ্টিতে ক'রেছে
ভর,—প্রতিক্ষণে বসিয়া রয়েছে বৃদ্ধ
মৃত্যু প্রতীক্ষায়, তবু তারে ঘরে রেখে
মন বুঝিল না!—এমন প্রাণের মায়া!
বুঝিয়াছ বৃদ্ধে অসহায়, স্থির জান
বাঁচন মরণ তার তোমার কৃপায়,
তবু, চুরি ক'রে এনেছ তাহারে! এত
ভীত! এমন জীবনে মায়া!—প্রাণ নিতে
কোন্ প্রাণে বলিলে জাফর? একদিন
যে সাগরে ছিলে ভাসমান, সে সিন্ধুর
নাহি ছিল সীমা। নর্ম্মদার আবর্ত্তের
পাকে পাকে ঘুরে, কণ্ঠায় কণ্ঠায় যবে
পশেছিল জল, সে সময় মৃত্যু যদি
করিতে কামনা, সাজিত তখন। শেষে
ভাগ্য নবাবের বিশ্বস্ত নিদ্রায়—
এ হেন গভীর নিশা করিয়া আশ্রয়—
আশাতরু ক'রেছ রোপণ। ফল তার
করিছ ভক্ষণ। এ সময় জাঁহাপনা,
মরণ কামনা? ভীরু! মেষের সংহারে,
উদ্যোগ হয় না প্রয়োজন।

জাফর। তাই যদি,
তবে কেন চৌরভাবে পশিলে আমার
ঘরে?

রঘু। পুরস্কার দিবে ব'লেছিলে, তাই
আসিয়াছি—আসিয়াছি ল'তে পুরস্কার।
এ কণ্টক বাঁচিলে পরাণে, নিরাপদে
রাজ্যভোগ হবে না তোমার। রাজ্যভোগ
যদি চাও, আগে নিষ্কণ্টক হও! লও—
এই লও ছুরিকা ভীষণ। যে কণ্টকে
হিন্দুস্থানে, কত দস্যু বিদ্ধবক্ষ হ'য়ে,
ছেড়ে দেছে দস্যু-ব্যবসায়, আগে তারে
ফেল উপাড়িয়া। ধর ধর্ম্ম-অবতার!
ধর ধর, কাঁপে কেন কর? ত্বরা মোরে
দাও পুরস্কার। তোমার জীবন রেখে।
প্রভুদ্রোহী আমি। আমার উচিত শাস্তি—
তব করে প্রাণ বিসর্জ্জন।

জাফর। রঘুবীর!
ক্ষমা কর মোরে।

রঘু। বল তবে কোথা প্রভু
মম? সে যে হে সর্ব্বস্বত্যাগী—তারে কেন
ধরিয়া আনিলে?

জাফর। কই হ্যায়?—(নেপথ্যে হুজুর!)
—ব্রাহ্মণকো জল্দি খোলসা দেকে হিঁয়া
লে আও।

(প্রহরিগণকর্ত্তৃক অনন্তরাও ও বলদেবকে আনয়ন)

জাফর। দেবল! বন্দী শৃঙ্খল-মুক্ত হ'ক্।

(প্রহরিগণ কর্ত্তৃক শৃঙ্খল মোচন)

বল। দাদা! দাদা! আজ বড় আনন্দের
দিন। প্রতিশোধের এই সময়। দুরাত্মা বেইমান!—

(পদাঘাত)

রঘু। কি কির—কি কর, আত্মহারা—
উন্মত্ত যুবক।

অনন্ত। বালক—বুঝ্‌তে পারেনি— মানে
জ্ঞানশূন্য। নবাব। ক্ষমা কর। রঘু, চ'লে
এস; নরাধম পুত্র এমন উদ্ধত!

[রঘুবীর, অনন্ত ও বলদেবের প্রস্থান।

দেবল। জনাব! বড় লেগেছে কি?
জনাব! জনাব!

জাফর। দূর হ' কাপুরুষ! সামনে থেকে
এখনি দূর হ'। (পদাঘাত)

[গড়াইতে গড়াইতে দেবলের প্রস্থান।

ওঃ—এত অপমান! কি করি, কি করি? কীটাণুকীটের অপমান উদরস্থ ক'রে আমাকে রাজ্য কর্'তে হবে!—তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। এই পশ্চিমে চেয়ে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, যদি এই কীটদংশন হ'তে অব্যাহতি পাই, তবেই এ রাজত্ব ক'র্‌ব, নইলে যে ফকির ছিলুম, সেই ফকির হব। প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম,—অনন্তরাওয়ের সম্পর্কে যে কেউ থাক্‌বে, তারেই মেরে ফেল্‌ব! রঘুবীর—কে রঘুবীর? কিসের জীবনরক্ষা?—তার জন্য এত অপমান—এত লাঞ্ছনা! কিছু রাখব না—অনন্ত রাওয়ের সম্পর্কে কিছু রাখ্‌ব না। কিছু নয়—উপকার কিছু নয়। দুর্ভিক্ষি—মগ্‌না্নী—মারো—মারো—কাফের মারো।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুটীরপ্রাঙ্গণ।

রঘুবীর ও শ্যামলী।

রঘু। সদা ভয়—কখন কি করি। দস্যুগৃহে
জন্ম মোর,—কঠোরতা—জীবনের বীজ
উপাদান। সদা ভয়—আপনা হারায়ে
কবে কার সর্ব্বনাশ করি। জন্ম সঙ্গে
জন্মেছে যে নীচ নিষ্ঠুরতা—জন্ম সঙ্গে
পেয়েছি যে শোণিতের তৃষা—দ্বিজ দত্ত
জ্ঞান-আবরণে, অনাদরে এতকাল
অর্দ্ধমৃত প'ড়েছিল হৃদয়ের মাঝে।
কিন্তু হায়! মরণ ত হ'ল না তাহার!
গগনের সীমাপ্রান্তে বিষম বাত্যায়
উত্তাক্ত সিন্ধুর কোলে, উন্মত্ত তরঙ্গে
যাবচ্ছিন্ন ফেনিল নর্ত্তন, যেই মত
মাঝে মাঝে দূরে—অতিদূরে শ্যামচ্ছায়া-
বিলসিত বেলাভূমি দেয় কাঁপাইয়া,
পিশাচের আচরণ যায়, হৃদয়ের
নিভৃত গুহায়,—নিদ্রালসা প্রতিহিংসা-
প্রবৃত্তি আমার, সেই মত তুলে বুঝি
বিষম ঝঙ্কার!—এইবার শোন্ বোন্!
বলদর্পে সে চাহিবে চারিধার,—সেকি
প্রবোধ মানিবে আর? ক্ষুধিত শার্দ্দুল,—
সে কি হরিণীর আকর্ণবিশ্রান্ত চোখে
নিরখিতে বিধাতার তুলির কৌশল
নিশ্চল বসিয়া রবে?—কি করি শ্যামলী?

শ্যামলী। চিত্তের প্রশান্তি লাভ সে ত বিধাতার
করুণায়। কর্ম্মক্ষেত্রে করি অবস্থান,
আজন্ম তুষার ভরা স্থির হিমাচল
হৃদয়ের পঞ্জরে পঞ্জরে জ্বালামুখী
বায়ুকণা আজীবন রয়েছে মাখিয়া।
উষ্ণ নয়নের জলে তার, জন্মিয়াছে
কত শত উষ্ণ প্রস্রবণ। শান্তি চাও,
কর ভগবানে আত্মসমর্পণ। তাঁরে
স্মরি, পথ চ'লে যাও। পথের কণ্টক—
শিরীষ কুসুমরাশি সম—সন্তর্পণে
নিবেবিবে ব্যথিত চরণ। আগে হ'তে
তবে কেন চিন্তান্বিত বীর?

রঘু। অন্ধ মনে
যদি প্রাণে ক'রে দিই অনল সংযোগ,
বারুদের কণামত, বিষম প্রচণ্ড
বিস্ফারণে, ব্রাহ্মণ-নির্ম্মিত এই হৈম
(হৃদয়ে হস্ত দিয়া)
অট্টালিকা, মুহূর্ত্তে কি চূর্ণ হ'য়ে যাবে?
একদণ্ডে হব কি দানব? একদণ্ডে
জীবনের এত মধুরতা, নিমজ্জিয়া
দিব কিহে অনল সাগরে? তমোরাশি
সম্মুখে আমার,—যেন যাই—কোথা যাই!

স্বপ্নের নিবৃত্তিশূন্য অদম্য গমন
যেন ফিরিতে ভুলিয়া গেছে। যেন
বাধা দিতে, তটিনী হয়েছে পথরেখা।
মরুভূমি কোমল শ্যামল তৃণভরা—
দৃষ্টির আকর্ষী সম নন্দন-কানন।
কঠোর নির্ম্মম শিলা চরণ পরশে
গ'লে যেন শিশিরে হ'য়েছে পরিণত।
বল দেখি প্রাণময়ী! এমন যতনে
জীবনের খাদ্য আহরিয়া, অবশেষে
ম'রে যাব ক্ষুধায় তৃষ্ণায়?

শ্যামলী। ভীলনারী—
শাস্ত্রজ্ঞানহীনা। তবে, তোমার চরণ
প্রান্তে ব'সে, যা কিছু শিখেছি এতদিন,
তাতে মোর এই মাত্র জ্ঞান—এ সংসারে
কেহ কারে করে না সংহার। প্রাণ বধে
নিজ হস্তে প্রাণ-অধিকারী। প্রাণ রাখে,
যে ধীর বুঝেছে ভাল প্রাণের মমতা।
অতৃপ্ত হইতে প্রাণ এসেছে ধরায়,
অতৃপ্তিই সাধ তার! মায়ের আদরে
পুষ্ট, দুষ্ট শিশু যথা নিত্য নব ভুলে
আবদার, মায়ের প্রহার লোভে, নিত্য
নব নব আকিঞ্চনে, জননীরে করে
জ্বালাতন—প্রাণও তেমন, ক্ষীর মুখে
দিলে চায় নিম্বের আস্বাদ! নিম্ব দাও—
অতৃপ্তি দেখ'বে তার মুখের বিকারে।
ফল কথা, আত্মতৃপ্তি ছায়া মরীচিকা।
তৃপ্তি যেথা, গতির নিবৃত্তি সেথা। তাই
দেখি, তৃপ্তি তৃপ্তি ক'রে উন্মত্ত জীবন-
স্রোতে, নিত্য অভিনব উঠিছে তরঙ্গ।
তাই দেখি, তৃপ্তিলোভে সর্ব্বস্ব করিয়া
দান, কেহ আরো দানে করে আকিঞ্চন।
অসমর্থ সর্ব্বত্যাগী চারু করতলে
অবশেষে ভোগ করে বিস্ফোটযাতনা!
তৃপ্তি লোভে কেহ করে জীবন সংহার,
কেহ রাজ্য দেয় ছারখার! পিতৃহীন
বালকের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া, দেয় তারে
শ্যামতৃণে সুন্দর আসন—শির'পরে
নীলাকাশ চারু আচ্ছাদন! তৃপ্তি লোভে
কেহবা রাজত্ব করে, কেহবা দাসত্ব
ক'রে জীবন কাটায়। যা তোমার লাগে
ভাল, তাই কর ভাই! আমি শুধু এই
চাহি অনুমতি, আমার যা ভাল লাগে,
আমারে করিতে যেন ক'র না নিষেধ।
এই মাত্র আমি বুঝি—শাস্ত্রমতে প্রভু
যদি পরম দেবতা, প্রভুরক্ষা যদি
ধর্ম্ম হয়, তবে অন্নদাতা জ্ঞানদাতা
পবিত্র ব্রাহ্মণ-অঙ্গে বেষ্টনী হইয়া
স্থিতি, কার্য্যই তোমার।

রঘু। তাই বটে বোন:
কিন্তু বর্ম্ম করে না ত অস্ত্রের প্রহার!
নীরবে প্রভুর গায় সংলগ্ন হইয়া
শুধু সে প্রহার সহ্য করে;

শ্যামলী। শুনিয়াছি
ধর্ম্মের রক্ষণে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
প্রাণী, মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেছে কুরুক্ষেত্র-
সমর-সাগরে। নিজে ভগবান কৃষ্ণ—
সারথির রূপে ধর্ম্মরথে আরোহিয়া,
আপনি দেখিলা প্রভু সহাস্য বদনে
ষট্ত্রিংশ অক্ষৌহিণী আঁখি-নিমীলন!
তবে তুমি কেন পারিবে না? ব্রাহ্মণের
জীবন রাখিতে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার তরে,
যবন—যবনাধম জাফর দেবলে
যদি ধরা হ'তে দাও পাঠাইয়া, তাতে
পাপ কিবা?

রঘু। তবে বোন, শোন অবধানে!
একদিন নর্ম্মদার ভীম গ্রাস হ'তে

রেখেছিনু দুরাত্মা সে জাফরের প্রাণ।
একদিন নিদাঘ সন্ধ্যায়, ক্ষুদ্র এক
তরণী সুন্দর, দেখিলাম আসিতেছে
তটিনীর পারে। সহসা উঠিল ঝড়।
প্রবল বাত্যায় নিমেষে ডুবিয়া গেল
তরী। দৈববশে ছিনু তার তীরে। চেয়ে
দেখি, নর্ম্মদার জলে, তরঙ্গের ভীম
কোলাহলে, জীবনে মরণে টানাটানি—
মায়া আর নিয়তির ভীষণ সংগ্রাম।
রণরঙ্গে আহ্বানে স্ফালনে, ঘোর রবে
ফেনিল-বদনা ভীমা নর্ম্মদা প্রকৃতি
আর্ত্তনাদ করিছে মজ্জন। হেরি আমি
সে দৃশ্য ভীষণ, রহিতে নারিনু স্থির
তীরে। ভবানী স্মরণ করি পড়িলাম
উন্মত্ত সলিলে। কিন্তু হায়! সে তরঙ্গ
বাধা ঠেলে উপনীত হইতে হইতে,
তরঙ্গিণী গ্রাসিল সবারে। বহু কষ্টে
শুধু মাত্র একেরে বাঁচানু। সে তোমার
দুরাত্মা জাফর। ফল-ব্যবসায়ী বেশে
সবে মাত্র এ অভাগা দেশে তার সেই
পদার্পণ। বল ত শ্যামলী! প্রাণময়ী
সতী-স্বরূপিণী তুমি, প্রত্যেক কার্য্যের
ঘোর অন্ধ ফলে তব অধিকার। ভেবে
বল ত শ্যামলী! প্রকৃতি আপনা হ'তে
যে কার্য্য সাধিতে গেল, আমি কেন বাধা
দিনু তারে? নর্ম্মদার উন্মত্ত সলিল
যে সময় নরাধমে গ্রাসিতে ছুটিল,
পাণ্ডবের প্রাণ নিরখিয়া, গুর্জ্জরের
রক্ষাকার্য্যে প্রহরিণী—সতর্ক তটিনী
যে সময় শত্রু আক্রমণ তরে অস্ত্র
ধ'রেছিল, আমি কেন করিনু উদ্ধার?
আমারে দেখিতে পেয়ে, লজ্জিতা প্রকৃতি,
আমারে কি দিয়ে গেল বিনাশের ভার?

প্রাণ,রেখে প্রাণ হত্যা করিব কেমনে?

শ্যামলী। তবে চল, রাজ্য ছেড়ে এত দূরদেশে
চ'লে যাই, যেথা পঁহুছিতে না পারিবে
দুরাত্মার করের প্রসার।

রঘু। তাই চল।
হৃদয়স্থ হৃষীকেশ! ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি
জান প্রভু!—শুধুমাত্র সাহস ভিক্ষায়
পদপানে আছি তাকাইয়া। কিন্তু কই
দেখা ত দিলে না প্রভু?—বোঝা
ত হ'ল না?
সাহস ত এলোনা আমার?—নহে এই
দণ্ডে মুণ্ড ছিঁড়ে দুই দুরাত্মার রক্ত-
রাগে জবাপুষ্প সম, তব পাদপদ্মে
প্রভু দিতাম অঞ্জলি!—তখন শ্যামলী!
মহাপুণ্য-অর্জ্জন-বিশ্বাসে, স্ফীত-বক্ষে
দম্ভভরে চলিতাম ধরণীর বুকে।
কিন্তু হৃষীকেশ'—কোথা কোন হৃষীকেশ?
বর্ব্বর হৃদয় মাঝে যদি স্থান তার,
তবে কেন এ সংসারে জাতির প্রভেদ
এত? কেন—শুধুমাত্র ঘৃণার অর্জ্জনে—
কেন আমি ভীলনারী-জঠরে পশিনু?
এক কার্য্য—এক রক্তপাত, তবে আমি
কেন দস্যু হই, আর ধরণী-ঈশ্বর
কেন পায় পুষ্পমালা প্রতিমূর্ত্তি গলে?
হ'ল না শ্যামলী, চলে চল! নারী তুমি—
মানবের দেহ সঙ্গে বাঁধিতে জীবন
সূত্র দিয়ে পাঠায়েছে বিধাতা তোমায়—
বিধাতার চরম কল্পনা, তুমি যদি
না আসিতে, জনমের সনে সঙ্গে, ধরা
যেত রসাতলে!—নারীমুখে জিঘাংসার
কথা!—না শ্যামলী, চল যাই অন্য পথে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন।

শ্যামলী ও ঢুলিয়া।

শ্যামলী। ওরে মিনসে! ঠাওরাচ্ছিস কি বল্ দেখি?

ঢুলিয়া। তুই ঠাওরালি কি বল্ দেখি?

শ্যামলী। ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে ত ভাই আমার উন্মাদ।—ও হ'তে ত কিছু হয় না। ওর ওপর নির্ভর ক'র্‌লে ত বামুনের সর্ব্বনাশ হয়।

ঢুলিয়া। রঘু মহারাজ যদি কিছু না করে, তাহ'লে আমরা কি ক'র্‌ব?

শ্যামলী। তবে কি, ক্ষমতা থাক্‌তে, প্রতিকারের শক্তি থাক্‌তে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হবি?

ঢুলিয়া। কি ক'র্‌ব বল্?

শ্যামলী। আমি বলি—দেশে থেকে আমাদের ভীল ভাইদের নিয়ে আয়। নইলে এ অত্যাচারের দমন হবে না।

ঢুলিয়া। আন্‌লেই কি প্রতিকার হবে?

শ্যামলী। এই ত আমার বিশ্বাস।

ঢুলিয়া। তবে এনেছি।

শ্যামলী। সেকি?

ঢুলিয়া। তবে ঠাওরাচ্ছিস কি?—আমি কি রঘুয়া মহারাজের মতন পাগল নাকি? রঘুয়া মহারাজ বামুন হ'য়ে গেছে, আমরা ত আর হইনি। আমাদের দেহের ভীল-রক্ত অত্যাচার সইতে জানে না। অত্যাচারের নাম শুন্‌লে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়।—আমি কি চুপ ক'রে আছি?

শ্যামলী। সত্যি?

ঢুলিয়া। জাত ভাইদের দিয়ে বন ভরিয়ে রেখেছি।—এখন সব লুকিয়ে আছে, কিন্তু দরকার হ'লে, পিল্‌পিল্ ক'রে বেরিয়ে দেশ নাস্ত নাবুদ ক'রে ফেল্‌বে।

শ্যামলী। ঢুলিয়া! সামান্যা রমণী আমি কিন্তু মনে মনে আমার বড় অহঙ্কার—ভাই আমার রঘুবীর—স্বামী আমার ঢুলিয়া। ঢুলিয়া দর্প ক'রে এক অবলা আর এক অবলার ভা[র] নিয়েছে। আমি দর্প ক'রেই নিশ্চিন্ত, কিন্তু দর্প রক্ষার ভার যার, সে আমার সম্মুখে।

ঢুলিয়া। আমি আগে একটি কথাও কইছি না,—দেখি না রঘুয়া মহারাজের ধর্ম্ম কি করে যেই দেখব গতিক খারাপ, অমনি টপ্ ক'রে দিল খুলে দেব।—দেখ্‌ব কোন্ বেটা শয়তা[ন] কেমন ক'রে মনিবের কাছে আসে।—কি[ন্তু] আগে কিছু ক'র্‌তে পারব না শ্যামলী। ভ[য়] ক'রে—পাছে গুরু রাগ করে। গুরুর ক্রো[ধ] —শ্যামলী! মনে হ'লে গা শিউরে উঠে গুরুবাক্য অবহেলার ভয় যদি না থাকত, তাহ'লে কি বেটা নেড়ে মনে মনেও পরীকে পাবা[র] কামনা ক'র্‌তে পারে? মনের ভেতর পরীর কথা না উঠ্‌তে উঠ্‌তে, বেটার মনে ভোজালি পুরে দিতুম না! বেটা লোহার সিন্দুকে থাক্‌লে তার ভেতরে সিঁধ লাগাতুম। কি ব'ল্‌ব রাঙা বউ!—হাত পা বাঁধা—ম'রে আছি।

শ্যামলী। চুপ কর্—দাদা আসছে।

ঢুলিয়া। তা'হ'লে আমি পালালুম। আমার ওপর দুখানা ডুলি আন্‌বার হুকুম হ'য়েছে।—দেখিস্—আমি যা ব'ল্‌লুম, যেন তোর দাদাকে বলিস্‌নি।

শ্যামলী। তুই কি পাগল।

[ঢুলিয়ার প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। ঢুলিয়া ছেল না?

শ্যামলী। ছেল—এখন ডুলির চেষ্টায় গেল।

রঘু। সে ত অনেকক্ষণ ব'লেছি, এতক্ষণ তা'হ'লে ক'র্‌ছিল কি ?

শ্যামলী। হাঁ দাদা! দুখানা ডুলি আনতে ব'ললি যে ?

রঘু। একখানা বাবার জন্য, একখানা পরীর জন্য। বলদেব হেঁটে যাবে—অশক্ত হ'থ্‌লে কাঁধে নেব।

(পরীর প্রবেশ)

পরী। পরী তোমার ডুলিতে চ'ড়ছে না।

রঘু। না'হ'লে যেতে পার্‌বি কেন ?

পরী। পরী তোমার—ওই উঁচু পাহাড়ের ওপর তিনবার খড়া বেয়ে উঠেছে, ওখান থেকে তিনবার ঝাঁপ খেয়েছে। তোমার পরী আর সে পরী নেই।

রঘু। বলিস কি!—পরীকে এ সকল বুদ্ধি দিলে কে ? তুই বুঝি ?

শ্যামলী। আর কি করি ? তোমরা হ'চ্ছ বামুন মানুষ—সাধু লোক। আমরা হচ্ছি ভীল। অত সাধুগিরি আমাদের ধা'তে সয় না। কি বলিস বোন ? কাজেই একটু লাফালাফি ঝুপোঝুপি, হ'ল বা লাঠিটে, হ'ল বা সড়্‌কীটে চালাচালি শিখতে হয়। হ'ল বা খানিকটে মল্লকুই ক'র্‌লুম।—তোমরা এখানে নেই, এমন সময় হঠাৎ অবলা মনে ক'রে যদি নেড়ে বেটার কোন সেপাই শাস্ত্রীই ধ'র্‌তে আসে, তা'হ'লে তার চুলের মুটিটে ধ'রে, বার কতক হয়ত ঘোরপাকই খাইয়ে দিলুম।

রঘু। ব'লিস কি, অবাক্ ক'র্‌লি যে!

পরী। বোন্ যতটা ব'ল্‌ছে, তত নয়—তবে কিছু কিছু দৌড় ঝাঁপটা শিখেছি বটে!—আর শিখেছি আত্মরক্ষা! দাদা! প্রাণের যাতনায় নারীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌বার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলুম। দীননাথ কৃপা ক'রেছেন—আমার মনের কথা ভগিনীকে ব'লে দিয়েছেন। শ্যামলী আমাকে আত্মরক্ষা শিখিয়েছে। সম্মুখে আমার গুরু। গুরুকৃপায় পিশাচের আক্রমণকে তুচ্ছ ক'র্‌বার হৃদয়বল সংগ্রহ ক'রেছি। তোমার পাগলিনী ভগিনী এখন অসমসাহসিনী—লজ্জায় তাই তোমায় ব'ল্‌তে পারিনি।

শ্যামলী। পরীক্ষা চাও—দিতে প্রস্তুত আছি।

রঘু। আর পরীক্ষায় কাজ নেই, বুঝতে পেরেছি। লজ্জা কেন পরী ? ভবানীর শ্রীচরণ প্রান্তে তোদের ফেলে রেখেছি। মা নিজে প্রতিকারের ব্যবস্থা ক'রেছেন। শুনে, আমি এক মুহূর্ত্তে সহস্র মাতঙ্গবলে বলীয়ান্—আমি নিশ্চিন্ত!—তবু সাবধান! আমরা যখন না থাকব, তখন এস্থান কোনমতেই ত্যাগ ক'র না।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্যপথ।

মন্নু ও ডুলিয়া।

মন্নু। কোথায় ডুলিয়া ?

ডুলিয়া। ডুলির চেষ্টায় গাঁয়ে যাব।

মন্নু। আর যেতে হবে না—ফের্।

ডুলিয়া। কেন বল্ দেখি!

মন্নু। এবারে ব্যাপার কিছু কঠিন!—কাতারে কাতারে সৈন্য নিয়ে নিজে জাফর এ বন দখল ক'র্‌তে আস্‌ছে।

ডুলিয়া। দেখেছিস্ ?

মন্নু। প্রথমে লোকমুখে শুনলুম যে ডাকাত ধর্‌বার জন্য নবাব সৈন্যসামন্ত নি[illegible] আসছে।—কোথা ডাকাত ? এই বনে। [illegible] ডাকাত ? তা ব'লতে পার্‌লে না।—সমে[illegible]

হ'ল বনে ঢুকে এক প্রকাণ্ড শালগাছের ডগায় উঠ্‌লুম। উঠে দেখি, কাতারে কাতারে সেপাই। পেছনে জাফর,—এক হাতীর ওপর! সঙ্গে তঞ্জাম—সুন্দর ক'রে সাজান।

ঢুলিয়া। কত লোক বোধ হ'ল?

মন্নু। সে অসংখ্য! দেখে মাথা ঠিক রইল না—নেমে প'ড়লুম।

ঢুলিয়া। তবু আন্দাজ?

মন্নু। পাঁচ হাজারের ত কম নয়—এই এত বড় বনটা ঘেরাও ক'রতে হবে—তুই বুঝে দেখ্ না।

ঢুলিয়া। আমরা ত সবে দুশো জন—তা'হ'লে উপায়?

মন্নু। ধর্ম্মযুদ্ধ যদি ক'রতে চাওরে ভাই, তা'হ'লে দুনিয়াকে জন্মের শোধ সেলাম কর। আর অধর্ম্ম যুদ্ধ যদি ক'রতে বল, তা'হ'লে ও পাঁচ হাজার কেন, অমন দশ হাজারকে দেশত্যাগী করিয়ে দিতে পারি।

ঢুলিয়া। তাইত, পিশাচের সঙ্গে পিশাচের আচরণ—খুনোখুনীতে আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কেন! নিরপরাধ ব্রাহ্মণের সুখের পথে কণ্টক। যেমন ক'রে পারিস খুন কর্। হয় অধর্ম্ম—হোক্। আমরা ধর্ম্ম চাই না—প্রাণ চাই।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। ছিঃ! ও কথা কি কইতে আছে—ধর্ম্ম চা'স না! ধর্ম্মহীন প্রাণ—সে প্রাণের অস্তিত্ব কই?—অধর্ম্মে পিশাচ নাশ—নকি আমার ভাই জানে না? অধর্ম্মে কার্য্য সাধন—সেত কোন্ কালে হ'ত! তা'হ'লে তাদের প্রয়োজন কেন? ধর্ম্মরক্ষার জন্য না, নাই আমার, তোদের মুখ চেয়ে আছে! ধর্ম্ম-রক্ষা কর্—ঢুলিয়া! আমার গর্ব্বের ঘরের দীপ নির্ব্বাণ করিস নি।

ঢুলিয়া। বেশ—মন্নু! সবাইকে তূণ বাণ নিয়ে সুবিধামত এক একটা গাছে উঠে থাক্‌তে বল্। আমি রঘু মহারাজের অনুমতি নিয়ে আসি।

মন্নু। বেশ বিলম্ব করিস নি।

ঢুলিয়া। তাই হোক্—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, তা'হ'লে হাসিমুখে বিদায় দে। একদিকে পাঁচ হাজার, অন্যদিকে কেবলমাত্র দু'শো। মা ফেরাই ধ'রে রাখ্, শ্যামলী!

শ্যামলী। যিনি ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা, তাঁর ইচ্ছা। প্রাণ ত যাব ব'লে পা বাড়িয়ে আছে। তাই বিচ্ছেদের ভয়ে আমার দেবতাকে প্রাণের সমস্ত কামনার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি। এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ—ব'ল্‌তে প্রাণ কাঁপে ঢুলিয়া!—এই সোণার দেহ ভগবানের আশ্রয়যোগ্য স্থান—ব'ল্‌তে পারছি না—ভগবান বল দাও—যদিই ভাঙ্গে প্রাণেশ্বর!—আমার এই মাটীর বলয় যেন বজ্রতুল্য কঠিন হয়, আমার এই সিঁথের সিঁন্দুর যেন বরুণের ভাণ্ডার রঞ্জিত করে!

[প্রণাম ও প্রস্থান।

ঢুলিয়া। এত করিল যে তার, এত উপকার,
এত মহাধর্ম্ম শিক্ষাদানে, তবু যদি
মহাপাপ পাপ নাহি ছাড়ে, ডুবে যা রে
মানব-জীবন! ধর্ম্মবলে নাই যদি
বল, হতবিধে! ধর্ম্মকার্য্যে বিষ যদি
ফল, কেন সৃষ্টি ক'রেছিলে মহেশ্বর?
ধর্ম্ম যদি শাস্ত্রের সম্বল, কেন তবে
সংকার্য্য-অবতার মানব-রচনা?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাননমধ্য।

রঘুবীর।

রঘু। নিস্তব্ধ সকল স্থান—স্তব্ধ অত্যাচার।
একি! প্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে প্রকৃতির
স্তব্ধতা ভীষণ! ক্ষীণ মৃদু সুধাগন্ধে
বহিছে মলয়—ক্ষীণ হাসি মাখিয়াছে
এ অরণ্য অন্ধকার-মুখে। আকাশের
আলোক নির্ঝরে, তরু-অঙ্গ সোহাগিনী
অতুল আনন্দময়ী লতা! হে শঙ্কর!
দৃষ্টি দাও—দৃষ্টিহীন ঘুরিতে সংসারে,
তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি নিমেষের তরে
দেখিতে পাইনি অবসর।—দৃষ্টি দাও—
হে প্রভু, অশুভ ভরা মরীচিকা শিরে
একবার করুণার ফুলটি ভাসাও।
দূর থেকে দেখে যাই চ'লে, দূর থেকে
হাসিতে হাসিতে ডুবি অতলের তলে।
(ফুলিয়ার প্রবেশ)
কোথা হ'তে? কি সংবাদ? ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে
কেন আসিলি ফুলিয়া?

ফুলিয়া। মহারাজ! মুখে
নাহি সরে বাণী। কৃপাণ বন্দুক করে
কাতারে কাতারে, ছুটে সৈন্য চারিধারে
ঘেরেছে সমস্ত বন। জাফর ক'রেছে
পণ—একসঙ্গে সবারে ধরিয়া দিবে
ভীষণ মৃত্যুর মুখে। খণ্ড খণ্ড করি
অঙ্গে, অঙ্গে অঙ্গে দেখিয়া কম্পন, তবে
সে নিবৃত্ত হবে দুরাত্মা যবন। এক
প্রাণী রাখিবে না প্রাণে। সমস্ত গুজরে
ইস্তাহারে ক'রেছে ঘোষণা—রঘুবীর
দস্যুদলপতি। তাই আজ দস্যুদলে
করিতে সংহার, অগণ্য বাহিনী সঙ্গে
আপনি জাফর এসে ঘেরিয়াছে বন।

রঘু। অপূর্ব্ব সুন্দর ফুল ফোটালে শঙ্কর!
তীব্র কি মধুর গন্ধ বুঝিতে আঘ্রাণে,
সমস্ত নিশ্বাস বুঝি যায় ফুরাইয়া।
কি উপায়! কোথা যাই ফুলিয়া এখন?
আমি একা, অগণন শত্রুসৈন্য মাঝে, শক্তি-
হীনা গতিহীনা অবলা রক্ষায়, শুধু
নামের অস্তিত্বে আছি, শৃঙ্খলে আবদ্ধ
হস্ত পদ—বন্দী মত লৌহ কারাগারে।
বল্ রে কেমনে রক্ষা করি?

ফুলিয়া। চিন্তান্বিত—
কেন গুরু? আছে শিষ্য সম্মুখে তোমার!
শিখিয়াছি রণ-বিদ্যা তোমার কৃপায়,
শিখিয়াছি বীর ব্যবহার। নাহি ডরি
যদি আসে আপনি শমন। অনুমতি
কর একবার—ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিই
যবনের সেনা।

রঘু। এ যে অসম্ভব ভাই!

ফুলিয়া। বুঝি না সম্ভব অসম্ভব। শীঘ্র দাও
অনুমতি! গুরুকৃপা করিয়া সম্বল
উন্মত্ত সাগর-জলে পড়ি ঝাঁপ দিয়া।
তরঙ্গের মস্তক কাটিয়া, একদণ্ডে
ক'রে দিই সিন্ধুনীর স্থির।

রঘু। যুদ্ধ যদি
দিতে পার, হও অগ্রসর। কিন্তু তায়
নাহি জানি, কি হৃদয়-বলে, কোন্ দৈব
শক্তিপরে করিয়া নির্ভর, প্রজ্বলিত
অনল-শিখায়, একা পতঙ্গ সমান
ছুটেছ ফুলিয়া!

ফুলিয়া। গুরুকৃপা মহাশক্তি!
উন্মাদ ভেব না মোরে হে ধীমান্! দিব
বাধা সম্মুখ সমরে। পশু মত জীবহত্যা

তরে, পশু মত গুপ্তভাবে গৃহে
প্রবেশিয়া, নিশ্চিন্ত নিদ্রিত শত্রু-বুকে
খরশাণ কৃপাণ বিধিতে, আসি নাই
ল'তে অনুমতি। রণে যাব মহারাজ!
আশীষ করহ মোরে দান।—

রঘু। নিরুপায়,
তাই আজ্ঞা দিলাম তোমারে। কিন্তু ভাই
সাবধান!—স্নেহ মায়া মমতা আদরে
তোমরা সবাই মিলে, আমার প্রাণের
চারিধারে র'চেছ যে নন্দন কানন,
ফুল্ল ফুল মধু গন্ধে ছাইয়া গগন,
করিয়াছ মোরে ভাই বিশ্ব-অধিকারী।
সাবধান! সে ঐশ্বর্য্য কেড়ো না আমার
একটি কলঙ্ক রেখা—কলুষের অতি
ক্ষুদ্র কণা, তড়িত লতিকা সম, ক্ষণ
পরশনে, সোণার আবাস মোর, ক'রে
দিবে ক্ষার।—সাবধান—

দুলিয়া। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কি হ'ল কি হ'ল? ভাই!

রঘু। শ্যামলী! শ্যামলী!
এ প্রচণ্ড অনল সাগর—ঘন ভীম
প্রভঞ্জনে মুহুর্মুহু জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ-
আলোড়ন! অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত
সর্ব্বনাশী তুই কেন মরিতে আসিলি?
শ্যামলী—শ্যামলী! আর নয়! অসম্ভব
জীবন সাধন—অকারণ প্রাণনাশ
দেখিতে না পারি—মায়া দিয়ে বিসর্জ্জন,
চল বোন্—চল তোরে দেশে রেখে আসি।

শ্যামলী।
একা যাব? একা নাহি যাব। স্থান ত্যাগ
যদি ভাই সঙ্কল্প তোমার, চল সবে
দেশে যাই। (বিরাম লভিতে যদি
থাকে আকিঞ্চন—মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।
আছে সাজান বাগান, বিশ্রামের বিধি-
দত্ত স্থান—বিধিদত্ত আবরণে ঘেরা।
হেথা ঘন মানুষের বন, সেথা গাছ
গুল্মলতা। হেথা, গাছে গাছে জড়াইয়া
ভীম অজগর কুটিলতা, হৃদয়ের
সার শুধু করিতে ভক্ষণ, প্রতিক্ষণ
লোলুপ দৃষ্টিতে আছে চেয়ে। সেথা, কয়
গাছে? আর কি তাদের শক্তি আছে, যোঝে
ধনুর্দ্ধরা ভীল-নারী সনে? হেথা, প্রতি
হৃদি কোটরে কোটরে হিংসা দ্বেষ ঘৃণা
ফণাধর, মানুষের প্রতিপদক্ষেপে
উঠিছে গর্জ্জিয়া। সেথা আছে—কিন্তু তারা
মন্ত্রৌষধি মানে। হেথা চির প্রজ্বলিত
দাবানল, ধূ ধূ ধূ ধূ অনল-শিখায়
শুধু কি শরীর করে ক্ষার? সংক্রামক
শক্তি তার, হৃদয়, জীবন অভিলাষ
অস্তিত্বের প্রয়োজন, সমস্তই দেয়
জ্বালাইয়া। সেথা মাঝে মাঝে জ্বলে। বন
হৃদয়ের আবর্জ্জনা, অনলে বিধৌত
হয়। আর যদ্যপি সংহার-মূর্ত্তি ধরে,
বরষার জলে, কিম্বা আপন অস্তিত্বে
তার আছে রে নির্ব্বাণ। তাই বলি ছাড়ি
অভিমান, সঙ্গে চল্ চল্ ভাই চল্,
আমরা আপন হ'তে ব্রাহ্মণ করিগে
বনবাসী) পিতা হবে ভীলরাজ, ভাই
হবে ভীলের নায়ক—শ্যামলী হবে
ভীলরাণী—তুই আর দুলিয়া শ্যামলী
তিন পারিষদ হবে সে রাজসভার!

রঘু। তাই ভাল—তাই যাব ভগিনী আমার!
জ্ঞানশূন্য ভাই তোর—উন্মত্ত অস্থির।
দুরাত্মার আচরণ, আগ্নেয় অচল-

বহ্নি ঘেরেছে আমার, ভাঙ্গে যদি শিরে
হিমালয়, সুমেরু-পবন বহে যদি
প্রতিক্ষণ, পশে যদি প্রতি লোমকূপে
জ্বলিয়া হইবে বহ্নি হিয়ার উত্তাপে।
তুমি থাক সাবধানে, ছেড় না গোপন
স্থান, বিশ্বাসঘাতক দেশে, তরুপত্র
চর। গুপ্ত অন্তরের কথা, শ্বাস-মূর্ত্তে
হৃদয়ে পশিয়া, দূরদেশে বহি লয়ে
যায় সমীরণ—থাক অতি সাবধানে,
বর্ম্ম হ'য়ে ব'সে থাক পরীরে ঘেরিয়া।
সাবধান, সাবধান—অতি সংগোপনে!
যেন দেবতা না জানে। প্রভুরে করিতে
রক্ষা চলিনু শ্যামলী!

[প্রস্থান।

শ্যামলী। যাও—সাবধান!

পঞ্চম দৃশ্য।

বনপ্রান্তস্থ পথ।

সথার মা।

স, মা। ওরে বাবা কি যুদ্ধ,—কি ভয়ানক যুদ্ধ,!! কিন্তু কিসের যুদ্ধ,—ক'রছে কে! নবাবের এত সেপাই, এত শাস্ত্রী—এত হোমরাও চোমরাও ফৌজদার—সব হেরে গেল! বনের ধারে কেউ এগুতে পা'রলে না! ওরে বাবা, গাছপালায় যুদ্ধ করে! আর যাব না, আর বনের ধার মাড়াব না—এই নাকে কাণে খৎ। ম'রেই যদি যাব, ত টাকা ভোগ করে কে? ওরে বাবা কি যুদ্ধ। আশে পাশে নবাবের সেপাই ধুপ ধাপ ক'রে প'ড়্ল আর ম'ল!

(দেবলের প্রবেশ)

কেও দাওয়ান মশাই!—ও দাওয়ান মশাই! এদিকে এস না—পালাও পালাও।

দেবল। সেকি? আমি পালাব কি সথার মা? আমাদের সৈন্য আজ ডাকাতের দল ধ'রতে ছুটোছুটি ক'রছে—এখন আমায় দেখে কত বেটা পালাবে—আমি পালাব কি?

স, মা। ওই ছুটোছুটিই ক'রছে, কিন্তু ডাকাতের দল যেমন তেমনি র'য়েছে—ধরা প'ড়্‌ল না!

দেবল। সেকি! ধ'রা প'ড়্‌ল না?

স, মা। যে খড়-খেকো সেপাই সঙ্গে এনেছ দাওয়ান মশাই। ওদের দিয়ে শুধু মাটী চষা হয়, লড়াই চলে না। ওদিকে যেও না—ফিরে যাও—কি পার ত, এক চোঁচা দৌড়ে একবারে ডেরায় গিয়ে আশ্রয় নাও। গতিক ভাল নয়।

দেবল। বলিস্ কি সথার মা! তুই হয় ত লড়াই দেখে ভয়ে ভেবড়ে গেছিস্—কি দেখতে কি দেখেছিস্, কি ব'ল্‌তে কি ব'ল্‌ছিস্।

স, মা। আমি ভেবড়েছি। কিন্তু আমার সঙ্গে যে পালোয়ান দিয়েছিলে, তারা তোমার সেপাইয়ের লড়াই দেখে, বেঁউরে না উঠে, আর এমন ক'রে টাউরি না খেতে খেতে, কোথায় মুখ থুবড়ে প'ড়্‌ল যে, আর দেখ্‌তে পেলুম না এখন ভাবছি, লড়ায়ের হুঙ্কার হজমিগুলির কাজ ক'র্‌লে নাকি—বেটারা সব হজম হ'য়ে গেল নাকি দাওয়ান মশাই? না, না—ওই যে আমার পল্টনের ফৌজদার আসছে! ওকে জিজ্ঞাসা কর—ও সব খবর ব'ল্‌বে।

(কেরামতের প্রবেশ)

দেবল। নবাব কোথায়?

স, মা। পালিয়েছে।

দেবল। কি খবর কেরামৎ?

কেরা। খবর?—হ্যাঁ খবর?

স, মা। হাঁ খবর।

কেরা। হ্যাঁ খবর—হ্যাঁ খবর?—আমি কই? কোথায়?

স, মা। (কেরামতের নাড়ী ধরিয়া) না দাওয়ান মশাই খবর ভাল নয়—কবিরাজ ডাকাও, না হয় হাকিমের সন্ধান কর। ওক্তা নাড়ী ধপাস্ ধপাস্ ক'র্‌ছে—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তেউড়ে যাবে।

দেবল। তুমি অমন ক'র্‌ছ কেন কেরামৎ—খবর কি?

কেরা। খবর—লড়াই।

দেবল। লড়াই?

কেরা। ভয়ানক।

দেবল। লড়াই?

কেরা। তুমুল!

দেবল। তুমুল কি? ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল—এস্থানে তুমি নিরাপদ—ভয় নেই—ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল, ব্যাপারটা কি!—রঘুবীর একা—বড় জোর দুই চার জন অনুচর—তাও তারা বৃদ্ধ অনন্তরাও আর নবাবনন্দিনীকে নিয়েই ব্যস্ত! আমাদের বহু সৈন্য—যাবে আর সে কটা লোককে ধ'রে আনবে—তখন আবার ভয় কি?

কেরা। যুদ্ধ—ভয়ানক যুদ্ধ—তুমুল যুদ্ধ।—এদিকে চেয়ে দেখি তুমুল যুদ্ধ—ওদিকে দেখি তুমুল যুদ্ধ—সেদিকে তুমুল যুদ্ধ—গাছের ওপর—সেখানেও তুমুল যুদ্ধ!

স, মা। ওরে বাবা!—চারিদিকেই তুমুল যুদ্ধ—আবার গাছের ওপরেও তুমুল!—ওরে বাবা, তুমুল বেটা কি যোদ্ধা!

দেবল। যুদ্ধ কার সঙ্গে?

কেরা। কার সঙ্গে—এখনও ঠিক হয়নি।

স, মা। এইত ঠিক হ'য়ে গেল, আবার ঠিক হবে না কেন?—তাইত বলি কোথায় কিছুই নেই—সেপাই ছুটোছুটি করে কেন!—বনের দিকে একবার ক'রে ছোটে, আর হুড়্‌হুড়্ ক'রে পালিয়ে আসে। বনের ভেতর ব'সে ব'সে তুমুল বেটা যে যুদ্ধ ক'র্‌ছে, তা কেমন ক'রে জানব?

দেবল। সেকি?

কেরা। কি যে—কেউ ঠাওর ক'র্‌তে পারলে না।

দেবল। বনের ভেতর ভীমরুলের চাক ছিল নাকি?

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। ছিল বইকি,—তবে তাদের হুল গুলো কিছু বড় বড়। একটার নমুনা দেখবে?

দেবল। কই দেখি?—ওরে বাবা, এ কিরে? এযে বিষমুখো তীর!—ওরে সখারাম!—এ রঘুবীরের তীর নাকি?

সখা। সেইটেই বড় ভীমরুল—তবে তোমাদের বরাতে সেটার হুল নেই। তা যদি থাকৃত, তোমাদের একটাকেও ফিরতে হ'তো না।—(দেবলের উষ্ণীষে তীর পতন।)

দেবল। ওরে, এখানেও যে রে!—(গোলমাল করিতে করিতে সখারাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(বলদেবের প্রবেশ)

বল। সখারাম!

সখা। কেও ঠাকুর?—যমের মুখে ছুটে এসেছ কেন?

বল। পাষণ্ড দেবল এইখানে ছিল, গেল কোথা?

সখা। প্রাণভয়ে যে পালিয়ে যায়, তাকে মার্‌তে নেই।

বল। শীঘ্র বল, সে পাষণ্ড কোন্ দিকে গেল?

সখা। তার সঙ্গে সখার মা আছে।

বল। তারে শুদ্ধ হত্যা ক'র্‌ব।

সখা। সেকি—নারীহত্যা?

বল। সে নারী নয় সখারাম!—পিশাচী। যে আমার পিতার কাছে উপকার পেয়েও অম্লানবদনে তারে শত্রুর হাতে ধ'রিয়ে দিতে পারে, তার অসাধ্য কার্য্য নাই। সন্তান-হত্যায়ও সে কুণ্ঠিত নয়। তার জীবনের কোনও প্রয়োজন নাই—কেবল অনিষ্ট,—কেবল সর্ব্বনাশ!

সখা। তা হ'ক, সে সখারামের গর্ভধারিণী।

বল। শীঘ্র বল সখারাম, নইলে তোকেও হত্যা ক'র্‌ব।

সখা। ক'র্‌বে তা কর—কিন্তু ঠাকুর, গরীব ভীলগুলোর মহামূল্য অস্ত্রগুলোর এমনি ক'রে অপচয় ক'রো না। বাণ ছুঁড়তে জান না—ধনুক হাতে ক'রেছ কেন? দেবল বুড়ো'র মাথায় লেগে বাণ প'ড়ে গেল! আমাকে মার্‌বে, অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন নেই—বল কি ক'রে ম'লে তোমার তৃপ্তি হয়, আমি তেমনি ক'রে ম'রি—আমারও আত্মহত্যা হবে না, তোমারও নরহত্যার পাপ হবে না। মারো—হত্যা কর—বিলম্ব ক'রছ কেন? ছি ঠাকুর! কথা রাখতে জান না, বীরত্বের আস্ফালন ক'র্‌তে ধনুক হাতে ক'রেছ। আরে ছি!

[প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। ক'র্‌লে কি ভাই, সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! ভুলিয়ার এমন অমানুষী চেষ্টার সমস্ত ফলটাকে জলাঞ্জলি দিলে! ক্ষুদ্র বালক শত্রু মার্‌তে আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এতদূর এলে, এখন যে শত্রু-বেষ্টিত— তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে সব যায়।

বল। ভাই! প্রাণের জন্য নয়,—ঈর্ষায় নয়—শুধু ভুলিয়ার জীবন রক্ষার জন্য এই কার্য্য ক'রেছি।—বাইরে বেরিয়ে শত্রুর গতি ফিরিয়েছি। বাঁচত না—কিছুতেই বাঁচত না।—ক্ষতবিক্ষত দেহ, তাই এসেছি—অসহ—অস্ত্রশূন্য—শত্রু বহুদূর অগ্রসর হ'য়েছিল। ফিরিয়েছি দাদা—ফিরিয়েছি।

(মন্নু ও ভীলগণের প্রবেশ)

মন্নু। মহারাজ—দারুণ বিপদ!

রঘু। সে বুঝ্‌তে পেরেছি।

মন্নু। আমাদের বল বুঝতে পেরে-যবনসেনা আবার ফিরেছে। আমাদের পথ রোধ ক'রেছে।

রঘু। তোমাদের আছে ক'জন?

মন্নু। বাকী আছি আটজন। ভুলিয়া আধমরা—তাকে শ্যামলীর আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।

রঘু। মন্নু! বিলম্ব ক'রো না, বলদেবকে নিয়ে এই পথে যাও।

মন্নু। তোমাকে ছেড়ে যাব?

রঘু। যদি বাঁচতে চাও—এই ব্রাহ্মণকে বাঁচাতে চাও,—আর ব্রাহ্মণনন্দিনীর ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে চাও, তাহ'লে আমার কথার প্রতিবাদ ক'রো না।

সকলে। তোমায় ছেড়ে যাব?

রঘু। আমার আদেশ অমান্য ক'র না।

মন্নু। আমরা কি ম'র্‌ব না? তাই আমাদের বেঁচে থা'ক্‌তে পরামর্শ দিচ্ছ?

রঘু। গুরুর আদেশ পালনই শিষ্যের কার্য্য। সকল সময় প্রাণরক্ষা কার্য্য নয়।—কি ব'লিস্ মন্নু!—চুপ ক'রে আছিস্ কেন? কি ক'র্‌বি বল?

মন্নু। আমরা শাস্তর জানি না মহারাজ! আমরা তোমাকে ফেলে এক পাও ন'ড়ব না।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বল। আমিও না।

রঘু। এখনও আমার কথা রাখ, বিশ্বাস—এখনও তোমাদের রক্ষা ক'র্‌তে পারি। পালাও পালাও—এলো, এলো। হয়ত তোমাদের রক্ষা ক'রে, আমি আত্মরক্ষায় পর্য্যন্ত সক্ষম হব।

মন্নু। তা হতেই পারে না।—ভাই সব বসে পড়। বলদেব, পেছনে এসো। চালাও—চালাও। উদ্ধার পাই, একসঙ্গে পাব; মরি, এক সঙ্গে ম'র্‌ব; চালাও। (ভীলগণ কর্ত্তৃক বাণবর্ষণ।)

(নেপথ্যে—আল্লা—হ্লা—হো)

ভীলগণ। হর হর হর হর—জয় রঘুয়া মহারাজের জয়।

(বাণবর্ষণ)

রঘু। তবে এক কাজ কর, নিস্ফল প্রাণ-নাশ আমি দেখতে পারব না—কিছুতেই পা'র্‌ব না। এস সকলে আত্মসমর্পণ করি।

মন্নু। যো হুকুম! আর যা ব'লবেন সব ক'র্‌ব—ফেলে যাব না।

রঘু। দেখ, আমরা হ'লে কোন কথা থা'ক্‌ত না। নিরাশ্রয় এক বৃদ্ধব্রাহ্মণ, আর নিরাশ্রয়া দুটি অবলা। য'সে প্রতিকার হবে না—ধরা দিলে হ'তে পারে। এস সকলে আত্মসমর্পণ করি।

[প্রস্থান।

মন্নু। যো হুকুম!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাননমধ্যস্থ গুহা-সম্মুখ।

পতিত তুলিয়া পার্শ্বে শ্যামলী।

শ্যামলী। বাক্য মুখে আসে নাকো আর, দগ্ধবুকে নিশ্বাসে যন্ত্রণা! এই যদি সাধুতার পরিণাম, তব পদে আত্মসমর্পণে—তোমার আদিষ্ট কার্য্যে—তোমার আদিষ্ট প্রাণে—প্রতিপলে সাধুশ্রমে, এই যদি শোণিত-নিষিক্ত পুরস্কার, যাও নিদ্রা কোলে মহানিদ্রা—আর জেগো না জেগো না। বিশ্বপতি! ভাঙ্গ দণ্ড সৃষ্টির আধার। দাও তুলে বিশ্বব্যাপী মহাসিন্ধুজলে পীড়িতের নিশ্বাসের সমষ্টি লইয়া রচি এক মহা প্রভঞ্জন—দাও তুলে বিশ্বনাশী প্রলয়-তুফান! ধরা যাক্ গুঁড়াইয়া! শুধু পীড়িতের আর্ত্তনাদ, পীড়কের হাসি খল খল—দগ্ধধর্ম্ম পূতিগন্ধ সাথে—হে নাথ, যদ্যপি এই ধরার গঠন, ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও—এ সৃষ্টির কিছুই না দেখি প্রয়োজন। প্রভু, স্বামী, দেবতা—কাঁদ্‌তে আদেশ দাও নি, কার্য্য ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছ। কিন্তু আমি অযোগ্য! তোমার সহধর্ম্মিণী হবার অযোগ্য! চক্ষে শোণিতের ধারা ছুটছে, তোমার পাদপদ্ম দেখতে পাচ্ছি না। নীরব কেন? প্রভু! হৃদয়েশ্বর! তোমার আদেশের সঙ্গে দুর্ব্বল হৃদয়ে তোমার প্রাণ দাও! মান রক্ষা কর—তোমার চরণাশ্রিতা শিষ্যা দাসীর মান রক্ষা কর! হৃদয়ে বল দাও, আঁখি নীরস কর!

(পরীবাণুর প্রবেশ)

পরী। দিদি—দিদি! আমাদের নাকি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—সব ধরা প'ড়েছে? একি!

শ্যামলী। সবাই বলদেব ভাইকে রক্ষা ক'র্‌তে ধরা দিয়েছে।

পরী। তার পর! বেঁচে আছে কি?

শ্যামলী। তাও কি সম্ভব?

পরী। যথেষ্ট শিক্ষা—অনুতাপ—শিরায় শিরায় অনল-স্রোত! কেন সেই বৃদ্ধ পরমাত্মীয়ের

কথা শুনলেম না? কেন শিলাতল পরিত্যাগ ক'রলুম? কেন এলুম!—তুলিয়া, তুলিয়া!—পরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগী মহাপ্রাণ!—ভাই! নরদেহে দেবতার ঐশ্বর্য্য বহন ক'রে কি ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়লে? শ্যামলী! আর কেন—ছেড়ে দে।

শ্যামলী। ছি বোন্! রণক্লান্ত—সুষুপ্ত মহাযোগীর যোগভঙ্গ ক'র না। মায়াময়—তোর কথা শুনে স্থির থা'কতে পা'রবে না, এখনি ফিরে আসবে। আর তুলিয়ায় ফিরিয়ে আনা কেন? এস নিজের নিজের ব্যবস্থা করি। নারীধর্ম্ম বড় ভঙ্গুর। পাপিষ্টের কটাক্ষে বিকৃত হয়। আর নয়, চ'লে আয়। তুই যে বড় সুন্দর—বড় মিষ্ট—বড় আদরের—বড় পিয়ারের—দেবতার পুষ্পাঞ্জলি—কিন্তু কি ক'রব?—ভগিনী প্রস্তুত হও, আর নয়।

পরী। সকল সময়েই ত প্রস্তুত রয়েছি দিদি!

(সখার মার প্রবেশ)

স, মা। ও বাবা, কোথায় এসে পড়লুম! আর যে বাঁচি না, কোথায় যাই—কি ক'রে উদ্ধার পাই? হে হরি! রক্ষে কর, আর ক'র্ব্বো না—পরের মন্দ আর ক'র্ব্বো না। দোহাই হরি! রক্ষে কর—বাঘের মুখে দিয়ো না—পথ দেখিয়ে দাও।

শ্যামলী। কে তুই?

স, মা। কে বাবা, কোথা বাবা!

শ্যামলী। এগিয়ে আয়।

স, মা। য়্যাঁ তুমি?—(উপবেশন) য়্যাঁ তুমি?—মা, আমায় মেরে ফেল, কিন্তু মা, আগে আমায় একটু জল দাও—বড় পিপাসা—জল, জল!

শ্যামলী। ভয় নেই, বোস্, জল আনি। ভগিনী! অতিথি পরম শত্রু হ'লেও দেবতা। বহু ভীল ভাই প্রাণ দিয়েছে, তাদের মৃতদেহ স্পর্শে আমি অপবিত্র, আমি স্নান ক'রে কিছু ফল সংগ্রহ ক'রে আনি। তুমি আপাততঃ ঘরে যাও, কিছু ফল থাকে ত এনে ওকে একটু জল দাও—জীবন রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

স, মা। য়্যাঁ মারলে না? জল আন্‌তে গেল, ফল আন্‌তে গেল! আমায় খাওয়াবে—বাঁচাবে? আর আমি এদেরই সর্ব্বনাশ ক'রেছি! বজ্র! আর কেন? মাথায় পড়। এ পাপিষ্ঠা পিশাচী শয়তানীকে চূর্ণ কর। ভগবান্! দেবতা সন্তানকে গর্ভে দিয়েছিলে, কিন্তু মাকে রাক্ষসী ক'রেছিলে কেন দয়াময়? মেরে ফেল—নরকে দাও—আর নয়—বড়জ্বালা! জ্বালায় জ্বালা নিবোও—নরকে দাও—নরকে দাও।

(কেরামতের প্রবেশ)

কেরা। এই যে, এই যে বিবি এখানে নেমাজ প'ড়ছে। তাইত বলি, মতলব না থাক্‌লে কি বিবিজান বনে ঢোকে?

স, মা। সর্ব্বনাশ হ'ল—গেল! এখনি জল আনবে—সর্ব্বনাশ হ'ল! দূর হ', দূর হ', চলে যা, এখানে কিছু নেই, চলে যা।

কেরা। কেন, তুমি ত আছ বিবি। তুমি থাক্‌লেই সব রইল।

স, মা। চ'লে যা—এখনো ব'লছি চ'লে যা। নইলে মরবি।

কেরা। আর মারবে কে বিবি?—রঘুবীর ধরা পড়েছে, ওই একটা ঘা'ল হ'য়ে প'ড়ে আছে। মারতে এখন তুমি। তা বিবি, আমি যে তোমার আসাসোঁটা! আমাকে কাঁধে নিয়ে তুমি জাঁদরেলনীর মতন দুপোদুপি লাফালাফ ক'রবে। এখন এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে মেরে কি ক'রবে বিবি?

স, মা। তবে রে সয়তান!—আমিই তোকে মেরে ফেলব।

কেরা। না বাবা! তা হ'লেত সরা হ'ল না। বেটী এমন করে কেন? বেটীর মতলবটা কি বুঝে নি! [প্রস্থান।

(পরীবাণুর প্রবেশ)

স, মা। এস না, পালাও—পালাও। সয়তান—পালাও।

(কেরামতের অগ্রগমন)

কেরা। হাঁ! আর পালাতে হবে কেন? এই যে আমি ঠিক আছি সাজাদী! গোলামের ওপর হুকুম?

পরী। গাত্র স্পর্শ ক'র না—আমি আপনিই যাচ্ছি।

কেরা। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে জ'ল্দি—জ'ল্দি। তঞ্জাম—তঞ্জাম।

পরী। ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আগে পিপাসার্তাকে জল দিই।

কেরা। সে আমি দিচ্ছি।

পরী। এইও সয়তান! ছু'সনি। নাও বাছা জল। এ জলে পিপাসাও যাবে, ক্ষুন্নিবৃত্তিও হবে। ব'সে থাক—সংবাদ দিও। (স্বগত) আমি যাই, তা হ'লে ভগিনী আমার রক্ষা পাবে; নইলে দুজনেই যাব। কি করি—যাই—ঈশ্বর নিয়ে যাচ্ছেন—উপায় নেই। নে—চল্।

[পরীবাণু ও কেরামতের প্রস্থান।

স, মা। হা ভগবান্! কি ক'র্লুম—ম'রেও মা'র্লুম—কি ক'র্লুম? ওগো কে আছ, রক্ষে কর—রক্ষে কর।

(শালপত্র হস্তে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কি হ'ল? কি হ'ল?

স, মা। ওমা সর্ব্বনাশ ক'রেছি—মা অতিথি হ'য়ে তোদের সর্ব্বনাশ ক'রেছি! সঙ্গে সঙ্গে নবাবের লোক ছিল—তা জান্তুম্ না। মা! তা'রা এসে পরীবাণুকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

শ্যামলী। সে কি?—কখন, কোন্ পথে?

স, মা। এই পথে; এখনি গেছে, কিন্তু মা! তুমি যে মেয়ে—তারা যে অনেক! কি ক'রে রক্ষা করবে মা?

শ্যামলী। (ঢুলিয়ার অঙ্গ হইতে অস্ত্রাদি গ্রহণ) দেখ্ সখার মা! আমি চ'ল্লুম। স্বামী যদি আমার বেঁচে থাকে, তা হ'লে রক্ষা করিস্—আর যদি না থাকে, তা হ'লে সৎকার করিস। ওই ফল জল রাখ্লুম্, আগে আত্মরক্ষা কর্। আর আমি দাঁড়াতে পারি না চ'ল্লুম্। (ঢুলিয়াকে প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)।

স, মা। কি ক'রে কি হবে মা?

শ্যামলী। ভয় কি?—আমি ওই মহা-পুরুষের স্ত্রী। দেখিস্ মা, ওই সোণার দেহ যেন শৃগালের ভক্ষ্য না হয়। [প্রস্থান।

স, মা। (ঢুলিয়ার মুখে জল সেচন) ও বাবা! ঘুমিয়ে থাক যদি—জাগ, বেঁচে থাক যদি—ওঠ। এ যে ম'র্বার সময় নয় বাবা!

ঢুলিয়া। আমি—কোথায়?

স, মা। ও বাবা! জেগেছ বাবা! তা হ'লে ওঠ—চেয়ে দেখ—তোমার সব গেছে

ঢুলিয়া। সে কি? রঘু মহারাজ?

স, মা। সব গেছে, সব গেছে।

ঢুলিয়া। শ্যামলী?—পরীবাণু?

স, মা। পরীবাণুকে ধ'রে এই নিয়ে গেল। শ্যামলী পাগলিনীর মত ছুটেছে। তাই ব'লছি ওঠ বাবা আমার—ওঠ।

ঢুলিয়া। আমায় ধর।

স, মা। যাও—যাও।

সপ্তম দৃশ্য।

কক্ষ।

জাফর ও পরীবানু।

জাফর। তোমার জন্যই আমার এত আকিঞ্চন। তুমি রাজ্যেশ্বরী—আমি গোলাম। এই তোমার জন্য সযত্ন-রক্ষিত সিংহাসন। করুণা ক'রে, এই সিংহাসনে আরোহণ ক'রে তার শোভা বর্দ্ধন কর—আর গোলামকে দয়া ক'রে সিংহাসনের তলে, তোমার চরণপ্রান্তে একটু স্থান দাও। আমি ঐ মুখের শোভা দেখে জীবন সার্থক করি।

পরী। যদি নিজের মঙ্গল চাও জাফর, তা'হলে তোমার প্রভু-কন্যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'র না।

জাফর। সেকি সুন্দরি! তোমার ওই চাঁদমুখখানি প্রাণভরে দেখ্‌ব ব'লেই না আমি এই অমানুষিক চেষ্টায় গুজরাটকে হস্তগত ক'রেছি! এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ কেন প্রাণেশ্বরি?

পরী। এখনও ব'লছি জাফর! নিবৃত্ত হও। আমার দেবতা সহায়। যদি অঙ্গ স্পর্শ কর, এখনি সেই হস্ত শতধা বিচ্ছিন্ন হবে—মস্তক চূর্ণ হবে—নিবৃত্ত হও।

জাফর। ও! তোমার দেবতা সহায়!—ভাল, তোমার সেই দেবতার সম্মুখে—তাকে সাক্ষী রেখে যদি তোমাকে আপনার ক'রে নিই, তা'হ'লে ত তোমার কোন আপত্তি থাক্‌বে না?—কৈ হায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

রঘুবীরকে নিয়ে এস। [প্রহরীর প্রস্থান।

পরী। রঘুবীর বেঁচে আছে?

জাফর। আছে ব'ই কি—তোমার গোলামের সঙ্গে সুখসম্মিলন দেখ্‌বার আশায় বেঁচে আছে (হাস্য)। নবাবনন্দিনী! তোমার দেবতা এখন আমার কাছে জীবন-ভিখারী। যে তোমার শক্তিমান্ পিতার হস্ত থেকে গুজরাট ছিনিয়ে নিয়েছে, তার কাছে রঘুবীর!—তাই কিনা তুমি মুসলমানী হ'য়ে,একটা নগণ্য দস্যু-ব্যবসায়ী কাফেরের শরণাপন্ন হ'য়েছিলে! আমি শত্রুই হই—তোমার চক্ষুঃশূলই হই, তবু মুসলমান। আমার আশ্রয়ে আসাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল। একটা অতি তুচ্ছ কাফেরের কৃপা ভিখারিণী হওয়া—নবাব নন্দিনীর যোগ্য হয় নাই! তার চেয়ে আমার অঙ্কশায়িনী হওয়া সহস্রগুণে তোমার শ্রেয়স্কর ছিল। এখনও ব'ল্‌ছি—কৃপাভিক্ষাদানে গোলামকে চরিতার্থ কর।

পরী। ভগবান্! আর যে আমি চ'খে কাণে কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্ছি না। ক্রমে যে আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হ'য়ে আস্‌ছে। মান রাখ দয়াময়! অভাগিনী প্রাণের যাতনায় তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছে—পায়ে ঠেল না—দোহাই দীনবন্ধু!—নারীর ধর্ম্ম রক্ষা কর।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। একি?

পরী। দাদা! দুরাত্মারা ছল ক'রে অতিথি সেজে ভগিনীর চ'ক্ষে ধূলি দিয়ে আমায় ধ'রে এনেছে।

রঘু। কি ক'র্‌লে জাফর! লোকে আতিথ্য ধর্ম্মে ব্যাঘাত দিলে! তোমার পৈশাচিক আচরণে দুনিয়ায় আর যে কেউ অতিথি সৎকার ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌বে না! মুসলমান পুত্রহন্তাকেও অতিথি প্রাপ্ত হ'লে দেবজ্ঞানে তার অর্চনা করে। তুমি সেই মহাধর্ম্মে আঘাত ক'রে কাফেরের কার্য্য ক'র্‌লে!

জাফর। যাক্—তার উত্তর পরে দেব। এখন তোমায় আনিয়েছি কেন শোন। নবাবনন্দিনী তোমাকে সাক্ষী রেখে আমায় আত্মদান

ক'র্‌তে চান। বিষম আবদার—কি করি,—এই আবদার তোমার সম্মুখেই রাখা কর্ত্তব্য বোধে, তোমাকে এখানে আনিয়েছি।

রঘু। হস্তপদ বদ্ধ দেখে, আমার উপর এই অত্যাচার ক'র্‌তে চাও? তবে শুন জাফর: আমার শক্তির পরিচয় তুমি কিছুই জান না; তোমার কাপুরুষ সৈন্য আমাকে এখানে এ অবস্থায় ধ'রে আনেনি। কতকগুলি সহচরের মহামূল্য জীবন রক্ষার জন্য আমি বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ ক'রেছি। আমার সম্মুখে তোমার প্রভু-কন্যার উপর অত্যাচার ক'র না—মহানর্থ হবে। উপরে দেবতা আছে—ধর্ম্ম আছে।

জাফর। দেখা যাক্, কতটা কি হয়!

রঘু। জাফর! নিবৃত্ত হও।

জাফর। আর কেন প্রাণেশ্বরি! মুখ তুলে চাও, তোমার আশা, ভরসা এইত এক রঘুবীর। তখন আর অবাধ্যতায় ফল কি? নাও—এস—এগিয়ে এস, হৃদয়-সিংহাসন উন্মুক্ত—শূন্য—ব'সে স্থান পূর্ণ কর।

রঘু। নিবৃত্ত হ' পিশাচ—নিবৃত্ত হ'।

পরী। রক্ষা কর মঙ্গলনিদান! রক্ষা কর দুর্ব্বলসহায়! সতীর সতীত্ব যায়—রক্ষা কর কে আছ কোথায়।

রঘু। আর নয়! কত সয়,—কত সয় প্রাণে!
আজীবন সত্য পথ করিয়া আশ্রয়,
দেখিতে কি হ'ল এই দৃশ্য ভয়ঙ্কর?
শক্তি দাও দেব মহেশ্বর! মহাবক্ষ বিচূর্ণিয়া,
তীব্র স্রোতে জলদ ঢালিয়া—শক্তি দাও
শরীরে আমার। রমণীর সর্ব্বস্ব
ধন—সতীধর্ম্ম সংরক্ষণ—শক্তি দাও
বিশ্বনাশী দেব প্রভঞ্জন। শক্তি দাও—
শক্তি দাও—শক্তিস্বরূপিণি!

[শৃঙ্খল ভঙ্গ।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কেবা যাচে শক্তির আশ্রয়—নাহি ভয়—
শক্তির সেবিকা আমি। সতীকুলরাণী
অক্ষয় ভাণ্ডার মোরে ক'রেছে অর্পণ।
ত্রিভুবন কেঁপে যাবে, পর্ব্বত ভাঙ্গিবে,
খণ্ড খণ্ড হবে বজ্র, পালাবে শমন।
কই কোথা—কোথা সে পিশাচ!

(জাফরের পলায়ন)

রঘু। আর নয়
বোন্—কার্য্যোদ্ধার—বিলম্বে বিফল হবে!
গর্ব্বের আধার—দর্প-হিংসার—তুমি
নারী ধরিত্রীরূপিণী—চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী
নৃমুণ্ডমালিনী! রক্তস্রোতে নাহি প্রয়োজন,
আয়োজন সুসম্পন্ন এবে, চ'লে এস।
এস পরীবানু!

[দুই হস্তে দুইজনকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তরুতল।

(শ্যামলী, রঘুবীর ও পরীবানু)

রঘু। (উভয়ের হস্ত ধরিয়া)
আজীবন সার দিনু জীবন প্রান্তরে,
প্রখর অন্তর দিয়ে করিনু কর্ষণ,
ফল লাভ কি হ'ল আমার? অদৃষ্টের
আবরণে, কোন্ স্থানে লুক্কায়িত ছিল
বিষবীজ, সহসা ফুটিয়া গেল! যেই
ধরিয়া অঙ্কুরে—তারে গেনু বিনাশিতে,
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ অভ্রভেদী হ'ল।
দিগন্তে করিল বৃক্ষ শাখার প্রসার।
আমার আশার ছবি—আমার সুখের রবি।

আমার অস্তিত্ব ভবিষ্যৎ
বন পত্র সন্নিবেশে—জনমের মত বুঝি
করিলরে আচ্ছাদন!
শাখে শাখে, গুচ্ছে গুচ্ছে ফ'লেছে যাতনা!
স্কন্ধে স্কন্ধে মাটী আঁকাড়িয়া,—
শতমুখে বিদীর্ণ হইয়া,—
সহস্র সহস্র মুখে ছুটায়েছে জ্বালা-প্রস্রবণ!
বড়ই ক্ষুধিত আমি,
প্রতি লোমকূপে জলে মরি পিপাসায়!
হায়!
দৃষ্টি বদ্ধ, গতি রুদ্ধ, তথাপি অস্থির—
এখন'ত মিটিল না কামনা আমার?
কোথা প্রভু! কোথা তব সোণার সংসার?
কোথা তুই দুলিয়া আমার?
প্রভুভক্তি জীবন্ত অনন্ত—কোথা মন্নু?
কোথা ভীল ভাই?
কোথা বোন্ করুণার হিরণ্ময়ী ধারা?
কোথা তুই পরীবাগ্ কুহকিনী—
ভীষণ রাক্ষসী মায়া?
কোন্ অন্ধকারে উল্কামত ফুটিয়া উঠিয়া,
কোন দূর অন্ধকারে মিলাতে ছুটিলি?

শ্যামলী। কি বিপদ! সারা পথ এমন ক'রে—হাত বাঁধা—পথ চলি কি ক'রে? না, বহুদূর এসেছি,—অরণ্যের মুখে প্রবেশ করেছি। আর কেন—ছেড়ে দে।

রঘু। ছাড়্‌ব?

শ্যামলী। ছাড়্‌বি না'ত কি, চোরের মতন হাতকড়ি দিয়ে শাস্তি দিতে দিতে সারা পথটা চল্‌বি?

রঘু। ছাড়্‌ব? কোথায় ছাড়্‌ব? স্থান কই? আছে কে? না—আর সাহস হয় না। দেশের স্বস্তভার, বুঝতে না পেরে হাত পেতে নিয়েছিলুম, বুঝতে না পেরে হাত ছাড়া ক'রে-ছিলুম, হারিয়েছিলুম! ছাড়্‌ব না শ্যামলী—আমার আর কেউ নেই।

শ্যামলী। না থাকে—নেই নেই। তুইত আছিস? তাহ'লে তুই বা আমাদের জড়িয়ে, হাতে পায়ে শৃঙ্খল জড়াবি কেন? আমাদের ছেড়ে দে। আমরা নিজে আত্মরক্ষা করি।

রঘু। আবার সে আত্মরক্ষা কথা!
বন হ'তে মৃত্যুমুখী সে কাল নাগিনী,
ধ'রে এনে ঘরে দিয়ে স্থান,
সাধ ক'রে—ভ্রাতৃশিরে লইলি দংশন!
আত্মরক্ষা কথা আর কিহেতু ভগিনী?
জীবনের সঙ্গী মোর
সবাই রহিল কারাগারে
কিন্তু বোন্ আমি কোথা?
তারা সবে মৃত্যু প্রতীক্ষায়
ব'সে আছে বদ্ধ পদ করে
আমি কেন এ মুক্ত প্রান্তরে?
লোহার ভবন আমি স্বহস্তে রচিনু,
আশে পাশে বজ্র দিয়ে স্বহস্তে ঘেরিনু
রবিরশ্মি এলো গেল ফিরে।
এমন কঠিন ঘর,
কে ভাঙ্গিল দানবী শ্যামলী?

শ্যামলী। কে ভাঙ্গিল? তুই নিজে।
আমি কি ভেঙ্গেছি?
নীচ ঘরে জনমিয়া,
দুই দিন দ্বিজ-সহবাসে,
দুই দিন দুটো শাস্ত্র-বচন শুনিয়া
একেবারে অহঙ্কারে,
ধরাখানা শরা দেখেছিলি!
আপনারে বিশ্বকর্ম্মা মনে ক'রে স্থির,
নদীর তরঙ্গভরা বালির বাঁধের পরে,
সাধ ক'রে অভ্রভেদী অট্টালিকা ক'রিলি রচন
তার যাহা পরিণাম, তাই ঘটিয়াছে

একটি বন্যায় তার,
ইট, কাঠ, ভিত্তি, স্থান—চিহ্ন সমুদায়
একেবারে আঁধারে ডুবেছে।
ধর্ দেখি অস্ত্র করে,
হ' দেখি ভীলের সন্তান।
প্রকাণ্ড সাগর-সেচী প্রতিজ্ঞা লইয়া,
নরকের তমোভেদী দস্যুর দর্শনে,
খোঁজ্ দেখি কে আছে কোথায়!
ধরণীর মেরুচ্ছেদী তীক্ষ্ণ ছুরিকায়,
খোঁজ্ দেখি জাফরের দেবলের উদর-গহ্বর
এখনি আবার সব আসিবে ফিরিয়া।
শাস্ত্রবাক্যে শুধু হয় দেবতা তর্পণ,
মানুষের কার্য্য কিন্তু দূরে দূরে সরে।
আমি কি ভেঙ্গেছি? কে ভেঙ্গেছে ভীলরাজ?

পরী। (স্বগত) ঈশ্বর! মরণ দাও,
দাও প্রভু—আর কেন?
যন্ত্রণা বিষম। বল কত সহি আর?

শ্যামলী। বিপন্ন, সবার গুরু—দিয়াছিলি নিত্য
শিক্ষা মোরে,
তাই আমি পিশাচীরে ঘরে এনেছিনু।
দেখি,লোল-জিহ্বা মৃত্যু তার পাছু ঘুরিতেছে,
তাই আমি গুরু জ্ঞানে,
তাহারে দিয়েছি স্থান।
এতে যদি সব যায় তোর—যাক্—
উপায় নাহিক রঘুবীর!
এতে যদি শাস্ত্র-কুসুম যায়রে ছিঁড়িয়া—
যাক্—সম্পর্ক চাই না ধরাতলে।

পরী। কেন ভাই আমারে রাখিলে?
কেন ভাই শেফালিকা বাঁধিতে অঞ্চলে,
সোণার সহস্রদল,
তরঙ্গিত সিন্ধুজলে দিলে বিসর্জ্জন?
ভাই! মোরে ছেড়ে দাও,
এখনও সময় আছে,
রক্ষা কর আত্মীয় তোমার।
আমি ফিরে যাই।
শান্তিময় যে শিলার তলে,
মৃত্যু মোরে সাদরে তুলিতেছিল কোলে,
আবার সেখানে ফিরে যাই,
দাও ভাই অনুমতি।

রঘু। সেকি! আমি তোমারে ছাড়িব?
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি আত্মসার—
তোমারে ছাড়িব? সহস্র আত্মীয় প্রাণে
তুলাদণ্ডে তোমার তুলনা।
ভীলধর্ম্ম জান না—জান না বালা!
উপরে বৈকুণ্ঠ প্রলোভন,
নিয়ে ক্ষুদ্র নগণ্য জীবন,
সে যদি আশ্রয় চায়,
আপনি শ্রীহরি বাদী
তারে ত্যজি অম্লান বদনে।
ধর্—ফের ধর্ শ্যামলী আমার!
এ অমূল্য রত্নভার,আবার দিলাম তোর করে।
শেষ চেষ্টা—শেষ চেষ্টা এবার আমার।

শ্যামলী। সেই সঙ্গে দাও অনুমতি—
যদি হয় প্রয়োজন, যদি দেখি অক্ষম রক্ষায়,
মৃত্যুমুখে দিব আমি প্রাণের পরীরে।
নহে তব করে ন্যস্ত ধন,
তুমি ল'য়ে যাও রঘুবীর!

রঘু। হিতাহিত জ্ঞান ধর্ম্ম মর্ম্ম স্থানে যার,
আমি আর কি বলিব তারে?
কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মের সাধনে,
ভাল নিজে যা বুঝিবে বোন্,
সতীত্ব অমূল্য নিধি করিতে রক্ষণ,
যে কার্য্য করিতে চায় প্রাণ,
তাই ক'র,—সে কার্য্য আমার।

(সথারামের প্রবেশ)

সথারাম, ভাই! আমার সর্ব্বস্ব গেছে।

সখা। সেকি, মিছে কথা কও কেন বাপধন যম! এই যে—এই যে দুটি হজমী গুলি এখনও বর্ত্তমান। ও দুটিকে গালে দাও, গোটা দুই ঢেঁকুর উঠে, একেবারে সব হজম্ হ'য়ে যাবে এখন।

রঘু। না সখারাম, আর নয়। আমার সোণার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, কি এক ছায়ার স্পর্শ লোভে, মরীচিকার মৃদু হিল্লোলকম্পিত সোণার কমলের আঘ্রাণ-আকাঙ্ক্ষায় কেবল আমি ঘুরে ম'রেছি, আর ঘুরব না সখারাম!

সখা। সত্যি!

রঘু। এই শেষ বার, তার পর যা গতি আমার। যদি নরকে জীবনের ঔষধ না পাই, নরকে দেব রে বিসর্জ্জন। এই শেষ—এই শেষ চেষ্টা। যাও ভাই সখারাম, নিঃস্বার্থ পরোপকারী যোগী—মত্ততার আবরণে পূর্ণ জ্ঞান—তুমিই এই দৌত্যের যোগ্য পাত্র। দয়া ক'রে ভাই আমায় রক্ষা কর। একবার জাফরের কাছে যাও।

সখা। অত ভণিতা কেন বাপধন যম? আমাকে ভক্ষণের পূর্ব্বে কি একটু লবণাক্ত ক'রে নিচ্ছ?

রঘু। তোমায় ভক্ষণ!—শ্যামলী! একটা পাতা কুড়িয়ে আনত। (শ্যামলীর তথাকরণ) (দন্তে রঘুবীরের স্বীয় অঙ্গুলীচ্ছেদ ও পত্রে লিখন) এই নাও লিখে দিলুম। এই নিয়ে জাফরের কাছে যাও—আগে দেখিয়ে তবে কথা ক'ও।

সখা। (পাঠ করিয়া) আমার মৃত্যুতে জাফরের মৃত্যু! তুমি কি পাগল হ'লে নাকি? এ কি লিখেছ?

রঘু। শুধু জাফরের মৃত্যু! তোমার জীবন নাশে যে নরাধম সহায়তা ক'রবে, তারও পর্য্যন্ত মৃত্যু জেনে রেখ সখারাম! তাই কেন, হত্যার ইচ্ছায় তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে যদি কেহ হত্যায় অকৃতকার্য্য হয়, তারও রঘুবীরের হাতে নিপীড়ন—বিষম লাঞ্ছনা।

সখা। তাহ'লে বাপ ধর্ম্মরাজ! আমাকেই কি বেছে বেছে লোকের নিয়ত। ক'রে তুল্‌লে? বেশ, এখন কি ক'র্‌তে হবে? মাম্‌দো মিঞাকে কি ব'ল্‌তে হবে?

রঘু। তুমি জাফরের কাছে গিয়ে, বলদেব, তুলিয়া ও আর আর ভীল ভাইদের প্রাণ ভিক্ষা কর।

সখা। ভিক্ষা! দোহাই ধর্ম্মরাজ! ওইটি পা'র্‌ব না। ও ভিক্ষে আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি।

রঘু। বেশ আদেশ,—নরাধমকে আদেশ ক'র।

সখা! যদি না শোনে?

রঘু। না শোনে, ভীল-হস্তে আছে তার প্রাণ। এ আমার প্রতিজ্ঞা।

শ্যামলী। যাও সখারাম।

নির্ভয়ে চলিয়া যাও।
শত্রুর বুকের পরে,—
আলোকে, আঁধারে, নিরস্ত্র উলঙ্গ বক্ষে,
নির্ভয়ে চলিয়া যাও।
বিধি যদি পথরোধ করে,
দিও তারে শুনাইয়া ভীলের কঠিন পণ
অঙ্গে তব আছে আবরণ।
হিমাচল টলে,
তবু ভীল নাহি টলে প্রতিজ্ঞায়।
জয় জয় তমোময়—
সৃষ্টির সংহাররূপী দেব মহেশ্বর!
এতদিন পরে ভীল ফিরে এসেছে স্বস্থানে।
থাকুক সে সভ্যতার সনে,
হোক জ্ঞানী শত শত জ্ঞানে,
হেন সভ্যতার সম্পূর্ণ বিকাশে

আছেরে জাগ্রত ভীল-প্রাণ।
হিমালয় টলে, তবু ভীল নাহি টলে প্রতিজ্ঞায়
(নতজানু) ভাই—ভাই, দারুণ যাতনা।
শূন্য চক্ষে চাহি চারিধার—
ভাইরে, আলোক ভিক্ষা করি।

রঘু। ভাল যাও, বনপ্রান্তে আছে লোকালয়।
আছে সাধু গৃহস্থ তথায়।
আতিথ্য গ্রহণে, তার ঘরে কর অবস্থান।
বিলম্ব ক'র না, এখনি ফুটিবে রবি।
তোদের লইয়া, আর না আবদ্ধ আমি হইব
শ্যামলী!
যাব আমি পিতার সন্ধানে।
চিরসুখী দ্বিজ সদাশিব,
শোকে তাপে শূন্য জ্ঞান,
গৃহশূন্য—পথের পথিক।
তারে আগে আনিব ধরিয়া!

শ্যামলী। কতদিন অপেক্ষায় রব?

রঘু। সাত দিন; এই সাত দিন রহ সঙ্গোপনে।
তার পর এসে লব ভার।
যদ্যপি সপ্তাহমধ্যে না দেখ ফিরিতে মোরে,—
তুমি আছ, আর আছে এ তোমার ভার
(পরীবাণুকে শ্যামলীর হস্তে দেওন)
ঊর্দ্ধে আছে অনন্ত নীলিমাকাশ,
পদতলে অনন্ত ধরণী;
যেও বোন, সে সুন্দর গৃহমাঝে।
গৃহস্বামী সেথা ভগবান,
অবলার মহাবলদাতা।
এস এস ভাই সখারাম!
নারায়ণ! হীন আমি—
পদ্মপত্রে ভাসে মোর জ্ঞান।
না সহে সমীর ভর—
কোমল পরশে ত্রাসে কাঁপে থরথর।
বিষম পরীক্ষা কেন প্রভু!
একি ঘোর সমস্যা বিষম!
অন্ধকার—অন্ধকার—চারিদিক!
আর ত মঙ্গল আমি দেখিতে না
কোন্ পথে যাই? ছিল যারা জীবনে
তারাই নিবায়ে দেছে বাতী।
আশাদীপ নির্ব্বাপিত,
অন্ধকার কবলিত জীবনের অতি দীর্ঘ পথ—
কণ্টকিত, জটিল, বন্ধুর।
এহেন আঁধারে, পলে পলে ক্ষণপ্রভা ধরে,
আমারে করিতে আকর্ষণ,
বিজলীর মহা প্রলোভন! (ছুরিকা বাহির)
একমাত্র আশাডোর, এইটি নির্ভর মোর!
এই ডোর ধরি, যাব কি শ্রীহরি!
ঘাতকের অস্ত্রে নিধি করিব সন্ধান?

[রঘুবীর ও সখারামের প্রস্থান।

শ্যামলী। কি বলিস্ বোন্? আর কেন পরের অনুগ্রহভিখারিণী হ'য়ে থাক্‌ব?

পরী। তাইত, স্বাধীনতা পেলুম, আবার এর দোর, তার দোর কেন?

শ্যামলী। এই ঘর—যে ঘর ভাই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, আজ হ'তে এই ধরণী আমাদের আবাসস্থান।

পরী। আর ওই উপরে আমাদের গৃহস্বামী! এস ভাই, ওই গৃহস্বামীকে সঙ্গে রেখে দিন কতক মনের সুখে বেড়াই। স্বর্গে রক্ষক থাকতে, পৃথিবীতে আর কারও পদগ্রহ হব না।

শ্যামলী। তাহ'লে আয় বোন্! হাত ধরাধরি ক'রে, ভ্রাতৃদত্ত এই নূতন গৃহে মহানন্দে দুজনে প্রবেশ করি।

(পরীবাণু ও শ্যামলীর গীত।)

যাই চলে যাই,
বুঝেছি এখানে বিরাম নাই।

তুঙ্গ জলধ মন্দিরে আকুলি বিজলী সঙ্গরে,
ডাকে আয়, চলে আয় ভাই।
ধারে করে করে, আয় ত্বরা ক'রে,
বিরাম লভিতে চলিয়া যাই।
ঢেলে দেবে তারা, সোহাগের ধারা,
মরণে মরিতে নাহিরে চাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

জাফর ও দেবল।

জাফর। এখন কর্ত্তব্য কি?

দেবল। যতক্ষণ না রঘুবীর ধরা পড়ে—

জাফর। চুপরও কাপুরুষ! তুমিই আমার অগ্রগমনের বাধা। আবার ধরা পড়ে কি? ধরা ত প'ড়ল। শুনলে না—সেনাপতি কি ক'রে এল? রাজ্য নিষ্কণ্টক।

দেবল। সে সম্মুখ সংগ্রাম, এ গুপ্ত হত্যা।

জাফর। দ্বারে দ্বারে ভীষণ অস্ত্রধারী প্রহরী—দুর্ভেদ্য দুর্গ,—উপরে, নীচে, দেওয়ালে, ঘরে,—সর্ব্বত্রই তারা দিন রাত পাহারা দিচ্ছে, এখনও হত্যার ভয়। এখনও বল—কি করি? সঙ্গী ছিল, তাই তার সাহস ছিল, বল ছিল, এখন সে একা। আমার শক্তির তুলনায় কীটানুকীট, তখন আবার ভয়?

দেবল। জনাবের অভিপ্রায় কি?

জাফর। তার সঙ্গীগুলোকে হত্যা ক'রে আগে নিশ্চিন্ত হই।

দেবল। কিন্তু আগে নিশ্চিন্ত না হ'য়ে সখারামকে মারবেন না।

জাফর। (স্বগত) তাহ'লে এক কাজ করি। সখার মাকে দিয়েই তার হত্যাকার্য্য সাধন করি। (প্রকাশ্যে) দেখ দেবল, প্রতি-নিবৃত্ত হওয়া এখন অসম্ভব। স্বকার্য্য সাধন ক'রেই যে ভীল আমাদের হত্যার চেষ্টা ক'র্‌বে না, তাই বা কে ব'ল্‌লে?

(কেরামৎ ও সখার মার প্রবেশ)

কেরা। জাঁহাপনা! বিবি এসেছে।

[প্রস্থান।

জাফর। সখার মা! আজ আমার একটি মহা শত্রুকে তোমায় নিপাত ক'রতে হচ্ছে।

স, মা। আমি বুঝেছি—সে শত্রু কে! আমি অবলা—কেমন ক'রে পারব জাঁহাপনা? সে রঘুবীর!

জাফর। রঘুবীর নয় বিবি! সে আমার বন্ধু, সে আমাকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছে।

স, মা। তাহ'লে সেই ব্রাহ্মণ। হিন্দুর মেয়ে—ব্রহ্মহত্যা কেমন ক'রে ক'র্‌ব?

জাফর। ব্রাহ্মণ নয় বিবি, সে বৃদ্ধ অশক্ত —সে আমার কি ক'র্‌বে?

স, মা। তবে কে?

জাফর। তোর ছেলে।

স, মা। য়্যাঁ!—আমার ছেলে?

[কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতন

জাফর। প'ড়লে চ'ল্‌ছে না, উঠতে হবে। এ কাজ তোমাকেই ক'র্ত্তে হবে! মহা পুরস্কার। অবাধ্য সন্তান—তাকে রেখে ফল কি? নাও ওঠ!—মহা পুরস্কার!

স, মা। আমি যে মা জাঁহাপনা!

জাফর। সেত সুখেরই কথা! মায়ের হাতের বিষ, সন্তান সুখে ম'র্‌বে। মরণের জ্বালা টের পাবে না।

স, মা। বেশ—দাও।

জাফর। অপেক্ষা কর। [সখার মার প্রস্থান

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। আর দেরী ক'রছ কেন মিয়া সময় যে উত্তীর্ণ হয়। শেষে ছেড়েও দেবে

থচ প্রাণেও যাবে। সে বেটা ভীল—ছোট লাক,—কথার খেলাপ হ'লে একেবারে অগ্নি-র্ম্মা। কিছু শুনবে না, কোন কথা বুঝবে না। দরী ক'র না—যাহ'ক একটা কর।

জাফর। হাঁ সখারাম! রঘুবীর কেমন ক'রে আমার ঘরে ঢুকেছিল ব'লতে পারিস্?

সখা। আমাকে কি এমনিই বোকা পেলে মামদো মিয়া? রঘুবীর একা আর তোমার হাজার হাজার সৈন্য। অস্ত্র ধ'রে সঙ্গেই রয়েছে পাঁচ সাত বেটা। তোমাকে রঘুবীরের আসবার কৌশলটা ব'লে দিয়ে, তাকে কাহিল ক'রে দিই—কেমন? তা হ'চ্ছে না মামদো মিয়া! আমি তোমাকে সুখে রাজত্ব ক'রতে দিচ্ছি না। বেটা ভীলের মনে মনে সঙ্কল্প যে, নরহত্যা ক'রবে না। তাতেই তোমরা আজও বেঁচে আছ। কিন্তু বেটা ভগবানের পাকে চক্রে আমার কাছে ধরা প'ড়ে গেছে, হঠাৎ প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সেছে—সে সখারামকে হত্যা ক'রবে, যেমন ক'রে পারে সে হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ভীলের প্রতিজ্ঞা অটল। বেটাতে একটু দেবতার অংশ আছে কিনা! কিন্তু হ'লে কি হবে! ও বেটা কাতুর, আমি মাছ; ও বেটা গাঁড্ডিল, আমি মাও; ও বেটা অংশ, আর আমি পূর্ণাংশ অবতারের বুদ্ধি, এই সখার মার নন্দনের মস্তিষ্কে বিরাজমান। আমিও প্রতিজ্ঞা ক'রছি—রঘুবীরকে দিয়ে তোমাদের দফা রফা করাব। শুতে, বসতে, দাঁড়াতে তোমাদের নাস্তানাবুদ ক'রব। এক দণ্ডের জন্য বিশ্রাম দেব না। য হাত বেটা মানুষের ওপর তুলব না ব'লে সঙ্কল্প ক'রেছে, সেই হাত আমি তোমাদের রক্তে রঞ্জিত ক'রব।

জাফর। তুই কি ঠাওরেছিস্? যে ব্যক্তি ভীর রজনীর সহায়তায় চোরের মতন একজনের গৃহে প্রবেশ করে—তাকে নিরস্ত্র দেখে বীরত্ব প্রকাশ করে—তার ভয়ে আমি নীরবে তোর মতন বাঁদীর বাচ্ছার অত্যাচার স'য়ে থাক্‌ব?

সখা। কেন সইবে? একি মানুষে সয়? তুমি নবাব! আর আমি কে—কত তুচ্ছ কীটানুকীট—আমি অত্যাচারের নাম শুনলে রেগে কাই হ'য়ে উঠি; তুমি সইবে কেন? আর যদি সও, তাহ'লে বুঝব—তুমি বাঁদীর বাচ্ছারও অধম।

জাফর। এইও উল্লুক! মু সামাল্‌কে বাত কও।

সখা। তা'হ'লে বুঝব—তোমাকে উত্তেজিত ক'র্ত্তে হ'লে, একটু বিশেষ রকমের উদযোগ আয়োজন চাই। কেন না, আমি চাই তোমার মৃত্যু। কিন্তু সে মৃত্যু আমার মৃত্যু দিয়ে কিনতে হবে। সেই জন্যই মামদো মিয়া!—তোমার দরবারে এসে উপস্থিত হ'য়েছি।

জাফর। তুই তুচ্ছ পদার্থ, তোকে মেরে হস্ত কলুষিত ক'রব কেন?

সখা। ক'রতেই হবে, নইলে আমিই বা তোমাকে ছাড়ব কেন? যদি না হত্যা কর, তাহ'লে তোমাকে বড়ই লাঞ্ছিত হ'তে হবে। নরহত্যা ক'রতেই জন্মগ্রহণ ক'রেছ, এ অধম বাঁদীর বাচ্ছাকে মেহেরবাণী ক'রতে দোষ কি? নবাব! গুজরাটের ভাগ্যবিধাতা! আমায় মৃত্যু দাও। নইলে এই দাড়ী না ধ'রে—

জাফর। এই—এই—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। এইও—এইও—

সখা। এই দাড়ীর না ধ'লে—

প্রহরী। হাঁ—হাঁ—(সখারামকে ধারণ) জনাব! হুকুম।

জাফর। যাও, এই কম্‌বক্তকে নিয়ে গিয়ে, বামুনের ছেলে যে ঘরে আছে, সেইখানে

আবদ্ধ রাখ। যা বেইমান! সঙ্গে যা। আমি তোর মৃত্যুর বেশ সুন্দর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

সখা। আঃ—তা'হ'লে বাঁচাও মিয়া!

জাফর। ব্যস্ত কেন? এই যে হ'চ্ছে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। জাঁহাপনা! সর্ব্বনাশ—সব ভীল পলাতক!

জাফর। সেকি! কি ক'রে হ'ল—কি ক'রে পালাল?

সখা। হাঁ—হাঁ—তা'হ'লে পয়জার! একটু ঘন ঘন সঞ্চালিত হও।

জাফর। সব গেছে!

দূত। কাজত ঘর খুলে দেখা গেল—কেউ নেই। ছাত ফুঁড়ে সেইখান দিয়ে সবাই পালিয়েছে।

জাফর। কেউ নেই?

দূত। শুধু বামুনের ছেলে আছে। তাকে আপনি অন্য স্থানে রেখেছিলেন।

জাফর। বেঁচে আছি—তা'হ'লে মার্—বামুনের ছেলেকে মার্—এটাকে মার্—যাকে পাবি তাকে মার্—

সখা। তা'হ'লে মার্—কেবল মার্—হাত মন ঘন চল্—পয়জার পট্ পট্ খেল।

(বিষপাত্র হস্তে সখার মার প্রবেশ)

দেবল। হাঁ—হাঁ!—ওর মা এসেছে।

জাফর। বেশ, এই নে তোর ছেলে—দেরি ক'র্‌লে মেরে ফেল্‌ব। এস দেবল,—তোম্ চলা আও। [দেবল, জাফর ও দূতের প্রস্থান।

স, মা। বাপ সখারাম!

সখা। কে—মা? কখন এলি মা? একি! তোর এ বেশ কেন? মুখে কালিমা কেন? চক্ষু রক্তবর্ণ কেন মা?

স, মা। বাবা, বিষের জ্বালা ধ'রেছে। এতকাল যে মহাপাপ ক'রেছি, এতদিনে তার ফল ফ'লেছে! বাপ! মাকে ক্ষমা কর্।

সখা। একি মা—হাতে তোর কি?

স, মা। বিষের বাটী।

সখা। সেকি!—আত্মহত্যা!

স, মা। আত্মহত্যার জন্য এ বিষ নয়—পুত্রহত্যার জন্য। সয়তানের কাজ ক'রেছি—সয়তান পুত্রহত্যা আমাকে পুরস্কার দিয়েছে—স্বহস্তে এই বিষ তোর মুখে দিতে ব'লেছে।

সখা। বেশ, দে! এ সংসারে কে কার? নরাধম নিজে আমাকে হত্যা ক'র্‌তে সাহস না ক'রে, মায়ের ওপর ভার দিয়েছে। মৃত্যু—মৃত্যু—মা মৃত্যু দে! পুত্রহত্যা হবে না—দেশ রক্ষা হবে। জাফর যাবে—দেবল যাবে; গুজরাট থেকে পাপ পালাবে—পুণ্য হবে। প্রায়শ্চিত্ত—দে মা—সন্তানকে বিষ দে—নামে হলাহল, কাজে সুধা। দে—শীঘ্র দে!

স, মা। তোকে দেব? পিশাচী ব'লে কি আমাতে পুত্রস্নেহও নেই। তুই আদরের নিধি, তোকে বিষ দেব? আমি নিজে খাব! বড় পিপাসা—বড় পিপাসা!! জলের পিপাসা নয়—বিষের পিপাসা। (বিষ পান)

সখা। নারায়ণ! মধুসূদন! করুণাময়! নারী জ্ঞানহীনা, দয়া ক'র—মাকে আমার, চরণে আশ্রয় দাও। যা মা চ'লে যা—এখানে মরিস্‌নি—তোর দেহ স্পর্শ ক'রে এস্থান পবিত্র হবে—জাফর রক্ষা পাবে। চ'লে যা।

(ঘাতকগণের প্রবেশ)

১ম, ঘা। যেতে দেবে কে? চ'লে আয় কমবক্ত! দে বেটী—বিষ দে।

সখা। তবেরে বেটা (চপেটাঘাত) আমার সমস্ত ক্রোধ তোদের ওপরই খরচ ক'ল্লুম; (মল্লযুদ্ধ)

স, মা। ছেড়ে দে—আমার ছেলেকে ছেড়ে দে পিশাচ।

(পতনোন্মুখী)

(হস্তবদ্ধ বলদেবের প্রবেশ)

বল। ছেড়ে দে নরাধম—ওদের ছেড়ে দে—আমাকে হত্যা কর।

সখা। পড়িস্‌নি মা,—এখানে পড়িসনি। ধ'রে থাক্—আর একটু প্রাণ ধ'রে থাক্। পালা—পালা—

১ম, ঘা। নে রে ভাই—ওটাকেও টেনে নিয়ে আয়।

বল। রঘুবীর—ভাই রঘুবীর! সহস্র অত্যাচারীর দমন ক'রেছ, কিন্তু তোমার কার্য্য ক'র্‌তে এসে আজ একজন নিরীহ কিরূপ অত্যাচারিত হ'চ্ছে দেখ্‌বে এস, আজ তার শেষ দিন। বলদেবও ঘাতকের হাতে আজ প্রাণ দিলে! [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

অনন্তরাও।

অনন্ত। কেবা স্থির, কে গম্ভীর, এত যাতনায়
কার মুখে না পড়েরে যাতনার লেখা?
কার বুক আঘাতে না ভাঙ্গে নারায়ণ?
সব গেল! আমার বলিতে এ সংসারে
এক প্রাণী প্রাণে না রহিল!
ভেঙ্গে গেল সোণার সংসার!
দূর হ রে চিন্তা পাপীয়সী!
বিপর্য্যস্ত পাষাণ অন্তর!
আর কেন?

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। কোথা যাও উন্মাদ পথিক? হ'ল দিবা-
অবসান। কোন্ বুকে ঢুকেছ প্রান্তরে?
কাল মেঘে আচ্ছন্ন গগন। ফিরে যাও,
ফিরে যাও। এখনি ভাসিয়া যাবে ধরা।
স্থান হেথা পাবে না প্রবীণ, ফিরে যাও—
ফিরে যাও। অট্টহাসে হাসে কাদম্বিনী।
ভীষণ মেদিনী মূর্ত্তি আঁধার আলোকে
মেঘনাদে কাঁপে বসুন্ধরা।
আকাশ ভাঙ্গিয়া প'ড়ে এখনি মাথায়
ভূমিসাৎ করিবে তোমায়। ফের, ফের!!

অনন্ত। কেও—রঘুবীর?

রঘু। পিতা!—পিতা! তুমি?
এই কি তোমার বেশ?
এই কি তোমার স্থান?

অনন্ত। দেখ রঘুবীর!
কেমন সুন্দর অন্ধকার!
দেখ্‌ রঘু, স্মৃতি যদি চাস্ লুকাইতে,
ডুব দেরে এ ঘোর আঁধারে।

রঘু। ছেড়ে চল এ ভীষণ স্থান!

অনন্ত। এ ভীষণ স্থান?
কে বলেছে? মিথ্যাবাদী।
ধু ধু করে ধরা, জন-প্রাণী নাই—
মানুষে আসে না কেন কালে
নরে যেথা রয় বাঁপ,—
সে হ'তে কি এস্থান ভীষণ?

রঘু। চল ফিরে, পায়ে ধরি, চল পিতা ফিরে।

অনন্ত। কোথা যাব? সে ঘোর জঙ্গলে?
নর-ব্যাঘ্র যথা করে বাস?
রঘুবীর, অপঘাতে মরি,
ফেরি ক'রিবি কি ব্রত উদ্‌যাপন?

রঘু। পুত্র-কথা চিরকাল রেখেছো ধীমান্!
শেষ কথা রাখ, মোর আকিঞ্চন।

অনন্ত। ফিরে যেতে বোলো না বোলো না আর!
সে পাপ সংসার—
ফিরে যেতে ব'ল না—ব'ল না।

রঘু। ফিরে চল—শেষ ভিক্ষা!
অনন্ত। গেছে যারা, যাক্ চ'লে তারা।
ধর্ম্মপথ রয়েছে প্রসার।
পুত্র কন্যা কার? ছাড়—
চ'লে যাই জীবনের পথে।
রঘু। বড়ই ভীষণ পরিণাম!
কোন্ প্রাণে এ বিপদে ছাড়িহে তোমায়!
অনন্ত। চিরদুঃখী দুঃখেই সুখের স্বাদ পায়,
তাই আমি পেয়েছি সন্তান!
আশার রাজত্বে আর যাব নাকো ফিরে।
শোন রঘু, ফিরে যেতে নাহি চাই।
যদি মরি এ আঁধার রাতে—
যদি মরি নির্জ্জন প্রান্তরে—
যদি শিরে হয় বাপ অশনি সম্পাত
বড় সুখে ছাড়িব পরাণে।
ছাড় পদ রঘুবীর—
প্রভু তব শেষ ভিক্ষা চায়।
রঘু। রঘুবীর মরিবে যখন, যেথা ইচ্ছা
যেও সেথা—কেহ এসে করিবে না মানা।
বলদেবে করিয়া উদ্ধার—প্রাণসমা
ভগিনীর ধর্ম্মপ্রাণ রেখে মানে মানে
সমর্পিয়া তোমার শ্রীকরে,
যদ্যপি নিশ্চিন্ত পারি বসাতে তোমায়,
তবেই ছাড়িবে দাস।
অনন্ত। ক্ষুদ্র নর, ক্ষুদ্র কীট!
এখনও এত আছে আশা!
রঘু। (সহসা উঠিয়া) উঙ্কে নারায়ণ,
তুমি জনক আমার,
ছুঁয়ে শ্রীপদ তোমার,
রঘুবীর করে অঙ্গীকার—
শোন পিতা, শোন শোন—
বলদেবে করিব উদ্ধার,
আশ্রিতা নবাব কন্যা—
অদ্যই সঁপিব তব করে।
পাছে শত্রু ফের পাছে ফিরে,
পুত্র কন্যা লয়ে প্রাণ ভয়ে
পাছে ভ্রম দেশদেশান্তরে,
দুরাত্মা জাফরশূন্য করিব সংসার।
লৌহস্তম্ভ চারিধারে,—বজ্র সৌধ শিরে
লক্ষ লক্ষ প্রহরীর মাঝে যদি রয় সে পামর,
সেথা হ'তে আনিব টানিয়া।
বুক তার খণ্ডে খণ্ডে করি বিদারণ,
মুণ্ড ছিঁড়ে দিব পূজা কালী-পদতলে।
অনন্ত। স্থির হও—স্থির হও।
রঘু। ভীল নহে মায়ের সন্তান।
শিশু-ভীল সিংহ মেরে খায়—
জান পিতা! ভীল-শিশু সিংহ মেরে খায়?
মত্ত মাতঙ্গের সনে করি ভীম রণ,
দন্ত তার করি উৎপাটন—
আনন্দে মাতঙ্গ-শিরে নৃত্য করে সাধে।
করি-গ্রাসী ভীম অজগর—
ভয়ে যার বনচর কাঁপে থর থর,
হেলায় দলিয়ে তারে
ভীল-শিশু করে শিশু-খেলা।
অনন্ত। চল্ চল্—যেথা যাবি যাব তোর সনে
রঘু। কর তবে অঙ্গীকার—
আর যেন খুঁজিতে না হয়।
অনন্ত। তোরে ফেলে যাব নাকো আর।
রঘু। করিয়াছি পত্নীর উদ্ধার।
অবশিষ্ট—বলদেব।
তাহারে ফিরাতে—দূতরূপে সখারামে
ক'রেছি প্রেরণ।
দুর্ব্বল বুঝিয়া মোরে দুরাত্মা যবন—
বুঝি, দূতের ক'রেছে অপমান।
অতিক্রান্ত অষ্টম প্রহর, ফিরিল না সখারাম

বিলম্বে ঘটিবে সর্ব্বনাশ—
আর না থাকিতে পারি প্রভু!

অনন্ত। সহস্র প্রহরী তার, দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জয়—
নিরস্ত্র বান্ধবহীন তুমি।
রঘুবীর! কাজ নাই পুত্রের উদ্ধারে—
তুই মোর জীবন সাধন,
তুই মোর প্রাণপোরা ধন,—
তোমার অস্তিতে মোর অস্তিত্ব নির্ভর।
রক্ষা কর্ রঘুবীর!
ফিরে আয়, কাজ নাই পুত্রের উদ্ধারে।

ঘু। আশীর্ব্বাদ কর মহামতি! আর আমি
নই প্রভু, ব্রাহ্মণের নিরীহ সন্তান।
বিশ্বনাথ জনক আমার। আমি পুত্র তার!
শুধু মাত্র অভাক্ত সংহারে।
দেখ প্রভু, শমন মূরতি,
ফিরাতে পাপের গতি,
করিতে ধরার ধ্বংস,—
শূলী শম্ভু শিরে আমার।
সংহার—সংহার!—
হের বক্ষে মুক্তকেশী—
অট্টহাসী, অসিত-বরণা ভীমা—
ধ্বংসরূপা দানব-দলনী।
দেখ দেখি (বস্ত্র উন্মোচন ও সশস্ত্র ভীল-
বেশ প্রদর্শন)
চিনিতে কি পারহে ব্রাহ্মণ?

নন্ত। একি মূর্ত্তি? রঘুবীর!—রঘুবীর!—

ঘু। রঘুয়া! রঘুয়া! রঘুবীর নহি আর।
পিতা! ম'রে গেছে রঘুবীর!
মৃত প্রাণ তার, মল ভরা পুতিগন্ধ মৃত্তিকার রাশি।
রঘুয়া কণ্টক তরু উঠেছে সেথায়।
তীব্রফুল-গন্ধে তার ভরিবে মেদিনী।
এস দ্বিজ লইবে আঘ্রাণ।
[বেগে প্রস্থান।

অনন্ত। ফের্—রঘুবীর—ফের্—পুত্র চাই না—কিছু চাই না—ফের।

(দুলিয়া, মন্নু ও ভীলগণের প্রবেশ)

দুলিয়া। প্রভু—প্রভু!—মহারাজ কই?

অনন্ত। ফেরা দুলিয়া, ফেরা মন্নু,—ওরে ফিরিয়ে আন্—রঘুবীর উন্মাদ দস্যু হ'য়েছে—একা ছুটেছে। [অনন্তরাওয়ের বেগে প্রস্থান।

মন্নু। জয় কালী! জয়কালী!

ভীলগণ। জয়কালী— [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগারের সম্মুখ।

দুলিয়া ও রঘুবীর।

দুলিয়া। মহারাজ! এই সেই কারাগার।

রঘু। এই কারাগার?—শরীর কাঁপিছে ঘন ঘন
এক পদ আগুসরি যাই, আর মোর সাধ্য নাই—
যারে—যারে—দুলিয়া আমার।
দেখ্ চেয়ে কারাগার পানে,
দেখ্ বেঁচে আছে কি সে জীবনের ভাই,
দেখ্ দেখ্ কোথা আছে সখারাম—
মহাপ্রাণ—পরের কারণে
স্বাধীনতা দেছে বিসর্জ্জন।
[দুলিয়ার অন্তরালে গমন।
কালী—কালী! কূল দে মা, কূল দে শঙ্করী!
প্রাণ দুটি ফিরে যেন পাই,
জবাপুষ্পরাগ রক্তে রঞ্জিত এ কর
এখনো মা ভিজে নাই মানব-শোণিতে।
রক্ষা কর দয়াময়ী! এখনো মা ফিরে দে
সন্তানে।
পতীর উদ্ধারে যদি করিয়াছ দয়া,
তবে কেন বল মহামায়া—অসম্পূর্ণ রাখিবি
আশায়।
ভাই! পেলে কি সন্ধান?

(দুলিয়ার প্রবেশ)

দুলিয়া। একি হেরি মহারাজ! বাকশক্তি
রুদ্ধ মম!
কল্পনার অতীত সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর!

রঘু। কি কহ দুলিয়া?

দুলিয়া। শোণিত-সাগরে ভাসে অঙ্গ কার?
হের সখারাম অনন্ত শয়নে।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন, কারাগারের অভ্যন্তরে
মৃত সখারাম)

রঘু। স্বর্গধামে যোগ্য স্থানে যাও মহাত্মন!
নমস্কার তোমার আত্মায়। কোন্ ভুলে
দিয়াছিলে এ পাপ সংসারে শ্রীচরণ?
আসা মাত্র বুঝেছিলে উত্তরের জ্বালা।
আর কেন বিলম্ব দুলিয়া, খুঁজে দেখ
কোথা আছে হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-কুমার।

[দুলিয়ার প্রস্থান।

বুঝিয়াছি পরিণাম এইরূপ তার!
মহানল জ্বলিল চৌদিকে—
কেহ গেছে কেহ যাবে সে ঘোর অনলে।
রঘুবীর সে অংশের অনন্ত আহুতি!
অপরাংশে কে পুড়িবে নিয়তি রাক্ষসী?
দূরে ব'সে সর্ব্বধ্বংস ক'রিবি দর্শন—
এই কি বা সাধ তোর মনে?

(দুলিয়ার প্রবেশ)

দুলিয়া। মহারাজ!
নির্ম্মূল সকল আশা—ভাই নাই—হের,
সুকুমার দেহ তার গতপ্রাণ প'ড়ে ধরাতলে।

(পটপরিবর্ত্তন, কারাগারের অভ্যন্তরে
মৃত বলদেব)

রঘু। মৃত্যুর নিথর কোলে লইতে বিশ্রাম
ছুটিয়াছে বলদেব!
মরণের তীব্র সুধা আকণ্ঠ করিয়া পান
সঙ্গে সখারাম।—শুধু তাই নয়।
দুলিয়া, সকলি গেল! সপ্তাহ সময় মাত্র
দিয়াছিনু তারে।
সপ্তাহ সময় মাত্র নিয়েছে শ্যামলী—
সেকি আর আছে?—কই, কোথা আছে?
কোথা মোর প্রাণের ভগিনী? না না—
দেখ্, দেখ্, দেখ্‌রে দুলিয়া! ওই দেখ্
সুমহান্ কালসিন্ধু উত্তাল-তরঙ্গে
অগণ্য সপ্তাহ-সিন্ধু মিলাতে ছুটেছে অবিশ্রাম
দেখ ভাই!
তরঙ্গের শিরে প্রতিবিম্বে ফুটিয়া ফুটিয়া
ঢেলে দেছে সমস্ত সংসারে স্নিগ্ধ চন্দ্রিকার
আলো।
দেখ্ দেখি কি শোভা দুলিয়া! ওই হোথা
সহস্র সৌন্দর্য্যময়ী অপ্সরার রাণী,
পরীবাণু, শ্যামলীরে র'য়েছে ঘেরিয়া।

দুলিয়া। মহারাজ! শত্রুপুরী।
এখনও জীবিত আছে নবাব-নন্দিনী,—
সে প্রাণের তুমি আবরণ।
ধরি হে চরণ—ভিক্ষা দাও,—
এ অভেদ্য বজ্রবর্ম্ম কিঙ্করে তোমার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আজি এসেছি হেথায়,
অদ্য রাত্রে শিক্ষা দিব দুরাত্মা জাফরে।
যদি নাহি পারি, যদি আজ পাপকণ্ঠ
মিথ্যাবাক্য করে উচ্চারণ,—
হস্ত পদ পোড়াব অনলে।
দিব ঢেলে হলাহল গলে।
গুরুর নিষেধবাক্য তুলিব না কাণে।

রঘু। বেশ, ভাঙ্গি আমি কারাগার দ্বার,
দুইজনে লও উঠাইয়া।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাগারের প্রান্তভাগ।

(মন্নু ও ফাঁস হস্তে ভীলগণের প্রবেশ)

মন্নু। হুঁসিয়ার,—খবরদার! রঘুয়া মহারাজ, গারদ ভেঙ্গে বলদেব ও সখারামকে উদ্ধার ক'র্‌তে গেছে, আমাদের কাজ আমরা করি আয়! শব্দ শুনে দলে দলে সেপাই আস্‌ছে। সাবধান! ওর এক শালাও যেন না ফেরে! চুপে চুপে নিঃসাড়ে গলায় ফাঁসটি লাগাবি আর টান্‌ দিবি। দেখিস যেন চোঁ শব্দটি না ক'র্‌তে পারে। পাশের লোক যেন জান্‌তে না পারে। ফাঁস্ লাগা—টান্ মার্—আর গাদা কর্। [সকলের প্রস্থান।

(সশস্ত্রে প্রহরিগণ ও কেরামতের প্রবেশ।)

কেরা। কই, কিসের শব্দ। মিছে কথা! যেখানে কেরামত, সেখানে শব্দ! মিছে কথা, ডাকাত—কোথা ডাকাত? আমার ওপর কি হুকুম হ'য়েছে জানিস্?

১ম, প্র। না হুজুর!

কেরা। ডাকাতের দলকে জবাই করা। যখন বেটাদের হাতে পাব, অমনি এক একটি ধ'রে না ধরে, টুঁটীটি টিপে, ছুরী খানা না জুত-ই ক'রে গলায় বসিয়ে, এই এমনি ক'রে মাড়াই পেঁচ, বস্ কাম ফতে!

১ম, প্র। হুজুর! কে হাজৎখানার দ্বার ভাঙ্‌ছে!

কেরা। হ্যাঁ, সেকি! এর ভেতর, এত কড়া পাহারা—তার ভেতরে—বড় বড় পাঁচিল—তাই টপ্‌কে! ঝুট বাৎ!

[নেপথ্যে পুনঃ শব্দ ও প্রহরিগণের পলায়ন।

(ভীলগণ ও মন্নুর প্রবেশ)

মন্নু। এই যে!

কেরা। য়্যাঁ! য়্যাঁ! তুমি কে?

মন্নু। একজন ডাকু। নরাধম! অবলা পেয়ে বল প্রয়োগ ক'র্‌তে যাও? নিঃসহায় কুলকামিনীকে ধ'রে আন্‌তে পার,—তোমার বীরত্ব ওরা কি বুঝবে? নাও এসো, কাটা হাত পা ছট্ ফট্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তোমার কেরামতীটা একবার বুঝবে এস!

কেরা। হা আল্লা! দোহাই—দোহাই!

মন্নু। যারা তোমার কেরামতী বুঝ্‌বে, তারা কোথায়, একবার দেখ্‌বে? ঐ দেখ, ওইখানে গাদা প্রমাণ হ'য়ে জমে আছে।

কেরা। য়্যাঁ! তাইত—তাইত! দোহাই বাবা! মেহেরবানী—মেরো না—মেরো না।

মন্নু। তোমার অদৃষ্ট আর অমন সুখের মরণটা হ'ল না। তুমি ভীলরাণীর অঙ্গে হাত তুল্‌তে গিছ্‌লে, অকথ্য কথা ব'লেছিলে,—তোমার হাত, তোমার জীবকে, আগে জবাব দিহি ক'র্‌তে হবে, তা'রপর তোমার জান! যাও—লে যাও!

কেরা। হা আল্লা! দোহাই—দোহাই!

[কেরামৎকে লইয়া ভীলগণের প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ।)

মন্নু। মহারাজ! খবর? বলদেব ভাই আর সখারামের কি উদ্ধার হ'য়েছে?

রঘু। উদ্ধার হ'য়েছে। কিন্তু শুধু তাদের দেহ পেয়েছি—প্রাণ পাইনি।

মন্নু। হা ভগবান্!

রঘু। শোন! এ শোকের সময় নয়, কার্য্যের সময়। পিশাচকে দুনিয়া থেকে যেমন ক'রে হো'ক সরাতে হবে। আগে কার্য্য শেষ, তার-পর শোক। কি ক'র্‌ব—আমার অদৃষ্ট। পাল্লুম না—সময়ে উপস্থিত হ'তে পাল্লুম না।

ভাই গেল,—সব গেল, প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!

মন্নু। জয় ভবানী! জয় ভবানী!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

জাফর ও দেবল।

জাফর। ভয় কি! কাপুরুষের মত বিপদে আত্মহারা হও কেন? স্থির হ'য়ে বল। বাড়ীতে কি ডাকাত প'ড়েছে?

দেবল। প'ড়েছে কই, পিল্ পিল্ ক'রে দেয়ালের ফাটল থেকে গজিয়ে উঠেছে! সব গেল! এতক্ষণ বুঝি সব গেল। হা ভগবান্! সব গেল!

জাফর। আমার কাছে যখন এসেছ, তখন ভয় কি দাওয়ান! স্থির হও—আমায় বলতে দাও।

দেবল। ভয় ত নেই—ভরসাই বা কই? চোরকুঠুরীতে শুই, সেখানেও যখন ডাকাত ঢুকেছে, তখন আর ভরসার আছে কি জাঁহাপনা? ভাগ্যি সেখানে ছিলুম না! নইলে ত গিয়েছিলুম!

(নেপথ্যে—আল্লা আল্লা হো!)

জাফর। বস্—আর ভয় কি? ওই আমার সৈন্য সকল জাগরিত, এখনি ভীলকুলের উচ্ছেদ হবে। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, এখনি দেখ্‌বে—ডাকাতের দল ধৃত হ'য়ে আমার নিকট আনীত হ'য়েছে।

(বিষণের প্রবেশ।)

দেবল। এই যে—এই যে; কি খবর বিষণ? ভীলগুলোর সংবাদ কি?

বিষণ। সংবাদ আর কি? নির্ভয়ে এখানে সেখানে—রাজপথে—অলিতে গলিতে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে।

জাফর। আর আমার অস্ত্রধারী দিগ্বিজয়ী সৈন্য সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে?

বিষণ। দেখ্‌বার আর বড় অবকাশ দিচ্চে না।

জাফর। দূর হও সম্মুখ থেকে কাপুরুষ! নইলে এখনি শির জুদা হবে।

বিষণ। শিরের ভয় আর রাখি না জাঁহাপনা! শির যাবার হ'লে এতক্ষণ যেত, তোমার পুরুষত্বের অপেক্ষা ক'রত না। জাঁহাপনা! পার ত নিজের মাথা বাঁচাবার চেষ্টা কর, পরের মাথার দিকে লক্ষ্য ক'র না। নইলে আজকের প্রভাতসূর্য্য আর জাফরের মাথায় কিরণ বর্ষণ ক'রবে না।

নেপথ্যে। ভয় নেই—ভয় নেই!

দেবল। হ্যাঁ—ভয় নেই!

(ছদ্মবেশে মন্নু ও কতিপয় ভীলের প্রবেশ)

মন্নু। কই জাঁহাপনা? ভয় নেই—রঘুবীর ধরা প'ড়েছে।

জাফর। হ্যাঁ—রঘুবীর ধরা পড়েছে!

মন্নু। একেবারে গ্রেপ্তার!

জাফর। বস্—আর কি, আমি নির্ভয়। তা'হলে (বিষণকে দেখাইয়া) এই কাফেরকে আগে কোতল কর।

মন্নু। যো হুকুম। এই ভাই—এস্‌রে! লে যাও (জনান্তিকে) একে কোতল ক'র না—মহারাজের হুকুম!

বিষণ। পিতা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—আমার শাস্তিতে তোমার যেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

[জনৈক ভীলের বিষণকে লইয়া প্রস্থান।

জাফর। আচ্ছা—একেও নিয়ে যাও!

মন্নু। ওকে আর আলাদা নয় জাঁহাপনা —ওকে তোমার সঙ্গে।

জাফর। য়্যাঁ—সেকি! তার মানে কি?

মন্নু। তার মানে বুঝ্‌তে পার্‌লে না জাঁহাপনা? আমরা যে তোমার বাবাকেলে নকর!

জাফর। কে তোরা?

মন্নু। এই যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ) পাছে পালিয়ে যাও, কিংবা আত্মহত্যা ক'রে আমাদের হাতের সুখ নষ্ট কর, তাই এ কাজ ক'রেছি।

জাফর। য়্যাঁ, য়্যাঁ।

মন্নু। যাও—সয়তানকে লে যাও।

দেবল। হ্যাঁ বাবা, নে যাও। দেখ বাবা, বিনাদোষে, সয়তান আমার ছেলেকে মেরে ফেলতে হুকুম দিলে!

মন্নু। তুমি চল। সয়তানীতে তুমিও কম নও।

দেবল। এই যে পা বাড়িয়ে র'য়েছি, চল না বাবা! বাবা, এক মুহূর্ত্তে প্রস্তুত হ'য়েছি। ম'র্‌তে আর ভয় নেই। চল—যেথায় নিয়ে যাবে, শীঘ্র চল।

[সকলের প্রস্থান।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। আঁধারে ঢেকেছে অন্ধকার। অন্ধকার
আঁধারে আঁধারে কোলাকুলি! অমানিশা
ভুকেছে আপন। অস্তিত্ব ডুবিয়া যারে,—
মানবত্ব মিশে যা আঁধারে। সাধ ক'রে
বিধাতা আপনি, র'চেছে চুরাশিলক্ষ
প্রাণী। আত্মরক্ষা ধরম সবার। পাপ
পুণ্য সেখানে কোথায়। পাপ পুণ্য নাহি
দেবতায়? শুধু কি মানুষ অপরাধী?
ছলনায় দানব নিধন। বৃত্রাসুর
রাবণ, ত্রিপুর, সুন্দ, উপসুন্দ ভাই—
সমস্ত ম'রেছে ছলনায়। মহাবল
বলি মহামতি—ধার্ম্মিকের শিরোমণি—
দাতার অগ্রণী, পশিয়াছে রসাতলে
বিধির ছলনে! তবে হায়! উচ্চ আশা
কি হেতু আমার? মা'র্ রঘু—শত্রু মার্!
সংহার বিধির লীলা। লীলাময়ী চির-
সংহারিণী। কুটিল সুনীলকেশী কাল-
রূপা কালী শবাসনা নৃমুণ্ড-মালিনী—
সংহারে আনন্দময়ী। বিলোল রসনা
আছে ব্যগ্র ভক্ষিতে সংসার! মার্ রঘু—
শত্রু মার্। শাস্ত্রকথা চিন্তার সময়।
কার্য্যে কোন্ মূর্খ শাস্ত্র মানে? ভোগসুখ
কে না করে অন্বেষণ? ভোগ-ইচ্ছা কভু
ক্ষুদ্র, কভু মহা ধর্ম্মের পতন। মার্—
যে যেখানে আছে, তুলে দেরে ভোজালি
মুখে। বীজকণা রাখিব না! বিষফণা
তুলিতে দিব না। বুঝিয়াছি প্রাণে রাখা
অধর্ম্ম আমার।

(জাফরের কেশ ধরিয়া দুলিয়ার প্রবেশ)

দুলিয়া। মহারাজ! অধিকৃত গুর্জ্জর-আসন।
আর এই সেই শয়তান—গুজরাটের
সে মহাত্মা নবাবের আসন-তস্কর।

রঘু। ধ'রে থাক দুরাত্মারে সম্মুখে আমার।
শোন্ নরাধম। এ জীবনে দেবতার
করিতে তর্পণ, মনিবের ভৃত্যকার্য্য
করিতে সাধন, উপাদান ফুল ফল ল'য়ে,
এতদিন যে বাহু রাখিয়াছিনু তুলে,
ব্রতভঙ্গে—প্রথম জীবনে ব্রতভঙ্গে,
প্রাণের যাতনে, একমাত্র দেখি প্রতিকার,
একমাত্র শাস্তি যাতনার—
এ বাহু পিশাচ রক্তে করিব রঞ্জিত।

জাফর। দোহাই! দোহাই! ক্ষমা কর রঘুবীর
একদিন তুমি মোর রেখেছিলে প্রাণ,
পায়ে ধরি, দাও প্রাণ, ক'রো না হরণ।
রঘু। ক্ষমা? (হাস্য) ক্ষমা কি জাফর?
নর্ম্মদার কার্য্যে বাধা দিয়ে, এতদিন ধর্ম্ম সঙ্গে
সেধেছি শত্রুতা; গুর্জ্জরের অধিবাসী
দিবানিশি উৎপীড়িত তোর অত্যাচারে,
ঊর্দ্ধে কৃতাঞ্জলি পুটে বিধির নিকটে
নিত্য তোর মৃত্যু ভিক্ষা করে। তাই স্মরি
দিবস শর্ব্বরী জ্বলে যায় প্রাণ মোর
অনুতাপানলে। নর্ম্মদার আবেদনে
বিধাতা যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছে আমায়।
মর্ম্ম ছিঁড়ে, বলদেব সখারাম সনে
আমার সকল আশা নিয়েছে অকালে।
আজি প্রায়শ্চিত্ত তার জীবন তোমার—
আমার এ ধৃষ্টতার যোগ্য বিনিময়।
সময় উত্তীর্ণ হয়। জাফর প্রস্তুত
হও, স্মর ইষ্টদেবে।
জাফর। দোহাই! দোহাই!
(রঘুবীর কর্ত্তৃক হত্যা)
ভুলিয়া। মহারাজ! কার্য্য শেষ! ম'রেছে।
তারপর?
রঘু। তারপর! তারপর কি বলি ভুলিয়া!
বলিতে হৃদয় কাঁপে, জড়তায় বাক্যশূন্য
রসনা আমার। তোদের সন্ধানে যেতে
সঙ্গি-শূন্য নিরাশ্রয় পরীবাণু, ভার
সঁপেছিনু ভগিনীর করে।
দিয়াছিনু সপ্তাহ সময়।
যদ্যপি সপ্তাহ মধ্যে না দেখে
ফিরিতে মোরে, আশ্রয় লইতে
ওই ঊর্দ্ধে মহাপথ দিছি দেখাইয়ে।
সপ্তাহ চলিয়া গেছে। ঢালিয়া আঁধার
সান্ধ্য-সূর্য্য চ'লে গেছে ধরণীর পারে।
শক্তি যদি থাকে ভাই,
ধরণী ভেদিয়া যাও পরপারে;
ভাস্করে শুধাও ভাই, সে বলিয়া দেবে—
কোথায় শ্যামলী!
তার কাছে আছে ন্যস্ত গুর্জ্জর-কুসুম।
আর প্রশ্ন ক'রো না আমায়, পার যদি
ধ'রে আন, সিংহাসনে করহ স্থাপন।
শ্যামলী—শ্যামলী! ভিক্ষা দাও জনার্দ্দন!
ভিক্ষা দাও মা শঙ্করী, দাসীরে তোমার।
[প্রস্থান।
ভুলিয়া। ভগবান্! গুরুপদ করিয়া স্মরণ
আজ্ঞা-মন্ত্রে করিয়াছি তব উপাসনা।
ভিক্ষা—ঘৃণা। পদতলে দলেছি কামনা।
দয়াময়! এ মোর প্রথম ভিক্ষা, এই
ভিক্ষা শেষ! কর্ম্ম যুদ্ধে জীবন-সঙ্গিনী,
ক্লান্ত দেহে আরাম-দায়িনী,
সর্ব্বনাশী—সর্ব্বস্ব আমার
অসাক্ষাতে মিলাইয়া যদি যায় প্রভু,
ধ'রে রাখ—ধ'রে রাখ—
প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘিয়া
ক্ষণ তরে বেঁধে রাখ মিনতি আমার।
(দেবলকে লইয়া মন্নুর প্রবেশ)
ভাই মন্নু! ছিঁড়ে লও মুণ্ড দুরাত্মার,
শীঘ্র কর মুণ্ডশূন্য দুরাত্মা দেবলে,
আন—ল'য়ে কালীপদে দিব উপহার।

সপ্তম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য বনপ্রান্ত।

অনন্তরাওয়ের চিতা প্রজ্বলিত।

(ভগ্নকাষ্ঠ স্কন্ধে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। যাও পিতা—শান্তির ক্রোড়ে
সুখে নিদ্রা যাও। সংসারের সমস্ত জ্বালা

তোমার আদরের কন্যার স্বহস্ত-প্রজ্বলিত চিতানলে নির্ব্বাপিত হ'য়েছে—নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাও। সহস্র জাফরেও তোমার বিশ্রামের আর ব্যাঘাত ক'র্‌তে পার্‌বে না। ব্রাহ্মণ! আজীবন জ্ঞানের সেবা ক'রে শেষে উন্মত্ততার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছ—উন্মত্ততা বড় আদরে তোমার বিশ্রামের অতি সুন্দর—অতি মধুর—ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। সে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে, তোমার পরী আর শ্যামলী প্রসাদ পাবার লোভে ছুটেছে—নাও পিতা, তাদের কোলে তুলে নাও—তোমার ঐ শান্তিময় বিশ্রামাগারের এক কোণে তাদের একটুকু স্থান দাও—তারা বড় শ্রান্ত! কিন্তু মা শঙ্করী! একবার কি ঢুলিয়াকে শেষ দেখা দেখ্‌তে দিবিনি? দোহাই মা—একবার দেখা! ঢুলিয়া! ঢুলিয়া! এ সময় কোথা তুই? একবার আয়।

(ঢুলিয়ার প্রবেশ)

ঢুলিয়া। এই যে—এই যে! জয় কালী! জয় শঙ্করী! মহারাজ! রঘুমহারাজ!

শ্যামলী। কেও ঢুলিয়া? প্রণাম করি।

ঢুলিয়া। একি শ্যামলী! চক্ষু রক্তবর্ণ কেন? একি রাঙ্গাবউ কাঁধে কাঠ কেন?

শ্যামলী। কাঠখানা আগে ধর—ভাইকে ডাকিস্ নি।

(ঢুলিয়া কর্ত্তৃক কাঠ গ্রহণ ও শ্যামলীর ঢুলিয়াকে প্রণাম)

মা! সতীকুলরাণী! তনয়ার কাতরকণ্ঠ তবে কি সত্য সত্য কাণে তুলেছিস মা? স্বামিন্! ত অপরাধ ক'রেছি, দাসীকে ক্ষমা কর।

ঢুলিয়া। এ সব কি রাঙ্গাবউ?

শ্যামলী। আমি চ'ল্লুম্।

ঢুলিয়া। একান্তই?

শ্যামলী। বিধাতা থাকতে দিলে না। ঢুলিয়া। পরীবাণু ও আমি একত্রে বিষপান ক'রেছি। আর পিতা জ্বলন্ত চিতায়—

ঢুলিয়া। মহারাজ! রঘুমহারাজ!

শ্যামলী। ভাইকে ডাকিস নি।

ঢুলিয়া। আর ত সব ফুরিয়ে গেল! শুরু আমার, উন্মাদের মত চ'লে গেছে। সেও জন্মের মত দুটো কথা কয়ে নিক্! মহারাজ! মহারাজ! ওরে, আমরা যে পরীবাণুর সিংহাসন আনলুম।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। শ্যামলী! শ্যামলী!

শ্যামলী। এই যে ভাই!

রঘু। তবে সর্ব্বনাশী! ভাইয়ের প্রতি করুণা দেখাতে এখনো বেঁচে আছিস?

শ্যামলী। আছি। (প্রণাম করণ)

রঘু। পরীবাণু কই?

শ্যামলী। আর দেখে কাজ নাই।

ঢুলিয়া। আর তাকে দেখে কাজ নাই!

রঘু। সেকি? তাকে দেখ্‌বো না?—শীঘ্র দেখা। সিংহাসন তার অভাবে শূন্য! পরী কই?—গুজরাটের রাণী কই?

(পটপরিবর্ত্তন)।

(ফুলবেষ্টিত প্রস্তরাসনে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় নিমীলিত নেত্রে পরীবাণু)

রঘু। ওকি? ওকি?

শ্যামলী। ওই দেখ,—গুর্জ্জরের রাণী ফুলরেণুর আবরণে প্রকৃতিদত্ত সোণার সিংহাসনে, অনন্ত সুখের আবেশে, অর্দ্ধনিমীলিত-নয়নে কেমন ব'সে আছে। দেখ ভাই! শিলাতলে কি অপূর্ব্ব শোভা! ভাই, পরীকে বিষ খাইয়েছি। স্বর্ণকমলকে মন্দাকিনীর সুধায়

হিল্লোলে ঠেলে দিয়েছি। দুরাত্মা জাফরের কর,
আর ওখানে পৌঁছিতে পা'র্‌বে না।

রঘু। ঠেলে দে রে কর্ণদ্বারে জ্বলিত পাষাণ,
বেঁধ চক্ষু কালফণী-দাঁতে,
বিদরিয়া হৃদয় আমার
সহস্র ধারায় ছুটে আয়,
সহস্র খাণ্ডবনাশী দাবানল।
চূর্ণ কর বজ্রধর,—
প্রাণ পুড়ে হোক্ ভস্মরাশি।

শ্যামলী। তোমা এ না সাজে রঘুবীর!
দেখ চক্ষু মরুভূমি প্রায়,—জলবিন্দু নাই।
দেখ তরুস্কন্ধ কাটি বাহুবলে
সাপটিয়া ক'রেছি ধারণ,
চিন্তা কিছু নাই—ফিরে নাহি চাই—
কোথা রয় যত্নামুখী বালা—
দেখ্ রে পাষাণ-বক্ষ পাষাণ-শীতল।
ভুলিয়া সংসার জর—কাতর-অন্তর—
পত্নী মোর ঘুমাইতে চলে।
অভিঘাত প্রচণ্ড তুফান যেই
সহিতে নারিল ক্ষুদ্রতরী
তল ভেদি দিছি ডুবাইয়া।
যাক্ চ'লে, যাক্ তলে অনন্ত আঁধারে,
জলকম্প সেথা নাই আর।
পিতা মোর সুখে নিদ্রা যায়,
কার সাধ্য তুলে তায়,
কে তারে তুলিয়া আনে জাগ্রত শ্মশানে
দেখাবারে চিত্তের দাহন!
তবে কেন বীর রঘুবীর! এমন অস্থির?
কেন আত্মায় পীড়িত কর দারুণ যাতনে?
বিচ্ছেদেই ধরণীর সীমার বিস্তার,
মিলনে ধরণী কত দিন?
রেখে দিনু পদপ্রান্তে তুলিয়া আমার—
তব দত্ত উপহার—কাছে রেখো—
সুখে দুঃখে রেখো সান্ত্বনায়।
আমি চলি,—দাও পদধূলি।

(শয়ন ও মৃত্যু)।

(সিংহাসন লইয়া ভীলগণের প্রবেশ ও রঘুবীরের সম্মুখে রক্ষা। রঘুবীরের পদাঘাতে সিংহাসন নিক্ষিপ্ত করণ।)

রঘু। যারে ধরা প্রলয় কম্পনে—
আয়—ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মাণ্ডদ্বার প্রচণ্ড আঁধার—
ত্বরা দেরে ভস্মস্তূপ ডুবাইয়া,
যেন স্মৃতিচিহ্ন না রয় ধরায়।

(শ্যামলীকে চিতায় নিক্ষেপে ভীলগণ)

যবনিকা।

বরুণা।

(গীতি নাট্য)

[১৩১৫ । ২৭শে আষাঢ়, কহিনুর থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শিববর্ম্মা	কঙ্কণরাজ।
মানবেন্দ্র	ঐ মন্ত্রী (ছদ্মবেশী কেরলরাজ)
পুণ্ডরীক	ঐ পুত্র।
অভিরাম	ঐ অনুচর (ছদ্মবেশে মানবেন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র।
আনন্দগিরি	মহান্ত।
কঞ্চুকী	কঙ্কণ রাজান্তঃপুররক্ষক।
মংরু	কিরাতপতি।
কাঞ্চীরাজ	... ...

সহচরগণ, বন্দীগণ, ব্যাধগণ, সৈন্যগণ, পুরবাসিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বরুণা	কিরাতপালিতা কেরল রাজকুমারী।
রাণী	কঙ্কণ মহিষী।
মাধবী	কঙ্কণমহিষীর পালিতা কন্যা।
জটাবতী	কিষ্কিন্ধার রাজকুমারী।
কাঞ্চীরাজকুমারী	... ...

বন্দিনীগণ, কিরাতনন্দিনীগণ, রাজকুমারীগণ, সখিগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

রঙ্গিণীগণের গীত।

চোখ থাকেত রূপ থাকে না বিধাতার মানা।
দেখে দেখে জনম গেল আঁখির ছলনা॥
খোলা চোখে রূপ দেখে কেউ মরমে মলো,
ভোলা আঁখি ধর্‌লে সখী রূপের পশরা।
(তখন) রূপ-সোহাগে কাড়াকাড়ি জেগে ওঠে বাসনা।
কান্না-হাসি পাশাপাশি এইত প্রেমের নিশানা॥

বরুণা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উপবন।

বরুণা।

গীত।

প্রাণ বলে আজ খেলব এক খেলা।
কা'র যে সঙ্গে কেমন রঙ্গে করব কত মেলা॥
মানাও মানে না প্রাণ,
সাধের গাঙ্গে ডাকল বান,
ছুকুল কানে কান—
চলে যায় কে দিনিরে গা ভাসান।
ধলা কেউ তুলছে কত মালা
কেউ না আসে নিজে ভাসি প্রভাত বেলা॥

বরুণা। খেলা ত খেলব, প্রাণ ত খেলতে চায়; কিন্তু কোথায় খেলি, আর কারে নিয়েই বা খেলি?

(মংরুর প্রবেশ)

বরুণা। বাপ! আজ আমি সহরে মাংস বেচতে যাব।

মংরু। সত্যি বলছিস না তামাসা করছিস রে?

বরুণা। না বাপ তামাসা নয়, আমার সহর দেখবার বড় সাধ হয়েছে।

মংরু। তা মাসের পশরা মাথায় করে যাবি কেন মা? তোর বাগানের রাশি রাশি ফুল ফোটে, তাই ডালা সাজিয়ে সহরে নিয়ে যানা। তোর বাগানে যে সব ফুল আছে, তা রাজা রাজড়ার বাগানেও খুঁজে পাওয়া যায় না, ফুল-ওয়ালী হয়ে সহরে বেড়িয়ে আয় না কেন?

বরুণা। বেদেনীর তোলা ফুল, কোন দেবতার কাজে লাগবে বাপ? আমার গাছের মাথার ফুল সহরের মাটীতে ছড়াছড়ি যাবে! অমনি দিতে গেলেও কেউ ছোঁবে না, তা'ত প্রাণে সইবে না।

মংরু। হুঁ তা ঠিক বলেছিস! তাহ'লে তোকে বলব?

বরুণা। কি বাপ?

মংরু। অনেক কাল পরে বলছি—দেখছি ...র না বললে চলে না।

বরুণা। কি বাপ?

মংরু। তুই রাজার বেটী!

বরুণা। বলিস কি?

মংরু। হাঁ মা মিথ্যা নয়। আমরা বেদে ...দেনীতে তোকে মানুষ করেছি, ভগবান দয়া ...রে তোকে আমাদের হাতে ফেলে দিয়েছিল।

বরুণা। আমার বাপ তাহলে কোথা?

মংরু। তা জানিনে।

বরুণা। আছে কি না আছে তা জানিস?

মংরু। তাও জানি না, সমুদ্রের ধারে ...কবার শাঁক কুড়ুতে যাই, সেই সময় তোকে ...ক পেঁটরার ভেতর কুড়িয়ে পাই। তোর ...লায় এক পদক ছিল, আর তার ভেতরে এক- ...না ভুজ্জিপত্তরের চিরকুটে কি লেখা ছিল; ...কজন পণ্ডিতকে দিয়ে পড়িয়ে জেনেছি, তুই ...জার বেটী। বরুণ দেবতা দিয়েছেন বলে ...াকে আমরা বরুণী বলে ডাকি, আর ভাল ...ম ত আমরা জানি না!

বরুণা। এতকাল পরে নিষ্ঠুর হলি বাপ, ...মাকে ছেড়ে দিলি?

মংরু। সেকি মা? জান ছাড়তে পারি ত ...াকে ছাড়তে পারি না। কিন্তু মা বুঝে দেখ, ...ার বয়েস হ'ল, আছিস বেদের মাঝখানে, তারা ...ার পায়ের ধূলো ছোঁবার যুগ্যি নয়। যত বেদে ...দিনী তোর চাকর চাকরাণী। আর কি তোর ...দের সমান হয়ে থাকা ভাল দেখায়? আমরা ...গী মিনসে তোকে আলাদা রেখে মানুষ ...রেছি। তোর সাথীদেরও আলাদা করে ...রেখেছি। তোকে যাঁর কাছে সহবৎ শিখিয়েছি, ...স সন্ন্যাসী মাও মরে গেছে। তখন আর ...মি কি করতে পারি? দেশে বিদেশে সেই চিরকুট আর পদক নিয়ে তোর বাপ মায়ের খোঁজ করেছি, কিন্তু পাইনি।

বরুণা। তা না পেয়েছিস ভালই হয়েছে! তোরা আমাকে যা বলতে চাস্ বল্, কিন্তু আমি তোদের মাবাপ ছাড়া আর কিছু বলব না। তাহলে আজ আমি সহরে যাই?

মংরু। যেতে ইচ্ছে করেছিস্ যা, তবে শুধু যাসনি। যে পদকটী তোর গলায় বাঁধা ছিল, সেইটী গলায় প'রে যা।

বরুণা। কেন, দরকার কি?

মংরু। তুইত আমাদেরই ধন আছিস্। তবু মা, যদি তোর কিছু কিনারা হয়, সেটী আমাদের সুখ!

বরুণা। বেশ, দিবি চল্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন্যপল্লী।

পুণ্ডরীকের সহচরগণ।

গীত।

তাগ মেরে হান বাণ।
হাঁটু গেড়ে বসে, মাজা বেঁধে কসে,
রগ ঘেঁসে মারো ছিলেয় টান।
এগিয়ে চল গুটি গুটি, কাঁপিয়ে চল মাটি,
লেগে যাক নিঙ্গি বাঘের দন্ত কপাটি,
বাসায় গিয়ে থাকুক মরে, নয়, ঘরে গিয়ে ত্যজুক প্রাণ।
তবে যদি নিঙ্গিমামা দন্ত করে বার
সেটা কিন্তু যুদ্ধকালে দেখায় না বাহার,
সাহস করে পেছিয়ে এস, মাথা গুঁজে কোণে ব'স,
ইচ্ছা হয় আস্তে কেশো, নইলে ধ'র শূর্পনখার গান।
আর দাপট মেরে হিঁচড়ে মেরো চুণোপুঁটির প্রাণ।

সকলে। ভাঙ্গ ঘর, ভাঙ্গ দোর, যেখানে যা শীকার আছে টেনে বার কর।

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। হাঁ হাঁ করছিস কি, করছিস কিরে হুজুর? শীকার করতে এসেছিস, তা গরীবের ঘরের কাছে উৎপাত করছিস কেনে?

১ম, স। কি ব্যাটা, কি বললি, উৎপাত! আমরা রাজপুত্তুরের ইয়ার, করছি শীকার, শীকার না মিললে করব কি?

মংরু। তা শীকার তোরা খুঁজে লিবি, না হামরা খুঁজে দেবে!

১, স। কি বললি বেটা? আমরা রাজপুত্তুরের ভাই, ছানা মাখন খাই, গুনী গুনী নাই, আমরা শীকার খুঁজে নেব বেয়াদব বেট্টা?

মংরু। এখানে কি শীকার আছে, তা হামি খুঁজে দেবে?

১ম, স। বড় বড় বাঘ নিয়ে আয়, সিঙ্গি নিয়ে আয়, গণ্ডার নিয়ে আয়, হাতী নিয়ে আয়।

মংরু। হামিই যদি সব এনে দেব, তোরা কি করবে?

১ম, স। আমরা কেবল বসে বসে বাণ ছুড়ব, বাঘ সিঙ্গি যেমন আনতে থাকবি, আমরাও পেঁট পেঁট করে বিধতে থাকব।

মংরু। তবেইত মুস্কিল করলি হুজুর, এখানে বাঘ সিঙ্গি কোথায় পাব? একটু বনের ভেতর চল্, কত বাঘ ভাল্লুক মারতে চাস দেখিয়ে দিচ্ছি।

১ম, স। কি বল্‌লি বেটা, আমরা রাজপুত্তুরের ইয়ার, ধরি হাতিয়ার, বাগানে করি পাইচার, আমরা বনে ঢুকব?

সকলে। যা বেটা নিয়ে আয়, বাঘ নিয়ে আয়, সিঙ্গি নিয়ে আয়।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। এই যে—এই যে—আহাম্মোক বেটারা এখানে আছে। এ বেটাদের এখান থেকে না তাড়ালে রাজকুমারকে ফেরাতে পারব না। অমন সুন্দর সুবুদ্ধি রাজকুমার কতকগুলো মুখ্‌খুর সঙ্গে জুটে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

১ম, স। দাঁড়িয়ে রইলি কেন বেটা, নিয়ে আয়।

অভি। কি হয়েছে, কি হয়েছে?

১ম, স। এই যে, এই যে—অভিরাম!

সকলে। অভি—অভি—অভিরাম!

অভি। কি?

১ম, স। অভি—অভি—আমরা শীকার করছি।

অভি। বেশ, করছ, তা এ বেটার সঙ্গে কি তকরার করছ?

১ম, স। এ বেটাকে শীকার এনে দিতে বলছি।

অভি। বেশ করেছ। দে বেটা শীকার এনে দে। (ইঙ্গিত)

মংরু। শীকার আমি কোথায় পাব?

অভি। কোথায় পাবি, তা হুজুররো কি করে জানবে? কি কি শীকার চাই হুজুর?

সকলে। সিঙ্গি চাই, বাঘ চাই, ভাল্লুক চাই, বরা চাই, হাতী চাই।

অভি। শুধু এই!

সকলে। আরো চাই—ভেটকি মাছ চাই, পয়জারে কই চাই, পুঁইশাক চাই।

অভি। হয়েছে, বুঝেছি। যা বেটা, বড় বড় সিঙ্গি নিয়ে আয়, হুমদো হুমদো বাঘ নিয়ে, গোবদা গোবদা ভাল্লুক নিয়ে আয়।

মংরু। আচ্ছা হুজুর আনছি, তাহলে কটা সিঙ্গি আনব?

অভি। কটি আনবে হুজুর?

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ!

অভি। আচ্ছা আমি বলছি। ওরে ধাঙ্গড়, এই যে সব বীর দেখছিস, এরা এক একজনে একবাণে এক পোণ করে বাঘ মেরে ফেলতে পারে। যা, গণ্ডা দশেক বাঘ এনে হাজির কর।

মংরু। আচ্ছা হুজুর, আনছি। কিন্তু হামি বাঘ আনবো আর তোরা যে পালিয়ে যাবি সেটি হবে না।

অভি। কি! ওরা রাজপুত্তরের ইয়ার, ধরে হাতিয়ার, বরা বাঘ মারে, হাতি কেনে ধারে, ওরা বাঘ দেখে পালাবে! যা শীগ্‌গির যা!

[মংরুর প্রস্থান।

১ম স। ও অভি—অভি—অভিরাম!

অভি। কি হুজুর?

১ম স। সত্যি সত্যি বেটা আনবে নাকি রে?

অভি। আনলে, আবার আনবে কি।

সকলে। য়্যাঁ। (পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করণ)

অভি। ও শালা বেদে, যখন আনব বলে গেছে, তখন না এনে কি ছাড়বে! এখনি গভীর বনে ঢুকবে, আর বাঘের কাণ ধরে এনে তোমাদের মধ্যে ছেড়ে দেবে।

(সকলের ভীতি প্রদর্শন)

১ম স। ও অভি—অভি। ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে আন!

অভি। ওকি আর ফেরে, শালা ধাঙ্গড় শুরুর খাতির রাখে না, আর কেন হুজুর, তীর টীর নিয়ে তৈরী হয়ে থাক।

১ম স। তবে তাঁবু আগলাবে কেরে?

অন্যান্য সহচরগণ। আমি—আমি (পলায়ন)

অভি। ও হুজুর ওরা যে পাল'ল।

১ম স। কি এত বড় আস্পর্দ্ধা, বিশ্বাসঘাতক, আমাকে একা ঘোর বিপদে ফেলে—দেখব তারা কতবড় বেইমান। তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা কর। দেখো, বেটা বাঘ আনে কি না। আনলে আমাকে খবর দিয়ো। আমি এসেই বাঘগুলোকে এক এক চড়ে মেরে ফেলব। আমি তাঁবু রক্ষা করতে চললুম।

অভি। যে আজ্ঞা হুজুর, এখনি যাও।

[১ম সহচরের প্রস্থান।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। অভিরাম!

অভি। কি প্রভু?

পুণ্ড। দেখছ, ব্যাপারখানা কি দেখছ?

অভি। তা আর দেখব না, বলেন কি? আপনি রাজপুত্র আর আমি আপনার খানসামা, আপনি যখন হুকুম করছেন, তখন আমি ব্যাপারখানা কি দেখব না?

পুণ্ড। একি দেখলুম অভিরাম?

অভি। আপনি সরষে ফুল দেখছেন।

পুণ্ড। সরষে ফুল দেখছি কিরে হতভাগা?

অভি। আজ্ঞে সকাল বেলায় ঘরে বসে ক্ষীর মাখন খাওয়া আপনার অভ্যাস, বেদের বনে এতটা ছোটাছুটি করা ত আপনার অভ্যাস নেই! তার ওপর আপনার গুণধর সঙ্গীরা এইমাত্র আপনাকে বাঘের মুখে নিক্ষেপ করে, আপনার তাঁবু আগলাতে চলে গেল। আজ্ঞেই ক্লান্ত হয়ে মনের কষ্টে আপনি চোখে সরষে ফুল দেখছেন।

পুণ্ড। তারা গেছে। বেশ হয়েছে। দৃষ্টিহীনের এ বনে প্রবেশ করবার অধিকার নেই। আয় অভিরাম, সঙ্গে আয়। দেখবি আয়, বিজন অরণ্যের হৃদয়মধ্যে অপ্সর কাননের মত উদ্যান তার মধ্যে কমল কহ্লারের লীলাস্থল মানস সরোবরের মতন জলাশয়! তার চারিধার বেড়ে,

বিচিত্র ফুলরাশি মাথায় ক'রে, যেন কত অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত মলয়-সেবিতা পুষ্পলতা!

অভি। বলেন কি?

পুণ্ড। আয় দেখবি আয়।—এই বেদের বনে অজ্ঞাতবাসে কোন অপূর্ব্ব শিল্পী অবস্থান করছে।

অভি। সত্যি বলছেন, না তামাসা?

পুণ্ড। আয় অভিরাম, তার সন্ধান করি।

অভি। সে কোথায় আছে, কি করে জানবেন?

পুণ্ড। কোথায় আছে যদিও জানি না, কিন্তু বুঝেছি এক জন আছে। কামিনী কুঞ্জের গায় তার দু'দিন আগের হাত দেখেছি। তার করস্পর্শে নবোল্লাসে কামিনী ফুলভারে মেতে উঠেছে। অশোক তরুতলে তার পদচিহ্ন দেখেছি। অশোক ফুলরাশির উপঢৌকন নিয়ে তার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করছে।

অভি। তাহ'লেও এটাও বুঝেছেন, সে শিল্পী রমণী।

পুণ্ড। বুঝেছি, সে বিলাসবিভোরা চিত্রলেখা। যদি দেখবার সাধ থাকে, তাহ'লে সঙ্গে আয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ উদ্যান।

বরুণা ও সখিগণ।

গীত।

সোণার নূপুর বাজবে রাঙা পায়।
চলে চল্ চাঁদবদনী চাঁদনী আলোয়॥
মুছে নে রাতুল চরণ,
ঢেকে নে চাঁপার বরণ,
ডুব দিয়ে নে সুলোচনে কালীর দরিয়ায়।
নইলে হাটে ভাঙবে হাড়ি,
রূপ নিয়ে সই কাড়াকাড়ি,
মাসের হাটে ছুটবে ভ্রমর, লুটবে এসে পায়।
বেচতে গিয়ে বিকিয়ে যাবি
ফিরিয়ে আনা হবে দায়॥

[সখিগণের প্রস্থান।

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। ও মা বরুণী, তোর হাটে যাওয়া হল না।

বরুণা। কেন বাপ?

মংরু। কোথাকার রাজপুত্তুর নটবহর নিয়ে শীকার করতে এসেছে। সে শালার সঙ্গীরা ভারি দুঁদে, আমায় বলে শীকার দেখিয়ে দে। আমি বলি, এখানে শীকার মিলবে কোথা? এই বলতেই শালারা আমাকে তরোয়াল নিয়ে কাটতে এসেছে। তারা ভারি উৎপাত করছে ঘর ভাঙ্গছে, দুয়ার ভাঙ্গছে, যাকে সমুখে পাচ্ছে তাকে মারছে। ভেড়া ছাগল মেরে ভূট করে ফেললে। আমি ফন্দি করে পালিয়ে এসেছি তুই আর এখানে থাকিস নি, পালিয়ে যা।

বরুণা। না পালালে কি চলবে না?

মংরু। তাদের দয়া মায়া কিছুই নেই—তোকে দেখে যদি তোর ওপর অত্যাচার করে আমরা গরীব বেদে, রাজাদের সঙ্গে ঝগড়া করে পারব কেন?

বরুণা। তুই রাজ-পুত্তুরকে দেখেছিস?

মংরু। না মা। তাকে দেখি নি। সঙ্গী দেখেই সে কি মেজাজের লোক তা বুঝে নিয়েছি! অমন চুয়াড়ে সঙ্গী যার, সে কি কখন ভাল হয়?

বরুণা। বাপ! তুই রাজপুত্তুরের সন্ধান নিতে পারিস?

মংরু। কেনে, তার সন্ধান নিয়ে কি হবে

বরুণা। আমি তাকে শাস্তি দেব।

মংরু। সে কি পাগলি! রাজপুত্তুরকে শাস্তি দিবি কি? তাকে গাড়ল বানিয়ে ঘরে পুরতে পারিস ত খুঁজে আনি।

বরুণা। দেখাই যাক না কত দূর কি হয়, আমার আশ্রয়দাতাদের উপর অত্যাচার ক'রে সে অমনি চলে যাবে? ভগবান রাজপুত্তুরকে যেমন অত্যাচারের অস্ত্র দিয়েছে, গরীব বেদের মেয়েকেও ত তেমনি মান বাঁচাবার নাগপাশ দিয়েছে। রাজপুত্তুর দেখুক কার জোর বেশী।

মংরু। তাহ'লে খুঁজব?

বরুণা। এখুনি—যেন অত্যাচার করে অমনি অমনি পালিয়ে না যায়।

[মংরুর প্রস্থান।

বরুণা। খেলাবার জিনিষ বনেই মিলেছে, ...র বুঝি বেসাত করতে হাটে যেতে হ'ল না। ...স্তু একি? অজ্ঞানে বেদেনীর প্রাণ নিয়ে ...বনে ঘুরছিলেম। ক্ষুদ্র শব্দে ত্রস্তা বন-...রিণীর মত পলকে পলকে চমকে উঠতেম। ...রিচয় পেয়ে, একি সিংহিনীর অহঙ্কারের ...বেগে আমার হৃদয় উথলে উঠল? পালিয়ে ...বার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। প্রতিশোধ নিতে প্রাণ ...তে উঠছে, কি যেন বিশাল রাজ্য আমার ...মুখে—আমি রাজ্য জয়ের অভিলাষে আমার ...জন্মসঞ্চিত সমস্ত প্রহরণ হৃদয়মধ্যে সমবেত ...রেছি। হারি কিংবা জিতি! হারি,—বেদেনীর ...য্যা—তরুতলে পর্ণকুটীরে চির অন্ধকারে মুখ ...কাবো। জিতি,—রাজনন্দিনী—স্বর্ণ অট্টালি-...য় বসে সমস্ত প্রজার মাথায় মণি হয়ে—

নেপথ্যে, পুণ্ডরীক। অভিরাম।

বরুণা। ...তাইত, ভাবতে না ভাবতে! ...নর কথা শেষ হতে না হতে! কোথায় ...খবো এখনো স্থির করতে পারি নি! সোনার ঝাপিতে পুরে রাখব, কিংবা আমার বিজয়-চিহ্ন অট্টালিকার মাথায় বসিয়ে জগৎকে দেখাব, এখনও যে স্থির করতে পারিনি! মনের কথার বিরাম না হ'তে হ'তেই এখনি এলে! কে তুমি বুঝতে পাচ্ছিনি,—শুধু স্বর,—আহা কি মধুর! এগুতেও পারছি না, পেছুতেও পারছি না। তাহলে এসো অজ্ঞাত অতিথি! সম্মুখে কমল কহ্লার, আশে পাশে উপহারের ভার লয়ে যূথী বেলা চামেলি—এস অতিথি! তাদের আতিথ্য গ্রহণ কর'বে এসো।

(জনৈক বেদের প্রবেশ)

বেদে। দিদি—দিদি!

বরুণা। কি?

বেদে। একটা রাজপুত্তুর!

বরুণা। বুঝতে পেরেছি—চলে আয়।

বেদে। উঃ! দিদি! চেহারার কি চেক নাই! ঠিক যেন রাজপুত্তুর!

বরুণা। বুঝতে পেরেছি—দেখা দিসনি—বাগানে আসতে না আসতে চলে আয়—

[প্রস্থান।

বেদে। এমন রাজপুত্তুরটোকে ভাল ক'রে না দেখে চলে যাব? আর দেখতে পাই কি না পাই—একটা ঝোপের আড়ালে বসে বসে খানিকক্ষণ দেখে নি। [প্রস্থান।

(অভিরাম ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। দেখলি অভিরাম?

অভি। দেখেছি, বড়ই সুন্দর বাগান।

পুণ্ড। শুধু সুন্দর বললেই এর অভিধান হ'ল না। রাজা শিববর্ম্মার রাজধানী মধ্যে এমন উদ্যান নেই, সম্মুখে অপ্সরারচিত নন্দন কানন, মধ্যে মানস সরোবরের মতন সুধাহিল্লোলময় জলাশয়,—দেখতে পাচ্ছিস না?—একি অভি-রাম, এ ঘোর বনে এমন বাগান রচনা করলে কে?

অভি। তাইত, এ বাগান রচনা করলে কে? বনের সঙ্গে কি এ বাগান আপনা আপনি তৈরী হয়েছে?

পুণ্ড। এ বাগান কি আপনা আপনি তৈরী হতে পারে?

অভি। তাহলে কি করে হল? অপ্সরা বেটীরে আকাশে বসে বসে মনের মতন করে তৈরী করে,—শেষে দড়িতে ঝুলিয়ে ঝুপ করে কি বনের ভেতর ফেলে দিয়ে গেল?

পুণ্ড। এমন গণ্ডমূর্খ সহচরটাকে বাবা আমার সঙ্গী করে পাঠিয়েছেন! হতভাগাটা কিছুতেই আমার হৃদয়ের কথা বুঝতে পারছে না।

অভি। (পুণ্ডরীকের বুকে হাত দিয়া) কই হুজুর, এখানে ত কোন কথা নেই, কেবল ঢিপ ঢিপ।

পুণ্ড। বেরো গণ্ডমূর্খ, তুই এ বাগান দেখবার যোগ্য ন'স।

অভি। আজ্ঞা তা বুঝেছি। তবে যাবার আগে এইখানটায় একটুকু গড়াগড়ি দিয়ে যাই। অপ্সরা বেটীরে বাগান তৈরী করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়েছে, তখন এই ঘাসের গালচেয় নিশ্চয় বেটীরে শুয়েছে। (গড়াগড়ি দিয়া) আঃ আঃ!

পুণ্ড। এই পাজী নচ্ছার, ওঠ।

অভি। আ হা হা! হুজুর এইখানে বেটীরে মুক্তার চুণ দিয়ে পারিজাতী খিলী খেয়েছে —গন্ধ ভর্‌ভর্‌—প্রাণ তর্‌!

পুণ্ড। দেখ অভিরাম, এ রহস্য করবার স্থান নয়। কেন লাঞ্ছিত হবি, চলে যা।

অভি। বাপ! এই খেনে এক বেটী হাতুড়ী পিটেছে। যেমন শুয়েছি, অমনি বুকটো ঢিপ ঢিপ করে উঠেছে।

পুণ্ড। ওরে হতভাগা মূর্খ—রহস্য করছিস কি? এই বাগানের অন্তরালে একটা হাত দেখতে পাচ্ছিস না?

অভি। ওরে বাবা! তাইত—ওই দুলছে।

পুণ্ড। কি—কি দুলছে?

অভি। একখানা হাত—

পুণ্ড। কই—কই কোথা দেখলি?

অভি। বাবা! দেখলে কি আর বাঁচতুম! আপনার কাছে শুনে ভয়ে ঠিক যেন দেখে ফেললুম।

পুণ্ড। বুঝতে পাচ্ছিস না অভিরাম, এই বাগান যার হাত দিয়ে রচিত হয়েছে, সে নিশ্চয় কোন শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরী। সে এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অন্তরালে অবস্থান করছে। আমি তার সুন্দর বাহুলতার কারুকার্য্য ঠিক যেন দেখতে পাচ্ছি।

অভি। বটে বটে! তাহলে আর একটুর এগিয়ে চলুন। ওই দেখুন বাগানের পাশে একটা হরিণ—নিশ্চয় ওটা বিদ্যাধরী বেটীর পোষা। নইলে আমাদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন? ওই দেখুন, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে আপনাকে দেখতে লাগল। এই বেলা বন্‌করে একটা তীর ছুড়ে দিন। —

পুণ্ড। আ—হা—হা!

অভি। আবার আহা কেন, শীকার করে ফেলুন। এমন সুবিধা ফস্‌কে গেলে, আর সমস্ত দিনের ভেতর শীকার জুটবে না। শুধু হাতে সহরে ফিরতে হবে।

পুণ্ড। আ—হা—হা! আমি ওই মৃগীর চোখের অন্তরালে আর দুটী বিশাল উজ্জ্বল চোখ যেন দেখতে পাচ্ছি

অভি। আরে রাম! চব্বিশ ঘণ্টা অন্তরালে দেখলে সুমুখে দেখবেন কখন? ক

টানলেই মাথা আসবে। হরিণটাকে বাণ ফোঁড়া করুন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার সেই আড়ালের কি জানি কি ধরা পড়ে যাবে। হুজুর, হুজুর!

পুণ্ড। কি, কি?

অভি। বিদ্যাধরী, বিদ্যাধরী।

পুণ্ড। দেখ্ মূর্খ! রহস্য করবি ত এখনি তোকে মেরে ফেলব!

অভি। আজ্ঞে রহস্য নয়, এবারে খাঁটী। হরিণের পাশের বন খস্ খস্ করছে।

পুণ্ড। তাইত! তাইত অভি! আমার দেহটা কেমন কেমন করছে,—তুই শীগ্গির যা—কি ওখানে সন্ধান কর। বোধ হচ্ছে সন্ধান পেয়েছি—ওই—বুঝি ওই—ঝোপের ভেতরে রূপ লুকিয়ে থাকতে চাচ্ছে না।

অভি। আজ্ঞে ঠিক বলেছেন, ফুটে বেরুচ্ছে। তাহ'লে আপনিই যান।

পুণ্ড। না অভি! আমি যাব না, আমি গেলে হয় ত সে ভয়ব্যাকুলা হয়ে পালিয়ে যাবে, অভি! তুই যা!

অভি। বেশ তবে অপেক্ষা করুন, আমি সন্ধান করে এখনি আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

পুণ্ড। তাইত বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যাব? প্রাণ বলছে, সমস্ত চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তবুও সন্ধান করতে পারছি না! বেদে বেদেনীরে তাকে জানে, কিন্তু আমাকে বললে না। এত সাধলুম, কেউ আমাকে দয়া করলে না। আমাকে দেখে সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা, আমি এ রহস্য ভেদ না করে নগরে ফিরছি না। তাতে যদি ব্যাধের কুল নির্ম্মূল করিতে হয়, তাও স্বীকার।

অভি। (নেপথ্যে) হুজুর—হুজুর!

পুণ্ড। কিরে কি খবর?

অভি। আপনার সেই হাত পাকড়াও হয়েছে।

(অভিরাম ও বস্ত্রাবৃত বেদের প্রবেশ)

পুণ্ড। য়্যাঁ তাইত—এই অবগুণ্ঠনবতীই কি এই উদ্যানের অধিকারিণী!

অভি। আমার কাছে চালাকী, বেটী বিদ্যাধরী! হুজুর! বেটী ওই ঝোপের ভেতর বসে বসে আপনাকে দেখছিল। যেমন আমার পায়ের সাড়া পেয়েছে, অমনি খরগোসে তাড়া পেলে যেমন ভয়ে মুখ গুঁজে বসে, তেমনি ক'রে বেটী ঝোপের ভেতরে মুখ লুকিয়েছিল। হরিণের কাছে একখানা চাদর পড়েছিল, আমি সেইখানা দিয়ে ঝপ করে বেটীকে চাপা দিয়ে ধরে এনেছি। উঃ! বেটীর কি কোমল হাত! উঃ! প্রাণ যায়।

পুণ্ড। দে হতভাগা! হাত ছেড়ে দে। সুন্দরী! আপনি সঙ্কুচিত হবেন না। আপনি আমাকে আপনার গুণমুগ্ধ বলেই জানবেন।

অভি। উঃ! চাদর চাপা দিতে গিয়ে—বাপ! কি চক্‌কে রূপ—এখন হাত ধ'রে—উঃ! প্রাণ যায়।

পুণ্ড। কি বেয়াদব! তুচ্ছ চাকর তুই—আমার মনোমোহিনীর হাত ধ'রে তোর প্রাণ যায়! এত বড় স্পর্দ্ধা? এখনি হাত ছাড়, নইলে তোর বেয়াদব প্রাণকে এখনি আমি মুষ্ট্যা ঘাতে দূর ক'রে দেব।

অভি। তবে থাক্—আমার অনেক কষ্টের প্রাণ—দুদিক থেকে তাড়া। এদিকে কোমল হাত, ওদিকে কঠোর ঘুসী—কাজকি কাজকি —উঃ! কিন্তু উঃ! আগুন—আগুন! বাগান তাইরি করা হাত—বাপ্। কঠোরে কোমলে যেন আগুনের কুন্ডী—

পুণ্ড। কিসের লজ্জা সুন্দরী? যে এই বিজন অরণ্যের ভেতরে এমন নন্দন লাঞ্ছন উদ্যান রচনা করতে পারে, এ সংসারে তার লজ্জা দেখাবার লোক কে আছে? আপনি আমাকে একজন কৃপা ভিক্ষার্থী বলেই জানবেন! সুন্দরী নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা ক'ন—আমি রাজপুত্র। আমি ভাগ্যক্রমে আপনার কলা-কৌশল দেখেছি—সুন্দরী কৃপা করে অধম ভিখারীকে মুখ দেখান।

অভি। তাইত! পাজীবেটী! শুধু কলা দেখিয়ে আমাদের সোনার রাজপুত্তুরকে পাগল করতে চাস্—দেখা বেটী কৌশল দেখা। নইলে এককিলে তোর মাথা ভেঙ্গে ফেলব।

বেদে। (ক্রন্দন)

অভি। কাঁদবি কি—মুখ দেখা।

পুণ্ড। অভে! এ কাকে আনলি?

অভি। ঠিক এনেছি—আগুন—আগুন। সুন্দরী মুখ খোল, আর মান ক'র না।

বেদে। (ক্রন্দন) সব মান খাইয়া ফ্যালে—পুড়ায়ে খাইছিরে—

পুণ্ড। দূর হ'—দূর হ'—(বেদের প্রস্থান) পাজী নচ্ছার অভে! তোকেই আজ আমি দেখে নেবো।

অভি। এখানে নয় হুজুর—সহরে। সহরে ফিরে আমাকে যা শাস্তি দেবার দেবেন। আপনাকে যেরূপ আত্মহারা দেখছি, তাতে আমি আপনাকে এখানে আর একদণ্ড থাকতে দেবো না। আপনি এতই দৃষ্টিহারা যে, কুৎসিৎ বেদে এতক্ষণ আপনার চোখের ওপর রইল, আপনি বুঝতে পারলেন না!

পুণ্ড। তবে কি আমার অনুমান মিথ্যা?

অভি। সেকি আমায় বলতে হবে?

পুণ্ড। এ বাগান তবে কি বেদেবেদেনীর রচনা?

অভি। তা নয়ত কি! আপনি কবে মৃগয়া করতে আসবেন জেনে, কে অপ্সরা আপনার অপেক্ষায় বাগান রচনা ক'রে বসে আছে? চলে আসুন, আমি দেখছি, আর কিছু হ'ক আর না হ'ক, বেশীক্ষণ বেদের বনে ঘুরলে আপনাকে বেদেনীর দড়ায় জড়াতে হবে!

পুণ্ড। তুই ফিরে যা।

অভি। বলেন যাচ্ছি—আমি ভৃত্য, আপনাকে ফেরাতে ত আমার ক্ষমতা নেই। তবু যাবার সময় বলে যাই, প্রেমের পাকে হাত পা এলিয়ে যেন বেদেনীর কুঞ্জে বাঁধা পড়বেন না।

পুণ্ড। তুই ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভৃত্য, তুই ভৃত্যের অনুযায়ী কথা বললি। কিন্তু মূর্খ! আমি এখনো বলছি, এ অপূর্ব্ব উদ্যানরচনা, নীচ জাতীয়া ব্যাধনন্দিনীর কার্য্য নয়।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

তবেরে মূর্খ, তুমি মিথ্যা কথায়, তোমার ভৃত্যের মূর্খতায় আমাকে ভোলাতে চাও।

অভি। তাইত—তাইত! এ যে কিন্নরীর গান! তবে কি সত্যসত্যই এ বনে অপ্সরারা বাস করে?

পুণ্ড। প্রলয়ঙ্করী সুধাধারা—সম্মোহন শরের ফোয়ারা—প্রাণারাম! যদি ওই প্রস্রবিনী তীরে পৌছিতে পারি, যদি কঙ্কন রাজোদ্যানে বসে ওই সুধা নির্ঝরে কোনও দিন আপনাকে স্নান করাতে পারি, তবেই আমি ফিরব, নইলে এই আমার প্রথম মৃগয়া, এই আমার শেষ।

[প্রস্থান।

অভি। তাইত! আমি এখন কি করি? এ পাগলকে ত আমি ফেরাতে পারব না। এখন রাজধানী ফিরে রাজাকে খবর দেওয়া

ছাড়াত অন্য উপায় দেখি না। আর আমিই বা কতকাল এক পাগল রাজপুত্রের কাছে দীন ভিখারী বেশে অবস্থান করব? যার সন্ধানে ছদ্মবেশে দেশ বিদেশে ঘুরলুম, সেই কেরল-রাজকে ত দেখতে পেলুম না! তখন মিছে এ টা ভৃত্য সেজে, রাজা ও রাজপুত্রের তিরস্কার খেতে এখানে থাকি কেন? যখন সঙ্গে এসেছি, তখন রাজপুত্রের শুভাগমনের সংবাদ রাজার কাছে দিতে আমি বাধ্য। সংবাদ দিয়ে, কঙ্কন ত্যাগ ক রে আমি নিজ রাজ্যে চলে যাই।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান। (অপরাংশ।)

বরুণা।

গীত।

শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা সে যে পূর্ণিমার শশী।
বললো কুমুদী জানিস যদি, কেন তারে আমি ভালবাসি॥
তাহারে ধরিতে সমীরে নমীরে জলদ পুঞ্জ ফেরে,
সুধার জালে তারার মালা আছে ঘেরে দিবানিশি।
সে সব সোহাগ দূরে ফেলে, পড়ে আছে তোর পদতলে,
ছাড়িয়া আকাশ সুদূর প্রবাস লহরীর শিরে ভাসি।
না জানি অধরে বেঁধেছ কি করে সুধাংশু ভুলান হাসি॥

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। আর কেনে মা! ক্ষান্ত দে।

বরুণা। এখনি ক্ষান্ত দেবো? আমার আশ্রয়দাতাদের ওপর অত্যাচার করেছে তার শাস্তির এখনও হয়েছে কি?

মংরু। আর ঘোরালে রাজপুত্তুর প্রাণে বাঁচবে না।

বরুণা। আর ঘোরাব না?

মংরু। আর ঘুরিয়ে লাভ কি মা?

বরুণা। লাভ? লাভের কথা আর তোকে কি বলব বাপ্? পশুভরা বনের মাঝে একটা রাজপুত্র মত্ত হরিণের মত আমার গানের টানে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটী করছে। আমি দেখছি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে বিভোর হয়ে বেড়াচ্ছি। এর চেয়ে বেদের মেয়ের লাভ আর কি হ'তে পারে?

মংরু। না মা, আর তুই তাকে ঘোরাতে পারবিনি। রাজপুত্তুরকে দেখেই হামার মায়া হচ্ছে। তার কষ্ট দেখে হামার প্রাণ কেঁদে উঠছে। মা সোণার কমল! রাজার দিঘিতে ফুটতে দুনিয়ায় এসেছিলি—গরীব বুনো বেদের ঘরাতে ছেলো, সে দিন কতক নাড়াচাড়া করেছে। মরুভূয়ে আর কেন? শুকোবার সময় এলো যে মা! মা! মালী তোকে মাথায় ক'রে নিতে এসেছে। দিঘীর কমল! দিঘীতে যা।

বরুণা। তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি বাপ্? বেদের মেয়েকে সে নেবে কেন?

মংরু। কেন, তোর পরিচয় দিয়ে দিই।

বরুণা। বাপ্, তাও কি হয়। আমাকে বেদের মেয়ে জেনে যদি সে গ্রহণ করে, তবেই আমি তার হ'তে পারি, নইলে নয়।

মংরু। দোহাই বিটী গোল করিস্‌নি।

বরুণা। দোহাই বাপ, অনুরোধ করিস্‌নি। দ্বিতীয় বার ও কথা বললে, আমি নদীতে ঝাপ দিয়ে মরব।

মংরু। জানি না বিটী, তোর মতলবটা কি আছে। তা হ'লে হামি তাকে ধরে লিয়ে আসি?

বরুণা। আয়। আমি ও মাসের পশরা মাথায় নিয়ে আসি। হাটের নাম ক'রে বেরিয়েছি, আমায় হাটে যেতেই হবে।

[বরুণার প্রস্থান।

(সোমরা ও সুমরীর প্রবেশ)

মংরু। এই সোমরা সুমরী! বরুণী যত ক্ষণ না আসে, ততক্ষণ তার দোর আগলে থাক্।

[প্রস্থান।

দ্বৈত গীত।

সুমরী। প্রাণ উঠছে যে নেচে, খেলা মিলেছে।
সোমরা। চুপ ক'রে র' রূপ ঘেঁসে সে কাছে এসেছে ॥
সুমরী। খেলার মতন মিললো খেলোয়াড়।
• চুপ করা কি যায়রে বোকা আহ্লাদে প্রাণ আড় ॥
সোমরা। নরম টিপে ধরিসলো তার ঘাড়—
নইলে সাড় হবে না, ধরলে চেপে পড়বি বিপাকে।
সুমরী। আমি কি এমনি বোকা?
সোমরা। আমিও কি কচি খোকা?
(তবু) কি জানি তা, মাছটা পাকা ফসকে যায় পাছে।
উভয়ে। নরম গরম টান দিয়ে চল্ আ'নিগে কাছে ॥

(মংরু ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। কই ব্যাধ! কোথায় আমার মনোমোহিনী।

মংরু। এই যে দেখাচ্ছি রাজা! ওরে ছোঁড়া! ওরে ছুঁড়ি! তোরা হামার বেটীকে এইখানে ধরে নিয়ে আয়।

উভয়ে। আনছিরে সরদার!

[উভয়ের প্রস্থান।

পুণ্ড। বেটী কি, ব্যাধ?

মংরু। হামার বেটী, হামার বেটী আবার কি রাজা?

পুণ্ড। ওরা তরুকোটরে প্রবেশ করলে যে?

মংরু। কোটরেই সে থাকে যে রাজা!

পুণ্ড। এ বাগান রচনা করেছে কে?

মংরু। আমার বেটী।

পুণ্ড। গান গাইলে কে?

মংরু। আমার বেটী।

পুণ্ড। হুঁ! আচ্ছা তোর বেটীকে নিয়ে আয়।

(সর্পভূষিতা ছদ্মবেশিনী বরুণার প্রবেশ)

মংরু। এই যে এসেছে রাজা! এ বেটী, এটা রাজপুত্তররে, এটাকে গড় কর্।

পুণ্ড। এইটেই কি এতক্ষণ আমাকে মোহাচ্ছন্ন করে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছিল? কই না—প্রাণ যে এখনও একথা বলতে চায় না—চোক্ যে এখনও এরূপে প্রতারিত হতে চায় না?

বরুণা। ধরা পড়লো কে—আমি না রাজপুত্র? ভগবান! ছেলেবেলা থেকে আমি ব্যাধের আশ্রয়ে। কে আমি, কোথাকার আমি, কেন এখানে আমি, কিছুইত জানি না। সহবৎ শিখিনি, কথা শিখিনি—কেমন ক'রে রাজপুত্রের সুমুখে দাঁড়াব? কি কথা কইব? হা ভগবান! প্রাণের ভেতর কামনা দিলি ত কথা দিলিনি?

মংরু। জুজুটী মেরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন—গড় কর।

(বরুণার প্রণাম করণ)

পুণ্ড। ওরেরে পাপিষ্ঠা ব্যাধনন্দিনী!

মংরু। ওকি রাজা! কি কর্‌ছিস্ রাজা?

পুণ্ড। চোখে পড়েছ আর তুমি যাবে কোথায়? সর্পভূষিত হয়ে মনে করেছ, তুমি শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবে? এইখান থেকে বাণবিদ্ধ করে তোমাকে আমি নিপাত করব। নিষ্ঠুর কিরাতনন্দিনী। ভগবানকে স্মরণ কর, তোমার মৃত্যু সন্নিকট।

মংরু। দোহাই রাজা, বেটীকে মারিসনি।

সকলে। দোহাই রাজা! আমাদের রাণীকে মারিসনি?

পুণ্ড। আমি কারও অনুরোধ রাখব না। দেখ্, নিষ্ঠুরা আমার কি করেছে। পাপিষ্ঠা! আপনার পরিচিত বনপথে ইচ্ছামত গান গেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ, আমি উন্মাদের মত অপরিচিত পথে তোমার অনুসরণ করতে এই দশায় পড়েছি। যখন ধরেছি, তখন আর তোমায় ফিরতে দিচ্ছি না!

বরুণা। একান্তই মারবি রাজা?

পুণ্ড। নিশ্চয়, কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

বরুণা। তবে মার্।

গীত।

প্রাণ নেবো একথা প্রাণ কয়ো না।
ভিখারীর চোখে ব্যাকুলতা মেখে
অত ঘন মুখ পানে চেয়ো না॥
আমিত দেবো বলি বেঁধে আছি অঞ্জলি
নেবে—ত্বরা নাও, দেখো না ভুলে যাও
বঁধুহে নিদয় এত হয়ো না—
প্রাণ নিতে এসে ফিরে যেয়ো না॥

(পুণ্ডরীকের হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ পতিত হইল। পুণ্ডরীক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বরুণার হস্ত ধরিল।)

মংরু। হাঁ—হাঁ—সাপে কাটবে, সাপে কাটবে

বরুণা। মারতে এলি, হাত ধরলি, আমি যে শোধ লেবো, তারও উপায় রাখলিনি।

পুণ্ড। তাইত এ আমি কি করলুম? ফণাধর! ফণা তুলে নিথর দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার মস্তকে দংশন কর। এমন পরাভব জীবনে আমি কখন অনুভব করিনি। কিরাতনন্দিনী! প্রতিশোধ নাও।

বরুণা। আর যে লেবার যো নেই রাজা। আমি আইবড় মেয়ে। তুই যে হাত ধরলি, আমার বর হয়ে গেলি।

পুণ্ড। কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু কিরাতনন্দিনী! আমি ত তোকে গ্রহণ করতে পারব না।

বরুণা। তা না নিলি, তাতে কি—

পুণ্ড। বেশ বল দেখি—এ গান তুই কোথায় শিখিলি?

বরুণা। এক রাজার বেটী আমায় শিখিয়েছে।

পুণ্ড। বাগান কে রচনা করেছে?

বরুণা। সেই রাজার বেটীই আমার হাত দিয়ে তইরি করিয়েছে।

পুণ্ড। সে রাজকন্যা কোথায় থাকে বলতে পারিস?

বরুণা। সতীনের খবর কেনে দেবো রাজা?

পুণ্ড। বেশ তাকে যদি খুঁজে না পাই, তখন তোকে গ্রহণ করব।

বরুণা। কতদিন খুঁজবি রাজা?

পুণ্ড। শুনলে কি তুই খুসী হবি? মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত—যদি তোর ভাগ্যে থাকে, সেই দিন তুই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিস্।

বরুণা। সত্যি বলছিস্?

পুণ্ড। সত্যি বলছি।

বরুণা। বেশ।

পুণ্ড। কিন্তু সাবধান! এর মধ্যে আমাকে পাবার প্রত্যাশা ক'র না। আমার যথেষ্ট লাঞ্ছনা করেছ, আর ক'র না কিরাতনন্দিনী!

[প্রস্থান।

বরুণা। চল ভাই সব, এইবারে আমি হাটে যাই।

সকলে। রাজপুত্তুরকে ফাঁদে ফেলে ছাড়্লি কেন রাণী?

বরুণা। দেখাই যাক্ নারে—কতদূর যায়। দেখাই যাক্ না।

মংরু। হুঁসিয়ার হয়ে মাকে হাটে লিয়ে যাবি।

বেদিনীগণের গীত।

বাজারে করবো বেচা কেনা।
সাজিয়ে দেবো রূপের ডালি, ভরা বুক করবো খালি,
খরিদ্দার জুটবে হাজার করবে আনাগোনা।

নয়ন-বাণে হানবো শেল,
আসল খাঁটি নয়কো ভেজ
দেখিয়ে দেবো আত্মারামের খেল—
বনবেরালের বিকিয়ে পেটি, নেবো আঁচল ভরে সোণা ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কঞ্চুকির বাটী।

অভিরাম।

অভি। রাত্রেত কারও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। রাজকুমার ফেরেনি বলেই বোধ হচ্ছে। ফিরলে মোসাহেবগুলোর বিকট হাসিতে এতক্ষণ আসর সরগরম হয়ে যেতো। একবেটা মোসাহেবকেও দেখিতে পাচ্ছি না যে খবর নিই। রাজকুমার না ফিরলেওত বাড়ীতে এতক্ষণ হৈচৈ পড়ে যেতো। রাণী কি ছেলেকে এতক্ষণ না দেখলে চুপ করে থাকতে পারত? তাইত কার কাছে খবর পাই! এইত কঞ্চুকি মহাশয়ের ঘর, এরই কাছে খবর নিই। যদি রাজকুমারের সন্ধান পাই ত আজকে রাত্রের মত চুপ করে থাকি। যদি না পাই, তাহ'লে রাত্রির মধ্যে তল্পীতল্পা নিয়ে লম্বা দিই। কে বাবা, মিনি অপরাধে একটা পাগলা রাজপুত্তুরের জন্য গর্দ্দানা দেবে! রাণী জানতে পারলে হয়ত রাজাকে বলে বসবে, যে যে রাজপুত্রের সঙ্গে মৃগয়া করতে গেছে, সবার গর্দ্দানা নাও। বুঝে সুঝে মোসাহেব বেটারা পালিয়েছে। তখন আমিই বা কেন থাকি? তবে খবরটা একবার জেনে যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু ব্যাপার জানতে না জানতে যদি গোয়েন্দা এসে ক্যাঁক করে ধরে ফেলে? এক, দয়াময় দেওয়ানের আশ্রয়ে থাকলে নির্ভয়—আরত কারও কাছে ভরসা নেই। বিশেষতঃ রাণীর প্রিয় মাধবী ছুঁড়ীর আমার ওপর যে রাগ, অন্যের হাত থেকে নিস্তার পেলেও তার হাত থেকে রক্ষে নেই। কঞ্চুকি মশায় ঘরে আছেন? কই ঘরে কেউত নেই—ঘরের দোর খোলা অথচ কঞ্চুকি মশায় নেই! তাইত, কোন গোলমাল বাঁধলো নাকি? তাই কি তাঁর রাজান্তঃপুরে তলব হয়েছে?

মাধবী। (নেপথ্যে) কঞ্চুকি ম'শায়!

অভি। সর্ব্বনাশ! মনে করতে না করতেই মাধবী ছুঁড়ী—ছুঁড়ী দেখতে পেলেই একটা বিষম গণ্ডগোল বাঁধাবে! কিন্তু লুকোবার জায়গাই বা কোথায়? তাহলে আপৎকালে কঞ্চুকি ম'শায়ের ঘরেই খিল লাগানো যাক।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। কঞ্চুকি ম'শায়!

অভি। উত্তর না দিলেত ছুঁড়ী দোর ভাঙবে—চীৎকারে বাড়ী মাত্ করবে। দেশের লোককে জাগিয়ে তুলবে।

মাধবী। বলি ও ঠাকুর মশায়—

অভি। (বিকৃতস্বরে) কেন?

মাধবী। দোর খুলুন—

অভি। কেন—বল।

মাধবী। আগে দোর খুলুন না—পরে বল্‌ছি।

অভি। ওই খান থেকেই বল।

মাধবী। সে কথা চেঁচিয়ে বলবার নয়!

অভি। বেশ, চুপি চুপিই বল।

মাধবী। দোর খুলবেন না?

অভি। বড় জ্বর!

মাধবী। এইত রাণীর কাছে সের দশেক সরপুরিয়া খেয়ে এলেন, এরই ভেতরে জ্বর হ'ল কখন?

অভি। পথে।

মাধবী। একান্তই উঠতে পারবেন না ?

অভি। বড় জ্বর।

মাধবী। রাণীমা আপনাকে ডাকছেন ? ভাইরাজা—

অভি। এখনও কি ফেরেননি ?

মাধবী। ফিরেছেন, কিন্তু উন্মাদ।

অভি। বল কি ?

মাধবী। তাকে কে বিষ খাইয়েছে।

অভি। কে গো ?

মাধবী। সে ত এখান থেকে বল্‌তে পারব না।

অভি। তবেইত মুস্কিল করলে! তুমি কপাটের ফাঁকে মুখ দিয়ে বল, আমি কাম্রে ঘেঁসে কান ঠেসে শুনি।

মাধবী। কেন, আপনি দোর খুলতে পারবেন না ?

অভি। পারলে কি আর তোমাকে দোর গোড়ায় রেখে কষ্ট দি ? কি জান মাধবী, এত রাত্রে দোর খুলে তোমার সঙ্গে কথা কইতে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে।

মাধবী। পোড়া কপাল! তোমার সঙ্গে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে কেন ?

অভি। তবে কার সঙ্গে দেখলে করে মাধবী ?

মাধবী। ওমা! জ্বরোবুড়োর একি কথা!

অভি। বল না—শুনি।

মাধবী। যা বলতে এসেছি, শুনবেন ত শুনুন—নইলে রাণী মাকে গিয়ে বলিগে। রাণীমা পরামর্শ জানবার জন্য আপনাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন।

অভি। বল।

মাধবী। কপাটে কাণ দিয়েছেন ?

অভি। তুমি ঠোঁট দিয়েছ ?

মাধবী। দিয়েছি—

অভি। তবে বল।

মাধবী। অভিরাম ভাই-রাজাকে বিষ খাইয়েছে।

অভি। কে বললে ?

মাধবী। যে সব লোক রাজকুমারের সঙ্গে গিয়েছিল, তারা সব্‌ সাক্ষী দিয়েছে। তাদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে চাকরটা রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে গভীর বনে ঢুকে গিয়েছিল। যখন বেরিয়ে এল—তখন ভাই-রাজা একেবারে উন্মাদ—

অভি। বটে!

মাধবী। বিষ খাইয়েই অভিরাম পলাতক।

অভি। বিষ খাইয়েছে জানলে কি ক'রে ?

মাধবী। কেউ কেউ তার হাতে বিষ দেখেছে।

অভি। তোমার কি বিশ্বাস হয় ?

মাধবী। কার মনে কি আছে, তা কি ক'রে জানব ? তবে সে যে চালাক, সে সামান্য চাকর হয়ে দু'দিনের ভেতরে মহারাজকে আর ভাই রাজাকে যে ভাবে বশ করেছে, তাতে সে সব করতে পারে।

অভি। তাহ'লে তোমাকেওত সে কতকটা বশ করেছে ?

মাধবী। পোড়া কপাল! আমা[illegible] সে বশ করতে যাবে কেন ?

অভি। তুমিও ত তার সঙ্গে কথা কও।

মাধবী। কথা কইলেই কি বশ হওয়া হ'ল—আমি কি, আর সে কি ? রাণীর মেয়ে নেই—আমিই তাঁর মেয়ে। সকলে আমাকে রাজকুমারী বলেই ডাকে। আর সে সবার ওপর টেক্কা দিয়ে চলে ব'লে, আমি বিরক্ত।

অভি। তাহ'লে এক কাজ করি, অভে শালাকে ধরিয়ে দি!

মাধবী। সে কোথায় আছে জানেন?

অভি। জানি। সে পালাতে না পালাতে তাকে ধ'রে শূলে চাপিয়ে দিই। কি বল মাধবী! চুপ ক'রে রইলে কেন?

মাধবী। আপনিও কি তার ওপর চটা?

অভি। আমি? আমি তাকে আজ মেরে ফেলতে পারলে, কাল অপেক্ষা করি না।

মাধবী। আপনি তার ওপর চটা কেন?

অভি। কেন? বলব মাধবী?

মাধবী। বলুন না!

অভি। বলব? আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।

মাধবী। দূর—এ বামুন ক্ষেপেছে নাকি?

অভি। বল্ মাধবী, অভে শালাকে ফাঁসি দি।

মাধবী। আমি বল্‌তে যাব কেন? সে ভাল মানুষের ছেলে, যথন দোষী কি নাদোষী জানি না—

অভি। ওই! সে শালা তোকেও মজিয়েছে।

মাধবী। আরে গেল, বামুনের আজ হ'ল কি?

অভি। জ্বর হয়েছে মাধবী—

মাধবী। শুধু জ্বর নয়—সান্নিপাত বল।

অভি। তার চেয়েও আর একটু বেশি—প্রেম—প্রেম জ্বর।

মাধবী। দূর বিটলে ভণ্ড তপস্বী বামুন—তুমি এই স্বভাব নিয়ে কঞ্চুকিগিরি কর, এখনি আজ রাণীমাকে বলে দিচ্ছি। তোমাকে আজই রাজবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি—তুমি এ দিকে আমাকে মা মা কর, আর তোমার কি না এই কথা! [প্রস্থান।

অভি। আমারও অপর দিক দিয়া প্রস্থান।

(কঞ্চুকি সহ মাধবীর পুনঃপ্রবেশ)

মাধবী। তাইত এ কি রকম হ'ল?

কঞ্চুকি। আমার ঘরে, আমার নাম ক'রে কে তোমার সঙ্গে রহস্য করলে?

মাধবী। আপনি শিগ্‌গির আসুন। এখনও সে ঘর থেকে বোধ হয় বেরুতে পারেনি।

কঞ্চুকি। কই মা! এই যে দ্বার উন্মুক্ত। আর কি সে এ দেশে থাকে।

মাধবী। কে আমাকে রহস্য ক'রে পালিয়ে গেল!

কঞ্চুকি। তুমি আমাকে মনে ক'রে কোনও কি গুহ্য কথা প্রকাশ করেছ?

মাধবী। করেছি বইকি!

কঞ্চুকি। অভিরামের কথা বলেছ?

মাধবী। বলেছি!

কঞ্চুকি। আমার বোধ হচ্ছে, ও সেই অভিরাম।

মাধবী। কি—সে নীচ জাত হয়ে আমাকে রহস্য করবে?

কঞ্চুকি। অভিরাম নীচ জাতি এ কথা কে বললে?

মাধবী। নীচ জাত নয়?

কঞ্চুকি। অমন বুদ্ধি, অমন বাকপটুতা কি নীচ জাতীয় ভৃত্যের হয়? অভিরাম নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কি কারণে ছদ্মবেশে এখানে ভৃত্যভাবে অবস্থান করছে। রাজা এ কথা বলেছেন। আমিও ওর সঙ্গে আলাপে বুঝে নিয়েছি।

মাধবী। রাজা জানলেন কি করে?

কঞ্চুকি। রাজা সূক্ষ্মদর্শী প্রেমিক—ছদ্মবেশ ধ'রে কেউ কি তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে?

মাধবী। তা হ'লে অভিরাম ভাই রাজাকে বিষ খাওয়ায়নি?

কঞ্চুকি। রাম! রাম! এ নীচ কাজ কি সে করতে পারে? যাও মা! আজ রাত্রের মতন বিশ্রাম করগে, কাল প্রভাতে সমস্ত রহস্যভেদের চেষ্টা করব।

(কঞ্চুকির গৃহ মধ্যে প্রবেশ ও দ্বার রুদ্ধকরণ)

(মাধবীর প্রস্থানোদ্যত, অভিরামের পুনঃপ্রবেশ)

মাধবী। আর দেখুন!

অভি। দেখেছি, বল।

মাধবী। য়্যা—তাইত!

অভি। গীত।

দেখা দিতে এসে আঁখি ফেরালে।
কইতে কথা আসতে পথে থমকে দাঁড়ালে॥
বিম্বাধরে চাপলে গান
লুকিয়ে রাখলে নয়নবাণ
কোন্ হরিণের বিধলেলো প্রাণ কি খেলা ছলে॥

মাধবী। কি তুমি অভিরাম?

অভি। এই দেখতেই পাচ্ছ—তোমাদের ভারবাহী ভৃত্য।

মাধবী। আমার সঙ্গে তুমি এমন করে রহস্য করলে কেন?

অভি। তুমি আমাকে ঘৃণা কর। আজ তাই যাবার সময় একটু শোধ নিলুম।

মাধবী। তুমি যাবে কেন?

অভি। তুমি ঘৃণা কর কেন? ঘৃণা করাও যেমন তোমার ইচ্ছে, চলে যাওয়াও তেমনি আমার ইচ্ছে।

মাধবী। তুমি আমাকে রহস্য করেছ। আমি কাল প্রাতঃকালে রাজার কাছে নালিশ করব। যদি আজ রাত্রেই পালিয়ে যাও, তাহ'লে যথার্থই বুঝব তুমি নীচ ভৃত্য—কাপুরুষ।

অভি। বেশ, কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থেকে যাব।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজার শয়নকক্ষ।

বন্দী ও বন্দিনীগণ।

গীত।

উষার অরুণ সাধিছে সাদরে
চললো কমলিনী ঘুমের ঘোরে॥
ধীরে ধীরে কমল আঁখি খুলে দেখ সই,
লেলো ঘুমে কুমুদিনী জাগলে তুমি কই?
গুঞ্জরিয়া ব্যাকুল অলি কাঁদিছে দুয়ারে।
মরাল পাশে মেলার আশে ঘন ঘন চায়,
গ্রীবা ভঙ্গে তরঙ্গ নাচায়;
কিসলয় চুমে মলয় মৃদু মধুর কয় কত সুরে॥

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

শিব। ভোরের বেলায় সবে মাত্র ঘুমটী এসেছে, অমনি বেসুরো বেতালা—চ্যাঁ ভ্যাঁ—কে তোদের আমার এখানে অত্যাচার করতে পাঠিয়েছে?

১ম ব। মহারাজ!

শিব। ব্যাটা, আস্তে আস্তে। এইত গাধার চীৎকারে আমার কাণের ভেতরে যা—ই খোঁচা মারলে, আবার গিটকিরি দিয়ে —মো কাণে সুড় সুড়ি দাও কেন?

১ম ব। মহারাজ!

শিব। আবার বেটা মহারাজ, আমার অগাধ ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলি!

১ম ব। আজ্ঞে অপরাধ হয়েছে।

শিব। শুধু অপরাধ হয়েছে বল্লেই মনে করেছ সব লেঠা চুকে গেল। কে আছ?

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। (নতমস্তকে) আজ্ঞে মহারাজ!

শিব। আবার মহারাজ!

অভি। আজ্ঞে ভৃত্য চললো। তাই—

শিব। বুঝেছি বুঝেছি—তবে একটু পরে। কিছু থেকে বাপধন, আমার হুকুমটো পালন কর।

অভি। (স্বগত) তাইত আমি চলে যাচ্ছি—একথা আমি ভিন্ন আর ত কেউ জানে না! রাজা জানলেন কেমন করে?

শিব। ভাবতে লাগলে কি? বুঝেছি, এখানে থাকতে তোমার সুবিধা হচ্ছে না। আচ্ছা একটু পরে—আগে আমার হুকুমটো পালন ক'রে।—

অভি। আজ্ঞে তবে হুকুম করুন।

শিব। এই পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠাদের ধ'রে মশানে নিয়ে গিয়ে বধ কর।

অভি। যে আজ্ঞে! আয় পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠারা চলে আয়, তোদের মশানে নিয়ে গিয়ে বধ করি।

সকলে। দোহাই মহারাজ! আজকের মতন মাপ করুন।

অভি। মহারাজ! এরা মাপ চাচ্ছে।

শিব। মাপ্, আজ আর কিছুতেই করছি না।

অভি। মাপ্ আজ আর কিছুতেই হচ্ছে না।

শিব। কিছুতেই না—আমি আমোদ নিদ্রায় সাত জন্মের সুখ স্বপ্ন দেখছিলুম। যখন বেটারা নির্দ্দয় হয়ে তা ভেঙ্গে দিয়েছে, তখন কিছুতেই না।

অভি। দোহাই মহারাজ! আপনি দয়ার অবতার। না বুঝে দাস দাসী দুষ্কর্ম্ম করেছে। তাদের আজকের মতন মাপ্ করুন।

শিব। কিছুতেই নয়। সুর ব্রহ্ম—রাগ রাগিনী বধ আর ব্রহ্মহত্যা দুইই সমান। আমার বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা! নিয়ে যাও, অভিরাম, এখনি নিয়ে যাও, বেটা বেটীদের বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা কর।

অভি। ঠিক বলেছেন—উঃ! আপনার বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা! চল্ বেটা বেটীরে তোদের বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করি।

শিব। ক্ষমা যদি করি ত আর একদিন করব—আজ তোদের শাস্তি নিতেই হবে।

অভি। আজ শাস্তি তোদের নিতেই হবে। মহারাজ কাল এদের ক্ষমা করবেন।

শিব। বেশ, কাল যদি তোদের গান শুনতে ভাল লাগে, তাহ'লে ক্ষমা করব।

অভি। বস্—এখন চল্ বেটা বেটীরে তোদের মশানে নিয়ে বধ করি।

১ম ব। মহারাজ! আজ যদি প্রাণই গেল—

অভি। চোপ্ চোপ্—ফের কথা কইবি ত এইখানেই তোদের বধ করব।

শিব। ওরা আবার গোল করে কেন?

অভি। বেটারা পালাবার চেষ্টা করছে।

শিব। পিছমোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে যাও।

অভি। চল্—পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠারা—তোদের পিছমোড়া ক'রে বেঁধে নিয়ে যাই। তাহ'লে আমার তল্পীটে ধরবে কে?

(মাধবীর প্রবেশ)

শিব। মাধবী—মাধবী—অভিরামের তল্পী ধর্—

মাধবী। সে কি মহারাজ? আমি আপনার কন্যা, আমার নিজের কত দাসী—আমি একটা চাকরের তল্পী ধরব!

অভি। রাজার কথা অমান্য,—আগে তল্পী ধর, তার পর বিচার। (তল্পীদান) মহারাজ ফেলে দিচ্ছে—ফেলে দিচ্ছে—

শিব। হাঁ হাঁ ধরে থাক—ধরে থাক—আচ্ছা তুমি না পার আমায় দাও।

মাধবী। না মহারাজ, আমিই রাখছি।

শিব। বেশ্।

অভি। আয় তবে পাপিষ্ঠ পাপিষ্ঠারা, তোদের এই বারে মশানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করি।

(বন্দীও বন্দিনীগণের ক্রন্দন)

মাধবী। কি হয়েছে—কি হয়েছে! ওরা কাঁদছে কেন পিতা?

অভি। মহারাজ! এই মেয়েটা জিজ্ঞাসা করছে, "কি হয়েছে?"

শিব। আচ্ছা, যখন জিজ্ঞাসা করছে, তখন উত্তর দিতে পার।

অভি। মহারাজ এদের বধ করতে হুকুম দিয়েছেন। আমি এদের মশানে নিয়ে যাচ্ছি, তাই এরা চেঁচাচ্ছে।

মাধবী। ওদের কি অপরাধ মহারাজ?

অভি। শুনলেন মহারাজ, শুনলেন? এ আপনার কাছে কাজের কৈফিয়ৎ নিতে চায়।

শিব। তাতে কি বোঝাল?

অভি। অর্থাৎ ওই যেন রাজা, আর আপনি যেন ওর তাঁবেদার।

শিব। তাইত! এ বেটীর এত বড় আস্পর্দ্ধা!

অভি। এই ভাবটা যেন বোঝালে, আপনি যেন নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, নিথর, নির্দ্দয়, নির্ব্বুদ্ধি। আপনি যেন এতকাল বিনা অপরাধেই মানুষ মেরে আসছেন।

শিব। ঠিক বলেছ, এই ভাবই ও বুঝিয়েছে।

অভি। মহারাজ এর শাস্তি।

শিব। আচ্ছা ওকেও বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও—নিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ কর।

অভি। নে চল, তোকেও বধ্য ভূমিতে নিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ করি।

১ম ব। মহারাজ! কাল আমাদের গান শুনে মাপ করবেন বলেছেন, আজ যদি প্রাণই গেল, তাহ'লে কালকে মাপ করলে আমাদের কি লাভ মহারাজ?

মাধবী। মহারাজ, অধীনী কন্যার একটা নিবেদন আছে।

শিব। অভিরাম! অধিনী কন্যার একটা নিবেদন আছে, সেটা শুনা কর্ত্তব্য?

অভি। অবশ্যকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মুণ্ড গেলে যখন ও আর বলতে পারবে না।

শিব। আচ্ছা বল, তোমার কি আবেদন আছে।

মাধবী। যে লোক আপনাকে মিথ্যাবাদী ক'রে নরকে পাঠাবার চেষ্টা করে, তার কি শাস্তি?

শিব। যে আমাকে নরকে পাঠাতে চায়?

মাধবী। হাঁ মহারাজ, যে আপনাকে নরকে পাঠাতে চায়!

শিব। এমন লোকও রাজ্যে আছে?

মাধবী। আছে কি না আছে সে পরে দেখিয়ে দেব, এখন তার শাস্তিটে কি বলুন?

শিব। তাকে দেখতে পেলেই শূলে নিয়ে দিই।

মাধবী। কাল আপনি এদের গান শুনে ক্ষমা করতে চেয়েছেন?

শিব। চেয়েছি।

মাধবী। আর আজ তাদের মুণ্ড নিতে হুকুম দিচ্ছেন। আজ যদি ওদের মুণ্ড যায়, তাহলে কাল ওদের ক্ষমা করবেন কি করে?

শিব। তাইত অভিরাম! আজ যদি ওরা মরে যায় কাল ওদের ক্ষমা করব কি করে?

অভি। তাইত—কি করে? কি ক'রে?

মাধবী। তাহ'লে ত আপনাকে মিথ্যাবাদী হতে হল! মিথ্যাবাদী নরকে যায়। তাহ'লে দেখুন এই লোকটা আপনাকে নরকে দিতে চা'চ্ছিল।

শিব। ঠিক বলেছ, ওর এত বড় আস্পর্দ্ধা আমাকে নরকে দিতে চায়। ওকে এখনি বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাও।

মাধবী। চল, বধ্য ভূমিতে চল। তোমাকে শূলে দিয়ে আসি।

অভি। মহারাজ?

শিব। আবার কথা কয়—আমাকে নরকে দিতে চাস?

মাধবী। আবার কথা কয়—চল বধ্য-ভূমিতে চল!

অভি। এর শাস্তি কি মাপ হয়ে গেল?

শিব। কারও মাপ হবে না।

অভি। তাহ'লে কে কাকে নিয়ে যাবে?

শিব। যে যাকে পারবে, সে তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু মনে রেখো, তোমার মুণ্ডচ্ছেদ—আর তোমার শূল।

অভি। মহারাজ। অধীনের আর একটা নিবেদন আছে।

মাধবী। মহারাজ! এই অধীনীর আর একটা নিবেদন আছে।

শিব। কি কর্ত্তব্য?

মাধবী। শোনা কর্ত্তব্য।

শিব। বেশ, বলতে পার।

অভি। আজ্ঞে আপনি সত্যবাদী—যখন শূল দেবেন বলেছেন, তখন শূল আমার হবেই।

শিব। তাতে আর সন্দেহ নেই।

অভি। কিন্তু কি শূল দেবেন, তা আমাকে বলেন নি।

শিব। না তা বলিনি—কি বল মাধবী?

মাধবী। না মহারাজ, তা বলেন নি।

শিব। কি বলিস্, কালোয়াত কালোয়াত-নীরে?

সকলে। না মহারাজ, তা বলেন নি।

অভি। শূল কিন্তু অনেক রকম আছে, লোহার শূল, শিরঃশূল, অম্লশূল, চক্ষুশূল—

শিব। তা আছে, কি বল মাধবী? চুপ করলে হবে না, উত্তর দিতে হবে।

মাধবী। তা আছে।

শিব। কি বলহে তোমরা?

সকলে। আজ্ঞে মহারাজ, তা আছে।

অভি। তাহলে যে শূল আমি পছন্দ করি, সেই শূল অধীনকে দিতে অনুমতি করুন।

শিব। বেশ নাম কর।

অভি। এই ছুঁড়ী বদমাইসের ধাড়ী—মুখখানা যেন কেলে হাঁড়ী—এই আমার চক্ষুশূল।

শিব। (হাস্য) ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে—অভিরামকে সবাই মিলে চক্ষু শূল দিয়ে দাও।

মাধবী। মহারাজ! মহারাজ! অধীনীর কথা—

শিব। আর না—আর না—চক্ষুশূল দিয়ে দাও—চক্ষুশূল দিয়ে দাও।

(বন্দিনীগণের গীত)

আহা মিলে যাও মিলে যাও।
নিরুপায়ে ঘটল এ দায়, কেন আর এদিক ওদিক চাও॥
কঠোর প্রেমে পড়েছো বাঁধা,
সমান সমান খায়নাকো মিল দুনিয়ার এইটি ত ধাঁধা।
এখন কাছে এসো প্রেমিক দুটী, ছেড়ে দিয়ে
খুটি নাটি ভীরকুটী,
মদনকে মেরে লাঠী দাঁতকপাটী লাগিয়ে দাও॥

শিব। তোরা সব বড়ই ভয় পেয়েছিস না?

১ম ব। আজ্ঞে মহারাজ। তা কেন—

অভি। বল ব্যাটা বড় ভয় পেয়েছিলুম।

১ম ব। আজ্ঞে বড় ভয় পেয়েছিলুম।

মাধবী। এখনও ওদের বুক টিপ টিপ করছে।

শিব। হাঁ, তাই বল—আচ্ছা যা। ওমা মাধবী! এই ভৃত্যের ওল্লীগী তুমি চিরকাল বহন কর। আর সেই আনন্দের ফলস্বরূপ এদের এক জনের বুকে দশ সের করে সোণার বাট চাপিয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণাগৃহ।

কঞ্চুকি ও সহচরগণ।

কঞ্চুকি। তোমরা ঠিক দেখেছ?

১ম সহ। আমরা সবাই মিলে দেখছি।

কঞ্চুকি। কেমন হে এ কথা ঠিক ত?

সকলে। আজ্ঞে ঠিক।

১ম সহ। ওর একটা এদিক ওদিক নেই? অভে তাঁকে ধ'রে বনের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল?

২য় সহ। তারপর একটা ঝোপের ভেতর নিয়ে গিয়ে ঢক ঢক ক'রে বিষ খাইয়ে দিয়েছিল।

কঞ্চুকি। বিষ তোমরা জানলে কি ক'রে?

১ম সহ। আজ্ঞে কড়া গন্ধে। যেমন বেটা কৌটোর মুখটো খুলেছে, অমনি ভরভর ক'রে চারিদিকে গন্ধ ছুটে গেছে।

কঞ্চুকি। এই না বললে তোমরা শীকারে ব্যস্ত ছিলে?

১ম সহ। আজ্ঞে শিকারও করছিলুম গন্ধও শুঁকছিলুম।

২য়। আমি নাকে কাপড় বেঁধে শিকার করতে লেগে গেলুম।

কঞ্চুকি। বিষই যদি জানলে ত রাজকুমারকে তার সঙ্গে যেতে দিলে কেন?

১ম সহ। আজ্ঞে বিষ খাওয়াবে জানলে কি আর যেতে দিতুম?

২য় সহ। তাহ'লে আমরা রাজকুমারের কোমর ধ'রে টেনে থাকতুম।

কঞ্চুকি। তা রাজকুমার কি বিষটে জানতে পারলেন না?

১ম সহ। পাগল হয়ে গেলেন, তা জানবেন কি ক'রে?

কঞ্চুকি। খেতে না খেতেই পাগল হয়ে গেলেন।

সকলে। ছুঁতে ছুঁতেই—

২য় সহ। একেবারে উন্মাদ।

কঞ্চুকি। উঁহু! একথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

১ম সহ। কেমন ক'রে বিশ্বাস হবে?

২য় সহ। একি বিশ্বাস হবার কথা? আমরা কেউ একথা বিশ্বাস করিনি।

৩য় সহ। অভে বেটা বিষ খাওয়াবে, একি বিশ্বাস হয়?

কঞ্চুকি। আমার বোধ হয় তোমরা কেউ দেখনি।

১ম সহ। তা কেমন ক'রে দেখব, আমাদের কি দেখবার উপায় ছিল! সবাই তখন কি হ'ল কি হ'ল, কি সর্ব্বনাশ হ'ল বলে চোক বুজে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলুম।

২য় সহ। সে নিদারুণ দৃশ্য কি প্রাণ থাকতে দেখা যায়?

কঞ্চুকি। আমার বোধ হয়, তোমরা সকলেই মিথ্যা বলছ।

১ম সহ। আজ্ঞে তা ত বলছিই।

কঞ্চুকি। সর্ব্বৈব মিথ্যা!

২য় সহ। আজ্ঞে সর্ব্বৈব মিথ্যা।

কঞ্চুকি। তা'হ'লে বললে কেন ?

১ম সহ। আজ্ঞে নিরুপায়ে বলতে হল।

২য় সহ। আজ্ঞে, না বললে যে রাজকুমারের প্রাণ যায়।

১ম সহ। না বললে, কবিরাজ রোগের নিদান বুঝতে পারবে কেন ?

কঞ্চুকি। বেশ, রাজাকে তাহ'লে একথা বলি ?

১ম সহ। অবশ্য বলবেন।

২য় সহ। এখনি, কালবিলম্ব করবেন না।

১ম সহ। ওই মহারাজ আসছেন !

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

সকলে। মহারাজ আসছেন—মহারাজ আসছেন !

শিব। কি ব্রাহ্মণ ! এই সকল দিগ্‌বিজয়ী বীর নিয়ে, প্রাতঃকালে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ নাকি ?

কঞ্চুকি। মহারাজ ! রাজকুমার কাল মৃগয়া করতে গিয়ে কিছু চঞ্চলচিত্ত হয়ে এসেছেন।

শিব। বল কি ?

কঞ্চুকি। একটু উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

শিব। কই আমিত একথা শুনিনি !

কঞ্চুকি। আজ্ঞে রাত্রে আর মহারাজকে নিবেদন করবার অবকাশ হয়নি।

শিব। এখন কেমন আছে ?

কঞ্চুকি। এখন বোধ হচ্ছে একটু সুস্থ আছেন, কেননা ভোরের বেলায় তাঁর একটু নিদ্রা এসেছে।

শিব। কারণটা কি অনুমান করেছ ?

কঞ্চুকি। এই এরা আর অভিরাম রাজকুমারের সঙ্গে গিয়েছিল। এরা বলছে, অভিরাম তাঁকে বিষ খাইয়েছে।

শিব। য়্যাঁ বল কি ? অভিরাম ? বিষ ?

কঞ্চুকি। ভয়ঙ্কর বিষ।

১ম সহ। ভয়ঙ্কর—

কঞ্চুকি। এমন ভয়ঙ্কর যে, কৌটো খুলতে না খুলতে রাজকুমার পাগল হয়ে গেছেন।

সকলে। উন্মাদ—উন্মাদ।

শিব। একে ভয়ঙ্কর বিষ, তার ওপরে ? আবার কৌটো !

কঞ্চুকি। আজ্ঞে এরা সব চক্ষে দেখেছে।

শিব। এই সব বীরের চোখের ওপরে !

কঞ্চুকি। কিহে তোমাদের চোখের ওপরে !

১ম সহ। আজ্ঞে মহারাজ ! একেবারে প্রত্যক্ষ।

শিব। কি পাষণ্ড ! তোমাদের সুমুখে একটা চাকরে আমার ছেলেকে বিষ খাওয়ালে !

১ম সহ। আজ্ঞে মহারাজ ! আমরা যে পেছন ফিরে ছিলুম।

শিব। তাই বল, তোমরা দেখনি !

কঞ্চুকি। ওরা একবার বলছে দেখেছি, একবার বলছে দেখিনি।

শিব। বেশ এক কাজ কর—তুমি ওদের একবার করে শূলে দাও, একবার করে তুলে নাও।

সকলে। দোহাই মহারাজ ! দোহাই দয়াময় !

শিব। তাহ'লে বল, অভিরাম বিষ খাওয়ায়নি।

১ম সহ। আজ্ঞে অভিরাম কি বিষ খাওয়াবার লোক ?

২য় সহ। বিষ যে কাকে বলে তা সে জানেই না।

১ম সহ। অভিরাম যখন খাওয়াবে, তখন বিষ কি আর বিষ থাকবে?

শিব। বেশ, তবে মাফ করলুম। যাও ব্রাহ্মণ। এদের নিয়ে গিয়ে, এক একজনের পেটে আধমন করে সন্দেশ ঠেসে দাও।

কঞ্চুকি। বেশ, চল চল—

১ম সহ। চল চল—প্রাণ যায় সেও স্বীকার, মহারাজের আদেশ পালন করবে চল।

[শিববর্ম্মা ব্যতীত সকলে প্রস্থান।

শিব। বিধাতার অনুগ্রহে এ বয়স পর্য্যন্ত ত আমার পূর্ণানন্দে কেটে গেল। এখন জীবনের শেষ কটা দিন এই রকম ক'রে কাটাতে পারলেই এ জীবনটা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ হয়ে যায়।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ!

শিব। কি রাণী?

রাণী। প্রাতঃকালে আপনার এখানে এত গোল হচ্ছিল কেন?

শিব। ও বন্দী বন্দিনীরে স্ফূর্ত্তি ক'রে গান করছিল।

রাণী। ও বাবা! ওকি গান! সারারাত আমার ছেলে ঘুমোয় নি। কত সুশ্রূষায় ভোর বেলায় একটু তার নিদ্রা এসেছিল, তা আপনার বন্দীর গানে কিনা সর্ব্বনাশ করলে! গানের ধমকে বাছা আমার কিনা ঘুমুতে ঘুমুতে আঁতকে উঠে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়েছে!

শিব। তা তো পড়বেই। বাটুল রাগ, খোঁচা রাগিণী, আর কোঁৎকা তাল। ছেলের ঘুমন্ত প্রাণে যেই চিপ করে লেগেছে, অমনি আঁৎকে উঠেছে।

রাণী। এমন কাজ আর করবেন না মহারাজ! ভাল গান গাইতে না পারে, ত তাদের বিদেয় দিন। নইলে কোন দিন ছেলে আমার বিছানা থেকে পড়ে মারা যাবে।

শিব। বিদেয় বলছ কি রাণী! তাদের একেবারে শূলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলুম। কিন্তু কথার মার পেঁচে কিছু গোলমাল হয়ে গেল বলে, কিছু ঘুস দিয়ে সব বেটা বেটীদের ছেড়ে দিতে হয়েছে।

রাণী। তা বেশ করেছেন, আর যেন তাদের দিয়ে গান করাবেন না।

শিব। এত অনুরোধ করছ, ব্যাপারটা কি বল দেখি রাণী?

রাণী। ব্যাপার আর কি! ছেলের এ গান ভাল লাগছে না।

শিব। এমন গান ভাল লাগছে না! তাহ'লে বলি, আজ প্রভাতের সঙ্গীত সুর লয়ে আমার কর্ণে এতই মধুর লেগেছে যে, জীবনে এমন গান কখন শুনিনি।

রাণী। তা না শোনেন, আর শুনবেন না। ছেলে বলে আর যদি এমন গান কখন শুনি, তাহলে বাড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাব।

শিব। বল কি রাণী?

রাণী। উঠে অবধি সে মাথা গুঁজে বসে আছে, আমি তাকে কত বললুম, তবু সে উঠল না। সে বলে, "আগে গানের পাট বাড়ী থেকে তুলে দাও, তবে উঠব।"

শিব। ছেলে নিজে কিছু গান টান গাইছে?

রাণী। আজ্ঞে মহারাজ, মাথা গুঁজে গুন গুন করছে।

শিব। হুঁ! তাই বল।

রাণী। ব্যাপার কি মহারাজ?

শিব। হুঁ—মাধবী!

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। মহারাজ!

শিব। চেষ্টা ক'রে শুনে এস দেখি, রাজকুমার কি গান গাইছে।

মাধবী। শুনে এসেছি মহারাজ!

শিব। বলতে পার?

মাধবী। আজ্ঞে মহারাজ, দুটী ছত্র তার আয়ত্ত করেছি।

শিব। বেশ তাই বল।

মাধবী। শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা তুমি পূর্ণিমার শশী।

বল্‌লো কুমুদী, জানিস যদি, কেন তোরে আমি ভালবাসি।

শিব। সুরে, মাধবী সুরে—

মাধবী। কিছুইত সুর পাইনি মহারাজ!

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। আজ্ঞে মহারাজ! আমি শোনাচ্ছি। আমি শোনাচ্ছি।

(বিকৃতস্বরে) শত প্রেমিকার ইত্যাদি।)

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। পাষণ্ড-নরাধম-নিষ্ঠুর অভে! এখনি আমি তোকে হত্যা করব। এই বিশ্ববিমোহন সঙ্গীতের যদি এই রকম ক'রে অপমান করবি, তাহ'লে এখনি আমি তোকে হত্যা করব।

শিব। কে আছ, রাজকুমারকে বন্দী ক'রে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। দোহাই মহারাজ! একে ছেলে বিষপানে উন্মত্ত হয়েছে, এই নিষ্ঠুরই তাকে বিষ খাইয়েছে—দোহাই, পুত্রের প্রতি আপনিও নিষ্ঠুর হবেন না।

শিব। গৃহান্তরে নিয়ে যাও—

মাধবী। চলুন দাদা, আমরা অন্ত গৃহে যাই।

পুণ্ড। কিন্তু সাবধান অভিরাম! দেব সঙ্গীতের আর কখনও এমন অপমান ক'র না। দ্বিতীয়বার এ কার্য্য করলে, হয় তুমি যাবে, নয় আমি যাব। দু'জন একসঙ্গে এ ধরণীতে থাকতে পারবে না।

মাধবী। চলুন, এখন চলুন।

[মাধবী ও পুণ্ডরীকের প্রস্থান।

রাণী। কি গুণে এ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে এত অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন মহারাজ?

অভি। শুধু কি যেমন তেমন অনুগ্রহ রাণী মা! আপনার আসবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এই ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তাকে আপনার প্রিয় কন্যা মাধবীকে দান করে ফেলেছেন।

রাণী। হ্যাঁ!

শিব। কে আছ? রাণীকে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। আমার মাধবীকে ভৃত্যের হাতে সঁপে দেওয়া হল?

শিব। কে আছ! রাণীকে গৃহান্তরে নিয়ে যাও।

রাণী। আর কারও নিয়ে যাবার দরকার কি, আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। মহারাজ! এ রকম ক'রে দগ্ধে মারার চেয়ে আমার পুত্র কন্যা আর আমাকে একেবারে হত্যা করে ফেলুন।

শিব। পরে বিবেচ্য—এখন চলে যাও।

রাণী। কোথা থেকে এ সর্ব্বনেশে চাকর এল! এ সবাইকে পাগল করবে।

[প্রস্থান।

শিব। এ বিষ কি কাণ দিয়েই ঢুকলো অভিরাম?

অভি। আজ্ঞে মহারাজ! আপনি অন্তর্যামী দেবতা, আপনার অনুমান কি মিথ্যা হয়! বন-পথে চলতে চলতে আমরা এমন এক অপূর্ব্ব

সঙ্গীত শুনতে পেয়েছিলুম যে, মনুষ্য জীবনে কেউ কখন সেরূপ সঙ্গীত শুনেছে কি না বলতে পারি না। অপ্সরাসঙ্গীত জ্ঞানে রাজকুমার উন্মত্তের মত সেই সঙ্গীতের অন্বেষণে ছুটে গিয়েছিলেন। আমি শত চেষ্টাতেও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারিনি। তারপরই তাঁর এই দশা।

শিব। তোমার কি মনে হয়, সে কিছু দেখতে পেয়েছে—গানের গোড়া কি ধরা পড়েছে ?

অভি। বেদেনীর বন, সেখানে আর কি আছে, তা রাজকুমার দেখতে পাবেন ? গানের গোড়া ত এক বেদিনীর মালঞ্চ।

শিব। অভিরাম! শুনেছি কেরল রাজকুমারী শৈশবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তার সংবাদ আর কখন কোথাও কি শুনতে পেয়েছ ?

অভি। আপনি এসব কথা'ও জেনে রেখেছেন ?

শিব। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

অভি। আজ্ঞে গরীব ভৃত্য আমি, কি জানি কি পূর্ব্বজন্মের পুণ্যে আপনার কাছে স্বপ্নের অগোচর অনুগ্রহ লাভ করেছি। আমি এ সকল কথা কি জানব মহারাজ ?

শিব। তার অন্বেষণে এক কেরল রাজকুমার বহুকাল থেকে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে, তার কোন সংবাদ জান ?

অভি। (স্বগতঃ) একি শুনছি, ইনি কি সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান ? নতুবা এসব রোমহর্ষণ কথা আমাকে শোনাবার প্রয়োজন ?

শিব। কি ভাবছ ?

অভি। আজ্ঞে আমি কি জানব ?

শিব। জান না ত ? তা হ'লেই হ'ল। আমি নিশ্চিন্ত হই।

অভি। কেন মহারাজ!

শিব। মাধবীটী কি জান ?

অভি। ওই কেরল রাজকুমারী নাকি ?

শিব। তোমার কি বোধ হয় ?

অভি। মহারাজ অনুমতি করুন, বিদেয় হই।

শিব। কেন হে! এরই মধ্যে বিদেয় কেন ? তোমাকে অমন সুলক্ষণা কন্যা দান করলুম, একটু নিকটে থাক, কৃতজ্ঞ হও।

অভি। মহারাজ! কিয়ৎক্ষণের জন্য অধীনকে অবকাশ দিন, আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।

শিব। মিথ্যা কথা। তুমি গেলে আর ফিরবে না।

অভি। ফিরব না কেন মহারাজ ?

শিব। তুমি আত্মহত্যা করবে।

অভি। অন্তর্য্যামিন্। রক্ষা করুন—অজ্ঞানে মহাপাপ করেছি—মাধবী আমার—আমার—

শিব। ভগিনী নয়, ভয় নেই—ওঠ। কেরল রাজকুমারী জ্ঞানে মাধবীকে পালন করেছিলুম। কিন্তু অনুসন্ধানে জেনেছি তা নয়, মাধবীও রাজকুমারী, কিন্তু কেরলের নয়। অন্য পরিচয় তার জানবার প্রয়োজন নেই, জেনে লাভও নেই। মাধবী এখন আমার কন্যা। ওঠ মাধবেন্দ্র। কেরল রাজকুমারীর সন্ধান কর।

অভি। সবই যখন জানেন প্রভু, তখন আমার পিতৃব্য মহারাজ কেরলপতিরও সন্ধান আপনি জানেন।

শিব। সে পরের কথা—আগে রাজকুমারীর সন্ধান কর।

অভি। যথা আজ্ঞা।

শিব। বেশ, চল আগে দেওয়ানকে তিরস্কার ক'রে আসি।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

মানবেন্দ্র।

মান। বড়ই সমস্যায় পড়েছি! এমন সমস্যায় পড়ব জানলে, কখন কি এ কুহকময় রাজ্যে প্রবেশ করি। রাজ্যচ্যুত হবার পর কেরল ত্যাগ করে যখন দেশে দেশে ভিখারীর বেশে ভ্রমণ করেছিলুম, তখন যে আমি এর চেয়ে শত গুণে ভাল ছিলুম! এখানে এখন আমি রাজার স্নেহে বন্দী। এ বন্দিত্ব থেকে কখন যে মুক্ত হ'তে পারব, তার ত আশা দেখছি না। প্রাণময়ী সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু-শয্যায় দত্ত উপহার, আমি উত্তাল তরঙ্গসমাকুল সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করে চলে এসেছি। জানি সে নেই, মানব বুদ্ধি বলে—সে কিছুতেই থাকতে পারে না, তবু আশা কাণে এসে রোজ বলে যেন সে বেঁচে আছে! থাকলেও তাকে ফিরে পাবার আর ত আমি কোনও উপায় করতে পারলুম না! আমি এখানে রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করছি, আর সে হয়ত ভিখারিণী—পরের অনুগ্রহ-প্রার্থী হয়ে, হয়ত কোন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বাস করছে। এক একবার মনে করি ভাববো না, কিন্তু চিন্তা যখন একবার মনের ভিতরে জেগে ওঠে, তখনই প্রাণে সহস্র বৃশ্চিকের জ্বালা অনুভব করি।

(শিববর্ম্মা ও অভিরামের প্রবেশ)

শিব। হাঁ দেওয়ান।

মান। কেন মহারাজ?

শিব। রাজ্যের সমস্ত ভার, সংসারের সমস্ত ভার তোমার হাতে দিয়েও যদি নিশ্চিন্ত হ'তে না পারলুম, তবে তোমাকে দেওয়ান করলুম কেন?

মান। অধীন কি এমন কাজ করেছে যে, মহারাজকে তার জন্ম চিন্তিত হ'তে হয়েছে?

শিব। কি কাজ করেছ, নিজে বল।

মান। কই, আমিত কিন্তু বুঝতে পারছি না মহারাজ!

শিব। তুমি কি কেরলরাজের মত আমাকে নির্ব্বোধ মনে করেছ যে, দেওয়ানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে, শেষে তার মতন তোমার কূট-বুদ্ধিতে আমি বৃদ্ধ বয়সে পথের ভিখারী হব?

মান। তিরস্কার না ক'রে, কি করেছি বলুন।

শিব। আমার একমাত্র বংশধর, বৃদ্ধ বয়সের পুত্র, তাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছ, আর কি করবে?

মান। ষড়যন্ত্র করেছি?

শিব। নির্ব্বুদ্ধির মতন অবাক হয়ে থাকলেই মনে করেছ, আমি তোমার ব্যবহার ভুলে যাব? কেরলরাজের ভাগ্যে একটা ভাইপো ছিল, তাই তার রাজ্যটার উদ্ধার হয়েছে। আমার ত আর কেউ নেই যে, তোমার গ্রাস থেকে আমার রাজ্যটার উদ্ধার করবে।

মান। (স্বগতঃ) ভগবান লাঞ্ছনার ভেতরেও এক শুভ সংবাদ আমাকে দান করলেন।—মহারাজ! ষড়যন্ত্র মনে করেন ত এখনি আমাকে হত্যা করুন, নইলে এই ভৃত্যের সম্মুখে আমাকে অপমানিত করবেন না!

শিব। এখন আর ও ভৃত্য নয়, ও আমার জামতা, আমি ওকে কন্যা মাধবীকে দান করেছি।

মান। আপনার কন্যা আপনি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন, কিন্তু আমি ওকে সামান্য ভৃত্য বলেই জানি।

শিব। তুমি জানলেইত আর ও ভৃত্য হ'তে পারে না। তোমার বদলে আমি ওকে দেওয়ান করব।

মান। তা'হ'লে বিলম্ব কেন, এখনি গ্রহণ করুন।

শিব। পোষাক ছেড়ে দাও। অনেক টাকা ব্যয় ক'রে কাল তোমার পোষাক করে দিয়েছি। (মানবেন্দ্রের গাত্র বস্ত্র উন্মোচন) —নাও অভিরাম, মন্ত্রীর পোষাক পর।

অভি। বলেন কি মহারাজ? আমি কাক —ময়ুর পুচ্ছে সাজলে, আমার দুকুল যাবে যে! আমি দেওয়ানজীকে দেবতা বলে জ্ঞান করি।

শিব। নেবে না?

অভি। ক্ষমা করুন মহারাজ।

শিব। নাও, তবে তুমি ফিরিয়ে নাও!

মান। আজ্ঞে মহারাজ! আমিও আর গ্রহণ করব না।

শিব। বেশ, তবে আমারই কাঁধে থাক্। আমি রাজা, আমিই মন্ত্রী।

মান। এখন আমার অপরাধ কি বলুন?

শিব। আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে আমার ছেলেকে মৃগয়ায় পাঠিয়েছিলে কেন?

মান। আপনি কিছু জানতে চান না, শুনতে চান না ব'লে বলিনি।

শিব। তারপর ছেলে যে মৃগয়ায় গিয়ে পাগল হয়ে এল তার কি?

মান। পাগল হয়ে এল?

শিব। এস—পথে এস। এখন বল তুমি ষড়যন্ত্র করেছ কি না?

মান। কি হয়েছে খুলে বলুন, আমি ভাল বুঝতে পারলুম না।

শিব। কি, তুমি আমাকে কি হেঁজিপেঁজি রাজা পেলে যে, আমি যার তার কাছে কৈফিয়ৎ দেব। আগে পোষাক নাও, দে[illegible], তবে আবার শুনতে পাবে।

মান। মহারাজ! এ[illegible] আপনাকে চিনতে পারলুম না।

অভি। তবে পারবে কে?

শিব। পোষাক নাও।

মান। না মহারাজ! আর ও ভার আমাকে দেবেন না। আমি আপনার আসবার আগে অবসর গ্রহণের চিন্তা করছিলুম। রাজকুমারকে বড়ই স্নেহ করি বলে জিজ্ঞাসা করছি, নইলে করতুম না।

শিব। আর যখন অবসরই নেবে, তখন আর মিছে স্নেহ দেখিয়ে দরকার কি? চল অভিরাম, আমরা চলে যাই।

অভি। দেওয়ানজী পোষাকটা নিন্।

মান। আচ্ছা দিন।

শিব। ভাই! ছেলেটা মৃগয়া করতে গিয়ে কি একটা গান শুনে পাগল হয়ে এসেছে।

মান। তা বেশ হয়েছে। তা রাজকুমারের বিবাহযোগ্য যখন বয়স হ'ল, তখন তার বিবাহ দিন।

শিব। বিবাহ কি আমি দেবো?

মান। বেশ তার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আপনি একি করলেন? মাধবীকে আ[illegible] ভৃত্যের হাতে স'পে দিলেন কি?

শিব। সেটা এক রকম গোলমালে হয়ে গেছে। তাই ত তোমাকে ছেলের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি। সেটাতেও গোল হবে?

মান। আমি যে তার জন্য পাত্রের অনুসন্ধানে রাজ্যে রাজ্যে ভাট পাঠিয়েছি!

শিব। আর ভাই! দেরি সইল না।

মান। দেরি সইল না কি, মহারাজ?

শিব। মাধবী কালরাত্রে এই চাকরটার সঙ্গে প্রেম জাতীয় কথান্তর করেছে।

অভি। দোহাই মহারাজ! এ নিষ্ঠুর কথা বলবেন না।

মান। বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য!—

শিব। আহা যেতে দাও—যুবক যুবতী—চাঁদিনী রাত—মলয় বাত—সাত খুন মাপ্। তার ওপর ও এখন আমার জামাতা।

মান। তা ও আপনার জামাতাই হোক, আর যাই হোক, ও যেন আর আমার কাছে না আসে। যখন আসবেন, তখন অন্য কাউকে আপনার সঙ্গে আনবেন। ওই বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে যদি আনেন, তখনই আপনার চাকরী ছেড়ে দেব।

অভি। নাই বা রইলুম—এখন আমি জামাই, আমার অভিমান নেই?

শিব। বাইরে, বাইরে—অপেক্ষা—অপেক্ষা—

অভি। অপেক্ষা—কেন, কিসের জন্য? আমি আমার প্রাণেশ্বরী মাধবীর কাছে চল্লুম। তাকে নিয়ে আমি আর কোন রাজার খানসামাগিরি করব—

[প্রস্থান।

মান। রাম! রাম! কি করলেন মহারাজ!

শিব। সে ত চুকে গেছে, এখন ছেলের কি করবে বল।

মান। বেশ, সুন্দরী রাজকন্যার সন্ধানে চারিদিকে ভাট পাঠাই।

শিব। ভাট পাঠিয়ে সন্ধান নিয়ে, তবে ছেলের বিয়ে দেবে?

মান। তা না হ'লে মেয়ে পাব কোথায়?

শিব। মেয়ে পাওয়া পাওয়ি বুঝি না, ছেলের বিয়ে দাও।

মান। আচ্ছা, দু'দিন অপেক্ষা করুন।

শিব। অপেক্ষা এক দণ্ডও নয়।

মান। সে কি! এখনি?

শিব। এখনি—কাল বিলম্ব নয়।

মান। সূর্য্যাস্তের অপেক্ষা পর্য্যন্ত নয়?

শিব। সূর্য্য অস্ত যেতে যেতে ছেলেও আমার অস্ত যাবে।

মান। তাহ'লে আপনি দেখুন মহারাজ, আমার কর্ম্ম নয়।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। মহারাজ! ভাই রাজা কিছু খাচ্ছেন না। ক্রমে চোক বুজে নেতিয়ে পড়েছেন।

মান। হায় হায়! এই মেয়েটাকে আপনি ভৃত্যের হাতে সঁপে দিলেন?

শিব। তাহ'লে আমার ছেলে মরে যাও-য়াই তোমার সাব্যস্ত?

মান। কি করব, রাজপুত্রবধূ কি মুখের কথা খসাতে খসাতেই পাওয়া যায়?

শিব। পাওয়া যায় না?

মান। ওঃ! আপনি কি নিষ্ঠুর!

শিব। পাওয়া যায় না?

মান। মেয়েটাকে একটা চাকরকে দিয়েছেন, ছেলেটাকে একটা চাকরাণীকে দেবেন নাকি?

মাধবী। মহারাজ?

শিব। পাওয়া যায় কি না যায় বল?

মান। আমার জ্ঞান বুদ্ধিতে ত পাবার সম্ভাবনা দেখছি না।

শিব। বেশ—অভিরাম!

(অভিরামের পুনঃ প্রবেশ)

অভি। মহারাজ!

শিব। এখনি আমার একটা পুত্রবধূ খুঁজে নিয়ে এস।

অভি। যে আজ্ঞে এখনি আনছি মহারাজ।

মান। অভিরাম পুত্রবধূ আনবে কি?

শিব। আমি যখন বলছি, তখন নিশ্চয় ও পুত্রবধূ আনবে।

অভি। নিশ্চয় আনব মহারাজ!

মান। এই—এই—শুনে যা—শুনে যা!

শিব। নেহি—নেহি—চলা যাও—জলদি পুত্রবধূ লে আও।

[অভিরামের প্রস্থান।

মান। এই নরাধম ফিরে আয়।

শিব। যাও, যাও—আর মা মাধবী তোর ভাইকে খাওয়াবার জোগাড় করি।

[প্রস্থান।

মান। কে আছিস্? (প্রহরীর প্রবেশ) শিগগির ওই বেল্লিক বেটাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আয়।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

বেদিনীগণ।

গীত।

গোয়ালিনী লো শ্যাম যে এখন হয়েছে রাজা।
সে আর ভাঙ্গবে নাকো দুধের কেঁড়ে,
খাবে নাকো সর ভাজা।
সাধের বেণু বেচে কাণু ধণু ধরেছে,
সঙ্গোপনে বেদের বনে হরিণ মেরেছে;
আমরা (তাই) বেচতে এসেছি হাটে,
দেখি কাটে কিনা কাটে।
সূর্য্যি না বসতে পাটে কিনে নিয়ে যা।
সাধের ননী সিকেয় তোল্, করবি যদি গরম ঝোল্
বিকিয়ে যায় চট্ ক'রে আর এখনো তাজা॥

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। যে বেটীদের বনে গিয়ে আমাদের নাকালের একশেষ, সেই বেটীরেই আসছে না? তাইত, বেটীরে এখানে পর্য্যন্ত আমাদের পিছন পিছন ধাওয়া করলে নাকি? যাই হ'ক, সুবিধে হয়েছে! বনে বেটীরে আমাদের বোকা বানিয়েছে, আমি এখানে বেটীদের নিয়ে একটু মজা করি। এদিকে মজা, ওদিকে একটা সমস্যার মীমাংসা। মহারাজ কি উদ্দেশ্যে আমাকে রাজ-পুত্রবধূ আনবার ভার দিলেন বুঝতে পারলুম না। রাজাও আদেশ করলেন, আমিও অমনি চলে এলুম। আমিত বুঝেছি রহস্য—রাজাও কি বুঝে রহস্য করেছেন? অথবা এ কোন দৈবলীলা! এই অল্প সময়ের মধ্যে এ অঘটন কেউ কি ঘটাতে পারে? বিধাতা পারে কিনা জানি না, মানুষে ত পারে না। তবে যদি কোন গন্ধর্ব্বকুমারী, কি অপসরকুমারী মন বুঝে রাজপুত্রবধূরূপে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে, তবেই যদি হয়। তাহ'লে একটু মজাই করা যাক্—একটা বেদিনীকে ধ'রে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক্। আনন্দময় রাজাকে একটু হাঙ্গামে ফেলা যাক্। বেদিনী বেটী আর কি বুঝবে, লাভের মধ্যে তার কিছু অর্থ প্রাপ্তি হয়ে যাবে।

(প্রহরীগণের প্রবেশ)

প্র গণ। হারে রে রে।—এই উধির যাও—উধির যাও—

১ম বে। কেন যাবরে?

১ম প্র। রাস্তা ছোড়কে খাড়া হও। হারে রে রে—

অভি। আরে মর, এবেটারা মাঝখান থেকে হারে রে রে করে উপস্থিত হল কেন?

১ম বে। তোর কি কেনা রাস্তা জান্‌রে, তোর হুকুমে রাস্তা ছেড়িয়ে দেব।

১ম প্র। আলবৎ ছোড়্তে হোবে, হামরা বেল্লিক বেটাকো গ্রেপতার করতে

চলিয়েছে। যো আদমি সড়কপর খাড়া হোবে, উস্‌কো হামলোগ ঠেলিয়ে ফেলিয়ে চলিয়ে যাবে—হাঁ।

১ম বে। কই যা দেখি বেটা—মোরা রাম রাজার মুলুকে বাস করছি, তা জানিস ?

১ম প্র। কেয়া !

অভি। আরে ক্যা হুয়া তেওয়ারী ভাই ?

১ম। এই যে অভিরাম ভাই আছ। দেওয়ানজী মহারাজ বেল্লিক বেটাকে গ্রেপ্তার হুকুম করিয়েছে। হামলোক উ বেটাকে পাকড়াতে চলিয়েছি।

অভি। এ ত দেখছি, দেওয়ানজী আমাকেই ধরতে পাঠিয়েছে! আহাম্মোক বেটারা গোলমাল করে ফেলেছে। ভারি সুবিধে হয়েছে। এরে বেদিনী ছুঁড়ীরে! পথ ছাড়।

১ম বে। মোরা রাণীর হুকুম না হ'লে পথ ছাড়বোনি।

অভি। আবার তোদের রাণী কেরে ?

১ম বে। রাণী পেছিয়ে আছে, যখন আসবে তখন দেখবি।

অভি। তাহ'লে তেওয়ারি ভাই, তোমরা পাস কাটিয়েই চলে যাও।

১ম প্র। কেয়া! তবে কি হামলোগ রাস্তা ছোড়েগা ?—কেয়া! এইও ভাগো।

১ম বে। কেয়া! তবে কি হামলোগ রাস্তা ছোড়েগা ?

অভি। এ পাঁড়ে ভাই, এ মেয়া লোককে সাথ কেজিয়া করণেসে কুছ লাফা নেই। ধারি হোকে চলিয়ে। দেরি হোনেসে বেল্লিক বেটা ভাগ্‌ যাগা।

সকলে। চলিয়ে—চলিয়ে।

অভি। এ তেওয়ারী ভাই, থোড়া সবুর।

১ম প্র। কাহে ভাই ?

অভি। বেল্লিক বেটা আতা হায়।

১ম প্র। হায় ? আপ আঁখ সে দেখা ?

অভি। দেখা—একটু খাড়া হও না, তাহ'লেই আপনি দেখেগা।

১ম প্র। এ ভাই—খাড়া রহিয়ে।

(কঞ্চুকির প্রবেশ)

কঞ্চুকি। হরে মুরারে মধুকৈটভারে—আরে কে তোরা ?

১ম বে। মোরা বেদিনী গো।

কঞ্চুকি। তা পথ ছাড়—

১ম। কেনেগো—পথ ছাড়ব কেনে ?

কঞ্চুকি। আরে মর, স্নান করে এসে তোদের ছোঁব ?

১ম বে। ওরে ঠাকুর মশায় আছেরে! পথ ছেড়িয়ে দে।

সকলে। যা ঠাকুর চলিয়ে যা।

অভি। (প্রহরীদের ইঙ্গিত)

১ম প্র। আরে উতো কঞ্চুকিজী হায়—

অভি। ওই ত বেল্লিক হায়, দেখতা নেই। মেইয়া লোককো সাথ কেজিয়া করতা। আপ রাস্তা ছেড়ে চলে যাচ্ছ; আর বুঢ্‌ঢা ওদের ভাগায়কে দেতা হায়।

১ম প্র। ইতো সচ্‌ বাত হায়।

অভি। পাকড়ো পাকড়ো—বেল্লিক বুড়া বেটা ভাগতা হায়—পাকড়ো।

১ম প্র। এ কঞ্চুকি মশা—এ কঞ্চুকি মশা—

কঞ্চুকি। কি—খবর কি ?

১ম প্র। আপকো মন্ত্রী মহারাজ কো পাশ যাইতে হোবে।

কঞ্চুকি। কেন ?

১ম প্র। তা হামি কি জানে। আপকো গ্রেপ্তার করণেকো হুকুম হায়—

কঞ্চুকি। আমাকে ?

১ম প্র। হামি কি মিছে বলছে কঞ্চুকি মশা?

কঞ্চুকি। আরে মর্ ক্ষেপেছিস্ নাকি?

১ম প্র। যখন নকুরি করছি, তখন ক্ষেপাতো হইয়েছি! চলিয়ে চলিয়ে—

কঞ্চুকি। আরে মর্ এ আহাম্মোক বেটারা বলে কি? আমাকে প্রেপ্‌তোর কি? কেও, অভিরাম! ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

অভি। কি জানি কঞ্চুকি ম'শায়! কাল রাত্রে নাকি আপনার ঘরে কি ঘটনা হয়েছিল!

কঞ্চুকি। কে একথা বললে?

অভি। আপনি নাকি রাজকুমারী মাধবীকে —কি নাকি বলেছেন—কি একটা গোলমেলে কথা, ভাল বুঝতে পারলুম না।

কঞ্চুকি। হুঁ!—আচ্ছা চল্।

১ম প্র। হাঁ! চলিয়ে চলিয়ে—

[কঞ্চুকি ও প্রহরিগণের প্রস্থান।

(বরুণার প্রবেশ)

১ম বে। এ রাণী, এতো দেরি ক'রে আইলি?

বরুণা। কি ক'রি ভাই! খদ্দের বেটারা কি পথ চলতে দেয়। সব বেটারা মাস লিতে ছুটে আইছে। সব মাস ফুরিয়ে গেছে।

১ম বে। তবে তুই হাটে শুধু বসে থাকবি আর—হামরা তোরে দেখিয়ে চট্ মাস বেচি লিব।

অভি। এই বেদেনীরাণী! রাণীই বটে! এই কি রাজকুমারকে গান গেয়ে ভুলিয়েছে? এরই ভাগ্যে কি রাজাদেশ?

বরুণা। কেনে রে?

অভি। আমার সঙ্গে যাবি?

বরুণা। কোথাকে?

অভি। রাজার বাড়ী।

বরুণা। বেদের বিটীর সঙ্গে তামাসা করিস্ কেনে?

অভি। তামাসা নয়! হাঁস্ ত বল্। একটা রাজপুত্তুর বিয়ে করবি?

বরুণা। মোর যে বিয়ে হইছে রে!

অভি। আবার না হয় একটা করবি।

বরুণা। দূর্ তুই বিটলে আছিস্।

অভি। বিয়ে না হয়, নিকে করবি।

বরুণা। মোর সোয়ামী যদি না ছাড়ে?

অভি। তোর সোয়ামী পয়সা পেলেই ছাড়বে।

বরুণা। রাজপুত্তুর মোকে নিকে করবে?

অভি। না করে তোকে লাখ টাকা জরিমানা দেবো।

বরুণা। কি বলিস রে ভাই?

১ম বে। চল্ না রাণী, মোরাতে সাথে রইচিরে, ভয় কি?

বরুণা। আচ্ছা চল।

অভি। হাঁ আর, আর কিছুও যদি না হয়ত তোর বরাত ফিরে যাবে। আর তোকে মাংস বেচে খেতে হবে না। দেখব সুবুদ্ধিমান মহারাজ কেমন ক'রে তুমি এই শঙ্কট থেকে উদ্ধার পাও।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অলিন্দ।

মানবেন্দ্র।

মান। তাইত এ প্রহরীগুলো করলে কি? এখনও সে বেল্লিক বেটাকে ধরে আনতে পারলে না! সে বেটা কি করতে কি ক'রে বসবে! বুঝি গোল বাধালে! বুঝি সব মাটি করলে!

(প্রহরিগণ ও কঞ্চুকির প্রবেশ)

কইরে! তোরা যে হুকুম না করতে করতে [ছু]টে গেলি, তা করলি কি?

১ম প্র। এই হুকুম ত তামিল করিয়েছে [হ]জুর। বেল্লিক বেটাকে ত গ্রেপ্তার ক'রকে [আ]নলো!

মান। কই আনলি?

১ম প্র। এই কুঞ্চুকি ঠাকুর বেল্লিক বন্ গিয়া!

মান। কঞ্চুকি ঠাকুর বেল্লিক বন্ গিয়া [কি]রে?

১ম প্র। বড়া বেল্লিক বন গিয়া, বুঢ়া [আ]দমি হোকে ছোটী ছোটী ছুঁড়িকো সাথ [ম]েজিয়া কিয়া। ইসিকো ওয়াস্তে উনকো পাকাড়কে লে আয়া।

কঞ্চুকি। কি অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করতে হুকুম দিয়েছেন দেওয়ানজী?

মান। ছেড়ে দে, আহাম্মোক বেটারা—ছেড়ে দে।

১ম প্র। কুঞ্চুকি মশা কি বেল্লিক নেই আছে হুজুর?

মান। আরে দূর আহাম্মোক, আগে ছেড়ে দে! ছেড়ে দে!

(শিববর্ম্মার প্রবেশ)

শিব। কি হয়েছে, কি হয়েছে দেওয়ান?

১ম প্র। এৎনা বড়া বড়া ছুঁড়ী—বড়া মেজিয়া কিয়া।

শিব। কি হ'ল, কি হ'ল?

মান। কি হ'ল এই দেখুন না। আপনি [ম]নে করেন, আমি পাঁচটা বাঁদর নাচিয়ে আমোদ [ক]রি, তাতে কি বিভ্রাট ঘটে দেখুন। অভেকে [ধ]রতে এই ক'বেটা আহাম্মোককে পাঠালুম, [ব]েটারা কঞ্চুকি মহাশয়কে ধরে এনে হাজির [ক]রলে।

কঞ্চুকি। ওদের দোষ নেই—এসব অভিরামের দুষ্টুমি। সেই ওদের কি বুঝিয়ে দিলে, ওরা আমাকে পাকড়াও করলে।

১ম প্র। কেয়া! অভিরাম কেয়া! হামলোককো ঠকায়কে দে দিয়া—কেয়া!

সকলে। কেয়া?

১ম প্র। ফিন্ চলো ভাই! অভিরামকো কাণ পাকাড়কে হুজুরকো পাশ হাজির করকে—ঘাড় ধরকে—চলো।

মান। আর ঘাড় ধরতে হবে না বীরপুরুষ! যে যার ডেরায় যাও—আর সিদ্ধি পাকাও। ভাঙ খেয়ে খেয়ে বেটারা একেবারে বুদ্ধি বুজিয়ে ফেলেছে। যত অকর্ম্মণ্য লোক নিয়েই মহারাজের রাজত্ব। যাও—আভি চলা যাও।

১ম প্র। কেয়া! অভিরাম! হামলোগকো ঠকাইকে দিয়া—কেয়া?

(প্রহরিগণের প্রস্থান।

শিব। বাঃ! অভিরাম বাঃ!

মান। যে আনন্দ আপনার, আর একটা মেয়ে থাকলে তাকেও দান করতেন দেখছি যে!

শিব। ঠিক বলেছ—থাকলে নিশ্চয় দিতুম।

মান। অভিরামকে কোথায় দেখলেন?

কঞ্চুকি। কতকগুলো বেদিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ত দেখলুম। সে গুলো এমন ক'রে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে যে, স্নান ক'রে আসবার পথই পাই না!

মান। কি মহারাজ! আপনার অভিরাম বেদিনীর ভেতর থেকে আপনার পুত্রবধূ বেছে আনছে নাকি?

শিব। আরে ভাই, কি করে দেখই না।

কঞ্চুকি। বটে! মহারাজ কি তাকে পুত্রবধূ আনতে আদেশ করেছেন? তাই বুঝি সে

তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ করছে! তাই বুঝি—বেটীদের পথ ছাড়তে বললে তেড়ে মারতে আসে।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

মান। ও মহারাজ! ওকি শুনি?

শিব। (স্বগত) তাইত অভিরাম সত্য সত্যই কি একটা বেদেনীই ধ'রে আনবে নাকি!

(অভিরাম, বরুণা ও গীত গাহিতে গাহিতে বেদিনীগণের প্রবেশ)

গীত।

(বঁধু) নাগাল আর পেলেমনে তোর কই।
মরম ছিঁড়ে নিলি যদি, কেন করলিনিকো জল সই॥
কখন এলি কখন গেলি কখন ধরলি বাণ,
কোন ফাঁকেতে বিঁধে নিলি বুনো পাখীর প্রাণ।
আঁধারের ঝোপে পাখী ছিল ঘুমের ঘোরে,
চোরের মত লুকিয়ে এলি, পালিয়ে গেলি ভোরে।
কোন পথে পালালি বঁধু নিশানা নাইকো কিছু তার
গেলি গেলি ফেললি কেন গলার সোণার হার॥

কঞ্চুকি। হাঁ হাঁ—ছুঁবি ছুঁবি, ছুঁয়ে ফেলবি। আরে রাম রাম! সকাল বেলায় একি বিপদ!

মান। তোরা এখানে কি মনে করে এসেছিস?

অভি। এই মহারাজ প্রণাম কর, এই দেওয়ান—রাজ্যের মান—ওঁকে জান ক'রে প্রণাম কর। আর এই যে দেখছিস্—ইনি কঞ্চুকি, এ রাজ্যের বাদ বাকী—ব্রাহ্মণ—এঁর আশীর্ব্বাদে রাজ্য হয়, রাজপুত্র হয়, কি না হয়,—একে কেবল টিপ টিপ ক'রে প্রণাম কর্।

কঞ্চুকি। হাঁ হাঁ—ছুঁয়ে ফেলবি, ছুঁয়ে ফেলবি।

অভি। আরে বেদিনী! শ্রীচরণপঙ্কজ—ব্রাহ্মণের পদরজঃ—পা ধর, পা ধর্।

(বরুণা প্রভৃতি সমস্ত বেদেনীগণের কঞ্চুকির পাদস্পর্শ)

কঞ্চুকি। গেল—গেল গেল—সব্বনাশ করলে, আবার আমাকে স্নান করিয়ে তবে ছাড়লে। দুর্গা—দুর্গা—(প্রস্থান)

অভি। এই বারে দেওয়ানজী—চেপে ধর পা চেপে ধর্।

মান। পা ধরতে হবে না—কি চাও ওই-খান থেকেই বল।

অভি। হাঁ হাঁ—উনি তুষ্ট হ'লে রাজা তুষ্ট—রাজা তুষ্ট—জগৎ তুষ্ট। আর এই মহা-রাজ—মর্ত্ত্যের দেবতা, সত্যের অবতার।

মান। হয়েছে—কিজন্য এসেছ বল?

বরুণা। রাজার বউ হতে এসেছি।

মান। কি মহারাজ?

শিব। একটু গোলমাল হয়ে গেছে, এইবারে একটু ভাবিয়েছে। তুমি একটা মীমাংসা কর!

[শিববর্ম্মার প্রস্থান।

মান। তোকে কিছু দিচ্ছি, নিয়ে চলে যা।

বরুণা। কি দিবি?

মান। কি পেলে খুসী হ'স বল্?

বরুণা। হামিত সোয়ামী পেলে খুসী হই।

মান। তোর সোয়ামী কি আর রাজার ঘরে পাওয়া যায়। কিছু টাকা দিচ্ছি নিয়ে যা।

বরুণা। হামি টাকা লিবো না—হামি সোয়ামী লিবো।

মান। তোদের সকলকেই আমি টাকা দিচ্ছি।

বেদিনীগণ। হামরা লিবো না।

মান। তাহলেত বিপদ দেখছি! অভিরাম তুমি আমার সম্মুখ থেকে চলে যাও—রাজাও যদি তোমাকে ক্ষমা করেন, তথাপি আমি করবো না। আর যদি মুহূর্ত্ত সময় এখানে থাক, তাহ'লে তোমাকে হত্যা করব।

অভি। যে আজ্ঞে আমি এখনি যাচ্ছি।

মান। দেখ্‌ বেদেনী! ও বেটা চাকর পাগল—ও যা তোকে বলেছে তা শুনিস্‌নি। ওর কথার কোন মূল্য নেই। তবে রাজার নাম করে যখন এসেছিস্‌, তখন কিছু কিছু অর্থ দিচ্ছি, নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যা।

বরুণা। সোয়ামী দিবি না?

মান। দূর পাগলী! রাজার বাড়ির কে তোর সোয়ামী হবে?

১ম বে। কেন রাজপুত্তুর সোয়ামী হবেরে। সোয়ামী দিবে ব'লেইত নিয়ে আইচে।

মান। সকলকে এক একটা সোয়ামী দিতে হবে নাকি?

১ম বে। সবার কেনরে! রাজপুত্তুর দিব বইলা হামাদের রাণীকে আনছিস্‌—ফাঁকা হইছিস নাকি?

মান। টাকা দিচ্ছি, কাপড় দিচ্ছি, গহনা দিচ্ছি।

বরুণা। হামি লিব নি।

মান। ঘর দিচ্ছি, বাড়ী দিচ্ছি।

বরুণা। হামি লিব নি।

মান। ভাল, একটা তালুক দিচ্ছি। আজন্ম তোদের আর কষ্ট না হয়, তা করে দিচ্ছি।

বরুণা। হামি লিব নি।

মান। মহারাজ!

(শিববর্ম্মার পুনঃ প্রবেশ)

শিব। কি দেওয়ানজী?

মান। আপনি নিজে এ বালিকাকে বিদায় করুন।

শিব। তুমি পারলে না?

মান। না মহারাজ, আমি পারলুম না। আমার যা দেবার অধিকার তা দিতে চেয়েছি—আর আমার ক্ষমতায় নেই।

শিব। কি মা, কিছু পুরস্কার নিয়ে আমাকে রেহাই দেবে কি?

বরুণা। কি দিবি রাজা?

শিব। অর্থ, অলঙ্কার, বাস গৃহ, ভরণ পোষণের জন্য বিষয় সম্পত্তি?

বরুণা। হামি লিব নি।

শিব। জমিদারী?

বরুণা। হামি লিব নি।

শিব। আমার রাজ্য?

বরুণা। না রাজা, আমি রাজ্য লিবনি, সোয়ামী লিব।

শিব। দেওয়ান! পুত্রকে আমার নিয়ে এস।

মান। কি সর্ব্বনাশ করলেন মহারাজ?

শিব। কিছু নয়, তুমি পুত্রকে আমার নিয়ে এস।

মান। আপনার ভ্রমে তার যে এই অযথা দুর্ভাগ্য হবে, তা আমি কেমন ক'রে হতে দেব মহারাজ?

শিব। তবে কি আমি সত্যে পতিত হব?

মান। যে বস্তুতে আপনার অধিকার নাই, তাই নিয়ে সত্য করা আপনার ন্যায় বিজ্ঞ নরেশের কর্ত্তব্য হয় নি।

শিব। পুত্রের উপর পিতার অধিকার নাই?

মান। পুত্রের দেহের উপর পর্য্যন্ত আপনার অধিকার। তাকে বন্দী করতে পারেন, গুরু অপরাধে হত্যা করতে পারেন। কিন্তু তার জাতি ধর্ম্মের উপর আপনার অধিকার নেই।

শিব। তোমার উপর আদেশ করবার ত আমার অধিকার আছে?

মান। সহস্রবার আছে।

শিব। তাহ'লে আমার পুত্রকে নিয়ে এস

[মানবেন্দ্রের প্রস্থান

শিব। হাঁমা! পুত্র যদি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে? তোমাকে বিবাহ করতে না চায়?

বরুণা। তাহ'লে চলিয়ে যাব রাজা!

শিব। তাহ'লে কি আমার দত্ত ধন ঐশ্বর্য্য কিছু নেবে না?

বরুণা। আমি বেদের বিটী, ধন লিয়ে কি করব রাজা? আমার হরিণ ভেড়া আমার ঘরের হাঁড়িয়া খায়, তারা তো টাকা খাবেক্ নি।

শিব। হুঁ—আমি এ বয়স পর্য্যন্ত বিপদ কাকে বলে জানি না। আজ আবাহন করে বিপদ এনেছি। হে শঙ্কর! আমার মতি স্থির রাখতে সহায় হও। কিন্তু এ রমণীর রাণী।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। কই পিতা! আমাদের নাকি বউ এসেছে—ওমা একিগো? এই বউ নাকি? এটা যে বেদিনী—মাথায় মাংসের পশরা! রাম রাম—কি গন্ধ!

শিব। কিন্তু আমিই ওকে পুত্রবধূ করব ব'লে আবাহন করে এনেছি।

মাধবী। তাহ'লে বউ, একটু তফাৎ দাঁড়া ভাই—এইখান থেকে একটা গড় করি।

শিব। ভক্তিও করতে হবে, আবার ঘৃণাও দেখাতে হবে?

মাধবী। কি করব বাবা! একদিকে গুরুজন, অন্যদিকে বেদিনী। গুরুজনকে ভক্তি করছি, তাব'লে বেদিনীকেত ছুঁতে পারব না!

(মানবেন্দ্র ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। (স্বগত) একি? একে? এ কুহকিনী এস্থান পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করেছে?

মান। এই মহারাজ আপনার পুত্রকে এনেছি।

শিব। দেওয়ান! পুণ্ডরীককে আগে সমস্ত ঘটনা ভেঙ্গে বল, যাতে আমার অবস্থাটা ও বুঝতে পারে।

মান। পথে আসতে আসতে সমস্ত বলেছি মহারাজ!

শিব। কি পুণ্ডরীক, আমার সত্য রক্ষা করতে পার?

পুণ্ড। পারি না মহারাজ।

শিব। পার না?

পুণ্ড। পারতুম, যদি আমি নিজে না সত্য করতুম।

শিব। তুমি কি সত্য করেছ?

পুণ্ড। সে ওই কিরাতনন্দিনীকেই জিজ্ঞাসা করুন।

শিব। সেকি? এর পূর্ব্বে ওর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে?

মাধবী। দাদা কি ওরই গান শুনে এমন হয়ে এসেছেন?

পুণ্ড। গান ওর নয়—গান এক রাজকন্যার।

বরুণা। হামার সঙ্গে তোর বেটার বিয়ে হয়েছে রাজা!

পুণ্ড। মহারাজ! আমি রাজকন্যা ভ্রমে ওর হাত ধরেছিলুম।

বরুণা। তুই না বিয়ে করলে, হামাকে আর জাতে লিবে না।

শিব। দেওয়ান! এবারে আমি নিশ্চিন্ত—কর্ত্তব্য স্থির করবার ভার এবারে তোমার।

মান। তা যদি করে থাকেন রাজকুমার, তাহ'লে এই কিরাতনন্দিনীকে আপনি বিবাহ করুন। প্রজার ধর্ম্মরক্ষা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পুণ্ড। তার পর কি কথা হয়েছে ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

মান। আপনিই বলুন।

পুণ্ড। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি ওকে পত্নীত্বে গ্রহণ করতে পারি।

শিব। এখনি তুমি ওকে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ কর।

পুণ্ড। আগে মৃত্যু দিন।

শিব। বেশ, জল্লাদ!

মান। ক্রোধ করবেন না মহারাজ!

শিব। জল্লাদ! এই অপরাধীকে মশানে নিয়ে যাও।

(জল্লাদের প্রবেশ)

বরুণা। আচ্ছা, এক বছর সময় দে রাজা! এই এক বছরের ভিতর ওর যদি মনের মতন বউ মিলে ত আমি ওকে ছাড়িয়ে দিব।

মান। আর যদি না মেলে?

বরুণা। তাহ'লে তোরা বিচার করবি। রাজা আছিস, শুধু কি আমোদ করতে আছিস, বিচার করবি না? আমি এক বছর পরে আবার আসব! নে চল্ বহিন্ ঘরকে চল্।

শিব। দাঁড়াও কিরাত-নন্দিনী।

পুণ্ড। বেশ, মহারাজ এক বৎসরের জন্য আমাকে দেশভ্রমণের অনুমতি দিন।

শিব। তোমার ফিরে আসবার জন্য দায়ী হবে কে?

মান। আমার শির দায়ী।

শিব। বেশ, এক বৎসরের জন্য আমি তোমাকে সময় দিলুম। যে দেশেই যাও, যত দূরেই যাও, পর বৎসর ঠিক এমনি দিনে এমনি সময়ে এখানে ফিরে আসবে। যদি এই সময়ের এক মুহূর্ত্ত পরেও এসে উপস্থিত হও, তাহ'লেও তোমার হিতৈষী এই সাধুকে প্রাণ দিতে হবে।

বরুণা। বেশ রাজা, আমি এক বছর পরে তোকে গড় করতে আসব। সোয়ামী পাই থাকব, না পাই তোকে খোলসা দিয়ে উধাও হইয়ে চলিয়ে যাব (মাধবীর প্রতি) বহু ত হইলেম না বহিন, তবে তোর গড় ফিরিয়ে নে।

[বরুণা, মাধবী ও বেদেনীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মাধবী। কি বউ নমস্কার ফিরিয়ে দিলি যে?

বরুণা। বহু হলেম না যে বহিন্!

মাধবী। নে ভাল ক'রে কথা ক'।

বরুণা। ধাঙড়ী আছি, ভাল কথা কোথায় শিখবো।

মাধবী। ন্যাকামি করিস নি—ভাল ক'রে কথা ক'।

বরুণা। তোর ভাইত আমাকে নিলে না ভাই।

মাধবী। ভাই আমার কোথা গেল?

বরুণা। রাজকন্যা খুঁজতে।

মাধবী। চোকের সামনে নিধি ভাসছে, সে তা ফেলে সাগরে ডুব দিতে গেল?

বরুণা। দেখনা কি আনে!

মাধবী। আনবে কানা ঝিনুক। (নেপথ্যে —মাধবী।) এক বছর পরে আসছিস্ ত?

বরুণা। আমার কি আর ঠাঁই আছে?

মাধবী। রাণী। তুই কোন্ জগতের রাণী? কেমন করে ছাড়ব? না, না— বেশ, তোকে তিনটে নমস্কার। [প্রস্থান।

গীত।

দেখে জায়ের তোর কোথায় আপন আছে।
মাথা খা ও চাঁদ চলে যা তোর চাঁদবদনীর কাছে।
এই কি ছিল মনে তোর,
(কেনে) নিঠুর হলি মনোচোর,
আমি বসে হাপিতোশে তুই করলি নিশি ভোর—
মই যদি তুই নিবি কেড়ে, তুললি কেন গাছে।
হাতে বাঁশি কাল শশী ফিরলি কেন পাছে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সরোবর।

মাধবী।

মাধবী। বুঝি আমাকে দেখা দিতে সাহস করলে না। অমনি অমনি চলে গেল। দেখা পেলে একচোট তাকে নিতুম। একটা বেদেনী ধরে এনে তামাসা করার মজাটা সে টের পেতো। রাজার পুণ্যে বেদেনী কোন ছদ্মবেশিনী রাজকন্যা, নইলে রহস্য করতে কি বিষম বিভ্রাটই সেই বাধিয়েছিল; যখন পালিয়ে গেল, তখন আর কি করবো। মনের রাগ মনেই মিটিয়ে ফেল্লু। এমন মূর্খের মতন কাজ কেন সে করেছিল, জানতে আমার বড়ই ইচ্ছে হয়েছিল। নাগর যখন পথ থেকেই পালালো তখন জানা আর হ'ল না। না, না ওই আসছে না! ও যদি না আসতো তাহ'লে ওর সঙ্গে জীবনে আর কথা কইতুম না।

গীত।

ও আমার সাধের চন্দনা!
একটী ছুটী কাটতে বুলি, শেকল কেটে উড়ে গেলি,
আদর সইল না।
এখনও তোর কচি পাখা, গলায় কাঁঠি দেয়নি দেখা,
রাধা বুলি আধা শেখা কাণে ঠেকে না।
মাথায় ঠুকরে দেবে কাক, উড়তে খাবি ঘোরণ পাক,
কার কানাচে আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে যাবে ডানা।

এসে পড়ল, আর নয়, ভাল মানুষটীর মতন ঘাটে একটু বসি।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। পুকুরটীর ধারে, শানটীর ওপর ব'সে, গালে হাত দিয়ে কি ভাবছ রাজকুমারী? হাঁস বেটা পদ্ম ফুল জলে ডুবেছে মনে করে, ডুব দিয়ে দিয়ে যে মল!

মাধবী। আরে যাও, তুমি এমন সর্ব্বনেশে লোক! একটা রাজার কুল মজিয়ে দিলে!

অভি। কুলটো কি একেবারেই মজলো?

মাধবী। আমার বরাতে চাকর, আর দাদার বরাতে চাকরাণী। কুল যদি এতেও না মজে তাহ'লে আর কিসে মজবে?

অভি। তোমার বরাতে চাকর হ'তে পারে, কিন্তু তোমার দাদার বরাত খারাপ নয়।

মাধবী। কি করে বুঝলে?

অভি। তুমিই বল না খারাপ কিনা?

মাধবী। দাদার বরাত আরও খারাপ। রাজার দান মনে করে, আমি যা তা পেয়ে এক রকম তুষ্ট হলুম, কিন্তু দাদা ত তুষ্ট হ'তে পারলে না!

অভি। তুমিও কি ঠিক তুষ্ট হয়েছ মাধবী?

মাধবী। তোমার কি বোধ হয়?

অভি। যদি তুষ্ট হয়ে থাক, তাহ'লে ভাল করনি।

মাধবী। কেন?

অভি। জাতি গর্ব্ব রক্ষার জন্য তোমার ভাই প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে চলল, আর তুমি আপনার দুরবস্থায় চুপ করে বসে রইলে।

মাধবী। আমাকে কি করতে বল?

অভি। রাজার কাছে গিয়ে তুমিও প্রতিবাদ কর।

মাধবী। এখন প্রতিবাদ করলে কি আর বিবাহ ফিরবে?

অভি। কেন, এখনও ত আমাদের বিবাহ হয়নি।

মাধবী। তন্ত্রী রইলুম, বিয়ের আর বাকী রইল কি।

অভি। ওতে কি আর বিবাহ হ'ল, তুমি রাজার কাছে গিয়ে বল।

মাধবী। বলে দেখেছি।

অভি। রাজা কি বললেন?

মাধবী। তা আর শুনে কি করবে?

অভি। তবু শুনি।

মাধবী। এই বেদেনীকে আনতে, রাজা তোমার ওপর মর্ম্মান্তিক কুপিত হয়েছেন।

অভি। কুপিত হয়েছেন?

মাধবী। তিনি বল্লেন, তুমি ইচ্ছে করে তাঁকে বিপদে ফেলেছ। তিনি দেওয়ানের সঙ্গে রহস্য করে তোমায় পুত্রবধূ আনতে বল্লেন, তুমি তাঁর সর্ব্বনাশ করতে, জেনে শুনে একটা ধাঙড়ী ধরে আনলে। রাজা বল্লেন, হয় তুমি গণ্ডমূর্খ, নয় তুমি বিশ্বাসঘাতক।

অভি। তাহ'লে এই শুভাবকাশে তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।

মাধবী। তাইত ঘাটের ধারে বসে বসে ভাবছি। কিন্তু তল্পী যে ছাড়তে পারছি না।

অভি। তল্পীটে পুড়িয়ে ফেল মাধবী!

মাধবী। কেন, তোমার তাতে এত আগ্রহ হ'ল কেন?

অভি। আমি আর তোমাদের এখানে থাকতে পারছি না, অমন শিবতুল্য রাজার সর্ব্বনাশ করলুম।

মাধবী। তা করেছ। দাদা আর প্রাণে বাঁচছে না—কখন যে কষ্টের নাম জানে না, সে কি করে এক বৎসর পথে পথে ঘুরবে? আর যদিও কোনও ক্রমে বেঁচে আসে, এসেও ত বাঁচবে না। তাই রাজা কি প্রাণ থাকতে বেদিনীকে বিবাহ করবে? তাহলে ভাইটী গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য ভোগ করবার লোক গেল। মা শয্যাগত।

অভি। বেশ, মাধবী তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।

মাধবী। রাজাও ওই ভাবের কথা বলছিলেন।

অভি। তবে আর বিলম্ব কর না। এখনি আমাকে বিদায় দাও।

মাধবী। এখনি?

অভি। আমি তোমার অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। মাধবী। রাজকুমারের জীবনের আশা নেই। এখন তোমার যদি কোন রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ হয়, তাহলেও রাজা একজন উত্তরাধিকারীর প্রত্যাশা করতে পারেন।

মাধবী। তা' বুঝতে পারছি—কিন্তু ছাই, তোমার তল্পী যে ভুলতে পারছি না।

অভি। না ভুললে চলবে না মাধবী—আমি এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে পারব না।

মাধবী। কোথায় যাবে?

অভি। আগে আমায় ত্যাগ কর।

মাধবী। সে ভারী তল্পী চাপিয়েছিলে ব্যথা এখনও মর্‌ল না, আমি কেমন করে ভুলব।

অভি। তুমি আমাকে বিপদে ফেললে মাধবী।

মাধবী। বল কোথায় যাবে?

অভি। রাজকুমারের সঙ্গে যাব।

মাধবী। রাজকুমার ত এখন সাত সমুদ্রের নদী পার।

অভি। তুমি যে আরও আমাকে ঠাট্টা করে দিচ্ছ।

মাধবী। তবে তুমিও বছর খানেক ঘুরে এস—ততদিনে যদি পিঠের ব্যথা মরে, আর একটী রাজপুত্তুর জোটে, তখন দেখা যাবে।

অভি। আমি গেলে আর ফিরব না।

মাধবী। সে তোমার ইচ্ছা।

অভি। ত্যাগ করবে না ?

মাধবী। মূর্খ! একটা ধাঙ্গড়ী বেদেনী রাজালোভেও স্বামী ত্যাগ করলে না, আর আমি রাজকন্যা হয়ে তাই করব ?

অভি। তবে এক বছরের মত ছুটী দাও।

মাধবী। যেতে ইচ্ছা করেছ, আমি নিষেধ করব না। তবে একবার যাবার সময় রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাও। তা না করলে যে অকৃতজ্ঞতা হবে।

অভি। কোন্ মুখে তাঁর সঙ্গে দেখা করব ?

মাধবী। কেন এই আধা মলিন চাঁদমুখে।

অভি। এই যে বললে রাজা আমার উপর আন্তিক ক্রুদ্ধ হয়েছেন !

মাধবী। কেন, কি অপরাধে ?

অভি। আরে এই যে বললে।

মাধবী। মিথ্যে বলতে নেই ?

অভি। যা বললে সব মিথ্যা ?

মাধবী। সর্ব্বৈব মিথ্যা।

অভি। সর্ব্বৈব মিথ্যা ? ঋষি তুল্যরাজা কখন কি কারও ওপর রাগ করেছেন, তা তুমি আমার স্বামী। নিজে হাতে করে তিনি আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করেছেন। যদি আমা হতে রাজাও যায়, তথাপি তোমার ওপর রাগ করবার তাঁর যো আছে ?

অভি। বল কি ?

মাধবী। আমি তোমাকে রহস্য করছিলুম। দেখলুম রহস্যের বেগ তুমি কতটা সইতে পার। দেখলুম, তুমি দেশশুদ্ধ লোককে রহস্য করে বেড়াও, কিন্তু নিজে এক ছটাক রহস্যেরও বেগ সামলাতে পার না।

অভি। হার মানলুম মাধবী! এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, করুণাময় রাজা একটা দরিদ্র ভৃত্যকে এমন রত্ন দান করেছেন যে, রাজ্যেশ্বরের ভাগ্যেও তা কখন ঘটে কিনা সন্দেহ।

মাধবী। থাক্ আর বেশী সুখ্যাতি করতে হবে না। পুকুরটীর ধারে বসে আছি, আহ্লাদের ধাক্কায় শেষে কি টাল খেয়ে অগাধ জলে ডুবে মরব ?

অভি। বেছে বেছে এখানটীতে এসে বসলে কেন ?

মাধবী। কেন আর, তোমাকে কি বলব ? একটা বেদেনীকে কোথা থেকে ধরে আনলে, তাকে ছুঁয়ে ফেলেছি। এখন চান না করেও থাকতে পারছি না, চানও করতে পারছি না। বেদেনী ছুঁয়েছি, চান না করে কি করে ঘরে ঢুকি ? আবার এ দিকে গুরুজন, ছুঁয়ে চানই বা করি কি করে ? আচ্ছা, বেছে বেছে তুমি একটা বেদেনী ধরে আনলে কি করে ? সারা সহরের পথে আর কি কোন জাত মিলল না ?

অভি। রাজার পুণ্যের পরীক্ষা করতে এনেছি। ইচ্ছা করে খুঁজে বেদেনী এনেছি।

মাধবী। কি রকম ?

অভি। শাস্ত্রে বলে সত্যের জয় সর্ব্বত্র।

মাধবী। ওমা প্রভুর আমার শাস্ত্র জ্ঞানও আছে !

অভি। আছে বই কি মাধবী! দেখলুম রাজা করুণাময় সত্যাশ্রয়ী। যাতে মানবে ঈশ্বরত্ব, রাজা সেই সম্পত্তির অধিকারী। তাই পরীক্ষা করতে বেদেনী ধরে এনেছি, সত্যপালক যুধিষ্ঠিরের মর্য্যাদা রাখতে অস্পৃশ্য কুকুর যদি ধর্ম্মমূর্ত্তি ধরতে পারে, তাহলে সত্যনিষ্ঠ রাজার মর্য্যাদা রাখতে একটা বেদেনী কি রাজনন্দিনী হতে পারে না ? সত্যব্রত রাজার ধর্ম্ম কে নষ্ট করতে পারে মাধবী ?

মাধবী। চাষার কাছে শাস্ত্রের এই দুর্দ্দশাই হয় বটে?

অভি। আচ্ছা দেখে নিও।

মাধবী। বেদের মেয়ে রাজনন্দিনী হয়ে যাবে?

অভি। হওয়াত উচিত।

মাধবী। এ বিশ্বাস তোমার আছে?

অভি। সেই বিশ্বাসেই আমি একটা বনবিহঙ্গিনী ধরে এনেছি। সেই বিশ্বাস এখনও অটুট আছে বলে আমি রাজকুমারের অনুসরণ করতে চলেছি।

মাধবী। তার অনুসরণ করবে কেন?

অভি। তাকে বিপদে আপদে রক্ষা করবার চেষ্টা করব। আর যদি কোন রাজকন্যার মোহে আবদ্ধ হতে চায়, ত প্রাণপণে তার বিবাহে বাধা দেব।

মাধবী। তাহলে এখনি যাও, আর কালবিলম্ব কর না।

অভি। একেবারে হঠাৎ পেরমারার তাড়া —ব্যাপার কি বল দেখি?

মাধবী। দাদা যদি এই বেদেনী ছেড়ে, আর কোন রাজ কন্যা বিয়ে করে, তাহলে তার মতন হতভাগ্য আর নেই।

অভি। আবার রহস্য করছ নাকি?

মাধবী। এমন রত্ন সে ত্রিভুবন সন্ধান করলেও খুঁজে পাবে না।

অভি। বল কি?

মাধবী। বলছি যাও না। দৃষ্টিহীন ভাই, শেষকালে কি একটা কূপে পড়ে প্রাণ হারাবে।

অভি। বেশ চললুম।

মাধবী। দাদা যে গানটা শুনে পাগল হয়েছে, সেটা তোমার মনে আছে?

অভি। যতটা শুনেছি মনে আছে।

মাধবী। দাদা পাগল হয়ে এল, আর তুমি কিছু হলে না?

অভি। পাগল হওয়াটা কি তোমার পছন্দ নাকি?

মাধবী। অমন গান শুনে যে পাগল না হয়, সে কি রকম প্রেমিক আমি বুঝতে পারছি না।

অভি। তোমার কথার ঝঙ্কার যে আমার কর্ণরন্ধ্র আগে থাকতেই রোধ করে বসেছিল, সে গান স্থানই পেলে না, তা করবো কি!

মাধবী। বেশ, তবে যাও—গানটা মনে করতে করতে যাও—কাজে লাগবে।

অভি। তবে বিদায়!

মাধবী। তোমার ইচ্ছা।

দ্বৈত গীত।

অভি। তুমি ছাতের পুষে বল চন্দনা।
দেখছি তোমার প্রাণসখি, রত্ন চেনা হল না।
মাধবী। না হ'ক তাতে ক্ষতি কি আমি লাখ টাকাতে
ঘুঁটো কিনেছি।
অভি। মনে কর হারিয়ে গিয়েছি।
মাধবী। হারায় যদি কেউ ছোঁবে না আমার ঘরের
সোনা।
অভি। তবে ছুড়ে দাও ফেলে,
মাধবী। আরো বাধছি আঁচলে,
উভয়ে। তবে বাঁধাবাঁধি চল চলে সে যার কাছে
হার মানা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেবালয় দ্বার।

পুণ্ডরীক।

পুণ্ড। তাইত বেদের বনের চারদিকে একমাস ধ'রে সন্ধান করলুম, কেউ কোন খবর দিতে পারলে না। বনের ভেতর এত বড় একটা বাগান রচনা হল, কত কারিকর কতদিন

ধ'রে যে পরিশ্রম করেছে, তার ঠিক কি? আমি তার একটাকেও খুঁজে বার করতে পারলুম না। খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে পড়লুম। বেদিনী বলেছে এক রাজকন্যার কাছে সে গান শিখেছে, এক রাজকন্যা দিয়ে বাগান রচিত হয়েছে বেদেনী মিথ্যা বলেনি, মিথ্যা বলবার প্রয়োজন কি? সে যদি বলত এ গান আমি রচনা করেছি, তাকে অবিশ্বাস করবার কারণ ছিল না। আমাকে পাবার লোভে সে অনায়াসে বলতে পারত, কিন্তু সে তা বল্লে না। রাজকন্যা— কোথায় সে রাজকন্যা? সে কোন ভাগ্যবান রাজার দুহিতা? সে যদি আমাকে গ্রহণ না করে, তথাপি তার অট্টালিকার দ্বারী হয়ে আমি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি? এ গান বেদেনী কোথায় পাবে? এ গান বেদেনী কেমন করে বুঝবে? পূর্ণ শশধরের নাম নিয়ে প্রেমের নিগূঢ়তত্ত্ব বেদেনীর বোঝবার সাধ্য কি? (নেপথ্যে—সঙ্গীত)

পুণ্ড। এই যে, ঐই যে। প্রেমরাণী! আর তুমি আমাকে লুকুতে পারছ না, এতদিন পরে আমি সুধা-প্রস্রবিনীর মূলের সন্ধান পেয়েছি। এইবারে মন বলছে তোমায় ধরেছি, এ অপূর্ব্ব প্রাচীর-বেষ্টিত অট্টালিকায় একটা বন্য বেদেনী কখন বাস করতে পারে না।

(আনন্দগিরির প্রবেশ)

আনন্দ। কেহে বাপু তুমি?

পুণ্ড। তুমি কে?

আনন্দ। আমি যে হই না, সে খবরে তোমার দরকার কি? তুমি আগে আপনার পরিচয় দাও!

পুণ্ড। যদি না দিই?

আনন্দ। তোমাকে ধরে বেঁধে মহান্ত মহারাজের কাছে নিয়ে যাব।

পুণ্ড। কে মহান্ত?

আনন্দ। তাইত, তুমি বেঙ্কটেশের রাজ্যে এসে মহান্ত মহারাজ কে তা জান না? তুমি আমার পরিচয় জানতে চাচ্ছ? কে তুমি শিগ্‌গির বল।

পুণ্ড। তাহ'লে কেবল কথা কাটাকাটিই হোক, কেউ কারও আর পরিচয় নেওয়া না।

আনন্দ। তুমি এখানে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখছিলে কি?

পুণ্ড। অট্টালিকা প্রবেশের পথ দেখছিলুম।

আনন্দ। এমন ক্ষমতাবান কেউ নেই, আজ এই অট্টালিকার দ্বারে মাথা গলাতে পারে।

পুণ্ড। কেউ নেই? (এক হস্তে পথিককে ধারণ) হতভাগা এ পুরী প্রবেশের পথ দেখা,— যদি না দেখাস্ এখনি তোকে হত্যা করব।

আনন্দ। অসম সাহসী যুবক! কে তুমি? মৃত্যু-ভয়হীন! বুঝতে পাচ্ছি তুমি প্রেমোন্মত্ত! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে পরিচয় দাও। আমিই বেঙ্কটেশ্বরের পূজক, আনন্দগিরি।

পুণ্ড। (প্রণাম করিয়া) তবে আপনার এ বেশ কেন প্রভু?

আনন্দ। আজ বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরে ভারতের যত কুমারী রাজকন্যা মনোমত পতিলাভের বর প্রার্থনায় পূজা করতে আসে। সুতরাং অট্টালিকার দ্বার রক্ষা চিরপ্রথা অনুসারে আমাকেই প্রহরীর কার্য্য করতে হয়। আজ মন্দির মধ্যে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই।

পুণ্ড। আমি কঙ্কনের রাজপুত্র!

আনন্দ। রাজপুত্র তা অনেকক্ষণ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কোন্ রাজকন্যা তোমার প্রণয়িনী?

পুণ্ড। তা জানি না।

আনন্দ। তাকে দেখেছ?

পুণ্ড। কখন দেখিনি।

আনন্দ। তবে তুমি কাকে দেখতে এসেছ?

পুণ্ড। তা কেমন করে বলব?

আনন্দ। তুমি সত্যব্রত রাজা শিববর্ম্মার পুত্র। যে সত্যসেবক তাকে আমি বেঙ্কটেশ্বর হ'তে ভিন্ন দেখি না, তার পুত্র হয়ে ছলনা শিক্ষা করেছ কেন?

পুণ্ড। দোহাই প্রভু, ছলনা করিনি। আমি তাকে কখন দেখিনি, কে সে জানি না, তথাপি আমি তার জন্য উন্মত্ত হয়েছি।

আনন্দ। এ ত অদ্ভুত রহস্য! তার কি কোন চিহ্ন দেখেছ?

পুণ্ড। প্রথম চিহ্ন তার স্বহস্ত রচিত উদ্যান, দ্বিতীয় চিহ্ন তার রচিত অপূর্ব্ব প্রেমাভিব্যক্তিপূর্ণ গান।

আনন্দ। তাই শুনেই তুমি পাগল হয়েছ? সে বাগান সে গান যদি কোন রাজকন্যার না হয়?

পুণ্ড। না প্রভু, ঘন অরণ্যানীর মধ্যে সে অপূর্ব্ব উদ্যান কোন চিত্রকরী রাজনন্দিনী ভিন্ন অন্যে কেউ আঁকতে পারে না।

আনন্দ। চিত্রকরের আঁকতে দোষ কি?

পুণ্ড। এই মাত্র আমি সে কোকিলকণ্ঠীর সঙ্গীত শুনেছি।

আনন্দ। তুমি ওই দেউড়িতে গিয়ে অবস্থান কর,—আমি রাজকন্যাদের মত গ্রহণ করি, তারা যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।

[পুণ্ডরীকের প্রস্থান।

আনন্দ। মন্দকি, এ এক রকম বিপরীত স্বয়ম্বর। স্বয়ম্বর সভায় চিরপ্রথা অনুসারে, রাজকন্যাই অসংখ্য রাজপুত্রের মধ্যে আপনার পাত্র মনোনীত করে নেয়। এ না হয় রাজপুত্র রাজকন্যাগণের মধ্য থেকে আপনার পাত্রী মনোনীত করে নেবে।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। এই খানটাই এসে ফসকে গেছে। আর যখন ধরে ফেলেছি, তখন যাবে কোথায়?

আনন্দ। তুমি আবার কে?

অভি। (স্বগত) যখন 'আবার' শব্দটা প্রয়োগ হয়েছে, তখন রাজকুমারেরও সন্ধান মিলেছে। আজ্ঞে মহান্ত মহারাজ! আমি দ্বিতীয় পাগল।

আনন্দ। তুমি আমাকে চিনলে কি করে? তুমিত আর কখন আমাকে দেখনি?

অভি। আজ্ঞে, সামান্য প্রহরীর বেশ ধরেও আপনি ত্রিপুণ্ড্র ত লুকুতে পারেন নি—শিবনেত্র দু'টিত ঢাকতে পারেন নি!

আনন্দ। তুমি ত পাগল নও—কে তুমি?

অভি। আজ্ঞে আমি প্রথম পাগলের ভৃত্য।

আনন্দ। মিথ্যা কথা, ঠিক বল?

অভি। আজ্ঞে, তবে বন্ধু।

আনন্দ। কোন্ দেশের রাজপুত্র?

অভি। আজ্ঞে হিজি বিজি দেশের।

আনন্দ। হিজি বিজি বলে কি দেশ আছে?

অভি। আজ্ঞে দেশটা অদৃষ্ট থেকে মুছে গেছে কি না—তাই আমার চক্ষে সেটা অস্পষ্ট হিজি বিজি দেখাচ্ছে।

আনন্দ। অদৃষ্টে সুন্দর দেশ দেখতে পাচ্ছি —গোপন করছ কেন?

অভি। আজ্ঞে তবে কেরলের।

আনন্দ। তুমি কি করতে এসেছ?

অভি। বন্ধুকে ফেরাতে এসেছি।

আনন্দ। বন্ধুত প্রণয়িনী না পেলে ফিরবে না।

অভি। তার কি প্রণয়িনী আছে? সে একটা গান শুনে ক্ষেপে গেছে।

আনন্দ। তবে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আজ এই দেবমন্দিরে বহু রাজকন্যা সমবেত হয়েছে—আমি তোমার বন্ধুকে তাদের দেখাব।

অভি। প্রভু! তার পূর্ব্বে যদি আমাকে একবার দেখ্‌বার অনুমতি দেন।

আনন্দ। কেন?

অভি। তাহ'লে বন্ধুকে শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফেরাতে পারি।

আনন্দ। বেশ, চল। তোমাকেই আগে দেখিয়ে আনি।

তৃতীয় দৃশ্য।

নাটমন্দির।

জটাবতী ও অন্যান্য রাজকন্যাগণ।

গীত।

আমরা পরী রাজকুমারী, করেছি স্বয়ংবরের আয়োজন।
ফুল ফুটেছে, সব মিলেছে, অলির শুধু অনাটন।
বাপ আমাদের দিগ্‌বিজয়ী বড় বড় বীর,
মারতে মশা কামান পাতে
ছোট বলে ছোঁয় না তারা তীর।
কাজেই সেটা নিজেই নিছি, নয়ন কোণে জুড়ে দিছি
ওৎটি মেরে বসে আছি বাঁকিয়ে ভুরু শরাসন।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। রাজকন্যা ঠাকরুণ! প্রণাম হই।

জটা। কে তুই?

সকলে। ওমা তাইত এ কেগো!

অভি। আজ্ঞে আমি অভে!

জটা। অভে কে?

অভি। আজ্ঞে রাজকন্যার ভৃত্য।

জটা। কোন্ রাজকন্যার?

অভি। আজ্ঞে তাকেইত খুঁজছি।

জটা। তার নাম কি?

অভি। সেই জানবারইত চেষ্টা করছি।

জটা। নাম জানবার চেষ্টা করছিস কি?

অভি। আজ্ঞে না জানলে কি করব।

জটা। কোন্ দেশের তা জানিস্?

অভি। কই মনে করতে পারছি না!

জটা। পাজী! জুয়াচোর তোর সব মিথ্যা কথা।

অভি। তাইত! সব মিথ্যেইত।

সকলে। ওমা তাহ'লে এ কে লো?

জটা। তুই পুরুষ মানুষ এখানে কেন এসেছিস? এখনি তোর মুণ্ডচ্ছেদ হবে।

অভি। তাহ'লে তুমিই বটে।

জটা। আমি, আমি—কি—আমি কি?

অভি। আমি চেঁচিয়ে বলি, আর একটা হট্টগোল হয়ে যাক। আমি ত আর বাসুকি নই যে, হাজার মাথা—সবাই পড়ে মুণ্ডচ্ছেদ করলেও, এক আধটা ঝড়তি পড়তি বাদ থাকবে। এই একটা মাথায় সবার মন জোগাতে পারব কেন? শুনতে চাওত চুপি চুপি বলতে পারি।

জটা। কি বল্, শিগ্‌গির বল্—

অভি। অনেক কথা—শিগ্‌গির বল্‌তে পারব না। তোমরা একটু আড়ালে যেতে পার। এই রাজকন্যার সঙ্গে গোপনে আমার একটা কথা আছে।

২য় ক। গোপনে কথা কইতে চাস্‌ত নিকুঞ্জে নিয়ে যা। এটা ওর আপনার জায়গা নয়।

সকলে। যেতে হয়, তোরা যা—আমরা এই পা' চারি করতে লাগলুম।

অভি। ওগো, তা হ'লে কাণটা এগিয়ে দাও—এরি মধ্যে সবার মনে ঈর্ষা জেগেছে।

(কিঙ্কিন্ধ্যা রাজকুমারীর কর্ণে কথনের ইঙ্গিতাভিনয়)

৩য় কন্যা। ওরা কি করছে ভাই?

২য় ক। চুপ কর্ না—কি করে দেখ্ না। আমরাও কি ছাড়ব—বেটার ঘাড় ধরে কথা বার করে নেব।

৩য় কন্যা। বোধ হয়, কোন বরের কথা কইছে।

সকলে। (পরস্পরে ইঙ্গিতাভিনয়)

জটা। ঠিক হয়েছে।

অভি। কেমন?

জটা। তোকে আমি মতির হার বকসিস্ দেব।

অভি। তোমার নাম কি বলব?

জটা। জটাবতী?

অভি। ঠিক হয়েছে—তাহ'লে জটাই বললেও চলবে?

জটা। খুব চলবে—বাপ্ আমার আদর ক'রে ওই নামেই ডাকে।

অভি। বাড়ী?

জটা। কিস্কিন্ধ্যা।

অভি। রাজার নাম?

জটা। গয়-গবাক্ষ।

অভি। ঠিক হয়েছে! গয়গবাক্ষ রাজার কন্যা জটাই—কিস্কিন্ধ্যা—যাও যাও, তাহ'লে আর দেরি ক'র না।

জটা। আমি এখনি যাচ্ছি। তোমরা না পৌছিতে যাচ্ছি।

অভি। সুরটো তাহ'লে ভাল কালোয়াত দিয়ে ঠিক ক'রে নিও।

জটা। সে আর তোমাকে বলতে হবে কেন। বাবার সভায় বড় বড় ওস্তাদ আছে।

অভি। বস্, তাহলে এখনি।

জটা। কি আর একবার বলে দাও ত।

অভি। শত প্রেমিকার।

জটা। শত প্রেমিকার।

অভি। প্রাণের কামনা।

জটা। প্রাণের কামনা—বস্ আর বলতে হবে না।

[প্রস্থান।

অভি। ওগো রাজকন্যারা—নমস্কার। আমি তোমাদের যখন চক্ষুশূল, তখন চল্লুম।

২য় ক। সে কি? কোথায় যাবি—আমাদের না বললে তোকে যেতে দেবে কে?

সকলে। কি বল্লি বল?

অভি। ও একটা উটকো বরের কথা।

সকলে। বর? বর? কোথায় রে, কোথায় আছে?

২য় ক। আরে গেল এগিয়ে যাচ্ছিস কি, এগিয়ে গেলেই পাবি নাকি?

৩য় ক। আমি ত ঠিক বলেছি—বর।

২য় ক। বয়স কত?

অভি। কে কে শুনতে চাও, বল।

সকলে। আমি শুনব, আমি শুনব, আমি কথা কইব, আমি গান শুনব, আমি নাচ দেখাব—আমি খাওয়া দেখিয়ে মোহিত করব।

অভি। কে কি করবে, সব একেবারে বল্লে ত মনে থাকবে না। তোমরা সবাই নামের একটা তালিকা দাও। আর যদি তাকে পেতে চাও, তাহলে একটা উপায় বাতলে দিই, তোমরা শোন।

সকলে। বল—বল—

২য় ক। আমি আগে কথা কয়েছি, তোমরা শোনবার কে?

৩য় ক। বটে! আমি সকলের আগে বর ঠাওরেছি।

২য় ক। তবে ত একেবারে মাথা কিনেছিস—তুমি বলত ভৃত্য, বলত?

অভি। ওই কে আসছে—তাহলে এখানে নয়—এ জায়গা ছেড়ে চল, তাগটা শিখিয়ে দিলে, এস।

সকলে। বেশ—বেশ—বক্‌শিস দেব—বক্‌শিস দেব। [সকলের প্রস্থান।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড। এতদিন পরে বেঙ্কটনাথ বুঝি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করলেন। কিন্তু একি যন্ত্রণা? কাছে এসে হাতের কাছে পেয়ে ধৈর্য্য ধরতে পারছি না। দেখা দাও প্রাণেশ্বরী, দেখা দাও—আর আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেল না। একটা বেদেনীকে দিয়ে রহস্য করিয়ে আমার যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছ। বেদেনীর অপবিত্র কণ্ঠে কি এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত ঢালতে আছে? অন্য রাজকুমার হলে তারই মোহে আত্মহারা হয়ে হয়ত বেদেনীকেই আত্মসমর্পণ করে বসত—আমি কিন্তু বেদেনীর শত চেষ্টাতেও আত্মহারা হইনি। তোমার লোভে পিতার আদেশ অমান্য করেছি। দাও প্রাণেশ্বরী—ধরা দিয়ে পুরস্কার দাও।

(২য় রাজকন্যার প্রবেশ)

২য় ক। ওহো হো! কেমন করে তাকে পাব, কোথায় তাকে পাব—শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা—হায় হায়! আমার কি এমন ভাগ্য যে, আমি তাকে পাব—শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা—উঃ!

পুণ্ড। ঁয়্যা! কি বললে—কি বললে? সে তুমি?

২য় ক। ঁয়্যা! তাইত কি দেখছি—তুমি?

পুণ্ড। বল, আবার বল—সেই বিশ্ববিমোহন রে আবার বল।

(রাজকন্যাগণের প্রবেশ)

৩য় ক। বটে! ও একা বলবে—

সকলে। কেন কিসের জন্য—আমরা কি বানে ভেসে এসেছি? (পুণ্ডরীককে বেষ্টন করিয়া) শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা।

পুণ্ড। তাইত, ব্যাপার কি?

২য় ক। রাজকুমার! এরা সব ছলনাময়ী—এদের কথা শুনবেন না।

পুণ্ড। কে তোমরা?

সকলে। ও ব্যক্তিও যে, আমরাও সে।

২য় ক। কি তোরা আর আমি এক—আমার বাপ রাজা, আর তোদের বাপ ছোট ছোট তালুকদার।

৩য় ক। নে ভারী রাজা—ভুঁইফুঁড় ইটেঘাটা হাটবাজারের রাজা।

৪র্থ ক। যা, যা গুমোর করিস নি।

পুণ্ড। তোমরা একি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। দোহাই, সত্য করে বল এ গানটী কে গাইছিলে? দোহাই সুন্দরী! আমি একটু পূর্ব্বে তোমাদের মধ্যে একজনের মধুর কণ্ঠ শুনেছি। বল সে কার?

২য় ক। সে আমার।

সকলে। আমার গো, আমার!

৩য় ক। তবে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গি—আমাদের কারও নয়, আমরা সব শুনে শিখেছি।

সকলে। শত প্রেমিকের প্রাণের কামনা
আমি পূর্ণ মাসি।
পথের মাঝে পরাণ বঁধু দিও না গলায় ফাঁসি।

পুণ্ড। কি, কি বললে? আর একবার বল দেখি শুনি।

(অভিরামের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

অভি। (আর) দায় পড়ে গেছে বলতে।
আবার শুনলে আছাড় খাবে পাহাড় পথে চলতে।

পুণ্ড। পাপিষ্ঠ নরাধম অভে। এখানেও তুই ?

অভি। তুমি শিবরাত্রের শলতে,
তোমাকে কি পারি ভুলতে ?
একি প্রাণে সবে, তুমি নিভে যাবে,
ভরাদীপে পুরে জলতে।

পুণ্ড। সুমুখ থেকে যদি না যাস ত তোকে কেটে ফেলব।

অভি। বল, বল—রাজকুমারীরে চুপ করে রইলে কেন ?

সকলে। আমরা সবাই, ঘেরেছি তোমায়
রূপের নেশায় টলতে।

পুণ্ড। দূর—দূর—কাছে আসিসনি, কাছে আসিসনি—দূর।

অভি। ছেড়ো না—পিছু নাও—পিছু নাও।

[সকলের প্রস্থান।

(বরুণা ও আনন্দগিরির প্রবেশ)

আনন্দ। কি মা ! তুমি সঙ্গে গেলে না ?

বরুণা। ওরা রাজকুমারী ওরা তাই সঙ্গে গেল। আমি বেদের মেয়ে, আমি গিয়ে কি করব ? তার ওপর আমিত কুমারী নই !

আনন্দ। তবে তুমি কি মানসে বেঙ্কটনাথের পূজা করতে এসেছিলে ?

বরুণা। আমার স্বামী দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাই তাঁর পথের কল্যাণ কামনা করতে এসেছি।

আনন্দ। বেদের মেয়ে তোমাকে মন্ত্র বলে দিলে কে ?

বরুণা। কেন আপনি !

আনন্দ। আমি ?

বরুণা। আমি ঠাকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললুম—ঠাকুর ! আমি বেদেনী তোমার সুমুখে আর কখন আসিনি—কি বলে তোমায় ডাকতে হয় জানি না। কি বলে তোমাকে ডাকব বলে দাও !—বলতে না বলতেই আপনি এলেন, মন্তর বলে দিলেন—আমি বলতে বলতে ঠাকুরের মাথার ফুল পড়ে গেল। আপনি বললেন, ঠাকুর তোমার পূজা গ্রহণ করেছেন।

আনন্দ। সে কখন ?

বরুণা। সেই ভোরে।

আনন্দ। কিরাতনন্দিনী ! সে আমি নই, স্বয়ং বেঙ্কটনাথ তোমাকে নিজের পূজায় মন্ত্রোপদেশ দিয়াছেন।

বরুণা। আপনিই ত বেঙ্কটনাথ।

আনন্দ। তা তুমি বলতে পার। এখন কোথায় যাবে ?

বরুণা। বনে।

আনন্দ। বেশ যাও।

[বরুণার প্রণাম ও প্রস্থান।

বেঙ্কটনাথ ! আমার মূর্ত্তি ধ'রে, এই কিরাতনন্দিনীর গুরুর কার্য্য ক'রে তোমার চিরদরিদ্র সেবককে অপদস্থ করলে কেন ? তোমাকে যে পেয়েছে, তার অজ্ঞাতসারে, ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান তার ভিতরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু প্রভু। আমি যে অজ্ঞান। দেখো ঠাকুর ! বেদিনীর কাছে যেন অপ্রতিভ না হই, তাহলে তোমারই সম্মুখে বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করব। তা যাহ'ক, কেরলরাজনন্দিনীকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ? সে কখন এল, কখন গেল, সে এক পদক ফেলে গেছে, তাইতেই সে এসেছে জানতে পেরেছি, নইলে জানতে পারতুম না।

(অন্বেষণের অভিনয় দেখাইতে
বরুণার পুনঃ প্রবেশ)

ক। ধরা পড়েছ ! কি বেটী ! এ পদক কি তোর ?

বরুণা। আজ্ঞে, আপনি পেয়েছেন! গলা থেকে কখন পড়ে গেছে জানতে পারিনি।

আনন্দ। এ পদক আমার কাছে থাক্, সময়ে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ।)

পুণ্ড। যাক্, আর নয়—আর মিছে মরীচিকার লোভে ঘুরব না—এই কুহকময় সংসারে আমার আকাঙ্খার সামগ্রী মিলল না। যখন মিলল না, তখন মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ। শুধু এই দেশটা বাকী, এখানে মিলল ত ভাল, না মেলে গৃহে ফিরে পিতাকে বলব আমাকে মৃত্যু দিন। কুৎসিতা কদাচার বেদিনীকে বিবাহ করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। আর চল্‌তে পারছি না, এই নগর প্রান্তে উপবনে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করে তবে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এই বারেই আমার অদৃষ্টের শেষ পরীক্ষা। এইখানে আমার চির আকাঙ্ক্ষিত প্রাণেশ্বরীকে পেলুম ত পেলুম, নইলে এই স্থান থেকেই ঘরে ফিরব—চির হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রীর প্রাণ আমার ফেরবার জন্য দায়ী। সুতরাং আর বেশী দিন আমার ঘোরা চলছে না।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

এই—এই—ভগবান এই বার বুঝি আমার ঘোরা ঘুরির শেষ করলেন! সেই কণ্ঠ—সেই সুর, কিন্তু এত সে গান নয়! বিধি, এই বারে বুঝতে পেরেছি, আমাকে সেই অমূল্য মণির খনিতে এনে উপস্থিত করেছ। মরি—মরি! তরঙ্গে তরঙ্গে এ মোহন সুর বিশাল আকাশ ব্যাপ্ত করে দিলে—তরুলতার পত্রে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, পক্ষীর কলরবে যেন সহস্র বীণায় সে সুরের ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। এসো মধুময়ী সঙ্গীতরূপিনী। তোমাকে সহসা পাবার প্রত্যাশা করে আমি অপরাধ করেছি। তুমি ধরা দিতে আমার গৃহ-দ্বারে গিয়েছিলে—এই বারে এস প্রিয়তমে, আমি দূরে তোমার গৃহদ্বারে তোমার প্রেম-মন্দিরে অতিথি হতে এসেছি। তাইত সর্বাঙ্গ রত্নবিভূষিতা কিন্তু দারুণ কুৎসিতা—এ কে?

(জটাবতীর প্রবেশ)

জটা। কেমন?

পুণ্ড। তুমি কে?

জটা। আগে বল কেমন?

পুণ্ড। কেমন কি?

জটা। কেমন জব্দ?

পুণ্ড। কিসের জব্দ?

জটা। বটে! এখনও ঘোরবার সখ মিটেনি? সখি!

পুণ্ড। থাক্—থাক্, আর সখীকে ডাকতে হবে না। তোমা'তেই যথেষ্ট। কি বল্‌বে বল?

জটা। আমাতেই যথেষ্ট হ'লে কি এখনও কথা কাটাকাটি কর? এখনও তুমি জব্দ হওনি। কি বল, তানপুরো আনব?

পুণ্ড। ও বাবা! এ কোথায় এলুম! ঘুরতে ঘুরতে শেষ কালে হাবড়ে পড়লুম! এর চেয়ে যে বেদেনী ছিল ভাল।

জটা। বসে বসে ভাবতে লাগলে কি? তানপুরোটা আনাই?

পুণ্ড। তানপুরো কি হবে? আমি ত গান জানি না।

জটা। সেকি এত দিন ধরে শুনলে, আজও গানটা শিখতে পারলে না?

পুণ্ড। তুমি বোধ হয় লোক চিনতে পারছ না। তুমি কাকে মনে করে কাকে বলছ?

জটা। আচ্ছা তুমি না পার আমারই একটু শোন—কাকে মনে করে কাকে বলছি, তাহলেই বুঝতে পারবে।

পুণ্ড। থাক্, এখন আর গানে প্রয়োজন নেই—তোমার রূপেই যথেষ্ট।

জটা। তুমি গানের পাগল, তুমি রূপের কথা তুলছ কেন ভাই?

পুণ্ড। ও বাবা! এ বলে কি?

জটা। রূপ ত আমার আছেই, সে জগতের লোকে জানে। আমার রূপ দেখে হাজার হাজার রাজপুত্ত্বর পাগল হয়ে গেছে।

পুণ্ড! আহা! তাহলে অনেক রাজাকে নির্ব্বংশ করেছ বল?

জটা। তা করতে হয় বইকি? বুঝতে পারছ না—এত বয়স পর্য্যন্ত আমার বিয়ে হয়নি কেন?

পুণ্ড। কেন হয়নি সুন্দরী?

জটা। আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য বাবা এক একটা রাজপুত্ত্বর ধরে আনে। সে যেমন আমাকে দেখে, অমনি পাগল হয়ে যায়। আর বাবাও অমনি তাকে দূর করে দেয়। শেষে বাবা রেগে আমাকে বললে, তুই আর কখন কাউকে রূপ দেখাস্‌নি।

পুণ্ড। তবে এ অধীনের প্রতি এ করুণাটা হল কেন?

জটা। তুমি কি দেখে পাগল, তুমি যে শুনে পাগল। তোমায় কি জোর করে করুণা করতে হয়, তোমায় দেখলে করুণা আপনি আপনি উথলে ওঠে।

পুণ্ড। কে তুমি সুন্দরী?

জটা। সুন্দরী আমি কেন, সুন্দরী তোমার প্রাণমোহিনী বেদেনী।

পুণ্ড। (স্বগতঃ) আরে ম'ল এ বলে কি?

জটা। কি, কথাটা কাণে লাগছে?

পুণ্ড। শুধু কাণে—হাড়ে, মগজে, মজ্জায়।

জটা। তাই বল—যখন দেখলুম, রূপে সুবিধে হল না, তখন লাখো টাকা খরচ করে, কালোয়াত দিয়ে গান শিখলুম।

পুণ্ড। আর সেটা আমারই ওপর প্রয়োগ করতে এসেছ বুঝি?

জটা। প্রয়োগ কি আজ করছি বঁধু! তুমি পাগল হয়ে ছুটোছুটী করছ কার গানে?

পুণ্ড। সে কি, এতদিন আমি তোমারই গান শুনে উন্মত্ত হয়ে বেড়াচ্ছি?

জটা। হিঃ হিঃ হিঃ।

পুণ্ড। তোমারই জন্য আমি পিতার অবাধ্য হয়েছি?

জটা। হিঃ হিঃ হিঃ!—দেখ দেখ, আমার গানের মজা দেখ। লাখো টাকা খরচ করে শেখা গান। তাতে কি চালাকিটী করবার যো আছে?

পুণ্ড। সে বাগান তুমি রচনা করেছ?

জটা। হিঃ হিঃ! রচতে রচতে হাতে কড়া পড়ে গেছে। দেখ—দেখ!

পুণ্ড। এখন থাক্, পরে দেখা যাবে। তুমি তত দূরে কি করতে গিয়েছিলে?

জটা। কি করি বঁধু! কাছের রাজপুত্ত্বর সব পাগল করে উজোড় করে ফেলেছি, দূরের বঁধুর মধ্যে এক তুমি আছ বাকী। জানি তুমি একদিন না একদিন মৃগয়া করতে আসবেই। তাই বনের ভেতরে একটা বাগান তইরি করতে লেগে গেলুম। আমি কিষ্কিন্ধ্যার মেয়ে, আমার পূর্ব্ব পুরুষ সীতা উদ্ধারের সময় সাগরে সেতু বেঁধেছে—আমি যা বাগান করব সেকি আর দুনিয়ার লোকে করতে পারবে?

পুণ্ড। তুমি সত্য বলছ?

জটা। তাহ'লে দেখ একটা মজার কথা কই। তোমায় দেখেইত মন প্রাণ মজে গেল। মনে করলুম তুমি বনে বনে ঘুরে ঘুরে সারা হচ্ছ, তোমাকে ধরা দিই। এই ভেবে আমার পোষা হরিণটে তোমাকে দেখালুম। কিন্তু তুমি এমন বোকা—নিজে না এসে, চাকরটা পাঠিয়ে সন্ধান নিতে গেলে। তাইতে আমার রাগ হ'ল, আমি একটা বেদেকে বউ সাজিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লুম। কেমন প্রাণ বঁধু! বেদে বউটী পছন্দ হয়েছিল?

পুণ্ড। সে পছন্দের কথা আর কি বলছ—সেই অবধি প্রাণ আমার কেবল বেদে বেদে করছে।

জটা। কেমন! কেমন জব্দ করিছি! নাও—আর কষ্ট করতে হবে না। এত দিনে তোমার কষ্টের শেষ হ'ল—নাও, এইবারে চল।

পুণ্ড। কোথায়?

জটা। একে বারে ছাঁদনা তলায়, আর কোথায়?

পুণ্ড। অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—সুন্দরী একটু বিশ্রাম করতে দাও।

জটা। আচ্ছা আমি পাশে বসি, তুমি বিশ্রাম কর।

পুণ্ড। সর্ব্বনাশ করলুম দেখছি—একটা বেদিনীর ওপর অভিমান করতে একটা বাঘিনীর খর্পরে পড়লুম?

জটা। তুমি শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা, তোমায় আমি কি ছেড়ে থাকতে পারি?

পুণ্ড। আরে মল! এ বলে কি?

জটা। তুমি পূর্ণিমার শশী আর আমি কুমুদী।

পুণ্ড। এ কোন মায়াবিনী নাকি? হে ভগবান, যদি আমাকে বেদিনী দানই তোমার অভিপ্রায় হয়, ত তাই দাও। আমাকে এ রাক্ষসী মায়াবিনীর হাত থেকে রক্ষা কর।

জটা। কি চোখ কপালে উঠছে যে? এখন বুঝতে পারলে আমি কে?

পুণ্ড। তাই বল, তুমি আমার কুমুদী! তা এতক্ষণ বলনি কেন? তোমার জন্যই ত আমি পাগল হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

জটা। আম কি পর মানুষ ঘরে এনেছি গা! এ কথা তুমি এতক্ষণ বুঝলে!

পুণ্ড। তাহ'লে বলত আমার প্রাণের কুমুদী, আমি তোমাকে কেন ভালবাসি?

জটা। বলব বলব! ইয়া—ইয়া হাঁ—

পুণ্ড। কি মধুর—কি মধুর!

জটা। রিরিরিরি—এই টে হচ্ছে মহড়া—

পুণ্ড। উঃ! কি মধুর, কি মধুর!

জটা। অয়—অয়—অয়—

পুণ্ড। বাপ্!

জটা। এইটে হচ্ছে অস্থায়ী গিট্‌কিরি।

পুণ্ড। বাপ্! অস্থায়ী গিট্‌কিরিতেই প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে, স্থায়ী গিট্‌কিরি হলে আর বাঁচব না। দোহাই প্রাণকুমুদী ক্ষান্ত দাও—তোমায় কেন ভালবাসি এই বারে বুঝতে পেরেছি।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। কি আমার প্রাণকুমুদীর সঙ্গে নির্জ্জনে কে প্রেমালাপ করে? কেও রাজকুমার!

পুণ্ড। কে ও—অভিরাম! আমি তোমার কি শত্রুতা করেছি অভিরাম যে, তুমি এমন করে আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ?

অভি। কি করব রাজকুমার! আপনাকে দেখিলেই মনের ভেতরে আপনা আপনি কেমন এক শত্রুতা জেগে ওঠে। তাইতেই এমনটা ক'রে ফেলি।

পুণ্ড। বেশ যথার্থই যদি তোমার এত শত্রুতা জাগে, তাহ'লে এরূপ ক'রে অবমাননা না ক'রে, আমাকে হত্যা কর।

জটা। কিগো তানপুরোটা আনব?

অভি। হাঁ হাঁ—অত কষ্ট করতে যাবে কেন? এক গাছা দড়ি দিই। তার এক দিক তুমি কোমরে বাঁধ, আর এক দিক দাঁতে ধর। তাহ'লেই পয়লা নম্বরের তানপুরো হয়ে যাবে এখন। তোমার উদরদেশ একটী তুম্বো লাউ।

জটা। কি আমাকে তামাসা? এখনি আমি রাজাকে ব'লে তোমার শিরচ্ছেদ করছি।

অভি। তাই কর। তোমার রূপ দেখে আমার চোখ টনটন করছে।

(জটাবতীর প্রস্থান)

পুণ্ড। অভিরাম আমাকে মুক্তি দাও, আমি দেশে ফিরে যাই।

অভি। সত্য কথা?

পুণ্ড। আর আমি মরীচিকার প্রলোভনে ঘুরব না।

অভি। দেখুন, এখনও বুঝে দেখুন।

পুণ্ড। তুমি আমাকে সন্দেহ করছ?

অভি। গৃহে গিয়ে বেদেনীকে বিবাহ করবেন?

পুণ্ড। তা কেমন ক'রে করব—প্রাণ দেব!

অভি। তাহ'লে আপনাকে আমি যেতে দেব না। আপনি কাঞ্চী রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করুন।

(কাঞ্চী রাজকুমারী নেপথ্যে)

কাঞ্চী-কু। কই অভিরাম কোথায় তোমার প্রভু?

পুণ্ড। তাইত অভিরাম! শত্রুতার ছল করে এ কি রূপের ডালি সম্মুখে এনে উপস্থিত করলে। রাজনন্দিনী! রূপের ভিখারী বলে কি আমাকে এতই কষ্ট দিতে হয়? যেয়ো না—দোহাই প্রাণেশ্বরী যেয়ো না। পিপাসায় নয়ন আমার পূর্ব্ব হ'তেই শক্তিহীন হয়েছে আর তাকে অন্ধ কর না! মিলিয়ে দাও—সঙ্গী মিলিয়ে দাও। শুধু রাগিণীর আলাপে আর প্রাণ পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। অভিরাম—ভাই! সঙ্গীতে শব্দ যোজনা কর।

অভি। চলুন রাজকুমার, কাঞ্চি রাজভবনে আতিথ্য গ্রহণ করবেন চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বরুণার প্রবেশ)

গীত।

পথে কেঁদে ও কে চলেছে।
দুটি গাণ্ডে তারকা ঝরে—
চলিতে ঢলে, ঢলে সে চলে, বুঝি কে তারে পথে ছলেছে।
জীবনের সাধ কি ধন আশে,
আজিরে কেন সে পরবাসে—
পবন পরশে ঘন শিহরে সে,
কে যেন কাণে কি কথা বলেছে॥
অজানা পথ শেষ, হবে না পাবে না দেশ,
ফুল কি কার (ও) সে পায়ে ঢেলেছে।
এ ভাবে কবেরে পথ মিলেছে॥

(অভিরামের পুনঃ প্রবেশ)

অভি। এ কি! বেদিনী যে! এখানে পর্য্যন্ত ছুটে এসেছিস্?

বরুণা। হামি বেদিনী—মনের সাধে সারা দুনিয়া ছুটোছুটি করি—হামার আবার এখান সেখান কি আছে ভাই!

অভি। আর মিছে আসা—যার জন্ম এলি, তাকে এই মাত্র রূপের ফাঁদে ফেলে দিয়ে এলুম।

বরুণা। তুইই আমাকে সোয়ামী দিলি, এখন আবার দুসমণি করলি কেনে ভাই?

অভি। কেন দিলুম বলব বেদেনী?

বরুণা। কেনে ভাই?

অভি। তোকে দেখে আমার প্রাণে কেমন একটা উল্লাস আসে। আমার একটী বোন বহুকাল থেকে নিরুদ্দেশ। তাকে দেখতে পেলে মনে যে একটা আনন্দ হবে, এ যেন তার চেয়ে কিছু কম নয়। বোধ হয় তোকে দেখে সেই আনন্দই হয়েছে।

বরুণা। তবে দুসমণি করলি কেন ভাই?

অভি। প্রাণ দিয়ে সে দেখতে শিখেছে কি শুধু চোখ দিয়ে তার দেখা—তাই বুঝতে তাকে এই সুন্দরীর কুহকে নিক্ষেপ করেছি। সে যদি শুধু বাহিরের রূপে মুগ্ধ হয়, তাহ'লে বুঝব তার গান শুনে মুগ্ধ হওয়া মিথ্যা। তুই যদি আমার ভগিনী হতিস্, আমি কখন তোকে সেই কপটাচারকে দান করতুম না।

বরুণা। এতই যদি দয়া করলি, গরীব বেদেনীকে বহিন বললি, তখন হামি বলি—হামিই বা একটা কানাকে এ সাধের প্রাণ কেনে ঢেলে দিব? ভাই। তুই হামার নমস্কার লে। আমি তোর গরীব বহিন—আমায় আশীর্ব্বাদ কর—হামি যেন তোর মান রাখতে পারি। হামি জান দিব, তবু কানাকে প্রাণ দিব না।

অভি। বোন—আমিও তোকে তা দিতে দেব না। তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে কক্ষণে ফিরে চল্লুম। বুঝলুম, আমি যাকে প্রথম দেখে রাজার সুমুখে উপঢৌকন দিয়েছি, সে বেদেনী হ'লেও, যে রাজার ঘরে ঢুকবে, তারই ঘর পবিত্র হবে।

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

পুণ্ডরীক ও কাঞ্চীকুমারী।

পুণ্ড। এই ত আমি তোমার কাছে এসেছি। আকাঙ্ক্ষার আবেগে পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে, আজ আমি তোমার দ্বারে ভিখারী। প্রাণময়ী! এইবারে আমাকে তৃপ্তি ভিক্ষা দাও।

কাঞ্চী-কু। আবার কি ক'রে তৃপ্তি ভিক্ষা দেব? এইত আমি তোমাকে বল্লুম যে আমি তোমার। তুমিও ত আমাকে প্রাণেশ্বরী বলেছ।

পুণ্ড। মনের আবেগে বলেছি—ধ্রুব বিশ্বাসে বলেছি—প্রাণের সামগ্রী পেয়েছি জেনে বলেছি। কিন্তু তুমি নিষ্ঠুর হয়ে নীরব কেন—দাসকে পরিচয় দাও।

কাঞ্চী-কু। ওমা আবার কি পরিচয় দেব? আমি কাঞ্চীরাজকুমারী তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?

পুণ্ড। তাই কি তোমার পরিচয় সুন্দরী?

কাঞ্চী-কু। তবে আবার কি?

পুণ্ড। এ কি কথা রাজকুমারী? আমি কিসের জন্য তোমার অনুসন্ধানে জগৎ ভ্রমণ করেছি? যে সঙ্গীতের ঝঙ্কারে তুমি আমার মানসচক্ষে রূপের উচ্ছ্বাস তুলেছ, আমাকে সহস্র রূপ প্রলোভন তুচ্ছ করিয়ে এখানে আনিয়েছ, আমাকে তার পরিচয় দাও।

কাঞ্চী-কু। এখন আবার একি কথা! তুমি আমাকে প্রাণেশ্বরী বলেছ। হাজার রাজপুত্র আমাকে পাবার জন্য লালায়িত হয়েছে। আমাকে না পেয়ে উন্মাদ হয়েছে। আমি তাদের অগ্রাহ্য করে তোমাকে ভালবেসেছি। পিতা আমার বিবাহের আয়োজন করছেন। এখন আবার পরিচয় কি?

পুণ্ড। সে কি? এরই মধ্যে বিবাহের উদ্যোগ করেছ কি? আমি ত এখনও তোমাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি না।

কাঞ্চী-কু। কেন তোমার কি চোখের দোষ হয়েছে? তবে আমার হাত ধরলে কেন? একি বেদেনীর হাত যে, ধরে নিস্তার পাবে?

পুণ্ড। আমি তোমার পূর্ণ পরিচয় না পেলে তোমাকে বিবাহ করতে পারব না।

কাঞ্চী-কু। কি, আমার রাজ্যে এসে তুমি আমার অপমান করতে চাও?

পুণ্ড। এতে যদি অপমান বোধ কর, তা'হ'লে আমি কি করতে পারি?

কাঞ্চী-কু। তোমার কি জীবনের ভয় নেই?

পুণ্ড। তা থাকলে পিতার আদেশ অমান্য করে এতদূর আসি? সেই গীতটী আমাকে শোনাও—শুনিয়ে আপনার করে নাও।

কাঞ্চী-কু। বেদেনী যে গান গেয়েছে, আমি তাই গাইব?

পুণ্ড। বেশ, তা না গাও—যে গান শুনেছি, তার উত্তর দাও।

কাঞ্চী-কু। যদি উত্তর পছন্দ না হয়?

পুণ্ড। তা'হ'লে বুঝব, রূপ দেখিয়ে তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ।

কাঞ্চী-কু। একেবারে বাসরেই শুনো না কেন! দেখ প্রাণেশ্বর, তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তখন মনের আবেগে কি গেয়েছি, এখন তোমাকে পেয়ে প্রাণে ভয় হচ্ছে, যদি তোমাকে না তুষ্ট করতে পারি? তোমাকে কাছে পেয়ে আমার স্বরবন্ধ হয়ে আসছে, কেমন ক'রে তোমাকে তুষ্ট করব?

পুণ্ড। রাজকুমারী—কথার প্রাণে যে একটা সুর আছে, তা গীত মাধুর্য্যের অপেক্ষা রাখে না। সে যে আপনা আপনিই মিষ্ট—

কাঞ্চী-কু। বেশ, তবে শোন!

(গীত)

রূপের পিয়াসী তুমি, তাইত আকুল প্রাণ।
কুমুদীর পদতলে, সরসীর কালো জলে, তুমি ঢেলে
দেছ অভিমান।

পুণ্ড। কি বললে—রূপের পিয়াসী আমি? তোমার এই মাংস পিণ্ডের একটা ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে আমি এতদূরে এসেছি? আমার নেশা কেটেছে—আমি তোমাকে খুঁজতে এতদূরে আসিনি। তোমার পিতাকে গিয়ে বল, তিনি তোমার জন্য অন্য ভাগ্যবানের সন্ধান করুন। আমি বিদায় নিয়ে চললুম।

[প্রস্থান।

কা-রা। কি, আমার বাড়ীতে এসে, আমার অপমান? মহারাজ! মহারাজ!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সেতু।

কাঞ্চীরাজ ও সৈন্যগণ।

সৈন্য। ওই যাচ্ছে—ওই বেটা চোর পালাচ্ছে।

কাঞ্চী-রা। আর পালাবে কোথা—সুমুখে নদী পড়েছে—তাতে পড়লে আর বাঁচাতে হ'বে না। পালাবার এক পথ নদীর পোল, কিন্তু তার ওপারে একদল সেপাই, সহরের লোকে মোড় আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক থেকে আমি চলেছি, দুনিয়ায় আর কে আছে, তাকে রক্ষা করে?

সৈন্য। ওই যে পোলের উপর উঠল।

কা, রা। সাধ্য কি, উঠলেই বা করবে কি—যাবে কোথা? চলে আয়—চলে আয়।

সকলে। মহারাজ! সরে যান—সরে যান—সাপ!

সৈ। ও বাবা! কইগো।

কা, রা! কোথায় রে—কোথায় রে?

সৈ। ও বাবা—ফোঁস ফোঁস করে কোথায় গো!

সকলে। সরে যান—সরে যান!

(সর্পভূষিতা বরুণার প্রবেশ ও বেগে প্রস্থান)

সকলে! ওরে বাবা ও কে গো!—পালা পালা—

নেপথ্যে। ধর—ধর—যেতে দিও না, যেতে দিও না। পালালো—পালালো।

সকলে। যেতে দিও না—যেতে দিও না।

কা, রা। যে ধরবে তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেব, ধর ধর—

[সকলের প্রস্থান।

(মংরু ও বাধগণের প্রবেশ)

মংরু। পোলের জোড়টা ভেঙ্গে দিবি, দিয়ে কাঁধে নিয়ে খাড়া থাকবি। বেটীকে জামাইকে পার করে দিয়ে, যেই দেখবি শালারা পিছন নিয়ে সাঁকোর উপর চড়েছে, অমনি কাঁধ ছেড়ে দিবি—সব শালারা জলে পড়ে হাবু ডুবু খাবে, আর তোরা অমনি সাঁতার দিয়ে শালাদের আধ মণ করে জল খাইয়ে দিবি।

সকলে। আচ্ছা সরদার।

মংরু। বেটী জামাইয়ের জান বাঁচিয়ে যদি যান যায়রে শালা, ক্ষেতি কিরে?

সকলে। কিসের ক্ষেতি, একদিন ত জান যাইবেরে—চল, চল।

মংরু। চল্, চল্—আমি সাঁকোর নীচে একটা না ধরে রেখে আসি। বেটী যখন জামাইকে নিয়ে চাপবে, তখন আমি তোদের সঙ্গ নিব। [সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

নদীবক্ষ।

পুণ্ডরীক।

পুণ্ড। চারদিক ঘেরেছে, আর ত পালাবার পথ নেই। ওপারে অস্ত্রধারী সৈন্য, আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এপারে অস্ত্রধারী সৈন্য রাজার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছে। তল-দেশে খরস্রোতা তটিনী। কোন দিকে প্রাণ বাঁচাবার উপায় নেই। তাহ'লে কি করি? ভগবান, যেদিকে চাই, সেই দিকেই মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। তাহ'লে কতকগুলো কাপুরুষের হাতে ধরা দিয়ে মরি কেন?

(পশ্চাৎ হইতে বরুণা)

বরুণা। ঠিক বলেছ, এস ঝাঁপ খাই!

পুণ্ড। যাঁ্যা যাঁ্যা—কিরাতনন্দিনী তুমি?

বরুণা। কথা ক'বার সময় নেই, এস আমার সঙ্গে ঝাঁপ খাও। আমি প্রস্তুত।

পুণ্ড। প্রস্তুত—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, কেন, কি দুঃখে কিরাতনন্দিনী?

বরুণা। কেন, তুমিই বল?

পুণ্ড। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তোমাকে গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। কিন্তু কিরাতনন্দিনী! এখন বুঝেছি, অপরাধ করেছি! এক সরলার হাত ধরে এ ভীষণ মৃত্যুর দ্বারে আমি প্রবেশ করতে পারব না। ফিরে যাও—দোহাই বেদেনী ফিরে যাও!

বরুণা। ফেরবার যে উপায় নেই রাজা!

পুণ্ড। উপায় নেই?

বরুণা। না রাজা—নেই।

পুণ্ড। তবে আয়—জীবনের শেষক্ষণে পরস্পরে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে—আয় কিরাতনন্দিনী, উত্তাল তরঙ্গশিরে আমাদের বাসর শয্যা রচনা করি।

বরুণা। আঃ—কি সুখের দিন।

পুণ্ড। খরস্রোতা তটিনী ভীম কলনাদে এখনি আমাদের সকল কথা উদরগত করবে। এই আমার প্রথম প্রেমালাপ, এই আমার শেষ। উপরের ভবিষ্যৎ-সঙ্গী অশরীরী সহচরদের সাক্ষী রেখে এস প্রিয়তমে তোমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করি।

(উভয়ের ঝম্প প্রদান)

নেপথ্যে। পোলে ওঠ, পোলে ওঠ—ওঠ ওঠ—ওঠ—

(সিপাইগণের পোলের ওপর ওঠা ও পোল ভগ্ন)

পটপরিবর্ত্তন।

নদীবক্ষে তরণীর উপরে বরুণা ও পুণ্ডরীক।

বরুণার গীত।

হামসে অবলা হৃদয়ে অথলা
মুহি তনু তুচ্ছ প্রাণী।
তোঁহারি পিরীতি কো সমুঝে রীতি
হাম কুমুদী কিবা জানি॥
সারা দিবস ঝুমে রহি অবশ,
সাঁঝে নয়ন যব মেলি—
বঁধুয়াকো পিয়াসী চাহি দশ দিশি,
হেরি বঁধুয়া তব খেলি।
সলিল তরঙ্গ উপরি করত রঙ্গ
তরণী সমুখে ওহি বাণী—
যো হি বিদগধ জন, রসে অনুমগন,
সো কভু নহি অনুমানী।

অষ্টম দৃশ্য।

বধ্যভূমি।

শিববর্ম্মা, মানবেন্দ্র, মাধবী, অভিরাম ও পুরবাসীগণ।

শিব। আর কেন দেওয়ান! বর্ষান্তের আর একদণ্ড মাত্র সময় অবশিষ্ট। আমার মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ পুত্রের ফিরে আসবার জন্য তোমার প্রাণ দায়ী। পুত্র ফিরল না—তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

মান। প্রস্তুত কি আজ হয়ে আছি মহারাজ! আজ ষোল বৎসর প্রতি মুহূর্ত্তে আমি মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করছি, স্বেচ্ছায় মৃত্যু এ ভগ্ন গৃহে অতিথি হয়নি। আপনি করুণাময়, সত্যনিষ্ঠ, অন্তর্যামী, সমস্ত জেনে দরিদ্র ভৃত্যকে দয়া ক'রে মৃত্যু দান করছেন।

শিব। কেন ভাই! সে কৃতঘ্ন পুত্রের প্রত্যাগমনের প্রতিভূ হয়েছিলে?

মান। ঠিক হয়েছিলুম—জানতুম সে ফিরবে, এখনও জানি সে ফিরবে।

শিব। এর পরে ফিরলে আর তোমার লাভ কি?

মাধবী। কি করলে? উন্মাদ ভাইকে ফেরাতে গিয়ে আপনি ফিরে এলে?

অভি। সে আসছে—আসছে।

মাধবী। আর আসছে—আর এসে লাভ কি! এ অমূল্য জীবনই যদি গেল, আর তার এখানে মুখ দেখাবার প্রয়োজন কি।

শিব। দেওয়ান!

মান। এই যে যূপ কাষ্ঠে মস্তক রাখ্‌ছি মহারাজ!

মাধবী। হা ভগবান কি করলে?

অভি। তাইত! আমারই ভুলে কি সব নষ্ট হ'ল? মহারাজ! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি—উন্মাদের মতন রাজকুমার সময়ে পৌঁছিবার জন্য ছুটে আসছে। মহারাজ! পবনের বেগ, পবনের বেগ, তবু বুঝি পারলে না!

শিব। জল্লাদ!

সকলে। রক্ষা কর, রক্ষা কর, হে ভগবান রক্ষা কর, সাধু দেওয়ানকে রক্ষা কর।

শিব। এখনও এক পল বিলম্ব জল্লাদ!

(জল্লাদের খড়্গ উত্তোলন, সকলের চক্ষু মুদ্রিত করণ)

সকলে। দুর্গে! দুর্গতিনাশিনী রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(পুণ্ডরীকের বেগে প্রবেশ, জল্লাদের খড়্গ ধারণ)

পুণ্ড। দেওয়ান, গাত্রোত্থান করুন।

মান। এসেছ?

মাধবী। জয় দুর্গা, জয় দুর্গা! ভাই এসেছ?

(সকলের জয়ধ্বনি)

শিব। পুত্র! তুমি শুধু দেওয়ানকে রক্ষা করলে না। তুমি দেওয়ানকে রক্ষা করলে, আমাকে রক্ষা করলে, আমার বংশের গৌরব রক্ষা করলে।

অভি। এখনও বাকি আছে মহারাজ! বেদেনী বিয়ের বাকী আছে।

শিব। কি স্থির করলে পুণ্ডরীক?

পুণ্ড। আপনার বেদেনী কই মহারাজ। এনে দিন, আমি তাকে গ্রহণ করি।

শিব। তাইত হে বেদেনী কই?

মাধবী। ওমা! তাইত! এতক্ষণ ত স্মরণ ছিল না, বেদেনী কই?

(পুষ্পাভরণভূষিতা বরুণা, বেদেনী ও ব্যাধগণের প্রবেশ)

বরুণা। বেদেনীকে ঈর্ষা-জলে ডুবিয়ে দিয়েছি মহারাজ। (প্রণাম করণ)

মাধবী। কি বেদেনী! ভোল ফেরালি যে—আমার নমস্কার ফিরিয়ে দে।

(আনন্দগিরির প্রবেশ)

শিব। একি প্রভু! একি! আপনি!

আনন্দ। যে বিবাহে শিব স্বয়ং ঘটক, সেখানে নন্দী ভৃঙ্গী ভূত প্রেত বরযাত্রী না হ'লে শোভা পাবে কেন? এই নাও মহারাজ! কিরাতনন্দিনীর পরিচয়। সত্যব্রত! তোমার মর্য্যাদা রাখতে কিরাতনন্দিনী আজ রাজনন্দিনী হ'ল। কেরলরাজ! এই তোমার কন্যা!

মান। কেও—মা! এতদিন পরে আমার হারানিধি এলি?

অভি। কেও! ভগিনী—আমার ভগিনী! আর আপনি! আপনি আমার পিতৃব্য? বেঙ্কটেশ্বর এ আমাকে কি দিলে?

আনন্দ। তোমার মহত্বের পুরস্কার!

মংরু। এই লে রাজা—তোর বিটী লে, ষোল বছর কাঁধে লিয়ে মাকে মানুষ করেছি রে!

শিব। তোমার সামগ্রী তোমারই আছে। এস কিরাত! তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হই। এস মা কুললক্ষ্মী! আমার ঘর আলো করবে এস। এস কেরলরাজ! বহুদিন থেকে তোমাকে আমি গৃহে রেখেছি, কিন্তু হৃদয়ে রাখতে অবকাশ পাইনি। এস ভাই হৃদয়ে এস—ঠাকুর আপনার আশীর্ব্বাদে বধ্যভূমি আজ বাসর গৃহে পরিণত হ'ল।

(বেদে বেদিনীগণের গীত)

(বনে) কোথাছিল কুমুদিনী সঙ্গোপনে।
চারুশশী ছিল বসি কোন্ গগনে॥
কারে না দেখিল কেউ,
মনে মনে ওঠে ঢেউ,
ব্যাকুল বিরহী ছুটি মনোমিলনে।
কুমুদী নয়ন মেলে, কৌমুদী গেল গলে
চাঁদ ডুবিল জলে আকুল প্রাণে।
যে যাহারে তুলে নিল হৃদি আসনে॥

যবনিকা পতন।

বেদৌরা।

(গীতি নাট্য)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯০২ সাল—অভিনয় রজনী।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

সা-জমান	খালেদান রাজ্যের অধিপতি।
কমরলজমান	সাজমানের পুত্র।
উজীর	... ...
দানহাস	অপ্সর।
কাসকাস্	দৈত্য।
চীনরাজ	... ...
মার্জমান	বেদৌরার ধর্ম্মভ্রাতা।
আর্ম্মানস	এবনি উপদ্বীপের অধিপতি।

ওমরাহগণ, রক্ষীগণ, বান্দাগণ, হাকিম, নাগরিকগণ, উদ্যানপাল, কাপ্তেন ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বেদৌরা	চীন-রাজকন্যা।
মৈমুনী	অপ্সরী।
হায়তন	আর্ম্মানসের কন্যা।
ধাত্রী	... ...
বাঁদী	... ...

অপ্সরীগণ, ও জনৈক স্ত্রীলোক ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

(কোরস)

ঘুমে ঘুমে বাঁধবো প্রাণে প্রাণে ;
জেগেতো সুখ পাবে না, ঘোর যাবে না,
কাজ কি জাগার মিলনে ॥
জেগে কেউ ধরা দেবে না,
জাগা প্রেম নয়তো একটানা,
ঘুমে ঘুমে প্রেম ক'রে যাও—
ঘুমের প্রেম বয়না উজান জীবনে ॥

বেদৌরা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপুরী—আলিন্দ।

সা-জমান।

(উজীরের প্রবেশ)

সা-জ। উজীর! কিছু ঠিক ক'র্‌লে?

উজীর। জনাব! গোলাম একটা মতলব ঠাউরেছে, দেখুন দেখি সেটা আপনার পছন্দ হয় কি না।

সা-জ। কি বল।

উজীর। জাঁহাপনা যে সময় পুত্রের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন, তখন সাজাদা নিতান্ত বালক। তার ওপর নতুন নতুন কেতাব প'ড়ে তখন তিনি বিদ্যার অভিমানে অভিমানী। এই জন্যই জাঁহাপনার প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য ক'র্‌তে সাহসী হয়েছেন। এখন কিন্তু তাঁর অবস্থা ভিন্ন। কুমারের জ্ঞান ও বহুদর্শিতা লাভ হ'য়েছে। তার ওপর তিনি এখন যুবা পুরুষ। মনের বৃত্তি সকল অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হ'চ্ছে। সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে প্রস্তাব করবার এই হ'চ্ছে উপযুক্ত সময়। তবু পাছে সাজাদা লজ্জায় আপনার প্রস্তাবে সম্মত না হ'ন, এইজন্য আমি ইচ্ছা ক'রেছি যে, আপনি রাজসভায় বিজ্ঞ ওমরাওদের সাক্ষাতে প্রস্তাব করুন। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধিমান্ রাজকুমার ওমরাওদের সাক্ষাতে আপনার মর্য্যাদাহানি ক'র্ত্তে পার্‌বেন না।—অনিচ্ছা থাক্‌লেও আপনার আদেশ অমান্য ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌বেন না।

সা-জ। এ অতি সুন্দর যুক্তি।—দেখ উজীর, তোমাকে আর আমি অধিক কি ব'ল্‌ব। —তুমি আমার বাল্যসখা—আমিও তোমাকে চিরকাল সেই চ'ক্ষেই দেখে আস্‌ছি—তুমিই আমার বল বুদ্ধি ভরসা।—তুমিই এ সঙ্কটে আমাকে রক্ষা কর।

উজীর। আমি গোলাম—জাঁহাপানার মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা আসে তাই করি।

ফলাফল ঈশ্বরের হাত। ওমরাওদের আস্তে আদেশ ক'রেছি। তারা এলো ব'লে, আমি ইতোমধ্যে সাজাদাকে সঙ্গে ক'রে আনি।

[উজীরের প্রস্থান।

সা-জ। অ'ন। ঈশ্বর! দয়া ক'রে বৃদ্ধ বয়সে আমাকে পুত্র দিয়েছ—এখন দয়া ক'রে সেই পুত্রের মতি ফিরিয়ে দাও।—সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান পেয়েও বংশলোপ চিন্তায় আমি এক লহমার জন্যও যে সুখী হ'তে পারছি না। দয়াময়!—যদি পুত্র পেয়েও আমার অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না হ'ল, যদি বংশলোপই আমার অদৃষ্ট, তবে এ পুত্র পেয়েই বা আমার লাভ কি হ'ল?—দোহাই দয়াময়! কমরল জমানের যৌবন কাল দেখা পর্য্যন্ত যখন এ গোলামকে হুকুম ক'রেছ, তখন কৃপা ক'রে আমাকে পৌত্রের মুখ দেখাও—আমাকে এ বৃদ্ধ বয়সে দুশ্চিন্তার প্রহারে মেরে ফেলো না।

পারিষদবর্গের প্রবেশ।

১ম। কেন জনাব, গোলামদের তলব করিয়েছেন?

সা-জ। শোন ওমরাওগণ—তোমাদের এই অসময়ে কেন আনতে পাঠিয়েছি শোন। তোমরা সকলেই জান, সাজাদা বিবাহ ক'রতে চায় না।

১ম। গোলামেরা জানে জনাব—এবং এইজন্যই গোলামেরা কেহই সুখী নয়।

সা-জ। ছেলে যদি বিবাহ না ক'রলে, তাকে পাওয়া না পাওয়া দুইই সমান।—

সকলে। তা ত ঠিক।

সা-জ। তাইতে মনে ক'রেছি—আজ আমি, তোমাদের সবার সম্মুখে সাজাদাকে আনিয়ে, তাকে বিবাহ ক'রতে আদেশ ক'রব।—আমার বিশ্বাস, তোমাদের সুমুখে সে আর আমার কথার প্রতিবাদ ক'রতে সাহস ক'রবে না।

সকলে। এ অতি উত্তম পরামর্শ।

(উজীর ও কমরল জমানের প্রবেশ)

কমরল। কেন পিতা, গোলামকে এ সময় তলব ক'রেছেন?

সা-জ। দেখ বাপ! আমি দিন দিন দুর্ব্বল হ'চ্ছি।—আমার আয়ুক্ষয় হ'য়ে আসছে—আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, অধিক দিন আর আমি বাঁচব না। দু'দিন পরে এ রাজ্য তোমাকেই শাসন ক'রতে হবে। এই সব বিজ্ঞ ওমরাওদের পরামর্শ নিয়ে আমি এতকাল রাজ্য চালিয়ে এসেছি—এঁদেরই সৎপরামর্শে আমি সংসারী হ'য়েছি। সংসারী হ'য়ে সুখী হ'য়েছি—তোমার মতন পুত্র লাভ ক'রেছি।—তাই এই সমস্ত সদ্‌বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করবার জন্য তোমায় ডাকিয়ে আনালুম।—এঁরা তোমাকে কি ব'লছেন শোন।

কমরল। যো হুকুম।

১ম। সাজাদা! আপনি এই বয়সেই প্রচুর জ্ঞান লাভ ক'রেছেন। সুতরাং আপনাকে কোন কিছু উপদেশ দেওয়া বেয়াদবী। তথাপি গোলাম কিছু ব'লতে ইচ্ছা করে। রাজা শুধু আত্মসুখের জন্য সংসার করেন না—প্রজ মঙ্গলই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। প্রজা রাজার বিয়োগে পাছে অনাথ হ'য়ে যায়, এইজন্য রাজা পুত্রকামনা করেন। পুত্রে আপনার প্রতিষ্ঠা দেখে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বর্গে যান। নতুবা বংশলোপ দেখে গেলে স্বর্গে গিয়েও তাঁর শান্তি থাকবে না। তাই আমরা সকলে আপনাকে অনুরোধ করবার জন্য এসেছি যে, আপনি এই বিবাহযোগ্য বয়সে বিবাহ ক'রে—

মহানুভাব পিতা, বিজ্ঞ উজীর, রাজভক্ত প্রজা, এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত সুখী করুন।

সকলে। আমাদের সবার অনুরোধ, বিবাহ ক'রে আপনি এই পবিত্র বংশ রক্ষা করুন।

কম। বিবাহ ক'র্‌লেই যে বংশ রক্ষা হবে, তার এমন নিশ্চয়তা কি?

সা-জ। তাতে বংশ রক্ষা না হয়, আমার অদৃষ্ট—কিন্তু তা ব'লে যে অবিবাহিত থাকৃতে হ'বে, তার মানে কি? অন্ততঃ আমি পুত্রবধূর মুখ দেখেও দুদিন সুখী হই।

সকলে। আমরা সবাই আপনাকে অনুরোধ ক'র্‌ছি—আপনি এই অনুরোধ রক্ষা করুন।

কম। এ যে অন্যায় অনুরোধ—

সা-জ। ন্যায় হোক্—আর অন্যায়ই হোক্—এ অনুরোধ তোমায় রক্ষা ক'র্‌তেই হবে।

কম। কেমন ক'রে করি—জাঁহাপনা? কবি ব'লেছেন;—

লজ্জাহীনা নারী যারে ক'রেছে বেষ্টন,
এ জীবনে মুক্তি নাহি তার;
সহস্র দুর্গের মাঝে যদ্যপি রক্ষণ—
বজ্র যদি দুর্গের প্রাকার—
তথাপি নিষ্ফল বাঁধা রমণীর প্রাণ,
নিষ্ফল সে দুর্গের গঠন;
নিকটেই থাক কিম্বা দূরে অবস্থান,
তথাপি সে করিবে দংশন।
হোক্ না সে বিদ্যুৎবরণী—
হোক্ না সে খঞ্জন নয়নী—
হোক্ না সে কাদম্বিনী কুন্তল তাহার,
তথাপি মোহের আবরণে—
পশিয়া সে সংসার কাননে—
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্বনাশী করে ছারখার।
ঈশ্বরে যদ্যপি প্রীতি রাখিতে ধীমান্
সেব তাঁরে পূজা উপচারে;
রমণীকে দিয়োনাকো ঘরের সন্ধান,
বাধা দিয়ো প্রবেশের দ্বারে।
সহস্র বরষব্যাপী বিষম চেষ্টায়
যদি কর বিজ্ঞান সাধনা,
রমণী পরশ মাত্রে পাড়িবে তোমায়—
পূর্ণ হ'তে কখন দেবে না।

সা-জ। কবিতে অমন নিন্দেও ক'রেছে—অমন সুখ্যাতিও কত ক'রেছে।

কম। দোহাই জাঁহাপনা! বিবাহ ক'র্‌তে আমায় অনুমতি ক'র্‌বেন না। ঘৃণিতা নারী দ্বারা আমি পর্য্যঙ্ক কলুষিত ক'র্‌তে পার্‌ব না—সোণার জীবনকে বিষময় ক'র্‌তে পার্‌ব না।

সা-জ। ত'হলে এই যে এতগুলো বিজ্ঞলোক তোমাকে অনুরোধ ক'র্‌ছে—এরা বিবাহ ক'রে সকলেই কি অসুখী?

কম। সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন না। সকল হাসিমুখের আবরণেই সুখের হৃদয় থাকে না।

সা-জ। ও সব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। বিবাহ তোমায় ক'র্‌তেই হবে।

কম। জাঁহাপনার অন্যান্য প্রজার মধ্যে গোলামও একজন। তাঁদের প্রাণের ওপরই জাঁহাপনার অধিকার।

সা-জ। বেশ, প্রাণে যদি মমতা থাকে তা'হলে আমাদের কথা রক্ষা কর।

কম। বিবাহ—আমি ক'র্‌ব না।

সা-জ। বিবাহ তোমায় ক'র্‌তেই হবে।

কম। গোস্তাকী মাফ্ হয়, দুনিয়ায় কেউ নেই যে, আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করাতে পারে।

সা-জ। কেউ নেই, কেউ নেই? এত আস্পর্দ্ধা!—পার্‌ব না? অকৃতজ্ঞ নরাধম সন্তান! তোমার ঔদ্ধত্যের ফলভোগ কর।

কই হায়—পার কি না পারি দেখাচ্ছি—কই হায় ?—

(প্রহরীর প্রবেশ ।)

সকলে। যুবরাজ ! ক্ষান্ত হউন—ক্ষান্ত হউন।

সাজ। এই পাপিষ্ঠকে বেঁধে আমার পুরাতন দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখ। উজীর এই নরাধম পুত্রের চিরকারাবাসের ব্যবস্থা কর। যতদিন না ও তোমাদের মতানুযায়ী কার্য্য করে, ততদিন সেই অন্ধকূপে আবদ্ধ ক'রে রাখ। সূর্য্যের মুখ দেখতে দি'য়ো না। দেখি বেয়াদব, তোমার কত বড় জেদ্ !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গ।

মৈমুনী।

মৈমুনী। দূর ছাই ! সারাদিন ঘুমিয়ে কাটালুম, রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত আড়ামোড়া ভাঙ্গলুম, তবুও ঘুমের ঘোর গেল না ! মানুষের দিন—আমাদের রাত। মানুষ যখন দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্তদেহে নিদ্রার কোলে মাথা রেখে শান্তি সুখ ভোগ করে, তখন আমাদের জাগরণ। তখন বাতাসের অঙ্গে ভর দিয়ে, নীল সাগরের এধার থেকে ওধারে—চাঁদের সুধার ঢেউ তুলে—ভাসন্ত তারাফুল নাচিয়ে নাচিয়ে, আমরা সাধে সাঁতার কাটি। যেখানে যা কিছু সুন্দর, সেখানে যা কিছু মধুর, সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে মানব মানবীর ঘুমের ঘরে লুকোচুরি খেলি। এমন কাজে আমার হেলা কেন ? চোখ এখনও জড়িয়ে জড়িয়ে আস্‌ছে। দূর ছাই ! ও চোক ছাড়্ না। না—না ! একি হ'ল ? অপূর্ব্ব সৌরভ কোথা থেকে এল ! গন্ধ ! গন্ধ ! অপূর্ব্ব গন্ধ—রূপের গন্ধ—ভর্ ভর্ ক'র্‌ছে। এ প্রাণ মাতান রূপ নিয়ে আমার আবাসের পাশে কে বিচরণ করেরে ?—একি মানুষ ?—না পরী ? শরীরী না অশরীরী ? কে এল ?

গীত।

ঘুম ঘুম ঘুম জড়ান আঁখি।
সামনে খেলে রূপের তুফান,
কারে রেখে কারে দেখি।
চোখের গুণে দেখার বাহার চোখেরই খেলা
যে যারে পায় চোখে চোখেই
যায় দুটী বেলা।
চোক ভরা রূপ ছুটে প্রাণে
সাধে সাধে মাখামাখি।
প্রাণের আশা সোহাগ খেলা
শুধু চোখেরি ফাঁকি॥

(প্রস্থান)

(দানহাসের প্রবেশ।)

গীত।

মেরা মন করে খুর্‌খুর্ ;
সেতারকি তার হরদম টানা সে গিয়া বেশুর।
কলিজামে বাজ গির্ পড়া হায় বেবাক্ বদন চুর॥
পিয়ারাকি সাথ নেহি মুলাকাৎ,
মালুম নেই আয়া কি গিয়া,
হাম ঢুঁড়ে দুনিয়া হাম ঢুঁড়ে দুনিয়া,
তব নেহি মিল্‌তা, মন মেরা চল্‌তা,
বড়ি দূর আসনাইপুর॥

দান। ও বাবা ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এ কোথায় এসে প'ড়্‌লুম ! এই না সেই পুরোণা কেল্লা মৈমুনী রাণীর আস্তানা ? যা চ'লে, সব মাটী ! পরীরাণী টের পেলেই ত গেছি। আমার প্রতি তার যে ভালবাসা, দেখতে পেলেই ছেকলে বেঁধে ফেল্‌বে। না—কেমন কেমন ঠেক্‌ছে, মৈমুনী যেন এখানে নেই ব'লে বোধ হ'চ্ছে। নইলে এক প্রহর রাত—সাড়া শব্দ নেই ! বোধ হয় পরীরাণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

মৈমুনীর প্রবেশ।

মৈমুনী। এ আমি কি দেখ্‌লুম? একি? একি এ অপূর্ব্ব রূপ! এমন সুন্দর পুরুষ ত আমি কখনও দেখিনি। এতকাল এই কেল্লায় বাস ক'র্‌ছি, এখানে কখনও ত মানুষ আসতে দেখিনি। তবে কে এল? কে একে আন্‌লে? আরে কে ও দানহাস যে!

দান। আঁক্।

মৈমুনী। আঁক্ ক'রে আঁত্‌কে উঠলে যে? এখানে এমন সময়?

দান। কেও পরীরাণী? সেলাম।

মৈমুনী। হঠাৎ এমন সময় এখানে কি মনে ক'রে?

দান। এই তোমাকে দেখতে এলুম।

মৈমুনী। বল কি! আমার এত ভাগ্য য, নিজে উপযাচক হ'য়ে খুঁজে আমাকে দেখতে এসেছ।

দান। তা' না ক'র্‌লে তোমার দেখা সহজে মিল্‌বে না। তুমি ত আর গোলামকে দয়া ক'রে দেখা দেবে না।

মৈমুনী। চোপরাও—বেয়াদব—

দান। তাহ'লে সেলাম পরীরাণী! ভাল আছ—বাড়ীর সব খবর ভাল? তা বেশ—তা বেশ—ভাল থাকলেই আমাদেরও ভাল। তা হ'লে আসি, সেলাম।

মৈমুনী। বল কি করতে এসেছিলে? নইলে সাজা নিতে হবে। বল—কোথা থেকে আস্‌ছ—কি ক'র্‌তে আসছ? সত্যি বল—মিথ্যা বল্‌লে তোমার আর নিস্তার নাই।

দান। তা হ'লে অভয় দাও।

মৈমুনী। বহুত আচ্ছা, ভয় নেই।

দান। আমি এক রূপের নেশায় বোঁদ হ'য়ে এখানে পথ ভুলে এসে প'ড়েছি!

মৈমুনী। কি রকম?

দান। তা হ'লে বলি শোন পরীরাণী—তামাসার কথা নয়। আমি আজ ঘুরতে ঘুরতে চীনদেশে গিছ্‌লুম—সেখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখে এলুম। সেখানে এক অপূর্ব্ব সুন্দর বাগানে, একটা অপূর্ব্ব সুন্দর মর্ম্মর বেদীর ওপর, একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী নিদ্রা যাচ্ছে।

মৈমুনী। তা এ আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার কি?

দান। আশ্চর্য্য এই যে, সেরূপ সুন্দরী আমি আর কখনও দেখিনি। আরও আশ্চর্য্য—সুন্দরী বন্দিনী।

মৈমুনী। বন্দিনী?

দান। হাঁ পরীরাণী—বন্দিনী। বেদীর ওপর শুয়ে আছে—তিন গোছা চুল, মুখের তিন দিকে প'ড়েছে। আমি চুল বেয়ে মুখের কাছটিতে গেছি—এমন সময় সুন্দরী নিশ্বাস ফেল্‌লে। আমিও সেই নিশ্বাসের ধাক্কায় টাউরি খেতে খেতে এখানে এসে প'ড়েছি।

মৈমুনী। ভাল, সে মেয়েটীকে এখানে তুলে আন্‌তে পার?

দান। কেন পরীরাণী?

মৈমুনী। আমি এখানে একটী ছেলে দেখেছি—আমার বিশ্বাস, তার যোগ্য সুন্দর দুনিয়ায় নেই।

দান। আর আমি সে মেয়েকে দেখে মনে ক'রেছি যে, তার যোগ্য সুন্দরী দুনিয়ায় নেই!

মৈমুনী। কে সে?

দান। চীনরাজ-কুমারী বেদৌরা! রূপের অহঙ্কারে সে বিবাহ ক'র্‌বে না, প্রতিজ্ঞা ক'রেছে! কত দেশ থেকে কত রাজপুত্র এসে হতাশ হ'য়ে ফিরে গেছে। বেদৌরা সুন্দরী কারও অনুরোধ রক্ষা করেনি। তার পিতা

চীনরাজ শেষে বিরক্ত হ'য়ে তাকে শৃঙ্খলে বেঁধে, সেই বাগানে বন্দিনী ক'রে রেখেছে। তবু সুন্দরীর তেজ ভাঙ্গেনি! সে বলে—আমার যোগ্য পুরুষ দুনিয়ায় নেই! আর আমিও দেখ্‌লুম পরীরাণী, তার যোগ্য সুন্দর পুরুষ দুনিয়ায় নেই!

মৈমুনী। বল কি? তুমি কি এ যুবককে দেখেছ?

দান। আর দেখতে হবে না।

মৈমুনী। বেশ, তুমি একবার দেখ, দেখে এসে বল।

দান। তুমি যখন হুকুম ক'র্‌লে, তখন যাচ্ছি। কিন্তু সে কেবল মিছে যাওয়া—মেহনতই সার।

মৈমুনী। ভাল, তুমি একেবার আগে দেখেই এস!

দান। কোথায় যাব?

মৈমুনী। কেল্লার মাঝের কামরায় দেখবে, যুবক শুয়ে আছে! (দানহাসের প্রস্থান) এর চেয়ে সুন্দর হ'তে পারে! কখনই নয়। দেখলেও বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না! মিথ্যা কথা—বেয়াদবী। যেমন বেয়াদব, না দেখে আমার সঙ্গে তর্ক ক'রেছে, আগে আসুক তার উপযুক্ত শাস্তি দেব। (দানহাসের পুনঃপ্রবেশ) কি হ'ল?

দান। ও আর হওয়া হওয়ি কি, আগে যা ব'লে গেছি—এর চেয়ে সে ঢের সুন্দর। তুমি তারে দেখনি।

মৈমুনী। এমন বেয়াদবী! আচ্ছা তাকে নিয়ে এস। কিন্তু যদি এর চেয়ে বেশী সুন্দর না হয়, তা হ'লে তোমার আর নিস্তার নেই।

দান। আর যদি হয়?

মৈমুনা। তা হ'লে যা চাইবে তাই দেব।

দান। দেবে?

মৈমুনী। দেব।

দান! দেবে?

মৈমুনী। দেব।

দান। দেবে?

মৈমুনী। দেব!

দান। বহুত আচ্ছা, সেলাম—আমি এখুনি নিয়ে আস্‌ছি।

[দানহাসের প্রস্থান।

(ইঙ্গিত ধ্বনি)

(পরীগণের প্রবেশ)

মৈমুনী। এই যুবককে ঘুম পাড়িয়ে রাখ।

পরীগণ। গীত।

আঁধার বেটে ঘুট ঘুটে
দাঁতের পাটে লাগিয়ে মিশি।
কপাট ফেটে আয়গো ছুটে
ঘুমপাড়ানি মাসি পিসী।
দুজনে দুচোক ধ'রে, বেঁধে রাখ ঘুমের ঘোরে,
পাছে ঘুম নে যায় চোরে,
থাকগো জেগে সারানিশি॥

তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তর।

দানহাস।

দান। এনে, মেয়েটাকে ছেলের পাশে শুইয়ে বড়ই ফাঁপরে প'ড়্‌লুম্ দেখছি। এখন এ দুয়ের ভেতর কে বেশি সুন্দর, তা ত ঠাওর ক'র্‌তে পা'র্‌ছিনি। এখনি মৈমুনী আস্‌বে। আসুক না দেখাই যাক্—সে যে ধমক্ মেরে জিতে যাবে, সেটী হ'চ্ছে না।

(মৈমুনীর প্রবেশ।)

মৈ। কি দানহাস। খবর কি? মেয়েটীকে এনেছ?

দান। এনেছি—কিন্তু আনাই সার।

মৈ। কেন ?

দান। মিছে মেহনত। এ সুন্দরীর যোগ্য পুরুষ মিলল না।

মৈ। বল কি—দেখি।

দান। এই দেখ।

মৈ। যথার্থই দানহাস—এ কন্যা রূপে রাণী।

দান। কেমন, ঠিক ব'লেছি না পরীরাণী ? আগে থাক্‌তেই ব'লেছি ত যে, গোলামের ভাগ্যে জিত আছে।

মৈ। জিত—এ কথা তোমায় ব'ল্‌লে কে ?

দান। কেন—এই যে তুমি নিজে ব'ল্‌লে !

মৈ। রমণীর রূপের প্রশংসা ক'র্‌লুম ব'লে কি, তুমি স্থির ক'র্‌লে যে, এ যুবতী যুবকের চেয়ে সুন্দর ?—তাও কি কখনও হ'তে পারে ? এ রমণী যতই সুন্দরী হো'ক্, তবু যুবকের যোগ্য নয়।

দান। তোমার জোর বেশি—বেশি বেয়াদবী ক'র্‌লে শাস্তি দেবে, কাজেই আমি চুপ।—নইলে, অভয় দিলে বলি, যুবতী বেশি সুন্দর।

মৈ। বেশ, এখনি মীমাংসা করছি (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া) কাস্‌কাস্ !

দান। রসো পরীরাণী। কাসকাস্ ত তোমারই লোক।

মৈ। বেশ, আমি থাক্‌ব না—কাস্‌কাস্ !

(নেপথ্যে—হুজুরাইন।)

জল্‌দি আও—

(কাস্‌কাসের প্রবেশ।)

কাস। হুকুম পরীরাণী ! এই জিন্‌কে কি ঠেঙ্গাতে হবে ?

দান। না, অতটা কষ্ট তোমায় ক'র্‌তে হবে না। তুমি কাহিল মানুষ, হাতে কি শেষকালে খিল্ ধ'র্‌বে।

কাস। চোপ্‌রাও জিন্ !

মৈ ! মারধোর ক'র্‌তে হবে না।

কাস। হঁ্যা—তবে কি হ'ল !

মৈ। দেখ দেখি কাস্‌কাস্—এই যে দুজন শুয়ে আছে, এ দুয়ের মধ্যে কে বেশি সুন্দর ? বেশ ক'রে দেখে জবাব দাও !

কাস। যো হুকুম। [মৈমুনীর প্রস্থান।

কই—এই দুজনের ভেতরে ?

দান। হাঁ দাদা ! তুমি একবার দেখ ত। তুমি না দেখলে কিছুতেই এ তর্কের মীমাংসা হ'চ্ছে না।—(স্বগত) হাঁদা শালাকে কৌশলে গুলিয়ে দিতে হ'চ্ছে।—দেখ দাদা—একবার ভাল ক'রে দেখ।—হাঁ দাদা ! তোমার তবিয়ত কি আচ্ছি নেই ?

কাস। থোড়া খারাপী হ্যায়।

দান। তাই ত বলি—দাদার সে খুবসুরত চেহারা খানা দেখতে পাচ্ছি না কেন ;—কানগুলো লুটিয়ে প'ড়েছে—আগে কেমন খাড়া থাক্‌ত ;—মুখখানা এক ইঞ্চি ক'মে গেছে—আগে লম্বা ছিল ;—চোক দুটো অনেকটা ভেসে উঠেছে—আগে কেমন অগম জলে মিট মিট ক'র্‌ত ;—কেন দাদা ! এমনটা হ'ল ?

কাস। তবিয়ত থোড়া খারাপী হ্যায়।

দান। তা খারাপী হ্যায় কি, অমনি অমনি হ্যায়—না ভিতরমে থোড়া আসনাই ঢোকা হ্যায় ?—আমার বোধ হয়, তাই হ্যায় ;—কেমন না দাদা।

কাস। থোড়া থোড়া—ঢোকা হ্যায়।

দান। কার সঙ্গে দাদা !—কার সঙ্গে ?—এমন নসীব কার হ'ল দাদা ?—কে তোমার নজরে প'ড়েছে ?

কাস। ও বাত ছোড় দেও—আবি ঐ দোনো আদমি দেখলাও।

দান। তা তো দেখাতেই হবে—এই দেখ দাদা—ভাল ক'রে দেখ। পরীরাণী আমাতে ভারী তর্ক হয়েছে—আমি একজনকে সুন্দর ব'ল্‌ছি, পরীরাণী ব'ল্‌ছে আর একজনকে।

কাস। তব তো তোম্ হারেগা।

দান। তা তো হারেইগা—তবে নাকি তুমি খাঁটি আদমী—

কাস। আলবৎ—

দান। তোমার বাপ্ ছেল খাঁটী আদমি—

কাস। বেসক্—

দান। তুমি নিজেও একটা পছন্দদার আদমি—

কাস। ঠিক—

দান। তার ওপর নিজেও সুপুরুষ—

কাস। সচ বাৎ—

দান। মুখখানি যেন অষ্টমীর চাঁদ—

কাস। আমি অষ্টমীতে জন্মিছিলুম—

দান। আর যেমনি হাঁ ক'রেছিলে অমনি চাঁদখানা তোমার মুখের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল,—কেমন?—শেষ টানাটানি হেঁচড়াহেঁচড়ি ক'র্‌তে চাঁদখানা আধাআধি ছিঁড়ে গিয়েছিল—

কাস। চাঁদ আমি বড় ভালবাসি—

দান। তা'হলে চাঁদপানা মুখও বাস—তাহ'লে দেখি দেখি দাদা—(কমরলকে দেখাইয়া) এই ছেলেটা বেশী সুন্দর নয়—(স্বগত) যতই বোঝাই না কেন—শালা বেঁটে ঘনগিরে জিন—পয়গম্বরের দুসমণ, আমি যা ভাল ব'লব, শালা তার উল্‌টো ব'ল্‌বেই বল্‌বে। দেখ দাদা—ভাল ক'রে—ছেলেটা বেশী খুবসরৎ নয়?

কাস। নেহি—নেহি, লেড়কী—লেড়কী—

দান। না দাদা—এটা হ'তেই পারে না, ভাল ক'রে দেখ।

কাস। চোপরাও—আল্‌বৎ—লেড়কী।

মৈমুনীর প্রবেশ।

দান। নিশ্চয় পরীরাণী ইসারা ক'রেছে।

কাস। কভি নেই,—গাধা—গিধ্বোড়!

মৈ। কৈ—কি—কে সুন্দর?

দান। আর তুমি ইসারায় আগে ব'লে দিয়েছ—

কাস। নেহি গাধা—উল্লুক—

দান। আর উল্লুক—কখন নয়—লেড়কা—

কাস। নেহি, লেড়কী—

দান। তাহ'লে বল পরীরাণী! কার হা'র?

মৈ। এতে ত কিছুই মীমাংসা হ'ল না। ও গাড়োল এক কাজ কর—দু'জনকে আলাদা ক'রে জাগাও—যে বেশি মুগ্ধ হবে, তারই হা'র।—

(অন্তরালে গমন)

নেপথ্যে গীত।

চাঁদের কিরণ বয়ে যায়।
উঠহে প্রেমিক রায় এত কি ঘুমায়॥

(কমরল জমানের উত্থান)

কম। আহা! কে গায়—এমন সুন্দর গান এখানে কে গায়! নিশ্চয় আমার মন নরম করবার অভিপ্রায়ে রাজা অন্তরালে বন্দীদের দিয়ে গানের ব্যবস্থা ক'রেছেন। না, একি? পাশে আমার শুয়ে কে? আমি ত একলা শুয়েছিলুম! একি? বান্দা ভয় পেয়ে কি গুঁড়ি মেরে মেরে আমার কাছটিতে এসে শুয়েছে? এই বান্দা—এই বেয়াদব বান্দা! ওঠ!—না না—আহা! একি! একি অদ্ভুত—একি চমৎকার!—এ আমি কি দেখি? আমি কোথায়? পিতা পিতা—পুত্রবৎসল পিতা! তুমি এই অপূর্ব্ব সামগ্রী আমার জন্য সংগ্রহ ক'রে রেখেছ। য়্যা—তা তো জান্‌তুম না! মরি মরি—রমণী এত সুন্দর!!—আমার দর্প চূর্ণ কর্‌বার জন্যই কি আমার

অজ্ঞাতসারে এ সুন্দরীকে আমার কাছে শুইয়ে রেখেছ ?—পিতা পিতা—ক্ষমা কর—আর আমি রমণীকে ঘৃণা ক'রব না—আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে। আমি মূর্খ বুঝতে পারি নি—নিজের মন না বুঝে তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রেছি। আর ক'রব না—আমায় ক্ষমা কর। এই ভুবন মোহিনীকেই আমাকে দান কর। আমি আর কিছু চাই না। প্রাণেশ্বরি ওঠ—না বুঝে, তোমাকে না দেখে আমি তোমার অমর্য্যাদা ক'রেছি। ওঠ—দুটো কথা কও—শুধু দেখে প্রাণে তৃপ্তি পাচ্ছি না। ওঠ, তোমার হাতে আজ আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি—তোমার দাসত্ব গ্রহণ করি—ওঠ। তবু উঠলে না, অভিমানে মুখ ফিরিয়ে রইলে!—এই নাও তবে আমার সর্ব্বস্ব দানের নিদর্শন—(অঙ্গুরীয় প্রদান)—কথা ক'ইলে না! ভাল, প্রভাত হোক—তখন কেমন তুমি কথা না কও, তোমার কত অভিমান আমি একবার দেখে নেব। (পুনঃ শয়ন)

(বেদোরার উত্থান)

বেদ। কিছুতেই নয়—পুরুষের দাসত্ব কিছুতেই নয়—আমি আপনার রাণী—কেন স্বেচ্ছায় পরাধীনতা গ্রহণ ক'রব? কিছুতেই নয়—প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তথাপি পুরুষের দাসত্ব কিছুতেই গ্রহণ ক'রব না। পিতা! আমায় মৃত্যু দাও, সাদী দিয়ো না। একি! আমি কোথায়?—আমি ত বাগানে শুয়েছিলুম—এখানে কে আনলে? বাঁদী—বাঁদী!—একি! পাশে শুয়ে কে?—একি! একি! আহা একি!—য়্যাঁ—এ আমি কার পাশে শুয়ে?—পিতা—পিতা—কন্যাবৎসল পিতা। একি ক'রেছ? দাম্ভিকা কন্যার গর্ব্ব চূর্ণ ক'রতে এ তুমি কি ক'রেছ? এঁকে ত আমি কখনও দেখিনি—এমন ভুবনমোহন পুরুষ আছে, তা তো জানতুম না।—এঁরই হাতে আমায় সমর্পণ ক'রেছ? কন্যার প্রতি তোমার এত স্নেহ!—আর নয়, আর আমি তোমার অবাধ্য হব না। এই ইনিই আমার প্রাণেশ্বর। হৃদয়বল্লভ ওঠ—দাসীর সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর। সে সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে বিকিয়ে দাসী হ'চ্ছে ওঠ। না না—এই যে প্রাণেশ্বর আমাকে অঙ্গুরীয় দিয়েছেন—আমি সর্ব্বনাশী কালনিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়েছিলুম—আমায় কত ডেকেছেন—আমার ঘুম ভাঙে নি। এই নাও—আমারও অঙ্গুরী নাও। (অঙ্গুরীয় প্রদান) ওঠ—আর ঘুমিয়োনা—একবার ওঠ—উঠে একবার বাঁদী ব'লে ডাক। তোমার মুখের বাঁদী কথা শুনতে আমার বড় সাধ হয়েছে—প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর। এত অভিমান। উঠলে না!—উঠলে না।—ভাল, কতক্ষণ ঘুমুবে? আমি তোমার পদ সেবা ক'রতে এই জেগে রইলুম। না—একি রকম হ'ল—চোক জড়িয়ে আসে কেন? (পুনঃ শয়ন)

(দানহাস ও মৈমুনীর প্রবেশ।)

দান। তার পর, পরীরাণী! কার হা'র?

মৈমুনী। এখনও ঠিক হ'ল না। দু'জনকে ছাড়াছাড়ি কর, মেয়েটাকে তার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যে যার জন্য বেশী উন্মত্ত হবে তার হা'র।

দান। বহুৎ আচ্ছা।

(পরীগণের প্রবেশ।)

গীত।

চাঁদের কিরণ বয়ে যায়।
উঠহে প্রেমিক রায় এত কি ঘুমায়॥
চেয়ে চেয়ে মুখের পানে,
চলে চাঁদ অভিমানে,
না দেখে চোখের তারা,
তারা চলে মেঘের গায়।
(এত কি ঘুমায়)

চতুর্থ দৃশ্য।

অলিন্দ।

সা-জমান ও উজীর।

সা-জ। দেখ উজীর, কাল্‌কে ছেলেটাকে তিরস্কার ক'রে কারাগারে পাঠাবার পর থেকে আমি প্রাণের যাতনায় ছটফট ক'রেছি। তিলমাত্র সময়ের জন্যও কাল্ রাত্রে আমার নিদ্রা হয়নি। যে কাছে না শুলে আমার ঘুম হ'ত না, তাকে কিনা সাধারণ বন্দীর মতন আমি কারাগারে নিক্ষেপ ক'রেছি! বল দেখি উজীর, একি কম কষ্ট? এ আক্ষেপ কি ম'লেও যাবে?

উজীর। দুনিয়াটা এমনিই মজার জায়গা জনাব। লোকে এই সুখ এই সুখ ক'রে, ছুটোছুটি ক'রে তাকে ধ'র্‌তে যাচ্ছে; কিন্তু সুখের আর নাগাল পাচ্ছে না। এই—ছেলে হ'ল না ছেলে হ'ল না ব'লে কত কষ্ট। ছেলে হ'ল, ভাব্‌লেন এইবারে সুখের নাগাল পেলুম। কিন্তু ছেলে বে ক'র্‌তে চায় না ব'লে আবার যে কষ্ট—সেই কষ্ট। ছেলে অবাধ্য হ'লেও কষ্ট। ছেলেকে শাসন ক'র্‌লেও কষ্ট।

সা-জ। আর তোমার মতন উজীরের মুণ্ডচ্ছেদেও কষ্ট।

উজীর। কষ্ট বইকি জনাব—নইলে এ গোলাম রোজ রোজ কত বেয়াদবী ক'র্‌ছে, কিন্তু জনাব আজও পর্য্যন্ত তার যথোপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছেন না।

সা-জ। দিইনি, এই বারে দেব। তোমার মতন উজীর থাকার কোনও ফল নেই। আমি কোথায় ওঁর কাছে মনের আবেগ প্রকাশ ক'র্‌তে এলুম—কি করা না করা জান্‌তে এলুম—সে সব কথার জবাব না দিয়ে উনি পয়গম্বর সেজে আমাকে বুদ্ধি দিতে এলেন। যত অনিষ্টের মূল তুমি। তোমার জন্যই ছেলে আমার কারাগারে গেছে। সব ওমরাওয়ের সাক্ষাতে পুত্রকে বিবাহ ক'র্‌তে অনুরোধ ক'র্‌তে, তুমিই ত আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। সকল ওমরাওয়ের সাক্ষাতে সে আমার কথার ওপর কথা না কইলে ত, তাকে কারাগারে পাঠাতে হুকুম দিতুম না!

উজীর। আপনি ঈশ্বরজ্ঞানিত ব্যক্তি, আপনি যখন প্রিয়তম পুত্রকে শাস্তি দিয়েছেন, তখন সে শাস্তি ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়। অবশ্যই তাতে শুভ ফল ফল্‌বে জনাব!

সা-জ। শুভ ফল ফল্‌ল ত তুমি এ যাত্রা বেঁচে গেলে, নইলে তোমার গর্দ্দান এবার আর কেউ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ছে না।

উজীর। আমারও যদি কিছু জ্ঞান থাকে জনাব, তাতে আমার এই বিশ্বাস যে, এইবারে শুভ ফল ফল্‌বে।

সা-জ। ফল্‌বে উজীর! ফল্‌বে?

উজীর। এইবারে আপনার ছেলে বিবাহ ক'র্‌তে নিশ্চয় সম্মত হবে।

সা-জ। হবে উজীর? সম্মত হবে? দেখ ভাই, তুমি আমার বাল্য-বন্ধু, তার ওপর আমার পরম হিতৈষী। মনের আবেগে পাগলামী ক'রে দুটো একটা কথা বলি, কিছু মনে ক'রনা।

উজীর। সেকি জনাব—আমি আপনার গোলাম। আপনার কৃপায় আমার শরীর ধারণ। আপনি চিরকালই আমাকে প্রেমচক্ষে দেখে আস্‌ছেন। আপনার তিরস্কার, আপনার আদরের চেয়েও বেশী মিষ্টি।

সা-জ। ছেলেকে না দেখে আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।

উজীর। ভাল—চলুন, একদিনের কারাবাসেই সাজাদার মনের অবস্থা বোঝা যাবে এখন।

সা-জ। তা হ'লে চল চল, আর বিলম্ব সয় না।

উজীর। চলুন!

পঞ্চম দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তর।

কমরলজমান।

কম। কি হ'ল! ঘুম ভেঙে উঠে আর দেখতে পাচ্ছি না কেন? এর মানে ত কিছুই বুঝতে পারছি না! চারিদিক ঘুরে এলুম, কই কোথাও ত দেখতে পেলুম না। তবে কি প্রাণেশ্বরী আমাকে রহস্য করবার জন্য কোথাও লুকিয়ে আছে? কোথায় তুমি সুন্দরী?—আর যে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার অদর্শন সহ্য কর্‌তে পা'রছি না—কোথায় আছ, শীঘ্র এস, দেখা দাও।—কই, তবু ত সাড়া পাচ্ছি না।—এই ত প্রাণেশ্বরী আমাকে কৃপা ক'রে গেছে—এই ত তার আংটী দিয়ে গেছে! তবে এরূপ গোপনভাবে থাক্‌বার মানে কি?—বান্দাটাকেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না! বোধ হয় সে সমস্ত খবর জানে। এই গোলাম।

(বান্দার প্রবেশ)

বা। জনাব!—

কম। আমার পাশে কে শুয়েছিল, দেখেছিলি?

বা। আজ্ঞে হাঁ জনাব, একটা বেরাল-বাচ্ছা শুয়েছিল।

কম। বেরাল-বাচ্ছা শুয়েছিল কি?

বা। আজ্ঞে হাঁ জনাব। এ পুরাণো কেল্লা—এর ভেতর বাঘের বাচ্ছা খুঁজলে পাওয়া যায়, তা বেরাল-বাচ্ছা।

কম। তা নয়—আমার পাশে যে শুয়েছিল, কোথায় সে?

বা। তিনি বাইরের বারাণ্ডায় ইঁদুর ধ'র্‌ছেন।

কম। আ মর্ ব্যাটা।—ইঁদুর ধ'র্‌ছেন কি?

বা। সমস্ত রাত আপনার পাশে শুয়েছিলেন, এখন খিদে পেয়েছে, তাই চুপি চুপি ইঁদুর ধ'র্‌ছেন।

কম। এসব কি ব'ল্‌ছিস্ হারামজাদা বেটা?

বা। তা হ'লে কি ব'ল্‌ব জনাব?

কম। তামাসা—বেয়াদব, আমার সঙ্গে তামাসা? কা'ল যিনি আমার বিছানায় ছিলেন, তাঁকে নিয়ে আয়।

বা। কই আর কে ছেল, দেখিনি ত হুজুর!

কম। নিশ্চয় দেখেছিস্! বল তিনি কোথায়, নইলে খুন ক'রে ফেল্‌ব!

বা। (শয্যা অন্বেষণ)

কম। ওকি ক'র্‌ছিস্?

বা। বোধ হয় বালিশের নীচে আছে।

কম। তবেরে কমবখ্‌ত—[প্রহার)

বা। দোহাই জনাব—আমি আর কিছুই জানি না।

কম। নিয়ে আয়, নইলে খুন ক'র্‌ব।—নিয়ে আয়।

বা। (গৃহের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ) জনাব! ট্যাকটা দেখুন দেখি—যদি ট্যাঁকে রেখে থাকেন।

কম। (পুনঃ প্রহার)

বা। দোহাই জনাব! আমি আর কিছুই জানি না।

কম। নিয়ে আয়—(প্রহার) সাজাদীকে নিয়ে আয়।

বা। ওরে বাবারে, গেছিরে!—

কম। না—এ শাস্তিতে তোমার হ'চ্ছে না। দড়ীতে বেঁধে পাতকোয় না ঝুলিয়ে দিলে, তুমি ব'লছ না। [প্রস্থান।

বা। দোহাই জনাব! দোহাই জনাব! গোলাম কিছু জানে না।

(রাজা ও উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কিরে—কিরে? ব্যাপার কি?

বান্দা। জাঁহাপনা, গোলামকে রক্ষা করুন!

[রাজার পদতলে পতন।

উজীর। কি, কি, হ'ল কি?

বান্দা। সাজাদা আমায় আষ্টে পৃষ্ঠে মার্ দিচ্ছেন।

সা-জ। তুই নিশ্চয় কোন বেয়াদবী ক'রেছিলি।

বান্দা। দোহাই জাঁহাপনা! কিছু করিনি।

উজীর। শান্ত শিষ্ট রাজকুমার তবে কি বিনাদোষে তোকে মারলেন?

বান্দা। জনাব, কার দোষে যে মারলেন, তা ত ব'ল্‌তে পারি না!

উজীর। কিছু কি তিনি বল্লেন নি?

বান্দা। ব'ল্‌লেন বই কি,—হাতে মা'র্‌তে লাগ্‌লেন, আর মুখে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন। মারেন আর বলেন—সাজাদীকে নিয়ে আয়।

উভয়ে। সাজাদী?

বান্দা। দোহাই জনাব, সাজাদীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন বা'র করে দিন। নইলে বান্দার প্রাণ যায়।

উজীর। সাজাদী কিরে?

সা-জ। হাঁ!—সাজাদী! সাজাদী! তাই ত বলি। এসব তোমার চাতুরী! তাই ত বলি! তুমি কিছু জান না? আমায় বোকা বো'ঝাচ্ছ?

উজীর। দোহাই জনাব, এ গোলাম কিছুই জানে না।

সা-জ। ও বাৎ হাম নেহি শুনেগা, সাজাদী বোলাও।

উজীর। (স্বগত) এইবার মুস্কিল ক'র্‌লে, আবার এক নূতন ফাসাদ বাঁধালে দেখ্‌ছি! হাঁরে বান্দা! সাজাদী কি বল্ দেখি?

বান্দা। বান্দা ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, বান্দা ত সাজাদীকে দেখেনি হুজুর। দোহাই জনাব! বান্দা কিছুই জানে না।

সা-জ। বান্দা জান্‌বে কি! তোমার কুটকচালে বুদ্ধি, ও গরীব বান্দা বুঝ্‌বে কি? নাও, তামাসা রাখ, সাজাদীকো বোলাও।

বান্দা। হাঁ জনাব, বোলাও—নইলে যার কেটো পিট, তাকে সাজাদার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি আর মার খেলে মরে যাব। আমার প্রাণ কণ্ঠায় এসেছে।

সা-জ। সাজাদা কই?

বান্দা। আমাকে পাতকোয় ঝোলাবার জন্য দড়ী আন্‌তে গেছেন। দোহাই জাঁহাপনা! রক্ষা করুন। মার খেয়ে আধ মরা হ'য়েছি। দড়ীতে ঝুল্‌লে আর বাঁচ্‌ব না।

উজীর। জনাব, আপনি একটু অন্তরালে যান। আমি ব্যাপারখানা কি, একবার জেনে দেখি।

সা-জ। ব্যাপার আবার কি? ব্যাপার কি তুমি জান না? আমার ছেলেকে গোপন ক'রে, আমাকে পর্য্যন্ত গোপন ক'রে, তলে তলে সাজাদী জোগাড় ক'রেছ।

উজীর। দোহাই জাঁহাপনা!—খোদার দোহাই,—এ গোলাম কিছুই জানে না।

সা-জ। সত্যি?

উজীর। গোলাম কি এতই নীচ যে, জাঁহাপনার সঙ্গে প্রতারণা ক'র্‌বে? আর, ক'রে গোলামের লাভ কি? রাজকুমার যদি

সংসারী হন, তাতে কি এ গোলামেরও কম আনন্দ? আমিই ত সাজাদাকে সংসারী দেখবার জন্ত জনাবকে প্রতিদিন অনুরোধ ক'রে আস্‌ছি। কিসে সাজাদা বিবাহার্থী হ'ন, তার উপায় উদ্ভাবন কর্‌বার জন্ত প্রতিদিন—প্রতি-ক্ষণ এ গোলাম শান্তিশূন্ত।

সা-জ। তা হ'লে—তাহ'লে এমনটা কেন হ'ল উজীর? পুত্র কি আমার উন্মাদ হ'ল?

উজীর। আপনি একটু অন্তরালে যান, সাজাদা এই দিকে আস্‌ছেন। ব্যাপারখানা কি, সাজাদার মুখে না শুন্‌লে বুঝতে পার্‌ছি না। যারে বান্দা—সরে যা।

(রাজা ও বান্দার প্রস্থান, উজীরের অন্তরালে অবস্থিতি)

কমরলজমানের প্রবেশ।

কম। কোথায় গেল পাজী বেটা—কোথায় গেল? এই যে, তবেরে বদমাস!

উজীর। সাজাদা! সাজাদা! আমি।

কম। কে আপনি? উজীর! আপনি? আপনিই এই বালকের দাম্ভিকতার দমনের জন্ত এই তীব্র রহস্ত-শাস্তির বিধান ক'রেছেন? শাস্তি—চূড়ান্ত শাস্তি! উজীর! খালেদান রাজ্যের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী নিজপ্রধান! এ অধম অজ্ঞানান্ধকে ক্ষমা করুন।

উজীর। গোলামকে এ আপনি কি ব'লছেন রাজকুমার?

কম। গোলাম? পিতার আবাল্য-সহচর, মন্ত্রদাতা, শিক্ষক, আপনি গোলাম? জ্ঞানাভি-মানী বালক না বুঝে সময়ে সময়ে আপনার অমর্য্যাদা ক'রেছে, আজ আমি অনুতপ্ত,—সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত ক'র্‌ছি, আমাকে ক্ষমা করুন। যথেষ্ট শিক্ষা—চূড়ান্ত শাস্তি—আর আমি মুহূর্ত্তের জন্ত সে সুন্দরীর অদর্শন সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছি না।

উজীর। সুন্দরী কি?

কম। এখনও রহস্ত? আবার রহস্ত? উজীর! আমি উন্মাদ! আবার রহস্ত ক'র্‌লে হয় ত কি ক'র্‌তে কি ক'রে ব'স্‌ব। হয় ত মর্য্যাদা রাখতে পার্‌ব না। এনে দাও, যত শীঘ্র পার এনে দাও।

উজী। রাজকুমার! আপনি বুদ্ধিমান—বিদ্বান। বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। বহুশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে আপনি এই বয়সেই সংসারে একরূপ বীতরাগ। এখন আপনাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমি বেয়াদবী জ্ঞান করি। তথাপি যদি অনুমতি দেন, তাহ'লে গোলাম আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সাহস করে। আপনি শাস্ত্র পাঠ ক'রে অনেক স্বপ্নেরও রহস্ত জ্ঞাত আছেন, একবার ভেবে দেখুন দেখি, এটা স্বপ্ন কি না!

কম। স্বপ্ন? কি ব'লছ উজীর! স্বপ্ন? আজ নিশায় শয্যাপার্শ্বে আমি যে লাবণ্যময়ী কোমলার নিশ্বাস-স্পর্শ-সুখ অনুভব ক'রেছি, তা কি স্বপ্ন? যার নিদ্রাবেশলুণ্ঠিত বাহুলতা আমার দেহ সংস্পর্শে তড়িচ্ছক্তি-প্রভাবে আমার হৃদয়ে চিরজীবনের জন্ত অবসাদ মাখিয়ে দিয়েছে, তাও কি স্বপ্ন? ভাল তাও যদি স্বপ্ন হয়, উজীর! (অঙ্গুরীয় দেখাইয়া) একেও কি তুমি স্বপ্ন ব'ল্‌তে চাও?

উজীর। তাই ত—একি! এ অঙ্গুরীয় ত আপনার নয়!

কম। স্বপ্নের—উজীর স্বপ্নের। যা আমি নিজে পারিনি—অতুল সৌন্দর্য্যময়ীর রূপে উন্মত্তবৎ হয়েও, সুন্দরীর সম্মান রক্ষার্থ আমি নিজে যে কার্য্য ক'র্‌তে পারিনি, প্রেমময়ী এ

হতভাগ্যের মন বুঝে অপার করুণায় তাই ক'রে গেছে। আমার আত্মদানের প্রতিদানস্বরূপ আমাকে তার অঙ্গুরীয় দিয়ে গেছে।

উজীর। রাজকুমার!

কম। অভিমান! অভিমানে চ'লে গেছে। অভিমান! না কিসের অভিমান? কিছুতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল না দেখে প্রাণেশ্বরী এ নীরস মূর্খের প্রেমাস্বাদে হতাশ হ'য়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছে। আর কি আস্‌বে না? উজীর! আর কি আসবে না? না না—তাকে দোষ দিচ্ছি কেন? তোমরা তাকে নিয়ে গেছ—তাকে বলপ্রয়োগে নিয়ে গেছ। আমার নিদ্রাভঙ্গের অবসরে দুটো কথা কইতেও তাকে অবকাশ দাওনি।

উজীর। রাজকুমার! চিত্ত স্থির করুন।

কম। আমার হৃদয় মন জ্ঞান আমার অজ্ঞাতসারে অপহৃত। উজীর। যে সর্ব্বস্ব-হারা, তার আর চিত্তই বা কি, আর সে চিত্তের স্থির-তাই বা কি?

উজীর। ঈশ্বরের দোহাই, আমি এর কিছুই জানি না।

কম। (ধরিয়া) বেইমান! মিথ্যাবাদী! প্রবঞ্চক! এখনও ব'ল্‌ছি নিয়ে আয়। নইলে হত্যাঘাতে তোমার এ কুটিল উজীরী-লীলার অবসান ক'র্‌ব।

উজী। জাঁহাপনা! রক্ষা করুন।

(বেগে সাজমানের প্রবেশ।)

সা-জ। হাঁ হাঁ—কর কি—কর কি? উন্মাদ! কার গায়ে হস্তক্ষেপ ক'র্‌ছ? (উজীরের হস্ত ছাড়িয়া কমরলের অবস্থিতি) তুমি মন জ্ঞানশূন্য! আমি পর্য্যন্ত যারে শ্রদ্ধা করি, নরাধম! তুমি তারে অমর্য্যাদা কর। ক্ষমা প্রার্থনা কর্—নরাধম! শীঘ্র ক্ষমা প্রার্থনা কর, এখনি—এই দণ্ডে—আমার সম্মুখে। নইলে যে কারাগারে তোমাকে নিক্ষেপ ক'রেছি, তা হ'তে আরও অধিক যন্ত্রণাময় কারাগারে চির-দিনের জন্য তোমাকে নিক্ষেপ ক'র্‌ব।

উজীর। রাজকুমার! শান্ত হ'ন। যথার্থই ব'লেছি—আমি কিছুই জানি না। এ প্রবঞ্চনায় লাভ কি? স্থিরচিত্তে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে ব'ল্‌লে, আমি প্রাণপণে আপনার উপকারের চেষ্টা ক'র্‌তে পারি। সাজাদীর অস্তিত্ব যদ্যপি সত্যই হয়, দুনিয়ার সর্ব্বত্র সন্ধান ক'রে তাকে এনে দিতে পারি।

সা-জ। নরাধম! এমন হিতাকাঙ্ক্ষী উজী-রেরও তুমি অপমান কর। যদি দুঃখের প্রতিকার চাও, অগ্রে নতজানু হ'য়ে এ মহাত্মার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর। (কমরলের নতজানু হওন)

উজীর। কিছু প্রয়োজন নেই জনাব! রাজকুমারের স্বভাব ত আমার অবিদিত নেই। চিত্তের অস্থিরতায় একটা কার্য্য ক'রে ফেলে-ছেন, তাতে ক্ষমা কি? (কমরলকে তুলিয়া) উঠে আসুন। জাঁহাপনা! যা দেখলুম, তাতে এ ঘটনাকে আর আমি স্বপ্ন ব'ল্‌তে পারি না। এ ঘটনায়, এ তরলমতি বালকের চিত্তবিকার বিচিত্র কথা নয়। (কমরলের হস্ত ধরিয়া) আসুন রাজকুমার। সঙ্গে আসুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চীনরাজ্য—উদ্যান।

ধাত্রী ও বাঁদী।

ধাত্রী। বলিস্ কি?

বাঁদী। আর বলাবলি নেই ধাই মা, তুমি একবার দেখ, দেখে ব্যবস্থা কর। সর্ব্বনাশ ধাইমা—সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ধাত্রী। য়্যা বলিস্ কি? বেদৌরা পাগল হয়েছে। কি সর্ব্বনেশে কথা কইলি বাঁদী?

বাঁদী। একেবারে উন্মাদ পাগল। ঘুম থেকে উঠে চারিদিক ছুটোছুটী ক'র্‌ছে, আপনার মনে কত কি ব'ল্‌ছে, বান্দা বাঁদী সবার ওপর জুলুম ক'র্‌ছে। একবার দেখ ধাইমা—একবার নিজের চক্ষে দেখ; দেখে ভালমন্দ যা হোক ব্যবস্থা কর।

ধাত্রী। সর্ব্বনাশ। বেদৌরা পাগল হ'ল, তাহ'লে কাকে নিয়ে থাক্‌ব? এই রাজাই দেখছি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে। বে বে ক'রে পেড়াপীড়ি ক'রে মেয়েটাকে ক্ষেপিয়ে দিলে। তা এতক্ষণ তোরা চুপ ক'রে আছিস্ কেন? হাকিম ডাক্, দাওয়াই দে, নইলে মেয়েটা বিঘোরে মারা যাবে?

বাঁদী। সে যা করতে হয় তুমি কর, আমি রাজাকে খবর দিইগে। কেন শেষকালে দোষের ভাগী হব। [প্রস্থান।

ধাত্রী। হায় হায়! একি সর্ব্বনাশ হ'ল—বেদৌরা পাগল হ'ল? অমন সোণার মেয়ে পাগল হ'ল?—ওরে কোথায় আছিস্—ওরে বান্দারা কে কোথায় আছিস্! শিগ্‌গির আয়। আরে মর—কোন্ চুলোয় গেলি—ওরে বান্দা—ওরে পাজি ছুঁচো নচ্ছার—

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। কি হুকুম দাই মা?

ধাত্রী। এতক্ষণ কোন্ চুলোয় ছিলি? ডেকে আমার গলা ভেঙে গেল। ব'সে ব'সে কেবল রাজার অন্ন ধ্বংসাবে—দরকারের সময় পাওয়া যাবে না!

বান্দা। এই ত সবে ডেকেছ—এখন কি ক'র্‌তে হুকুম কর?

ধাত্রী। হায় হায়! নাতীটেও এ সময় দেশ ছাড়া। মার্জ্জমান যদি থাক্‌ত, তা হ'লে কি ভাবি? সে এখনি কত রকমের দাওয়াই খাইয়ে মেয়েটাকে আরোগ্য ক'রে ফেল্‌ত?

বান্দা। এখন কি জন্য ডাক্‌লে বল?

ধাত্রী। আরে মর্—এখনও যাস্‌নি, দাঁড়িয়ে আছিস্!

বান্দা। কোথায় যেতে হবে না ব'ল্‌লে যাব কোথায়?

ধাত্রী। জাহান্নমে যাবি আর কোথায় আমি ব'ল্‌ব তবে যাবি—কেন তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি নেই? কোথায় যেতে হবে যদি জান্‌বি, ত রাজসংসারে চাকরী ক'র্‌তে এসেছি কেন? যা—যা—আরে মর্ যা—তবু দে দাঁড়িয়ে রইল। মিছে সময় নষ্ট ক'র্‌তে লাগ—ওরে মেয়েটা যে মারা যায়—যানা।

বান্দা। এ ত ভারী বিপদ—যাব কোথায়

ধাত্রী। বেমার হ'লে কোথায় যায়?

বান্দা। গোরে যায়।

ধাত্রী। বস, তবে আর কি—এই ত জানিস, তাহ'লে গোরে যা!

বান্দা। আমার ত বেমার হয়নি গোরে যাব।

ধাত্রী। যার বেমারই হ'ক না কে তোকেই গোরে যেতেই হবে। বান্দা হয়েছি কেন? আরে ম'ল কেবল কথা কাটাব ক'র্‌ছিস, এতক্ষণ দাওয়াই আন্‌লে যে, সাজা বেমার অর্দ্ধেক আরাম হয়ে যেত!

বান্দা। ও! দাওয়াই! তাই বল, এখনি আনছি। [প্রস্থা

(বেদৌরার প্রবেশ)

বেদৌরা। এই যে দাই মা! হাঁ মা! তুই শুদ্ধ আমার সঙ্গে তামাসা আ ক'র্‌লি?

ধাত্রী। না দিদি, এমন কাজ কি আমি ক'র্‌তে পারি? আমি যে ছাই তোমার জন্য নিত্যি তোমার বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ছি। বলছি বাছা! তোমরা কচি মেয়েকে পীড়ন ক'র না। আমি তোমার সঙ্গে তামাসা ক'র্‌ব? এও কি একটা কথা হ'ল বেদৌরা?

বেদৌরা। তবে লুকোচুরি খেল্‌ছিস্ কেন? আমার কাছে গোপন ক'র্‌ছিস্ কেন?

ধাত্রী। কেন গোপন ক'র্‌ব—কি জন্য গোপন ক'র্‌ব? আমি ছিলুম না, তাই বাঁদী বটীরে গোপন ক'রেছে। আমি কি এমন কাজ ক'র্‌তে পারি?

বেদৌরা। তবে দে—শিগ্‌গির ক'রে এনে দে।

ধাত্রী। অনেকক্ষণ আন্‌তে দিয়েছি, এল ব'লে দিদি, এল ব'লে। ধৈর্য্য ধর—উতলা হয়ো না।

বেদৌরা। মন ধৈর্য্য মান্‌ছে না—প্রাণেশ্বর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সইছে না।

ধাত্রী। অনেকক্ষণ আনতে পাঠিয়েছি দিদি, এল ব'লে।

(বান্দার পুনঃ প্রবেশ)

এনেছিস বান্দা—এনেছিস্?

বান্দা। আন্‌তে আন্‌তে পথ থেকে ফিরে আসছি, কি আন্‌তে হবে তা ত বলনি।

ধাত্রী। আ আমার পোড়া কপাল! এতক্ষণ মিছে সময় নষ্ট ক'র্‌লি? কি আন্‌তে হবে—আমি বলে দেব তবে আন্‌বি।

বেদৌরা। ও সব বাজে কথা রাখ্! শীঘ্র আমার প্রাণেশ্বরকে এনে দে।

ধাত্রী। যা—শুন্‌লিত, প্রাণেশ্বর নিয়ে আয়।

বান্দা। কতটা আন্‌ব?

ধাত্রী। এক পেয়ালা নিয়ে আয়।

বান্দা। বহুত আচ্ছা।

বেদৌরা। এক পেয়ালা প্রাণেশ্বর আনবি কি?

ধাত্রী। ওরে তবে এক বোতল প্রাণেশ্বর আন্, এক পেয়ালায় দিদিমণির কুলুবে না।

বেদৌরা। আরে মর্, এক বোতল প্রাণেশ্বর আন্‌বি কি?

ধাত্রী। তাহ'লে কত আন্‌ব দিদিমণি, বেশী প্রাণেশ্বর খেলে যে সর্দ্দি হবে।

বেদৌরা। আরে মর্ বেটী, প্রাণেশ্বর খাব কি?

ধাত্রী। না খেলে চল্‌বে কেন দিদি! সকাল বেলায় তোমার মাথাটা খারাপ হ'য়েছে কিনা।

বেদৌরা। তবেরে বেইমানী, তামাসা—পাজী বেটী—নচ্ছার-বেটী! তুইও সময় বুঝে তামাসা আরম্ভ ক'র্‌লি?

ধাত্রী। য়্যা য়্যা—সেকি?—ও বাবা, তামাসা কি? সেকি? তোমায় তামাসা ক'র্‌ব কি?

বেদৌরা। লে আয়—জল্‌দি লে আও—নইলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

ধাত্রী। দোহাই দিদি, আমি বুড়ো মানুষ, আমার ওপর তাম্বিনি ক'র না। আমি তোমার বেমারীর খবর শুনেই, দাওয়াই আন্‌তে পাঠিয়েছি।

বেদৌরা। বেমারী কার? আমার না তোর? তাই বৃদ্ধ বয়সে আমার সঙ্গে তামাসা ক'র্‌ছিস্। জানিস্ বাঁদী—এখনি আমি তোকে কেটে ফেল্‌তে পারি।

ধাত্রী। তা পার, কিন্তু কি অপরাধে কাট্‌বে মা?

বেদৌরা। অপরাধ—গুরু অপরাধ। আমার পিয়ারকে সকাল বেলায় আমার কাছ থেকে

তুলে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্। আমি এত সাধছি, তবু আমার কথা কাণে তুলছিস্ না।

ধাত্রী। পিয়ার—পিয়ার কি মা? আমি ত তা কিছুই জানি না।

বেদৌরা। জানিস্, নিশ্চয় জানিস্—তোরা সবাই জানিস্। তুই বেটী বুড়ো বদমাস্—তুই বেশী জানিস্—শিগ্‌গির আমার প্রাণেশ্বরকে এনে দে, নইলে এখনি তোকে কেটে ফেল্‌ব।

ধাত্রী। ওমা। দোহাই আমি কিছুই জানি না। কে তোমার কাছে ছিল, আমি কিছুই দেখিনি।

বেদৌরা। আবার মিথ্যে কথা, আবার বদ্‌মাইসী—বেইমানী!

(রাজা সহ বাঁদীর প্রবেশ)

রাজা। কি—কি? ব্যাপার কি?

ধাত্রী। এই দেখ মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'য়েচে—দিদিমণি আমার কেমন কেমন ক'র্‌ছে। দেখ মহারাজ। ভাল ক'রে দেখ, দেখে দাওয়াই দাও। কি প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ক'র্‌ছে, তাই না হয় এনে দাও—

রাজা। এ তুই কি ব'ল্‌ছিস্?

ধাত্রী। আর তোমরা ব'ল্‌তে দিলে কই মহারাজ! বল্‌বার মতন বলতে দিচ্ছ কই। আজ মেয়েটার খসম দেখে কত আমোদ ক'র্‌ব, তা না ক'রে কিনা, আজ প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ক'রে প্রাণটা আকুলি বিকুলি ক'র্‌ছে। এখন যাতে দিদিমণি আমার শিগ্‌গির ভাল হয়, তাই কর। প্রাণেশ্বর বেটে মাথায় দিলে যদি সারে, ত তাই দাও; আর চক্ ক'রে খাইয়ে দিলে যদি বেমার আরাম হয়, ত গলা চিরে চক্ ক'রে খাইয়েই দাও। দিদিমণির আমার বুকের ধড়ফড়ানিটে ক'মে যাক্।

রাজা। পাগলের মতন বকিস্‌নি, চ'লে যা। ব্যাপার কি, আমায় বুঝ্‌তে দে।

ধাত্রী। *বোঝ বাবা বোঝ, তোমায় হাতে* ক'রে মানুষ ক'রেছি, রাণীকে হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছি, আর এই পুঁটে মেয়েটা—তাকেও কিনা বুড়ো কালে মানুষ ক'র্‌লুম। আহা মেয়ে ত নয়—বাবাকে বাবা বলে, মাকে মা বলে, আর আমি যে বুড়ো দিদি—আমাকেও চিনেছে।

রাজা। যা, সব বুঝেছি, এখন চ'লে যা—চ'লে যা।

ধাত্রী। হায় হায়, কি হ'ল—কি ক'র্‌লে?

[প্রস্থান।

রাজা। কি হ'য়েছে মা?

বেদৌরা। পিতা! আর আমি অবাধ্য হ'ব না, আর দাম্ভিকতা দেখাব না। চিরদিন বাঁদীর মতন আপনার আদেশ পালন ক'র্‌ব! যে যুবাকে কা'ল রাত্রে আমার পাশে শয়ন ক'র্‌তে আদেশ ক'রেছিলেন, আমাকে তারই হাতে সমর্পণ করুন। আমি বিবাহ ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি। কিন্তু সে না হ'লে বিবাহও ক'র্‌ব না, এ জীবনও রাখ্‌ব না।

রাজা। যুবা পুরুষকে পাশে শয়ন ক'র্‌তে আদেশ ক'রেছি কি?

বেদৌরা। দোহাই জনাব, কন্যার সঙ্গে রহস্য ক'র্‌বেন না।

রাজা। এ সব কি কথা?

বাঁদী। সকাল থেকে জনাব, ওই কথা। রাজকুমারী সকাল থেকেই ওই রকম অস্থির হ'য়েছেন, আমাদের মার্‌তে ধ'র্‌তে আসছেন।

রাজা। কোন অজ্ঞাত যুবা এসে মেয়ের পাশে শুয়েছিল নাকি?

বাঁদী। না জনাব! কেউ আসেনি—আমরা চারধার বেড়ে শুয়েছিলুম। পাশে থাক্‌বার মধ্যে ছিলুম আমি। কি ক'রে আস্‌বে, আট ঘাট বন্ধ।

রাজা। মা আমার ধৈর্য্য ধর, উতলা হ'য়ো না। আমি আজই তোমার জন্য ভাল পাত্র আনাচ্ছি।

বেদৌরা। কা'ল রাত্রে যিনি আমার পাশে ছিলেন, তিনি ভিন্ন অন্য কাউকেও আমি বরণ ক'র্‌ব না।

রাজা। কা'ল রাত্রে কেউ তোমার পাশে ছিল না।

বাঁদী। কেও ছিল না! সওয়ায় আমি—আর কেউ ছিল না।

বেদৌরা। নিশ্চয় ছিল, তবেরে হারামজাদী বাঁদী!

বাঁদী। দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন।

রাজা। বেয়াদবী আমার সুমুখে? কোই হায়। (বান্দার প্রবেশ) বাঁধ—পাপীয়সীকে গলায় শেকল দিয়ে বাঁধ। লে যাও—জল্‌দি সাম্‌নেসে লে যাও।

বেদৌরা। মিথ্যে মনে করেন, এই আংটী দেখুন।

বাঁদী। ভেল্কী—জনাব ভেল্কী—হাওয়ার আংটী—দেখ্‌বেন না, মাথা গুলিয়ে যাবে।

রাজা। আমি কিছু দেখ্‌তে চাই না, যাও—লে যাও, তুমি প্রজার সুমুখে আমার মাথা হেঁট করেতে চাও। এখনি দেশ বিদেশে আমার ঘরের কলঙ্ক রটে যাবে। আমার হুকুম না হ'লে খুলে দিয়ো না।—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধাত্রীর মহাল।

ধাত্রী, মার্জ্জমান।

মার্জ্জ। এর ভেতরে এত কাণ্ড হ'য়েছে!

ধাত্রী। তুই হতভাগা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াবি, তা কাণ্ড কারখানা হবে না। দেখ্, কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। ছেলে বেলায় রাজকুমারীকে আর তোকে পাশাপাশি রেখে আমি মানুষ ক'রেছি, তোর মা তোকে রেখে ম'রে গেল, রাণীও বেদৌরাকে—আমার হাতে স'পে দিয়েছিল; আমি দুটীকে দু'বগলে ক'রে মানুষ ক'রেছি। আগে তোরা দুটী পাশাপাশি শুয়ে থাক্‌তিস্, দেখাত যেন মাণিক জোড়; দুই ভাই বোনে আমার বুকের ওপর কত খেলাই খেলেছিস্!

মার্জ্জ। সে দুঃখু শোনবার এখন সময় নেই দিদি, ব্যাপারখানা কি খুলে বল। দিদিমণি কি একেবারেই উন্মাদ হ'য়েছে?

ধাত্রী। একদম।

মার্জ্জ। কিছু জ্ঞান নাই?

ধাত্রী। ও বাবা জ্ঞান নেই? জ্ঞান অমনি টনটন ক'র্‌ছে—

মার্জ্জ। জ্ঞান আছে, তবে পাগল হ'য়েছে কি?

ধাত্রী। আজ কালকার মেয়ে ছেলের রোগই ওই। খেতে দাও খাবে, শুতে দাও শোবে। কিন্তু মাথায় হাত দাও গরম, গায়ে হাত দাও ফোস্কা; জল ঢাল টগবগ।

মার্জ্জ। আর বেত লাগাও।

ধাত্রী। ঠাণ্ডা।

মার্জ্জ। বুঝেছি, তা পাগল হ'য়ে বেদৌরা ক'রেছে কি?

ধাত্রী। কেবল ক'রূছে প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর—তাই ছাই এ পোড়া বেণের দোকানে গোলাপ ক্ষেত-পাপড়া সব মিল্‌লো—কিন্তু ছাই কি প্রাণেশ্বর মিল্‌ল না!

মার্জ্জ। আচ্ছা, আমায় একবার দেখাতে পারিস্‌?

ধাত্রী। তুই আর কি ক'র্‌বি ছাই—কত হাকিম তল হ'য়ে গেল! প্রাণেশ্বর না এনে দিতে পার্‌লে, রোগ কিছুতেই সার্‌বে না।

মার্জ্জ। বেশ, তাই এনে দেব। তুই একবার বেদৌরাকে দেখা না।

ধাত্রী। প্রাণেশ্বর এনে দিবি?

মার্জ্জ। নিশ্চয়—দুনিয়া ঘুরে এলুম, কত সাধু ফকীরের সেবা ক'র্‌লুম, কত তাবিজ গড়া শিখ্‌লুম, আর বেদৌরার জন্য তুচ্ছ একটা প্রাণেশ্বর আন্‌তে পার্‌ব না!

ধাত্রী। বটে, বটে ব'লিস্‌ কিরে ভাই?

মার্জ্জ। তুই একবার বেদৌরাকে দেখা।

ধাত্রী। আচ্ছা, আমার সঙ্গে আয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ বেদৌরা।

গীত।

দেহ বাঁধা ঘরে আমার প্রাণ বাঁধা সেথানে।
খুঁজে প্রাণ কতই দেখি কোথায় আছে কে জানে॥
তোমরা ধ'রে রেখেছো গো ভেবেছো বাঁধাবাঁধি,
আমি সে চাঁদের পাশে ব'সে ব'সে কতই কাঁদি,
এ দেশের নয়কো সে চাঁদ বাস করে গো কোন্‌ গগনে।

(ধাত্রী ও মার্জ্জমানের প্রবেশ।)

ধাত্রী। এই দেখ মার্জ্জমান, তোর ভগিনীর কি অবস্থা হ'য়েছে একবার দেখ।

বেদৌরা। কি ভাই! উন্মাদিনী ভগিনীকে দেখতে এসেছ?

মার্জ্জ। হ্যাঁ—তোমার এই দশা! ভুবনমোহিনী বেদৌরা কি না আজ ছেকলে বাঁধা!

বেদৌরা। আর পাগল হ'লে যা দুর্দ্দশা হয়, তাই হয়েছে।

মার্জ্জ। তুমি পাগল? যে একথা বলে সে উন্মাদ। ভাল, ব্যাপারখানা কি একবার আমায় ভেঙ্গে বল দেখি? দেখি, প্রাণপণে তোমার দুঃখের প্রতীকার ক'র্‌তে পারি কি না।

বেদৌরা। আর প্রতীকার! মৃত্যুতে এ অপমান লাঞ্ছনার প্রতীকার। মার্জ্জমান ভাই! ভগিনী ব'লে চিরকাল স্নেহের চক্ষে দেখে এসেছ। আমাকে সুখী দেখবার জন্য প্রাণপণে কত চেষ্টা করেছ। আর আজ আমার এই দুর্দ্দশা দেখে তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ? ভাই! হত্যা কর, ভগিনীকে হত্যা ক'রে এ যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান কর।

মার্জ্জ। রাজা কি এমনই জ্ঞানশূন্য? আমার এমন জ্ঞানময়ী ভগিনীকে পাগল স্থির ক'রেছেন?

বেদৌরার গীত।

তারা বলে আমি পাগলিনী।
কেউ যা দেখে না আমি দেখি,
কেউ যা শোনে না আমি শুনি।
আমি যদি কাঁদি তারা হাসে
হাসিলে তাদের আঁখি জলে ভাসে,
মরিলে পিয়াসে পোড়ায় হুতাশে,
চলিলে আবেশে করে টানাটানি॥

মার্জ্জ। ভাল ব্যাপারখানা কি, আমাকে ভেঙ্গে বল দেখি? হাঁ দিদিমণি! তুমি কি কোনও যুবাকে স্বপ্ন দেখেছ?

বেদৌরা। স্বপ্ন? হ্যাঁ ভাই দেখ দেখি—এটা কি স্বপ্ন? স্বপ্নে কি এরূপ অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়?

মার্জ্জ। তাই ত, তাই ত, এ ত বড় আশ্চর্য্য! এ আঙ্গটী ত এ রাজ্যের নয়—এখানে এমন কারিগর ত নেই? এ রকম আংটী যে আমি একদেশে দেখেছি! কোথায় দেখেছি—কোথায় দেখেছি—হাঁ হয়েছে—হয়েছে, যে দেশে এ আংটী হয়, সে দেশে যে আমি গিয়েছি, মনে প'ড়েছে—মনে প'ড়েছে, খালেদান রাজ্যের কারিকর এই রকম আংটি প্রস্তুত করে। খোদা মুখ তুলেছেন—তোমার এ যন্ত্রণার প্রতীকারের উপায় ক'রে দিয়েছেন।

বে। হবে?—প্রতীকার হবে? ভাই! ভগিনী আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌ছে তাকে রক্ষা কর।

মার্জ্জ। ঠিক হবে, প্রতীকার হবে। তুমি আংটিটে আমার হাতে দাও—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খালেদান রাজ্যের অঙ্গুরী। এরূপ ঘটনা কেমন ক'রে ঘ'টল? তোমার সঙ্গে সেখানের কোন যুবার অঙ্গুরী বিনিময়, এযে অতি অদ্ভুত ঘটনা রাজনন্দিনী!

বে। খালেদান রাজ্য কোথায়?

মার্জ্জ। সে এখান থেকে এক বৎসরের পথ।

বে। তা হ'লে কি ক'রে এ ঘটনা হ'ল ভাই?

মার্জ্জ। যেমন ক'রেই এ ঘটনা হ'ক, খালেদান রাজ্য যতদূরই হ'ক, আমি ঠিক যাব। তুমি নিশ্চিন্ত হও রাজকুমারী! স্থির জেনো, তোমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার না ক'রে আমি নেমক খাব না। তোমার আংটি নিয়ে আমি আজই চ'ললুম।

ধাত্রী। ও বাবা! এ পোড়া প্রাণেশ্বর এক বৎসরের পথ।

মার্জ্জ। জাহাজে গেলে এক বৎসর, হেঁটে গেলে তিন বৎসর।

ধাত্রী। তা যা হোক মার্জ্জমান। সেই খানেই গিয়ে দিদিমণির জন্যে প্রাণেশ্বর নিয়ে আয়।

মার্জ্জ। আচ্ছা তাই হবে।

ধাত্রী। আর দেখ, সেই সঙ্গে কতকগুলো প্রাণেশ্বরের শেকড় আনিস্ ত। আমি ঘরের কানাচে পুতে দেব, তোর দিদির মতন এই বয়সে খেপবার পাত্র ঢের আছে। একবারে বাড়ীর উঠোনে প্রাণেশ্বরের বন ক'রে রেখে দেব। যে খেপ্‌বে অমনি মটমট ক'রে ডাল ভেঙ্গে, পাতার রস বার ক'রে মরীচের গুঁড়ো আর আদার রস দিয়ে বেটীদের ঢক্ ঢক্ ক'রে খাইয়ে দেব। দেখি বেটীরে কেমন ক'রে খ্যাপে। [প্রস্থান।

(মৈমুনী ও কাস্‌কাসের প্রবেশ।)

মৈমু। দেখ্ কাস্‌কাস! এই মার্জ্জমান, সাজাদা কমরল-জমান্‌কে আন্‌তে খালেদান রাজ্যে যাচ্ছে।

কাস। যাচ্ছে,যাচ্ছে—তাহ'লে বেশ হ'চ্ছে।

মৈমু। আরে মর্ বেশ হ'চ্ছে কি? আগে আমি কি বলি শোন্। এ ব্যক্তি গিয়ে কমরল-জমানকে এখানে নিয়ে আস্‌বে, তাহ'লে ভারি মজা হবে।

মৈমু। দুর গাধা উল্লুক! মজা হবে কি? সাজাদা বেদৌরার কাছে এলেই আমার হা'র হবে।

কাস। তা হ'লে উপায়?

মৈ। ও যাতে খালেদান রাজ্যে না পৌঁছুতে পারে, তার উপায় ক'র্‌তে হবে। ও লোকটাকে কোনও রকমে জাহাজ থেকে সাগরে ফেলে দিতে হবে।

কাস্। তার আর কি? হুকুম কর, জাহাজ শুদ্ধ ডুবিয়ে দিই।

মৈ। না—তা করিস নি—তা হ'লে হয় ত দানহাস জান্‌তে পার্‌বে। কিছুতেই যেন সে না জান্‌তে পারে।

কাস। তা হ'লে লোকটাকে ফেলে দিয়েই আমি সেখান থেকে সরে প'ড়ব ?

মৈ। ফেলে দিয়েই স'রে পড়বি। তুই ওর সঙ্গে সঙ্গে যা। যেখানে সুবিধা পাবি, সেইখানেই ফেলে দিবি।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

উজির ও সাজমান।

সা-জ। ছেলে যদি আমার মারা যায়, তাহ'লে কিন্তু উজীর ওমরাও সবাইকে ছেলের সঙ্গে এক গাড়ে পুতে ফেলবো।

উজীর। ছেলে মারা যাবে, এ কথা আপনাকে কে ব'ললে জনাব ?

সা-জ। ছেলে মারা গেল, আর যাবে কি ? জলটী পর্য্যন্ত ছেলের পেটে তলাচ্ছে না, তখন আর কেমন ক'রে বাঁচবে ? হা হুতাশ ক'র্‌তে ক'র্‌তেই যদি তার দিন কেটে গেল, তখন ছেলের ক্ষিধে কি আর হবে ?

উজীর। সব হবে, আপনি উতলা হবেন না। আমাদের মেরে ফেলেন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু তাতে আর ছেলে বাঁচবে না। বরং আমরা বেঁচে থাক্‌লে প্রতীকারের ব্যবস্থা ক'র্‌তে পারি।

সা-জ। হায়, হায় ! কেন ম'র্‌তে ছেলেকে পুরাণো কেল্লায় কয়েদ ক'রেছিলুম ?

উজীর। আপনি এত উতলা হ'লে, ছেলে আরও হেবড়ে যাবে, তা জানেন ?

সা-জ। তাহ'লে কি ক'র্‌বে কর—কেমন ক'রে ছেলেকে বাঁচাবে বাঁচাও।

উজীর। আজ্ঞে—ব্যবস্থা গোলাম প্রাণপণেই ক'র্‌ছে। কিন্তু কি ক'র্‌ব জনাব ? কাজে হ'চ্ছে না। যা'ন—আপনি ততক্ষণ সাজাদার পাশে ব'সে থাকুন গে। ওমরাওরা সব তাঁর কাছে আছে, দেখবেন যেন ছেলে বেশী কথা না কয়। কেননা কাহিলের উপর বেশী কথা কইলে, ছেলে আরও কাহিল হয়ে পড়বে।

সা-জ। হায়, হায় ! বৃদ্ধ বয়সে ছেলে পেলুম, সে ছেলে কিনা আসনাই রোগে মারা গেল ? হা আল্লা ! তোমার মনে এই ছিল ? দেখো যেন এখানে আর কেউ আসে না। ছেলের এ সমস্ত ব্যাপার বাইরের লোকে শুনলে আমার জানও যাবে, মানও যাবে। তাহ'লে কিন্তু আমি তোমার খাতির রাখবো না।

উজীর। যো হুকুম—কাউকেও আর এখানে আন্‌ছি না। (সাজমানের প্রস্থান) কি ব'লব, আমার ছেলে নয়। আমার ছেলে হ'লে ও রোগ এতদিন কোন্ কালে সারিয়ে দিতুম। বুড়ো বয়সের ছেলে—আদর পেয়ে পেয়ে একেবারে বেয়াড়া হয়ে গেছে। ও আসনাই রোগ কি আদরে সারে ? আগা পাশতলা জলবিছুটি হয়, তা হ'লে এক লহমায় রোগ ছুটে যায়। এমন বেয়াদব ছেলে যে, স্বপ্নে কোথাকার কি দেখে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে, আর বাপ কিনা তাইতে আসকারা দিয়ে ছেলেটার পরকালটা ঝর্‌ঝরে ক'রে দিচ্ছে ! এক ছেলের জন্য রাজকার্য্য বন্ধ, ধর্ম্মকর্ম্ম বন্ধ। দূর হোক—আর ভাবতে পারিনি, যা হয় হোকগে।

(জনৈক বান্দার প্রবেশ।)

কিরে বান্দা ? খবর কি ?

(সা-জমানের প্রবেশ।)

সা-জ। কিরে বান্দা ? হমকো ধমকো হ'য়ে ছুটে এলি যে ?

বান্দা। জনাব, একজন লোক দরিয়ায় প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাকে সাহায্য না ক'র্‌লে

কিছুতেই রক্ষা পাবে না। তাই উজীর সাহেবকে খবর দিতে এসেছি।

উজীর। যা, যা, আরও দু এক জনকে ডাক্—শিগগির ডাক। কে হতভাগ্য সাগরে প'ড়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে? তাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

সা-জ। সাগরে ডুবে মরছে তুমি তাকে কেমন ক'রে রক্ষা ক'রবে?

উজীর। জনাব! বাঁচে না বাঁচে খোদার মর্জি, আমরা রক্ষার চেষ্টা ক'রতে ছাড়ি কেন? বিপন্নকে আশ্রয় দিলে, খোদাও আপনাকে আশ্রয় দেবেন। হয় ত আপনার ছেলের রোগের কোন কিনারা হ'তে পারে।

সা-জ। বেশ, রক্ষার কথায় আমি বাধা দিতে পারি না। কিন্তু সাবধান, যেন লোকটা কিছুতেই আমার ছেলেকে না দেখতে পায়। বিদেশী লোক ভেতরকার খবর দেশ বিদেশে রটালে, আমাদের মান-সম্রম সব নষ্ট হবে। বুঝেছ

উজীর। বুঝেছি, তাকে এইখান থেকেই বিদেয় ক'রে দেব। তাহ'লে হুকুম করুন।

সা-জ। যাও, শিগগির যাও—গরীবকে রক্ষা কর।

উজীর। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন জাঁহাপনা। চল্ বান্দা—জল্‌দি চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দানহাসের প্রবেশ)

দান। এ মৈমুনী রাণীর কাজ। মৈমুনীর কাজ—নইলে কি ক'রে প'ড়ল?—ঝড় নেই, তুফান নেই, কি ক'রে প'ড়ল? জাহাজ ডুবলো না—জাহাজের আর কেউ প'ড়ল না, মাঝখান থেকে মার্জ্জমান জলে প'ড়ল কেন? এ নিশ্চয় মৈমুনী রাণীর কাজ। কমরলজমানকে চীন দেশে নিয়ে যেতে পারলে আমার জিত হবে, সেই জন্যই ফেলে দিয়েছে। আমিও ছাড় ছি না, লোকটাকে কিছুতেই ডুবতে দিচ্ছি না।—ঢেউএর সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে ওকে ডাঙ্গায় তুলে দেব।

[প্রস্থান।

(কমরলজমানের প্রবেশ।)

কম। হা প্রাণেশ্বরি! একদিন মাত্র দেখা দিয়ে জন্মের মতন অদৃশ্য হ'লে? কেন চলে গেলে? কি অপরাধে চ'লে গেলে? কোথা আছ, দেখা দাও।

(সা-জমানের প্রবেশ।)

সা-জ। একি! কে ছেড়ে দিলে? কে এত দূর আস্‌তে দিলে?

(বেগে হাকিম ও বান্দার প্রবেশ।)

বান্দা। সাজাদা—সাজাদা! চ'লে আসুন—চ'লে আসুন।

সা-জ। কোথায় ছিলি হারামজাদা? সাজাদা উঠে এলো দেখ্‌তে পেলিনি?

বান্দা। সাজাদা! মেহেরবাণী ক'রে চ'লে আসুন, উঠবেন না, প'ড়ে যাবেন—যাবেন।

সা-জ। আর তুমি কি রকম হকিম?—চোখের সামনে এই কাহিল ছেলেকে উঠতে দিলে?

হা। জনাব—জনাব! সাজাদা ওঠেননি, সাজাদার নাড়ী উঠেছে।

সা-জ। নাড়ী উঠেছে কি?

হা। আজ্ঞে হাঁ জনাব—(কমরলজমানের হস্ত পরীক্ষা) একটা নাড়ী আড় হয়েছিল, সেইটে খাড়া হয়েছে।

সা-জ। নাড়ী উঠেছে, তবে ত ছেলে গেল?

হা। ভয় নেই জনাব—ভয় নেই, আমি এখনি বসিয়ে দিচ্ছি।

কম। আমার কিছুই হয়নি, কেন আপনারা আমার উপর এই জুলুম ক'র্‌ছেন?

সা জ। এও কি একটা কথা বাবাজান? হাকিম ব'ল্‌ছে বেমার হ'য়েছে, ওমরাওরা ব'ল্‌ছে বেমার হ'য়েছে, যে দেখছে সেই ব'ল্‌ছে বেমার হ'য়েছে, তুমি এখন বেমার হয়নি ব'ল্লে চ'ল্‌বে কেন?

হা। বেমার—আলবৎ বেমার—বহুত বেমার—এই নাড়ী আবার হামাগুড়ি দিচ্ছে। —এই সময় চেপে ধর। ভয় কি জনাব? আর উঠ্‌তে দিচ্ছিনি। এই বান্দা! সাঁড়াশী লে আও।

(বান্দার প্রস্থান)

কম। সাঁড়াশী আমার গলায় দাও—হাতে দিয়ে এ রকম জুলুম কর্‌বার চেয়ে আমার গলায় দাও—গলায় দিয়ে মেরে ফেল।

সা জ। দেখদিকিন হাকিম সাহেব! বেমারটা হ'ল কিসে?

হা। (নাড়ী দেখিয়া) ইস্—বহুৎ চিজ উজ নাড়ীমে ঠেকতা হায়। ইস—এ কেয়া হায় —নাড়ীমে আউরৎ মালুম হোতা হয়।

সা-জ। ওই—ওই—ওই আউরৎটাই আমার ছেলের সর্ব্বনাশ ক'র্‌ছে।

হা। ভয় নেই জনাব! যখন ধ'রেছি, তখন আর ভয় নেই—এক জোলাপে—এক ঠাণ্ডা জোলাপ দিলেই আউরৎ হজম হ'য়ে বেরিয়ে যাবে।—উঃ! বহুৎ উমদা আউরৎ নাড়ীমে ঠেক্‌তা হায়।

কম। আর পয়জার ঠেকতা নেই! (হাকিমকে পদাঘাত)

(প্রস্থান।)

সা-জ। গেল, গেল, গেল, গেল, হাকিমকে মেরে ফেললে।

হা। কিছু ভয় নেই জনাব—নাড়ী একবারে পায়ে এসেছে—আঙ্গুলের একটী টিপনিতে ওঠা নাড়ী একেবারে পায়ে নেমে প'ড়েছে। আর কি! সাজাদা ত সেরে গেল ব'লে।

সাজ। বটে বটে—

হা। আমার আঙ্গুলের টিপনি—নাড়ী ভয়ে কেঁপে উঠেছে। একেবারে পায়ে ধ'রেছে।

সা-জ। আহাহা! তাহ'লে আর বার দুইচার পা ছুঁড়্‌লে, নাড়ীটে ঝরে যেত যে। —ওরে ধর্ ধর্,—প'ড়ে যাবে—প'ড়ে যাবে।

(প্রস্থান)

হা। উ! (যন্ত্রণার অভিনয়) শালার ছেলে মারের মতন মার লাগিয়েছে।—এখন উলটে আমার নাড়ী না ছাড়লে হয়!

(প্রস্থান)

(উজীর, মার্জ্জমান ও জনৈক বান্দার প্রবেশ।)

মার্জ্জমান। আপনি আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার ক'রেছেন, আপনাকে যে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব, তা ব'ল্‌তে পার্‌ছি না।

উজির। কিছু নয়—কিছু নয়, খোদা ক'রেছেন। মানুষের সাহায্যে আপনাকে ওরূপ অবস্থাতে রক্ষা করা অসম্ভব।

মার্জ্জ। আপনি অতি মহৎ লোক, আপনার মহত্বের তুলনা নাই।

উজির। কিছু নয়—কিছু নয়, আপনি ও কথা মনেও আনবেন না।

মার্জ্জ। খোদা আপনার মেজাজ আচ্ছা রাখুন, খোদা আপনার ভাল করুন।

উজীর। আপনি এখানে বসুন, সুস্থ হোন, তারপর গোলামের বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ ক'র্‌বেন। বান্দা! কাছে থাক্—মিয়া সাহেবের তজবিজ কর্।

বান্দা। যো হুকুম।

উজীর। আর দেখিস, খবরদার। যেন ওদিকে যায় না। (প্রস্থান।)

মার্জ। মিয়া সাহেব! তোমার আর আমার কাছে থাক্‌বার কোনও দরকার করে না—আমি বেশ সুস্থ হ'য়েছি।

বান্দা। না জনাব! আপনাকে ফেলে যেতে হুকুম নেই।

মার্জ। বেশ—হুকুম না থাকে, তা'হলে আমার কাছে ব'স।

বান্দা। ফকির সাহেব! কোন্ মুলুকে আপনার ঘর?

মার্জ। সে অনেক দূর—এক হাজার ক্রোশ পথ—তার নাম চীন মুলুক।

বান্দা। ও আল্লা! আপনি চীন মুলুকের লোক?

মার্জ। হাঁ বাবা! চীন মুলুকের লোক।

বান্দা। ও বাবা! চীন মুলুকে মানুষ আছে? আমি জান্‌তুম চীন মুলুকে চীনে থাকে, আর চীনের মাটী থাকে। মানুষ থাকে তা ত জান্‌তুম না।

মার্জ। হাঁ বাবা! চীনে মানুষও থাকে, মাটীও থাকে।

বান্দা। তা আপনি চীন মুলুকে কেন ছিলেন?

মার্জ। সেখানে আমার জন্মস্থান।

বান্দা। ও বাবা! আপনি স্থানে জন্মেছেন, সেখানকার মাটী ত তাহ'লে খুব ঝাঁঝাল। তা মাটী! কি আপনাকে গর্ভে ধ'রেছিল?

মার্জ। আরে ম'ল—এ বেটা ত এমনি ক'রে জ্বালাতন ক'র্‌বে দেখ্‌ছি। এ বেটাকে ত না থামালে চ'ল্‌ছে না। দেখ বাপু! আমার একটা বড় বেমার আছে, সেটা মাঝে মাঝে চাগাড় দিলে বড়ই মুস্কিল।

বান্দা। আহাহা—আপনার আবার রোগ আছে?

মার্জ। বেজায় রোগ, আমার মাঝে মাঝে হাত পা ছোঁড়া রোগ হয়, সরে যাও কাছে থেকো না, আমার হাত পা সড়্ সড়্ ক'রে আস্‌ছে, দূরে গিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে থাক।

বান্দা। তা আপনি দাওয়াই খান না কেন?

মার্জ। কথা কয়ো না—কথা কয়ো না, এলো—এলো—স'রে যাও।

বান্দা। এই স'রে যাচ্ছি, কিন্তু দেখুন—

মার্জ। (আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া) এউ—

বান্দা। এ রোগ আপনার কত দিন হ'য়েছে?

মার্জ। এই সবে আজ (কিল মারা)।

বান্দা। (কিয়দ্দূর সরিয়া গিয়া) আপনার এ রোগ বিষম রোগ, তা এ রোগ ত কিছুতেই সার্‌বে না। তবে যদি এক কাজ ক'র্‌তে পারেন, তাহ'লে সার্‌তে পারে।

মার্জ। বল ত বাবা! কাজটা কি—বল ত?

বান্দা। আমাদের সাজাদারও ওই হাত পা ছোঁড়া রোগ হ'য়েছে। কত দেশ থেকে কত হাকিম এসে কত দাওয়াই দিলে, কিছুতেই সে রোগ আরাম হ'লে না। আপনারা দুজনে যদি একদিন পাশাপাশি শুয়ে থাকেন, তা হ'লে একদিনের কিলোকিলি গুঁতোগুঁতিতে বেয়রাম সেরে যায়।

মার্জ। এটা কোন্ রাজ্য মিয়া?

বান্দা। এটা খালেদান রাজ্য।

মার্জ। খালেদান রাজ্য? ইয়া আল্লা! তব্ তো মেরা বেমার আরাম হো গিয়া। তা মিয়া সাহেব! সাজাদা কোথায় আছেন?

বান্দা। কাছেই—এই বাগানেই আছেন, হুকুম নেই ব'লে দেখাতে পাচ্ছি না।

মার্জ। দেখবার হুকুম নেই?

বান্দা। হাঁ ফকির সাহেব! দেখালেই উজীর সাহেবের গর্দ্দান যাবে।

মার্জ। যিনি আমাকে রক্ষা ক'রেছেন, উনিই কি উজীর?

বান্দা। হাঁ হুজুর! উনিই উজির। উনি আপনাকে জোর ক'রে বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রেছেন, রাজার ইচ্ছে ছিল না।

মার্জ। রাজার ইচ্ছা ছিল না? রাজা এমন নিষ্ঠুর!

বান্দা। তা নয় হুজুর। তিনি বিদেশী লোককে এ বাগানে আসতে দেন না। বিদেশী লোক এলে, রাজার ছেলের খবর জেনে দেশ বিদেশে রটিয়ে দেবে, তাতে রাজার মান সম্ভ্রম নষ্ট হবে। এই জন্য তিনি উজিরকে পৈ পৈ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছেন, যেন কোন বিদেশী লোক রাজার ছেলের কাছে না যায়। সেই জন্য উজির সাহেব আপনাকে এইখানে বসিয়ে রাখতে আমাকে ব'লে গেছেন; এমন কি, এখান থেকে ওই খান পর্য্যন্ত যেতে নিষেধ ক'রে গেছেন।

মার্জ। (উক্ত স্থানে গমন করিয়া) এই খানে আসতে নিষেধ ক'রেছেন?

বান্দা। হাঁ হুজুর! পেছন দিকে চাইতে পর্য্যন্ত নিষেধ ক'রেছেন।

মার্জ। কোন্ দিকে—এই দিকে?

বান্দা। হাঁ হুজুর।

মার্জ। ওই যেখানে কতকগুলি লোক মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছেন? তার মাঝখানে ওই যে এক যুবা পুরুষ শুয়ে আছেন, ওইখানে।

বান্দা। হাঁ হুজুর! দেখবেন না—দেখবেন না।

মার্জ। আচ্ছা ভাই! মনে কর—আমি দেখছি না, আমি দুটো একটা প্রশ্ন করি, জবাব দাও দেখি, কাছে এস—কাছে এস।

বান্দা। হুজুর! আপনার সে রোগটা?

মার্জা। সেরে গেছে, যে সংবাদ তুমি দিয়েছ, তাতে কি আর রোগ থাকে? এখন কাছে এসে বল ত বাবা। ওই যে শুয়ে আছেন, ওটী কে?

বান্দা। উনি সাজাদা। আর যারা মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে, ওরা ওমরাও। ওই রাজা দূরে,—গাছের তলায় ব'সে আছে।

মার্জ। সাজাদার বেমারটা কিসে হ'ল?

বান্দা। সে হুজুর! অনেক কথা। সাজাদা স্বপ্নে খুবসুরৎ আওরাৎকে দেখে দেওয়ানা হ'য়ে গেছে।

মার্জা। ইয়া আল্লা! কেয়া খোস খবর।

বান্দা। ওকি হুজুর! আপনি অমন ক'রছেন কেন?

মার্জ। ইয়া আল্লা, ইল্‌বিল ইল্লা, কিল্‌বিল কিল্লা, মসাল্লা, ঠিক মিলা।

বান্দা। ও কি হুজুর! অমন ক'রছেন কেন? এখনি আমার গর্দ্দান যাবে।

মার্জ। (নৃত্য করিতে করিতে) তোফা তোফা—বড়া খোস খবর, আওরাৎ দেখকে পাগ্লা হুয়া—বড়া খোস খবর!

(বেগে জনৈক ওমরাহের প্রবেশ।)

ওম। চেঁচায় কে? সর্ব্বনাশ ক'রলে—চেঁচায় কে?

মার্জ। আমি, আমি, ইল্‌বিল ইল্লা কিল্‌বিল কিল্লা, ইয়া আল্লা।

ওম। কে আপনি ? গোল ক'র্‌বেন না—গোল করবেন না।

বান্দা। জনাব! চটাবেন না, ভর হয়েছে—ভর হয়েছে।

ওম। ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ! ভর কি—ভর কি ?

মার্জ্জ। চাঁই ফুঁ, চাঁই ফুঁ, খুচুমুচু কাঁইকুঁ—ফোঁচ।

বান্দা। জনাব! চিনে ভর, খেলে—খেলে।

মার্জ্জ। হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং, কোয়াংটং, লি হংচং। (ওমরাওকে জাপটাইয়া ধরা)

ওম। ওরে বাবারে! একি বিপদে পড়্‌লুম ? ছাড়ুন—ছাড়ুন।

মার্জ্জ। আপনি কি আমার ওপর জুলুম ক'র্‌তে এসেছেন ?

ওম। আরে আল্লা! জুলুম কেন—জুলুম কেন ? আপনি একটু আস্তে কথা কইবেন।

মার্জ্জ। হাম্‌ আপলোককা গোলাম হ্যায়।

ওম। ইসি বাৎ মৎ কহিয়ে জনাব—এসি বাৎ মৎ কহিয়ে, হাম আপলোককা গোলাম হ্যায়।

মার্জ্জ। হাম আলবাৎ আপলোককা গোলাম হ্যায়।

ওম। নেহি নেহি, হাম হ্যায়—হাম হ্যায়।

মার্জ্জ। (অগ্রসর হইয়া) আপ মেহেরবান্‌, কদর দান, করম্‌ ফরমাইয়ে।

ওম। আপ্‌ মেহেরবান্‌, কদরদান, করম্‌ ফরমাইয়ে।

মার্জ্জ। (অগ্র) আপ্‌ আলম দলিল্লা, মতুল্লা মাসাল্লা।

ওম। (পশ্চাৎ) আপ্‌ ইল্‌বিল্‌ ইল্লা, ফিল্‌ বিল্‌ কিল্লা।

মার্জ্জ। আপ্‌ জোলা জুলুল্লা হ্যায়, নিখাকা পরদাদার হ্যায়।

ওম। আপ, খলু খুলুল্লা হ্যায়, দুনিয়াকা রোশনিদার হ্যায়।

মার্জ্জ। বইঠিয়ে, বইঠিয়ে।

ওম। আপ্‌ বইঠিয়ে।

মার্জ্জ। নেহি—আপ বইঠিয়ে।

ওম। নেহি—আপ্‌ বইঠিয়ে।

মার্জ্জ। আপ্‌।

ওম। আপ্‌।

মার্জ্জ। (ওমরাওকে ডিঙ্গাইয়া) তব হাম্‌ ছুটিয়ে, আপ পিছাড়ি চলিয়ে।

ওম। হাঁ হাঁ হাঁ, ওদিকে যাবেন না—ওদিকে যাবেন না।

বান্দা। গেল, গেল—গেল—গর্দ্দান গেল।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

(সা-জমান, উজীর ও ওমরাওগণ।)

সা-জ। উজীর! সে লোকটার উদ্ধার হ'ল ?

উজীর। হাঁ জাঁহাপনা, আপনার কৃপায় তার উদ্ধার হ'য়েছে।

সা-জ। আমার কৃপায়, না তোমার কৃপায় ?

উজীর। না—জনাব! আপনি গোলামকে হুকুম না ক'রলে গোলাম তা কিছুতেই হতভাগ্যের উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌তে না।

সা-জ। তা তাকে কোথায় রেখে এলে ?

উজীর। বাগানের এক পাশে তাকে ব'সিয়ে রেখে এসেছি। একটু সুস্থ হ'লেই তাকে আমার বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রেছি।

সা-জ। এখানে এসে প'ড়্‌বে না ত ?

উজীর। না জনাব! এখানকার খবর সে কিছুই জানে না।

সা-জ। দেখো, সাবধান—এখানে যেন সে কিছুতেই না আসে। এলে, ছেলের এরূপ অবস্থা দেখ্‌লে দেশ বিদেশে সে খবর রাষ্ট্র ক'রে দেবে।

উজীর। না জনাব। সে লোক এখানে আস্‌বে না।

সা জ। তার বাড়ী কোথায়?

(মার্জ্জমানের প্রবেশ।)

মার্জ। আজ্ঞে, জাঁহাপনা! চিন দেশে।

সা-জ। উজীর—উজীর!

উজীর। হাঁ হাঁ, চ'লে যাও—চ'লে যাও।

(ওমরাওয়ে প্রবেশ।)

ওম। এইও—এইও—পাকড়াও—পাকড়াও।

সা-জ। উজীর! তোমায় জবাবদিহি ক'র্‌তে হবে।

উজীর। হাঁ হাঁ, চ'লে যাও—চ'লে যাও।

ওমরাওগণ। হাঁ হাঁ, উধার—উধার।

(বান্দার প্রবেশ।)

বান্দা। হাঁ হাঁ, কাছে যাবেন না—কাছে যাবেন না, ভয় হয়েছে—চিনে ভয়।

সা-জ। আস্‌তে দাও। কি ব'ল্‌তে চায় শুনি।

(মার্জমান রাজসমীপে গিয়া)

মার্জ। জনাব! গোলাম সেলাম করে।

সা-জ। কে তুমি?

মার্জ। আমি একজন মোসাফের, দৈব-বিপাকে সাগরে প'ড়েছিলুম। এই জনাব আমাকে উদ্ধার ক'রেছেন। ব'সে ব'সে শুনলুম, আপনার পুত্র বড় রুগ্ন। আমি আপনার পুত্রকে একবার দেখতে ইচ্ছা করি। গোলামের বিশ্বাস, তাঁকে আরোগ্য ক'র্‌তে পার্‌বে।

সা-জ। পার্‌বে?

উজীর। পার্‌বে?

মার্জ। একবার আমায় দেখ্‌তে দিন।

সা-জ। বেশ, তা যদি হয়, তাহ'লে বুঝব, ঈশ্বর আমার জন্য তোমায় সাগরে নিক্ষেপ ক'রেছেন।

মার্জ। জনাবদের একটু অন্তরালে যেতে হবে।

সা-জ। বেশ, সকলে এখান থেকে স'রে এস।

মার্জ। (জনান্তিকে) হাঁ তুমিই বটে—সে সবার সেরা সুন্দরী, তুমি সবার সেরা সুন্দর; সে পূর্ব্ব গগনের উষার ছবি, তুমি পশ্চিম গগনের সন্ধ্যারাগ,—তুমিই বটে।

গীত।

সে যে রূপে গুণে অতুলনা।
দেখার অভাবে যাতনা সহিবে,
অপরাধ কার বল না।
নিরাশে ফেলেছো চোখের জল,
চরণে লিখিছে ধরণীতল,
হাতে পেয়ে ফল দূরে ফেলে গেছো,
তবু বল ক্ষুধা গেল না॥
পাশে নিরুপমা সোণার প্রতিমা,
ধরি ধরি ধরা হ'ল না॥

কম। তুমি কে মিয়া?

মার্জ। আর মিয়া! কি আর ব'লব? সাজাদা! এক জায়গায় থেকে হা হুতাশ ক'র্‌লে কি স্বপ্নের ধন মেলে? তার জন্য দুনিয়া ঢুঁড়তে হয়—সাগরে ঝাঁপ খেতে হয়, পাহাড় থেকে প'ড়তে হয়—এক জায়গায় শুয়ে আকাঙ্ক্ষার ধন মেলে না। এই নাও সাজাদা! তোমার আংটী ফিরিয়ে নাও—রাজকুমারী বেদৌরা অযোগ্য পাত্রে আত্মসমর্পণ ক'রেছেন।

কম। য়্যা—কে তুমি স্বর্গীয় দূত?

মার্জ। স্বর্গীয় দূত নই—বেদৌরার অনুচর। সাজাদা! বেদৌরা তোমার জন্য শোকে

মৃতপ্রায়। তুমি কি কুলকামিনীকে গৃহত্যাগ ক'রে তোমার কাছে আসতে বল? এই কি তোমার প্রেম?

কম। ক্ষমা কর—আমি অজ্ঞান, তাই দুনিয়া ঢুঁড়ে তার সন্ধান না ক'রে এক স্থানে ব'সে, হা হুতাশ ক'রেছি। বেদৌরা! প্রাণেশ্বরী! কোথায় তুমি?

মার্জ উতলা হবেন না, রাজকুমার! উঠুন—আগে প্রকৃতিস্থ হ'ন। যদি তাকে পেতে চান, তাহ'লে আগে প্রকৃতিস্থ হ'ন—সে এ রাজ্যে নয়—বহুদূর চিন মুলুক।

কম। আমি আপনার গোলাম, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন, সেইখানেই যাব; যেমন ক'রে নিয়ে যেতে চান, তেমনি ক'রে যাব।

মার্জ। তাহ'লে আমার সঙ্গে আসুন, আগে জাঁহাপনাকে সেলাম করি। জাঁহাপনা! এই আপনার পুত্র নিন; এই দেখুন, আপনার পুত্র সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ ক'রেছেন।

সা-জ। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য,—পুত্র! তুমি সুস্থ হ'য়েছ?

কম। হাঁ জাঁহাপনা, গোলাম সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়েছে।

উজীর। জাঁহাপনা! এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার—এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

মার্জ। উজীর! তোমার জন্যই পুত্র আমার আরোগ্য লাভ ক'রেছে, তুমি এই সাধু পুরুষকে এনে না বাঁচালে আমার ছেলে কিছুতেই প্রাণে বাঁচত না।

উজীর। মিয়া সাহেব! তুমি যে কার্য্য ক'রেছ, তার যোগ্য পুরস্কার দেবার ক্ষমতা আমাদের নাই, তথাপি জাঁহাপনার হ'য়ে আপনাকে কিছু পুরস্কার নিতে অনুরোধ করি।

মার্জ। না উজীর সাহেব! পুরস্কার আমি চাই না, আপনি ভুলে গেছেন—আপনি আমার জীবনদাতা।

কম। উজীর! তুমি এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত সহরে আনন্দোৎসবের ঘোষণা কর। গরীব ফকীরকে খয়রাৎ কর। এস মিয়া সাহেব—সঙ্গে এস। উজীর যা ব'লেছে যথার্থ। এর গুণের পুরস্কার নাই।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অলিন্দ।

উজীর।

(সাজমানের প্রবেশ)

সা-জ। উজীর!

উজীর। গোলাম হাজির, হুকুম জাঁহাপনা।

সা-জ। ছেলে ত আরোগ্য হ'ল, এখন রোজ রোজ নতুন নতুন বায়নাতে যে প্রাণ যায়।

উজীর। এখন আবার কি বায়না হুজুর!

সা-জ। বলে আমি শীকারে যাব।

উজীর। এও কি একটা কথা—ছেলেমানুষ।

সা-জ। বল ত!

উজীর। না না—আজকাল শীকার কিছুতেই হ'তে পারে না।

সা-জ। পারে কি?

উজীর। কিছুতেই হ'তে পারে না।

সা-জ। বেশ, তাও যদি যেতে হয়, তাহ'লে লোক সঙ্গে নে।

উজীর। একে শীকার, তায় আবার একা!

সা-জ। একা, বলে—গোলাম টোলাম কাউকে সঙ্গে নেব না।

উজীর। আরে আল্লা!

সা-জ। এস ভাই, তুমি বোঝাবে এস।

উজীর। যো হুকুম।

[সাজমানের প্রস্থান।

উজীর। এও বোধ হয় সে বিদেশীর চাল। নইলে হঠাৎ শীকার ক'রতে সাজাদার এত আগ্রহ হ'ল কেন? শীকারের ছল ক'রে স'রে প'ড়বে না ত? সাজাদার স্বপ্নের সঙ্গে এই ফকীরের কোন সম্বন্ধ নেই ত!

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ। উজীর সাহেব, সেলাম।

উজীর। সেলাম মিয়া সাহেব!

মার্জ। বেয়াদবী মাফ্ হয়, আমি হুকুম না নিয়েই আপনার কামরায় প্রবেশ ক'রলুম।

উজীর। আরে ভাই! এ তোমার ঘর, তোমার দোর। রাজা তোমায় ভালবাসেন, রাজকুমার তোমায় ভালবাসেন।

মার্জ। কিন্তু আপনি বাসেন না।

উজীর। একি কথা, একি কথা?

মার্জ। আপনি আমাকে কিছু কিছু সন্দেহ করেন।

উজীর। আরে!—

মার্জ। হয় ত মনে ক'রেছেন, এই যে রাজকুমার শীকার ক'র্‌তে চ'লেছেন, এও হয় ত আমার কথায়।

উজীর। (হাস্য) হা হা—ওটা কি জান।

মার্জ। আজ্ঞে ওটা জানি আর নাই জানি, তবে এটা জানি যে, আপনি আমার জীবনদাতা।

উজীর। খোদা ক'রেছেন—খোদা ক'রেছেন।

মার্জ। তা সে যাই করুন, কিন্তু আমি আপনার কেনা গোলাম।

উজীর। ব'ল্‌তে নেই—ব'ল্‌তে নেই।

মার্জ। কিন্তু আমার বড় দুঃখু, আপনি আমার উপর সন্দেহ করেন।

উজীর। আরে না না—এও কি একটা কথা।

মার্জ। হয়ত মনে ক'রেছেন যে, শীকারের অছিলা ক'রে আমি সাজাদাকে নিয়ে ভেগে প'ড়ব!

উজীর। কেন—কি দুঃখে? আওরৎ হ'লে ভাগ্‌বার কথা ছিল বটে।

মার্জ। তাহ'লে সাজাদা কি জীবনে শীকার কর্‌বে না?

উজীর। আল্‌বৎ ক'র্‌বে। পাখীটে পক্ষীটে হ'ল বা ছিপ নিয়ে কইটা মাগুরটা।

মার্জ। হ'ল বা আর একটু এগিয়ে গিয়ে ছাগলটা ভেড়াটা।

উজীর। হ'ল আর একটু পেছিয়ে এসে ইঁদুরটা ছুঁচোটা।

মার্জ। হ'ল বা টপ ক'রে খানিকটে ডিঙ্গিয়ে বাঘটা সিঙ্গিটা।

উজীর। বাঘটা, সিঙ্গিটা?

মার্জ। আজ্ঞে হাঁ জনাব! কি একটু মাঝামাঝি থেকে হরিণটা, প্রজাপতিটা।

উজীর। প্রজাপতির মতন চেহারাটা, হরিণের মতন চোখটা।

মার্জ। হ'ল সিংহের মতন মাঝাটা।

উজীর। তা একথা আমায় আগে বলনি কেন

মার্জ। জনাব আপনাকে না ব'ললে যে বেইমান হব।

উজীর। তাহ'লে ত ভাই, তুমি এ রাজ্যেরই রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু কত দূরে?

মার্জ। কিছু দূর।

উজীর। বিপদের ভয় নেই ত?

মার্জ। জনাব, পূর্ব্বেই ব'লেছি—আমি আপনার কেনা গোলাম, আপনার কাছে কিছুই

গোপন ক'রব না। কিছু যে বিপদের ভয় নেই একথা ব'লতে পারি না। সাগরের তলা থেকে মুক্ত তুলতে একটু আধটু বিপদের ভয় আছে বইকি। তবে ভয় মুক্তোর কাছে নয়।

উজীর। বুঝেছি—বিপদ পথে যেতে আসতে।

মার্জ। আজ্ঞে হাঁ জনাব!—তবে তাও যে বড় বেশী, তা নয়। ফকীরবেশে যাব।

উজীর। ভাই! তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত দূত—তুমি আমার সেলাম গ্রহণ কর।

মার্জ। সে কি জনাব, আমি আপনার গোলাম।

উজীর। কিন্তু কার্য্যে যে সফলতা লাভ ক'রবে, সে সুন্দরীকে যে পাওয়া যাবে, সাজাদার যে পছন্দ হবে, এ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস আছে?

মার্জ। আজ্ঞে জনাব! খোদা আগে থাকতে সব কাজ গুছিয়ে রেখেছেন। আমি সেইখান থেকেই এসেছি। রাজকুমারও যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

উজীর। ঈশ্বর! তোমার অপার লীলা! একি আশ্চর্য্য ঘটনা? কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা জানতে পারি কি?

মার্জ। জনাব, আপনি পেড়াপীড়ি করলে বাধ্য হ'য়ে গোলামকে ব'লতে হবে।

উজীর। কাজ নেই, কাজ নেই—এই জেনেই আমি সন্তুষ্ট; জানবই ত।

মার্জ। তাহ'লে মৃগয়া?

উজীর। আবার সেই কথা! আমি আর কোনমতেই বাধা দেব না।

মার্জ। তাহ'লে, সেলাম। (প্রস্থান, উজীর প্রস্থানোদ্যত, অন্য দিক দিয়া সাজমানের প্রবেশ।)

উজীর। একি জনাব, আবার ফিরলেন যে? গোলাম এই যাচ্ছিল।

সা-জা। না থাক। বাবার যখন গোঁ ধরেছে, তখন বড় পীড়াপীড়ি ক'রলে হয়ত আবার হিতে বিপরীত হবে। তাহ'লে যেতে যখন ইচ্ছা ক'রেছে, তখন যাক।

উজীর। আর শীকারে মনটা অনেকটা প্রফুল্ল হয়। চারিদিকে নজরটা ছড়িয়ে পড়ে, হরিণটা ভেড়াটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাছটা পালাটা, হ'ল ঝরণাটা, হ'ল বা ঝরণার ধারের ফুলগাছটা, হয়ত সেখানে খোদা যদি করেন—

সা-জ। খুবসুরৎ আওরৎটা—

উজীর। এই এই।—

সা-জ। ঠিক ব'লেছ—বাধা দেব না। তাহ'লে সাজাদা কি কি চায়, জেনে যোগাড় ক'রে দাও।

উজীর। এখনি দিচ্ছি।

সা-জ। কিন্তু দেখ, এক দিনের বেশী সে থাকতে পারে না।

উজীর। আলবৎ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

কমরজ্জমান।

কম। আসি ব'লে সখা গেল কোথায়? এই বনের ধারে—এই চৌরাস্তার ওপরে বসিয়ে সে গেল কোথায়? আর যে আমার এক লহমাও পথে অপেক্ষা ক'রতে ইচ্ছে করছে না। কখন্ বেদৌরাকে দেখ্‌ব। তার জন্য মিথ্যা কথায় স্নেহময় পিতাকে ভুলিয়ে যে চ'লে এসেছি। একদিন থাকবার নাম ক'রে চ'লে

এসেছি, আজ তিন দিন। যে পিতা আমাকে এক দণ্ড না দেখ্‌লে দুনিয়া অন্ধকার দেখেন, তিন দিন তাঁর কাছ ছাড়া। সে পিতা কি আমার বিরহে প্রাণ ধারণে সমর্থ হবেন! কবে যাব? কবে ফিরে আসব? কবে প্রাণময়ী বেদৌরাকে সঙ্গে এনে পিতার চরণ-প্রান্তে উপহার দেব? আর যে বিলম্ব সইছে না! সখা—সখা—কোথায় গেলে?—

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ। এই যে এসেছি!

কম। একি, তোমার হাতে রক্ত কেন?

মার্জ। খুন ক'রেছি।

কম। সেকি?—এরই মধ্যে কাকে খুন ক'রলে?

মার্জ। যাক, বসে আছেন, বেশ ক'রেছেন। কোথায় আর জল পাই যে, হাত ধুই; আপনার এই বাহারে পোষাক, এইতেই মুছে ফেলি।

কম। একি? এ তুমি কি ক'রছ?

মার্জ। প্রেমের ফাউ কার্য্যটা আগে থাকতে সেরে নিচ্ছি। পিরীত ক'রতে গেলে, কিলোকিলি, মারামারি, খুনোখুনি প্রভৃতি যে নানা জাতীয় প্রকরণ আছে, সেগুলো আগে থাক্‌তে সেরে নিলে, পরে আর ঘটবে না,—বুঝেছেন রাজকুমার?

কম। এসব তুমি কি ব'লছ? খুন কি?

মার্জ। খুন এমন কিছু বিশেষ বস্তু নয়। গলায় ছোরা লাগিয়ে—আড়াইটা পেঁচ দিয়ে—দেহ হ'তে মাথাটাকে আলাদা করা। হাঁ হাঁ,—টান্‌বেন না—টান্‌বেন না, বুড়ো আঙ্গুলে এখনও খানিকটে রক্ত লেগে আছে, মুছে ফেলি—মুছে ফেলি!—বস—এইবারে আবার প্রশ্ন কার্য্য আরম্ভ করুন, আমি জবাব দিতে থাকি।

কম। এ পোষাক ত নষ্ট হ'য়ে গেল।

মার্জ। গেলই ত! দু দুটো জানই গেল আর এ তুচ্ছ সামগ্রীটে যাবে না?

কম। দুটো খুন!

মার্জ। একটা আধটা নয়—দুটো।

কম। ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করলে নাকি?

মার্জ। কিছু না, নিরীহ ভদ্রলোক—আমাদের উপকারেই লাগত কোনও অপকার হ'ত না।

কম। খুন নিয়ে রহস্য কর, তুমি কি রকম মানুষ?

মার্জ। নিরীহ—কথাটি পর্য্যন্ত কয় না। যখন ভারী ফুর্ত্তি হয়, তখন চিঁ হিঁ হিঁ করে, আর পা ছোড়ে।

কম। একি! ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেললে?

মার্জ। কাজে কাজেই—এখানে মানুষ পাব কোথায়?

কম। মেরেই যদি ফেললে, তবে সঙ্গে আনলে কেন?

মার্জ। মারব বলেই এনেছি, সাজাদা! আপনিই না হয় বেদৌরার প্রেমে উন্মাদ! আমি এখনও তেমনটা হইনি। পিতার কাছে আপনি শুধু একদিন বাইরে থাকবার হুকুম নিয়ে এসেছেন, কিন্তু হ'ল তিন দিন। আপনি কি মনে ক'রেছেন, পিতা আপনার চুপ করে বসে আছেন। দুনিয়া ঢুঁড়ে আপনাকে খুঁজে আনবার জন্য এতক্ষণ চারিদিকে লোক ছুটেছে। আপনি কি তাদের হাত এড়িয়ে যেতে পারবেন বিশ্বাস ক'রেছেন!

কম। তাইত! নইলে উপায়!

মার্জ। উপায় এইত ক'রলুম। ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেললুম। টুকরো টুকরো ক'রে হাড় মাস চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি। এই

পোষাকেও রক্ত মাখালুম। পোষাক খুলুন— এই খানে ফেলুন। তারা আপনাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এখানে এসে প'ড়্‌লে ব'লে, এসে পথের ওপর হাড় দেখ্‌বে—মাস দেখ্‌বে, রক্ত মাখা আপনার পোষাক দেখ্‌বে। দেখেই ভাব্‌বে—আপনাকে হয় ডাকাতে মেরে ফেলেছে, নয় বাঘে খেয়েছে, তখন আর এগুবে না। এইখান থেকেই ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ঘরে ফিরে যাবে।

কম। সখা, তোমার বুদ্ধির বলিহারি!

মার্জ্জ। কি হ'ল,—কি হ'ল, দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি। পোষাক খুলুন, পোষাক খুলুন, বুঝি আপনাকে ধ'র্‌তে আস্‌ছে। পোষাক খুলে ওই সুমুখের বনে ঢুকে ব্যাপার—খানা কি দেখিগে চলুন।—

(পোষাক রাখিয়া প্রস্থান)

(রক্ষিগণের প্রবেশ।)

১ম রক্ষী। চারিদিকে রক্ত—চারিদিকে হাড় —নিশ্চয় কোন কম্‌বক্‌তকে ডাকাতে মেরেছে।

২য় র। ডাকাতে নয়, বাঘে মেরেছে; নইলে মাথা দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

৩য় র। ওরে ভাই! দূরে সাজাদার ঘোড়ার মতন একটা ঘোড়ার মাথা প'ড়ে রয়েছে।

সকলে। কই—কই?

১ম র। ওরে! একিরে?

সকলে। কিরে—কিরে?

১ম র। ওরে সর্ব্বনাশ হ'য়েছেরে— সাজাদার পোষাক প'ড়ে।

সকলে। তাইত রে! ওরে রক্তে মাখামাখি যে রে! ওরে কি হ'লরে? হা খোদা কি ক'র্‌লে?

১ম র। পোষাক নিয়ে ঘরে চল—আর কি —সব শেষ!

সকলে। ওরে কি হ'লরে—কেমন ক'রে ফির্‌বোরে?

(সকলের প্রস্থান)

(পরীগণের প্রবেশ।)

গীত।

যদি প্রেম দরিয়ায় দেছ গা ভাসান।
চেয়ো না পেছন পানে পাবে নাকো স্থান।
হোক না দেশ চেনা অচেনা,
প্রাণ ঢেলে যাও সটান ভেসে,
নদীর মুখে সোণার দেশে এটান রবে না।
ফির্‌লে তো প্রাণ পাবে না, তুফানের ভর সবে না,
ফির্‌বে না আর কুল মান॥

তৃতীয় দৃশ্য।

(চীনদেশ—রাজপথ।)

(মার্জ্জমান ও কমরলজ্জমান।)

মার্জ্জ। দেখুন সাজাদা, এইখান থেকেই আমি আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি কর্‌ব। আপনি এই চৌরাস্তায় দাঁড়ান, যা ক'র্‌তে ব'লেছি তাই ক'র্‌বেন। রাজার লোক এসে— আপনাকে নিতে এলে, আপনি তার সঙ্গে যাবেন। অন্যথা ক'র্‌বেন না।

কম। তুমি আমার সঙ্গে থাক্‌বে না?

মার্জ্জ। আমি আপনার পেছন পেছন থাক্‌বো, সঙ্গে থাক্‌তে পার্‌বো না। কেন না, এখানে আমাকে সবাই চেনে, তাতে আপনার কার্য্যের হানি হ'তে পারে। রাজা ওমরাও সঙ্গে ঠিক এই সময়ে বাইরে বেড়াতে বা'র হন।

কম। দেখা পাব কোথায়?

মার্জ্জ। সে সব ভাব্‌তে হবে না। দেখা আমি নিজে খুঁজে ক'র্‌ব। আগে খোদা দিন দি'ন, আগে কার্য্য সিদ্ধ হ'ক্, সেলাম।

[মার্জ্জমানের প্রস্থান।

কম। (উচ্চৈঃস্বরে) বালা যোসিনি জগৎেশ্বরী, ঢাকী ঢাকী ফিরে কুমারী; পায়রাচাঁদা গুড়গুড়ী হাঁস, হাজার জিউ বসে হামারী পাশ। মেরী ভক্তি, গুরুকি শক্তি, ফুরো মন্ত্র খোদাকী বাৎ। জল্‌দি আও, জল্‌দি আও। পাও রাখে পটলী বিবি, ভুঁড়ি রাখে রহমন, গলা রাখে বিল্লিকা বাচ্ছা, জান রাখে চন্মন্। জল্‌দি আও, জল্‌দি আও। ওই রাজা আস্‌ছেন; দূরে ছিলুম, তবু যেন এর চেয়ে ভাল ছিলুম—কাছে এসে বেদৌরাকে দেখ্‌বার জন্য প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। খোদা! মেহেরবাণী ক'রে বেদৌরাকে আমায় দেখাও। স্নেহময় পিতার মমতা ছিন্ন ক'রে চ'লে এসেছি। খালেদান রাজাকে শোকের বন্যায় ভাসিয়ে চ'লে এসেছি—শুধু বেদৌরাকে দেখ্‌বার জন্য। খোদা! সে বেদৌরাকে একবার দেখাও।

(রাজা ও পারিষদগণের প্রবেশ।)

রাজা। দেখ ত, দূরে কে একজন বিদেশীর মত দাঁড়িয়ে আছে না?

১ম। হাঁ জনাব! বিদেশী ব'লেই বোধ হ'চ্ছে।

রাজা। কেন দাঁড়িয়ে আছে সন্ধান নাও দেখি?

(পারিষদের অগ্রগমন)

পারি। মিয়া সাহেব! আপনাকে বিদেশী ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

কম। আমি বিদেশী, পশ্চিম মুলুকে আমার ঘর।

পারি। কি মনে ক'রে এখানে আসা হয়েছে?

কম। জাঁহাপনার সম্মুখে ব'ল্‌তে ইচ্ছা করি।

পারি। এ লোকটী বিদেশীই বটে, আপনাকে কিছু ব'ল্‌তে ইচ্ছা করেন।

রাজা। ব'লতে পার—

কম। জাঁহাপনা! আমি পশ্চিম মুলুকের অধিবাসী—চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, আপনার কন্যার মত্ততার খবর শুনে আমি সেই দূর দেশ থেকে তাঁর চিকিৎসা ক'রতে এসেছি।

রাজা। দূরদেশ থেকে যখন আমার কন্যার রোগের কথা শুনেছ, তখন সেই সঙ্গে আমার আদেশের কথাও বোধ হয় শুনে থাক্‌বে।

কম। কি আদেশ—জাঁহাপনার মুখে শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

রাজা। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, যে আমার কন্যাকে আরোগ্য ক'র্‌তে পা'র্‌বে তাকে আমি অর্দ্ধেক রাজ্য ও সেই কন্যা দান ক'র্‌ব। যে না পা'র্‌বে, তাকে গর্দ্দান রেখে যেতে হবে।

কম। বিবাহ? আমি রাজনন্দিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক'র্‌তে চাই না। আর আপনার রাজ্যেরও প্রয়াস নেই জাঁহাপনা! কিন্তু যদি আরোগ্য না কর্‌তে পারি, তা হ'লে গর্দ্দান দিতে প্রস্তুত।

পারি। বহু হাকিম এসেছে, কিন্তু এরূপ কথা কারও কাছে শুনিনি জাঁহাপনা! এর মুখ দেখে—এর কথা শুনে—এর নিঃস্বার্থ উপকারের প্রত্যাশা দেখে, আমার মনে এক অপূর্ব্ব সাহস হ'চ্ছে। বোধ হ'চ্ছে, যেন এই ব্যক্তিই সাজাদি বেদৌরার রোগ মুক্ত ক'র্‌তে পার্‌বে।

রাজা। আমারও অভিলাষ তাই—তুমি সাজাদিকে রোগমুক্ত ক'রে তাকে লাভ কর। না পার্‌লে, আমি তোমার জন্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্‌তে পার্‌বো না। এস—সঙ্গে এস।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অলিন্দ।

(শৃঙ্খলাবদ্ধা বেদৌরা।)

বেদৌরা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বৎসর অতীত হয়ে গেল, তবুও ভাই ফির্‌লো না। এক দিন—একএকবৎসর, এমনি এক বৎসর অতিবাহিত ক'র্‌লুম, আর কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধরি? এই সর্ব্বনাশীর জন্য কত হতভাগ্য এই এক বৎসরের ভেতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে। এমন ক'রে নিত্য নিত্য নিরীহের হত্যাই বা কেমন ক'রে দেখি? ঈশ্বর! আর যে সহ্য হয় না। দাও, দাও—আমাকে মৃত্যু দাও,—না না—মর্‌তেও যে সাহস হ'চ্ছে না। প্রাণেশ্বর! তোমার সে মুখ আর একবার না দেখ্‌লে, তোমার মুখের কথা একবার না শুন্‌লে যে, ম'রেও সুখ হবে না।

(জনৈক বান্দার প্রবেশ।)

বান্দা। সাজাদী! আবার একজন হাকিম এসেছে—সে আপনাকে চিকিৎসা ক'র্‌তে চায়।

বেদৌরা। য়্যাঁ! আবার কোন্ হত-ভাগ্যকে মৃত্যুতে আহ্বান ক'র্‌লে?

বান্দা। সে বাস্তবিকই সকলের চেয়ে হতভাগ্য। জাঁহাপনা তাঁর রূপ দেখে, তাঁর এলেম দেখে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, তাঁকে নিরস্ত করবার জন্য অনবরত চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতেই সে নিষেধ শুনছে না। জাঁহাপনা অমনি অমনি তাঁকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হ'চ্ছেন, ভাল সুন্দরী এনে বিবাহ দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর গোঁ ফেরাতে পার্‌ছেন না। সে বলে—আপনার কন্যাকে যদি আমি আরোগ্য না ক'র্‌তে পারি, তাহ'লে আমার জীবনই বৃথা। আমার বিদ্যাশিক্ষা যদি নিষ্ফল হয়, তাহ'লে প্রাণ রেখে প্রয়োজন কি?

বেদৌরা। তাহ'লে ত বড়ই বিপদের কথা!

বান্দা। বড়ই বিপদের কথা! জাঁহাপনা থেকে আরম্ভ ক'রে বান্দারা পর্য্যন্ত তার জন্য দুঃখিত।

বেদৌরা। দেখ্‌তে কি বড়ই সুন্দর?

বান্দা। এমন সুন্দর যুবাপুরুষ চীনরাজ্যে নেই, চীন কেন—বুঝি দুনিয়াতেই নেই।

বেদৌরা। তিনি যদি না হন—আমার যদি সে স্বপ্নের ধন না হয়, তাহ'লে কি ঈশ্বর, আবার এক নিরপরাধের মৃত্যুর কারণ হব?

বান্দা। তাহ'লে তাকে এইখানে নিয়ে আসি?

বেদৌরা। কি ব'ল্‌ব?

বান্দা। সে ব্যক্তি আস্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। বলে—আমার বিদ্যার পরিচয় না দিয়ে আমি আর একদণ্ডের জন্যও স্থির হ'তে পাচ্ছি না। তাহ'লে তাকে আনি?

বেদৌরা। দেখ, এতে আমি কোনও কথা ব'ল্‌তে ইচ্ছা করি না। জাঁহাপনার যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন।

বান্দা। যো হুকুম।

বেদৌরা। কি বিপদ্! দেখ্‌তেও ইচ্ছা ক'র্‌ছে, আবার সাহসও হ'চ্ছে না। আমার যদি এতই ভাগ্য হয়, ঈশ্বরের দয়ায় যদি তিনি এসে থাকেন, তা হ'লে আমার আংটী ত তিনি দেখাতে পারেন, দূর থেকেই ত তিনি আপনার পরিচয় দিতে পারেন?

বান্দা। কি হুকুম সাজাদী?

বেদৌরা। দেখ্ বান্দা, তুই জাঁহাপনাকে সেলাম জানিয়ে বলিস্—যদি কেও সাজাদীকে আরাম ক'র্‌তে পারে, সে সাজাদীকে না দেখে দূরে থেকেই তাকে আরাম ক'র্‌বে। যে সাজাদীকে দেখ্‌তে চায়, তার কেতাবে সাজাদীর

রোগের নাম নেই, নইলে কতকগুলো হাম-বড়া মূর্খ হেকিমের মৃত্যু দেখতে তিনি আর ইচ্ছা করেন না।

বান্দা। যো হুকুম। [প্রস্থান।

বেদোরা। হা ঈশ্বর! এ কি নিত্য নূতন বিপদে আমাকে নিক্ষেপ ক'র্‌ছ? আর এরূপ কত অভাগোর মৃত্যুর কারণ হ'ব? অনুতাপানলে আমার হৃদয় যে পুড়ে ক্ষার হ'ল। আর যে বাঁচতে ভাল লাগে না। কেন বেঁচে আছি? সে কি আছে? না না—থাকবে না কেন? ম'র্‌ব কেন? তাকে একবার না দেখে ম'র্‌ব কেন? কি অপরাধে ম'র্‌ব? তাকে দেখেছি, তাকে যে প্রাণ দিয়েছি, সে না বললে কেন ম'র্‌ব? ওরা মরে, তাতে আমার অপরাধ কি?

গীত।

সাধ ক'রে সে যেরে মরিতে এসেছে।
সে বুঝি মরণ পাশে, সুখের আশা পেয়েছে॥
প্রাণ যে বহিতে নারে,
সে কেনরে প্রাণ ধরে,
সংসারে আসিতে তারে (কে) পায়ে ধরে সেধেছে॥
যে করে মরণে ভয়, তারেত মরণ হয়,
সেধে যে পেয়েছে মরণ,
সে ত জলে জলে মিশেছে॥

পঞ্চম দৃশ্য।

চীনরাজা—দরবার।

(কমরূল জমান ও পারিষদবর্গ।)

রাজা। এখনও ব'লছি বালক! ক্ষান্ত হও, তোমার সুন্দর মূর্ত্তি দেখে, তোমার মিষ্ট কথা শুনে আমি বড়ই মুগ্ধ হয়েছি।

পারিষদগণ। জনাব, আমরাও হয়েছি।

রাজা। দেখ, তাই আমরা সকলে তোমাকে নিরস্ত ক'র্‌ছি। পথে আসতে আসতে যে সব মুণ্ড ঝুলতে দেখেছো, সে সমস্ত তোমারই ন্যায় উন্মাদের মুণ্ড! তারাও রাজকুমারীকে আরোগ্য করবার সম্পূর্ণ সাহস দেখিয়েছিল, কিন্তু সকলেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে! তাই বলি যুবক! ক্ষান্ত হও।—রাজ্য চাও, তোমায় রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হচ্ছি।—কিন্তু না পার্‌লে জান নেবো। তোমার জন্য প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌তে পার্‌ব না।

কম। আমি রাজ্য চাই না, আমি রাজকুমারীকে রোগমুক্ত দেখতে চাই। নইলে আমি জান দিতে প্রস্তুত!

রাজা। মৃত্যু তোমাকে আহ্বান ক'রেছে আমি কি ক'র্‌ব? বেশ—তবে অপেক্ষা কর, বান্দা ফিরুক।

কম। জাঁহাপনা! বিলম্ব সয় না।

১ম পারি। না, এ গেল—একে আর বাঁচান গেল না।

২য় পারি। এটার মতন পাগল একটাও আসেনি।

১ম পারি। এটা বোধ হয় গলায় দড়ি দে মরতে যাচ্ছিল। মাঝখান থেকে রাজকুমারীর সংবাদ শুনেছে, তাই একটু সুখের মরণ মর্‌তে এসেছে।

কম। জাঁহাপনা! না হয় অনুমতি করুন, আমি এই স্থান থেকেই শক্তির পরিচয় দিই।

রাজা। পার?

সকলে। পার?

কম। নিশ্চয় পারি।

রাজা। কিন্তু তা না পার্‌লেও জান যাবে।

(বান্দার প্রবেশ।)

রাজা। কি খবর বান্দা?

বান্দা। জনাব। রাজকুমারী ব'লেছেন, যে তাঁরে আরোগ্য ক'র্‌তে পার্‌বে, সে তাঁকে

না দেখেই আরোগ্য ক'র্‌বে। নইলে, সাজাদীর রোগের নাম তার কেতাবে নেই।

কম। আমিও তাই চাই। (অঙ্গুরী উন্মোচন ও গোপনে পত্রমধ্যে রক্ষা ও বান্দার হস্তে দান।) যাও—জল্‌দি যাও।

[বান্দার প্রস্থান।

রাজা। বেশ—এরকমে যদি তুমি আরোগ্য ক'র্‌তে পার, তা হ'লে যথার্থই তোমার অপূর্ব্ব শক্তি! যদি হয়, তা হ'লে শুধু রাজকুমারী কেন, রাজ-কুমারীর সঙ্গে সমস্ত রাজ্যও তোমাকে দান ক'র্‌ব। নইলে গর্দ্দান দিতেই হবে।

কম। অবশ্য দেব।

১ম পারি। আর কেন দাদা—আল্লা আল্লা বলো।

২য় পারি। আর কি! হয়ে গেল।

১ম পারি। এও না কি হয়?

৩য় পারি। আর যারা এসেছিল, তারা যেন মুখ্‌খু।

১ম পারি। ঢের রকমের পাগল দেখা গেল, এমন পাগল ত কখন দেখিনি বাবা।

(বান্দার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। কিরে বান্দা, খবর কি?

বান্দা। জনাব! সর্ব্বনাশ!

রাজা। সর্ব্বনাশ কিরে? কি হ'ল?

বান্দা। এই হকিম কি দাওয়াই দিয়েছে, তার ঝাঁঝে মারা গেল! নাকের কাছে সাজাদী যেই ধ'রেছে, অমনি একেবারে তেউড়ে উঠেছে।

রাজা। ওরে ব'লিস কিরে?

বান্দা। সাজাদী হাত পা ছুঁড়ছে বাঁদীগুলো ছুপোছুপি লাফাচ্ছে, ছেকল ঝন্ ঝন্ ক'র্‌ছে।

রাজা। পাকড়াও—কই হায়!

(প্রহরীর প্রবেশ।)

পারি-গণ। হাঁ জনাব, জলদি জলদি।

বান্দা। হাঁ জনাব। সর্ব্বনেশে হাকিম, ভয়ঙ্কর দাওয়াই, বিষম ঝাঁঝ। এখনি সব যাবে, জাঁহাপনার বাড়ী শুদ্ধ পুড়ে যাবে, গোলামরা যাবে, মুলুক পুড়ে যাবে।

১ম পারি। গেল, গেল—গা জ্বল্‌ছে।

২য়। কান ভোঁ ভোঁ ক'র্‌ছে!

৩য়। বুক গুর্‌গুর।

১ম। শির টন্‌টন।

(বেদৌরার প্রবেশ।)

বেদৌরা। য়্যা! তুমি, তুমি! সেই, সেই—

রাজা। দেখ দেখ—কি হ'ল! কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

সকলে। মারা গেল—মারা গেল—সাজাদী মারা গেল।

বান্দা। ব'লেছিত জনাব! এই বদমাস বিষ শুঁকিয়েছে।

রাজা। বদমাসকে বাঁধ! ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াও। নুন দিয়ে মেরে ফেল।

১ম। না জনাব, শূলে দিন।

২য়। খোড় কুচি ক'রে কাটুন।

৩য়। ঠ্যাং বেঁধে ঝুলিয়ে দিন।

১ম। দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে মারুন।

কম। বেদৌরা—বেদৌরা—(বেদৌরার উত্থান)

বেদৌরা। য়্যা এসেছ? এসেছ?—পিতা—পিতা! কন্যাবৎসল পিতা! ইনিই আমার প্রাণেশ্বর, এঁকেই আমি সে রাত্রে স্বামিত্বে বরণ ক'রেছি।

রাজা। য়্যা—সেকি? সেকি?

সকলে। সেকি? সেকি?

রাজা। শীঘ্র এ দুবার বন্ধন মোচন ক'রে দাও!

কম। জাঁহাপনা। আমিও এঁর বিরহে উন্মত্ত হয়ে, পিতার পর্য্যন্ত অবমাননা ক'রেছি। আমার স্নেহময় পিতাকে পুত্রশোকাতুর ক'রে সহস্র ক্রোশ দূরে চ'লে এসেছি।

রাজা। এ সব ত আমি কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। হাজার ক্রোশ দূর! এ মিলনই বা হ'ল কবে? আর ছাড়াছাড়িই বা হ'ল কখন?

কম। সমস্তই জানতে পার্‌বেন। এখন আমাকে পুত্রত্বে অঙ্গীকার করুন। তবে এটা বলে রাখি, এ গোলাম বংশমর্য্যাদায় রাজকুমারীর যোগ্য পাত্র নয়। আমি খালেদান রাজ্যের রাজপুত্র।

রাজা। খালেদান রাজ্য! রাজা সা-জমান।

কম। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা! গোলামের নাম কমরলজমান।

রাজা। যুবক! না জেনে তোমার উপর অত্যাচার ক'রেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু। আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। আজই আমি তোমার সঙ্গে কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌ব।

(মার্জ্জানের প্রবেশ)

মার্জ্জ। সাজাদী! পেয়েছ?

বেদৌরা। ভাই! তোমার করুণায় আমি হারাধন ফিরে পেয়েছি।

রাজা। কেও মার্জ্জান?

মার্জ্জ। হাঁ জনাব! গোলাম।

রাজা। তুমি—তুমিও এ ঘটনা জান?

মার্জ্জ। খোদা জানিয়ে দেন জনাব।

রাজা। এ যে অদ্ভুত ব্যাপার!

মার্জ্জ। খোদার দুনিয়ায় কিছুই অদ্ভুত নেই জনাব! স্বপ্নের মিলন আবার সবার আগে ভেসে ওঠে।

(গীত।)

আবরণে ঘোর আঁধার।
ধীরে ধীরে ফোটে পিরীতি ফুল
আপন গোপন স্বভাব তার।
মেঘের বরণে ঢাকিয়া গা,
পিরীতি চলে গো টিপিয়া পা,
দূরে করে অভিসার।
চলিতে কুঞ্জবন পথে,
চায় না রাখিতে ছায়া সাথে,
তথাপি গোপত পিরীতি বেকত,
সৌরভ ছুটে চারিধার।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রান্তর।

চীনরাজ, বেদৌরা, কমরলজমান।

কম। আর কেন জাঁহাপনা! রাজ্যের সীমা থেকেও এক পক্ষের পথ অতিক্রম ক'রে এলেন। আর কতদূর আমাদের সঙ্গে যাবেন?

বেদৌরা। পিতা! নন্দিনীর জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার ক'রেছেন। আর কেন?

রাজা। না, আর অধিক দূর অগ্রসর হব না। তোমরাও আজকের মতন এই স্থলে বিশ্রাম কর। কেননা, এমন স্নিগ্ধ ছায়াময় সুজল সুফল প্রান্তর তোমরা আর বহুদিন পাবে না। পথে নানারূপ কষ্ট হবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই মনোরম স্থলে আজকের মতন বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে কাল প্রাতে আবার যাত্রা কর। বরাবর এই পথ ধ'রে গেলে সাত মাস পরে এবনি উপদ্বীপে উপস্থিত হবে।

সে স্থান থেকে যদি জলপথে যাও, তাহ'লে তিন মাসে খালেদান দ্বীপে পৌঁছিতে পারবে, কিন্তু স্থলপথে গেলে, আর এক বৎসর। সেই জন্য আমি স্থলপথে তোমাদের পাঠাতে ইচ্ছা করি না। এবনি-উপদ্বীপের রাজা আর্ম্মানস পরম দয়ালু। তিনি তোমাদের সংবাদ পেলে জাহাজের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন।

কম। আমি আর্ম্মানস রাজার নাম শুনেছি। শুনেছি—তিনি আমার পিতার বন্ধু।

রাজা। বেশ বেশ—তাহ'লে ত ভালই হ'ল। কি ক'র্‌ব, এখান থেকে খালেদান দ্বীপে জাহাজ যাবার সুবন্দোবস্ত নেই। না হ'লে এইখান থেকেই ব্যবস্থা ক'রে দিতুম। যাক্, তবে আমি আসি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাকে নিকটবর্ত্তী নগরে পৌঁছিতে হবে। তোমাকে ছাড়্‌তে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি ক'র্‌ব, তুমি পিতার দারুণ পীড়ার স্বপ্ন দেখেছ। পুত্রবৎসল রাজাকে শোকাতুর ক'রে চ'লে এসেছ। আর দেখ মা! না বুঝে তোমার উপর অনেক অত্যাচার ক'রেছি।

বেদৌরা। সেকি, জাঁহাপনা। আপনার বাৎসল্যের কি তুলনা আছে? যথার্থই আমি উন্মাদিনী হ'য়েছিলুম, আপনি তার প্রতীকারের ব্যবস্থা ক'রেছেন, নইলে ত আমি আত্মহত্যা ক'র্‌তুম।

রাজা।—একবৎসর সেখানে থেকে আবার কিন্তু তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে।

উভয়ে। যথা আজ্ঞা।

রাজা। আর দেখ বেদৌরা! (অন্তরালে লইয়া) এই কোমরবন্ধটা সঙ্গে রাখ। এর সঙ্গে একখানা তাবিজ বাঁধা দেখছ? এটীকে অতি সাবধানে রক্ষা ক'রো। তোমার ধর্ম্মভাই মার্জ্জান এই তাবিজখানি দিয়েছে। ব'লে দিয়েছে—যতদিন এই তাবিজ তোমার কাছে থাক্‌বে, ততদিন তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না।

বেদৌরা। যথা আজ্ঞা।

রাজা। আসি বাপ, তোমাদের মঙ্গল হোক। [প্রস্থান।

কম। এস বেদৌরা! পথশ্রান্তি হয়েছে, বান্দারা যতক্ষণ খানাপানির ঠিক না করে, ততক্ষণ তাঁবুতে বিশ্রাম ক'রবে চল।

বেদৌরা। বাবার ইচ্ছা নয় যে, তিনি আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন।

কম। তা কি আমিও বুঝতে পারিনি বেদৌরা!

বেদৌরা। বাবার ইচ্ছা—যেন কোল্‌ছে ছিঁড়ে প্রাণটাকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন।

কম। কি ক'র্‌ব বেদৌরা! পিতার কাছে অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছি। অনেক বেইমানী ক'রেছি, এখনও ক'রলে আমি সয়তান।

(বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। সাজাদী! তাঁবু ঠিক হয়েছে—বিছানা প্রস্তুত।

বেদৌরা। চল্—আর দেখ্, এই কোমরবন্ধটা নিয়ে গিয়ে আমার বিছানার উপর রাখত।

[বাঁদীকে প্রদান।

কম। বা, বা! এত বহুত উমদা কোমরবন্ধ—বহুত উমদা জহরৎ—বহুত দাম!

বেদৌরা। বাবা যাবার সময় ওইটে আমাকে দিয়ে গেলেন। ওটা সর্ব্বদা কাছে রাখতেই ব'ল্লেন। তবে এখন একটা রয়েছে, আর একটা হাতে রেখে কি ক'র্‌ব। বড় ভারী।

কম। দেখি—একবার দেখি?

বেদৌরা। কাজ কি—কি এমন, কি দেখবে?—কোমরবন্ধ কি দেখনি? যা বাঁদী!

হ'সিয়ারিসে নিয়ে যা। আমি যতক্ষণ না যাই, ততক্ষণ কাছে রাখিস্।—এস আমরাও যাই।

[প্রস্থান।

(মৈমুনী ও কাসকাসের প্রবেশ।)

মৈমু। দেখ কাসকাস! দানহাস ভারি ঠকিয়েছে—আমাদের বে-অকুফ বানিয়ে ফেলেছে। এবারে যেন কিছুতেই না ফসকে যায়। দুজনে মিলে ভুলে যেমন খলেদান রাজ্যে যাবে, অমনি দানহাস আমার কাছে এসে হাত পাত্‌বে। কাজেই ওদের দুজনকে ছাড়াছাড়ি—যেমন করে হ'ক—ক'র্‌তেই হবে। মার্জ্জমান বেদৌরাকে একখানা তাবিজ দিয়েছে। সেটা বেদৌরার বড় প্রিয় জিনিস। সেইটাকে কোনও রকমে হাত ক'র্‌তে পারলেই দুজনকে ছাড়াছাড়ি করা যায়।

কাস। তা'হ'লে কি ক'রব—হুকুম কর।

মৈমু। আমি বেদৌরাকে কমরলজমানের কাছ থেকে সরিয়ে আনি, এই অবসরে তুই যেমন ক'রে পারিস, সেই তাবিজ সরিয়ে নিয়ে যা। কোমরবন্ধে তাবিজ বাঁধা আছে।

কাস। আমি চল্লুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির-সম্মুখ।

(পরীগণের প্রবেশ।)

গীত।

নবীন বাসনা জাগিয়ে প্রাণে।
সুখের আবেশে, দুজনে দুপাশে,
সরিয়ে নে যাই যতনে।
ভেঙ্গে যাক সোণার স্বপন বিঁধুক বুকে বাণ,
ভেঙ্গে যাক্ ধীর সমীরে হুতাশ-ভরা গান,
কাঁদুক প্রাণ আপন মনে নবীন ব্যথার পীড়নে।

(বেদৌরার প্রবেশ।)

বেদৌরা। কে গাইলে? কই কেউত নেই! তবে কে গাইলে? যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর। কি মধুর! এমন সুন্দর স্থানও দেখিনি, এমন সুন্দর গানও শুনিনি। খোদা যেন নিজের মনের মতন ক'রে নিজের হাতে এ বাগানটী সাজিয়েছেন। গাছ পালা, ফুল ফল, ঝরণা দরিয়া, যে যার নিজের রূপে নিজে বিভোর। কিন্তু এ নির্জ্জন প্রদেশে গায় কে? খোদা, এ সুন্দর বাগান সুধার সাগরে ডুবিয়ে রাখবার জন্য কি বাতাসে স্বর্গের গান মাখিয়ে রেখেছেন?

(বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। সাজাদী! কোমরবন্ধ কি সঙ্গে ক'রে এনেছ?

বেদৌরা। কই না।

বাঁদী। কোমরবন্ধ ত দেখ্‌তে পেলুম না!

বেদৌরা। সে কি? আমি আসবার সময়, আমার বিছানার ওপর কোমরবন্ধ দেখে এলুম। তাঁবুর দোরে পাহারা। কোমরবন্ধ নেবে কে?

বাঁদী। ভাল ক'রে খুঁজে দেখেছি সাজাদী!

বেদৌরা। তবে পাহারাদারকে জিজ্ঞেস্ কর দেখি, সাজাদা ত আমার তাঁবুতে যান নি?

বাঁদী। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

বেদৌরা। একি? মনে সন্দেহ ওঠে কেন? কোমরবন্ধের সঙ্গে তাবিজ বাঁধা! পিতা দান কর্‌বার সময় সাবধানে রক্ষা ক'র্‌তে ব'লেছেন! ব'লেছেন—যতদিন ওই তাবিজ সঙ্গে থাক্‌বে, ততদিন আমার বিপদের কোনও আশঙ্কা থাক্‌বে না। ঘরে রেখেছি, যাবে কোথায়? সাজাদা দেখ্‌তে চে'য়েছিলেন, আমি দেখ্‌তে দিইনি, তাই বোধ হয় কোমরবন্ধ দেখ্‌বার জন্য তাঁর বড় কৌতুহল হ'য়েছে। চারিদিকে পাহারা—

পিতার বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য, যাবে কোথায় ?—কি খবর ?

(বাঁদীর পুনঃপ্রবেশ)

বাঁদী। সাজাদা তাঁবুতে প্রবেশ ক'রেছিলেন। আপনার কোমরবন্ধ তিনিই হাতে ক'রে নিয়ে গেছেন।

বেদৌরা। যাক্—নিশ্চিন্ত। তবে তুই চ'লে যা।

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। সাজাদী, সাজাদী! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

বেদৌরা। সর্ব্বনাশ হয়েছে কিরে ?

বান্দা। আপনার কোমরবন্ধ নিয়ে সাজাদা বাইরে পাইচারী ক'র্‌ছিলেন, আর হাতে ক'রে কোমরবন্ধের গড়ন দেখ্‌ছিলেন, এমন সময় কোথা থেকে এক বেটা চিল এসে কোমরবন্ধ ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

বেদৌরা। গেছে—গেছে, তাতে কি হয়েছে। তাতে আবার সর্ব্বনাশ কি ? বেআকুফ ! এমনি ক'রে এসে ব'লেছিস্ যে, শুনে আমার বুকটা ধড় ধড় ক'রে উঠেছে।

বান্দা। তাহ'লে কিছু হয়নি ?

বেদৌরা। কি হবে ? একটা তুচ্ছ কোমরবন্দ—অমন কত লাখ লাখ আমার পিতা চীনরাজ্যের ঘরে ছড়াছড়ি যাচ্ছে।

বান্দা। হায় হায়, তাহ'লে আমি মিছে চেঁচিয়ে উঠলুম।

বেদৌরা। কিছু হয় নি—তবে তার সঙ্গে একখানা তাবিজ ছিল—তা গেছে কি ক'র্‌ব ! যাক্, তুই সাজাদাকে ডেকে দে।

বান্দা। সাজাদা সেই চিলকে ধ'র্‌তে গেছেন।

বেদৌরা। চিলকে ধ'র্‌তে গেছেন কি ? চিল কোথা থেকে কোথায় উড়ে যাবে। অচেনা দেশ, ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন, কোন্ দিকে গেছেন ?

বান্দা। এই দিকে—এখনও বেশী দূর যান নি।

বেদৌরা। যা—শিগ্‌গির যা—ফিরিয়ে আন্।

বাঁদী। ওমা, কি হ'লগো !

বেদৌরা। থাম বাঁদী! গোল করিস্ নি।

বাঁদী। তাত ক'রবই না—কিন্তু কি হ'ল গো ?

বেদৌরা। আরে মর্,তবু দেখ্ গোল করে !

বাঁদী। চুপিচুপিই ব'ল্‌ছি—হা আল্লা কি ক'র্‌লে গো !

বান্দা। তাই ত কিছু হ'ল নাকি ?

বেদৌরা। আরে মর্, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্—সাজাদাকে ফিরিয়ে আন্।

[বান্দা ও সকলের প্রস্থান।

(কাস্‌কাসের প্রবেশ)

কাস। আর ফিরিয়ে আন ! কেবানের দফা একেবারে রফা !

(মৈমুনীর প্রবেশ)

মৈ। কি খবর ?

কাস। তাবিজ ছোঁ মেরেছি। তার পর এখন একটা গাছের ঝোপের আড়ালে চিল হয়ে ঘুপটী মেরে ব'সে আছি, সাজাদা দৌড়িয়ে চিল যাচ্ছে ! তারপর এখন তোমার হুকুম।

মৈ। আর কেন, সরিয়ে ফেল্।

কাস। তাহ'লে চিল হয়ে আবার উড়ি ?

মৈ। শিগ্‌গির—শিগ্‌গির—দেরি করিস্‌নি।

কাস। ক দিন্ ঘোরাব ?

মৈ। দিন্ সাতেক। একটু দূরে নিয়ে যাস্, যেন কোন ক্রমে এরা সন্ধান না পায়।

কাস। সে তোমার ব'ল্‌তে হবে না।

মৈ। দেখিস্ যেন না খাইয়ে মেরে ফেলিসনি।

কাস। ভয় নাই—ভয় নাই, পথে পথে খোরাক ছড়িয়ে রাখ্‌ব। উচ্চে গাছে বোম্বাই আব ঝুলিয়ে দেব। ঘুঘুর ডিমে ছুম্বো ভেড়ার ব'চ্ছা—থাক্ না কত খাবে।

মৈ। বহুৎ আচ্ছা।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

(বেদৌরা ও বাঁদীর প্রবেশ।)

গীত।

পেয়ে নিধি বিধি আমার সুখের অবধি নাই।
সদা ভয় মনে উদয়, বুঝি কখন হারাই কখন হারাই॥
ছিল না ছিলেম ভাল, বিরহে কেটেছে কাল,
এসে আমার ছকুল গেল, হাসিতে যাতনা পাই;
প্রবল কুধানলে (হ'ল) বাড়া ভাতে ছাই॥

বেদৌরা। কি ক'র্‌লুম বাঁদী! কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লুম বাঁদী! হাতে পেয়ে মাণিক হারালুম। কেন মরতে তাঁর সুমুখে কোমরবন্ধ বা'র করলুম! নইলে ত তাঁকে হারাতুম না। তিনি দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, তখন দেখ্‌তে দিলেও ত এমন সর্ব্বনাশ হ'ত না। কোথায় গেলেন? এমন অচেনা দেশে কোথায় গিয়ে পথ হারালেন? কোমরবন্দ না নিয়ে কেমন ক'রে ফির্‌বেন, তাই কি লজ্জায় প্রাণেশ্বর আমার কোন জায়গায় লুকিয়ে ব'সে আছেন? রাত্রিও ত অধিক হ'য়ে প'ড়্‌ল, আর কেমন ক'রে সন্ধান হয়?

বাঁদী। উতলা হবেন না সাজাদী। চারিদিকে ত লোক গিয়েছে। তারা আসুক, কি বলে শুনুন। আগে থাক্‌তে হতাশ হবেন না। খোদা কি এমনিই ক'র্‌বেন? আজ আস্‌তে না পারেন, সাজাদা কা'ল সকালে যেখানে থাকুন না কেন, নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বেন।

বেদৌরা। আর ফিরেছেন! আমার যা ঘ'টেছে সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি!

বাঁদী। কেন হতাশ হচ্চেন?

বেদৌরা। নইলে তাবিজ হারালুম কেন? সে তাবিজ থাক্‌লে যে আমার কোনই অনিষ্ট হ'ত না!

বাঁদী। তাবিজও পাবেন, সাজাদাকেও পাবেন।

বেদৌরা। তাবিজ পেলে সাজাদাকে পাব, নইলে বুঝি এ জন্মের মতন আর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না!' কি খবর বান্দা?

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। সাজাদী! কোনও দিক থেকে কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। যারা যারা সন্ধানে গিছল, তারা অমনি অমনি ফিরে এল।

বেদৌরা। নিকটে কোনও সহরের খবর পেয়েছ?

বান্দা। এক একজন দশ বারক্রোশ ঘুরে এসেছে, কোনও স্থানে লোকালয় দেখ্‌তে পায়নি।

বেদৌরা। বেশ, তুই কিছুক্ষণ এইখানে পাহারায় থাক্, যদি খোদার মর্জ্জিতে কেউ আসে, তাহ'লে তাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেও যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়।

বান্দা। যো হুকুম্।

বেদৌরা। আর দেখ্, বাঁদী! সাজাদার তাঁবুতে গিয়ে তাঁর পোষাক নিয়ে আয় ত।

বাঁদী। কেন সাজাদী?

বেদৌরা। আমি তাঁর পোষাক পর্‌ব। স্ত্রীবেশে এ অচেনা দেশে চ'ল্‌তে আমার সাহস হ'চ্ছে না। কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে।

বাঁদী। খোদা যদি এমনিই করেন, সাজাদার দেখা যদি কিছুদিন নাই মেলে, তাহ'লে যাবেন কোথায়?

বেদৌরা। যে মুখে চলেছি, সে মুখেই যাব—শ্বশুরের আশ্রয়ে উপস্থিত হব। বাবাকে আর এ মুখ দেখাব না! যা—তুই আর একটুও বিলম্ব করিস্‌নি। আমি তাঁবুতে চ'ল্‌লুম। বান্দা! খাড়া রও।

বান্দা। যো হুকুম।—বান্দা ত চব্বিশ ঘণ্টাই খাড়া আছে, কিন্তু ফাঁকা নসীবে কিছুই যে মিল্‌ছে না। সাজাদার সন্ধান আন্‌তে পার্‌লে কত টাকাই না বক্‌সিস্ মার্‌তুম। হয় ত বান্দাগিরিই ঘুচে যেত। ঘুচে যেত কি—ঘুচে ত গিয়েই ছিল। তবে এখনও যে পাবার আশা নেই, এমন ত নয়। এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, নসীব করে ত কা'ল খানিকটে উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারি। পরশু আরও খানিকটে উঁচু—এই রকম ক'রে উঠ্‌তে উঠ্‌তে একেবারে সাতমহলের সাততালায়। আসে পাশে, ঝিলমিল, ঝুনঝুন, ঝিমঝিম, ঝম্—কত রকমের আওয়াজ! তারেনারে, তেলেনা, দেলেনা, প্যাঁ পোঁ—কত রকমের মিষ্টি আওয়াজ! কেউ ব'ল্‌বে প্রাণেশ্বর, কেউ ব'ল্‌বে প্রাণকান্ত, কেউ ব'লবে জনাব, মেরা জান।—উঃ— প্রাণটা আমার যেন কাকুতি মিনতি ক'রছে—নসীব চড় চড় ক'র্‌ছে। ওই যেন কে আস্‌ছে না?—আস্‌ছে—ঠিক আস্‌ছে। ওই সাজাদা—আলবৎ সাজাদা, নইলে এত রাত্রে এ পথে আর কে আস্‌বে? ঠিক হয়েছে—ইয়া আল্লা। কিন্তু সুমুখে যাওয়া হবে না। আমি চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে আছি—এটা বুঝ্‌তে দেওয়া হবে না। তাহ'লে বক্‌সিসটে কম হবে। এই দিক দিয়ে ঘুরে, সাজাদার পেছনেই যাই।

(মার্জ্জমানের প্রবেশ)

মার্জ। আমি হ'চ্ছি মাসাফের—দুনিয়ার সবার সঙ্গে আমার সমান সম্বন্ধ, আমার ভেতরে আবার মায়া ঢোকে কেনরে বাপু? এ ত বড়ই বেয়াড়া কাণ্ড! সাজাদার জন্য আবার আমার মন কেমন করে কেন? তাকে আবার দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয় কেন? বড় অন্যায়—মার্জমান মিয়া! তুমি ফকীর মানুষ, এ বড় অন্যায়, বড় অন্যায়।—খোদার নাম কর, সাজাদা সাজাদী ভুলে যাও। কেবল ঈশ্বর স্মরণ কর। আর স্ফূর্ত্তি ক'রে বল—ইলবিল ইল্লা, কিল্‌বিল কিল্লা, ওয়ালাবিল্লা, মসাল্লা, চাঁইকুঁ কাঁইকুঁ, কুঁকুশিশি, শিকিন্ ক্লানকিন্, হোয়োংহো. ইয়াংসিকিয়াং। না—হ'ল না—মন বশে এলো না! কেমন কেমন ক'র্‌তেই লাগ্‌ল। সাজাদার কোন অনিষ্ট হ'ল না ত? না—তা কেমন ক'রে হবে? যে তাবিজ সাজাদীর কাছে আছে, রাখ্‌লে তাদের কেউ কিছু ক'র্‌তে পারবে না। তবু কেমন একটা সন্দেহ হ'চ্ছে! একটা ছোট্ট পাহাড়ের ওপর উঠে নেমাজ ক'র্‌তে ব'সেছি, এমন সময় দেখি না—পাহাড়ের নীচে দিয়ে একটা লোক আকাশ পানে চাইতে চাইতে ছুটে গেল। ওপরে চেয়ে দেখি—একটা চিল তার মুখে একটা যেন কি ঝুল্‌ছে। নেমাজ ক'রছিলুম, উঠতে পারলুম না। উঠে সন্ধান ক'র্‌লুম, আর কাউকেও দেখতে পেলুম না। কেমন একটা সন্দেহ হ'চ্ছে! দূর হ'ক, আবা গুলিয়ে যাচ্ছি।—মার্জমান! আমোদ কর—আমোদ কর! দূর ছাই, তাইবা কাকে নিয়ে আমোদ করি। এমন চাঁদিনী রাত, কিন্তু চাঁদমণি আমার কোথায় মুখ লুকিয়ে ব'সে আছেন! সুমুখে এমন একটা জলা! তাতে চাঁদ প'ড়ে কোথায় কিলবিল ক'র্‌বে, না—সব যেন মলিন; যেন একটা নিঝুমের পালা! রস বাবা! এমন নিঝুমের আসর গরম না ক'র্‌তে পার্‌লে, ঘুরে ঘুরে বেড়াই বা কেন?

গীত।

সোণামণি চাঁদিনী নিশি।
থাকো থাকো মুখ ঢাকো কি হ'ল রূপসী।
সরসী আরশী খানি পড়ে উঠানে,
গোঁপা মোড়া ফুলের তোড়া ঘোমটাটি টেনে,
ব'সে আছ কি অভিমানে।
নিজের ছবি দেখ নিজে,
তাই দেখে প্রাণ যায় গো মজে,
তাই আজি বুঝে সুজে,
লুকিয়ে রাখ চাঁদের হাসি॥

এই একজন লোক আস্‌ছে। যাক্ বাবা! পথে একটু আমোদ করবার সঙ্গী পাওয়া গেল! না—কে ও! বেদৌরার গোলাম না? তা'হলে ত সাজাদা, সাজাদী এই নিকটেই কোন স্থানে আছে। তা'হলে ত বিপদ চেপে আসে দেখ্‌ছি। না, তা হচ্ছে না—মায়ার জড়ান আর কিছুতেই হচ্ছে না। বেটার গোলাম আমায় চেনে না, কিন্তু আমি চিনি। বেটাকে কাছে ঘেঁসতে দেওয়া হ'চ্ছে না। মন অমনি অমনিই যাব যাব ক'র্‌ছে—বেটা তাতার ওপর রসী, সুতরাং কাছে এলেই ঘুষী।

বান্দা। কই সাজাদা ত নয়! যেই হ'ক এর কাছে সন্ধানও ত পাওয়া যেতে পারে।

মার্জ। কে তুমি মিয়া?

বান্দা। পথে আস্‌তে আস্‌তে সাজাদাকে দেখেছ?

মার্জ। সাজাদাকে দেখিনি, তবে এক হারামজাদাকে দেখেছি।

বান্দা। কি রকম, কি রকম?

মার্জ। আর মিয়া! সে বড় দুঃখের কথা। এমন বদমায়েস আমি কখন দেখিনি। আমায় ভাই বেজায় মেরেছে।

বান্দা। বটে—বটে! ঠিক মিলছে—ঠিক মিল্‌ছে! সাজাদা ঐ রকম বেজাই মারে বটে!

মার্জ। (স্বগত) ওরে বেটা! আমায় মার্‌লে, আর তোমার মিল্‌ল। রোস্ বেটা মেলাচ্ছি! কিন্তু সাজাদাকে দেখেছ—এ কথা ব'ল্লে কেন? তবে কি যে লোক চিলের সঙ্গে ছুটেছিল, সেই কি সাজাদা? চিল কি কোন অনিষ্ট ক'রেছে? ব্যাপারটা আগে ভাগে বুঝ্‌তে হচ্ছে।

বান্দা। কি মিয়া! থেমে গেলে কেন? ব'লে ফেল না। ঠিক মিল্‌ছে, ঠিক মিল্‌ছে।

মার্জ। আরে ভাই ব'ল্‌ব কি, মারের চোটে এখনও ধুঁক্‌ছি।

বান্দা। ঠিক মিল্‌ছে—ঠিক মিল্‌ছে। সাজাদার মার—না ধুঁক্‌লে সারে না।

মার্জ। একটা লোক আকাশ পানে চেয়ে পথ চ'ল্‌ছে।

বান্দা। বটে—বটে। ঠিক মিল্‌ছে—ঠিক মিলছে!

মার্জ। মাথার ওপর চিল্।

বান্দা। ইয়া আল্লা! ঠিক মিল্‌ছে—ঠিক মিল্‌ছে!—চিলে তাবিজ ছোঁ মেরেছে।

মার্জ। তাবিজ!—তবেই ত গণ্ডগোলের কথা হ'ল।

বান্দা। ব'লে যাও মিয়া—বলে যাও।

মার্জ। এখন হয়েছিল কি, পথের ধারে ছিল ইঁদারা।—লোকটা চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে ইঁদারার ধারে এসে উপস্থিত। পড়ে আর কি! আমি অমনি দূর থেকে হাঁ হাঁ—খবরদার খবরদার—পথ দেখে চল, নইলে মারা যাবে—ব'লে চেঁচিয়ে উঠলুম।

বান্দা। বটে! বটে!

মার্জ। লোকটা এই কথা না শুনে, কট মট ক'রে আমার দিকে চাইলে। তার পর আমার কাছে বরাবর আস্তে আস্তে এল। গায়ে ছিল দামী পোষাক, সেটা খুল্‌লে।

বান্দা। কেয়া মজা—কেয়া তামাসা—ঠিক মিল্‌ছে, ঠিক মিল্‌ছে।

মার্জ। খুলে ব'ল্‌লে—গাধা উল্লুক! আমার চিল হারিয়ে দিলি!

বান্দা। (অতি উল্লাসে) ইঃ—ঠিক মিল্‌ছে—ঠিক মিল্‌ছে। তারপর—তারপর?

মার্জ। তারপর আমার টুঁটী—এই এমনি ক'রে না ধ'রে—গমাগম কিল!

বান্দা। ওরে বাবারে! মেরে ফেল্লেরে!

মার্জ। ঠিক মিল্‌ছে—ঠিক মিল্‌ছে—আমিও ভাই ঠিক ওই রকম বাবারে মারে ক'রেছিলুম!

বান্দা। ওরে শালা! ছেড়েদে—ছেড়েদে!

মার্জ। ঠিক মিল্‌ছে—ঠিক মিল্‌ছে, আমিও এই রকম শালা শালা ক'রেছিলুম।—যা, এই-বারে চ'লে যা। (বান্দা প্রস্থানোদ্যত) না—ফির্‌তেই হ'ল—সাজাদার সন্ধানেই আমায় যেতে হ'ল।

(বেদৌরার প্রবেশ।)

বেদৌরা। কিরে বান্দা!—চেঁচিয়ে উঠলি কেন?

বান্দা। ওই!—শা—শা—শা—(মার্জ-মানের ইঙ্গিতে ভয় প্রদর্শন)

বেদৌরা। শা—কি? সাজাদা?

বান্দা। তার ভূত।

বেদৌরা। চোপরাও বেয়াদব!—কে আপনি? কেও ভাই? কোথা থেকে এলে ভাই?

মার্জ। যেখানে থেকে আসি—সাজাদা কই?

বেদৌরা। আর সাজাদা!—ভাই! সাগর ছেঁচে যে রত্ন আমায় এনে দিয়েছিলে, স রত্ন হারিয়েছি।

মার্জ। বুঝেছি, পথে আমি তাকে দেখেছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক,—আমি তাকে খুঁজে আন্‌ছি। তাবিজ?

বেদৌরা। সেই তাবিজেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

মার্জ। একটা চিলে ছোঁ মেরেছে কেমন?

বেদৌরা। ভাই! এ বিপদে তুমি ভিন্ন যে আমাকে রক্ষা করবার আর কেউ নেই।

মার্জ। তোমাকে যিনি রক্ষা করবার, তিনিই করবেন। য'ক্, আমি আর বিলম্ব ক'রব না। যত দেরী ক'রব, ততই সাজাদার সঙ্গে বেশি তফাৎ হয়ে পড়ব।

বেদৌরা। আমি আর কি ব'লব?

মার্জ। তোমায় আর কিছু ব'লতে হবে না। যেমন যাচ্ছ, তেমনি যাও—পথে বিলম্ব ক'র না। কোথায় যাবে?

বেদৌরা। এবনি উপদ্বীপ!

মার্জ। বহুত আচ্ছা।—(বেদৌরার প্রস্থান) আয় বান্দা! সঙ্গে আয়।

বান্দা। হুজুর, জ—জ—জনাব!

মার্জ। না তা কেন? শা—শা—শা—শালা।

বান্দা। গোলাম জনাব—মাফ জনাব—আমি জনাব।

মার্জ। থাক্ থাক্—হয়েছে জনাব! কেমন এইবারে সব মিল্‌ল ত?

বান্দা। আজ্ঞে হাঁ জনাব—বাদবাকী সব মিলেছে—কেবল পেটটা।

মার্জ। পেটটা কি?

বা। ওইটে মিল্‌ছে না—হুজুরের মাঝে একটু গোলমাল হয়ে পড়েছে।

মার্জ। গোলমাল কিরে বেটা! ছাড়া-ছাড়ি নাকি? যেরো বেটা! তোর আর আমার সঙ্গে যেতে হবে না।—যা, চ'লে যা!

বা। যে আজ্ঞে—তা হ'লে সেলাম।

[প্রস্থান।

মার্জ। মনে ক'রলুম—সম্বন্ধ ছাড়ব, কিন্তু তা না ক'রে উল্‌টে ত পাকিয়ে বস্‌লুম দেখছি। থাক, আর ভেবে কি ক'রব—খোদা যা করেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সিয়ার দেশ—পথ

কমরুজ্জমান।

কম। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার ত কখনও দেখিনি! আমিও যত বেগে চলি, চিলও তত বেগে চলে। আমি ক্লান্ত হ'য়ে হতাশায় পথের কোনও স্থানে বিশ্রাম করি ত, পাখীও নিকট-বর্ত্তী কোন গাছে বিশ্রাম নেয়। সাত দিনের পথের ক্লেশে যখন আর আমি তাড়াতাড়ি চ'লতে পারছি না, তখন পাখীও আস্তে আস্তে আকাশপথে আমার সুমুখ দিয়ে উড়ে চলে! একি হেঁয়ালী! এ ত কিছুই বুঝতে পারছি না। একি কোন অমানুষিক জীব, আমাকে ছলনা করবার জন্ম পক্ষীরূপ ধারণ ক'রেছে? তাবিজের আশা পরিত্যাগ ক'রে, বেদৌরার কাছে ফিরব মনে করি, অমনি পাখী এমন অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়—যেন এই ধরি, এই ধরি। কিন্তু কিছুতেই ধ'রতে পারলুম না! শেষে পাখী এই সহরের ভেতর ঢুকে চক্ষের নিমেষে মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না। আর যে দেখতে পাব, সে আশাও নেই! আশা—কি আছে? তাবিজ—সে ত গেছে। কিন্তু তাহ'তে কোটী কোটী গুণ মূল্যবান—আমার সর্ব্বস্ব—আমার জীবন—বেদৌরা কোথায়? সাত দিন আকাশ পানে চেয়ে এসেছি, কোথায় এসেছি, কত দূরে এসেছি কিছুই জানি না। আর কি বেদৌরাকে পাব? বেদৌরা—বেদৌরা! প্রাণেশ্বরি! কোথায় তুমি? আর কি এজীবনে তোমায় দেখ্‌তে পাব? হায় হায় কি ক'রলুম? কেন তোমার অমতে, তোমাকে না ব'লে তাবিজে হাত দিলুম? ঈশ্বর, পথভ্রান্ত নিরাশ্রয় আমি—নিজের দোষে আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়েছি। তোমাকেও যে ডাকতে সাহস ক'রছি না প্রভু! স্নেহময় পিতাকে পরিত্যাগ ক'রেছি। আবার যার জন্ম পিতাকে ত্যাগ করেছি, সেই প্রাণ-প্রতিমার কথাও উপেক্ষা ক'রেছি। কিন্তু খোদা! আমি বড়ই বিপন্ন। তুমি অপার করুণাময়, দয়া ক'রে অধমকে এ বিপদে রক্ষা কর। এই একজন লোক আসছে, বোধ হয় ওর কাছে এ জায়গার খবরও পেতে পারি, আশ্রয়স্থানের সন্ধানও পেতে পারি।

(জনৈক পথিকের প্রবেশ।)

পথিক। শালার ওস্তাদ আজকে পাখো-য়াজের এমনি কড়া বোল শিখিয়ে দিয়েছে যে, কিছুতেই তার কায়দা ক'রতে পারছি না। (উরু বাজাইতে বাজাইতে) তা ধেড়েনাক্—দা ধেড়েনাক্—গদ্দি ধেড়েনাক্—গিদিঘিড়ি ধেড়েনাক ধা—এখন গিধ্‌ঘিড়ি—কি দিদ্বিড়ী?

কম। মিয়াসাহেব! সেলাম।

পথিক। (নিরীক্ষণ না করিয়া) কে তুমি?

কম। বিদেশী।

পথিক। বিদেশী!—অ! তা ধেড়েনাক —গেদ্দে ধেড়েনাক্—না হ'ল না—গেদ্দেটা অত পাশে নয়। গেদ্দে, মধ্যে। (পুনঃ বাজনার অভিনয়)।

কম। আমি পথ হারিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি।

পথিক। পথ হারিয়েছ? অ! তা কতটা পথ হারিয়েছো?

কম। পথ আবার কতটা হারিয়েছি কি?

পথিক। বলি সবটা, না খানিকটে, না মাঝামাঝি? তেতে দেদে ধেড়েনাক্।

কম। আরে মলো, এ বেটা পাগল নাকি? মিয়া সাহেব! বোধ হয় অন্যমনস্ক আছেন। আমি একজন বিদেশী, পথ হারিয়ে এখানে এসে প'ড়েছি।

পথিক। পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছো? অ! তা কবে হারিয়েছো?

কম। আজ সাত দিন।

পথিক। সাত দিন হারিয়েছো, অ! তা খুঁজে দেখ, পেলেও পেতে পার। তা পথ তোমার নিজের, না তোমার বাপের?

কম। আরে মলো, এ বেটা বলে কি?

পথিক। তা থাক্‌লেই হারায়। না থাক্‌লে হারাবে কি? আমার বাপের পয়সা ছিল, আমি হারিয়েছি। তোমার বাপের পথ ছেলো, তুমি হারিয়েছো। এতে কি জান মিয়া! তা ধেড়েনাক্—আর তোমার বাপের গদ্দি ধেড়েনাক। না না—কই ধেড়েনাক্ ত নয়। আবার গুলিয়ে যাচ্ছে যে।

কম। বলি, মিয়াসাহেব! ধেড়ে নাক, লম্বা নাক রেখে, গরীবের কথাটা শুনবেন কি?

পথিক! কে তুই?

কম। ব'ল্‌লুম ত মিয়াসাহেব! আমি একজন বিদেশী।

পথিক। তুই বিদেশী, তাতে আমার কি? আমি স্বদেশী, আমি তা ধেড়েনাক্—গদ্দি ধেড়ে—তেড়ে ফুঁড়ে—না না—সব গুলিয়ে গেল। বেয়াদব! বদমাস! আমাকে গং ভুলিয়ে দিলি? খুন ক'র্‌বো—খুন ক'র্‌বো।—

(উদ্যানপালের প্রবেশ।)

উ। হাঁ হাঁ—ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

পথিক। খুন ক'র্‌বো—বদমাস্! দেখি তোকে আজ কে রক্ষে করে।

উ। হাঁ হাঁ—থামো থামো মিয়া হ'ল কি?

পথিক। দেখ দেখি মিয়া—বদমাস্‌টা কাণের কাছে টিক্‌টিক্ ক'রে আমায় গং ভুলিয়ে দিলে।

উ। কি ক'রেছ মিয়া?

কম। কিছু করিনি মিয়া! আমি শুধু বিদেশী ব'লে ওঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌তে চাচ্ছিলুম।

পথিক। তাই বা বল্‌বি কেন? আমি কি, আশ্রয় টাঁাকে ক'রে নিয়ে ফির্‌ছি! কেন বিদেশী ব'ল্‌লি—কেন গং ভুলিয়ে দিলি?—খুন ক'র্‌বো, খুন ক'র্‌বো।

উ। আহা—থামো থামো—মাফ্ কর। (পথিকের কমরলকে প্রহারোদ্যোগ, কমরলের ছুরিকায় হস্ত দিয়া বিভীষিকা প্রদর্শন)

পথিক। ওরে বাবা! এযে ছুরী—আচ্ছা মাফ্ ক'র্‌লুম!

উ। বেশ, বেশ—এই ত মানুষের কাজ।

পথিক। আচ্ছা তোম খাড়া রও—আমি এখন চ'লে যাচ্ছি, মাফ্ ক'র্‌ব কি না, পরে এসে ঠিক ক'র্‌ছি। (প্রস্থান)

উ। কে আপনি মিয়া?

কম। আমি একজন পথহারা বিদেশী।

উ। বিদেশী! কোথায় বাড়ী?

কম। খালেদান রাজ্যে।

উ। খালেদান! তাহ'লে ত আপনি মুস্মি?

কম। হাঁ মিয়া সাহেব!

উ। বেশ হয়েছে।—আমি দেখ্‌তে পেয়েছি, ভালই হয়েছে। মিয়া! এ সিমার

দেশ। আমি কেবল সুন্নি।—চ'লে এস, চ'লে এস। কাছেই সমুদ্রতীরে আমার এক বাগান আছে, সেইখানে চল। পথে আরও লোক জুট্‌লে বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা, চ'লে এস।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পথিক ও মার্জমানের প্রবেশ।)

মার্জ। (স্বগত) যাক্ বাবা! পরিশ্রম সফল! খোদা সাজাদার সন্ধান মিলিয়েছেন। —এখন চিলের সন্ধানটা পেলেই হয়।

পথিক। তুমি যদি লোকটাকে আচ্ছা ক'রে ঠেঙ্গাতে পার, ত তোমায় ভাল রকম বক্‌সিস্ দেবো।

মার্জ। আজ আমি যাকে পাব, তাকেই ঠেঙাব ব'লে ঘর থেকে বেরিয়েছি, আমার হাত নিস্‌পিস্ ক'র্‌ছে।

পথিক। তাহ'লে ঠিক হয়েছে—দেখো দাদা! যেন তাকে দেখে হাত আবার ঠাণ্ডা মেরে না যায়। গরম রাখ—গরম রাখ ভাল ক'রে বক্‌সিস্ ক'র্‌বো।

মার্জ। তোমায় বক্‌সিস কর্‌তে হবে না দাদা—তুমি সে বদমাস্‌কে দেখিয়ে দাও।—আমিই তোমায় বক্‌সিস ক'র্‌ব।—আমি তোমায় আরসোলার মোরব্বা খাইয়ে দেবো।

পথিক। তোবা, তোবা!

মার্জ। জ্যান্ত টিকটিকির ঝোল?

পথিক। তোবা!

মার্জ। তোবা কি? খেলে, পাখোয়াজের বোল শিখ্‌তে আর ওস্তাদের কাছে যেতে হবে না।

পথিক। বল কি?

মার্জ। পেটে গিয়ে টিকটিকি যত ল্যাজ নাড়্‌তে থাক্‌বে, মুখ দেও নানা রকমের বোল ফুট্‌তে থাক্‌বে।

পথিক। বা, বা—এ ত ভারী চমৎকার দাওয়াই!

মার্জ। তুমি একবার দেখিয়ে দাও না।

পথিক। কই! এখানে নেই ত! পালাল?

মার্জ। তা হ'লেই ত মুস্কিল।

পথিক। দেখ দেখি ভাই! লোকটার আক্কেল! আমি তাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে ব'লে গেলুম, লোকটা কিনা চ'লে গেল?

মার্জ। ভারী অন্যায়। তুমি এসে তাকে খুন ক'র্‌বে ব'লে গেলে—তাতে কিনা লোকটা অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে না! বেশ, গেলি গেলি, গর্দ্দানটাই কেন না হয় রেখে গেল?

পথিক। সেই বুড়ো মালী বেটা বোধ হয় তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে।

মার্জ। মালী—সে আবার কোথায়?

পথিক। বেশী দূর নয় দাদা, এই কাছেই। এই সোজা পথ ধ'রে খানিকটে গেলেই একটা বাগান।

মার্জ। তা এতটা পথ আমি শুধু যাব কি ক'রে?

পথিক। কেন, এখনও কি হাত নিস্‌পিস্ ক'র্‌ছে?

মার্জ। নিসপিস কি—হাতে ভারী লয় এসেছে, সাম্‌লাতে পার্‌ছি না।

পথিক। লয় এসেছে! তাহ'লে তুমি বাজাতে জান?

মার্জ। কিছু কিছু জানি বইকি।

পথিক। তাহ'লে শোনত দাদা! বাজনাটা ঠিক হচ্ছে কিনা—শোন—তা ধেড়ে নাক; উঁহু—তা ধেড়ে—উঁহু—

মার্জ। ও! সুর ফিকে তালটা বাজাচ্ছো?

পথিক। হাঁ দাদা, হাঁ দাদা! বোলটা কি?

মার্জ্জ। তা গালের বোল উল্টে বাজালে, ভুল যে হবেই দাদা!

পথিক। বটে, বটে—তাই আমার আট্‌কে যাচ্ছে?

মার্জ্জ। এই বুঝেছ—গালের বোল গালেই বাজাতে হয়, এসো কাছে এসো, দেখিয়ে দি। (পথিকের গালে বাজের অভিনয়)

পথিক। বাপ্!

মার্জ্জ। হাঁ হাঁ—কথা কয়ো না, কথা কয়ো না।

পথিক। বাপ্!

মার্জ্জ। কি দাদা! তালে মিল্‌ছে?

পথিক। তালে মিল্‌ছে—কিন্তু দাদা গাল কেটে গেছে।

(প্রস্থান)

মর্জ্জ। হাঁ—হাঁ—যেয়ো না—যেয়ো না—এখন্ তেহাই বাকি—তেহাই বাকি।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

এবনি—উদ্যান সম্মুখ।

(বেদৌরা ও দূত।)

বেদৌরা। এ কোন রাজ্যে এসেছি মিয়াসাহেব?

দূত। জনাব, এ স্থানের নাম এবনি উপদ্বীপ।

বেদৌরা। এই এবনি উপদ্বীপ? স্থলতান আর্ম্মানসই কি এ স্থানের অধিপতি?

দূত। হাঁ জনাব!

বেদৌরা। জাঁহাপনা এখন কোথায় অবস্থিতি ক'র্‌ছেন?

দূত। নিকটেই তাঁর এক উদ্যান আছে, আজ কয় মাস ধ'রে তিনি সেই উদ্যানেই অবস্থিতি ক'র্‌ছেন।

বেদৌরা। রাজকার্য্য বন্ধ দিয়ে উদ্যানে অবস্থান ক'র্‌ছেন কেন?

দূত। তাঁর বন্ধু খালেদান দ্বীপের রাজা সাজমানের একমাত্র সাজাদা কমরলজমান আজ প্রায় দুই বৎসর নিরুদ্দেশ। এখন স্থলপথেই হোক, কি জলপথেই হোক, পূব মুলুক থেকে পশ্চিম মুলুকে যেতে হ'লে, এই এবনি উপদ্বীপ হ'য়ে যেতেই হবে। তাই আমাদের স্থলতান, ঘাটী আগ্‌লে ব'সে আছেন। যদি সাজাদা এ পথ দে কখনও যান, তাহ'লে স্থলতানকে তিনি কোনও ক্রমে এড়িয়ে যেতে পার্‌বেন না। তা জলপথেই যান, কি স্থলপথেই যান।

বেদৌরা। সাজাদা যে বেঁচে আছেন, তার কিছু ঠিক আছে?

দূত। সাজাদার পিতা স্থির ক'রেছিলেন যে, তাঁর পুত্রের মৃত্যু হ'য়েছে। কিন্তু আমাদের স্থলতান সংবাদ পেয়েছেন, রাজপুত্র এখনও জীবিত। তিনি একজন সঙ্গী নিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে এই পথ দিয়েই চ'লে গেছেন।

বেদৌরা। তিনি যে সাজাদা, তার ঠিক কি?

দূত। তা ঠিক। তিনি এক দিন ছদ্মবেশে একরাত্রের জন্য এক সরাইয়ে অবস্থান করেন। একজন লোক তাঁকে চিন্‌তে পেরেছিল। সে লোকটী সওগাৎ নিয়ে খালেদান দ্বীপ থেকে এখানে এসেছিল, সে সাজাদাকে দেখেছে।

বেদৌরা। রাজা দেখেছেন?

দূত। তিনি কখনও দেখেন নি। কিন্তু তাঁকে দেখলে আর চেন্‌বার প্রয়োজন করে না।

তাঁর রূপ জগতে অতুলনীয়। সে রূপ ঢাকবার যো নেই, দেখলেই সাজাদা কমরলজমান ব'লে চেনা যায়।

বেদৌরা। তা যা ব'লেছো মিয়া—তাঁর রূপই তাঁর পরিচয়।

দূত। কেমন, ঠিক বলিনি জনাব?

বেদৌরা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! ক'রেছিলুম কি! আত্মহারা হ'য়ে এখনিই ধরা প'ড়েছিলুম! তা সুলতানের সাজাদার জন্য এত আগ্রহ কেন?

দূত। কেন? জনাব! সুলতানের মুখেই সব শুনতে পাবেন।

বে। আমি শুনতে পাব?

দূত। জনাব কি সুলতানের সঙ্গে দেখা ক'রবেন না?

বে। যোগ্য হ'লে দেখা করবার আকাঙ্ক্ষা রাখতুম। আমি একজন তুচ্ছ ব্যক্তি।

দূত। তা আপনি যেই হ'ন সুলতান নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসছেন।

বেদৌরা। সে কি? কেউ হয় ত তাঁকে বুঝিয়েছে যে, আমিই সাজাদা কমরলজমান।

দূত। আপনি সাজাদা কি না, গোলাম ব'লতে পারে না। তবে জনাবের কথার ভাবে বুঝেছি যে, আপনি সাজাদাকে দেখেছেন।

বেদৌরা। আমি দেখেছি?

দূত। কেন জনাব! আপনি ব'ললেন যে, তাঁর রূপই তার পরিচয়।

বেদৌরা। মিথ্যে কথা ব'লব কেন, একবার দেখেছিলুম।

দূত। একবার দেখেছিলেন। কেন, জনাবের আরশী কি একবার মুখ দেখেই ভেঙ্গে গেছে? আর কি তাতে মুখের ছবি ওঠে না?

বেদৌরা। তা হ'লে মিয়া সাহেব। আপনি স্থির ক'রলেন যে, আমিই কমরলজমান?

দূত। বেয়াদবী মাফ হয়, গোলাম তাই স্থির ক'রেছে।

বেদৌরা। বেশ, তবে আমিই কমরলজমান।

দূত। স্বয়ং সুলতানও এসে উপস্থিত হয়েছেন।

[দূতের প্রস্থান।

বে। ঈশ্বর! এ আমার কি ক'রলে? যে স্বামীর বিরহে আমি জীবন্মৃত হ'য়ে র'য়েছি, সেই স্বামীর বেশ প'রে তাঁর নাম নিয়ে আমাকে ছলনা ক'রতে হবে? আমি কি সে পবিত্র নামগ্রহণের যোগ্য? তাঁর দাসীর দাসী হবার যোগ্য নই,—এ আমি কি ক'রছি? অথচ আমাকে আত্মগোপন ক'রতেই হবে। যতক্ষণ না খালেদান রাজ্যে পৌঁছিতে পারছি, যতক্ষণ না শ্বশুরের আশ্রয়ে উপস্থিত হ'চ্ছি, ততক্ষণ আমার এ পুরুষবেশ ধারণ ভিন্ন উপায় নাই। আমি অবলা, পথে সহস্র বিপদের সম্ভাবনা। তখন কি করি? পতি ভিন্ন রমণীর আর যোগ্য আশ্রয় কি আছে? আমি অভাগিনী, সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত। নিরুপায় আমি আজ পতির নামের আশ্রয় গ্রহণ করি, ঈশ্বর! আমায় মাফ কর।

(আর্ম্মানস ও পারিষদবর্গের প্রবেশ।)

আর্ম্মা। সেই পাগলই বটে। (দূতের প্রতি) যাও, জলদি সাজাদীকে আনবার ব্যবস্থা কর। [দূতের প্রস্থান।

পারি, গণ। না—রূপ বটে। জাঁহাপনা, এরূপ সুন্দর যুবক আমরা আর কখনও দেখিনি।

আর্ম্মা। দেখবে কোথা থেকে, দুনিয়াতে আর এমনটি থাকলে তবে ত দেখবে? পাগল নিজের রূপেই মজেছে। তাই দুনিয়ার কোন সামগ্রী তার ভাল লাগে না।

বেদৌরা। (স্বগত) হায় রাজা! তুমি তাকে দেখনি। মণিভ্রমে কাচে আজ তুমি আদর ক'রছ। (অগ্রসর হইয়া) জাঁহাপনা! গোলাম সেলাম করে।

আর্শ্মা। এস বাপ্ এস। বাপ্! কি অভিমানে সংসার আঁধার ক'রে বৃদ্ধ বাপকে চোখের জলে ভাসিয়ে চ'লে এসেছ?—এই সোণার কমল পথের ধুলো মাখবার জন্যই কি সৃষ্টি হয়েছে?—চল বাপ্ চল—আর তোমাকে এ অবস্থায় দেখে আমি স্থির হ'তে পা'রছি না।

বেদৌরা। গোলাম এই ত আপনার চরণমূলে আশ্রয় পেয়েছে, আর কোথায় যাবে জাঁহাপনা?

আর্শ্মা। শুধু রূপ নয়, পাগলের আমার কি মিষ্ট বাক্য!

সকলে। মধু—মধু!

আর্শ্মা। আমার পাগলীও বড় একটা ফেলা যায় না।

সকলে। আরে আল্লা!—যেমন ছেলে, তেমনি মেয়ে।

আর্শ্মা। পাশে বসালে মানাবে।

সকলে। রূপে ঢেউ খেলবে, উথলে উঠবে।

বেদৌরা। (স্বগত) এ আবার কি কথা? পাগলী কি?—আমাকে বিয়ে ক'রতে হবে নাকি? ও বাবা! তাহ'লে ত মুস্কিলের ওপর মুস্কিল!—সুলতানের যেরূপ আগ্রহ দেখ্‌ছি, তাতে ত এঁর হাত এড়ান দেখছি এক অসম্ভব ব্যাপার! প্রতিবাদ ক'রলে বিপরীত হবে!—উপায়?

আর্শ্মা। কি বাপ—মাথা গুঁজে কেন? চল।

বেদৌরা। জনাব, আমি স্বপ্নে দেখেছি—পিতা আমার পীড়িত। তাই তাঁকে দেখবার জন্য আমি উদগ্রীব হ'য়ে চ'লেছি।

আর্শ্মা। বেশ ত বাপ্! পিতাকে দেখতে ইচ্ছে ক'রেছ, তাহ'লে তিনি তোমাকে যেরূপে দেখতে চান, সেইভাবে তাঁর কাছে যাও। একা যাবে কেন, তাঁর একটী বাঁদী নিয়ে যাও।

বেদৌরা। ফিরে এসে নিয়ে গেলে হয় না?

আর্শ্মা। ওরে বাবা! হাতে পেয়ে তোমায় ছেড়ে দিতে হবে? তাও কি হয়? তুমি আমার কন্যা নাও, রাজ্য নাও—আমাকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নির্জ্জনে ঈশ্বরের নাম ক'রতে দাও। খালেদানে দুদিন থাক, এখানে দুদিন থাক,—এমনি করে দুটো রাজ্যই চালাও।

বেদৌরা। বিবাহ ক'রতে হবে?

আর্শ্মা। পছন্দ না হয় করবে কেন?

(হায়তনের প্রবেশ।)

হায়। পিতা! বাঁদীকে তলব ক'রেছেন কেন?

আর্শ্মা। এস মা এস। যার জন্য আজও পর্য্যন্ত তোমাকে অবিবাহিত রেখেছি, সেই সাজাদা কমরুজ্জমান তোমার সম্মুখে। মা! তাকে সেলাম কর। মা! আজ হ'তে ইনিই তোমার রাজা। (হায়তনের সেলাম করণ) কি, বাপ মেয়ে কি আমার তোমার পাশে দাঁড়াবার অযোগ্য?

বেদৌরা। জনাব! আপনার কন্যা আপনার মহত্ত্বের যোগ্য সৌন্দর্য্যময়ী। এস সুন্দরি! সঙ্গে এস।

আর্শ্মা। সাজাদা! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে যোগ্য সম্মানে ঘরে নিয়ে যাবার আয়োজন করি।

[প্রস্থান।

বেদৌরা। তোমার নামটি কি ভাই?

হায়। পিতা আমাকে হায়তন বলে ডাকেন।

বেদৌরা। যেমন রূপ, তেমনি নাম। তা সুন্দরি! এ গোলাম কি তোমার যোগ্য?

হায়। আমি জানি না।

বেদৌরা। কিন্তু আমি জানি—আমি তোমার যোগ্য নই। হায়াৎন! আমি চাঁদ হাত বাড়িয়ে পেয়েছি। তুমি যদি আমায় ছাড়তে চাও, আমি তোমায় ছাড়বো না।

গীত।

এস, প্রাণ এসো, হৃদয় আবরি তোমা রাখিছে?
এস নিধি এসো, আরো কাছে এস,
আঁখি পাশে এস, নয়ন ভরিয়া তোমা দেখিছে।
এস প্রফুল্ল ফুল দল সঙ্গ,
মলয়-মারুত-শত-রঙ্গ,
এস আবরি সকল অঙ্গ, জীবন সনে রাখি মাখিছে।
(তোমারে আমার)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হায়াতনের কক্ষ।

হায়াতন্।

হায়। সাজাদার রূপও অতুল, গুণও অতুল। তবে আমার প্রতি এমন ব্যবহার কেন? অবশ্য রূপে আমি কোনও মতেই তাঁর যোগ্য নই, কিন্তু না চাইলেও, তিনি আমাকে দেখে শুনে, পত্নীতে গ্রহণ ক'রেছেন। তবে আমার সঙ্গে পরপুরুষের ন্যায় তাঁর আচরণ কেন?—আমি কোন অপরাধ করেছি কি? কই, তাও ত কিছু বলেন না। মুখে আমাকে কত আদর দেখান, যত্ন দেখান, রূপগুণের কত প্রশংসা করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ ঘৃণা ভিন্ন ত কিছু দেখান না! আমার শয্যা স্পর্শ করাও যেন তিনি পাপ মনে করেন। হা ঈশ্বর! এ আমার কি ক'রলে? রত্ন দিলে, কিন্তু সে রত্ন ব্যবহার ক'রতে অধিকার দিলে না। মণি আমার কাচের সিন্দুকেই পোরা রইল! শুধু দৃষ্টিসুখ—হাতে করে নাড়তে চাড়তে পেলুম না। খোদা! এই কি আমার বিবাহের পরিণাম?

নেপথ্যে। মা আমার ঘরে আছ?

হায়। একি পিতা!—এমন সময়ে?

নেপথ্যে। মা আমার—হায়তন্!

হায়। (অগ্রসর হইয়া) জনাব! বাঁদী হাজির।

(আর্মানের প্রবেশ।)

আর্মা। এই যে মা আমার দাঁড়িয়ে আছ। একা যে? রাজা কোথায়?

হায়। তিনি এখনও রাজসভায়।

আর্মা। ইস্! বেটা ভারী রাজকার্য্য ক'রছে! অত মেহনত ক'রলে শরীর থাকবে কেন? রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য?

হায়। প্রতিদিনই তিনি এই রকম ক'রছেন।

আর্মা। তা বুঝেছি। এই তিন দিন তাকে রাজ্যভার দিয়েছি। এই তিন দিনের ভেতরেই সাজাদা খুব পোসনাম নিয়েছেন। ওমরাও থেকে আরম্ভ ক'রে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই মুখে সুখ্যাতি!—রাজা সা-জমানকে খবর পাঠিয়েছি!—ভাই আমার এসে দেখুক, তাঁর পাগলা ছেলেকে কেমন বশে এনেছি—তা মা! সাজাদা তোমাকে যত্ন ক'রছেন কেমন?

হায়। হাঁ—যত্ন? আমাকে—করছেন।

আর্মা। একি, এমন ঢোক গিলে ব'ললে কেন?

হায়। যত্ন করেন।

আর্মা। না, করেন না? মা আমার গোপন ক'র না। তোমারই জন্য আমি এত করেছি। তোমাকে রাণী নাম দেবার জন্য—তোমার সুখের জন্যই আমার এত চেষ্টা, এত

যত্ন। তাই রাজ্য ত্যাগ করে তাঁকে রাজ্য দিয়েছি। তোমার সুখে আমার সুখ। তুমি যদি সুখী না হও, তবে কি জন্য রাজ্যত্যাগ করলুম ?

হায়। অযত্ন করেন না।

আর্ম্মা। নিশ্চয় করেন। মা বল, কি হয়েছে ভেঙ্গে বল ? আমার মন অস্থির হচ্ছে, বল ?

হায়। বলুন—সাজাদার উপর অত্যাচার করবেন না ?

তার ওপর অত্যাচার ক'রবার যো নেই ত মা ! সে হতভাগ্য যে আমার বন্ধুর পুত্র।

হায়। রাজকুমার আমাকে আদর করেন, মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করবার বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামীর মত ব্যবহার করেন না। যেন ছাড়াছাড়ি ভাব।

আর্ম্মা। হুঁ !—এই কয় দিনই এই রকম ক'রছেন ?

হায়। কয়দিনই এক রকম ব্যবহার। রাজকার্য্য করে আসেন,—আমি অপেক্ষায় বসে থাকি। আমাকে নিয়ে কত রঙ্গ রহস্য করেন, কত আদর করেন। তার পর আপনার মনে গান করেন। গানের ভাবে বোধ হয়, প্রাণে যেন তাঁর অসহ্য যাতনা। যেন আমার প্রতি ভালবাসা তাঁর মৌখিক, আমাকে বিবাহ করে মনে তিনি সুখী নন।

আর্ম্মা। বটে !

হায়। কিন্তু আমার প্রতি ব্যবহার তাঁর এত ভদ্রতামাখা যে, আমি কোনও কথা বলতে পারি না।

আর্ম্মা। যেমন ব্যবহারই করুক না কেন, সে আমাকে প্রতারণা করেছে। বলি শোন, আজ যদি সে তোমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করে, তা হলে তার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে, দেশ হতে দূর করে দেবো। তোমার জন্যই তার আদর ! তোমার জন্যই আমি আনন্দের সহিত তাকে রাজ্যদান করলুম। সেই তোমাকে অনাদর ! বাবনিগর যদি তোমার অমর্য্যাদা করে, তা হলে রাজসভায় সর্ব্বসমক্ষে, আমিও তার অমর্য্যাদা ক'রব।

[প্রস্থান।

হায়।— গীত।

কেমন করে ধরিগো তারে।
যে পাশে ব'সে দূরদেশে সাগর পারে ॥
সে যেন এসে ধরা দেয়,
ধরি ধরি সরে যায়,
মরীচিকা খেলে যেন মরু শিয়রে।
ভিতরে ছলনা-ভরা হাসি অধরে ॥

(বেদৌরার প্রবেশ।)

বেদৌরা। হায়তন।

হায়। জনাব !

বেদৌরা। এখনও পর্য্যন্ত জেগে আছ ?

হায়। আজ আমি তোমার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা কইব বলে জেগে আছি।

বেদৌরা। সুখের কথায় সুখ নেই—প্রাণেশ্বরী ! প্রিয়জনের কাছে দুঃখের কথাই সুখ।

হায়। বেশ, তাই তোমাকে বলি, তুমি কাছে ব'সে শোন।

বেদৌরা। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি নমাজটা সেরে আসি।

হায়। আজ আর আমি তোমাকে নমাজ শেষ ক'রতে দিচ্ছি না ! আমি আজ সারারাত জেগে থাকব ব'লে প্রস্তুত হ'য়েছি।

বেদৌরা। তা হ'লে ত তুমি আমার শুধু প্রাণেশ্বরী নও হায়তন ! তুমি আমার ধর্ম্মের সহায়। বেশ, বসো। দেখি তুমি কতক্ষণ জেগে থাক।—(প্রস্থানোদ্যত)

হায়। আজ তোমায় আমি অন্য ঘরে যেতে দিচ্ছি না। ঈশ্বরের আরাধনা ক'র্‌তে চাও, আমার সুমুখে কর।

বেদৌরা। তুমি কাছে থাক্‌লে, ঈশ্বর চিন্তা আস্‌বে কেন প্রিয়তমে?

হায়। দেখ আর আমি তোমার মিষ্টি কথায় ভুলছি না। তুমি কয়দিন ধ'রে আমায় প্রতারণা ক'রে আসছ।

বেদৌরা। তা ক'র্‌ছি, কিন্তু না ক'রে উপায় নেই।—কেন না, তোমার মহানুভব পিতা আমার ঘাড়ে যে ভার চাপিয়ে দিয়েছেন, তা বইতে হ'লে, ঈশ্বরের সহায়তা ভিক্ষা ক'র্‌তে হয়।—হায়তন—প্রাণেশ্বরী। তজ্জন্য মনে ক্ষোভ ক'রো না।

হায়। স্তোকবাক্যে আজ ভুলছি না।

বেদৌরা। (স্বগত) আজ ত তাহ'লে দেখ্‌ছি বিষম বিপদ। আর এ বিপদ ভাবলে চ'ল্‌বেই বা কেন? কত দিন আমি এ বালিকার কাছে আত্মগোপন ক'রব? (প্রকাশ্যে)—হাঁ প্রাণেশ্বরী! তুমি কি আমাকে তবে প্রতারকই স্থির ক'র্‌লে?

হায়। ব্যবহারে ক'র্‌তে হয় বই কি!—রূপ থাক্‌লেই কি এত স্বার্থপর হ'তে হয় সাজাদা?—আপনাকে নিয়েই আপনি উন্মত্ত। পায়ের কাছে একটা বাঁদী প'ড়ে যে কদিন কষ্ট পাচ্ছে, তার প্রতি একবার দেখ্‌বারও অবকাশ পাও না!

গীত।

রূপের সাগর নাগর আমার।
আপন রূপে লহর ধরে গলায় পরে হার,
আমার পানে চাইবে কখন আর॥
আমি শুধু দেখ্‌তে লহর ব'সেছি তীরে,
প্রাণপিয়াসী শুধুই ভাসি লোচননীরে;
(তুমি) হেসে যাও হে ফিরে, বুঝ্‌তে নারি ব্যবহার।

বেদৌরা। যথার্থই সাজাদী। আমি তোমাকে এই কয়দিন প্রতারণা ক'রে আস্‌ছি। কিন্তু বড় অনিচ্ছায়।

হায়। সেই জন্যই কি তুমি শোকের গানে মনের দুঃখ প্রকাশ কর?

বেদৌরা। হায়তন! আমি শোকের সাগরে ভাস্‌ছি।

হায়। তা বেশ বুঝেছি। তুমি আমাকে বিবাহ ক'রে সুখী নও।

বেদৌরা। তোমাকে সুখী ক'র্‌তে পার্‌ছি না ব'লেই আমার দুঃখ!

হায়। আমাকে সুখী কর্‌বার প্রয়োজন নেই, তুমি সুখে থাক, তা হ'লেই আমার সুখ। আমি তোমাকে নিজের জন্য ব'ল্‌ছি না, তোমার জন্যই ব'ল্‌ছি। পিতা আমাকে তোমার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ক'রেছেন। আমি মিথ্যা ব'ল্‌তে পারিনি। শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে ব'লে গেছেন যে, আজও যদি তুমি অন্য কয় দিনের মত ব্যবহার কর, তাহ'লে তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'রে দেবেন। বেশী ক্রোধ হ'লে তোমার প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয়। আমার জন্য যে তোমার কোনও অনিষ্ট হবে, এটা বড়ই দুঃখের কথা।

বেদৌরা। (স্বগতঃ)—উভয় সঙ্কট!—এখন যদি আত্মপ্রকাশ না করি, তাহ'লে মৃত্যু। যদি আত্মপ্রকাশ করি, ত বড়ই লজ্জার কথা। কেন না, নারী হ'য়ে আমি অতি দুঃসাহসিকতা ক'রেছি—এক রাজাকে প্রতারণা ক'রেছি; এক সরলা বালিকাকে ছলনা ক'রেছি। এখন এই বালিকারই আশ্রয় গ্রহণ করি। ঈশ্বর! তুমি ভিন্ন এখন আমাকে এ বিপদে রক্ষা কর্‌বার আর কেউ নেই। (প্রকাশ্যে) রাজকুমারী! একজন হতভাগিনী তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌ছে।

হায়। সে কি—কে তুমি?

বেদৌরা। আমিও তোমার মতন একজন রমণী।

হায়। তুমি রমণী।

বেদৌরা। আমি চীন দেশীয় রাজকুমারী, আমার নাম বেদৌরা। আমার স্বামী কমরলজমানের সঙ্গে আমি তাঁর বাপের দেশে আস্‌ছিলুম, পথে আস্‌তে আস্‌তে দৈবদুর্ব্বিপাকে স্বামীকে হারিয়েছি। অবলা—অপরিচিত পথ—ভয়ে তাঁরই পোষাক প'রে, তাঁর নাম গ্রহণ ক'রেছি। এখন আমি তোমার আশ্রিতা। ভয়ে, বিষাদে আত্মহারা; কি ক'রেছি জানি না।

হায়। এ ত বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা!

বেদৌরা। আমার দুঃখের ইতিহাস যথাযথ তোমায় বল্লুম; এখন সাজাদী! তোমার যা কর্ত্তব্য, তাই কর।

হায়। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার অবস্থার কথা শুনে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়েছে।

বেদৌরা। করুণাময়ি! তোমার ত অভয় পেলুম, কিন্তু রাজা জান্‌তে পার্‌লে কি হবে?

হায়। রাজাকে জানাব না। যত দিন না তোমার স্বামীর সাক্ষাৎ হয়, তত দিন যেমন ভাবে আছ, তেমনি ভাবেই থাক। তুমি স্বামী সেজে খেলা খেলেছিলে ভাল। যথার্থ কথা ব'ল্‌তে কি, তোমার রূপে গুণে আমি বড়ই মুগ্ধ হ'য়েছিলুম। তোমার আদর সোহাগ পাবার জন্য আমি লালায়িত হ'য়েছিলুম।

বেদৌরা। ও আদর সোহাগ, ও রকম মিষ্ট রসিকতা, আমি স্বামীর মুখেই শুনেছিলুম।

হায়। যাক্, এখন আর অন্য কথায় প্রয়োজ নেই।

বেদৌরা। না, এখন এই পর্য্যন্ত।

হায়। এখন চল—চল দুজনে মন খুলে খেলা করিগে। খেল্‌তে খেল্‌তে সমস্ত ঘটনাটা খুলে ব'ল্‌বে চল। শুন্‌তে আমার বড়ই কৌতূহল হয়েছে।

বেদৌরা। চল, কিন্তু ভগিনী! আশার জমীনে যে একখানি কুঁড়ে ঘর বেঁধেছিলে, সেটী তোমার বিনা ঝড়ে প'ড়ে গেল।

হায়। আঃ! বেঁচেছি। ঝড় হ'লে, চারিদিকে ঠেকো দিয়ে কুঁড়েটী বাঁচাবার সাধ হ'ত। এ একেবারে নিশ্চিন্ত—ঠেলাঠেলির দায় থেকে উদ্ধার পেয়েছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান পার্শ্ব।

কমরলজমান ও উদ্যানপালক।

উদ্যা-পা। ব'সে আছ?

কম। না, ব'সে নেই—আপনি যে গাছের গোড়াটা খুঁড়্‌তে ব'লেছিলেন, সেইটে খুঁড়্‌ছিলুম।

উদ্যা-পা। হাঁ—বেশ ক'রে খুঁড়ে শেকড়-গুলো কেটে গাছটাকে ফেলে দাও। মিছে আর জায়গা যোড়া ক'রে থাকে কেন? গাছটী দেখ্‌তে ছোট, কিন্তু বয়স কত জান?

কম। কেমন ক'রে জানব?

উদ্যা-পা। আমার যা বয়েস, ওরও তাই। চারকুড়ি বছর। আমার জন্মদিনে আমার বাপ ওটী পুঁতেছিলেন। ওটী এত দিন পরে গেল! আমারও বুঝি কেমন কেমন হয়।

কম। সেকি বাপ? আপনি আরও দীর্ঘজীবী হোন্। আপনি না বেঁচে থাক্‌লে আমার মতন অভাগার আশ্রয় হ'ত কে?

উদ্যা-পা। ম'র্‌তে কি আমার সাধ। তবে সাধ না থাকলেও মৃত্যু ত রেহাই দেয় না। চারকুড়ি বয়স হ'ল, আর কত কাল আমাকে বাঁচতে বল? তুমি থাক্‌তে থাক্‌তে মলেই ভাল হয়। তুমি না থাক্‌লে, আমার হয়ত গোরই হবে না। যাক—সে যা নসীবে আছে হ'বে। এখন আমি জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চ'ল্‌লুম। বছর বছর একখানি জাহাজ এখান থেকে এবনি উপদ্বীপে যায়। এবনির রাজা আমার বাগানের জলপাই বড় পছন্দ করেন। অন্যান্য বছর এতদিনে জাহাজ চ'লে যায়, এ বৎসর জলপাই নামি হ'য়েছে ব'লে যেতে পারেনি। যাই, কবে যাবে খবরটা নিয়ে আসি। আর সেই সঙ্গে তোমাকেও পাঠাবার বন্দোবস্ত করি। যাও বাপ! ততক্ষণ তুমি কাজটা সেরে ফেল গে।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

(দানহাসের প্রবেশ)

দান। বেদৌরা যদিও রাজা হ'য়ে আছে তবু অতি মনকষ্টে সে কালযাপন ক'রছে। বেদৌরার কষ্ট ত আর দেখা যায় না। বদমাস কাস্‌কাসের দৌরাত্ম্যে সে এমন ক'রে কতদিন বিরহ সহ্য ক'র্‌বে? যেমন ক'রে পারি তাবিজ কমরলজমানকে দিতেই হবে। যেমন ক'রে পারি, দুজনের মিল ঘটিয়ে মৈমুনী রাণীর দর্প চূর্ণ ক'র্‌তেই হবে। কাস্‌কাস্ চিল হ'য়ে তাবিজ নিয়ে স'রে প'ড়েছে। এখনও চিল হ'য়ে তাবিজ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। মনে ক'রেছে, আমি সন্ধান ক'র্‌তে পারব না; কিন্তু আমার চোখ এড়িয়ে যাওয়া কি তার মতন গাধার কাজ? সে কোথায়, সন্ধান পেয়েছি; যেমন ক'রে পারি, তার কাছ থেকে তাবিজ কেড়ে নিতেই হবে। যাই; আমিও চিল হ'য়ে উড়ি; বদমাস বেটাকে মেরে আধ মরা ক'রে কেড়ে নিই। এই সময়ে মার্জমানকে দেখ্‌তে পেয়েছি, তাবিজ তার হাত দিয়েই কমরলজমানকে দিয়ে দিই।

[প্রস্থান।

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ। না, বহুদিন হ'ল, আর বেশীদিন স্বামী স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি ভাল নয়। কেননা; আমি অনেক বিরহ দেখেছি, কিন্তু বেশীদিন একটা বিরহকেও টেঁকৃতে দেখিনি। দু চার দিন বিরহ গরম গরম থাকে। তার পর অল্প অল্প ক'রে বেবাক বিরহ টুকু গায়ে চ'ড়ে যায়। চড়া বিরহ আর ক্ষরা পিত্তি দুইই সমান। না —কাজ নেই, সাজাদা সাজাদীর মিলটে ঘটিয়ে দিতে হচ্ছে, কিন্তু এ দুজনের যেন মিল হ'ল; তাবিজ ত পাওয়া গেল না! তাবিজটা না পেলে ত এই রকমের ছাড়াছাড়ি আবার হবে! সাজাদার সঙ্গে তাবিজটাকে না নিয়ে গেলে ত ফুর্ত্তি হবে না। একি বেয়াদব চিল—তাবিজে ছোঁ! বাপধন চিল! তোমার ত কেবল পুচ্ছ, তাবিজ নিয়ে কি ক'র্‌বে বাবা? কোথায় আছ এস—এসে তাবিজ ফিরিয়ে দাও। আমি তোমার পুচ্ছ সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব বাবা! এস বাপধন এস, তোমাকে মগ-মুলুকের নাপ্পি খাওয়াব বাবা! একবার খেলেই ল্যাজে ময়ুর পুচ্ছ গজিয়ে উঠবে। এস—ধন এস—চৈ—চৈ।

(জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ।)

বৃদ্ধা। ওগো মিয়া?

মার্জ। কেন গো বিবি?

বৃদ্ধা। মিয়া মোল্লার মাঠে গো মিয়া, এত বড় চিলগো মিয়া, তার এত বড় গলা, তাতে এত খানি কি নড় নড় ক'রছে—আর ঝক ঝক ক'রছে।

মার্জ। ইয়া আল্লা! খোদা লেনেওয়ালা, খোদা দেনেওয়ালা, ইল্‌বিল্‌ ইল্লা, ঠিক মিলা। চিল?

বৃদ্ধা। আর একটা চিল তাকে ধ'রেছে, আর ঠকাঠক্‌ ঠোকোর মারছে—ভারী—লড়াই!

মার্জ। বটে, বটে, কোথায়? আমাকে একবার দেখিয়ে দাও না।

বৃদ্ধা। এই যে, এই পথে যাও না। ঐযে মাঠ। আমি গিয়েছি, আর অমনি একটা গোদা চিল মাথার ওপরে ঠকাস্‌ ক'রে ঠোকর। ঐযে গো মিয়া!

মার্জ। ঐ বটে, ইয়া আল্লা! ফেলে দিলে ঠিক মিলা, ঠিক মিলা। [প্রস্থান।

বৃদ্ধা। বাপ! আমি যাব না—আবার যদি ঠোকোর মারে! নারে মিয়া! [প্রস্থান।

(উদ্যানপালক ও কাপ্তেনের প্রবেশ।)

উদ্যা-পা। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলেম। আপনি এসেছেন ভালই হ'য়েছে।

কাপ্তেন। আর না আস্‌লে চলে? অমনি অমনিই ত এবার জাহাজ ছাড়তে দেরী হ'য়ে গেল। এবনি উপদ্বীপ হ'য়ে যেতেই হবে। রাজা জলপাইয়ের জন্য আগে থাকতেই বায়না দিয়ে রেখেছেন। জলপাই না নিয়ে গেলে কি রক্ষা আছে? তা হ'লে আর দেরী করবেন না মিয়া! জলপাই সব জালা ভর্ত্তি ক'রে রাখুন; পরশু সকালে আমাকে রওনা হ'তেই হবে।

উদ্যা-পা। বহুত আচ্ছা, আর দেখ মিয়া! একটী ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, তাকে এবনি উপদ্বীপে নামিয়ে দিতে হবে।

কাপ্তেন। তা হ'লে তাকে তৈরী থাক্‌তে ব'লবেন, দেরি ক'রলে আমি অপেক্ষা ক'র্‌তে পারব না। আমাকে পরশু ভোরে জাহাজ ছাড়তেই হবে।

উদ্যা-পা। পরশু ত? এর ভেতরে সে খুব তৈরী হ'তে পারবে।

কাপ্তেন। বহুত আচ্ছা, সেলাম। [প্রস্থান

(মার্জমানের তাবিজ হস্তে প্রবেশ।)

মার্জ। মিয়া সাহেব! সেলাম।

উদ্যা-পা। সেলাম, কে আপনি মিয়া?

মার্জ। আপনি ভাল আছেন?

উদ্যা-পা। আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি, কবে মাটীতে মিশি, আমার আবার ভাল মন্দ কি? কিন্তু আমি ত আপনাকে চিনি না।

মার্জ। তবে থাক্‌, আপনার কথা ছেড়ে দেওয়া গেল, আপনার জলপাই ভাল আছেন?

উদ্যা-পা। জলপাই ভাল আছেন কি রকম?

মার্জ। তবে যাক্‌, জলপাইও চুলোয় যাক্‌! সাজাদা ভাল আছেন?

উদ্যা-পা। সাজাদা কে?

মার্জ। কেন আপনার বাগানে যিনি মাটী খোঁড়েন, গাছের গোড়ায় জল দেন।

উদ্যা-পা। এ সব কথা তুমি কি ব'লছ?

মার্জ। দূর হো'ক, তবে আর কিছুই ব'লব না। আপনি সাজাদাকে এই তাবিজটে দেবেন, ব'লবেন—চিল মিয়া ফিরিয়ে দিয়েছেন।

উদ্যা-পা। একি! এসব কি কথা? চিল মিয়া?

মার্জ। ধরুন, আর আমি দেরী ক'রতে পারি না।

উদ্যা-পা। কার তাবিজ? আমি নেব কেন?

মার্জ। বেশ, তবে আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি মিয়া, সেলাম। আমার কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে বল্‌বেন—হুশ্‌ হুশ্‌ ক'রে উড়ে গেল।

উজ্বা-পা। ও মিয়া? এ কি কর? কোথা যাও? ও মিয়া! ও চিল মিয়া! এ কি হ'ল? কার ধন আমাকে দিয়ে গেল? বুড় বয়সে ফাসাদে পড়্‌ব নাকি? এ ত বহুত দামী তাবিজ - এ ত হেঁজিপেঁজি লোকের নয়! সাজাদা? কে সাজাদা? যে আমার বাগানে মালীগিরি ক'র্‌ছে? সে লোকটা রাজার ছেলে? এ ত ভারী গোলমালে প'ড়ে গেলুম!

(কমরলজমানের প্রবেশ)

কম। আশ্চর্য্য ব্যাপার! আশ্চর্য্য ব্যাপার! গাছের তলায় সোনা! কেও, মিয়া সাহেব?

উজ্বা-পা। সাজাদা, গরিব আদমী আপনি আমাকে তামাসা ক'রছেন কেন?

কম। সাজাদা!—সেকি! কে আপনাকে একথা ব'ল্লে?

উজ্বা-পা। কেন, চিল মিয়া ব'লে গেল।

কম। চিল মিয়া ব'লে গেল কি?

উজ্বা-পা। শুধু কি ব'লে গেল—এই তাবিজ ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কম। য়্যা! একি! ঈশ্বর! একি তোমার দয়া! ফিরে পেলুম! একি স্বপ্ন! না সত্য? কোথা পেলেন মিয়া?

উজ্বা-পা। জনাব!

কম। জনাব কি? আপনি আমার আশ্রয়দাতা—পিতৃতুল্য। সন্তানজ্ঞানে যে স্নেহবাক্যে আমাকে এত দিন ধ'রে আপ্যায়িত ক'রে আস্‌ছেন—তাই বলুন। কোথায় এ তাবিজ পেলেন বাপ্?

উজ্বা-পা। এই যে ব'ললেম বাপ্!—চিল মিয়া দিয়ে গেল।

কম। চিল দিয়ে গেল? চিল দিয়ে গেল কি? চিলই ত জিনিষ নিয়েছিল।

উজ্বা-পা। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে। নিয়েছিল আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চিল মিয়া নিজেও ঐ কথা ব'লে গেল।

কম। চিল কথা কইলে কি?

উজ্বা-পা। এক রাশ্ কথা ক'য়ে গেল। ভারী জাঁটা চিল, সেকি চুপ্ ক'রে থাকে?

কম। আচ্ছা! তাকে দেখ্‌তে কেমন?

উজ্বা-পা। চিলের মতন যে ঠিক্—তাও নয়। পিঠে খানিকটে পুচ্ছের মতন কি ঝুলছে বটে! খানিকটে ভুঁড়িও আছে। একটু বেঁটে খেঁটে চিলের ভাবটা বড় নয়—এই পাতি হাঁসের ভাব।

কম। বুঝেছি, মার্জ্জমান ভাই এসেছিল! যাক্—আবার আশা, তাবিজের সঙ্গে যেন আমার সব ফিরে আস্‌ছে। ঈশ্বর! আবার কি বেদৌরাকে দেখ্‌তে পাব?

উজ্বা-পা। কি বাপ্! ভাবতে লাগলে কি?

কম। বাপ্! আপনি আমাকে যে সামগ্রী দিয়েছেন, আমি অশক্ত হ'লেও ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কৃত ক'রেছেন। আপনার সেই শুকনো গাছের গোড়া খুঁড়্‌তে গিয়ে, পঞ্চাশ ঘড় সোনা পেয়েছি, আপনি গ্রহণ ক'রবেন আসুন।

উজ্বা-পা। আমি নিয়ে কি ক'রব বাপ্, ঈশ্বর তোমার জন্যই ঐ ধন রেখে দিয়েছেন আমি আজ বাদে কা'ল ম'রব। আমাকে আর ধনের প্রলোভন দেখিও না। আর চারকুড়ি বছর বাগানে থেকেও যখন আমি ও ধনে অধিকারে বঞ্চিত, তখন ও ধন আমার হ'লে ... হয়ে গেছে। বাপ্‌ধন! তুমিই গ্রহণ কর, আর যাবার জন্য প্রস্তুত হও। পর প্রাতঃকালে জাহাজ এখান থেকে রওনা হবে প্রস্তুত না থাকলে এক বছরের মধ্যে আর সেখানে যেতে পারবে না। এস—সোনা

ঘড়াগুলো জলপাই দিয়ে ঢেকে দিইগে, আর কাজ কর্‌তে কর্‌তে তোমার ঘটনাটা শুনিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

(হায়তন ও বেদৌরা)

গীত।

পূরব গগন গায়।
অরুণ কিরণে সোণার ফুল আকুলি বিকুলি ভেসে যায়।
দশদিশি ভরা হাসি,
আঁধারে আলোকে মেশামিশি,
ফুটে কলি ছুটে অলি, ভাবে গলাগলি প্রাণ মাতায়।
রঙে রঙে মিশি যাই ভেসে,
আলোকে পুলকে মিশাই কায়॥

বেদৌরা। প্রাণেশ্বরী! হায়তন!

হায়। হুকুম?

বেদৌরা। ছি! এই কি প্রাণেশ্বরীর যোগ্য কথা! আমি তোমাকে এত আদর ক'রে প্রাণেশ্বরী ব'লে ডাকলুম, আর তুমি কিনা ছমো পাখীর মত গর্জ্জে উঠলে—'হুকুম?'

হায়। জনাব ত এ রাজ্যের রাজা, বেয়াদবী ক'রে থাকি, গর্দ্দান নিন্।

বেদৌরা। বলি, আজ এত ক্রোধ হ'ল কেন?

হায়। ক্রোধ না হবেই বা কেন, আমার প্রাণেশ্বরের ত আর একটী প্রাণেশ্বরী আছে?

বেদৌরা। বেশ, তাতে এত রাগ কেন? তোমার প্রাণেশ্বরীর না হয়, আর একটী প্রাণেশ্বর ক'রে দেব।

হায়। কি সতীর সুমুখে এই প্রস্তাব!

বেদৌরা। বেশ, আমি আগে না হয় ম'রেই যাই।

হায়। দেখ, ও সব তামাসা আমার ভাল লাগ্‌ছে না। তুমি ম'র্‌বে কেন? স্বপ্নের ধন লাভ ক'রেছ, চিরকাল ভোগ কর। মরি আমি।

গীত।

হায়তন। যাও বঁধু যাও, যাও বঁধু যাও।
মুখের আদর সরিয়ে নাও॥
(আমার) হতাশা ফিরিয়ে দাও।
বেদৌরা। ও কথা ব'ল না সরলা ললনা,
আশা বিনে প্রাণ মরুময়;
আশা ছেড়ো না আশা ছেড়ো না,
করুণা নয়নে চাও,
দেখ মনের মতন পাও কি না পাও।

বেদৌরা। ছি হায়তন! এই না তুমি আমায় ভালবাস?

হায়। বাসি না প্রমাণ পেলে কিসে?

বেদৌরা। এই যে মরণের কথা কইলে! তোমার এই কঠোর রহস্য আমার প্রাণে কত আঘাত করে তা জান? যদি ভালবাসতে, তা'হ'লে কখনও এমন কথা কইতে না।

হায়। আগে বাসতুম।

বেদৌরা। এখন?

হায়। এখন আমি জলপাই ভালবাসি। আমি এখন জলপাইএর চিন্তা ক'র্‌ছি, আসতে বিলম্ব দেখে মনে একটুও সুখ পাচ্ছি না, আর উনি মাঝখান থেকে 'প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরী!'— জলপাইয়ের কথা যতই মনে প'ড়্‌ছে, ততই নোলায় আমার জল ব'র্‌ছে। সব রস মুখে, এখন কি প্রাণে রস আছে!

বেদৌরা। কেন, জলপাইয়ে এত ভালবাসা জন্মাল কেন?

হায়। তোমারই বা হায়তনের ওপর এত ভালবাসা জন্মাল কেন? ভালবাসা আমার খুসী।

বেদৌরা। সত্যি, তোমার জলপাই খেতে কি বড়ই সাধ হ'য়েছে? তাহ'লে বস, হুকুম ক'রে আনাই।

হায়। এখানকার জলপাই ভাল নয়, সিয়া দেশের একটী বাগানের জলপাই।

বেদৌরা। এই কথা! আমি সে দেশে এখনি লোক পাঠাচ্ছি।

(বান্দার প্রবেশ)

হায়। কি কি খবর বান্দা?

বান্দা। সাজাদী! সিয়া দেশের সওদাগরের জাহাজ এসে লেগেছে। জাঁহাপনার কাছে গিছল। জাঁহাপনা সওদাগরকে এইখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।—ব'লে দিলেন—বাজা ও রাণী ওইখানে আছেন, সেথায় পাঠিয়ে দাও।

হায়। জলপাই এনেছে?

বান্দা। এনেছে—পঞ্চাশ জালা।

(বান্দাগণের জালা লইয়া প্রবেশ)

বেদৌরা। কটাতে প'ড়ে একটা জালা বয়ে আনছিস?

বান্দা। জনাব, এবারে পাথুরে জলপাই! —বিলম ভারী।—

বেদৌরা। ভাল, রেখে চ'লে যা।

[বান্দাগণের প্রস্থান।

(জলপাই পরীক্ষা, কোমরবন্ধ দেখিয়া)

ঈশ্বর! একি?—একি দেখি? প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! কোথায় তুমি?

হায়। কি! কি!—ব্যাপার কি? ব্যাপার কি ভগিনি?

বেদৌরা। যার জন্য তুমি আমায় এ অবস্থায় ফেলে গেছ, সে ফিরে এল! তুমি কই?

হায়। ব্যাপার কি?

বেদৌরা। সমস্তই জানবে ভগিনি! তোমার কাছে আমার গোপন কি আছে, এখন আমি বড়ই অস্থির, আমি অজ্ঞান, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না। আমায় মাফ্ কর। কই হায়?

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

কাপ্তেনকো জলদি গ্রেপ্তার করকে লে-আও। বুঝতে পেরেছ হায়তন্?

হায়। বুঝেছি, তুমি স্বামীর সংবাদ পেয়েছ!

বেদৌরা। কবে সে দিন আসবে ভগিনি —কবে স্বামীর সংবাদ পাব? তবে লুপ্ত আশা পুনরুদ্দীপ্ত হয়েছে। যে তাবিজের সঙ্গে আমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছি, সেই তাবিজ আবার এতদিন পরে ফিরে এসেছে!

হায়। তা হ'লে তোমার স্বামীও তাবিজের সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছেন।

বেদৌরা। আসবে হায়তন? আস্‌বে?

হায়। ঈশ্বরের কাছে এক মনে প্রার্থনা করি, তোমার স্বামী এই তাবিজের সঙ্গে ফিরে আসুন। কেন না, তোমার কষ্ট আর আমি দেখতে পারি না। রমণী মনের দুঃখে কাঁদতে পায় না, উলটে মুখে হাসি মেখে থাক্‌তে হয়, এর চেয়ে কষ্ট আর কি আছে ভগিনী?

বেদৌরা। হায়তন! তোমায় প্রাণেশ্বরী ব'লে আমি জীবন সার্থক ক'রেছি, তুমি রমণী-রত্ন।

(কাপ্তেনকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ ও প্রস্থান)

কাপ্তেন। গোলাম কি অপরাধ ক'রেছে জনাব?

বেদৌরা। তুমি এ জলপাই কোথায় পেলে?

কাপ্তেন। জনাব! যে বাগান থেকে প্রতি বৎসর আনি, এবারও সেখান থেকে এনেছি।

বেদৌরা। এর ভেতরে কি আছে তা তুমি জান?

কাপ্তেন। না জনাব! ওপরে জলপাই দেখেছি; জলপাই জেনেই এনেছি।

হায়। জলপাই তোমাকে দিয়েছে কে? যে বৃদ্ধ বরাবর দেয়, সেই দিয়েছে কি?

কাপ্তেন। না হুজুরাইন্। এবারে সে নয়। এবারে এক ছোক্‌রা দিয়েছে।

বেদৌরা। তাকে দেখ্‌তে কেমন?

কাপ্তেন। গোস্তাকী মাফ হয় জনাব! কতকটা জনাবেরই মতন চেহারা। সে ছোকরাও আস্‌তে চেয়েছিল। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে তাকে আনতে পারলুম না।

উভয়ে। কেন?

কাপ্তেন। সে ব্যক্তি যে সময়ে জাহাজে উঠবে, ঠিক সেই সময়ে সেই বৃদ্ধ মারা যায়। কাজেই সে ব্যক্তি আস্‌তে পার্‌লে না। আমরা আস্‌তে তাকে অনেকে পেড়াপীড়ি ক'রেছিলুম। কিন্তু সে এলো না। ব'ল্‌লে—আশ্রয়দাতার মৃতদেহের অমর্য্যাদা ক'রে যেতে পারবো না। আগে তার সৎকার ক'র্‌ব। আমরা অপেক্ষা ক'র্‌তে পারলুম না। একে ত এ বৎসর দেরি হয়ে গেছে—তার ওপর আমাকে বঙ্গদেশে যেতে হবে। সময়ের মধ্যে না ফিরতে পারলে আর এ বৎসরের মতন ফিরতে পারব না। কেননা বাতাস ফিরে গেলে, আর জাহাজ চ'ল্‌বে না। গরীব আদমী—ব্যবসা ক'রে খাই—তা হ'লে একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাব।

বেদৌরা। এরকম জলপাই কত জালা আছে?

কাপ্তেন। পঞ্চাশ জালা।

হায়। ও সব জলপাইয়ের জালা নয়—সব সোণা।

কাপ্তেন। সে কি?

হায়। হাঁ সোণা। তুমি যদি এখনি গিয়ে সেই লোকটীকে নিয়ে আস্‌তে পার, তাহ'লে ওই পঞ্চাশ জালা সোণাই তোমাকে বকসিস দিই—নইলে তোমার গর্দ্দান যাবে।

কাপ্তেন। আমি এখনি আন্‌ব জনাব!

[প্রস্থান।

বেদৌরা। হায়তন! তোমার এ অদ্ভুত মহত্ত্বের যোগ্য যে, কোনও কাজ ক'র্‌তে পার্‌ছি না—সাজাদী! আজ হ'তে—

হায়। (হস্ত ধরিয়া) আচ্ছা সে পরের কথা। আত্মহারা হ'লে রাজ্যশাসন ক'র্‌বেন কেমন ক'রে?

বেদৌরা। হায়তন! তোমার কৃপাতেই আবার আজ আমি কূল পেলুম।

হায়। একশ বারই এক কথা! আগে সব আসুন, তোমার শ্বশুর ত এসেছেন।

বেদৌরা। এসেছেন কি? ঐ তিনি আসচেন, বাজনা বাজ্‌ছে।

হায়। তোমার স্বামীও আসছেন।

বেদৌরা। ঈশ্বরের কৃপায় তিনিও ঠিক সময়ে এসে প'ড়েছেন।

হায়। তোমার স্বামী—ঠিক জেনেছ ত?

বেদৌরা। আগে ঠিক জান্‌তুম বটে; তবে এখন তিনি আমার হবেন কি তোমার হবেন, সেটা ব'লতে পারছিনি।

হায়। আর আমাকে টানা কেন? আপনি সুখী হও।

বেদৌরা। বল কি?

হায়। আমার খুব সাধ মিটে গেছে, খুব সখের বে ক'রেছিলুম। তোমার বরাতে এখন সে পুরুষ আছে, আমার বরাতে আবার কি শেষে মেয়ে মানুষ হয়ে যাবে?

চতুর্থ দৃশ্য ।

দরবার ।

আর্ম্মানস্, সা-জমান ও উজীর ।

সা-জ । ভাই হে ! এসব ক'রেছ কি ! এসব যে তুমুল কাণ্ড !

আর্ম্মা । আমি কি ক'রেছি ? আমি কে ? আমি ত নগদা মুটে, এ সব পাগলা রাজার আয়োজন ।

উজীর । তা ওঁরা যদি একটু আমোদ ক'রে তৃপ্তি পান, তাতে জনাবের খুঁৎ খুঁৎ ক'রলে চ'লবে কেন ?

আর্ম্মা । এই বলুন ত উজীর সাহেব !

উজীর । জনাবেরই যেন সখ্‌ নেই, তা ব'লে আর কারও কি থাকবে না ?

আর্ম্মা । এই—আমরাই না হয় বুড়ো হয়েছি । ভায়ার ছেলে ত আর বুড়ো হয়নি !

সা-জ । যাক্—এখন পাগলা পাগলী কই ? তাদের না দেখে যে আমি স্থির থাকতে পারছি না ।

(বেদৌরার প্রবেশ)

আর্ম্মা । এই যে !

বেদৌরা । জনাব !

সা-জ । একি !—এ কে ?—এ ত আমার কমরলজমান নয় ?

উজীর । না—ইনি কে ? ইনি ত সাজাদা ন'ন ?

আর্ম্মা । সেকি, সেকি ? চোখের জ্যোতি গেছে ! ভাল ক'রে দেখুন । পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, ভাল ক'রে দেখুন ।

সা-জ । আর ভাল ক'রে দেখ্‌ব কি ভাই ! প্রাণকে দুটী চোখের ওপর এনে দেখ্‌তে এসেছিলুম । ভাই ! এতকাল তবু আশায় আশায় প্রাণ ধ'রেছিলুম । ভাই দোস্ত ! তুমি না জেনে আজ বুঝি সে জীবনের শেষ ক'রলে ।

আর্ম্মা । উজীর সাহেব ! আপনিও কি তাই বলেন ?

উজীর । জনাব ! ইনি আমাদের সাজাদা ন'ন ।

বেদৌরা । ওঁরা ঠিক ব'লেছেন জনাব, আমি ওঁদের সাজাদা নই ।

আর্ম্মা । তা হ'লে কে তুই প্রতারক ? চাতুরী ক'রে আমার কন্যার রাজ্য গ্রহণ ক'রেছিস্ । জলদি বল্—নইলে আমিই তোবে কোতল ক'রব ।

(হায়তনের প্রবেশ)

হায় । হাঁ হাঁ—করেন কি, করেন কি জনাব ! উনি যেই হ'ন, উনিই এখন আমা[র] রাজা ।

আর্ম্মা । তা ব'লে চেনা নেই, শোনা নেই কোথাকার কে বাঁদীর বেটা, তাকে আমি আমা[র] রাজ্যের রাজা ক'রব ?

হায় । রাজা না করেন, হত্যা ক'রবে না । আগে দেখা শোনা উচিত ছিল ! রাজ[্য] থেকে আমাদের উভয়কে বা'র ক'রে দিন পিতা ! গোস্তাকি মাপ হয়, আপনার দো[ষে] আমি সাজা পাই কেন ?

উজীর । যথার্থ জনাব ! আপনারই সম্প[ূর্ণ] দোষ । একজন অজ্ঞাত-কুলশীলের কথায় প্রত[্যয়] ক'রে এমন একটা গুরু কাজ করা উচিত হয়নি । কন্যার মুখ চেয়ে এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন ।

আর্ম্মা । যা, দূর হ—সুমুখ থেকে দূর হ[।]

হায় । তা হ'লে পিতা আমিও যাই ?

আর্ম্মা । যা, তুইও দূর হ । এস রাজ[া] তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, এস—তোমারও গে[ল] আমারও গেল, এস উভয়ে মিলে আমো[দ]

করিগে এস। কেন ম'র্‌ব? কাদের জন্য ম'র্‌ব? বেইমান বেইমানীদের জন্য? কেন? এস— দুজনে আজ অনেক কাল পরে মিলেছি, এস— আমোদ করিগে এস।

(কমরলজমানকে ঘিরিয়া কাপ্তেন ও অনুচরগণের প্রবেশ)

কাপ্তেন। চল্ চল্ চোর! রাজার মাল চুরি! চল্।

কম। দোহাই বাবা! আমি কারও চুরি করিনি, খোদা আমাকে দিয়েছেন।

কাপ্তেন। এই যে—খোদা তোমাকে দেওয়াচ্ছেন। চল্ না চোট্টা ডাকু!

আর্ম্মা। এ কে? এ কি ক'রেছে?

কাপ্তেন। জনাব! এ ব্যক্তি জামাই রাজার পঞ্চাশ কলসী সোণা চুরি ক'রেছে।

আর্ম্মা। না ছেড়ে দে—সেই বেটাই চোর। সে আর রাজা নেই। ওকে ছেড়ে দে।

কম। কে ও—কে ও—পিতা!

উজীর। জনাব! জনাব! সাজাদা।

সা-জ। যাঁ৷ যাঁ৷ একি! কমরলজমান! তুই! তুই! তুই! [পুত্রকে আলিঙ্গন।

আর্ম্মা। একি অদ্ভুত ব্যাপার?—এই তোমার ছেলে? খুলে দে! খুলে দে—খুলে দে।

(মার্জ্জিমানের প্রবেশ)

মার্জ্জ। ইলবিল ইল্লা, কিলবিল কিল্লা—গোসাল্লা, ঠিক মিলা—কি সাজাদা! চিনতে পার? এমন বাঁধন বেঁধে দিয়েছিলুম, সে বাঁধন কোথায় গেল? এ কাপ্তেনের দিরীতে প'ড়লে কখন?

উজীর। কেও ফকির সাহেব?

মার্জ্জ। হাঁ জনাব! সেলাম। জোড় মিলিয়ে ছুটী পাইয়েছিলুম জনাব! এ গোলামের কোনও দোষ নেই। এখন সাজাদার নসীবে জোড় যে মাঝখান থেকে কাপ্তেন হ'য়ে যাবে, তা কেমন ক'রে জান্‌ব?

সা-জ। এ সব ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ উজীর! আমি ত হতভম্ব!

উজীর। সেই ছোকরাকে আনান জনাব! কন্যাকে আনান, নইলে এ রহস্যের মীমাংসা হবে না। সেই ছোকরা সব জানে। সেই ছোকরাই এই চক্রের মূলাধার।

মার্জ্জ। ভাল, আমিই একবার চেষ্টা ক'রছি। সাজাদা! সাজাদী কই?

কম। পথে নিজের দোষে হারিয়েছি।

মার্জ্জ। তা বেশ ক'রেছ। তারপর এ বন্ধন—এও কি নিজের দোষে?

কম। এ যে কেন হ'ল, তা এখনও বুঝ্‌তে পারছি না। এখানকার রাজার হুকুমে আমি গ্রেপ্তার হ'য়ে এসেছি। শুনছি—আমি নাকি রাজার সোণা চুরি ক'রেছি।

মার্জ্জ। পাকড়াও সে চোর রাজাকো?

আর্ম্মা। বটে—বটে! পাকড়াও, পাকড়াও।

(বেদৌরাকে লইয়া হায়াতনের পুনঃ প্রবেশ)

মার্জ্জ। সাজাদা—সাজাদা! এই ইলবিল ইল্লা, কিলবিল কিল্লা! চ্যাং ফু!

সকলে। একি! একি অপূর্ব্ব সুন্দরী!

কম। বেদৌরা—বেদৌরা—প্রাণেশ্বরী! বেঁচে আছ?

বেদৌরা। বেঁচে আছি, শুধু বেঁচে নয়—একটি ছিলুম দুটী হয়েছি, অগ্রে আমার এই ভগিনীটীকে গ্রহণ কর। কোরাণ ছুঁয়ে আমি এই বালিকাকে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রেছি।

কম। কে ইনি বেদৌরা?

বেদৌরা। কে—পরে ব'লব, আগে গ্রহণ কর।

মার্জ। ঢোক গেলো কেন সাজাদা? টপ ক'রে নিয়ে ফেল। ওতে আবার দেরি কি? আপসে গিরতা হায়, গিরনে দেও—গিরনে দেও।

বেদৌরা। আগে না নিলে আমার সঙ্গে কোন কথা হবে না। বল—নিলুম।

মার্জ। নিলুম। থুড়ী, ভুলে গেলুম! সাজাদা নিয়ে ফেল, নইলে ফসকে যায়।

কম। দুনিয়ায় তোমার যা আপনার, আমারও তা। আমি তোমার দত্ত উপহার সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ ক'র্‌লুম।

বেদৌরা। জনাব! বাঁদী কমরলজমান সেজে আপনাকে ছলনা করেছে। পিতা আমি আপনার পুত্র না হ'লেও পুত্র স্থানীয়া।

সা-জ। অদ্ভুত ব্যাপার! অদ্ভুত ব্যাপার! মা ওঠ, আমি তোমায় চিনেছি। তুমিই স্বপ্নে আমার ছেলেকে পাগল ক'রেছিলে। আর তুমিও এস মা! তুমিও এস। আমি এক কন্যা খুঁজতে এসে দুই কন্যা পেয়েছি।

আম্মা। এসব কি ব্যাপার? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

উজীর। আর বোঝাবুঝি কি? ঈশ্বরের লীলা! এমন আনন্দের ঘটনা বুঝি কেউ কখনও দেখেনি।

বেদৌরা। চলুন, গৃহে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে বাঁদীর সব ঘটনা শুন্‌বেন চ'লুন। আর রাজ্যে সকলকে বিবাহোৎসবের সমাচার দিন।

(সকলের প্রস্থান)

(দানহাস ও মৈমুনীর প্রবেশ)।

দান। মৈমুনী রাণী! আমাদের কাজ ত মিটে গেল, এখনিত যে যেখান থেকে এসে পরস্পরে মিলে গেল। তারপর?

মৈমুনী। তারপর কি?

দান। জিত কার? অবশ্য মৈমুনী রাণীর কাছে সত্য কথাই শুনতে পাব।

মৈমুনী। সত্য কইতে হ'লে তোমারই জিত।

দান। তাহ'লে বান্দা যা চাইবে, তাকে দাও।

মৈমুনী। অবশ্য, কি চাও বল?

দান। দয়াময়ী মৈমুনীর একটু ভালবাসা।

দ্বৈত গীত।

দান। রিষে রিষে ভালবাসা বিষে বিষক্ষয়।

মৈমু। তোমার আমার মিলন যেমন এমনটি কি হয়।

দান। দুচোকে দেখতে নারি, শেষে কিনা হলেম তারি,

মৈমু। তবে কেন ব'লবে নারী, নারীর সকল সব।

দান। তুমি আমার মনময়ী,

মৈমু। তুমি মনময়।

উভয়ে। মনমের মর্ম্ম বোঝা ভালবাসার জয়।

(গাও ভালবাসার জয়)

যবনিকা পতন।

বাঙ্গালার মসনদ।

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

বিজ্ঞাপন।

মদীয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় প্রণীত ইতিহাস হইতে এই নাটক রচনায় সাহায্য লইয়াছি। এই জন্য উক্ত বন্ধুদ্বয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নানাকারণে এই নাটকখানিকে প্রথম সংস্করণে মনোমত করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে তাই অনেক স্থলে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সরফরাজ	মুর্শিদাবাদের নবাব।
আহম্মদ	ঐ উজীর (১ম)।
আলিবর্দ্দি	পাটনার নায়েব সুবেদার।
মর্ত্তজা	সরফরাজের উজীর (২য়)
গাউস খাঁ	ঐ সেনাপতি।
মর্দ্দান আলি	ওমরাও।
পুৎফুল্লা	ঐ
পীর খাঁ	ঐ
বাবর খাঁ	ঐ
নোয়াজেস্	আহম্মদের পুত্র।
আলমচাঁদ	সরফরাজের দেওয়ান।
চিন্তামণি	আলিবর্দ্দির দেওয়ান।
ছিদন খাঁ	সরদার।
মহম্মদ আলি	ঐ
সা হায়দারি	ফকীর।
নন্দলাল	হিন্দু সরদার।
বিজয়	ঐ
জালিম	বিজয়ের পুত্র।
ফতেচাঁদ জগৎশেঠ	হিন্দু ওমরাও।
গাপি খাঁ	আলিবর্দ্দির ভৃত্য।

সরদারগণ, মাঝীগণ, প্রহরী, ওমরাওগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রাবিয়া	সরফরাজের স্ত্রী।
মালেকা	গাউসের স্ত্রী।
ঘেসেটি	আলিবর্দ্দির কন্যা।
জিন্নেত উন্নীসা	সরফরাজের মাতা।
নাকীবিবি	জনৈক রমণী।
রমাবতী	বিজয়ের স্ত্রী।

গ্রাম্যরমণীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি

আলি। বেশ।

আহ। যাবার সময় একবার জগৎ শেঠ ও আলম চাঁদকে সেলাম দিয়ে যেতে পার্‌লে ভাল হয়। কিন্তু কি করে তা হবে?

আলি। তা আমি ঠিক ক'র্‌ব—সে বিষয়ে আপনাকে ভাব্‌তে হবে না।

আহ। তা হ'লে আর দাঁড়িয়ো না—রাত্রির অন্ধকারের সহায়তা গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(ঘেসেটী।)

ঘেসেটী। যাত্রার একপালা শেষ হ'য়ে গেছে, এইবার দ্বিতীয় পালার আরম্ভ ক'রতে হবে। প্রথম পালায় সুজাউদ্দীনকে ভুলিয়া ছাড়িয়ে যাত্রা শেষ ক'রেছি। দ্বিতীয় পালায় সরফরাজ তুমি। এবার তোমাকে ভুলিয়া ছাড়িয়ে, আমার পিতার নবাবী—প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত ক'র্‌তে হবে। তবে এবারের রণজয় বড়ই দুরূহ। সুজাউদ্দীনের বৃদ্ধা মহিষী জিন্নেত-উন্নীসা আমার সঙ্গে সম্মুখে যুদ্ধে দাঁড়াতে পর্য্যন্ত সাহস করেনি। কিন্তু এবারে প্রবল প্রতিদ্বন্দী। নবাব যুবক—আর তার পার্শ্বে রূপের সমস্ত অহঙ্কার স্পর্দ্ধা নিয়ে যুবতী রাবিয়া। কটাক্ষে পারস্যবীর রোস্তমের বল ধর্‌তে না পারলে এ যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। পার্‌বোনা? পার্‌তেই হবে। দর্পণ আমার এই কোমল বাহু দিয়ে আমারই চিবুক ধরে, আমারই নয়ন কটাক্ষের বিনিময়ে আমাকে যুদ্ধে যাবার ইঙ্গিত ক'রছে। আমার এ আসনাইয়ের লড়াইয়ে কত বল ধরিস্ আমি একবার দেখ্‌ব রাবিয়া! বাঁদী!

(নোয়াজিসের প্রবেশ)

নোয়া। তার বদলে বান্দা।

ঘেসেটী। একি! তুমি এখনও যাওনি?

নোয়া। (হাস্য) আমি পাশ কাটিয়ে চাচার কাছ থেকে সরে এসেছি।

ঘেসেটী। ও মূর্খ! তুমি ক'র্‌লে কি?

নোয়া। ভারী মজা ক'রেছি। চাচা বল্লেন নোয়াজেস, তোমাকে এখনি আমার সঙ্গে পাটনা যেতে হবে। আমি বুঝ্‌লুম, পেড়াপীড়ি ক'র্‌লে চাচা ছাড়্‌বে না। বল্লুম্ যাব। চাচা শুনে ভারী খুসী—বল্লে এত দিন পরে তোমার বুদ্ধি এসেছে। কেন যাব প্রশ্ন ক'র না, বিলম্ব ক'র না, এখনি যাবার জন্য প্রস্তুত হও। অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে চাচার ঘোড়াতে চেপেই বল্লুম, এই প্রস্তুত। চাচা হাঁ হাঁ করে উঠ্‌ল, তোৎলা খাপি খাঁ শালা আং আং করে উঠ্‌লো। আর আং আং ক'র্‌লে কি হবে, আমি ছুটলুম ব'লেই গঙ্গার পার। চাচা আর কি করে, আর একটা ঘোড়ায় চেপে আমার পাছু পাছু ছুট্‌লো। ছুটে যখন আমার প[illegible] ধ'র্‌তে পার্‌লে না, তখন চেঁচিয়ে ব'লে দি[illegible] "রাজমহলে আমার অপেক্ষা করো। আমি আচ্ছ[illegible] ব'লে ছুটের উপর ছুট দিলুম। তারপর আর এক পথ দিয়ে ঘুরে তোমার কাছে উপস্থিত হ'লুম।

ঘেসেটী। তাই ত! এযে সব মতলব ফাঁস হ'ল। এ বোকা স্বামী নিকটে থাক্‌লে ত কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না।

নোয়া। কি ঘেসেটী! চুপ ক'রে রইলে যে? আমাকে দেখে কি তোমার স্ফূর্ত্তি হ'ল না?

ঘেসেটী। স্ফূর্ত্তি?—কি বল্লে নোয়াজেস্ স্ফূর্ত্তি? তোমার মতন বোকা স্বামী যার—তার কখন কি স্ফূর্ত্তি থাক্‌তে পারে?

নোয়া। কি আমি বোকা? আমি চাচাকে ফাঁকি দিয়ে চলে এলুম—আমি বোকা?

ঘেসেটী। চাচাকে ফাঁকি দিলে না নিজে ফাঁকি পড়্‌লে। ভবিষ্যতে যা কিছু উন্নতির আশা ছিল, সব পণ্ড করে ফেল্‌লে।

নোয়া। কিসে পণ্ড হ'ল?

ঘেসেটী। কিসে পণ্ড হ'ল, তা' যদি বুঝ্‌তে পার্ব্বে তা হ'লে আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হ'য়ে—বাংলার উজীর হাজী আহম্মদের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু হ'য়ে আমার এত দুঃখ কেন? কোথাকার কে তারা সব নবাব সরকারে বড় বড় চাকরি করচে, আর উজীরের বড় ছেলে হয়ে—সুবেদারের বড় জামাই হয়ে—তুমি কিনা একটা তুচ্ছ দারগাগিরি করতে কবুতরায় পড়ে রয়েছো? তোমার কি ঘৃণা আছে, না লজ্জা আছে? তোমার ভাই জৈনুদ্দীন, সেও রংপুরের ফৌজদার। আমার ভগিনী আমিনা মহল থেকে ফিরে এসে দেমাকে মাথা তুলে যখন আমার সঙ্গে কথা কয়, তখন মনে হয়, মেদিনী যদি দ্বিধা হয়, আমি জীয়ন্ত কবরে প্রবেশ করি। নরাধম মূর্খ স্বামী! ভবিষ্যতে ফৌজদার হবার আশায় এক দিন সাধ করে অঙ্গ সাজিয়েছি, তাও তোমার সহ্য হল না?

নোয়া। কি করে বা ফৌজদার হব, আর কোথাকার ফৌজদার হব সেটা আগে বল, তবেত আমার বিশ্বাস হবে!

ঘেসেটী। হুগলীর ফৌজদারগিরি খালি হয়েছে তা জান! নবাব সুজাখাঁ মৃত্যুর কিছু দিন আগে ফৌজদার পির খাঁকে বরখাস্ত করেছে। তোমার বাপ্ তোমায় সেই চাকরি দেবার চেষ্টায় আছে। তুমি সরকারের বিনা হুকুমে তশীল ছেড়ে এসেছ জান্‌লে নবাব তোমাকে সে চাকরিতে কি বাহাল করবেন? এই জন্যে বাবা রাতারাতি তোমাকে পাটনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। মুরশিদাবাদে আমাদের অনেক শত্রু, তাদের মধ্যে যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, তোমার চাকরি পাওয়া ঘুচে যাবে; তোমার বাপের সম্ভ্রম নষ্ট হবে। তোমার বাপ নবাবকে বলেছেন, তুমি কবুতরায় আছ। আমার বাপ তোমাকে আন্‌তে নিজে হুকুমনামা নিয়ে চলে গেছে।

নোয়া। হোঃ হোঃ হোঃ!

ঘেসেটী। আবার হোঃ হোঃ কেন? কথাটা মাথায় প্রবেশ করলে না বুঝি?

নোয়া। খব প্রবেশ করেছে ঘেসেটী! পিরখাঁর ফৌজদারি নবাব আমাকে দেবে? পির খাঁ একে কালোয়াত! তার চোখে সুরফাঁকতাল, ঠোঁটে ঠুংরি! তার পর অন্দরে টোরী-ঝিঁঝিট খাম্বাজ-পিলু বারোঁয়া এই এমনি থেকে আরম্ভ করে, এত বড় বড় রাগিণী। সারেঙ্গের ছড়িতে কুলোয় না—তার চাকরী ছিনিয়ে নেবে বাবা! বাবা কি বুদ্ধিতে সুজা খাঁকে বশ করেছিল? যে জোরে বাবা বাঙ্গালার উজীরী পেয়েছে, সে জোর আমার থাক্‌লে আমি এতদিন বাবাকে ঠেলে উজীর হয়ে যেতুম।

ঘেসেটী। কি বললে বেয়াদব?

নোয়া। সে যাই বল বিবি! বেয়াদবই বল, বোকাই বল, আমি সে সব কথায় ভ্রূক্ষেপ করি না। আমার মন যখন যা বলে তাই বলি, মন যখন যা করতে চায় তাই করি। ভাই আমার রংপুরের ফৌজদার হয়েছে, তাতে আমি সুখী। যদি সে নিজ বুদ্ধি বলে সেই উচ্চ পদ পেয়ে থাকে—আর তা যদি আমি জান্‌তে পার্‌তুম—তা হ'লে আমার সুখের অবধি থাকত না।

ঘেসেটী। হুঁসিয়ার বেয়াকুব! ফের যদি এ রকম কথা কও, তা হলে আমি বাবাকে এখুনি ডাকব!

নোয়া। ডাক না বাবাকে, কবুতরার দারগাগিরি করছি, না হয় মোরোগ চরার মুহুরীগিরি করব।

(থাপিগাঁর প্রবেশ)

থাপি। য়্যা য়্যা হুং হুং উজুর য়্যা—

নোয়া। ওরে বেটা খেঁকশিয়ালি! ফেউর মতন পিছনে পিছনে আছ?

থাপি। কেং কেং—য়্যানে থাকব না! নাও চল!

নোয়া। কোথায় যাব?

থাপি। কোথায় তাকি হুজুর জান না?

নোয়া। আমি যদি না জানি, তোর বাবার কি? দেখ্ বেটা এক কথায় যদি বলতে না পারিস তাহ'লে যাব না।

থাপি। এক কথাতেই বলব তার আর কি!

নোয়া। তুই বেটা যে দিন এক কথাতে বলতে পারবি, সে দিন আমি তোকে আমার দারগাগিরি বকসিস দেব।

থাপি। ইস্ তা আর দিতে হয় না?

নোয়া। তবেরে পাজি বেটা, দিতে হয় না? আমি কি মিথ্যাবাদী? বল্ বেটা এখনি বল্ আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি।

থাপি। এই যে বলছি! পাং! পাং! পাং!

নোয়া। বল্ বেটা বল, (থাঁপির কথা কহিবার চেষ্টা) বল্ বেটা, বল্ পাজী বেটা— ঠকিয়ে তুমি আমার দারগাগিরি নেবে?

থাপি। কে তোমার দাং আং আং আরগা গিরি চায়।

নোয়া। তুই চাস্ না তোর বাবা চায়, ঠকিয়ে আমার দারগাগিরি নেবে? আমার সাধের দারগাগিরি! বিবি চটে লাল—বাপ রেগে কাঁই—আমার এমন সাধের দারগাগিরি তুমি ঠকিয়ে নেবেরে বেটা তোতলা?

থাপি। আমি বলব না।

নোয়া। তাই বল্! আমি নিশ্চিন্ত হলুম। শোন ঘেসেটী, যদি ফৌজদারি আমার নিতে হয়, তা হলে তোমাদের এমন নীচ সাহায্যে আমি তা গ্রহণ করব না। যদি নিজের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে সৎকার্য্যের ফলস্বরূপ কখন আমার ভাগ্যে ফৌজদারি লাভ ঘটে, তবেই তাই আমার যথার্থ উপভোগ্য বস্তু বলে আনন্দের সহিত গ্রহণ কর্ত্তে পারি, নতুবা নয়। আর তোমাকে বলি, তোমার প্রবৃত্তি অদম্য তেজে যে মুখে ছুটেছে, যদিও তা উপদেশে রোধ কর্ত্তে পারব না, তবু কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমায় বলে যাই, সরফরাজ সুজা খাঁ নয়। স্বামীর সামান্য ফৌজদারির জন্য ধর্ম্ম বিক্রয় কর্ত্তে গিয়ে অবিক্রেয় অপযশের বোঝা মাথায় করে ঘরে ফির না। যতই সাজ সজ্জা কর, যতই সুগন্ধে দেহ লিপ্ত কর, যতই চোখে সুরমা লাগিয়ে কটাক্ষ প্রস্তুত কর, সরফরাজকে প্রলুব্ধ কর্ত্তে পারবে না।

ঘেসেটী। কি! এমনি করে অপমান? চাচা! [প্রস্থান।

থাপি। হুজুর, চল! (ইঙ্গিত)

(আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। বেয়াদব তুমি চাচার সঙ্গে পাটনায় যেতে পথ থেকে পালিয়ে এসেছ? তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহ'লে থাপি খাঁর সঙ্গে ফিরে যাও!

নোয়া। কেন বাবা! সবে মাত্র এক দিন আমি এসেছি, কি মঙ্গল না বল্লে আমি যেতে পারি না!

আহ। পাটনায় যাও, আমার ভাই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে।

নোয়া। আমার বুদ্ধিমান্ পিতা থাক্‌তে পিতৃব্যের কাছে বুঝ্‌তে যাব কেন?

আহ। খবরদার নোয়াজেস! তকরার ক'র না।

নোয়া। বলুন আপনাদের মঙ্গলের জন্য, আমার জন্য নয়।

আহ। বেশ তাই। তোমার নয়, আমাদেরি মঙ্গলের জন্য, তুমি সৎ পুত্র, আমার মঙ্গলের জন্য এখনি মুরশিদাবাদ সহর ত্যাগ কর।

নোয়া। বেশ, আয় খাপি খাঁ চলে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

আহ। ভাল একটা আহাম্মুখের পাল্লায় প'ড়ে অস্থির হ'তে হয়েছে। আরে হতভাগা—এত যে উদযোগ আয়োজন ক'রচি—এ সব কা'র জন্যে? তোর চাচাকে যদি একবার মুরশিদাবাদের মসনদে বসাতে পারি, কালে বেঁচে থাকলে তুইও যে বসবিরে হতভাগা। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

— সরফরাজ খাঁ।

সর। সাত দিন ঘরে ব'সে মাথা ঘামিয়েও কিছু মীমাংসা ক'রে উঠতে পার্‌লুম না। কি মূর্ত্তি নিয়ে আমি প্রজার সমুখে উপস্থিত হই? রাজ্য রক্ষা করি, না আত্মরক্ষা করি? রাজ্য রাখ্‌তে হ'লে আত্মাটা চিরদিনের জন্য শয়তানের কাছে বিক্রয় ক'রে ফেল্‌তে হয়। সাত বৎসর ধরে, নিভৃতে, নীরবে ঈশ্বরের মহিমময় নাম শুধু হৃদয় মধ্যে পুরে এই যে আমি সাধন ক'রে এলুম, এই সাত দিনের রাজ্য চিন্তাতেই মন থেকে তা একরূপ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। এ কয়দিন তাঁকে একবারও স্মরণ ক'রেছি কিনা স্মরণে আন্‌তে পারছি না। রাজদণ্ড হাতে ক'র্‌তে না ক'র্‌তেই যদি এই অবস্থা, হাতে ক'র্‌লে কি অবস্থা হবে তাত বুঝ্‌তে পারছি না। পিতার অস্তিত্বের অন্তরালে বসে আমি আপনাকে লুকিয়ে রাখ্‌বার সুন্দর অবকাশ পেয়েছিলুম। পিতার রাজত্বকাল মধ্যে একদিনও আমি মুরশিদাবাদ ছেড়ে অন্যত্র যাইনি। অথচ আমি মুরশিদাবাদবাসীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মাতামহ প্রসিদ্ধ লোকচরিত্রবেত্তা মুরশিদ কুলী খাঁ জান্‌তেন—আমি কাফের। শত তিরস্কারেও আমার মুখ থেকে আমার হৃদয়বল্লভের নাম বার ক'র্‌তে পারেন নি। ঘৃণায় তিনি আমার মুখ দর্শন ক'রতে চাইতেন না। পিতা জান্‌তেন আমি স্ত্রীলোক, মা জানেন আমি শিশু, স্ত্রী জানে আমি অলস। বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে চ'লে এসেছি। কিন্তু আর ত লুকুনো চলে না। রবি-দীপ্ত দ্বিপ্রহরে প্রজার পিপাসিত লোচনের সম্মুখে আর ত আত্মগোপন করা চ'ল্‌বে না। তা' হ'লে কি করি?

নেপথ্যে। আপকো যো খোস হ্যায়।

সর। একি, কে বল্‌লে? আমার মনের কথার এ অপূর্ব্ব উত্তর কে দিলে? কোন্ হায়রে? একি বেগম সাহেব, তুমি এখানে?

(রাবিয়ার প্রবেশ)

সর। বাইরে কথা কইলে কি তুমি?

রাবিয়া। কই না জাঁহাপনা।

সর। তবে কে কইলে?

রাবিয়া। কি কথা জাঁহাপনা?

সর। আপকা যো খোস্ হ্যায়।

রাবিয়া। কই, আমি ত বলি নি!

সর। কে ব'ল্‌লে, সন্ধান নাও দেখি।

রাবিয়া। সমস্ত প্রজাকে বিদ্রোহী করে, তবে কি আপনি ঘর থেকে বেরুবেন জাঁহাপনা?

হুকুমে [illegible]

সর। আগে তার খোঁজ নিয়ে এস, তবে আমি তোমার কথার জবাব দেব।

[রাবিয়ার প্রস্থান।

(জিন্নেতউন্নীসার প্রবেশ)

জিন্নেত। নবাব!

সর। পুত্র বল মা!

জিন্নেত। না, তা কেন ব'ল্ব? যখন সংসারের ভেতর মায়ের আদর দেখাতে আস্ব, তখন তোমাকে পুত্র ব'ল্ব। এখন মুলুকের কথা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি! মুলুকের মালিক তুমি, সকলে যে আখ্যায় তোমায় সম্বোধন করে, আমিও তাই ক'র্ব!

সর। কি ব'ল্তে এসেছ বল।

জিন্নেত। কাল তুমি দরবার ক'র্বে শুন্তে পাচ্ছি। তাই ব'ল্তে এসেছি, যদি দরবারই কর, তা হ'লে সকলের আগে উজীরকে বরখাস্ত কর।

সর। বিনা দোষে বরখাস্ত কেমন ক'রে ক'রব মা?

জিন্নেত। বিনা দোষ? ওই বেইমানই আমার স্বামীর প্রাণ নিয়েছে।

সর। সে কথা এখন ব'ল্লে ত আর চ'ল্বে না—সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

জিন্নেত। উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই বা তাতে কি? তুমিই ত নবাব। আমি বিচার প্রার্থনা ক'র্ছি। সেই নরাধমই নানা প্রকারে আমার স্বামীর চরিত্র কলুষিত ক'রেছে। তারই জন্য আমি স্বামী পাইনি। নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর কন্যা হ'য়েও আমি এতকাল লাঞ্ছনায় জীবন কাটিয়েছি। স্বামীর মৃত্যুকালেও বেইমান আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্তে দেয়নি।

সর। তাতে উজীরের দোষ বেশী কি পিতার দোষ বেশী জান?

জিন্নেত। আগে ত তোমার পিতা ওরূপ ছিলেন না। যে দিন থেকে ওরা দুই ভাই তাঁর সঙ্গী হ'য়েছিল, সেই দিন থেকেই তাঁর মাথা বিগ্ড়ে গিয়েছিল।

সর। উজীর দোষী তুমি ধর্ম্মতঃ বল্তে পার?

জিন্নেত। ঠিক কেমন ক'রে বল্ব?

সর। তা হ'লে আমিই বা তোমার কথা কেমন ক'রে রাখ্ব? আমার বোধ হয় সে বিষয়ে পিতা যত দোষী, ওরা দু'ভাই তত দোষী নয়।

জিন্নেত। স্ত্রী কন্যার ইজ্জত বেচে যারা সম্ভ্রম কেনে—তুমি তাদের সঙ্গী করে কি রাজত্ব ক'র্তে পার্বে? কোন্ দিন না চক্রান্ত ক'রে বসে। তুমি বালক—দুনিয়া'র কিছুই জান না।

সর। সেটা ত তোমারই দোষে মা! তোমার অন্যায় সন্তানবাৎসল্য আমার যত অনিষ্ট করেছে! ওরা তার চেয়ে বেশী কি অনিষ্ট ক'র্বে? আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কোন কার্য্য ক'র্তে শিখিনি। পিতা আমাকে নায়েব সুবাদার নিযুক্ত ক'রে পাটনায় পাঠাতে চাইলেন, তুমি একমাত্র পুত্রকে ছেড়ে থাক্তে পার্বে না বলে আমাকে যেতে দিলে না। শেষে ঢাকার নায়েব নাজিমী আমাকে দেওয়া হ'ল। তুমি পদ্মা পারের ভয় দেখিয়ে আমাকে ঘরে বসিয়ে রাখ্লে। আলিবর্দ্দী একদিন মাত্র মুরশিদাবাদে এসে যে রকম পরিচিত হ'য়ে গেছে, মুরশিদ কুলি খাঁর দৌহিত্র আমি পঁচিশ বৎসরেও সেরূপ পরিচিত হ'তে পারলুম না।

জিন্নেত। ছিঃ!—সে ত দুর্নাম নিয়ে গেছে। তা'রা দুই ভাই নবাবকে হত্যা ক'রেছে, এ কথা সমস্ত সহরে রাষ্ট্র।

সর। যাই হ'ক্, তাদের ত একটা পরিচয় হ'য়েছে, আমার যে কিছু নেই!

জিন্নেত। না বাপ্, পরিচয় না হয় তা'ও ভাল, অমন পরিচয়ে তোমার দরকার নেই!

সর। বস্—সেই আশীর্ব্বাদ কর—আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হই। অতি যত্নে তুমি আমার পরিচয় ডুবিয়ে রেখেছিলে—ডুবিয়ে মায়ের কাজ করেছিলে। এখন আবার তা ভাসিয়ে তোল্বার এত ব্যাকুলতা কেন মা?

জিন্নেত। এত হুঁসিয়ার লোক, সরকারে নকুরি ক'র্‌ছে, তারা থাক্‌তে তোমার ভাবনা কি?

সর। ভাবনা কিছু নেই। ভাবনা তাদের! জেনানা মহল থেকে একটী সুসজ্জিত স্বর্ণক্ষুর-গর্দ্দভ বেরুবে, তারা তাই দেখ্‌বার প্রত্যাশায় সাত দিন ধ'রে দরবারে গলা বাড়িয়ে বসে আছে। গর্দ্দভটীকে দেখ্‌লেই তারা নিশ্চিন্ত হয়। যতই দিন যাচ্ছে, ততই তাদের ভাবনা বাড়্‌ছে।

জিন্নেত। তবে আমি আর বেশী কি ব'ল্‌ব, তুমি যা ভাল বুঝ্‌বে তাই কর। [প্রস্থান।

(রাবিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

সর। কে ব'ল্‌লে জান্‌তে পার্‌লে?

রাবিয়া। ও একটা বাঁদী আর একটা বাঁদীকে তামাসা ক'রে বল্‌ছিল।

সর। তুমি সেই বাঁদীকে একবার ডেকে আনতে পার?

রাবিয়া। এই তুচ্ছ কথার জন্য তাকে আর ডাকিয়ে কি হবে? এ বাঁদি যা' জিজ্ঞাসা ক'রলে, তার উত্তর এখন কি বলুন।

সর। কি প্রশ্ন ক'রেছিলে, আর একবার বল বেগম সাহেব।

রাবিয়া। আপনি দরবার ক'র্‌তে আর বিলম্ব ক'র্‌ছেন কেন?

সর। না, আর বিলম্ব করব না। আজ আমি বাঁদীর মুখে হুকুম পেয়েছি। তবে, তুমি যখন আমার জীবনপথে সুখ দুঃখের সঙ্গিনী, তখন যাত্রা কর্‌বার পূর্ব্বে তোমাকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাবিয়া। করুন।

সর। পিতা মৃত্যুকালে গোপনে আমাকে একটী পরামর্শ দিয়ে গেছেন! ব'লে গেছেন, রাজ্য শাসনের কূট নীতিতে তুমি একেবারেই অভ্যস্ত নও। যদি সুশৃঙ্খলে রাজ্য চালাতে চাও, তা হ'লে পুরাতন কর্ম্মচারীর একজনকেও কর্ম্মচ্যুত ক'র না। বিশেষতঃ হাজী আহম্মদকে কোনও কারণে তা সে কারণ যতই গুরুতর হ'ক, বরখাস্ত ক'র না। বরখাস্ত ক'রলে ছ'মাসও রাজ্য রাখ্‌তে পার্‌বে না। এদিকে মা হাজী আহম্মদকে বরখাস্ত করতে একান্ত অনুরোধ ক'রে গেছেন। এখন তোমার মত কি বল, কা'র কথা রাখব?

রাবিয়া। মা দুনিয়ার কিছুই জানে না। আপনি পিতার পরামর্শানুসারেই কার্য্য করুন।

সর। কিন্তু আর একটা কথা ব'লে গেছেন, সে তোমার পক্ষে বড় বিষম কথা।

রাবিয়া। আমার পক্ষে বিষম কথা? আমাকে কি ত্যাগ করতে ব'লে গেছেন?

সর। তার চেয়েও বেশী।

রাবিয়া। তবে কি খুন?

সর। তার চেয়েও বেশী। তোমাকে জীবন্তে দগ্ধ ক'র্‌তে হুকুম দিয়ে গেছেন। ব'লে গেছেন, তোমার এক-পত্নীনিষ্ঠ হ'য়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। আমার মতন নিত্য নূতন আমোদ নিয়ে থাক্‌তে হবে। প্রতি সন্ধ্যায় ফররাবাগে ইয়ারকির তোড় চালাতে হবে। আর উজীরকে সেই ইয়ারকির খোরাক জোগান কাজে নিযুক্ত রাখ্‌তে হবে। তাকে শুধু রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত রাখ্‌লে, অল্পদিনের ভেতরেই তোমাকে রাজ্যচ্যুত কর্‌বার পন্থা বার ক'রে ফেল্‌বে। যদি রাজ্য ক'র্‌তে চাও, তা হ'লে এই ক'টী কাজ কর—উজীরকে রাখ, সন্ধ্যা থেকে সকাল

পরীক্ষ হরদম্ ইয়ারকি দাও—রাতে একদম ঘুমিয়ো না, আর বেগম মহলের কানাচেও যেয়ো না। রাবিয়া বেগমের চোখের জলে তুমি রাজনীতির শুষ্ক পথকে সিক্ত কর। মা ব'লেছেন, তুমি আমার কথা রাখ—বেইমানকে বরখাস্ত কর। এইবার বল কি ক'রব?

রাবিয়া। কেন, মহাত্মা নবাব মুরশিদকুলিও ত এক-পত্নী-নিষ্ঠ ছিলেন।

সর। তখন দুধ কলা দিয়ে পোষা সাপ ফণা তোলবার যোগ্য হয়নি। এখন তারা দু'ভাই প্রকাণ্ড ফণাধর অজগর। তারা দিল্লী থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তিন মুল্লুকেরই সুবাদারী সনন্দ নিজেদের নামেই আনিবার চেষ্টায় ছিল। শুধু পিতার জন্য পেরে ওঠেনি। এখনও তারা চেষ্টায় আছে। নিবৃত্ত করতে হ'লে, উজীরকে পিতার মতন রমণী সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত রাখতে হয়। বল রাবিয়া, একেবারেই স্থির করে বল কি করি।

রাবিয়া। জাঁহাপনা! বাঁদী আর কি বল্‌বে, আপকো যো খুস্ হ্যায়।

সর। বেশ, রাবিয়া বেশ। ওহি বাত বোল্‌না, মেরা যো খুস হ্যায়। (চক্ষে রুমাল দিয়া রাবিয়ার প্রস্থান) বা! বা! পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, বক্ষে গজমতি হার—সমস্ত বিলাস-বর্ম্মের আবরণের মধ্যেও রাবিয়া ঈর্ষার শর-সন্ধানকে ব্যর্থ করতে পারলে না! মর্ম্ম-পীড়িতা কুরঙ্গিণী বিদ্ধ-বক্ষ লুকিয়ে টল্‌তে টল্‌তে দ্রুত চলে গেল! আপনার লোভে আপনি আহত হয়েছে, এ মর্ম্মবেদনা তরু লতাকেও জানাবার উপায় নাই। বা! রূপের দরিয়া আজ নিজের তরঙ্গে নিজেকে আঘাত করছে, চুম্বন প্রয়াসী সমীরণ ব্যাপার দেখে অপ্রতিভ হয়ে স্থির! বা! রাবিয়া বা!

(বাখরের প্রবেশ) বাখর! কবুরা বাগ সাজিয়ে রাখতে উজীরকে বলে এসেছ?

বাখর। আজ্ঞে জাঁহাপনা! উজীর সাহেব আগে হতেই তার বিপুল আয়োজন করেছেন।

সর। বেশ, এখন এক কাজ কর। একটা দরবেশের পোষাক তুমি কাল সন্ধ্যার মধ্যে আমার জন্য তইরি করিয়ে রাখ।

বাখর। কেন জাঁহাপনা?

সর। কাল রাত্রে আমি একবার ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করব।

বাখর। সেকি জাঁহাপনা? তা কেমন করে হবে?

সর। কেন হবে না?

বাখর। চারিদিকে দুসমন।

সর। কত?

বাখর। তা হিসেব করে বলব কেমনকরে? কে যে দুষমন নয়, তা ত বলতে পারি না!

সর। বেটা একটা আন্দাজী হিসেব বল না—মিছে তকরার করিস কেন?

বাখর। প্রায় সবই দুসমন। জাঁহাপনা! তাহ'লে সত্য কথা বলি, এ সহরের উঁচু নীচু যে যেখানে আছে, উজীর তাদের এরূপ বশ করেছে যে, তারা সবাই আলিবর্দ্দীকে চায়, আপনাকে চায় না।

সর। তাই বল, বাহিরে শত্রু—ভিতরে শত্রু! বাখর দরবেশের পোষাক এনে দে!

বাখর। সত্যি সত্যিই বেরুবেন?

সর। এই ত বেরিয়ে রয়েছি! শুধু একটা আবরণ—বাখর! একটা আবরণ!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-কক্ষ।

আলিবর্দ্দী।

আলি। কি করব? কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সব বুঝতে পারছি, কিন্তু কিছুতেই লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ওরে! (সটকা লইয়া খাপি খাঁর প্রবেশ) সটকা রাখ, রেখে দেওয়ান এল কি না খবর নে।

খাপি। যো হুকুম।

আলি। আর শোন, যদি দেখিস না এসে থাকে, তাহ'লে এক দৌড়ে তার বাড়ীতে চলে যাবি।

খাপি। এখান থেকে ছুটব?

আলি। এখান থেকে ছুটবি কিরে পাজি!

খাপি। আজ্ঞে হুজুর যে বললে।

আলি। আমি কি তোকে এখান থেকে ছুটতে বললুম?

খাপি। হুজুর বল্লে, যদি দেখিস্ সে না এসে থাকে! বললে না?

আলি। তাত বল্লুম, তাতে কি!

খাপি। তাতেই সব! আমি ত দেখে এলুম সে আসেনি।

আলি। যা বেটা যেতে হবে না, দেউড়িতে থাক্‌গে যা। এলে বরাবর সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।

খাপি। যো হুকুম।

আলি। আর দেখ। আমি এসেছি যেন বেগম সাহেব জানতে না পারে।

খাপি। কেং কেং কেং।

আলি। যা বল্লুম করগে, কেং কেং কেং ক'রে মরিসনি। যা না বেটা।

খাপি। এই যে যাচ্চি! [খাপিখাঁর প্রস্থান।

আলি। বুঝতে পারছি অন্যায় করছি, কিন্তু বাংলার মসনদের প্রলোভন ত্যাগ কর্ত্তে পাচ্চি না! অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সামান্য মুহুরির শতধাছিন্ন মলিন আসন থেকে সিংহাসনের বাহুপ্রমাণ অন্তরে এসে দাঁড়িয়েছি। বুঝতে পারছি একবার ছুঁতে পারলেই সে আসন চিরদিনের জন্য আমার। এ প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছি না। বাংলার সিংহাসন গ্রহণের এমন সুসময় আর আসবে না। দিল্লীর এখন শোচনীয় অবস্থা। এক সময় দিল্লীর এই অবস্থায় পাঠানেরা বাংলায় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এখন আবার সেই দিন এসেছে! একবার সিংহাসনে বসতে পারলেই আমি বাংলার স্বাধীন নরপতি হতে পারি। বড় প্রলোভন—বড় প্রলোভন!

(চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। জনাবালি গোলামকে তলব করেছেন কেন?

আলি। এই যে ভাই এসেছ! আমি ব্যাকুল হয়ে তোমার প্রতীক্ষা করছিলুম।

চিন্তা। কেন জনাবালি! কোন কি বিপদ ঘটেছে?

আলি। সমূহ বিপদ! তাই থেকে কিসে উদ্ধার পাব, সেই বিষয় স্থির করবার জন্য জরুরী তোমাকে ডাকিয়েছি।

চিন্তা। আপনি কখন্ মুরশিদাবাদ থেকে এলেন?

আলি। এই এসে দাঁড়িয়েছি! এখনও পর্য্যন্ত মহালে প্রবেশ করিনি। বেগম সাহেব পর্য্যন্ত আমার আগমন জানেন না। শীঘ্র একটা কর্ত্তব্য স্থির করতে না পারলে আমাকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হতে হবে। আমি নবাবের তলব-আনা চিঠি অমান্য করে পাটনায় চলে এসেছি।

চিন্তা। আপনিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন?

আলি। তা তো গিয়েছিলুম। ছ'দিন পর্য্যন্ত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করলুম। ভায়ের ইচ্ছা, আমি মুরশিদাবাদে না থাকি, তবুও ছ'দিন রইলুম। নবাবের বার হল না দেখে কাল রাত্রে চলে আসছি, এমন সময় হুজুরে হাজির হবার জন্য এক জরুরী তলবআনা চিঠি এসে উপস্থিত হল। শুনলুম মর্দ্দান আলির সঙ্গে পরামর্শ করে নবাব আমাকে এই চিঠি পাঠিয়েছে। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলুম, ভাইয়ের কিন্তু তা অভিপ্রায় ছিল না। তাই কিছুতেই সরকারে হাজির হতে দিলেন না। তাঁরই ইচ্ছায় আমি মুরশিদাবাদ সহর ত্যাগ করে চলে এসেছি।

চিন্তা। ভালই করেছেন। থাকলে আপনাদের বিপদ ঘটত। মর্দ্দান আলির পরামর্শেই কাল রাত্রে নবাব আপনার ওপর তলব আনা চিঠি পাঠিয়েছে। গেলে আপনার বিপদ হত। মর্দ্দান আলি আপনাদের দুই ভাইয়ের চির শত্রু! সুতরাং তার পরামর্শ কিছুতেই আপনাদের অনুকূল নয়।

আলি। তা হলে চলে এসে ভাল করেছি?

চিন্তা। খুব ভাল করেছেন! দেখা হলে আর আপনি মুরশিদাবাদ থেকে আসতে পারতেন না। আপনার পরিবর্ত্তে মর্দ্দান আলি এসে পাটনা শাসন করত। দুই ভাইকে আয়ত্তে এনে নবাব আপনাদের কি অনিষ্ট যে না করতে পারতো, তা বলতে পারি না।

আলি। এখন?

চিন্তা। বুদ্ধিমানের সর্ব্বদাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা কর্ত্তব্য। আপনি প্রস্তুত হন।

আলি। কি নিয়ে প্রস্তুত হব? নবাব ভোজপুরী জমিদারের বিদ্রোহ-দমনের জন্য যে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, এখন যদি তাদের তলব করেন?

চিন্তা। তলব করলেই যে তারা যাবে, তার মানে কি?

আলি। এ তুমি কি বলছ দেওয়ান?

চিন্তা। যাতে না তারা যায়, তার এখনি ব্যবস্থা করচি। খাপি খাঁ!

(খাপিখাঁর প্রবেশ।)

মুস্তাফা খাঁকে সেলাম দাও।

খাপি। আঃ আঃ সেত অনেকক্ষণ দিয়েছি। তিনি আসছেন।

(মুস্তাফা খাঁর প্রবেশ)

চিন্তা। নন্দলাল সিং বাবুকে সেলাম দাও। (খাপি খাঁর প্রস্থান) খাঁসাহেব! আপনার পলটনের তলবানা আনতে জনাবালি মুরশিদাবাদে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানে তিনি সরকার থেকে এক পয়সা আদায় করতে পারেননি।

মুস্তাফা। ইয়া আল্লা! তবেই তো মুসকিল, অনেক স্তোক বাক্য দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রেখেছিলুম। যখনি তারা জানতে পারবে তাদের টাকা পাওয়া কঠিন, তখনি তারা বিদ্রোহী হবে, আমি তাদের কিছুতে শান্ত করতে পারব না।

চিন্তা। কিন্তু আপনার পল্টন নবাবের প্রাণ। নবাব সব ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু আপনার পল্টনের ন্যায় প্রভুভক্ত বীর সকলকে তিনি প্রাণ থাকতে ত্যাগ করতে পারবেন না। তাই তিনি নিজের তহবিল থেকে টাকা নিয়ে আপনাদের সমস্ত চুকিয়ে দিতে ইচ্ছা করেছেন। কাল প্রাতঃকালে আপনাদের সমস্ত পল্টনকে ছাউনিতে থাকতে আদেশ করুন। আমি নবাবের সম্মুখে পাই কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত চুকিয়ে দেব।

মুস্তাফা। বহুত আচ্ছা সেলাম জনাবলি! নইলে যে কি বিপদ উপস্থিত হ'ত, তা আমি আপনাকে অনুমানেও বলতে পারছি না।

চিন্তা। কিন্তু ভাই! নবাবের বহু কষ্টের সঞ্চিত অর্থ। তার দিকে আপনারা একটু দৃষ্টি রাখেন, এই আমাদের অভিপ্রায়।

মুস্তাফা। দৃষ্টি কি বলছেন জনাব! আমরা হুজুরালির গোলাম। হুজুরালি আমাদের দারুণ অর্থাভাবে যে উপকার করলেন, আমার পল্টন—জেনে রাখুন জনাব—আজ থেকে হুজুরের প্রাণ রক্ষার জন্য জান পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকবে।

চিন্তা। বহুত আচ্ছা, সেলাম!

[মুস্তাফার প্রস্থান।

আলি। এসব কি করেছ দেওয়ান? আমি যে তোমার ব্যাপার দেখে বড়ই বিস্মিত হচ্ছি!

চিন্তা। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই জনাবালি! আপনি যেদিন থেকে মুরশিদাবাদ গেছেন, সেদিন থেকে এক লহমারও জন্য আমি নিশ্চিন্ত নাই। এই চার হাজার রোহিলা সৈন্যের রসদ ও তনখা দেওয়ার ভার রায় রায়ান আলমচাঁদ আমার উপর দিয়েছিলেন। প্রথম দুইমাস আমি পূর্ব্ব প্রথানুসারে রীতিমত সময়ের মধ্যে সৈন্যদের রসদ ও তনখা দিয়ে আসছিলুম। তৃতীয় মাসে বৃদ্ধ নবাবের পীড়ার সংবাদ আমার কর্ণগোচর হল। আপনারা কে কি মনে করেছিলেন জানি না, আমি কিন্তু পীড়ার কথা শোনা মাত্রেই বুঝেছিলুম, এবার নবাবের আর নিস্তার নাই। তাই ভেবে আগে থাকতেই সাবধান হয়েছিলুম। নবাবের রোগের দোহাই দিয়ে রীতিমত তনখা বন্ধ করেছিলুম। এইরূপে অল্পে অল্পে সমস্ত পল্টনের তিন মাসের তনখা হস্তগত করে রেখেছি। পূর্ব্বে নবাবকে সমস্ত সেপাই ভক্তি করত বলে, কেউ এতদিন কোনও অসন্তোষের লক্ষণ [illegible] করেনি। তাদের বিশ্বাস ছিল, যেই নবাব [illegible] উঠবেন, অমনি তিনি একদিনে তাদের সমস্ত বকেয়া মাহিনা চুকিয়ে দিতে হুকুম দিবেন। আমিও তাদের সেই আশা দিয়ে রেখেছিলুম। নবাবের মৃত্যু-সংবাদ শোনা মাত্র তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে গেল। তারা তখন উন্মত্তের মত আমার কাছে ছুটে এলো। আমি প্রথমে তাদের সরকারের কাছে টাকা প্রাপ্তির সম্বন্ধে হতাশ করে দিলুম। তার পর—আর আপনাকে কি বলব—অল্পে অল্পে আপনার দোহাই দিয়ে তাদের আবদ্ধ করে এনেছি। আর আজ সরকারের প্রবল শক্তিশালী পল্টনকে জনাবালির পল্টনে পরিণত করেছি।

আলি। বন্ধুবর, তোমার এই অপূর্ব্ব কার্য্যের পুরস্কার, আমার কোষাগারের সমস্ত রত্নরাশি একত্র করলেও অযোগ্য! ভাই! আমার এই উন্মুক্ত বক্ষঃ ভিন্ন আর কিছুই তোমাকে দেবার নাই। কৃপা করে নিজ বক্ষে গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ কর।

চিন্তা। কিছু করতে হবে না জনাবালি। আমি আপনার গোলাম। শুধু আমি আপনার প্রীতি ভিক্ষা করি। যদি আপনার বিপদ আমার কর্ণগোচর হত, তা হ'লে চার হাজার রোহিলা উন্মুক্ত অসি হস্তে আপনাকে মুক্ত করতে মুরশিদাবাদ অভিমুখে ধাবিত হত। মুরশিদাবাদে এমন কোন পল্টন নেই যে, তাদের গতিরোধ করতে সমর্থ হয়। তার পর আপনার প্রভুভক্ত বীর নন্দলালের অধীনে পাঁচ হাজার প্রভুভক্ত অজেয় রাজপুত আছে। সে গেলে আপনাকে মসনদে না বসিয়ে ফিরে আসত না।

আলি। বস্, আর অধিক বলবার প্রয়োজন নেই! বুঝলুম এরূপ বন্ধু-ভাগ্যে ভাগ্যবান

আলিবর্দীকে অপদস্থ করতে—ক্ষুদ্র সঙ্করাজ ত পরের কথা—দিল্লীশ্বরেরও সাধ্য নাই!

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। গোলামকে কেন তলব করেছেন জনাবালি?

আলি। আমি মুরশিদাবাদ থেকে ফিরে এসেছি, তুমি এর পূর্ব্বে কি সংবাদ রেখেছ?

নন্দ। একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন জনাবালি?

আলি। জিজ্ঞাসা করবার কারণ না থাকলে জিজ্ঞাসা করব কেন!

নন্দ। জনাবালি জানতে পেরেছি! সুধু তাই কেন, কখন কোন্ মুহূর্ত্তে আপনি উজীর সাহেবের গৃহত্যাগ করেছেন, কখন জগৎ শেঠের সঙ্গে দেখা করেছেন, নোয়াজেস খাঁর জন্য কোন্ স্থানে অপেক্ষা করেছেন—সমস্ত খবর রেখেছি।

আলি। তা বুঝতে পেরেছি। তুমি তোমার সেই চরটিকে আমার কাছে এনে উপস্থিত করতে পার?

নন্দ। কেন জনাবালি?

আলি। আমি তাকে এই মতির মালা বক্সিস দেব। এবয়স পর্য্যন্ত আমি অনেক অশ্বারোহী দেখেছি, কিন্তু এরূপ কুশলী অশ্বারোহী আমার আর কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি তার কাছে হার মেনেছি!

নন্দ। বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘোড়সোয়ার পরাভব স্বীকার করছেন, এর চেয়ে তার অধিক কি পুরস্কার হতে পারে জনাবালি?

আলি। আমি স্বহস্তে তাকে পুরস্কার দেব! প্রথমে নবাবের চর মনে করে তাকে আমি ধরবার চেষ্টায় ছিলুম। কিন্তু সে লুকোচুরি খেলিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে পরাস্ত করেছে। কখন বামে, কখন দক্ষিণে, কখন সম্মুখে, কখন পশ্চাতে, কখন বিদ্যুৎ-গতিতে পশ্চাৎ থেকে এসে আমার আশুগতি প্রসিদ্ধ অশ্ব আসমানকে পশ্চাতে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শেষে অবশ্য সে ধরা পড়েছে, তা না হলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতুম না। তাকে তোমার গৃহে প্রবেশ করতে দেখেছি।

[নন্দলালের প্রস্থান।

চিন্তা। এখন তাকে আনাচ্ছেন কেন?

আলি। আমি এখনি এ সংবাদ আমার ভাইয়ের কাছে না পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। নবাবের চার হাজার পাঠান পল্টন আমার হয়েছে,* একথা তাঁর কর্ণগোচর হলে, তিনি মুরশিদাবাদে দ্বিগুণ উৎসাহে আমার কার্য্য করতে সমর্থ হবেন। কাল দরবার, সুতরাং এ শুভ সংবাদ দিয়ে আজ তাঁকে বলীয়ান করতেই হবে।

চিন্তা। তা হলে সংবাদ পাঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহলে অনুমতি করুন, আজকের মতন বিদায় হই।

আলি। সুধু বিদায় হই বললে চলবে না। তোমার বুদ্ধির সাহায্য ব্যতিরেকে আমি এক-পদও অগ্রসর হতে অসমর্থ। চিন্তা কর, কেমন করে এবিষম সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হই।

চিন্তা। কিসের সমস্যা জনাবালি? নবাবের সঙ্গে সদ্ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, না আর কোনও অভিপ্রায় আপনার মনে আছে?

আলি। বুদ্ধিমান দেওয়ান! তোমাকেও বুঝিয়ে বলতে হবে?

চিন্তা। তাই বলুন। তাহলে মুরশিদাবাদের দিকে চাচ্ছেন কেন; দিল্লীকে হাত করুন, মুরশিদাবাদ হাতে আসতে কতক্ষণ?

আলি। কি ক'রে হাত ক'রব?

চিন্তা। বেশ, গোলাম যথাসাধ্য চেষ্টা করবে! [প্রস্থান।

আলি। চিন্তামণির চিন্তা—এবারে আমি নিশ্চিন্ত!

(বিজয় সিংহকে লইয়া নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। এই জাঁহাপনা সেই অশ্বারোহী। ইনি আমার ভগিনীপতি—নাম বিজয় সিং।

আলি। আপনি কি রাজপুতনাবাসী?

বিজয়। আজ্ঞে না জাঁহাপনা, বাঙ্গালী। আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা মানসিংহের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন। এসে এই খানেই থেকে গিয়েছিলেন। আমরা চৌহান রাজপুত, পূর্ব্ববাস জঙ্গীপুর, এখন বিষ্ণুপুর।

আলি। তুমি এ অশ্বারোহণ বিদ্যা কার কাছে শিখেছিলে?

বিজয়। বিষ্ণুপুরের রাজার কাছে। তিনি আমার আত্মীয়।

আলি। বর্ত্তমান রাজা?

বিজয়। না জনাবালি! এঁর পিতামহ দুর্জন সিংহ। আমার পিতামহ তাঁর বক্সী ছিলেন। আমার পিতামহ ও সেই রাজা উভয়ে বাংলা জয়ের সঙ্কল্প করেন। সেই সঙ্কল্পে তারা বিশ্ববিজয়ী মল্ল সৈন্যের সৃষ্টি করেছিলেন। পিতামহের এক দামামায় বিষ্ণুপুরের চতুঃপার্শ্বস্থ জঙ্গল এক মুহূর্ত্তে লক্ষ সৈন্য রাজধানীকে উপহার প্রদান করতো।

আলি। তার পর?

বিজয়। তার পর কোথা থেকে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসে রাজা দুর্জনকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিগ্‌বিজয় লালসার নিবৃত্তি হয়। বৃদ্ধ রাজধানী বিষ্ণুপুরে শ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে সেই খানেই জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। জনাবালি! সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের বীরত্বগর্ব্ব আবার ভীম অরণ্যের অন্ধকারে আবৃত হয়েছে।

আলি। তুমি কি সে অপূর্ব্ব সৈন্য গঠন দেখেছ?

বিজয়। শুধু কি দেখেছি জনাবালি, তার কিয়দংশের অধিনায়কত্বও করেছি। কেন আপনি ত জানেন, প্রবল প্রতাপ মুরশিদ কুলি খাঁ বাংলার সমস্ত জমীদারের প্রভুত্ব নষ্ট করতে পেরেছিলেন, এমন কি দুর্জ্জয় সীতারাম রায়কেও তিনি সবংশে নিধন করেছিলেন, কিন্তু দুর্জন সিংহকে বশে আনতে পারেননি। যতবার তিনি বিষ্ণুপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন, ততবারই তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলে আসতে হয়েছে। তথাপি তখন সৈন্যদল গঠনের প্রারম্ভ। সেই নূতন ধরণে শিক্ষিত সৈন্য নিয়ে রাজা যদি একবার মুরশিদাবাদে এসে পড়ত, তাহলে দিল্লীর এই দুর্দ্দিনে, বাংলার উপর মোগল সম্রাটের আধিপত্য রাখা ভার হয়ে উঠত। যেই দল গঠন সম্পূর্ণ হল, অমনি রাজা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করে চিরজীবনের মত অস্ত্রত্যাগ করলেন। বাংলায় হিন্দুর আধিপত্য এখন ঈশ্বরের বুঝি অভিপ্রেত নয়! নিষ্ফলা বিদ্যা শিক্ষা করে আমি পাগলের মতন দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আলি। এ রাজা?

বিজয়। জনাবালি! এ রাজাও পিতামহের দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করে দীন-বেশে মালা হাতে দিন রাত মদনমোহনজীর দ্বারে পড়ে আছেন। তাঁর লক্ষ সৈন্য অধিনায়ক-হীন হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলা জয়ে আমি তাকে অনেক বার উত্তেজিত করেছি, কিছুতেই রাজাকে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করতে পারিনি। শেষে বিরক্ত হয়ে, তার দত্ত জায়গীর ফেলে, আমি চলে এসেছি।

সর। আমি যদি কিছু দিন এই বাংলার মসনদে বসতে পাই, তা হ'লে এই ছবি আগ্রহের সঙ্গে চূর্ণ করে দেবো।

বাথর। একি বলছেন হুজুরালি ?

সর। ওই মোহিনী মূর্ত্তির অন্তরালে, যবনিকার অপর পার্শ্বে কি বিভীষিকাময় মুখের দন্ত বিকাশ রমণীদের গানের লয়ের সঙ্গে দেখা দিয়ে গেল, সেটা বুঝতে পারলে না ?

বাথর। কই হুজুরালি! সেটাত বুঝতে পারিনি।

সর। একটু নিবিষ্ট চিত্তে শুনলে বুঝতে পারতে। বাংলার সৌভাগ্য চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। ভাগ্যলক্ষ্মীর আর অগ্রসর হবার স্থান নাই। অথচ রাণী চঞ্চলা—সীমান্তে এসেও তাঁর গতির নিবৃত্তি হবে না। সুতরাং সুজা খাঁর রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সৌভাগ্যের অন্ত হল। ভাগ্যশ্রী বিপরীত পথে চলবার জন্য পা বাড়িয়েছে। এখন থেকে যে বাঙ্গালার নবাবী করবে, তার মত ভাগ্যহীন আর নাই।

বাথর। এ সব আজগুবি ভাব, কোথা থেকে মনে আনছেন জনাবালি ?

সর। মূর্খ! একটু যত্ন করে প্রণিধান কর। রমণীরা কি বলে গেল, একটু নিবিষ্ট চিত্তে যদি শুনতে, তা হ'লে দেশের দুর্দ্দশার আভাস বুঝতে পারতে

বাথর। বাস্তবিকই ত আমি মূর্খ, একটু বুঝিয়ে বলুন জনাবালি।

সর। আমার মাতামহ টাকায় চার মণ চাল বরাদ্দ করে, প্রজাদের পরিতোষের সহিত আহারের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁর বিনানুমতিতে একটী তণ্ডুল-কণাও বাঙ্গালার বাইরে যেতে পেত না। ঢাকার নায়েব-সুবেদার সায়েস্তা খাঁ এ কার্য্যে আমার মাতামহকেও পরাস্ত করেছে। তাঁর সময়ে চাল এক দোয়ানিতে এক মণ—টাকায় আট মণ। যশোবন্ত রায় তাকেও পরাস্ত করে আরও অল্প মূল্যে চাল বেচবার ব্যবস্থা করেছিল। ফল কথা, বিনা মূল্যে অন্ন—ভিখারী ও নবাবের এক আহার! বুঝলে কি বাথর ? বাঙ্গালার পর্ণকুটীর থেকে আরম্ভ করে, বিশাল অট্টালিকা পর্য্যন্ত মাতামহ ও পিতার কল্যাণে কেবল নবাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। অভাব চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে কার্য্যও চলে গেছে। শুনলে না রমণীরা বললে কি ? গৃহে গৃহে শক্তিমান পুরুষ প্রয়োজনাভাবে নিদ্রিত। দেখতে পেলে না মুরশিদাবাদের পথপার্শ্বের তরুতল—মুরশিদাবাদের আম্রকানন—কেবল নিদ্রিত নরনারীতে পূর্ণ ? তাদের পার্শ্বে সবলকায় কুক্কুর ঘোর নিদ্রায় দেশের বিরাট আলস্যের দৃশ্য দেখাচ্ছে। যারা জেগে আছে, তারা নিদ্রিতের অপেক্ষাও সংজ্ঞাহীন। অত্যধিক মাদক সেবনে অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে কেবল পরনিন্দায় সময় অতিবাহিত করছে।

বাথর। জাঁহাপনা! ঝড় উঠলো! আসুন, আপনার ভাগীরথীতীরস্থ উদ্যানে আশ্রয়গ্রহণ করি।

(নেপথ্যে) গেলরে—গেলরে (শব্দ ও কোলাহল) মাঝী ভিড়ে যা—কিনারায় লাগা।

সর। ব্যাপার কি বাথর ?

বাথর। জনাবালি! এক ডিঙ্গি নদীগর্ভে ঝড়ে পড়েছে। গেল—গেল—রাখতে পারলে না, মাঝীরা ঝাঁপ দিলে—আরোহী ডুবলো! একজন না—দুইজন ? হে খোদা রক্ষা কর!

সর। বাথর! যে কোন উপায়ে আরোহীকে রক্ষা কর। তীরের নিকটে এসে প্রাণ হারাবে ? রক্ষা কর।

বাথর। যো হুকুম জাঁহাপনা—খোদার নাম নিয়ে ঝাঁপ দিনুম, রক্ষাকর্ত্তা তিনি।

[বাথরের ঝম্প প্রদান।

সর। আমিই বা দাঁড়িয়ে আছি কেন? যদি একজন বিপন্নকেও রক্ষা করতে পারি। তাইত। এই যে একজন রমণী এ দিকে জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ঈশ্বর। বিপন্নকে দেখিয়েছ, সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করবার শক্তি দাও।

[ঝম্প প্রদান।

(রমাবতীকে লইয়া সরফরাজের প্রবেশ)

রমা। কি করলে ফকীর, আমার স্বামী প্রচণ্ড স্রোতে ভেসে গেছেন। আমার প্রাণ নদীর গর্ভে, আমার এ দেহ রক্ষা ক'রে কি করলে? তীরের সমীপে এসে তিনি জলমগ্ন হয়েছেন।

সর। এস মা আমার সঙ্গে। ক্ষণেক এই তীর ভূমিতে অবস্থান কর, আমি আবার তোমার স্বামীর অন্বেষণে ভাগীরথীগর্ভে ঝাঁপ দিতে চল্লুম! শুধু একবার দেখবার অপেক্ষা। আশ্রয়ে অবস্থান কর বিবি সাহেব, আর ঈশ্বরের কাছে স্বামীর রক্ষা প্রার্থনা কর। শুধু তাঁর করুণা। করুণাময়—করুণাময়! যে হস্তে রমণীকে রক্ষা করিয়েছ, দাসের সে হস্তের কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখ না।

রমা। রক্ষা কর—ফকীর রক্ষা কর, তা হ'লে চিরদিন আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

রমাবতী।

রমা। তাইত! কি করলুম? অহঙ্কারে গর্ব্বে আত্মহারা হ'য়ে, স্বামীকে অবিশ্বাস ক'রে স্বামী-পুত্র দু'টীকেই জাহ্নবীতে বিসর্জ্জন দিলুম? যিনি আমাকে রক্ষা করে আমার স্বামীকে রক্ষা করতে গেলেন, তিনিও ত এখনও ফিরলেন না! আমার স্বামীর প্রাণ রাখতে তিনিও কি জলে নিমজ্জিত হলেন? কই কোথায় কিছুই ত আর দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেলে প্রভু? কোথায় গেলি জালিম? কোথায় আপনি দয়াময়? ভাগীরথী! উন্মত্ত তরঙ্গ বক্ষে ধরে আজ তোর একি বিশ্বনাশিনী মূর্ত্তি মা? ফিরিয়ে দে, করযোড়ে তোর কাছে আমার ধর্ম্ম ভিক্ষা করি। মা! আত্মহারা হয়ে, আমার আপনার সামগ্রীকে রক্ষা করতে আর একটী অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দিয়েছি। মা! একজন পর-দুঃখ-কাতর মুসলমান আমার দুঃখের কথা শুনে, নিজের প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে, জলে ঝাঁপ দিয়েছেন! তিনি যদি না ফেরেন, আমার সর্ব্বস্ব যাবে—ধর্ম্ম যাবে! মা এই অধম কন্যাকে কোলে নিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা কর। কই মা! এখনও ত কাউকে দেখতে পেলুম না? —আর কি—কই—কে—কোথায়—কেউ ফিরলো না? জাহ্নবী! তবে তাদের সঙ্গে আমাকেও তোমার গর্ভে স্থান দাও।

(বাখর ও বিজয়ের প্রবেশ)

(পশ্চাৎ হইতে বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক রমার হস্ত ধারণ)

বিজয়। কি কর রমা? আত্মঘাতিনী হও কেন? এই মহাত্মা ফকীরের কৃপায় প্রাণ পেয়েছি।

রমা। য়্যা—ফিরেছ? ক্ষুধার্ত্ত উন্মত্ত দরিয়ার জঠর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছ?

বিজয়। আমি এসেছি—জালিম কই?

রমা। জালিম আমার হস্তচ্যুত হয়ে, তোমার অন্বেষণে জাহ্নবীগর্ভে চলে গেছে।

(জালিমের হস্ত ধারণ করিয়া সরফরাজের প্রবেশ)

সর। কেন যাবে মা? ঈশ্বর যার প্রতি কৃপা করেন, তার কিছু যায় না। দুনিয়ার জীব তার নকুরি করতে অগ্রসর। দরিয়া তার

আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় বস্তুকে তরঙ্গ-বাহু দিয়ে তুলে ধরে? দেখ দেখি মা এটী কার সন্তান?

রমা। তাইত—তাইত! এ সব আপনি কি করলেন ফকীর? হজরৎ! ঐশ্বরিক সামর্থ্যে শক্তিমান না হ'লে, কখন কেউ এ অসম্ভব কার্য্যত করতে পারে না।

(মাঝির প্রবেশ)

মাঝি। জাঁহাপনা! হুকুম।

সর। ছিপ্ নিয়ে চলে যাও। বাখর! দেখ দিনান্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথীরও চাঞ্চল্যের অবসান হ'ল। [মাঝীর প্রস্থান।

বিজয়। জাঁহাপনা? নবাব? এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবের জন্য আপনিই এই মহামূল্য জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন? হুজুরালি একটা বিষম অভিমান নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলুম। সে অভিমান চূর্ণ হ'ল। মনে করেছিলুম, আমি অন্নাভাবে মলেও নবাবের চাকরি গ্রহণ করব না। জাঁহাপনা সে অভিমান চূর্ণ করতে মানবের মূর্ত্তিতে সময়ে সময়ে ছদ্মবেশী দেবতা পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তা জানতুম না। হুজুরালি, আমি আপনার গোলাম।

রমা। আমারও অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। পাছে স্বামী নবাবের নকুরী গ্রহণ করেন, এই জন্য পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলুম! জনাবালি! এই নবীন বয়স—এই সুকান্ত দেহ—এই অতুল ঐশ্বর্য্য—যিনি এক নগণ্য অপরিচিত বিপন্নের জন্য মুহূর্ত্তে দরিয়ায় বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম, তাঁর তুল্য ফকীর ত আমি এ দুনিয়ায় কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! হজরৎ! আমি পুত্র ও স্বামী নিয়ে আপনার শরণাপন্ন হলুম।

সর। বাখর! উপযুক্ত স্থান দিয়ে এদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

মর্ত্তজা, মালেকা ও গাউস খাঁ।

মর্ত্তজা। দেখ দোস্ত! সহরে প্রবেশ করবার আগে এস একবার কোন লোকের কাছে মুরশিদাবাদের খবর নিই।

মালেকা। এখানে আমি এক জনের গান শুনলুম।

মর্ত্তজা। তার আশ্চর্য্য কি! রাহী লোক কত যাচ্ছে আসছে। হয়ত তার ভেতরে কেউ গান গাইছে।

মালেকা। সে রাহীর গান নয়! দিল্লীসহরে ঘরের বারান্দায় বসে একবার সেই ওস্তাদের গান শুনেছিলুম। আর আজকে শুনলুম।

গাউস। গানের কিছু কায়দা আছে নাকি মালেকা?

মালেকা। কায়দা? মেরি খসম! উস মাফিক উমদা খেয়াল হাম কভি নেহি শুনা। আমি অনেক ওস্তাদের গান শুনেছি, কিন্তু এ রকম গানের কায়দা কখন শুনিনি।

মর্ত্তজা। তা হলে বোধ হয় ওই বাগানের ভেতর মজলিস্ চলছে।

মালেকা। না মেরি দোস্ত, ও আদমিকো জুদা মজলিস হ্যায়। যাঁহা ইয়ারকি চলতা, জবর ওস্তাদ হুঁয়া মিলতা নেহি।

মর্ত্তজা। তুমি একজন সুর-সমজওয়ালি। তুমি যখন বলছ, তখন রাহীও নয়, ওস্তাদও নয়, তাহলে দানা ওনা কিছু হবে।

মালেকা। তা সে যা বল। আমি কিন্তু সে গলার আর একখানি গান শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম, আজ বুঝি শুনলুম।

(নেপথ্যে)। ও জটী সান্নুমানলে জাদিয়া খাঁগম তেরে শোয়ে—

মর্ত্তজা। ওই আস্‌ছে বিবি! তোমার জবর ওস্তাদ এইদিকেই আস্‌ছে।

(পীরখাঁর প্রবেশ)

পীরখাঁ। ও জটী সান্নুমান্‌লে জাদিয়া খাঁ গম্ তেরে—মেয় তেরে শোয়ে—নবাব আজ ফররা বাগে আস্‌ছে। সাত দিন ধরে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখা কর্‌তে পারছি না। যত শালা ধড়িবাজ তাকে ঘেরাও করে রেখেছে, দেখা কর্‌তে দিচ্চে না। কিন্তু কতদিন শালারা নবাবকে লুকিয়ে রাখ্‌বে? আমি পীরখাঁ কালোয়াত, আমাকে ফাঁকী দেওয়া কি ঘেসো বুদ্ধি উজীরের কাজ? কেমন? আজ ত নবাবকে বেরুতে হল—কই লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে না? (গীত) ও জটী ইত্যাদি।

মর্ত্তজা। কি বিবি,ওস্তাদ ত মিল্‌লো,এইবার একবার তার সঙ্গে মুলাকাত কর।

মালেকা। তাইত, শুনতে কি ভুল করলুম? দিল্লীতে বাড়ীর বারান্দায় বসে, দূর প্রান্তর থেকে যে দেবকণ্ঠের সঙ্গীত শুনেছি, সে মধুর ভজন শুনে অবধি দিল্লীর সমস্ত ওস্তাদের ওস্তাদী আমার কাছে ছেলেখেলা বলে বোধ হয়েছে। মনে হল, বাংলার দরিয়া এতদিন পরে সেই সুরের প্রতিধ্বনি আমার কাণে তুললে! তাইত!

গাউস। বন্ধু! ওকেই একবার সহরের খবরটা জিজ্ঞাসা কর না কেন!

মর্ত্তজা। মিয়া সাহেব সেলাম। আপনি কি সহর থেকে আস্‌ছেন?

পীরখাঁ। সে খবরে তোমার দরকার কি?

মর্ত্তজা। দরকার না থাকলে জিজ্ঞাসা করব কেন?

পীরখাঁ। কেয়া বেয়াদব?

মর্ত্তজা। আচ্ছা মিয়া বেয়াদবি বোধ হয়, মাফ্ কর।

পীরখাঁ। কেয়া—মাফ্ করেগা? বদ্‌মাস, ডাকু, রাহাজান—মাফ করেগা?

মর্ত্তজা। তব কি ফাঁসি দেগা ভেইয়া?

পীরখাঁ। কি বেয়াদব—ভেইয়া?

মর্ত্তজা। তবে সেঁইয়া।

পীরখাঁ। কেয়া উল্লুক! তেরা মরণেকো পর্ উঠা?

মর্ত্তজা। বই, আভি ত দেখ্‌তা নেই মিয়া!

গাউস। মাফ্ কিজিয়ে মিয়া সাহেব, উ বাউরা হ্যায়, আপ চলা যাইয়ে।

পীরখাঁ। কেয়া? হাম চলা যাগা, আর তোম রহেগা?

গাউস। বেশ, তাহলে তোমার যা খুসী তাই কর।

পীর। কেয়া, তোমকো হুকুমসে করেগা?

গাউস। তোমাকে ভালা খবর নিতে বল্লুম ত বন্ধু! একি বিপদ?

মর্ত্তজা। বিবি সাহেব! একটা ঝকমারী করে ফেলেছি। দয়া করে তুমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

মালেকা। ওস্তাদ! মাফ্ কিজিয়ে! ইনলোগ কো কুছ কসুর নেহি হ্যায়! আপকো কালোয়াতি গান শুনকে ইন্‌লোগ বাউরা হোগিয়া।

পীরখাঁ। সচ্? ইয়ে—সচ্?

মালেকা। আপ্ সিন্ধু-ভৈরবীকো পর বাঁরোয়াকো করতব লাগায়া—জান উখাড় যাতা সা'ব।

পীরখাঁ। ইয়ে—আপ্ ত সমজদারণী মালুম হোতা।

মালেকা। আপকো মেহেরবানিসে থোড়ি সমজদারণী হুঁ।

পীরখাঁ। বহুত আচ্ছা, থোড়া সবুর—হাম আভি ফিন্ আওয়েঙ্গে—থোড়া সবুর। মেয় তেরে, মেয় তেরে। আপকো বড়া জোর নসীব হ্যায়। মেয় তেরে শোয়ে। আপ্ বেগম বন্ যায়েঙ্গি।

মালেকা। আপকো মেহেরবানি হ্যায় ত চট্ বন্ যাই।

পীরখাঁ। আলবৎ—আলবৎ—আলবৎ—থোড়া সবুর! আলবৎ মেহেরবানি হোগা—হামারি একঠো বড়া জরুরী কাম হ্যায়। মেয় তেরে। মেয় ছোটে আদমী নেহি—ফৌজদার—সমঝা?

মালেকা। উ ত বাঁদী পহেলা সমঝ লিয়া হুজুরালি!

পীর। বহুত আচ্ছা—থোড়া সবুর—মেয় তেরে, মেয় তেরে শোয়ে। [প্রস্থান।

গাউস। আর সবুর কেন দোস্ত, এইবেলা সরে পড়া যাক্ চল। একি সহসা আলোকমালায় ভাগীরথী-বক্ষ উজ্জলিত হয়ে উঠল যে!

মালেকা। বাঃ—বাঃ—সহরের কি শোভা! মরি মরি! ভাগ্যে অপেক্ষা করেছিলুম, নইলে ত এ শোভা দেখ্‌তে পেতুম না! আজ সহরে যাবার বাসনা পরিত্যাগ ক'রে এস আমরা এই নির্জ্জনে বসে শ্রীমতী মুরশিদাবাদ নগরীকে দেখি।

গাউস। বেশ দেখ। দিল্লীর বায়ু এত উষ্ণ হয়ে উঠল যে, আর সহ্য করতে পারলুম না। তাই আর দিল্লীতে থাকতে প্রবৃত্তি হ'ল না। মনের দুঃখে মুরশিদাবাদে—ক্ষুদ্র সুবেদারের অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে চলেছি। এখানে আসতেই এই প্রথম আলোক উল্লাস দেখলুম। দিল্লীতে আর তা দেখবার আশা নেই। নীল যমুনা অন্ধকার মেখে এখন কালিন্দী হয়েছে। এখানেও এ উল্লাস আর দেখতে পাব কিনা বলতে পারি না। তাহ'লে দেখ মালেকা, বেশ ক'রে এ শোভা দেখে নাও। নয়নাকর্ষণ করেছে, নয়ন নিমীলিত কর না।

মর্ত্তজা। বেশ, তোমরা একটু বিশ্রাম কর, আমি একবার এদিকে ওদিকে বেড়িয়ে দেখে আসি।

গাউস। বেশী বিলম্ব কর না বন্ধু। কি জানি যদি এখানে থাকবার সুবিধা বোধ না করি, তা হলে অন্যত্র যেতে হবে।

মর্ত্তজা। যদি একান্ত বিলম্ব দেখ, তাহ'লে আমাকে ঐ বাগানের কাছেই সন্ধান ক'র! আমি ও জায়গার নিকট ছেড়ে অন্যত্র যাব না। [প্রস্থান।

গাউস। মালেকা! সেই লোকটা আসছে না? সঙ্গে দুপাঁচজন অস্ত্রধারী সৈন্য দেখছি যে!

মালেকা। তাইত! পাপিষ্ঠের মনে দুরভিসন্ধি আছে নাকি?

গাউস। বুঝতে পারছি না মালেকা! চল স্থান ত্যাগ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উজীর, পীরখাঁ ও সৈন্যগণ।)

পীরখাঁ। দেখলে আপনার তাক্ লেগে যাবে।

উজীর। তা ত যাবে—কই দেখান।

পীরখাঁ। কিন্তু আমাকে হুগলীর ফৌজদারীতে ফের বহাল করতে হবে জনাবালি!

উজীর। সে ত বললুম—আর কতবার বলব। আপনি আমার মন জুগিয়ে চলুন, দেখুন আমি আপনাকে খুসী করতে পারি কিনা।

পীরখাঁ। মেয় তেরে—মেয় তেয়ে শোয়ে।

উজীর। তেরে তেরে করলে ত হবে না! কোথায় সে বিবিকে দেখেছেন দেখান।

পীরখাঁ। এই যে দেখাচ্ছি জনাব! বিবি সাহেব! তাইত এই খানেই দেখেছিলুম!

উজীর। তবেই আপনার ফৌজদারী হয়েছে। আপনার কেবল দমবাজী?

পীরখাঁ। তাইত। কি হল? ও বিবি সাহেব! ও বারোয়াঁ বিবি সাহেব!

উজীর। আপনার সমুদয় কথাই মিথ্যা!

পীরখাঁ। নেহি নেহি জনাবালি—কভি নেহি। কভি নেহি। এ বিবি! কোথা গেলি? এ সুর-সমজওয়ালী—কাঁহা গেলি?

উজীর। মাঝি! (মাঝির প্রবেশ) একজন আওরৎকে দেখেছিস্?

মাঝি। হাঁ হুজুর, দেখেছি।

উজীর। সেকি পার হয়ে গেছে?

মাঝি। আজ্ঞে না হুজুর পার হয়নি। তার সঙ্গে আর দুজন আদমী আছে।

পীরখাঁ। কি জনাবালি মিথ্যা কথা?

মাঝি। তারা একটু আগে এইখানেই ছিল। তারা এপারেই আছে।

উজীর। আচ্ছা যা। হুঁসিয়ার, আজ আর কাউকেও পার করিস নি! না ওস্তাদ, আপনার কথা সত্য। (মাঝির প্রস্থান) তারা আমাদের দূরে থেকে দেখ্‌তে পেয়েছে। দেখে সরেছে! আমি তাদের পাকড়াও করবার দোসরা ব্যবস্থা করছি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

পীর। যো হুকুম, যো হুকুম জনাবালি!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তরুতল।

হায়দারি।

গীত।

তুঝসে হাম্‌নে দিলকো লাগায়া,
যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।

হায়! এস প্রিয়—এস মধুময়! শূন্য হৃদয় পূর্ণ ক'র্‌তে একবার এস। এস প্রিয়ের প্রিয়, তোমরা কোথা আছ একবার এস! আমি তোমাদের পেয়ে আমার প্রিয়ের আগমন সুখ অনুভব করি। দুনিয়ার যেদিকে চাচ্ছি, সেই দিকেই যেন একটা অসহ্য উত্তাপ আমার চোখের জ্বালা উৎপন্ন করছে। কোথায় আছিস আয় ভাই—তোরা কোথা আছিস আয়। আলিঙ্গিতে বাহু প্রসারিয়ে আমি ব্যাকুল প্রত্যাশী বসে আছি।

(গাউস খাঁ ও মালেকার প্রবেশ।)

গাউস। তাই ত মালেকা করি কি? অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল, বন্ধু ত ফিরল না। আমরা জায়গা ছেড়ে চলে এসেছি, সে হয় ত আমাদের খুঁজছে; আমার ত তাকে খোঁজা কর্ত্তব্য?

মালেকা। সে কথা আর ব'লতে!

গাউস। কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরি কেমন করে? অথচ তোমাকে কোথাও রেখে যেতে সাহস করছি না। বুঝতে পারছি, এ নবাবটী বড়ই কুৎসিৎ চরিত্রের লোক।

হায়। কেমন ক'রে বুঝ্‌লে?

গাউস। তাই ত! কে একজন গাছতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে না।

মালেকা। তাই ত দেখ্‌ছি।

হায়। দেখ্‌ পাগলা! নিজে প্রত্যক্ষ না জেনে, কখন কারও ওপর দোষারোপ করা উচিত নয়। দিব্য দিবালোকে উন্মুক্ত চক্ষুই যে অনেক সময় ভুল দেখে, তা জানিস্? তবে যাকে দেখিস্‌নি, কখন যার সঙ্গে ব্যবহার করিস্‌নি, তার চরিত্র সমালোচনা করে অপরাধী হ'স্ কেন?

গাউস। তাই ত! এ ত এক ফকীর! কিন্তু ফকীর কি ব'ল্‌লে? কাকে ব'ল্‌লে? একি

আমাকে? আমিও ত যাকে দেখিনি, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষে এক দিনের জন্যও কোন ব্যবহার বিনিময় করিনি,তার চরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলুম! হজরৎ—সেলাম!

হায়। সেলাম!

গাউস। আপনি ত দেখ্‌ছি একা—তবে কার সঙ্গে কথা কইছিলেন?

হায়। তুমিও ত দেখ্‌ছি একা, তবে তুমি কার সঙ্গে কথা কইছিলে?

গাউস। আমার সঙ্গী আছে।

হায়। আমারও সঙ্গী আছে।

গাউস। কই আর কাউকেও দেখ্‌তে ত পাচ্ছি না!

হায়। তবে একা!

মালেকা। এঁকে ত ফকীর দেখ্‌ছি। তা হ'লে আমাকে এঁরই আশ্রয়ে রেখে যাও না!

গাউস। তুমি পাগল হ'লে মালেকা! নবাবের অসংখ্য অনুচর। তারা তোমাকে ধরতে এসে, উনি কি রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন? মাঝ থেকে ফকীর সাহেবকে বিব্রত ক'র্‌বে।

মালেকা। তুমিও একা। নবাবের লোক যদি আমায় ধর্‌তে আসে, তুমি কি রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে?

গাউস। জান যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ত কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পার্‌বে না।

মালেকা। তাতে আমার লাভ কি? তোমার জান গেলে ত আমার গায়ে হাত দেবে। তখন তোমার শোক আর ইজ্জতের ভয়, দু'য়ে পড়ে আমাকে যে পাগল ক'রে তুল্‌বে, তার কি? যদি সঙ্গে মর্‌বার সুবিধা না পাই?

গাউস। তাই ত, ঠিক ব'লেছ ত মালেকা!

মালেকা। ধর্ম্মবলকে সন্দেহ কর কেন?

গাউস। ফকীর সাহেব! আমার স্ত্রীকে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় দেবেন?

হায়। আমার আশ্রয়ে রাখ্‌তে সাহস হবে?

গাউস। নিরুপায়ে সাহস ক'র্‌তে হচ্ছে।

হায়। তা হ'লে, রেখে যাও।

মালেকা। আমার মন বল্‌ছে আপনার আশ্রয়ে থাক্‌লে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ব।

হায়। তোমার মনকে তুমি বিশ্বাস কর?

মালেকা। বিশ্বাস করা উচিত কি অনুচিত, আপনি বলে দিন জনাবালি!

হায়। তা আমি বল্‌তে পারব না বিবি! বিশ্বাস কর—থাকতে পার। তা নইলে, যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে, তোমার স্বামী মনকে কিছু না বলে, এ গরীব ফকীরকে যেন উৎপীড়ন না করে।

মালেকা। কি ক'র্‌ব হুকুম কর?

গাউস। আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি ফকীরের কাছেই থাক। মনের কথায় বিশ্বাস ক'রে হজরৎ আমি আমার স্ত্রীকে আপনার চরণাশ্রয়ে রেখে গেলুম।

হায়। কতক্ষণে ফির্‌বে মিয়া?

গাউস। তা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব জনাবালি? যাচ্ছি, ফেরাফিরি ঈশ্বরের হাত। ক্ষণ হ'তে পারে, দিন হ'তে পারে, বরাবর হ'তে পারে। যদি না ফিরি আপনার কাছেই থাকবে।

হায়। বেশ, রেখে যাও। (গাউসের প্রস্থান) এস মা, কাছে এস।

মালেকা। একটু চিন্তায় পড়্‌লুম যে হজ-রৎ! স্বামী কি বিপদে পড়বেন?

হায়। সে চিন্তায় লাভ কি মা? তোমার স্বামী ফেরে, আবার তার সঙ্গী হবে, না ফেরে আমার সঙ্গী হবে। এই তোমার স্বামী তোমাকে আমার কাছে এক রকম গছিয়েই

গেল! নাও মা, বসে একটা গান শোনাও দেখি। বহুক্ষণ তপ্ত মরু-ভূমিতে ঘুরে প্রাণটা আমার নীরস হ'য়ে গেছে।

মালেকা। আমি গান গাইব?

হায়। কেন দোষ কি?

মালেকা। আমি গান জানি, আপনি জান্‌লেন কেমন ক'রে?

হায়। আমার জানবার প্রয়োজন নেই। তুমিই জান, তুমি জান কিনা।

মালেকা। অতি সামান্যই জানি।

হায়। বেশ, অতি সামান্যই গাও।

মালেকা। কি গান গাইব?

হায়। তোমার যা খুসী।

মালেকা। না বাবা! আপনি ব'লে দিন।

হায়। বেশ, দিল্লীতে নিজের বাড়ীর বারান্দায় বসে, এক দিন যে গান শোন্‌বার জন্য তুমি ব্যাকুল হ'য়েছিলে, সেই গান গাও।

মালেকা। (পদতলে পড়িয়া) হজরৎ! উ আপ্ হায়?

হায়। ওঠ মা! আমার পিপাসিত কর্ণকে শীতল কর।

মালেকা। সে গান জানি না যে বাবা!

হায়। আপনিই স্ফুরণ হবে—প্রথম কলি ত জানা আছে। গাও।

মালেকা। যো হুকুম হজরৎ।

গীত।

মসুয়া তেরী গুজর গেই গুজরাণ রে।
কই দিন লঙ্গে তঙ্গে রহে না, কই দিন শাল দোশালা অঙ্গে,
কই দিন ভালো চঙ্গে রহে না, কই দিন্ ধর্ম ভগবান রে॥
কই দিন রিধা সিধা খাদা, কই দিন দুধ মলিদে খাদা,
কই দিন পাত পাতোড়া ব'ধা, কই দিন তোড়া তান রে।
কই দিন মহল দু মহলমে ঠারি, কই দিন বাগবাগিচে বাড়ী
কই দিন রহে না জঙ্গল ঝাড়ি, কই দিন ঝাড়ু ময়দান রে।
হিলি মিলি রহে না দেখে খানা, নেকী কাম শিখাতে রহে না
জাগরিত রহে না রহে না কি কলনা এহি পাত মস্তান রে॥

নেপথ্যে। চার দিকের ঘোড়া আগ্‌লাও। আর পালাবে কোথা?

মালেকা। বাবা! আমাকে ধরতে আসছে যে!

হায়। এতক্ষণ তোমার সন্ধান ক'রতে পারেনি। তোমার গান শুনে সন্ধান পেয়েছে।

মালেকা। আপনি যে গান গাইতে হুকুম কর্‌লেন!

হায়। তোমার গান শুনতে বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল। তোমার গান শুনবো বলে একদিন আমি ব্যাকুল হয়ে দিল্লীর প্রান্তরে বেড়িয়েছি।

মালেকা। তার পর?

হায়। তার পর খোদা।

মালেকা। তাহ'লে আপনি গাইয়ে আমাকে ধরিয়ে দিলেন বলুন?

হায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি বুদ্ধিমতী, নিজেইত বুঝ্‌তে পারছ।

মালেকা। হা আল্লা! কি করলুম? তা হ'লে নবাবের লোক ধরতে এলে আপনি নিষেধ করবেন না?

হায়। নিষেধ করলে, তারা শুনবে কেন?

মালেকা। বাধা দেবেন না?

হায়। বাধা দেবার আমার ক্ষমতা কি?

মালেকা। তা হ'লে কথার মারপেঁচে আমার স্বামীকে প্রতারিত করলেন?

হায়। কথা এক—শুধু তার মারপেঁচেইত দুনিয়া চলছে মা।

মালেকা। দোহাই হজরৎ আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

হায়। রক্ষাকর্ত্তা ঈশ্বর।

মালেকা। দোহাই হজরৎ, আপনি ইচ্ছা করলেই পারেন।

হায়। যাতে আমার অনধিকার, তা করব কেন?

মালেকা। তাইত, কি করলুম? স্বামী যে আমাকে কাছছাড়া করতে চাননি! আমিই যে উপযাচিকা হয়ে, তাঁকে এর কাছে রেখে যেতে বাধ্য করলুম!

নেপথ্যে। বাতী, বাতী—একটা বাতী।

মালেকা। পালাবো না, পালিয়েই বা এদের হাত থেকে কেমন করে নিস্তার পাব? ফকীর যদি নবাবের গুপ্তচর হয়, তা হ'লেত পালাবার চেষ্টা করাই বৃথা। না, না মন! বিশ্বাস ক'রে মহতের আশ্রয় নিলি, আশ্রয় পেয়ে বিশ্বাস ফেলে দিস্ কেন? নে এই ছদ্মবেশী গুরুর পদপ্রান্ত হতে পরিত্যক্ত বিশ্বাস আবার কুড়িয়ে নে।

(নাকী বিবির প্রবেশ)

নাকী। তোরা সব দূরে দাঁড়িয়ে থাক, গোলমাল করিস নি! আমি সংক্ষেপে কাজ নিষ্পত্তি করছি। ধরবে পুঁটি মাছ, তাতে বিশ পঞ্চাশটা 'পোলো' বেরিয়েছে। একটা খুচরো বাই আগে থাকতেই সুপথ চিনে ছুটো উচক্কা ছোঁড়ার সঙ্গে বাড়ীর বার হয়েছে, তাকে ধরতে কতকগুলো মামদোয় পড়ে যেন দামড়া লাফ লাফাচ্ছে। নে, সব ওইখানে খাড়া থাক্। বা! বা! তাইত বলি কোথায় ছুঁড়ীটা গেল? খবর পাবামাত্রই ছুটেছি। লোকের ঘর, পথ ঘাট চটি মাঠ আতিপাতি করে খুঁজেছি। আমাদের ঘরের লোকের কাছে আটকা পড়েছে, তা কেমন ক'রে জানবো? আর কষ্ট কেন সা'জী, হুকুম কর, বিবিকে তুলে নিয়ে যাই।

হায়। যাও মা!

মালেকা। কোথায় যাব?

হায়। এই বিবিকে জিজ্ঞাসা কর।

মালেকা। কোথায় যাব বিবি?

নাকী। সমস্তই বুঝে ন্যাকা সাজছ কেন? এর পরে কি তুমি আমাকে তোমার দৌলতের বকরা দেবে? সাঁইজী। বিবিকে একটু আশীর্ব্বাদ দিয়ে দাও, যেন যাবামাত্রই নবাব সাহেবের সুনয়নে পড়ে।

হায়। বেশ আশীর্ব্বাদ করছি।

নাকী। বস্, তবে আর কি! আশীর্ব্বাদ—খাঁটী পটোল—ফলের সঙ্গে ফুল—নাও চল।

মালেকা। এইও শয়তানি! আমায় ছুঁস্‌নি।

নাকী। কি ফকির সাহেব! তোমার সুমুখে কি জবরদস্তি করে নিয়ে যেতে হবে?

হায়। মা! ওরা বল প্রয়োগ করলে তুমি ত আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

মালেকা। আপনি যেতে বলছেন?

হায়। তোমার ইচ্ছা!

মালেকা। ফকীর! তোমাকে হজরৎ বলে সম্বোধন করেছিলুম, গুরু বলে আশ্রয় নিয়েছিলুম।

হায়। ভুল করেছিলে মা! হজরৎ তোমার হৃদয়ে, তাঁর আশ্রয় নাও।

মালেকা। ভাল, সেলাম।

হায়। সেলাম।

(বেগে পীর খাঁর প্রবেশ)

পীর। মিলেছে বিবি, মিলেছে?

নাকী। মিলবে না ত কি কালোয়াৎ সাহেব? নাকীর নাকে রূপের গন্ধ—মিলবে না?

পীর। ইয়া আল্লা—মাসাল্লা! এ জটী সাল্লুমানকে জাদিয়া খাঁ গম তেরে, মেয় তেরে।

নাকী। শুধু তেরে করলে হবে না। শিগ্‌গির উজীর সাহেবকে খবর দাও।

[পীরখাঁর প্রস্থান।

মালেকা। তাইত কি করলুম? অনাশ্রিতা হ'য়ে কাকে ধরলুম? মনের কথায় বিশ্বাস ক'রে ফকীর তোমাকে আপনার জ্ঞান করেছিলুম। সেই মন টলছে, কত বিভীষিকার কথা আমার কাণে তুলছে। খোদা তুমি আছ, হৃদয় মাঝে সূত্র ধরে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মনকে টান দিচ্ছ। জীবের মঙ্গলবিধাতা! শুধু তোমার ভরসা।

[হায়দারি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হায়। একদিন না একদিন ঘরের মন ঘরে ফিরবে। তবে সাহস করে হৃদয় ধ'রে, যা মালেকা চলে যা। সাহস হারালে সব হারাবি। সাহস ধ'রে দুনিয়া পাবি। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যানের বহির্ভাগ।

সরফরাজ ও বাখর।

সর্। দেখ্ বাখর! প্রথম দিনটে আমি ছদ্মবেশে এলুম।

বাখর। বেশ করেছেন জাঁহাপনা।

সর। এখনও দরবারে বসিনি; সুতরাং এখনি এত প্রকাশ্য হওয়াটা ভাল নয়।

বাখর। তাতো ঠিক কথা।

সর। তবে আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে উজীর এত রোসনাই করলে কেন?

বাখর। তাতে কি? লোকে জানছে কাল নবাব দরবারে বসবেন, তাই সহরে আজ আলো দিয়েছে।

সর্। দেখ্, ফর্‌রাবাগে আমি এর পূর্ব্বে কখন আসিনি।

বাখর। কেন জাঁহাপনা?

সর। পিতার কুকীর্ত্তির লীলাভূমি ব'লে মা আমাকে আসতে দিতেন না।

বাখর। আপনি এখানে থাকতে পারবেন না।

সর। রাবিয়া নিশ্চয়ই খুব কাঁদছে!

বাখর। না হুজুরালি, আপনি কিছুতেই এখানে থাক্‌তে পারবেন না।

সর। কেন পারবো না? না পারলে আমার নবাবী থাকবে না। নবাবরা ত দুশো পাঁচশো বেগম রাখে। তবে রাবিয়া কাঁদবে কেন? আমি পোনেরশো বেগম রাখবো।

বাখর। না ম'লে, আমিও তা দেখবো!

সর। বেশ তুই যা, উজীর কি আনলে খোঁজ নে। আমি ততক্ষণ এদিক ওদিক একটু বেড়িয়ে বেড়াই। (বাখরের প্রস্থান) তাই ত, কি করি? বাগান-ভরা ফুল এক সঙ্গে ফুটেও এখানকার অপবিত্রতার গন্ধ দূর করতে পারছে না। কিন্তু রাজ্য! বড় প্রলোভনে আমাকে আকর্ষণ করছে! রাবিয়া কাঁদছে—কি জ্ঞানহারা হয়ে আমার অনুসরণ করছে, তারই বা ঠিক্ কি? কিন্তু প্রলোভন—রাজ্যের প্রলোভন! কই রাবিয়া তুমিও ত বল্‌তে পারলে না। রাজ্যের প্রলোভন তুমিও ত্যাগ করতে পারলে না! আমার ইচ্ছার ওপর ভার দিলে কেন? কেন বললে না, আমি রাজ্য চাই না, তোমায় চাই। আর হয় না—লীলারঙ্গরসে ডুব দিতে আমি সরোবরের মাঝে এসে পড়েছি। আর হয় না। যদি এসো—ফিরে যাও। যদি একান্ত তীরে ফিরতে চাও—খোদার আশ্রয় নাও।

(মর্ত্তজার প্রবেশ)

মর্ত্তজা। জনাবালি!

সর। কে আপনি?

মর্ত্তজা। আমি বিদেশী।

সর। কোথায় আপনার বাস?

মর্ত্তজা। বাস পূর্ব্বে বোখারায় ছিল। বহুকাল দিল্লীতে ছিলুম।

সর। এখানে কি মনে করে এসেছেন?

মর্ত্তজা। মনে যে একটা বিশেষ কিছু ক'রে আসা, তা বলতে পারি না। আমার একটী বন্ধু নবাব সরকারে চাকরীর চেষ্টায় এসেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি। এখানে পৌছিতে রাত্রি হয়ে গেল। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আছে। অপরিচিত স্থান বলে তিনি পার হ'তে ইচ্ছা করলেন না। তাই আজ রাত্রের মতন আমরা এখানে রয়ে গেলুম।

সর। কিছু কি জানতে চাচ্ছিলেন?

মর্ত্তজা। আপনি এখানকার কে?

সর। আপনি কি নবাবের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন?

মর্ত্তজা। তাঁর চরিত্র না জানলে, দেখা ক'রে কি ক'রব?

সর। তবে আমার কাছে আপনার বন্ধুর স্ত্রীর কথা তুললেন যে?

মর্ত্তজা। আপনা হ'তে কোনও অনিষ্ট হবে না। আমি লোকের মুখ দেখে মন বুঝতে পারি।

(গাউস খাঁর প্রবেশ)

মর্ত্তজা। একি বন্ধু, তুমি এখানে যে!

গাউস। যাক্, অবশেষে অন্ততঃ তোমাকেও খুঁজে পেয়েছি। কাছে এস, শোন।

মর্ত্তজা। মালেকাকে কার কাছে রেখে এলে?

গাউস। বলছি—কাছে এস শোন।

মর্ত্তজা। তুমি নিঃসঙ্কোচে এঁর কাছে বলতে পার। এঁকে আমাদের একজন বন্ধু বলেই মনে কর।

গাউস। বিশ্বাস ক'র না।

সর। বল ত ভাই, তোমার নির্ব্বোধ বন্ধুকে বুঝিয়ে বল ত। ও মুখ দেখে লোকের মন বুঝতে পারে।

মর্ত্তজা। ব্যাপারখানা কি বল? ভীরুর মতন গোপনে বলতে চা'চ্ছ কেন?

গাউস। পাষণ্ড নবাব লোক দিয়ে আমার স্ত্রীকে ধরে এনেছে।

মর্ত্তজা। তুমি কি মরেছিলে?

গাউস। তোমার ফিরতে বিলম্ব দেখে আমি তোমাকে খুঁজতে এসেছিলুম।

মর্ত্তজা। স্ত্রীকে একলা রেখে?

গাউস। তবে আর বলছি কি? দুনিয়াকে বিশ্বাস ক'র না! এক ফকীরের আশ্রয়ে তাকে রেখে এসেছিলুম।

সর। এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার হ'ল কেন মিয়া? যে নিজে আশ্রয়হীন, তার আশ্রয়ে তুমি কি বিশ্বাসে স্ত্রীকে রেখে এলে?

গাউস। বিশ্বাস! কি বিশ্বাসে রেখে এসেছিলুম, তা শুনলে আপনি আমাকে পাগল বলবেন। কথার কৌশলে ফকীর আমার ও আমার স্ত্রীর মনে এমন একটা অপূর্ব্ব বিশ্বাস উৎপন্ন করে দিলে যে, স্ত্রীকে তার আশ্রয়ে রেখে দিলুম। রেখে যেন নিশ্চিন্ত হলুম। মনে হ'ল, দুনিয়ার কোন শক্তিমান তার কাছে থেকে আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তারপর ফিরে এসে দেখলুম, ফকীরও নেই—স্ত্রীও নেই। শুনলুম নবাবের লোকের হাতে আমার স্ত্রীকে দিয়ে ফকীর সরে পড়েছে।

সর। ফকীর না থাকতে পারে, তোমার স্ত্রী না থাকতে পারে; কিন্তু তুমি ত আছ?

তোমার মন ত আছে? সে মনে একবার বিশ্বাসের বীজ বপন করে আবার তাকে তুলে ফেলছ কেন? ফুলের সৌগন্ধে আপনাকে সুখী করতে ধৈর্য্য না থাকে, অন্ততঃ অঙ্কুর বেরুবার অবসর দাও।

মর্ত্তজা। মিয়া সাহেব! এ গরীবের আবেদন শুনবেন?

সর। কি বলুন?

মর্ত্তজা। আপনার সেরেস্তায় এ গোলামকে একটা নকুরি দেবেন?

সর। আমার সেরেস্তায়? কি কাজ করবে মিয়া?

মর্ত্তজা। যা বলবেন—নকলনবিসী—তাও না দিতে চান, সামান্য ভৃত্য যে কাজ করে সেই কাজ।

সর। তা হ'লে মিনি মাইনেতেও রাজী নাকি মিয়া?

মর্ত্তজা। তাতেই যদি আপনার মত হয়, তাই।

সর। গরীবের প্রতি এত মেহেরবানি কেন মিয়া?

মর্ত্তজা। আপনি দেবেন কি না বলুন?

সর। নবাব সরকারে চাকরি কর ত দিতে পারি।

মর্ত্তজা। নবাব? আমি যদি তাকে দেখতে পাই, এখনি আমার বন্ধুর অপমানের শোধ নিই।

সর। তোমার কি মিয়া?

গাউস। যদি দেখিয়ে দিতে পারেন, আজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকি।

সর। তা হ'লে চল, আগে নবাবকেই দেখিয়ে দিই। (সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নাচঘর।

পীর খাঁ ও নর্ত্তকীগণ

গীত।

ভেল রঙ্গিলা আঁখি সখীরী দীঘল রজনী জাগি।
হিয়া থির নেহি, ঘন কম্পই, পিয়া পরশ অনুরাগী॥
অঙ্গহি মে চড়ি, চলত গির পড়ি,
ক্যায়সে রহব উনে ছোড়ি—
শিথিল কবরী ভেলি, রাঙ্গা বাস খসি গেলি,
ভাগল মদন দুখ ভাগী।
মরম সরম ছোড়ি পিয়া লাগি পিয়া লাগি।

(আহম্মদ ও বাখর খাঁর প্রবেশ)

আহ। এ কেলোয়াৎ সাব্! গান বন্ধ করুন, হুজুরালি আসছেন।

পীর খাঁ। হুজুরালি—হুজুরালি!

(নর্ত্তকীগণের প্রতি শিখাইবার ইঙ্গিত)

আহ। দেখুন আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে চললুম। হুজুরালি এলে যেন ফূর্ত্তির কোন ত্রুটী না হয়। আর দেখুন, সেই নয়া বিবি এলে, তাকে তোমরা সব বেগমের মতন আদর করবে।

বাখর। যো হুকুম। তবে কালোয়াৎ সাহেবকে একটা কথা বলে যান। কোথায় কিছু নেই হঠাৎ কথার মাঝ খানে যেন 'মা· তেরে' করে না উঠেন।

পীর। নেহি জনাবালি! গোলাম ত বে-তমিজ নেহি হ্যায়। বেতালা হাম কভি নেহি গায়েঙ্গে।

বাখর। ওইটে আপনি বুঝিয়ে বলে যান! না হ'লে মজলিসের মাঝ খানে পাঁচটা রংদার কথার ভেতরে মেয় তেরে করে পেটের পিলে যে চমকিয়ে দেবেন, তা হবে না।

আহা। আহা। কালোয়াৎ সাহেবকে কিছুই বলে দিতে হবে না। কালোয়াৎ সাহেব তালে ঠিক আছেন।

বাখর। বস্, তা হ'লেই হ'ল।

[আহম্মদের প্রস্থান।

পীর। কেয়া! হাম আনাড়ি হ্যায়?

বাখর। আরে বাপ, আনাড়ি হবে কেন ফৌজদার সাহেব? আপ্ সানাড়ি হ্যায়। কিন্তু তাতে কেয়া হ্যায়! মানুষ মাত্রেরইত একঠো পেট হ্যায়? আর সে পেটমে ত একটা করে শালে হ্যায়?

পীর। আলবৎ হ্যায়।

বাখর। ও শালা আনাড়ি হ্যায়—

পীর। বেসক!

বাখর। ও শালা আপকো ওস্তাদী সম্ঝতা নেই। ও শালা আপকো ওস্তাদী গান শুনলেই:চমকাতা হ্যায়।

পীর। ঠিক বোলা।

বাখর। এসিকো ওয়াস্তে ও শালার ভদ্র মজলিসে ঠাঁই নেই হোতা।

পীর। ও শালাকো কভি ঠাঁই নেই হোগা।

বাখর। তাই পেটকা ভিতরমে মুখ লুকায়কে রহতা হ্যায়।

পীর। ঠিক বোলা ভেইয়া। ও শালা কাহে পেটমে ডেরা কিয়া?

বাখর। নাক বাহারমে হ্যায়, দোঠো কাণ বাহারমে হ্যায়, আঁখ হ্যায়, হাত পা গুলো সব হ্যায়, আর ও শালা ভিতরমে ক্যা করতা? উসকো হুঁয়া কুচ কাম নেহি।

পীর। কুচ নেহি।

বাখর। যকৃত রস দেতা হ্যায়, ফুসফুস দম দেতা হ্যায়, কলেজা ধুকধুক করতা হ্যায়—ও শালা ক্যা করত?

পীর। কুচ নেহি। সচ্ বোলা—ইসিকো ওয়াস্তে শালা লাথ খাতা হ্যায়, আউর ফাট যাতা হ্যায়।

বাখর। এই, আভি আপ্ সমঝা।

পীর। হাম বরাবর সমজদার হ্যায়। হ্যায় তেরে—

বাখর। আবার?

পীর। ভুল হোগিয়া ভেইয়া, ভুল হোগিয়া। আরে, হুজুরালি আতা হ্যায়।

(সরফরাজ, ওমরাওগণ ও আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। হুজুরালি, ফুরসৎ নিন্। আপনার মহামান্য পিতা পোনেরো বৎসর এই ফররা বাগে আনন্দ উপভোগ করে গেছেন, এক দিনের জন্য এ বাগানে আমোদের বিরাম হয়নি। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত তিনি এই বাগানে। শেষ মুহূর্ত্তে কেবল ঘরে গিয়েছিলেন, তার পর এইখানে আবার তাঁর সমাধি। মৃত্যুর পরও তিনি এস্থান ত্যাগ করতে পারেন নি। কেবল সাত দিন এ বাগান অন্ধকার ছিল।

সর। আমি নবাব হ'লে ফররা বাগ দুনিয়ার লোকে দেখতে পেত কিনা সন্দেহ! এ পরীর বাসযোগ্য স্থান—আমি এর মর্য্যাদা কি রাখতে পারবো?

আহ। খুব পারবেন হুজুরালি।

আহ। নাও, বিবি জানেরা জাঁহাপনাকে সব খুসী কর। বহুৎ বক্‌সিস মিল যাগা। হুজুরালি! গোলামকে তাহ'লে অনুমতি করুন, বিদায় হই।

সর। আপনি বিদায় নিচ্ছেন কেন?

আহ। আজ্ঞে হুজুরালি। আমি হজ করে এসেছি—দুনিয়ার এককূপ ফকীরীই সার করেছি। ফকীরত এস্থানে থাকবার যোগ্য নয়।

[প্রস্থান।

সর। বেশ, আমরাত থাকবার যোগ্য। কি বল কালোয়াৎ?

পীর। আলবৎ। বরাবর জাঁহাপনা-বরাবর!

সর। কিন্তু কালোয়াৎ, তুমি আমার বাপের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়েছিলে!

পীর। হাঁ জাঁহাপনা দিয়েছিলুম—হরদম্ দিয়েছিলুম্।

সর। তা হ'লে আমার সঙ্গে কেমন্ ক'রে ইয়ারাক দেবে?

বাখর। ইয়ারের কি বয়স হয় জাঁহাপনা?

সর্। বা! বা! আচ্ছা বাৎ হ্যায়।

সকলে। আচ্ছা বাৎ হ্যায়।

পীর। জাঁহাপনা! আপন'র বাপকে এ গোলাম খুসী করেছে, আবার আপনাকে খুসী করবে।

সর্। তা হ'লে পিয়ারের সামগ্রী কি এনেছ, জল্দি নিয়ে এস।

পীর। যো হুকুম। [পীরখাঁর প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

দেখেছি গো তারে অতি দূরে।
যেমন দেখা ছবি আঁকা, দূর হ'তে প্রাণ সঁপেছি তারে।
সে যদি এখন কাছে আসে, কি বলে তারে বসাই পাশে!
কথা শুনে যদি হাসে—অশ্রুত মধু ভাসে—
তখনি মরমে যাবগো মরে।
দূরের বঁধু তুমি দূরে থাক, নিকটে এস না কথা রাখ,
(আমি) আপন রচিত সরমে জড়িত,
কাছে এলে দূরে যাব সরে।

(পীরখাঁর প্রবেশ)

পীর। এরে বাপ্—এরে বাপ্!

সর্। কি হ'ল—কি হ'ল কালোয়াৎ?

পীর। ও আওরৎ নয়, জাঁহাপনা নেকড়ী—নেকড়ী!

সর। নেকড়ী কি?

পীর। হুজুরালি! আপনার জন্য বিবিকে আনতে গেলুম। গিয়ে দেখি নাকী বিবি আপনার পাশের ঘরের দরজার সমুখে হুমড়ি হয়ে বসে নাকে হাত দিয়ে হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করছে। চারিদিক রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে।

সর্। কেন জানলে?

পীর। নাকী বিবি, বিবি সাহেবকে তোয়াজ করতে যেই কাছে গিয়েছে—অমনি সে তার নাকে এক থাবা মেরেছে—নাক্‌ত গেছেই—এখন জান থাকলে হয়।

সর্। তুমি কি তাই দেখে পালিয়ে এলে?

পীর। না জাঁহাপনা, আমি পালিয়ে আসিনি। বিবিকে আনবার জন্য যেই দোরটী খুলে ঘরটীর ভেতর মাথাটী গলিয়েছি, অমনি পাশের দিক থেকে ঝাঁপ মেরে গালে এক থাবা। হুজুরালি! সেত থাবা নয়—ঝাঁপতাল।

সর্। তুমি বুঝি সেই খবর দিতে এলে! আর ওদিকে বাঘিনী পিঞ্জরে ভেঙ্গে পালাল—কেমন?

(নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বেগে নাকী বিবির প্রবেশ)

নাকী। হুঁ হুঁ (ইঙ্গিতে দোরে শিকল দেওয়া প্রকাশ) যেঁতে দিইনি—যেঁতে দিইনি।

বাখর। দরজা বন্ধ করে দিয়েছ?

সকলে। দিয়েছ? (নাকীর ইঙ্গিতে প্রকাশ)

সর্। বহুত আচ্ছা নাকীবিবি—বহুত আচ্ছা। তুমিই আজকে নবাবের মান রক্ষা ক'রেছ। নইলে এত লোক জন থাকতে সে বিবি যদি পালিয়ে যেত, তা হ'লে নবাবের অপমান রাখ্‌তে আর ঠাঁই থাকত না!

বাখর। কুচ পরোয়া নেই বিবি, যদিই নাক দিয়ে থাকো, সোনা দিয়ে তা বাঁধিয়ে দেব। নাকী, তোমায় ফাঁকি দিয়ে যেতে দেব না।

সর্। ভাই সব—কিছু কালের জন্য অপেক্ষা কর, আমি বাঘিনীকে পোষ মানাতে চল্লুম।

বাখর। একলা যাওয়া হবে না জাঁহাপনা—গোলাম সঙ্গে যাবে।

সর্। বেশ ইচ্ছা হয়, আসতে পার।

[নাকী, সরফরাজ ও বাখরের প্রস্থান।

১ম ওম। কি কালোয়াৎ সাহেব! নেকড়ীর পিছন পিছন যদি নেকড়ে আসে?

পীর। আনে দেও, হাম উস্‌কো দেখ্‌লেঙ্গে—

(তরবারি হস্তে, গাউস ও মর্ত্তজার প্রবেশ)

গাউস। পাষণ্ড শয়তান নবাব। দুর্ব্বল বুঝে তুমি রমণীর ওপর বীরত্ব দেখাবে মনে করেছ?

সকলে। আরে সামাল, সামাল—(পীরখাঁ ব্যতীত সকলের পলায়ন)

মর্ত্তজা। এক ধার থেকে কাটতে সুরু কর—কাউকেও বাদ দিয়ো না। তোমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচারের শোধ নাও। (পীরখাঁকে ধরিয়া) এই যে শালা 'মেয় তেরে'!

পীর। দোহাই বাবা, তোমরা ভুল করেছ—চোদ্দ পুরুষে আমার মেয় তেরে নয়—

গাউস। তুই ন'স?

পীর। এই পরীক্ষা করে দেখ বাবা, সে শালার গাল ত এত ফুল নয়।

গাউস। না বন্ধু এ ত নয়!

মর্ত্তজা। তুই তাকে চিনিস?

পীর। খুব চিনি বাবা! সে শালা শয়তান। তাই তাকে চিনেও চেনা যায় না বাবা।

গাউস। একটা স্ত্রীলোককে যে ধরে এনেছে, তাকে কোথায় রেখেছে জানিস?

পীর। জানি বাবা!

গাউস। যদি দেখিয়ে দিস্‌ তবেই তোকে রাখব, নইলে মেরে ফেলব।

পীর। তাহ'লে এস বাবা সঙ্গে এস।

মর্ত্তজা। আর সেই কালোয়াত শালাকে দেখিয়ে দিতে পারিস্‌?

পীর। সে শালা কি করেছে বাবা?

মর্ত্তজা। সেই শালাই যত নষ্টের মূল।

পীর। খুব দেখাব—সে শালাকে আগে দেখাব। শালা কেমন ক'রে আমার চেহারা নকল করেছে। তাতে মাঝে মাঝে বড়ই বিপদে পড়তে হয় বাবা। গাল ফোলা না থাক্‌লে তোমরা ত আমাকে মেরেই ফেলেছিলে!

গাউস। এখনও তোমার বিপদ গেছে মনে কর না। যদি সে বিবিকে দেখাতে না পার, তা হ'লেও তোমার মৃত্যু।

পীর। এস বাবা, দেখাই এস।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। না, তুমিত পারবে না, তুমিত পারবে না! তোমার ও কমলোৎপল আঁখি থাকে থাকে দূর গগনের কোন আলুলায়িত গলিত-কাঞ্চন কুন্তলার কমল আঁখির ইঙ্গিতে ইঙ্গিত বিনিময় করে, তুমিত দুনিয়ার রূপে মুগ্ধ হতে পারবে না প্রাণেশ্বর!

(হায়দারির প্রবেশ)

হায়। একি রমণী! উন্মাদিনীর মত তুমি একি কাজ করেছ?

রাবিয়া। য়্যা? তাইত কি করেছি? কি করেছি ফকীর, কি করেছি খোদাবন্দ?

হায়। কাউকেও না জানিয়ে তুমি গৃহত্যাগ করেছ? আর কি করবে?

রাবিয়া। তাইত! কে আপনি?

হায়। আমি যে হই তুমি কে?

রাবিয়া। আমি? কে আমি—তুচ্ছ রমণী!

হায়। তুচ্ছ রমণী নও—বাঙ্গালার রাজশ্রী। এখনওত তোমার গৃহত্যাগের সময় হয় নি মা! পূর্ণ অধর্ম্ম এখনওত বাংলার অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করেনি—মস্তিষ্কে এখনও অস্তিত্ববোধের শক্তি

আছে। যাও—এখনি ফিরে যাও। সহস্র প্রহরীর চক্ষু এড়িয়ে ঘরের বার হয়েছ, ধন্য তোমার সাহস।

রাবিয়া। তাইত কি করলুম? খোদাবন্দ! রক্ষা করুন, কেমন করে ফিরব বলে দিন?

হায়। স্বামীর আচরণ দেখতে কখন অভিলাষিণী হয়ো না। তাতে স্বামীর ক্ষতি হবে না, দুনিয়ার কারও ক্ষতি হবে না—ক্ষতি হবে তোমার। সে ক্ষতিতে আকাশ থেকে একবিন্দু অশ্রু পতিত হবে, এইমাত্র। দুনিয়ার বালুকা প্রান্তরে পড়তে না পড়তেই শুকিয়ে যাবে। চাতকেও খোঁজ পাবে না। এস নবাবপত্নী, আমার সঙ্গে চলে এস।

রাবিয়া। যে মনের আবেগ বিজলীর ন্যায় দুর্জ্জয় কম্পনে আমাকে ঘরের আশ্রয় থেকে দূর করে দিয়েছে, সেই আবেগ নিয়ে আমি কেমন ক'রে ফিরে যাব? অনুমতি করুন, আমি ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিই।

হায়। তাতে তোমার স্বামীর ত কিছু ক্ষতি নেই মা, ক্ষতি তোমার।

রাবিয়া। তা হোক, হজরৎ আপনি অনুমতি করুন।—

হায়। আমি অনুমতি ক'রে কর্ম্মভাগী হব কেন, তোমার ইচ্ছা। নাও, কি করবে একেবারেই স্থির কর। আমি আর সময় নষ্ট করতে পারব না।

রাবিয়া। আমি যদি ঘরে না ফিরি, তাহলে কি হবে?

হায়। কি হতে পারে, তুমিই বল। তুমি নবাবের বেগম। সূর্য্য সন্তর্পণে তোমার ঘরে আলোক বিকীরণ করে।

রাবিয়া। স্বামী আমাকে হত্যা করবেন?

হায়। তাও করতে পারেন, আজন্ম অন্ধকারাগারে আবদ্ধও রাখতে পারেন।

রাবিয়া। দেখুন খোদাবন্দ, আমি আমার স্বামীকে নাস্তিক জানি, কখনও তাঁর মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিনি। অলস জানি, স্বেচ্ছায় কোন কার্য্যেই তাঁর উৎসাহ দেখিনি। দুনিয়ার কাজে যে একটা বুদ্ধির প্রয়োজন, তাও দেখিনি। আমার প্রতি যে একটা বিশেষ প্রেম, তাও কখন অনুভব করতে পারিনি। তবে একটা জানি—আমার স্বামী একপত্নী-নিষ্ঠ, নির্ম্মল স্বভাব, সদাশয়। যদি সে গুণও তাঁর না থাকে, তাহলে অমন কাফের স্বামীর কাছে থাকার চেয়ে মৃত্যু কিংবা অন্ধ কারাগার কি অধিক যন্ত্রণাকর?

হায়। তা হলে কি করতে চাও?

রাবিয়া। (পদতলে পড়িয়া) সূর্য্য যাকে দেখেনি, তাকে আপনি চিনেছেন—অন্তর্য্যামী, বাঁদীকে আশ্রয় দিন।

হায়। পরিণামের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে?

রাবিয়া। পারব।

হায়। বেশ, আমার সঙ্গে এস।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সুসজ্জিত কক্ষ।

মালেকা।

মালেকা। দোহাই ফকীর, দোহাই হজরৎ দুর্ব্বল রমণী আমি, আর আমাকে পরীক্ষা ক'র না। এস্থানের কি একটা পূতিগন্ধে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। রক্ষা কর হজরত—রক্ষা কর।

সর্। (নেপথ্যে) কই বিবি! কোন ঘরে?

মালেকা। মিলিয়ে গেল—শয়তানের প্রলোভনে মুগ্ধ হয়েছিলুম! না না—এখনও যে বল্‌তে সাহস হচ্ছে না! খোদা! কেউ না থাকে তুমি আমাকে রক্ষা কর। ফকীরের একটা কথাও যদি সত্য হয়, যদি যথার্থই ঈশ্বর তুমি আমার

নিয়ে থাক, তা হ'লে এই সঙ্কট সময়ে তার পরিচয় দাও।

সর্। বা! বা! কি অপূর্ব্ব রূপরাশি নিয়ে মি দুনিয়াতে এসেছ সুন্দরী!

মালেকা। কে আপনি?

সর্। অনুমান কর—অনুরূপ বুদ্ধি দেখিয়ে পের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

মালেকা। আপনি নবাব।

সর্। ঠিক বুঝে বল—আমার মনস্তুষ্টির জন্য চাটুবাক্য প্রয়োগ ক'র না।

মালেকা। আপনি যেই হন, নিকটে আসবেন না।

সর্। কেন সুন্দরী?

মালেকা। (ছুরিকা বাহির করিয়া) তা হ'লে আপনার জীবন থাকবে না।

সর্। যদি তোমার বোধ হয়ে থাকে, আমি নবাব, তা হ'লে তোমার মতন সুন্দরীর কোমল হাতের ছুরী দেখে ভয় পাব বলে কি আমি মসনদে বসেছি? বেশ, আমি তোমার নিকটে এলুম, জীবন নাও।

মালেকা। আর কাছে এলে, আমি নিজে নিজের বুকে ছুরী মারব।

সর্। তাইবা দেব কেন? যে আত্মরক্ষা করতে জানে, সে অপরকেও রক্ষা করতে পারে!

মালেকা। কই রক্ষা কর্ দেখি শয়তান। (নিজের বক্ষে ছুরিকা উত্তোলন ও সর্‌ফরাজ কর্ত্তৃক ধারণ)

সর্। কই সুন্দরী, পারলে না।

মালেকা। (স্বগত) তাইত! কি বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধরলে! খোদা! তোমাকে ডেকেও ম রক্ষা করতে পারলুম না!

সর্। ছুরীর ওপর সতীত্বের ভর দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত ছিলে সুন্দরী? কই ছুরী ত তোমার মর্য্যাদা রাখতে পারলে না।

মালেকা। দোহাই জাঁহাপনা, পরস্ত্রীর হাত ধরবেন না।

সর্। তুমিই বাধ্য ক'রে ধরালে—ছুরী ফেল। (মালেকার ছুরী ত্যাগ) দুনিয়ার কোন্ গুপ্ত কুঞ্জে অঙ্কুরিত হয়ে, জঙ্গমা শাললতা, তুমি ইচ্ছা ক'রে আমার উদ্যানে ছায়া দান করতে এসেছ? এসে এখন এত উগ্র হও কেন?

মালেকা। মাফ করুন নবাব, আমি আপনার শরণাগত।

সর্। ভয়ে বলছ, না ভালবাসায় বলছ?

মালেকা। আপনি অবিশ্বাস করছেন কেন?

সর্। বিশ্বাস না হলেই অবিশ্বাস করতে হয়। আমি আজও যখন নিজের মনকে বিশ্বাস করতে পারি না, তখন তোমার শরণাগতি গ্রহণ করব কেন? আর আমি শরণ দিলেই কি তুমি বিশ্বাস করতে পার? সহসা উত্তর দিয়ে রমণী হৃদয়ের অসারত্ব প্রতিপন্ন কর না। ভেবে বল। বল, মনের উপর বিশ্বাস করে, তুমি কাজ করতে পেরেছ কি না?

মালেকা। তাইত! (নত জানু) আপনি কি নবাবের মূর্ত্তি ধরে আমার আশ্রয়দাতা হজরৎ?

সর্। উঠ ভগিনী! আমি ক্ষুদ্র দান—ও মহৎ অভিধানের যোগ্য নই। তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবতী, তুমি শরণ পেয়েছ, আমি শরণপ্রার্থী। জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে তিনি তোমার সাহায্যে আমাকে জীবনের পথে ফিরিয়ে এনেছেন।

(গাউস খাঁ ও মর্ত্তজার প্রবেশ)

গাউস। শয়তান! এখন তোমাকে কে রক্ষা করে? তাইত! একি! আপনি?

সর্। বীর! অস্ত্র উত্তোলন করে, আঘাত: করতে এসে পেছিয়ো না।

মর্ত্তজা। পেছুব—আমরা পেছুব ? দিল্লীর প্রবল প্রলোভন পশ্চাতে ফেলে আমরা সূর্য্যের উদয় স্থান অন্বেষণে বহির্গত হয়েছিলুম। আমরা সেই কিরণ-প্রস্রবণ-মূলে এসে পেছিয়ে যাব ? পেছুব কেন জাঁহাপনা, এই যে অস্ত্রকে যোগ্য-স্থানে রক্ষা করছি। [পদতলে রক্ষা।

গাউস। এখনও যে আমি মনকে বিশ্বাস করতে পারছি না। মালেকা! মনের অসাধারণ বলের অহঙ্কার নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করেছিলুম। মুরশিদাবাদ প্রবেশ-মুখে, আমি নিজের কাছে অপদস্থ, পরাভূত হলুম। কাল প্রাতঃকালে আয়নাতে নিজের এ অবিশ্বাসীর মুখ দেখতে আমার সাহস হবে না। মালেকা! আমি কি করলুম ? তোমায় যে আমি তাঁর হাতে আ-জীবনের ভার দিয়ে এসেছিলুম ? একই মধ্যে আমি মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক হলুম ? কি করলুম ?

মালেকা। মূর্খ স্বামী! দাঁড়িয়ে আছ কেন ? অস্ত্র উপঢৌকন দিয়ে এই চরণে আশ্রয় নাও।

মর্ত্তজা। আর যে মহাপুরুষের উপর অ-বিশ্বাসের অপরাধ করেছ,দূর থেকে সেই ফকীরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাও। জাঁহাপনা! মনের মানুষ খুঁজতে সুদূর বোখারা থেকে হিন্দুস্থানে এসেছিলুম। এতদিন পরে এতদূরে তাঁকে পেয়েছি। আগেই মনের কথায় গোলামী নিয়েছি জাঁহাপনা! আপনি ত্যাগ করতে চাইলেও গোলাম আপনাকে ছাড়তে পারবে না।

মালেকা। কি করছ ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না ? জাঁহাপনা ভগিনী সম্বোধনে আমাকে চরণে আশ্রয় দিয়েছেন। তুমি নিতে বিলম্ব করছ কেন ?

সর্। আবার আশ্রয় ? কিসের আশ্রয়—কার আশ্রয় মালেকা ? প্রাবৃট্ রজনীর আঁধার ধারা বর্ষণে জর্জ্জরিত পথিক যদি কখন ভাগ্যবশে দীপালোকিত অট্টালিকায় আশ্রয় পায়, সে কি তা ত্যাগ ক'রে আবার তরুতল আশ্রয় করতে ইচ্ছা করে ? বিপন্ন পথিক! আমিও তোমার মত নিরাশ্রয়! ভাই! তোমার ঈশ্বর কৃপায় প্রাপ্ত আশ্রয়ের একপার্শ্বে আমাকে একটু স্থান দাও।

গাউস। জাঁহাপনা! সে আশ্রয়ে শুধু আপনার অধিকার। আমি তা অবিশ্বাসে ত্যাগ করে এসেছি। এখন কৃতকার্য্যের জন্য আপনার কাছে শাস্তি ভিক্ষা করি।

সর্। বেশ, তা হ'লে, আজ নয়—কাল—দরবারে। বাখর!

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। এ সব কারা জাঁহাপনা ?

সর্। কই বাখর ? রক্ষা করতে সঙ্গে এলে, কিন্তু কই এ দুই আততায়ীর গৃহ-প্রবেশ ত তুমি রোধ করতে পারলে না ?

বাখর। মৃত্যুকে যে অন্দরের পথ দে[খিয়ে] নিমন্ত্রণ করে এনে বালিসের নীচে লুকিয়ে রাখে, তাকে রক্ষা করা এ গোলামের ক্ষমতা নয়! জাঁহাপনা আমি অস্ত্র ত্যাগ করলুম।

সর্। (অস্ত্র তুলিয়া) ক্ষমা কর বাখর আমি তোমাকেও আজ মনের কথা [গোপন] করেছিলুম। এই নাও আমার ভগিনী মালেকা। এঁকে বেগমের সহচরী করে চেহেল্ সেতুনে রক্ষা কর। এই এঁর স্বামী, আর এই আমার বন্ধু। তুমি এদের সঙ্গে নিয়ে তিন সহচরে আমার শরীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাক।

বাখর। আগে প্রতিজ্ঞা করুন, গোলামকে নিয়ে এরূপ রহস্য আর করবেন না!

সর্। না—আজ থেকে তোমরা অন্তরঙ্গ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

আহম্মদ।

আহ। মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করে ঘরে এনেছি। এখন যে আর অনুশোচনা করতেও সাহস করি না! পদ্মপলাশ মনে করে নাগিনীর ফণায় হাত দিয়েছি। পাপিষ্ঠা ধরা দেবার জন্যই যে ফররা বাগানের নিকটে বসেছিল, তাকি জানি? মূর্খ পীরণীর কথায় অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে রজতলতা মনে করে নাগিনীকে গলায় জড়িয়ে আনলুম। ঠিক হয়েছে—আহাম্মুখি। নিজের উজীরীত খেয়ে ফেলেইছি, এখন ভাইয়ের ভবিষ্যতের আশা পর্য্যন্ত নিজ হাতে নির্ম্মূল করতে চলেছি। নিজে চিঠি লিখে পাটনা থেকে আলিবর্দ্দীকে আনতে হবে! এ রকম করে নিজের জালে নিজেকে জড়ান আমা ছাড়া আর কারও ভাগ্যে কখনও হতে শুনিনি! আমার নামের সাক্ষর দেখলে আলিবর্দ্দী মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করবে না—পত্র-পাঠ সে পাটনা পরিত্যাগ করবে। কি উপায়ে তাঁকে প্রকৃত কথা জানাই? দুই ভাইকে মুরশিদাবাদে এক সঙ্গে পেলে আমাদের বিনাশে নবাবকে আর অস্ত্র ধরতে হবে না। কি করলুম—কি করলুম? পা থাকতে পঙ্গুর মত বসে, হাত থাকতে হাত গুটিয়ে প্রাণ দেব? প্রতিকারের চেষ্টা নিজেকেই করতে হবে। ঘেসেটী! (ঘেসেটীর প্রবেশ) জেগেছ?

ঘেসেটী। জেগেই আছি। আপনার ফররা-বাগ থেকে ফেরা না দেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারিনি।

আহ। মা। আমাদের নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবার কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটেছে।

ঘেসেটী। সে কি?

আহ। কেন এখন বলতে পারব না। বলবার অবকাশ নেই। আজ রাত্রেই তুমি পাটনা রওনা হতে পারবে?

ঘেসেটী। আপনি যে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আদেশ করেছেন?

আহ। অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, তুমি আমার একখানা পত্র নিয়ে এই রাত্রেই তোমার পিতার কাছে চলে যাও। নবাবের কাছে এখন গেলে, যদি তিনি তোমার কোন অমর্য্যাদা করেন, নীরবে চক্ষু জলে আমাকে সে অপমান সইতে হবে। তুমি এখন পাটনায় যাও।

ঘেসেটী। যো হুকুম!

আহ। আমি তোমার যাত্রার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এস মা আমার সঙ্গে এস।

ঘেসেটী। বেশ চলুন।

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার—খবরদার—হুজুর! খবরদার।

ঘেসেটী। একি হল? প্রহরী আপনাকে যেন সাবধান করছে না?

নেপথ্যে। খবরদার—খবরদার—সাচ্চা শয়তান—হুজুর, খবরদার।

আহ। তাইত ঘেসেটী, তাইত মা! নবাবের হুকুমে কেউ আমাকে হত্যা করতে আসছে নাকি?

ঘেসেটী। বুঝতে পারছি না, আপনি শীঘ্র এ ঘর পরিত্যাগ করুন।

আহ। যাঁ! পরিত্যাগ—কোন্ দিকে যাব? যদি সেই দিক দিয়েই ঘাতক এসে পড়ে?

ঘেসেটী। তাইত পিতৃব্য! আমিও কি করব, কোন দিক্ দে পালাব?

(জালিমের প্রবেশ।)

আহ। ও ঘেসেটী মারে যে, কে আছে দেখ না, খুন করে যে।

ঘেসেটী। খুন করলে—খুন করলে—চাচাকে খুন করলে—রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(পলায়নোদ্যোগ)

জালিম। (ঘেসেটীর গমনে বাধা দিয়া) ভয় নেই বিবি সাহেব! আমি হত্যাকারী নই। আমি উজীর সাহেবের কাছে দরকারে এসেছি। এই অস্ত্র ফেলে দিলুম, আর কি আপনার ভয় আছে বিবি সাহেব? আপনিই কি উজীর সাহেব?

আহ। তোমার কি প্রয়োজন ভাই?

জালিম। আগে বলুন, আপনি উজীর কি না।

আহ। আমিই উজীর।

জালিম। এই বিবি সাহেবকে চলে যেতে বলুন।

আহ। একলা পেয়ে আমাকে হত্যা করবে নাকি?

জালিম। আপনি না জনাবালি, একটা দুনিয়ার মতন মুলুকের উজীর? আপনার এত প্রাণের ভয়!

আহ। ঘেসেটী চলে যাও।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।

(আহম্মদের হস্তে জালিমের পত্র প্রদান)

আহ। (পত্র পাঠ) ইয়া আল্লা! একি! একি শুভ সংবাদ! ঘেসেটী—ঘেসেটী!

ঘেসেটী। কি খবর, কি খবর পিতৃব্য?

আহ। এই বালকবেশী দূতকে হৃদয়ে তুলে নাও। তোমার গলায়, তোমার অঙ্গে যা অলঙ্কার আছে সে সমস্ত এই বালককে উপহার দান কর।

জালিম। উপহার আমি নেব না।

আহ। নিতেই হবে। শুধু তাই নয়, হাজার মোহর তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। বালক বীর। প্রবেশকালে তোমাতে মৃত্যুদূতের মূর্ত্তি দেখেছিলুম। এখন তোমার রূপের প্রভায় আমার অন্তর পর্য্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠেছে। যে ভাগ্যবানের পুত্র তুমি তাকে আমি অসংখ্য সেলাম করি। বক্‌সিস্ তোমাকে নিতেই হবে।

জালিম। কভি নেহি লেগা জনাবালি।

আহ। এত আনন্দ দিয়ে আবার মর্ম্মবেদনা কেন দিবি ভাই? পাটনা থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে খবর আনা জীন ভিন্ন পারে না।

জালিম। চিঠি আজ আসেনি—চিঠি কাল এসেছে জনাব!

আহ। কাল?

জালিম। কাল সন্ধ্যায়—আমার পিতা এই চিঠি এনেছেন। কাল তিনি বরাবর আপনার কাছে এসেছিলেন। আপনার দেখা পান নি। সারা রাত তিনি আপনার অপেক্ষায় বাড়ীর দেউড়িতে ঘুরেছেন। ভোরে এই পত্র আমার হাতে দিয়ে তিনি পাটনায় ফিরে গেছেন। আমায় বলে গেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি যেন এ চিঠির খবর জানিতে না পারে। তাই জনাব আমি কাউকেও কোনও কথা কইতে পারিনি। আমিও সারাদিন আপনার অপেক্ষায় ঘুরেছি।

আহ। আমার দুর্ভাগ্য—আমি কাল থেকে বাড়ীতে ছিলুম না। কোথায় ছিলুম, বাড়ী পরিবারকে পর্য্যন্ত বলে যাইনি। আমার দুর্ভাগ্য, তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলনি। বালক! সারাদিন দুশ্চিন্তায় মর্ম্মবেদনায় আমার হৃদয় মথিত হয়েছে। তুমি সেই মর্ম্মবেদনাকে উল্লাসে পরিণত করেছ। বৃদ্ধ করজোড়ে তোর মেহেরবানি চাচ্ছে, পুরস্কার নয়—তোকে কিছু নজর দেবো—নিবি নি?

জালিম। মাফ করুন জনাবালি। পিতার আদেশ নাই।

ঘেসেটী। একবার তোকে বুকে করতেও পাব না?

জালিম। কতক্ষণ থাকবো মা। চিঠি দিয়েই আমার চলে যাবার আদেশ।

ঘেসেটী। তোমার বাপ্ ত দেখতে আসছেন না!

জালিম। আমার অন্তর ত আমার সঙ্গে সঙ্গে দেখবার জন্য এসেছে। জনাবালি—সেলাম! মাঈজী—সেলাম।।

[জালিমের প্রস্থান।

ঘেসেটী। একি বিচিত্র ছেলে! এমনত কখন দেখিনি বাপ!

আহ। দুনিয়ায় এর জোড়া নেই, কোথা থেকে দেখবে মা? ভয় নেই, তোমার বাপের লোক। ওদের পরিচয় জানতে আমার বিলম্ব হবে না।

ঘেসেটী। কি খবর জানতে পাব না?

আহ। তুমি জানবে না! অবশ্য জানবে। ভাই আমার একদিনে নবাবের চার হাজার রোহিলাকে নিজের করেছে। এই চিঠি পেয়ে আমি আজ যে খুসী হয়েছি, মুরশিদাবাদের মসনদ পেলে বুঝি এত খুসী হতুম না।

ঘেসেটী। বলেন কি?

আহ। আর তুমি পাটনাতেই যাও, কি এখানেই থাক—তোমার যা অভিরুচি।

ঘেসেটী। তা হ'লে চেহেল সেতুনে আর যাব না?

আহ। সে তোমার ইচ্ছা। তবে যদিই যাও, রাবিয়া বেগমের মুখ চেয়ে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। নবাবের বল গেছে।

ঘেসেটী। বস্! এর চেয়ে সুখের সংবাদ আর আমি শুনতে চাই না।

আহ। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাও। রাবিয়া একটা অজ্ঞাতনামা নবাবের স্ত্রী, আর তুমি স্বনাম-ধন্য আলিবর্দ্দি খাঁর দুহিতা। নবাবের সমস্ত শক্তি এখন তার হাতে।

ঘেসেটী। তা হ'লে আজই একবার চেহেল সেতুনে যাব। রাবিয়ার দেমাক ভেঙ্গে দেবার, তাকে টিট্‌কারী দেবার এইত সময়।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

রমাবতী ও জালিম।

রমা। কিরে ছেলে চিঠি দিতে পার্‌লি?

জালিম। হাঁ মা, পেরেছি, একেবারে উজীরের হাতে দিয়েছি।

রমা। যাক্ এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত হলুম। উজীর কি তোর সুমুখে চিঠি পড়লে?

জালিম। শুধু কি পড়লে মা? চিঠি পড়ে এমন আহ্লাদ আমি আর কখন দেখিনি। আহ্লাদে বুড়ো উজীর তার ভাইঝীকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে আমাকে বক্‌সিস্ দিতে হুকুম দিলে। আমি যদি সর্ব্বস্ব চাইতুম, বুঝি বুড়ো আমাকে সর্ব্বস্বই বক্‌সিস্ দিয়ে দিত।

রমা। কেন, তাকি বুঝতে পেরেছিস?

জালিম। কেন মা?

রমা। ওরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

জালিম। তবে অমন পত্র বাবা আমাকে দিলেন কেন?

রমা। তিনি ত পত্রের মর্ম্ম জানেন না। আর তাতেই বা কি। তোমার পিতা না দিতেন, আর একজনও ত দিত। কিন্তু জালিম ষড়যন্ত্র—

জালিম। তা হ'লে কি হবে মা! নবাবকে কি ওরা মেরে ফেলবে?

রমা। তা কেমন ক'রে বুঝব? তবে বড়-যত্নে ওরা কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছে, নইলে অত উল্লাস কেন?

জালিম। অমন নবাবকে মেরে ফেলবে?

রমা। তা কি কর্‌বে কেমন ক'রে বলব? তোর যদি সেই ভয়ই হয়, তা হ'লে তার কি প্রতিকার করতে পারিস চিন্তা কর। দেবতার কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিস, সে কি শুধু শশক-হত্যা করবার জন্য? তোর প্রাণদাতার প্রাণ-রক্ষার দায়িত্ব তোর—আমার কি?

জালিম। কেমন ক'রে রক্ষা করব বলে দাও না?

রমা। আমি তোকে বলে দেব বালক, তবে তুই প্রাণদাতার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করবি? রাজপুতের ছেলে—কেন, তোর নিজের বুদ্ধিতে কি কিছু আসছে না?

জালিম। আসছে।

রমা। কি আসছে?

জালিম। ঘাতকের ছোরা যদি কখন নবা-বের বুকে প্রবেশ করতে চায়, আগে সে আমার বুক দিয়ে প্রবেশ করবে।

রমা। বেশ তবে আর কি! মৃতের রাজ্য থেকে ফিরে এসেছিস্। সে রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার রাজপুত সন্তানের জন্য চির উন্মুক্ত। দেখিস জালিম, মৃত্যুদূত কর্ত্তৃক ধৃত হয়ে মাথা হেঁট ক'রে, চোরের মতন যেন সেরাজ্যে প্রবেশ করতে না হয়। [উভয়ের প্রস্থান।

(হায়দারি ও রাবিয়ার প্রবেশ)

হায়। দেখলে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলে কি মা?

রাবিয়া। দেখে, চক্ষু আমার জ্বলে গেছে। দোহাই ফকীর সাহেব, বোঝবার কথা নিয়ে আর আমাকে প্রশ্ন করবেন না।

হায়। বেশ, এখন আমি কি করব বল।

রাবিয়া। চরণে আশ্রয় দিয়েছেন, কন্যাকে সঙ্গে নিন্।

হায়। তুমি যে স্বাধীনা নও মা—তোমার স্বামী আছেন। তিনি মুলুকের মালিক।

রাবিয়া। কোথায় যাব? ঘরে ফিরতে গেলে যে লোক জানাজানি হবে। আমার গৃহত্যাগের কথা স্বামীর ত অগোচর থাকবে না।

হায়। বিবি সাহেব! বাগানে প্রবেশ করবার জন্য কি বলে তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে, তা কি তোমার মনে আছে?

রাবিয়া। কি কথা, আমার মনে নেই যে ফকীর!

হায়। তুমি পরিণামের জন্য প্রস্তুত হবে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, আর সেই কথা শুনেই আমি তোমাকে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলুম।

রাবিয়া। গেলুম, দেখলুম, কিন্তু কিছুই ত বুঝতে পারলুম না!

হায়। সে তোমার নসীব।

রাবিয়া। কিন্তু হজরৎ! আপনার ত কিছুই অবিদিত নেই।

হায়। যদি তাই মনে কর, তা হ'লে নেই।

রাবিয়া। (পদতলে পড়িয়া) দয়াময়! তাহলে জ্ঞান-শূন্য কন্যার প্রতি দয়া করুন। আমি সমস্তই অন্তরাল থেকে দেখেছি। দেখে কিছুই বুঝতে পারলুম না। স্বামীর পরস্ত্রীর হাত ধরে চরিত্রহীনতার অভিনয় দেখে আমার কল-জের পরদায় বাণ বিদ্ধ হয়েছে। বলুন দয়াময়, ভিক্ষা চাচ্ছি একবার বলুন, স্বামী কি আমার এখনও পর্য্যন্ত অকলঙ্ক সুধাকর?

হায়। কেন বৃথা প্রশ্ন করছ রমণী? অবিশ্বাসের চক্ষু মঙ্গলময় দিবাকরের শুভ্রজ্যোতিতেও মলিনতা দেখে।"

রাবিয়া। আমি বিশ্বাস করব!

"হায়। দুনিয়া তোমার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কি জানে?

রাবিয়া। চরিত্রহীন!

হায়। তুমি কি জান্‌তে?

রাবিয়া। পবিত্র!

হায়। তা হ'লে শুনে রাখ নবাব-পত্নী, তুমিও দুনিয়া ছাড়া নও। সুতরাং বাহিরে থেকে দুনিয়ার চক্ষু নিয়ে মানুষ চিনতে যেয়ো না, ঠকে যাবে।

রাবিয়া। দোহাই, তা হ'লে লোকে না জানতে পারে এমন করে আমাকে চেহেল সেতুনে প্রবেশ করিয়ে দিন।

হায়। "মাফ কর বিবি সাহেব, তা পারব না। আপনার বুদ্ধিতে গৃহত্যাগ করেছ, আপনার বুদ্ধির সাহায্যে তুমি সেই গৃহে প্রবেশ কর।

[হায়দারির প্রস্থান।

রাবিয়া। ক্ষুদ্র প্রাণে স্বামীকে অবিশ্বাস করেছি। নিজের মৃত্যু নিজে ডেকেছি, এখন ভয় পেলে চলবে কেন? হজরৎ! চলে গেলে? যাও—কিন্তু তোমার করুণা এখনও এখানে পড়ে আছে। সেই করুণা অবলম্বন ক'রে আমি স্বামি-গৃহে প্রবেশ করতে চললুম।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

ফতেচাঁদ।

ফতে। মুরশিদ কুলিখাঁ মৃত্যুকালে আমার মামার কাছে সাত ক্রোর টাকা গচ্ছিত রেখে যান। কাক পক্ষীতেও সে টাকার কথা জানে না। সে টাকা জানি কেবল আমি। টাকা আমার কাছে থেকে থেকে আমার রক্তের সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছে। বিশ বৎসরের মধ্যে নবাব পরিবারের মধ্যে কেহই কোন মুহূর্ত্তে ভুলেও সে টাকার কথা উত্থাপন করেনি। কুলিখাঁর মৃত্যুর সময়ে ওঠেনি, কুলিখাঁর মৃত্যুর পর আজও পর্য্যন্ত ওঠেনি। জান্‌বার লোক একজন আছে, সে দৌহিত্র সরফরাজ। নইলে কুলিখাঁ কি এতই নির্ব্বোধ যে, মৃত্যুকালে কোন আত্মীয়কেই সে টাকার কথা কয়ে গেল না? কিন্তু সরফরাজ খাঁ যদি জান্‌ত, তা হলে কি এত দিন সে টাকার দাবী না করে চুপ করে থাকতে পারত? তাকে ত আমরা বুঝতে পারছি না! তার পেটের কথা সেই জানে, আর কেউ জানে না। এখন যদি নবাব সেই টাকার দাবী করে? চাইলে ত ওজর আপত্তি করতে পারব না? নবাবের সঙ্গে আলিবর্দ্দীর বিবাদ বাধবেই, আর বিবাদ বাধলে পরিণামে নবাবকেই সরতে হবে; আর নবাব গেলে এই টাকা সম্বন্ধে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর, রায় রায়ান!

ফতে। বহুত আচ্ছা, নমস্কার দাও।

(প্রহরীর প্রস্থান) সব দিক বজায় রেখে কি কাজ হয়? টাকা রাখতে হলে সরফরাজকে দুনিয়া থেকে সরাতে হবে, সরফরাজকে রাখতে হয় টাকা দিতে হবে। আসুন রায় রায়ান নূতন খবর কি!

(আলমচাঁদের প্রবেশ)

আলম। রাখর খাঁ এই রাত্রেই ঘোড়া চেপে কোথায় রওনা হ'ল?

ফতে। কোথায় আর যাবে—আমার বোধ হয় আলিবর্দ্দীর প্রতি তলবানা চিঠি গেল।

আলম। আমারও বিশ্বাস তাই।

ফতে। তা হলেই ত মুস্কিলের কথা হ'ল রায় রায়ান! আলিবর্দ্দী খাঁ আসবেন না।

আলম। আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন?

ফতে। সে বিষয়ে আপনি স্থির ধারণা করে রাখুন। সে কথা থাক্, বলছিলুম কি, ব্যাপার ত ভাল রকম বোঝা যাচ্ছে না। আলিবর্দ্দী খাঁ আমার বন্ধু।

আলম। আলিবর্দ্দী খাঁ আমারও বন্ধু জগৎশেঠ জী!

ফতে। তবেই ত হল, তা হ'লে তার বিপদ ঘটলে কেমন করেই বা চুপ করে দেখা যায়? আর এ রকম ভাল ভাল লোকের সঙ্গে বিবাদ ক'রে, নবাব কাকে নিয়ে রাজ্য চালাবে? আর কদিনই বা চালাবে?

আলম। বিশেষতঃ দিল্লীর এখন যে রকম দুরবস্থা।

ফতে। আর সেই সঙ্গে যেরূপ শক্তিপুঞ্জ চারিদিক থেকে বাংলার মসনদকে বেষ্টন করছে, তাতে আলিবর্দ্দীর মত জবরদস্ত লোক না থাক্‌লে নবাবকে দেখতে দেখতে পথে বসতে হবে।

আলম। তবে যখন বল্লেন, তখন বলি, এ ভীষণ সময়ে এক আলিবর্দ্দীই বাংলার মসনদে বসবার যোগ্য পাত্র।

ফতে। ও আর বলাবলি কি রায় রায়ান, আলিবর্দ্দী খাঁর মত লোকের হাতে বাংলার শাসন-দণ্ড না থাক্‌লে, বাংলার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর, উজীর সাহেব।

(আহম্মদের প্রবেশ)

আলম। এখন ব্যাপারটা কি বলুন দেখি?

ফতে। নবাব ওঁকে উজিরী থেকে বরখাস্ত করেছেন।

আলম। সে কি? কবে করেছেন?

আহ। একরূপ করাই। তবে প্রকাশ্য দরবারে আপনাদের সম্মুখেই আমার এই দারুণ অপমানের চূড়ান্ত হবে।

ফতে। কি কারণে হল?

আহ। আপনারা বুদ্ধিমান, আপনারাই বুঝে বলুন কিসে হ'তে পারে।

ফতে। বুঝতে পেরেছি, হতভাগোর এই মূর্খের আচরণের মূলে রমণী। কিন্তু কে সে?

আলম। সে এর মধ্যে কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল?

আহ। তা আমি কি করে বুঝবো? তবে সে রমণী একবার দেখা দিয়েই নবাবকে যাদু করে ফেলেছে। নবাব এক মূর্ত্তি নিয়ে বিলাস-গৃহে প্রবেশ করলে, আর এক মূর্ত্তি নিয়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমার এত বয়স হয়েছে, এই বয়সে বহু সদসৎ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মানুষের এমন আকস্মিক পরিবর্ত্তন আর কখন দেখিনি।

আলম। উজীর হবে কে?

আহ। হবে কি হয়েছে।

ফতে। এ আপনি কি বলছেন জনাবালি?

আহ। বলি দরবারে ত নিমন্ত্রণ হবে, তা হলেই আমি কি বলছি জানতে পারবেন। সেও আর বেশী বিলম্ব নয়।

আলম। কে উজীর হল?

আহ। সে ত দরবারে হাজির হ'লেই দেখবেন।

ফতে। তবু আগে থাকতেই জেনে রাখি। আগে থাক্‌তে সেলামটা ঠুকতে পারলে নেক্ নজরে পড়া যেতে পারে।

আহ। সেই দুশ্চরিত্রটার সঙ্গে দুটো লোক এসেছে! একটা শুনলুম তার ভেড়ুয়া সেটা হল উজীর; যেটা স্বামী, সেটা হল সেনাপতি।

আলম। দেওয়ান?

আহ। না রায়রায়ান! আপনার চাকরী এখনও বজায় আছে?

আলম। তা হলে আমাদের ত পালাতে হল দেখছি।

আহ। আপনারা না পালান, আমাকে কিন্তু পালাতে হল। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে সকল লোকের চক্ষে অপমানিত হতে পারব না। আমি এই রাত্রেই পাটনা রওনা হচ্ছি।

ফতে। আপনি কি পাগল হয়েছেন জনাবালি? এমন মতিহীন যুবকের ভয়ে বুদ্ধিমান কি কখন দেশত্যাগী হয়? এ রকম বুদ্ধির দৌড় যার, সে কি পূর্ণ বাংলায় এক দিনের জন্যও রাজত্ব করতে পারে? তারই নবাবীর অবসান হয়েছে জেনে রাখুন।

আহ। কিন্তু নবাব আলিবর্দ্দীকে পাটনা থেকে তলব করেছেন।

ফতে। আপনি গোপনে তাকে আসতে নিষেধ করে পাঠান।

আলম। তা হলে যখন আপনি যাবার মনন করেছেন, তখন নিজেই যান।

ফতে। না রায়রায়ান, ওঁর যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। উনি গেলে আমাদের উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হবে না।

আহ। তা হলে কি কর্ত্তব্য বলুন?

ফতে। আমি আপনার হয়ে যাচ্ছি।

আলম। আপনিই বা কেমন করে যাবেন?

ফতে। আমার যাবার উপায় আছে। আমার পৌত্র বিবাহ করতে কাশী গেছে। আজ খবর এসেছে বরযাত্র বাড়ী ফেরবার জন্য রওনা হয়েছে। আমি পৌত্রকে আগিয়ে আনবার অছিলা করে আজ রাত্রেই মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করি।

আহ। আমি আর কি বলব—বৃদ্ধ চির দিনই আপনাদের আত্মীয় দেখে এসেছে, আপনাদের অনুগ্রহেই তার এখন মর্য্যাদা রক্ষা।

[আহম্মদের প্রস্থান।

আলম। তা হলে আমিও আপনার সময় নষ্ট করব না।

[আলমচাঁদের প্রস্থান।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। জনাবলি!

ফতে। কে আপনি বিবি সাহেব?

রাবিয়া। এই অপরিচিতা বিপন্ন হয়ে আপনার আশ্রয় নিতে এসেছে। আপনি যদি দয়া করে চেহেল সেতুন প্রাসাদে আমাকে পাঠিয়ে দেন।

ফতে। এতে আর দয়ার বিষয় কি, তঞ্জাম দেব?

রাবিয়া। আজ্ঞে হাঁ জনাবালি।

ফতে। বেশ, এখনি দিচ্ছি।

রাবিয়া। যে তঞ্জামে জগৎশেঠ-গৃহিণী আরোহণ করেন, সেই তঞ্জাম চাই।

ফতে। কে আপনি?

রাবিয়া। ভিখারিণীই জেনে রাখুন।

ফতে। তা কেমন করে দেব? মর্য্যাদা সঙ্গে আপনাকে পাঠাতে পারি, কিন্তু জগৎশেঠনীর তঞ্জাম আপনাকে দিতে পারি না।

রাবিয়া। পারেন না ?

ফতে। কিছুতেই পারি না। জগৎশেঠনীর তঞ্জাম কখন নবাব প্রাসাদে প্রবেশ করেনি। তাতে আমাকে সমাজে অপদস্থ হতে হবে।

রাবিয়া। নবাব-বেগম চাইলেও পারেন না।

ফতে। নবাব-বেগম বাইরে আসবেন, এ কথা কে বিশ্বাস করবে ?

রাবিয়া। দোহাই জনাবালি বিশ্বাস করুন। কেউ জানতে না জানতে নবাব বেগমকে তাঁর মহলে পাঠিয়ে দিন।

ফতে। বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার বংশে কলঙ্ক দিয়ে নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে চান।

রাবিয়া। কলঙ্ক কেন হবে জনাবলি ?

ফতে। কেন হবে তা যদি জানতে পারতেন, তা হলে আপনি এই গভীর রাত্রে এই অসম্ভব কার্য্যে সাহস করেন ?

রাবিয়া। আমি আপনার কন্যা।

ফতে। আমার কন্যা যদি এরূপ অসহায়া গৃহত্যাগিনী হয়, তাহলে তখনি তাকে পাথরে বেঁধে জাহ্নবী জলে নিক্ষেপ করি। বুঝতে পারছি, আপনি জগৎশেঠনীর নাম নিয়ে মহলে প্রবেশ করতে চান। অন্য তঞ্জাম চান দিতে পারি। নইলে আপনি গৃহ প্রবেশের অন্য উপায় অবলম্বন করুন। [ফতেচাঁদের প্রস্থান।

রাবিয়া। হজরৎ! বুঝতে পারিনি, অভিমানে মনের আবেগে পরিণামকে অগ্রাহ্য করেছিলুম। তাই তোমার কন্যা তোমার প্রেমপূর্ণ বাক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তুমি যেখানেই থাক না কেন, তোমার করুণা-পূর্ণ দৃষ্টি এ অভাগিনীর প্রতি এখনও প্রযুক্ত রয়েছে। অভয়দাতা! কন্যাকে অভয় দাও, আমার মান রক্ষা কর। কই কিছুই ত হল না, তা হলে আর অন্য উপায় কেন ? এখন মহলে প্রবেশ করতে গেলেই লোকের চক্ষে পড়তে হবে। সে কলঙ্ক বহন করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। যাই, অন্ধকার থাকতে থাকতে ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিই।

(আলম চাঁদের প্রবেশ)

আমল। কিছু করতে হবে না মা, আমার সঙ্গে আসুন। আমি যেতে যেতে আপনাকে দেখেছি! দেখেই ফিরেছি, কথা শুনেছি। শীঘ্র আসুন মা, আপনাকে সকলের অজ্ঞাতসারে মহলে প্রবেশ করিয়ে দিই।

রাবিয়া। আপনি কেমন করে দেবেন ?

আলম। কেন, রায়রায়ান-গৃহিণীর তঞ্জামে আপনাকে মহলে প্রবেশ করাব। যদি কলঙ্ক হয়, রায়রায়ানেরই হবে, নবাব-গৃহিণীর নাম স্পর্শ করবে না। কি জন্য আপনি গৃহ থেকে বহির্গত হয়েছেন, আমি সবই বুঝতে পেরেছি। আসুন মা, আমার সঙ্গে আসুন।

রাবিয়া। এরূপ মহৎ আপনি, ঈশ্বর কখন আপনার মাথায় অপবাদের ভার দেবেন না। যদি তার উপক্রম দেখি, যদি লোক অগোচরে গৃহে প্রবেশ করতে না পারি, তা হ'লে স্থির জানুন, আপনার নামে অপবাদের ক্ষীণ রেখাও স্পর্শ করতে দেব না।

চতুর্থ দৃশ্য।

চেহেল সেতুন—কক্ষ।

সরফরাজ ও মালেকা।

সর। আজকের মতন আমার বেগম মহলে বিশ্রাম কর বিবি সাহেব! কাল মহল-সরায় তোমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে দেব। এখনি একটা বাঁদীকে ডেকে দিই, সে তোমাকে বিশ্রাম স্থান দেখিয়ে দেবে।

মালেকা। তা যা হ'ক্, এ কি রকম দেখছি হুজুরালি? এত বড় প্রাসাদ—এই প্রাসাদ পাহারা দিতে কি একজনও প্রহরী জাগরিত নেই? আপনি গৃহে প্রবেশ করলেন, আপনাকে অভিবাদন করতে একজনও কি এসে উপস্থিত হল না?

সর। আমি ঘুমিয়ে আছি জেনে, এতদিন তারা সব ভয়ে ভয়ে আমার গৃহ রক্ষার জন্ত জেগেছিল। আজ আমি ফর্‌রাবাগে বিলাসে জেগেছি জেনে, আর গৃহরক্ষার প্রয়োজন নেই মনে করে, অবসর বুঝে তারা সব ঘুমিয়েছে।

মালেকা। তাইত দেখছি।

সর্। তাদের ব্যবহারে দুঃখিত হয়ো না মালেকা! একদিনের জন্ত তাদের নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দাও। তারা জানে না, বিলাস করতে গিয়ে নবাব এক স্বর্গীয় সুরা পান ক'রে, ঘোর নিদ্রায় চক্ষু বুজে ঘরে ফিরেছে! এ বুঝি তার চিরনিদ্রা—জানতে পারলে আর ত তাদের ঘুম হবে না! মালেকা। একদিনের জন্ত তাদের ঘুমুতে দাও।

মালেকা। একি বলছেন হুজুরালি?—নিদ্রা কেন? বরং জাগরণ বলুন।

সর্। না মালেকা, নিদ্রা। আজকের এ মাদকতা—যার স্মরণমাত্রেই আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসছে—এ মাদকতা মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত আমাকে আশ্রয় করে থাকবে। কিন্তু কি বললে মালেকা? ফকীর তোমাকে গান গাইয়ে ধরিয়ে দিলে?

মালেকা। আর সে কথা কেন তুলছেন নবাব? কি ক'রে বুঝব? দুর্ব্বল রমণী ধর্ম্ম-রক্ষার ভয়ে পরীক্ষায় পরাস্ত হয়ে গেলুম। হুজুরালি! করুণাময়ের করুণা বিশ্বাস করতে পারলুম না। বুঝতে পারলুম না, এই মহৎ সঙ্গ আমাকে দেবার জন্ত তিনি কৌশলজাল বিস্তার করেছিলেন। যতদিন না তাঁর দুটী চরণ অনুতাপের অশ্রুজলে সিক্ত করতে পারছি, ততদিন পর্য্যন্ত আমার মর্ম্মবেদনার অবসান হবে না। এমন বিভীষিকাময় ঘটনার সংযোগে এমন মহামূল্য মণি উপহার কিছুতেই ত বুঝতে পারলুম না জাঁহাপনা!

সর্। আর কি তাঁর দেখা পাবে?

মালেকা। পেতেই হবে হুজুরালি!

সর্। এ ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের মধ্যে প্রবেশ করলে, কখন তাকে পাবে না।

মালেকা। না পাই, ঐশ্বর্য্য বিলাস ত্যাগ করব।

সর্। ভেবে চিন্তে—ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ কখন হয় না ভগিনী!

মালেকা। বেশ, এখনি ত্যাগ করি।

সর্। তোমার স্বামী?

মালেকা। স্বামী আমার অধিকার ত্যাগ করেছেন।

সর্। না মালেকা দুদিন অপেক্ষা কর। বুঝতে পারছি তুমি পারবে। আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলুম। দুদিন এ দরিদ্রের বিষ-জর্জ্জরিত সংসারে অবস্থান করে বিষের তীব্রতার একটু লাঘব কর—দুদিনের জন্ত একটু শান্তি দাও।

মালেকা। যো হুকুম হুজুরালি!

সর্। কি গান গেয়েছিলে মালেকা?

মালেকা। হুজুরালি আজ বিশ্রাম করুন।

সর্। বেশ, ক্ষণেক এই গৃহে অপেক্ষা কর, আমি একজন বাঁদী ডেকে আনি।

[সরফরাজের প্রস্থান।

মালেকা। বেগমের আশ্রয় নিতে না পারলে আর আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না!

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। খুব এসেছ, মানে এসেছি। পথ জনশূন্য—দ্বার কে যেন আমার আগমন-প্রতীক্ষায় খুলে রেখেছে। তার পর প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় ঘুমিয়েছে। একি তাজ্জব ব্যাপার! সব ঘুম! এ ঘুম চেহেল সেতুনে কে ঢেলে দিলে? হজরৎ তুমি। কন্যার মর্য্যাদা রাখতে তুমিই এই কাজ করেছ। তাইত? ওখানে দাঁড়িয়ে কে? স্ত্রীলোক দেখছি না? কে তুমি গা?

মালেকা। আমি এক জন বিদেশিনী। আপনি কে বিবি সাহেব?

রাবিয়া। এ ত দেখছি সেই ফররাবাগের বিবি! বিদেশিনী, তা এত রাত্রে এখানে কেমন করে জুটলে?

মালেকা। আমি এখানে নবাবের সঙ্গে এসেছি। আপনি এ বাড়ীর কে বিবি সাহেব?

রাবিয়া। নবাবের সঙ্গে যখন এসেছ, এই এই গভীর রাত্রে যখন নবাবের কামরায় বসে আছ, যে কামরায় নবাবের বিনা হুকুমে নবাব-বেগম পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না, তখন বিদেশিনী বলে রহস্য করছ কেন? তুমিইত এই চেহেল সেতুনের মালিক।

মালেকা। এ ঘরে নবাবের বিনা হুকুমে নবাব-বেগম পর্য্যন্ত ঢুকতে পারে না?

রাবিয়া। এই রকমত শুনেছি।

মালেকা। আপনি এ বাড়ীর কে বিবি সাহেব?

রাবিয়া। আমি একটা বাঁদী।

মালেকা। না বিবি সাহেব, বিদেশিনী পেয়ে প্রতারণা করছেন। নইলে যে গৃহে নবাব-বেগম প্রবেশ করতে সাহস করেন না, সে গৃহে আপনি প্রবেশ করলেন কি করে?

রাবিয়া। আমি বাঁদীগিরি করতে এসেছি।

মালেকা। তা হ'লে হুকুম করব?

রাবিয়া। কর।

মালেকা। আমাকে বেগম মহলে নিয়ে চলুন।

রাবিয়া। সেইটী পারব না। তুমি এখন নবাবের নবসোহাগের অধীশ্বরী, তাঁর কলিজা—নবানুরাগের আলিঙ্গন—তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর বাহু যুগল বিক্ষত করতে পারব না।

মালেকা। ওকি বলছেন, বেগম সাহেব? এতকাল সহবাস করে আপনার স্বামী যে কি বস্তু তা চিনতে পারলেন না? অভাগিনী! ঈর্ষার পঙ্কোলায় চক্ষু আবৃত ক'রে, অকলঙ্ক সুধাকরে কালিমা দেখছ কেন? আমাকে ভগিনী বলে তিনি চরণে আশ্রয় দিয়েছেন।

রাবিয়া। অকলঙ্ক সুধাকরই যদি জেনেছ, তা হ'লে কলঙ্কের পুঁটুলিটী হয়ে এত রাত্রে এ গৃহে প্রবেশ করলে কেন? এ গভীর নিশীথে যে তোমাকে নবাবের সাথে দেখবে, সে কি তোমাকে নবাবের ভগিনী বিশ্বাস করবে? মুহূর্ত্তে নবাবের কলঙ্ক কথায় সহর পূর্ণ হয়ে যাবে। কে কৈফিয়ৎ শুনবে সুন্দরী?

মালেকা। ঠিক বলেছেন ত বেগম সাহেব! দুনিয়া কখন কাজের ভিতর দেখবার কষ্ট স্বীকার করতে চায় না, সে কেবল কাজের বাহির দেখে বিচার করে।

রাবিয়া। ওকি চলছ যে?

মালেকা। বড় আত্মীয়ার মতন ক[illegible] করেছেন।

রাবিয়া। তাত কইলুম, কিন্তু যাচ্ছ কোথা

মালেকা। আর আমি এ গৃহে থাকব না

রাবিয়া। তাকি হয়, আমি তোমায় যে[illegible] দেব কেন?

মালেকা। নবাবের মান সম্ভ্রম বজায় রে[illegible] চলে যাবার এই উপযুক্ত সময়।

রাবিয়া। আমাকে মাফ্ কর বিবি সাহেব! ক্ষণপূর্ব্বে তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেছিলুম। এখন দেখছি তুমি সুন্দর, তুমি মধুর। তোমায় যেতে দেব না।

মালেকা। না বেগম সাহেব! আর বাধা দেবেন না, মন যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

রাবিয়া। দুনিয়া শুধু বাহির দেখে, ভেতর দেখে না! এক কথায় তুমি আমার মর্ম্মভেদ করে দিয়েছ। আমিও তোমার মত দুনিয়ার বিচারালয়ে দাঁড়িয়েছি—আমি স্বামীর ব্যবহারের সাক্ষী হ'তে গৃহত্যাগ করেছিলুম। তোমার আমার সমান অবস্থা। ভগিনী আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, তোমায় যেতে দেব না।

(সরফরাজের প্রবেশ)

সর। মালেকা! মোহ নিদ্রায় চেহেল সেতুন আচ্ছন্ন হয়েছে। একজনও বাঁদীর সাড়া পেলুম না। কে তুমি? রাবিয়া? তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?

রাবিয়া। মালেকা যদি এত রাত্রে এখানে আসতে পারে, আমি আসতে পারি না?

সর্। তোমায় ত আমি ডাকিনি!

রাবিয়া। তাত ডাকবেন না জানি। সেই জন্যই উপযাচিকা হয়ে এসেছি! ফররাবাগ থেকে অনেকক্ষণ ফিরে এসেছেন, এ পর্য্যন্ত বাঁদীকে দেখা দেন নি। বাঁদী আছে কি নেই, এ খবর পর্য্যন্ত নেন্ নি।

সর। সেটা ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, রাবিয়া?

রাবিয়া। বাঁদী অল্প বুদ্ধি—সে এ কথার উত্তর কেমন করে দেবে?

সর। বাঁদী তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সে এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে।

রাবিয়া। আমিত উত্তর দিতে পারছি না।

সর্। ভাল, অন্য রকমে প্রশ্ন করছি। তুমি নিজে এসে দেখা করেছ—ভালই হয়েছে! রাবিয়া! আমার মনে বড়ই একটা কৌতুহল জেগেছে। তুমি সেটা চরিতার্থ কর।

রাবিয়া। বলুন জাঁহাপনা!

সর। তুমি রাজ্য বেশী ভালবাস, কি আমাকে বেশী ভালবাস রাবিয়া?

মালেকা। এ প্রশ্ন যে, উত্তরযোগ্য নয় জাঁহাপনা!

সর। কেন মালেকা?

মালেকা। এ বিশাল দুনিয়ার ভিতর সতীর প্রিয়তম পদার্থ কি তা সতীই জানে। মুলুকের মালিক হয়েছেন, এটুকু জানেন না জাঁহাপনা যে, একথা কাউকেও বলতে নেই!

সর। কেন, স্বামীকেও কি বলতে নেই?

মালেকা। না জাঁহাপনা! একথা বললে, স্বামীর যদি প্রত্যয় না হয়, তা হলে তিনি অপরাধী হন। সেটা ত স্ত্রীর পক্ষে সুখের কথা নয়!

সর। বেশ, মালেকা বেশ। ভাল রাবিয়া, যদি এ কথার উত্তর দিতে না পার, অন্য প্রশ্ন করি তার উত্তর দাও।

রাবিয়া। অধিনীকে আজ এত প্রশ্ন কেন জাঁহাপনা?

সর্। বড়ই কৌতুহল জেগেছে রাবিয়া!

রাবিয়া। রাজার এত কৌতুহল হওয়া কি ভাল?

সর। কি ভাল, কি মন্দ বুঝতে পারছি না রাবিয়া! জীবনের এক স্তরে যে কাজ ভাল বলে মনে করেছি, অন্যস্তরে তাই আবার মন্দ, এমন কি জঘন্য বলে মনে হয়েছে। তাই আমি দুনিয়ার ভাল মন্দ দুনিয়াতেই ফেলে দিতে ইচ্ছ করেছি। তুমি উত্তর দাও।

রাবিয়া। বলুন!

সর্। বিলাসিতার আমোদে গা ভাসান্ দেব শুনে, তুমি বসনাঞ্চলে নয়ন ঢেকে, মর্ম্মাহত কুরঙ্গীর ন্যায় আমার নিকট থেকে ছুটে পালিয়েছিলে! আমি তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ করে ফর্‌রাবাগে বিলাস সুখভোগ করতে চলে গিয়েছিলুম। আমার জানবার বড়ই কৌতূহল হয়েছে, বল ত রাবিয়া, এই সুদীর্ঘ সময়টা তুমি কি করেছিলে?

রাবিয়া। (স্বগতঃ) আর কেন রাবিয়া, মরণের জন্য প্রস্তুত হ'।

সর্। আমি জীবনে তোমাকে ইচ্ছানুযায়ী সুখী করতে পারিনি।

রাবিয়া। কই জাঁহাপনা, আমি ত কখন আপন কে 'অসুখী' একথা বলিনি!

সর্। বলনি, সে তোমার মহত্ত্ব।

রাবিয়া। আপনি সদাশয়, তবে আমি অসুখী হব কেন?

সর্। তুমি না অসুখী হ'তে পার। কিন্তু আমি তোমাকে সুখী রাখবার মতন বিশেষ কোনও কাজ করিনি। তথাপি রাবিয়া, আমার বোধ হয় এমন কোনও কাজ করিনি, যাতে তোমার মর্ম্মপীড়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু আজ তোমার সেই কোমল মর্ম্মে বজ্রের প্রহার করে চলে গিয়েছি। তোমাকে সামান্য দুঃখেই আমি চঞ্চল দেখেছি! এই দারুণ দুঃখে তুমি কি ভাবে দীর্ঘ সময় যাপন করেছ জানতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়েছে।

মালেকা। নীরব কেন, নিঃসঙ্কোচে বলুন বেগম সাহেব! স্বামীর আদেশ ভক্তিসহকারে পালন করলে, রমণীর কখন অধোগতি হয় না। তাহলে আপনাকে বলি, স্বামীর আদেশে এক মুহূর্ত্তের জন্য অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এই গভীর রজনীতে চলে এসেছি। তার পরিণামের প্রধান সাক্ষী আপনি। আমি গৃহত্যাগ করতে যাচ্ছিলুম, আপনিই আমাকে কুলটা জ্ঞানে তিরস্কার করতে এসে আগ্রহসহকারে ধরে রাখলেন। বলবার কিছু থাকে নিঃসঙ্কোচে বলুন।

রাবিয়া। আপনি কি কিছু জানতে পেরেছেন?

সর্। জানলে প্রশ্ন করব কেন? আমি যা আছি, তাই আছি, ছল তোমার সঙ্গে কেন করব রাবিয়া?

রাবিয়া। কি করেছি একটা অনুমান করুন।

সর্। আবার অনুমানে প্রয়োজন কি?

রাবিয়া। যদি মেলে, আমার জীবনের সকল দুঃখ, আমার হৃদয়ের সকল অবসাদ এই মুহূর্ত্তেই বিলীন হয়ে যাবে। তখন বুঝব আমার মতন ভাগ্যবতী রমণী দুনিয়ায় নেই।

সর্। ফর্‌রাবাগে বেড়াতে বেড়াতে আমার হঠাৎ মনে হল, যেন তুমি মনের আবেগে গৃহত্যাগ করেছ। কিন্তু কেমন ক'রে কোন্ সাহসে বাংলার রাণী তুমি গৃহত্যাগিনী হবে, আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করেও বুঝতে পারলুম না। আমি যুক্তিতর্কে মনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই বোঝাতে পারিনি রাবিয়া! যতবারই বোঝাবার চেষ্টা করেছি, ততবারই তর্কের পীড়ন অগ্রাহ্য করে আমার মানস চক্ষে গৃহত্যাগিনী রাবিয়ার ছবি ভেসে উঠেছে।

রাবিয়া। আপনার ও দেবচক্ষু, আপনি যা দেখেছেন তা মিথ্যা নয়।

সর্। তুমি কি সত্য সত্যই গৃহত্যাগিনী হয়েছিলে?

রাবিয়া। হয়েছিলুম।

সর্। কি করে সমস্ত লোকের চক্ষে তুমি গৃহত্যাগ করলে নবাবগৃহিণী?

রাবিয়া। যাবার সময়ে পরিণাম চিন্তা করিনি। কে দেখলে কি না, গ্রাহ্য করিনি। ভেবেছিলুম, এগৃহে আর ফিরব না। ফররাবাগে বিলাসের স্রোতে আপনি কেমন ভেসেছেন, দেখে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে ভাগীরথীতে ভাসব। কিন্তু আমার বোধ হয়, কেউ দেখেনি। শুধু দেখেছিলেন এক ফকীর! আমি আত্মগোপন করলেও তিনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন, এবং আমাকে অনেক উপদেশ দিয়ে বাড়ীতে ফিরতে বলেছিলেন। আমি তা না করে ফররাবাগে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। আমি পরিণামের জন্য প্রস্তুত কি না তিনি জানতে চাইলেন। আমি যখন বললুম "প্রস্তুত", তখন তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

সর্। তার পর?

মালেকা। দোহাই জাঁহাপনা, আর প্রশ্ন করবেন না। গৃহস্বামিনী মানের সঙ্গেই গৃহে ফিরে এসেছেন। আমার বিশ্বাস, দুনিয়ার কেউ বেগম সাহেবের গমনাগমন বার্ত্তা জানে না। পুরীর নিস্তব্ধতার কারণ আমি এতক্ষণে বুঝতে পারলুম।

রাবিয়া। না মালেকা! জানতে পেরেছে, আমারই বুদ্ধির দোষে জানতে পেরেছে।

সর্। কে জেনেছে?

রাবিয়া। আপনার দুই হিন্দু ওমরাও।

সর্। তাদের কাছে প্রকাশের ভয় নেই। আর কেউ জানতে পারেনি?

রাবিয়া। আমার বিশ্বাস তাই।

সর্। এ বাড়ীর মধ্যে কেউ?

রাবিয়া। এ বাড়ীর সকলে এখনও ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। কেমন করে তারা জানবে?

সর্। তা যদি না জানে, তা হলে তুমি আমার গৃহের অধীশ্বরী গৃহেই অবস্থান কর। আর যদি কেউ জানে?

(ঘেসেটীর প্রবেশ।)

ঘেসেটী। আমি জানতে পেরেছি হুজুরালি!

সর্। কে তুমি? একি ঘেসেটী বেগম? তুমি এত রাত্রে নবাবের প্রাসাদে কেন?

ঘেসেটী। জাঁহাপনা আমি বেগম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম।

সর্। মিথ্যা কথা! তুমি তোমার পবিত্র স্বামীর মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে এই গভীর রাত্রে অভিসার করেছ। তুমি জানলে ক্ষতি নাই। তোমার কথা দুনিয়া বিশ্বাস করবে না।

ঘেসেটী। দোহাই জাঁহাপনা, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবেন না।

সর্। সত্য কথা চিরদিনই একটু কঠোর হয় বিবি সাহেব। তুমি এখনি মহলে ফিরে যাও।

ঘেসেটী। জাঁহাপনা!—

সর্। কথা কাল দিনমানে শুনব, তুমি এ প্রাসাদ ত্যাগ কর।

ঘেসেটী। উঃ! কি অপমান!

সর্। সমস্ত মান গৃহত্যাগ-মুখে পথে ফেলে এসেছ বিবি সাহেব। সেইখানে যাও। পথে পরিত্যক্ত মান কুড়িয়ে পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ কর। এ মোহ-নিদ্রাচ্ছন্ন পুরীর মধ্যে এমন একজনও কি নেই, যে জেগে আছ?

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। হুকুম জাঁহাপনা!

সর্। কে তুমি বালক? তুমি? এত রাত্রে? জেগে আছ?

জালিম। দরিয়া আমার ঘুম যে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে জাঁহাপনা!

সর্। রাবিয়া! পরিণামের জন্য ত তুমি আগে থাকতেই প্রস্তুত আছ!

রাবিয়া। আছি।

সর্। জাগন্ত প্রহরী! এই রমণীকে মুরশিদাবাদের বা'র করে দিয়ে এস।

জালিম। এস বিবি সাহেব!

[রাবিয়া ও জালিমের প্রস্থান।

মালেকা। জাঁহাপনা! আপনি গান শুনতে চেয়েছিলেন না?

সর্। চেয়েছিলুম, কিন্তু শোনায় কে?

মালেকা। হুকুম করুন।

সর্। মৃত্যু রাগিনীতে আলাপ করতে পার?

মালেকা। গৃহের চতুর্দ্দিকে তার সুর উঠেছে, শুনতে পাচ্ছেন না?

সর্। মালেকা! যদি সেই সুরে সুর মেশাতে পার, তাহলে আমাকে শুনিয়ে দাও।

মালেকা। সে ত এখানে সুবিধা হবে না জাঁহাপনা! সে আলাপের যন্ত্র এখানে নেই। সমীরণের মৃদু ক্রন্দনে, নদীর কল্লোলে, তরুলতার অশ্রুজলে সে গানের সুর বাঁধতে হবে। এখানে নয় নবাব! যদি বেঁচে থাকি, একদিন সে গান আপনাকে শোনাব! কবর প্রান্তরে— আপনার সমাধির উপরে! নবাব! আজ আমি সেলাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

সর্। বহুত আচ্ছা বিবি সাহেব, সেলাম।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বহিঃ কক্ষ।

(আলিবর্দ্দী ও নন্দলাল।)

আলি। কি হল নন্দলাল, তোমার ভগিনী-পতি কি করলে?

নন্দ। সে কি করেছে জনাবালি?

আলি। আমি তাকে দিয়ে ভাইয়ের কাছে চিঠি পাঠালুম। ব'লে দিলুম, আমার ভাই ছাড়া দুনিয়ার কেউ চিঠির কথা যেন না জানে। সে কি না একটা বছর দশেকের ছোঁড়ার ওপর সেই চিঠি বিলির ভার দিয়ে চলে এল?

নন্দ। আমার বোধ হয় সে ছেলের ওপর ভার দিয়েছে। তা যদি সে দিয়ে থাকে, তাহলে সে কি না বুঝে দিয়েছে? জনাবালি! পরিণাম না জেনে, আগে থাকতেই তাকে এত ছোট ঠাওরাচ্ছেন কেন?

আলি। তুমি একি বলছ নন্দলাল? ছোট ঠাওরান কি বলছ? তোমার ভগিনীপতি না হলে সেই মুহূর্ত্তেই তাকে আমি কোতল করতে হুকুম দিতুম। পরিণাম না জেনে কি আমি তাকে ছোট ঠাওরাচ্ছি? ভাই আমাকে এক চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি যদি আমার পত্র পেতেন, তাহ'লে কখনই তিনি সে চিঠি আমাকে পাঠাতেন না।

নন্দ। তাহ'লে সে চিঠি উজীর সাহেবের হাতে পড়েনি?

আলি। উজীর সাহেবের পাওয়া দূরে থাক্, সে চিঠি নবাবের হাতে পড়েছে। তাই আমার ওপর এক জরুরি তলবানা চিঠি এসেছে। নবাব নিজে লিখলে পাছে আমি যেতে ইতস্ততঃ করি, তাই উজীর সাহেবকে দিয়ে লিখিয়েছে, বুঝেছ?

নন্দ। জনাবালি! গোস্তাক মাফ হয়, আপনি যা অনুমান করেছেন, সেটাই যে ভুল নয়, তা আপনি কি ক'রে জানলেন?

আলি। সে কি নন্দলাল! আমি যা অনুমান করব, তা আবার ভুল হবে কি? তবে আর আলিবর্দ্দীর বিশেষত্ব রইল কই? ঈশ্বর আমার সহায়, দেখছ কি! নইলে যা কখন দিল্লীর বাদসা আশা করেন না, আমার নসীবে তাই ঘটেছে—হিন্দুস্থানের দৌলতের সম্রাট আমার কাছে দূত হয়ে এসেছে।

নন্দ। কে—জগৎশেঠ জী?

আলি। এই প্রভাতে তিনি আমার এখানে এসে খবর দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, খবরদার! অসহায় অবস্থায় মুরশিদাবাদে যাবেন না। নবাব উজীর সাহেবকে বাধ্য করে সেই চিঠি লিখিয়েছেন। তারপর তোমাকে কি জন্য ডাকিয়েছি শোন! ফতে চাঁদ কথার সঙ্গে সঙ্গে একটু ইঙ্গিত ক'রে গেলেন। তিনি অসহায় অবস্থায় মুরশিদাবাদে যেতে নিষেধ করে গেলেন। অর্থাৎ সহায় নিয়ে মুরশিদাবাদে যেতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই, বুঝেছ?

নন্দ। তাহ'লে এখন থেকে কি আমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে?

আলি। থাকতে হবে কি নন্দলাল, বল প্রস্তুত হয়েছি।

নন্দ। যো হুকুম। বিজয় সিং গেল কোথায়?

আলি। সে কি বিড় বিড় করে বলে গেল! সে বলে, 'জনাবালি! পুত্রকে যোগ্য বুঝেই আমি তাকে চিঠি দেবার ভার দিয়েছিলুম। যদি সে অপারগ হয়, তাহ'লে তাকে ধরে এনে আপনার সম্মুখেই হত্যা করব।' আরে পাগল! বালককে হত্যা করলে, আমার কি লাভ হবে! কিন্তু আমি যদি মরে যেতুম, তা হলে বাংলার যে ক্ষতি হ'ত, ওরূপ লক্ষ বালকের জন্ম গ্রহণেও সে ক্ষতি পূরণ হ'ত না।

নন্দ। আপনি কি তাকে কোনও কটু কথা বলেছেন জনাবালি?

আলি। অন্য কোন কটু কথা বলিনি, তবে তার কথা যে কিছুমাত্রও বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ কথা বলেছি।

[বেগে জালিমের প্রবেশ ও তৎপশ্চাতে থাপি খাঁ।

থাপি। হুজুর! সরে যাও। (হস্তদ্বারা আলিবর্দ্দীকে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করণ)

আলি। কে এ! ব্যাপার কি?

জালিম। কার নাম আলিবর্দ্দী খাঁ?

আলি। কি এ! কে এ বালক নন্দলাল?

জালিম। নবাব! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার বাপকে মিথ্যাবাদী বল!

নন্দ। একি—একি জালিম! মুলুকের মালিক, তাকে তুমি একি ভাবে সম্বোধন করছ?

জালিম। কেও মামা! গোলামী ক'রে আপনার বুদ্ধি স্থূল হয়ে গেছে। আপনি হিন্দু হয়ে মন্ত্র ভুলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ভুলে গেছেন। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ। আমি বাবার চেয়ে এ দুনিয়ায় আর কাউকেও বড় মানি না। বাবার যে অপমান করে, সে দুনিয়ার মালিক হ'লেও আমি তাকে গ্রাহ্য করি না।

নন্দ। তোমার পিতা কি তোমাকে এই নীতি শিক্ষা দিয়েছে?

জালিম। পিতা কেন, আমার গুরু দেবতা রাজা দুর্জ্জন সিংহ। তিনি বলেছেন, 'জালিম! সকলের কাছে তুমি নম্রতা দেখাবে; কিন্তু যে তোমার বাপ মা'র নিন্দা করবে, তার কাছে তুমি

সিংহ হবে, কেশর ফোলাবে, নখর দিয়ে তার মুণ্ড ছিঁড়ে নেবে। তাতে পাপ নেই।'

আলি। ভাল; তুমি আমার কি করতে পার?

জালিম। অস্ত্র ধর!

আলি। যদি না ধরি, তাহ'লেই বা কি করতে পার?

জালিম। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে 'বাঘ নখ' বাহির করিয়া) বল, কি না করতে পারি?

আলি। (কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ গমন)

জালিম। ভয় নেই নবাব, আমি শৃগাল নই! আমি অন্ধকারে বিছান থেকে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে নিতে আসিনি!

আলি। কি করব হে নন্দলাল?

নন্দ। তুমি কি উজীর সাহেবকে পত্র দিয়েছিলে?

জালিম। সে কৈফিয়ৎ দিতে আসিনি মামা! সে নবাবকে খুঁজে নিতে বলুন।

নন্দ। তোমার মাতুলের প্রভু—

জালিম। বেশ—"অন্যায় করেছি" বলে নবাব নিজ হাতে বাবাকে আমার চিঠি দিন।

আলি। তোমার বাবাকে নিয়ে এস, আমি তোমার সুমুখে তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

জালিম। তিনি আসবেন না।

আলি। বেশ, তিনি কোথায় আছেন বল, আমি গিয়ে ক্ষমা চাচ্ছি।

নন্দ। আর কেন জালিম নবাবকে লাঞ্ছিত কর। এইত নবাবের কথায় আমি সাক্ষী রইলুন!

জালিম। (নতজানু হইয়া) জনাবালি মাফ করুন।

আলি। (হাত ধরিয়া তুলিয়া) এইত খুন সরা হয়ে গেল। এখন আমার কাছে থাক। আমি তোমাকে বালক সৈন্যের মনসবদার করে দিই।

জালিম। জনাবালি! ওই হুকুমটি করবেন না। আমি থাকতে পারবো না। কেন, তাও বলতে পারবো না। (নবাবকে অভিবাদন, মাতুলের পাদবন্দন ও প্রস্থান)

আলি। নন্দলাল! ওকে ধর।

নন্দ। এখন কি আর ওকে ধরতে পারব?

আলি। আরে তা নয়, বাপ বেটাকে আয়ত্ত কর। ও দুটো যদি আমার কাছে থাকে, তা হ'লে দুটোতে দুলাখ সৈন্যের কাজ করবে, অন্য জায়গায় বিঘোরে মারা যাবে।

নন্দ। আয়ত্ত করা কঠিন।

[নন্দলালের প্রস্থান।

আলি। তা হক, তুমি তাদের আয়ত্ত করবার চেষ্টা কর। একি! একি দৃশ্য দেখালে ঈশ্বর? আর কে তুমি অজ্ঞাত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী? এই অপূর্ব্ব শক্তির মূলাধার দুর্জ্জন সিংহের হাত থেকে তুমি অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাতে জপের মালা পরিয়ে দিয়েছ—দিয়ে মোগলের পরম সখার কার্য্য করেছ। অথবা, কোন ভাগ্যবান জাতিকে তুমি হিন্দুস্থান পুরস্কার দেবে বলে, এই অপূর্ব্ব শক্তি-স্রোত বিপরীত মুখে ফিরিয়ে দিয়েছ? একি মোগল? তা যদি হয়, তবে দিল্লীতে মোগল প্রবল বেগে ধ্বংসের মুখে ছুটেছে কেন?

(খাপি খাঁর প্রবেশ)

খাপি। হুজুর! ছোঁড়া গেছে?

আলি (মুখ বিকৃত করিয়া গেছে) এতক্ষণ কোথায় প্রাণ নিয়ে লুকিয়ে ছিলে?

খাপি। মুখ বেঁকিয়ো না হুজুর! ও ছোঁড়া ভারি খেলোয়াড়—এক টিপে বাঁকা মুখ সোজা করে দেবে।

আলি। :বেরো বেটা সুমুখ থেকে।

খাপি। ছোঁড়াটা না বলে না কয়ে ঘরে ...কে দেখে, আমি যেমন তার কাণ্ ধরতে গেছি, ...ড়া . ফস্ ক'রে ফাঁক মেরে আমার কাণ ধরে ...াকে মাটীতে বসিয়ে দিলে। ঝাঁকারি মেরে ...ন উঠতে যাব, অমনি ছোঁড়া কাঁধের এই ...টার কোথায় বুড়ো আঙ্গুলের একটা টিপ ...ল! অমনি হাত পা অসাড়। আমি ...লুম, বাপ! আমি আলিমন খেলা জানি, ...মানজী খেলা জানি, বিনোটী খেলা জানি, ...ক খেলা বাপ? ছোঁড়া বললে মদন-...হনজী খেলা।

আলি। তুই তাহলে বাধা দিয়েছিলি?

খাপি। তবে কি বসে বসে কেবল ...রি খাচ্ছিলুম? তবে ওই যে বললুম, মদন-...হন মিয়া কি তলোয়ার বার করতে সময় ...লে! এক টিপেই শুইয়ে ফেললে।

আলি। বলিস কি?

খাপি। হুজুর! বলবার কথা নেই। ...মিও দশ বিশ হাজার ফৌজ ছেড়ে দাও! ...র বদলে ওই মদনমোহন মিয়াকে নিয়ে এসে ...দউড়ীতে বসাও, পাটনার ধারে আর দুসমন ...াসবে না।

আলি। বেশ, সে বালক এই মরশিদা-...াদের দিকে কোথায় গেল দেখ।

[খাপি খাঁর প্রস্থান।

(চিন্তামণির প্রবেশ)

আলি। কি খবর দেওয়ান?

চিন্তা। যা সন্দেহ করেছিলুম তাই। উজীর সাহেব কর্ম্মচ্যুত! পুরাতন কর্ম্মচারীদের অনেকেই কর্ম্মচ্যুত,—হাজি লুৎফুল্লা, মর্দ্দান আলি আর দুজন দিল্লী থেকে নবাগত ব্যক্তি নবাবের প্রিয়পাত্র হয়েছে।

আলি। নবাগত ব্যক্তি এসেই প্রিয়পাত্র হ'ল?

চিন্তা। শুধু তাই নয়, সকলেই অনুমান করেছে, তারা দুজনেই দরবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হবে।

আলি। তাদের নাম জেনে এলে?

চিন্তা। একজনের নাম মীর মর্ত্তুজা খাঁ, আর একজনের নাম গাউস খাঁ।

আলি। তাহলে উদ্যোগ করি?

চিন্তা। আর কাল বিলম্ব নয়।

আলি। দিল্লীর খবর না পেলে ত উদ্যোগ আয়োজন বৃথা হবে?

চিন্তা। সে বিষয়েও খুব সুবিধা হয়ে গেছে—আপনার নামে নবাবী সনন্দ এলো বলে আপনি জেনে রাখুন। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যুদ্ধের উদ্যোগ করুন!

আলি। বহুত আচ্ছা চলো।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

সরফরাজ।

সর্। দিল্লীর বাদশার যা এখন অবস্থা, তাতে উপযুক্ত পয়সা পেলে বাদসা পথের পথিককে বাংলার দেওয়ানী ধরে দিতে পারে। বাদসাহী পর্য্যন্ত বিক্রয় করতে পারে। ভাই সব, আমাকে রক্ষা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ো না! আলিবর্দ্দী ব্যক্তিগত স্বার্থে বাংলার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিহীন হয়েছে। প্রতিকার করতে গেলেই, আমাকে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু তাতে কি? আমি সর্ব্বাঙ্গে মহাব্যাধি নিয়ে দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না। যদি যথার্থই তোমরা আমার বন্ধুত্বের অভিমান রাখতে চাও, তা হলে বাংলার নবাবী রক্ষার জন্য ব্যগ্র হও।

(জিন্নেত উন্নীসার প্রবেশ)

জিন্নেত। নবাব!

সর্। একি মা! তুমি এমন সময় এরূপ-ভাবে এখানে কেন?

জিন্নেত। আর তুমি নিজেই যখন বেগম মহলের আবরু ভেঙ্গে দিয়েছ, তখন আমার এমন সময়ে এখানে আসতে দোষ কি? ওরা কারা তোমার সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করছিল?

সর্। ওরা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

জিন্নেত। নবাব! আমার পুত্রবধূ কই? এই চেহেল সেতুনের রাণী কই?

সর্। সে আপনার দোষে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

জিন্নেত। আপনার দোষে—না তোমার দোষে? বালক! আমার দুর্দ্দশা দেখে তোমার জ্ঞান হ'ল না! বাপের অপমৃত্যু দেখে তোমার ভয় হল না? তুমিও শেষে বিলাসে মত্ত হলে? সে পাপিষ্ঠাকে কোথায় রেখেছ?

সর্। মা! তুমি পরের কথায় আত্মহারা হয়ো না। কে তোমাকে এই সকল কথা শুনিয়েছে?

জিন্নেত। নিজের চোখে দেখেছি, শুনতে হবে কেন?

সর্। বেশ, কি বল্‌তে এসেছ বল?

জিন্নেত। পুত্রবধূকে এখনি গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তার সন্তান মাকে না দেখে ব্যাকুল হয়েছে। আমার কাছে সে আর থাকতে চাচ্ছে না।

সর্। সে কোথায় আছে তার ঠিক কি? আমি তাকে কোথা থেকে ফিরিয়ে আনবো।

জিন্নেত। দুদিন গদি পেয়েই তোমার এমন পরিবর্ত্তন হয়ে গেল সরফরাজ? বালকের কোমলতা কোন্ পাপীয়সীর কুহকে এমন নিষ্ঠুরতায় পরিণত হল। ফিরিয়ে আনবে কি না?

সর্। যদি আত্মহারা না হই, তাহলে আনবো না।

জিন্নেত। তবে আমি আনি?

সর্। সে তোমার ইচ্ছা। তবে আনলে আমার সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না।

জিন্নেত। কিছু প্রয়োজন নেই। যে রমণী একদিন তার চরিত্রহীন স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পেরেছিল, সে চরিত্রহীন পুত্রকে পরিত্যাগ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

সর্। মা! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব?

জিন্নেত। কর!

সর্। সত্য বল্‌বে?

জিন্নেত। আমি নবাবের কন্যা, নবাবের পত্নী, নবাবের মা! দুনিয়ায় ভয় করবার আমার কে আছে যে, মিথ্যা কইব?

সর্। তুমি রাবিয়াকে ঘরে এনেছ?

জিন্নেত। আনিনি—আনতে চলেছি।

সর্। রাবিয়াতো নিজে বলেনি। কে তার খবর তোমার কাছে এনে দিলে?

জিন্নেত। বল, তুমি তাকে ক্ষমা করবে?

সর্। বেশ, ক্ষমা করব।

জিন্নেত। রাজা আমলচাঁদ।

সর্। বুঝতে পেরেছি, যাও।

জিন্নেত। তা হ'লে আমি আনতে চল্লুম।

সর্। তা হ'লে আমাকে দেখার আশা ত্যাগ কর।

জিন্নেত। বেশ, ত্যাগ করলুম।

[প্রস্থান।

সর্। কে আছ? (বাখর খাঁর প্রবেশ) আলমচাঁদ রায়কে খবর দাও।

[বাখর খাঁর প্রস্থান।

শুনেছি আমার মাতামহ ব্রাহ্মণসন্তান। নবাবীর সমস্ত কঠোরতায় অভ্যস্ত হয়েও তিনি হিন্দুসুলভ কোমলতা ত্যাগ করতে পারেন নি। সেইজন্য মাঝে মাঝে তাঁকে অনেক লাঞ্ছিত হ'তে হ'য়েছে। আমি সেই কোমল মর্ম্মের আংশিক উত্তরাধিকারী। ... আমি আমার অপর সমস্ত উত্তরাধিকার হ'তে ... হ'তে চলেছি, তবু এ পাপ কোমলতাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারছি না। পরিত্যক্তা, আমার মত লাঞ্ছিতা রাবিয়া! তুমি ফিরে আসছ শুনে আমি শত চেষ্টাতে চোখের জল নিবারণ করতে পারছি না। ফিরে এস রাবিয়া! ফিরে এস! যার দর্শনলাভের জন্য আমি রাজ্য সম্ভ্রম এমন কি তোমার ন্যায় স্ত্রী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি, তুমি তাঁর দর্শনলাভ করেছ। জাননা তুমি আমার চেয়ে কত অধিক ভাগ্যবতী! সেই ভাগ্য পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবার জন্য তোমাকে পরিত্যাগ-ছলে আমি তাঁর চরণপ্রান্তে নিক্ষেপ করেছিলুম। যাক্, ফিরে যখন আসছ—যখন কোমল-মর্ম্মী হিন্দু নিজের পরিণামকে অগ্রাহ্য ক'রে, নবাবের ক্রোধকে তুচ্ছ ক'রে, তোমাকে ধ'রে ঘরে ফিরিয়ে আনছে, তখন এস ঘরের রাবিয়া তোমার ঘরে এস। হজরৎ! জীবনে বুঝি আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। তা হোক তোমার করুণা তুমি রাখ, আমার কোমল মর্ম্ম আমি রাখি।

(বাখর খাঁ ও আলম চাঁদের প্রবেশ।)

সর্। কি রায় রায়ান! শুনলুম তুমি নাকি পরিত্যক্ত নবাবপত্নীকে বাঁদী রেখেছ?

আলম। (বারম্বার অভিবাদন করিয়া) সে কি হুজুরালি! তিনি আমার মা! আমার মাথার মণি, আমার হুজরাইন। আমি তাঁর গোলামের গোলাম, তাঁর বাঁদী আমার স্ত্রী।

সর্। তাকে তুমি গৃহে স্থান দিয়েছ?

আলম। আজ্ঞে হুজুরালি, প্রভুর অপরাধে প্রভু-পত্নীর লাঞ্ছনা দেখা এ গোলাম সহ্য করতে পারেনি।

সর্। কেয়া বেয়াদব!

আলম। (মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান)

সর্। তা হ'লে তুমিই তার গৃহপ্রবেশের ব্যবস্থা করেছিলে?

সর্। করেছিলুম।

আলম। আমাকে? তাকে গৃহ প্রবেশ করিয়েছি। ... করে

সর্। অর্থাৎ রায় রায়ান গৃহিণীর মাথায় একটী কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিলে। দ্বিতীয় অর্থাৎ, আমার মাথায় আর একটী বোঝা চাপিয়ে দিলে। আমার স্ত্রীর মান রাখতে চির-দিনের জন্য নিজে ... দুর্নাম কিনে আনলে, আর আমাকেও লোক সমাজে লম্পট বলে প্রচার করলে।

আলম। সে দুর্নাম হুজুরালিইত করবা বাগ থেকে বহন করে এনেছেন।

সর্। ফতেচাঁদ আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বিচার মীমাংসা করেছিল?

আলম। হুজুরালি, তাঁর কথা কিছু বলতে পারব না।

সর্। তোমায় বলতে হবে কেন—আমি কি এতই বুদ্ধিহীন রায় রায়ান! ফতে চাঁদ জগৎ শেঠজীর তক্মা দিতে স্বীকৃত হয়নি, কেমন?

আলম। হুজুরালিত নিজেই সব জানেন।

সর্। জগৎশেঠ বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ, তাই সে আমার বুদ্ধিহীনা স্ত্রীকে সাহায্য করেনি। তুমি আমার স্ত্রীর তুল্য বুদ্ধিমান, তাই তুমি সাহায্য করতে ব্যগ্র হয়েছিলে।

আলম। (মৌনাবলম্বন)

সর। সে কথা যাক্, দ্বিতীয় বার যখন মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রীকে নিজ গৃহে স্থান দিয়েছ, তখন অবশ্য এ কার্য্যের পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়েই দিয়েছ।

আলম। তা হয়েছি।

সর। কি পরিণাম কল্পনা করেছ?

আলম। বন্ধন অথবা বধ উভয়েরই জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

সর। বধের কত প্রকার [illegible] আছে, তাও অবশ্য তোমার জানিছে। ফাঁসী অথবা [illegible] বিষপান, অথবা দেহকে খণ্ড [illegible] করে তাতে লবণ প্রয়োগ অথবা জীবন্ত [illegible] গাত্রের চর্ম্ম উন্মোচন।

সর। যে বালকের উপর আমি বেগম[illegible] মুরশিদাবাদের সীমান্তে রেখে [illegible] ভার দিয়েছিলুম, সেত [illegible] হুকুম অমান্য করবে না, অথবা [illegible] কইবে না।

আলম। আমি কৌশলে তাকে ভুলিয়েছিলুম। মুরশিদাবাদের সীমা কোথায় সে বালক জানতো না। সে আমাকে সীমা দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করে। আমি তাকে আমার বাটীর সন্নিকটে বাগানের ধারে নিয়ে বলি "এই মুরশিদাবাদের সীমা।" সীমা শুনেই বালক মাকে সেইখানে পরিত্যাগ করে চলে গেল! আমিও অমনি অতি যত্নে মাকে তাঁর গোলামের গৃহে প্রবেশ করিয়েছি!

সর। শাস্তি পাবেই এটি তুমি স্থির বুঝেছিলে।

আলম। স্থির বুঝিনি—তবে অনুমান করেছিলুম।

সর। কোন পুরস্কার অনুমান করেছিলে?

আলম। পুরস্কারের কাজ যখন করি[illegible] তখন এমন অন্যায় অনুমান করব কেন?

সর। বাখর খাঁ। আমার পিতা ম[illegible] পূর্ব্বে যে মহামূল্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়েছিলে[illegible] সেই সঙ্গে যে মতির মালা, সে [illegible] অলঙ্কা[illegible] তৈরি করিয়েছিলেন [illegible] তিনি এ[illegible] দিনের [illegible] ব্যবহার করতে পাননি, [illegible] যা[illegible]ক, সেই মালা, সেই অলঙ্কার এখনি বৃদ্ধকে পরিয়ে দাও—তারপর [illegible] তাকে চাপিয়ে তাকে বাড়ী পা[illegible] দাও। দেখো হু[illegible] ষার! [illegible] যেন বাদ যায় না।

[সরফরাজের প্রস্থা[illegible]

আলম। দোহাই হুজুরালি ও হু[illegible] ফিরিয়ে নিন।

[illegible]বর। কি! হুজুরালি কি মিথ্যার [illegible] যে, হুকুম ফিরিয়ে নেবেন!

আলম। দোহাই ভাই—আমি গোলা[illegible] আমি সে দয়ালু মনিবের পরিচ্ছদ প্রাণান্তে নিজের দেহে তুলতে পারব না।

বাখর। ওকথা এখন শোনে কে? চ[illegible] চলুন, নইলে এখনি লোক ডাকব, তারা চ[illegible] দোলা করে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে।

আলম। আমি কিছুতেই সে প[illegible] পরাবো না—আমি কিছুতেই স্বর্গগত প্র[illegible] অসম্মান করতে পারিবো না।

বাখর। জানেন, আমি মহলের ভেতর [illegible] মাত্র নবাবের অধীন?

আলম। বেশ আমাকে কোতল কর।

বাখর। জানেন, হুকুম তামিল না কর[illegible] আমার কি হবে?

আলম। আমার মাথায় দাও। মা[illegible] করে ঘরে নিয়ে যাই—মনিবের স্মৃতি[illegible] চিরদিনের জন্য আমার ঘরে তুলে রাখি!

বাখর। ধন্য রায়রায়ান! ধন্য আপনার প্রভুভক্তি! নবাবও কি তা বোঝেন নি। ক্রোধের বশে তিনি যে গর্হিত কাজ করেছেন, আপনা হতেই কেবল তার বিষম পরিণাম ঘটতে পায়নি, আপনি নবাবের সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন, সুতরাং আপনিই সেই মহামূল্য পুরস্কারের যোগ্য পাত্র। আসুন আপনাকে সে সমস্ত দিয়ে প্রভুর মনের অভিলাষ পূর্ণ করি।

আলম। কিন্তু বাখর খাঁ, আমি যে বড় গোলমালে পড়ে গেলুম।

বাখর। কি, হুজুরালির চরিত্র নিয়ে?

আলম। আমি যে ওঁর আর এক মূর্তি ভেবে অনবরত ওঁর অনিষ্ট চিন্তা করেছি!

বাখর। শুধু কি আপনি রায়রায়ান—গোলমালে না পড়েছে কে? আমিও পড়েছি। কারও অপরাধ নেই! তবে যে ওঁর প্রকৃত মূর্তি না দেখতে পেয়ে হুজুরালির অনিষ্ট করতে অগ্রসর হবে, তার মত দুর্ভাগ্য দুনিয়ায় আর নাই।

আলম। তবে কি ফরাবাগের ঘটনা সত্য নয়?

বাখর। মিথ্যা কি সত্য কি করে বুঝাব রায়রায়ান? সে রাত্রির ঘটনা যে প্রত্যক্ষ না করেছে, সে বুঝতে পারবে না, যে দেখেছে সে বোঝাতে পারবে না। দোহাই আর আমাকে প্রশ্ন করবেন না, চলে আসুন।

আলম। নবাব! নবাব! এক নয়, গোলামের শত অপরাধ—মার্জ্জনা কর। আমি আর সে অপরাধের ভার সইতে পারছি না।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মালেকা।

বন-পথ।

গীত।

সপট করি কহবি বঁধু কপট নাহি রাখবি,
ইহ রজনী আছিলি কার ঘরে।
কপট যদি কর বঁধু হামারি নাহে মন্দহে
নব প্রেয়সী শপথি লাগে তোরে॥
যমুনে সাধ ছিল সেবিব হাম তোঁহে,
মিনি সেতনে নিজ কেতনে কিনি রাখবি মোহে—
এ সব গত ধরম বাত পহেলা তোঁহারি সাথ
কাহু কাহে গোপলি নাথ মোরে॥

(গাউসের প্রবেশ।)

গাউস। তাইত! যা মনে করছি তাই মনকে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। অন্য পথে চলে যাচ্ছিলুম! কিন্তু সঙ্গীত আমাকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করেছে। যে সঙ্গীত-তরঙ্গ একদিন যমুনা তরঙ্গে শত প্রতিধ্বনির বাঁধনে হৃদয়কে বন্দী করতো, আজও সেই প্রাণস্রোতপ্রবাহিনী সঙ্গীত-ধার আমাকে ভাসিয়ে উজান বাহিয়ে তোমার কাছে এনে উপস্থিত করেছে! মালেকা! তোমাকে যে আমি বঙ্গেশ্বরের প্রাসাদ মধ্যে গোপনে সংরক্ষিত করিয়েছিলুম, এরই মধ্যে তোমাকে পথের তরুতলে নিক্ষেপ করলে কে?

মালেকা। যার জিম্মায় আমায় রেখে এসেছিল, সেই আমাকে এই খানে নিক্ষেপ করেছে।

গাউস। সেকি, নবাব? একথা বিশ্বাস করতে পারছি না মালেকা!

মালেকা। নবাবের অন্তঃপুরে বাংলা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গিনী হতে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখলুম, সেই রাজলক্ষ্মী নবাব-গৃহ হতে নির্ব্বাসিত হচ্ছেন। যেখানে অধীশ্বরীর স্থান হ'ল না

সেখানে সঙ্গিনীর স্থান কোথায়? আমি নবাব-বেগমের অন্বেষণে দুনিয়া ঘুরতে চলেছি।

গাউস। ভুল করেছ মালেকা! আমি আসবার সময়ে একটু সামান্য খবর শুনে এসেছি। নবাব-গৃহিণী কোনও ওমরাওয়ের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নবাবের মাতা জিন্নেতউন্নীসা বেগম তাঁকে আজ আনতে সেই ওমরাওয়ের গৃহে গিয়েছেন। এতক্ষণ বোধ হয়, নবাব-বেগম মহলে প্রবেশ করেছেন।

মালেকা। নবাব নিজে আনতে যাননি?

গাউস। না, তাঁর মা।

মালেকা। তবে নবাব-বেগম মহলে প্রবেশ করেছে তুমি জানলে কেমন করে?

গাউস। নবাবের মা আনতে গেছেন, তিনি আসবেন না?

মালেকা। এক নবাব ছাড়া, তাঁর সৃষ্টি-কর্ত্তা পর্য্যন্তও যদি বেগমকে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন, তথাপি তিনি ফিরে সে পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করবেন না।

গাউস। তুমি পাগলের মত যা বললে, তাই কি আমি বিশ্বাস করব?

মালেকা। আমি পাগল? বীর! আজীবন অস্ত্র সাধন করেছ, রমণী হৃদয়ের মর্য্যাদা তুমি বুঝবে কি? সতী-হৃদয়ের অভিমান-মাহাত্ম্য দুনিয়ার কে জানে জানি না! সতী নিজেই তা অনুভব করতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা যদি বলে পারি, তাঁর সৃষ্টিতে আমি সন্দেহ করি।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। তাইত! দুনিয়ার কোন স্থান চিনিনি! আমি এ কোথায় চলেছি ঈশ্বর!

মালেকা। কি দেখছ স্বামী! হজরৎ আমার দর্প রক্ষার জন্য আমার প্রাণের প্রাণ আমার কাছে এনে দিয়েছেন। এস রাণী, এস বাংলার রাজশ্রী! কোথায় চলেছ বুঝতে পারছ না? তার বাঁদীর কাছে (ছুটিয়া রাবিয়াকে ধারণ)। ঈশ্বরের নাম নিয়ে পথে বেরিয়েছ, তিনি পথে পথে তোমার জন্য বাঁদী রেখেছেন। আমি ভাগ্যবতী, তাদের মধ্যে প্রথম।

গাউস। এই রাণী? তাইত একি দেখলুম? এই রাণী? কি করলে নবাব? সরোবরের মৃদু হিল্লোলে যে কাতর হয়, সেই পুষ্পরাণীকে বৃন্তচ্যুত করে পথে নিক্ষেপ করেছ?

রাবিয়া। তাইত! তাইত! তুমি ভগিনী মালেকা? তুমি ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন, স্বামীর প্রলোভন ত্যাগ ক'রে আমার অপেক্ষায় পথে দাঁড়িয়ে আছ?

মালেকা। তা'ত ছেড়েছিলুম, কিন্তু কমলি ছাড়ে কই! ওই দেখ আমার গাড়োল স্বামী—তোমার গোলাম, আগে থাকতেই আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এস বিশারদ বুদ্ধিহীন! মর্য্যাদা দাও, প্রভুপত্নী তোমার সম্মুখে।

গাউস। (নতজানু হইয়া) অভিমানে একি করলে মা? ফের মা—ফের। স্বামীর উপর অভিমানে আত্মহত্যা—স্বামীহত্যা। দোহাই মা, দেশের শ্রী নষ্ট কর না। বল মা একবার বল, তোমাকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

রাবিয়া। আমি ফিরব না। আমি ভিক্ষা-পাত্র করে দুনিয়াবাসীর দ্বারের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চলেছি।

গাউস। দোহাই রাণী, নিকটে আছি, এখনও একবার নিজের অবস্থা প্রণিধান করুন। পথে অগণ্য দস্যু—আপনারা দু'জন অবলা।

রাবিয়া। আর আপনি?

গাউস। আমি কি, তা আপনাকে কি পরিচয় দেব? আমি আমার তিন হাজার পাঠান

চরকে আনতে চলেছি। যদি আসবার অব- পাই, তখন মুরশিদাবাদবাসীকে জানাব, মি. কি। এখন আমি আপনাদের চেয়ে দিক বলশালী নই।

রাবিয়া। তবে তুচ্ছ অবলার ইজ্জত রাখতে জার অনিষ্ট কেন করছেন জনাব? শীঘ্র ন, আপনার দিগ্‌বিজয়ী পাঠান সহচরদের নে আমার স্বামীর মসনদ রক্ষা করুন। তখন ভীর অরণ্যে ব্যাঘ্রে আমাকে গ্রাস করতে এসে ামাকে পিঠে করে মহলে রেখে আসবে। জা গেলে, স্বর্ণ অট্টালিকার ভিতরে বাস রলেও, পথে পথে এখন আমার যা ইজ্জত, র (অঙ্গুলির অঙ্গুলিতে সংলগ্ন করিয়া) তটুকু অংশও থাকবে না।

(জিয়েত ও অস্ত্রধারী সৈন্যগণের প্রবেশ)

জিয়েত। মা অভিমান ত্যাগ কর, ঘরে এস।

রাবিয়া। কেন মা, জ্ঞানহীনার মত অনু- রণ করেছ, আমি ফিরব না।

জিয়েত। ফিরব না বললে শুনতে পারব া, আমি তোমাকে না নিয়ে ঘরে ঢুকব না— নশ্চয় করেছি।

মালেকা। কে তুমি? কোথায় তোমার ঘর?

জিয়েত। সে পরিচয় তোকে কি দেব?

মালেকা। তোমার কি পরিচয় আছে নবাবজননী?

জিয়েত। কি অভাগিনী, বংশমর্য্যাদা পথে ছড়িয়েছ? এই দুটো নগণ্য পথিকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছ?

মালেকা। ছড়িয়েছেন তোমার পুত্র— হুংকারে তাকে আরও বিক্ষিপ্ত করতে এসেছ তুমি। আমরা সেই নির্ব্বোধ স্বামীর গোলাম ও বাঁদী—তাকে আঁচলে কুড়িয়ে নিতে এসেছি।

জিয়েত। এই, তোরা এই পাগলিনীকে ধরে নিয়ে ঘরে চল। যদি কেউ বাধা দেয়— তাকে হত্যা করবি।

গাউস। হুজরাইন্—মহলে ফিরে আসুন।

মালেকা। কি পুরুষ! অবলাকে শুধু উপদেশ দেবার নাক্য আছে, না এই বীরপুরুষ- দের বাধা দেবার শক্তি আছে?

গাউস। কি রাণী, ফিরে যাবার ইচ্ছা আছে?

রাবিয়া। কোথায়, কার ঘরে ফিরব? উনি কে? উনি অতি ভালমানুষ, ওঁর সংসার- জ্ঞান কিছু নেই। পুত্রের চরিত্র উনি কিছু জানেন না। আমাকে তাঁর বিনা আদেশে সঙ্গে নিয়ে গেলে, ওঁকেও পুত্র মুখ দেখার আশা এ জন্মের মত ত্যাগ করতে হবে।

গাউস। তাহলে ফিরবেন না?

রাবিয়া। না। এক নবাবের নিমন্ত্রণ ছাড়া, দুনিয়ার আর কারও নিমন্ত্রণে ফিরব না।

গাউস। যাও, নবাবজননী, ফিরে যাও।

জিয়েত। ধরে আন্—তোদের চক্ষের উপরে যদি কুলীখাঁর বংশের গৌরব নষ্ট হয়, তাহ'লে তোদের সকলকেই তার জবাবদিহি করতে হবে। নবাবের ক্রোধের এক সময় না এক সময় উপশম হবে, কিন্তু তোদের আর বাঁচতে হবে না। যা, ধরে আন্—আমি বল্‌ছি ধরে আন্—বন্দিনীর মত ধরে আন্—যদি ওই দুটো বাধা দিতে আসে, তখনই কোতল করবি।

গাউস। এইও উল্লুক!—মালেকা!

মালেকা। এই যে সরদার্—পাঠানীর আত্মরক্ষার সহচর সঙ্গে সঙ্গে আছে।

(মালেকার অস্ত্র বহিষ্করণ। গাউসের সৈন্যগণকে আক্রমণ)

(হায়দারির প্রবেশ)

হায়। খবরদার! মূর্খ! ক্ষুদ্র প্রাণীবধে এত উৎসাহ দেখাচ্ছ কেন? এত আত্মহারা গাউস খাঁ, একটা তুচ্ছ রমণীকে জল থেকে তুলতে তুমি রাজ্যটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ! এক লহমার অন্তরায় জীবনের ঘটনার কত পরিবর্ত্তন করে তা জান?

গাউস। হজরত, এই একটু বিলম্বে অনিষ্ট হবে?

হায়। কালকে কখন ক্ষুদ্রজ্ঞান ক'র না। কালের একটু ক্ষুদ্রাংশও অনন্ত—গাউস খাঁ, সেও অনন্ত শক্তিধর।

গাউস। মালেকা, আর আমি তোমার বাণীর রক্ষায় সময় নষ্ট করতে পারলুম না। তিন হাজার পাঠান সহচর আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

(অভিবাদন ও প্রস্থান)

হায়। দাঁড়িয়ে দেখছ কি রাজরাণী, পুত্রবধূকে পথে ছেড়ে নিজে গৃহ প্রবেশের চেষ্টা কর। বিলম্ব করলে ওরই সঙ্গে তোমাকেও পথে ঘুরতে হবে। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার পুত্রবধূকে পথে নিক্ষেপ করেছে কে? আমি বলব তুমি। মমতাময়ী রমণী, মমতা ভিন্ন তোমার ভাণ্ডারে আর কিছুই ছিল না। সেই মমতায় দুনিয়াকে আবৃত করতে গিয়ে, আপনাকে অনাবৃত করেছ, পুত্রকে অনাবৃত করেছ, পুত্রবধূকে অনাবৃত করেছ।

জিন্নেত। হজরৎ—হজরৎ। রক্ষা কর। আমি অন্ধকার দেখছি।

হায়। আলোকশূন্য দেশে আর যে দেখবার কিছু নেই রাজরাণী? যাও মা মমতাময়ি, ঘরে যাও। এখানে আলোক দেখাই মরীচিকা। অন্ধকারই এখানে সত্য, অন্ধকারই এখানে আশ্রয়, অন্ধকারই আলোক।

জিন্নেত। হা ঈশ্বর, আমার অদৃষ্টে শেষে এই ছিল!

[জিন্নেত ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

হায়। এস মালেকা, এস রাণী, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, বাঙ্গালার নবাবাধিকার নাশের অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। সে অভিনয় দেখবার যদি হৃদয়বল থাকে, সঙ্গে এস।

মালেকা। রাজ্য রক্ষা হবে না?

হায়। কই মা, প্রকৃতির মুখের একপ্রান্তে যে একটু হাসির রেখা দেখতে পাচ্ছি না!

রাবিয়া। হজরত! আপনিও পারবেন না?

হায়। রক্ষার জন্য প্রাণ ব্যাকুল, কিন্তু অদৃষ্টের বাণী।

মালেকা। রক্ষার চেষ্টা?

হায়। বিড়ম্বনা—অদৃষ্টের বাণী।

রাবিয়া। অদৃষ্টের বাণী কি মিথ্যা হয় না?

হায়। অদৃষ্টের বাণীতেই দুনিয়ার সৃষ্টি। সৃষ্টির আগেও তা যেমন সত্য, সৃষ্টির পরেও তা তেমনি সত্য। এখন তোমরা কে কি করবে উত্তর দাও। আমার নেমাজের সময় উত্তীর্ণ হয়, আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। (মালেকা অবনত জানু হইল) কি অভিপ্রায়?

মালেকা। অন্তর্য্যামী গুরু—অভিপ্রায় আপনি বলুন।

হায়। যাও, চেষ্টার ইচ্ছা হয়েছে—চেষ্টা কর।

মালেকা। আপনার কথার ভাবে বুঝেছি, বিশ্বাসঘাতকের গুপ্ত অস্ত্রে মুরশিদাবাদের কণ্ঠ ছিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু হজরত, যতদিন পর্য্যন্ত আমার স্বামী জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমাকে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে কন্যাকে আদেশ করবেন না। অদৃষ্টের বাণী আপনার কৃপায় যেন শুনতে পাচ্ছি—অতি সূক্ষ্ম সুরে

ভাগীরথী তীরে—ওই ওই যেন বলছে—স্বর্গচ্যুত তারকা সরফরাজ, আর কেন দুনিয়ার অবর্জনায় পড়ে যন্ত্রণা পাও?" আবাহন গানের সুর উঠেছে। স্বর্গের দূত তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। তবু, তবু—আমার সে গুরুদত্ত সহোদর—গুরু, গুরু, আমরা পাঠান দম্পতী তাকে পরিত্যাগ করতে পারব না। সেলাম হজরত, সেলাম রাণী।

হায়। এস মা নবাবমহিষী! স্বামীর উদারতায় সন্দেহ করে যে অবস্থা তুমি সাগ্রহে আবাহন ক'রে এনেছ, সেই ভিখারিণীর অবস্থা, তোমার স্বামীর চিরন্তন পথা এই ভিখারীর সঙ্গে নিত্য ভোগে তৃপ্তিলাভ করবে এস।

রাবিয়া। আর কখাকে কেন তিরস্কার করেন হজরত—অদৃষ্টের কথা মিথ্যা নয়।

হায়। তা যদি বুঝে থাক মা, তাহলে সকল অবস্থায় তুমি রাণী।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

আলিবর্দী ও ঘেসেটী।

আলি। নবাব কি করেছে? ভাই সাহেবকে বরখাস্ত করেছে?

ঘেসেটী। বরখাস্ত সে ত করেইছে। তাছাড়া নিত্য অপমান করছে। চাচা আর বাঁচবে না।

আলি। নবাব নিজে অপমান করেছে?

ঘেসেটী। নিজে দরবারে সমস্ত ওমরাওয়ের সমুখে সামান্য মুহুরীকে যেমন বরখাস্ত করে, সেই রকম ক'রে বরখাস্ত করেছে। তারপর তার ওমরাওদের দিয়ে অপমান করাচ্ছে। মর্দান আলি ও লুৎফুল্লা, ঘাটে পথে, চাচাকে যেখানে দেখছে, সেইখানেই মুখে যা আসে তাই বলছে। আমার কথা, চাচীর কথা, আমিনার কথা—আর কার নাম করব? পিতৃব্য বুঝি আর বাঁচেন না। তিনি দিবারাত্রি কেবল হা আল্লা হা আল্লা করে কাঁদছেন।

আলি। তুমি এলে, তোর চাচাকে সঙ্গে ক'রে আনলি নে কেন?

ঘেসেটী। আমি নিজের দুঃখ জানাতে এসেছি?

আলি। তোর আবার দুঃখ কি?

ঘেসেটী। বদ্ধ নবাব আমাকে—

আলি। আর বলতে হবে না। রক্ষা কর ঘেসেটী, আর আমাকে ব্যাকুল ক'র না, চলে যাও। ভাল, যাবার সময় একটা কথা বলে যাও। এক বালক তোমার পিতৃব্যকে এক খানা চিঠি দিতে গিয়েছিল, পিতৃব্য সে চিঠি পেয়েছেন?

ঘেসেটী। পেয়েছেন। সে অদ্ভুত বালক অদ্ভুত উপায়ে চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠির জোরেই পিতৃব্য শত অপমান সয়ে মুরশিদাবাদে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

আলি। বেশ! তা হ'লে তুমি এখন বিশ্রাম নাও!

ঘেসেটী। আমি বিশ্রাম নিতে আসিনি, আমি আপনার সম্মুখে জহর খেয়ে মরতে এসেছি।

আলি। অত অস্থির হ'লে ত চলবে না মা!

ঘেসেটী। আমার অপমানের, আমার পিতৃব্যের অপমানের প্রতিশোধ নেবেন প্রতিজ্ঞা করুন।

আলি। এ ত জোর করিয়ে প্রতিজ্ঞা করাবার কথা নয় মা! এ সব অপমান আমার। তোমাদের কি মর্ম্ম-বেদনা? তার শতগুণ মর্ম্ম-বেদনা আমার। বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। নাও, এখন আমার চিত্তের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি কর না। আমাকে চিন্তা করবার অবসর দাও, মহলে যাও, বেগম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। [ঘেসেটীর প্রস্থান।

আলি। ...শ হয়েছে, অছিলা ঘটেছে। আমার কার্য্যে ...ই সহায়, কেবল বাদী এক বেগম। কিছুতেই ...ক বোঝাতে পারলুম না! তার একার বাদা... ...কে চলচ্ছক্তিহীন করেছে, সমস্ত উদ্যোগ আ... করে আজও অগ্রসর হতে পারছি না। মরশি...বাদের দিকে অভিযান করবার কোনও কারণ নি... করতে পারলুম না। আজ অছিলা মিলেছে, ...গম সাহেব আর আমার গন্তব্য পথে ...ধা দিতে পারছে না। (খাপি খাঁর প্রবেশ।)

খাপি খাঁ। শিগগির দেওয়ানকে খবর দে।

খাপি। খাপি খাঁ কবে দেরি করে খবর দিয়েছে?

আলি। গিয়ে বলবি, "যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় আসুন।"

খাপি। বলব না ত কি বোবার মতন দাঁড়িয়ে থাকব?

আলি। আরে মর বেটা! আর দাঁড়াস্‌নি—এখনি যা।

খাপি। তাই বল।

[প্রস্থান।

(নোয়াজেসের প্রবেশ)

আলি। কেও? নোয়াজেস? তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?

নোয়া। আপনাকে শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

আলি। কি শুভ সংবাদ?

নোয়া। আপনার কন্যা নবাব কর্ত্তৃক অপমানিতা হয়েছে।

আলি। মূর্খ! এটা তোমার পক্ষে শুভ সংবাদ হল?

নোয়া। আমার পক্ষে হবে কেন পিতৃব্য, আপনার পক্ষে। আপনি মুরশিদাবাদে অভিযানের সমস্ত উদ্যোগ করে, শুধু এক চাটীর ...ঘাতে পঙ্গুর ন্যায় বসে আছেন। আপনি প্রব... শক্তির অধিকারী হয়েও সেই পবিত্র রমণীর দৈব-শক্তিকে পরাস্ত করতে পারছিলেন না। তা... একটি একটি সুমিষ্ট কথার আঘাতে আপনার অস্থিসন্ধি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। আপনার কন্যা অপমান কথার মালিশ দিয়ে আপনার সেই সন্ধি দৃঢ় করে দিয়েছে। যেসেটী তার মায়ের কাছে কাঁদছে—মায়ের মুখ মলিন হয়েছে। তিনি বুঝলেন, আর তিনি আপনার অভিযানে বাধ... দিতে পারছেন না। এমন শুভ সংবাদ আপ... আ...নতে পাবেন না, এমন শুভ দিন আপনা... আর আ... না।

আলি। ...ক দুঃখের কথা নোয়াজে... তুমি তোমার পিতৃব্যকে এত হীন বিবেচনা কর... তোমার পিতা সেখানে নজরবন্দী—অপদস্থ—... কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, আমার কন্যাও অপমা...—আ... বীরের অহঙ্কার নিয়ে শক্তি থাকতে প্রতিকার... করে চুপ করে থাকবো?

নোয়া। হীন বিবেচনা করলে, আমি আ...নার কাছে আসতুম না। আপনি শক্তিম... বলেই, আপনার সেই শক্তির জাগরণ দেখ... এসেছি। তবে কি জানেন পিতৃব্য, শক্তি থাক... চুপ থাকা অতিবড় শক্তিমানের কাজ!

আলি। তা কি কখন কেউ থা... নোয়াজেস্?

নোয়া। আছে বই কি পিতৃব্য। আ... তাকে দেখেছি।

আলি। কোথায় দেখেছ?

নোয়া। যেখানে আপনি সসৈন্যে যাব... মানস করেছেন। সেই মুরশিদাবাদে।

আলি। বলতে যদি বাধা না থাকে, হলে বল কে সে।

নোয়া। যাঁর বিরুদ্ধে আপনি অভিযান করেছেন, সেই নবাব সরফরাজ খাঁ।

আলি। আর একটী আমি জানি।

নোয়া। কে সে পিতৃব্য?

আলি। সেটী আমার গুণধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নোয়াজেস খাঁ।

নোয়া। আপনি রহস্য করছেন। কিন্তু আপনি যখন রহস্যের ছলেও আমার শক্তির কথা উত্থাপন করেছেন, তখন আপনাকে বলি, আপনি আমার পিতৃব্য, চির মাননীয়; সুতরাং বুঝবেন আমি আপনাকে রহস্য করছি না। আমি বড় হতভাগ্য। আমি এক দিন ওই মহাত্মার কাছে শক্তি মন্ত্রের সাধন শিক্ষা করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু অপারগ হয়ে ফিরে এসেছি। তথাপি শুনুন পিতৃব্য! অতি অল্প দিনের সাধনায় আমি যে যৎসামান্য শক্তির অধিকারী হয়েছিলুম, তাতেই আমি বলদৃপ্ত দাম্ভিক আলিবর্দ্দী খাঁকে এক মুহূর্ত্তে বিধ্বস্ত করতে পারি, তাঁর প্রভুভক্ত বিশ হাজার সৈন্যকে এক মুহূর্ত্তে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তাঁরই বক্ষ বিদ্ধ করবার জন্য ধাবিত করাতে পারি। ষোল বছরের নীরব সাধনায় তাঁর শক্তি ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। আপনি কার বিরুদ্ধে অভিযান করতে চলেছেন? [প্রস্থানোদ্যত।

আলি। নোয়াজেস্ শোন!

নোয়া। আপনি বাংলার মসনদের ভিখারী। একবার নবাবের সম্মুখে যান, হাত পাতুন, তৎক্ষণেই বাংলার অধীশ্বরত্ব আপনার লাভ হবে। সেই তুচ্ছ সামগ্রীর জন্য আপনার অভিযান কেন? বাংলার রাজশ্রী বহন করে আনবার জন্য এত বাহক কেন? তবে দুর্ভাগ্য, একথা আপনার বিশ্বাস হবে না।

আলি। নোয়াজেস্! একি সত্য বলছ?

নোয়া। যদি অপর দিকে পূর্ণ ষোল কলার বল পান, তবেই অগ্রসর হোন। নতুবা হবেন না।

[নোয়াজেসের প্রস্থান।

আলি। তাইত, এ পাগলটা বলে কি? আমাকে যে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল! না না, আমিও কি পাগলটার সংস্পর্শে পড়ে পাগল হলুম! সরফরাজ শক্তিমান! এযে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারি না। তবু অগ্রসর হবার মুখে পাগলাটা আমার মনটাকে কেমন টলিয়ে গেল! সরফরাজ শক্তিমান? চিরদিন যাকে নিষ্ক্রিয়, অলস, অকর্ম্মণ্য, মতিহীন, ধর্ম্মহীন বলে জানি, যে কখন সাহস করে একটী দিনও বেগম মহলের সীমা-অতিক্রম করলে না, সে কেমন ক'রে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে শক্তিমান হ'ল? এক অলসের শক্তির সাক্ষী, আর একটা নিষ্ক্রিয় স্ত্রী-স্বভাব-বিশিষ্ট অলস। কার কথায় আলিবর্দ্দি তুমি অগ্রগমনে বিরত হচ্ছ?

(চিন্তামণির প্রবেশ)

ছি চিন্তামণি! আমার জীবন মরণ তোমার হাতে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছ!

চিন্তা। নিদ্রা যাচ্ছি কে বললে জনাবালি? আর বিলম্ব করবেন না। আমি ত দেখছি আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। চলে আসুন—

আলি। কোথায়?

চিন্তা। এ আপনি কি বলছেন? সমস্ত ফৌজ আপনার আদেশের অপেক্ষায় এক পা মুরশিদাবাদের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আলি। কই সনন্দত এল না।

চিন্তা। কে বললে এল না? বাদসা মহম্মদ সা আপনাকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করেছেন।

আলি। সনন্দ—সনন্দ—চিন্তামণি সনন্দ।

চিন্তা। গোলাম কি আপনার সঙ্গে রহস্য করছে জনাবালি? (সনন্দ বাহির করিয়া) এই দেখুন বাদসাহী পাঞ্জা, এই দেখুন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, আর এই দেখুন নূতন উপাধি মহাবৎজঙ্গ।

আলি। (হাস্য) চিন্তামণি! শুনলে না? তোমার অন্তরাল দিয়ে কি এক মোহকর আবাহন গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে শুনতে পেলে না? বলছে সন্দেহ কর না আলিবর্দ্দী! আমি তোমাকে বাংলার সিংহাসনে বসবার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। কিন্তু সে গান কত দূরে? অতি সূক্ষ্ম সুরে—যেন ভাগীরথী তীরে। বলছে আলিবর্দ্দী চলে এস, অনেকক্ষণ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। চিন্তামণি! শোন, কি মধুর! শুনতে পেলে না?

চিন্তা। আমাদের নাগরার আওয়াজ শোনা কাণ। সেই মুরশিদাবাদেই গিয়ে শুনব জনাবালি।

আলি। বেশ, চল—চল চিন্তামণি কিন্তু চলতে চলতে শোন, এক ফকীর আমাকে বলে গেছে, তোমার অদৃষ্টে মসনদ লেখা আছে। অদৃষ্টের লেখা মিথ্যা নয়। এখনি মুরশিদাবাদ দরবারে খবর পাঠাও, আমি ভোজপুরী জমীদারদের দমন করতে মুঙ্গেরের পথে যুদ্ধ যাত্রা করলুম।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

(ছেদন খাঁ ও সরদারগণের প্রবেশ)

১ম সর। আমাদের কোথায় লড়াই করতে যেতে হবে সরদার?

ছেদন। ভোজপুর। ভোজপুরের জমীদারেরা বিদ্রোহী হয়েছে। দিল্লীতে পাঠাবার জন্য যে সমস্ত খাজনা সংগ্রহ হয়েছিল, তা তারা লুঠ করেছে। ভোজপুরীদের দমন করতে এক বৎসর পূর্ব্বে আমি আলিবর্দ্দী খাঁর সহায় হতে সুবেদার কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে ছিলুম। অতি দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে বহু চেষ্টায় ভোজপুর দখল করেছিলুম; কিন্তু নায়েব সুবেদারের দয়ার জন্য আমাদের সে বারের যুদ্ধজয় বিফল হয়েছে। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করে আমাকে শত্রুকুল নির্ম্মূল করতে নিরস্ত করেছিলেন। আজ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সেই ভুলের সংশোধন করতে যেতে হবে।

১ম সর। পথ কি অতি দুর্গম?

ছেদন। অতি দুর্গম। আজন্ম যুদ্ধ ব্যবসায়ী আমি, আমাকেও পথের জন্য সময়ে সময়ে বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছিল।

১ম সর। এবার কিন্তু আর তাদের ক্ষমা করতে দেব না।

ছেদন। আবার! এবারে ভোজপুরকে মরুভূমিতে পরিণত করব! কারও অনুরোধ রাখব না। আমার করুণাময় প্রভু সরফরাজ নিজে যদি ভোজপুরীদের ক্ষমা করতে আদেশ করেন, ত তাঁরও আদেশ অমান্য করব!

(কোরাণ হস্তে মহম্মদ আলি ও গঙ্গাজল লইয়া চিন্তামণি, সঙ্গে নন্দলাল ও আলিবর্দ্দীর প্রবেশ)

আলি। ভাই সব! পাটনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে আমি তোমাদের কাছে একটী প্রার্থনা করতে এসেছি।

ছেদন। সেকি হুজুরালি! কি হুকুম করবেন করুন।

আলি। হুকুম নয়, প্রার্থনা। মুসলমান সরদারকে কোরাণে স্পর্শ করে, হিন্দু সরদারকে তুলসী ও গঙ্গাজল নিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

ম সব। কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলুন।

আলি। আমি আমার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ যাচ্ছি। তোমরা আমার বহুদিনের সঙ্গী ক মাত্র বিশ্বাসী। কেবল তোমাদেরই ধ্যে আমি জয়লাভের আশা করি। আমি দিগকে অনুরোধ করছি যে, যদি তোমরা র ভাগ্যের অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, লে শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হও যে, যদি গভীর জলমধ্যে কি ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে হই, তাহলে তোমরা কদাচ আমাকে াগ করবে না। আক্রিসিয়ার কি রুস্তম যে আমার শত্রু হ'ক না, তাদের সম্মুখীন ও পরাঙ্মুখ হবে না। আমার বন্ধুদিগকে দের বন্ধু, আর আমার শত্রুদিগকে তোমা শত্রু ব'লে বিবেচনা করতে হবে। আমার া যাই হোক না কেন, তোমরা আপন ন জীবন ও ভাগ্য উৎসর্গ ক'রে আমার অবস্থিতি করতে ইতস্ততঃ করবে না।

ম সব। হুজুরালি আমি প্রতিজ্ঞা করলুম।

(তরবারি স্পর্শ)

আলি। মুসলমান সরদারগণ!

সকলে। হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম।

আলি। হাজারি সরদার।

ছেদন। আমি ত আপনার আছিই রালি।

আলি। তবু ভাই প্রতিজ্ঞা প্রার্থনা করি।

ছেদন। বেশ, হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম।

আলি। মুসলমান ভাই সম্বন্ধে আমি শ্চিন্ত। এইবার নন্দলাল!

নন্দ। হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম!

(তুলসী স্পর্শ)

আলি। হিন্দু সরদারগণ!

সকলে। হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম।

চিন্তা। হুজুরালি এইবার হুকুম।

আলি। সরদারগণ! তোমরা এইবারে নিজ নিজ সৈন্য মুরশিদাবাদের পথে চালিত কর।

ছেদন। মুরশিদাবাদ? সে কি? আমরা ত জানি ভোজপুর।

আলি। ভোজপুরের এই শত্রুর জন্য আমাকে এ সকল শক্তিমান সরদারের এরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করবার প্রয়োজন ছিল না।

ছেদন। মুরশিদাবাদ! মুরশিদাবাদ! সেখানে কে আপনার শত্রু?

আলি। স্বয়ং নবাব।

ছেদন। সেকি? তিনি যে আমার আশ্রয়দাতা!

আলি। কিন্তু আমার ঘোর শত্রু! নবাব আমার ভ্রাতার অপমান করেছে, আমার কন্যার অপমান করেছে। আমাকে বিনাশ অথবা বন্দী করবার চেষ্টা করেছে। এখন আবার আমার বংশমর্য্যাদায় আঘাত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। আমার ভ্রাতার জামাতা আতাউল্লার কন্যা লুৎফউন্নিসার সঙ্গে আমার দৌহিত্র সিরাজের সম্বন্ধ স্থির করেছিলুম। নবাব সেই কন্যা নিজের পুত্রকে দেবার জন্য আমার ভাইকে দিবা রাত্রি উৎপীড়িত করছে। অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারি, কিন্তু মনসবদার আমি বংশমর্য্যাদার হানি সহ্য করতে পারি না। যে করতে চায়, তার তুল্য আমি আর কাউকেও দুসমন মনে করি না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন মনসবদার? শপথ করবার আগে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন? ভাল, নবাবের বিরুদ্ধে অভিযান যদি তোমার অভিরুচি না হয়, তুমি এই স্থান থেকে প্রতিনিবৃত্ত হও, আমি প্রফুল্ল মনে তোমাকে ফুরসৎ দিচ্ছি। তুমি আমার সাহায্য না করলেও তোমার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও আমার স্নেহের হ্রাস হবে না।

এস বই সব, তোমরা কে কে আমার ভাগ্যের অংশীদার হতে চাও, সঙ্গে এস।

[ছেদন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ছেদন। মূর্খ! মুসলমান-কলঙ্ক! না জেনে, এক বিশ্বাসঘাতকের মিষ্টবাক্যে প্রলুব্ধ হয়ে একি শপথ করাচ্ছ? আমার আশ্রয়দাতা মান-দাতা করুণাময় প্রেমময় সরফরাজ! তোমার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে? তোমার আলিঙ্গন দানেচ্ছু পবিত্র অঙ্গে কৃপাণ প্রবেশ করাতে হবে? কে আছ? কোথায় আত্মীয় আছ? আমার বিকৃত বুদ্ধিকে সুপথে চালিত কর।

(মালেকার প্রবেশ)

মালেকা। আপনিই হাজারি মনসবদার ছেদন খাঁ?

ছেদন। কে তুমি সুন্দরী? সংসারে বান্ধব-হীনার সাহস বুকে ধ'রে, কে তুমি এই গভীর রাত্রিতে সৈনিক শিবিরে প্রবেশ করলে?

মালেকা। বান্ধবহীনাই যদি জেনে থাকেন, আর বান্ধবহীন যদি ধার্ম্মিকের আত্মীয় হয়, তা হ'লে শুনুন ধার্ম্মিক মুসলমান আমি আপনার আত্মীয়া।

ছেদন। আমি ধার্ম্মিক একথা তুমি কার কাছে শুনলে বিবি সাহেব?

মালেকা। আপনি পরম ধার্ম্মিক। আপনার এ সুযশের প্রতিবাদ করে, এমন একজন লোককেও আমি আজও পর্য্যন্ত দেখতে পাইনি। জীবনে আপনি অধর্ম্মের কাজ করেন নি। এ বয়স পর্য্যন্ত পবিত্র কোরাণের আদেশ আপনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

ছেদন। ঠিক শুনেছ?

মালেকা। ঠিক শুনেছি, আর আপনার পবিত্র মূর্ত্তি দেখে আমি তা বিশ্বাস করছি।

ছেদন। আপনি কে বিবি সাহেব?

মালেকা। আমি কে—আমি কে? বেশ তৎপূর্ব্বে আপনার পরিচয় আমাকে দেবেন?

ছেদন। আমার পরিচয়! কি জানতে চাও সুন্দরী?

মালেকা। আপনি নবাবের কে?

ছেদন। আমি নবাবের গোলাম। তাঁর করুণায় বর্দ্ধিত।

মালেকা। আমার স্বামীও নবাবের গোলাম।

ছেদন। তিনি কে?

মালেকা। আপনিত তাকে চিনবেন না। তিনি মুরসিদাবাদে নবাগত।

ছেদন। আমি অনুমান করছি, তিনি দিল্লী প্রসিদ্ধ পাঠান সেনানায়ক গাউস খাঁ।

মালেকা। আপনি ঠিক অনুমান করেছেন।

ছেদন। তবে স্ত্রী হয়ে তুমি আমার কাছে কি ভিক্ষা করতে এসেছ বিবি সাহেব?

মালেকা। বড়ই দুর্ভাগ্য সরদার, যাঁকে আমি দুনিয়ার কোনও বীরের চেয়ে পরাক্রমে ক্ষুদ্র মনে করিনি—

ছেদন। ক্ষুদ্র মনে করবার কারণ নেই বিবি সাহেব!

মালেকা। তাঁর স্ত্রী হয়েও আমাকে আপনার দয়া ভিক্ষা করতে আসতে হয়েছে। আমার স্বামী এসেছেন, কিন্তু তাঁর দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সৈন্য সঙ্গে আসেনি। তিনি তাদের আনতে গেছেন, ইতোমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয়। আপনারা বিদ্রোহী।

ছেদন। আমাকে ধার্ম্মিক বলছিলে না?

মালেকা। এখনও বলছি। ধার্ম্মিক মুসলমান। ভৃত্যের ধর্ম্মরক্ষা করুন। প্রতারকের কথায় প্রভুর সর্ব্বনাশে যোগ দিবেন না।

ছেদন। ধর্ম্ম রক্ষা করতে যদি মর্ম্ম ...ড়ে যায়?

মালেকা। মুসলমান! ধর্ম্ম বড় না মর্ম্ম বড়?

ছেদন। তুমি বল। তোমার বাক্য গুরুর ...য জ্ঞানে আমি কার্য্য করতে প্রস্তুত আছি।

মালেকা। ধর্ম্ম বড়।

ছেদন। সুন্দরী, আমার সেলাম নাও, আর ... সঙ্গে তোমার প্রভুকে জানাও যে, ...লিবর্দ্দী খাঁর শিবিরে, আমার তুল্য তাঁর শত্রু ...ীয় নাই। এই রণাভিনয়ের মীমাংসায় হয় ...মি যাব, নয় তাঁর চিরানুগত গোলামের ...তে তাঁর পবিত্র হৃদয় বিদ্ধ হবে।

মালেকা। একি বলছেন সর্দ্দার?

ছেদন। তুমিই বলিয়েছ সুন্দরী! আমার ...ত বুদ্ধিকে সুপথে চালিত করবার জন্য আমি ...ন কাতর হয়ে একজন আত্মীয়কে ডেকে-...ুম। খোদা তোমাকে সেই আত্মীয়রূপে ...রণ করেছেন। ধর্ম্ম—মর্ম্ম বিঁধে ধর্ম্ম রাখব। ...দেখছ আত্মীয়া? সরল বিশ্বাস—মূর্খতা—...মি আলিবর্দ্দীর প্রতারণাবাক্য বুঝতে পারিনি ...কোরাণ ছুঁয়ে সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযান ...তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। যাও সংবাদ দাও,—...মি প্রভুদ্রোহী—অদৃষ্টের বাণী।

[ছেদনের প্রস্থান।

মালেকা। বা! বা! মঙ্গল সাধতে এসে ...জই নিয়তি হলুম! (নেপথ্যে ভেরীধ্বনি) ...ঐ রণভেরী বাজল, মরণের গান জাগল! মালেকা, চল্, তোর প্রিয় সহোদর তোর ...পেক্ষায় মৃত্যুভরা রণাঙ্গণে প্রাণটী ধরে বসে ...ছে। সে আমাকে মরণের গান শোনাবার ...মন্ত্রণ করেছে। রণভেরী বাজল, মরণের গান ...গল, চল্ মালেকা, চল্। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সুসজ্জিত-কক্ষ।

সরফরাজ।

সর। কই এলে না? অপেক্ষায় অপেক্ষায় বসে আছি, কই এখনও তোমরা কেউ এলে না? কল্যাণময়ী রাবিয়া, আমার নীরব জীবনের সহচরী প্রেমময়ী রাবিয়া। এত অভিমান! আমার এ কোলাহলময় জীবন একদিনের জন্যও তোমার সহ্য হ'ল না! অভিমানিনি! অপেক্ষায় বসে আছি—একবার এস—কোলাহলের মধ্যে মৃত্যুর ভীম নীরবতা যদি দেখতে চাও, তাহলে একবার এস। সঙ্গে সঙ্গে তুমি এস মালেকা! নবজীবন প্রভাতে নব বসন্তে স্বর্গচ্যুত কুসুম! সঙ্গে সঙ্গে তুমি এস! সমস্ত জীবন মরণের আবরণে আবৃত হয়েছে, শুধু নিশ্বাস বাকী আছে—বিলম্ব ক'র না, গান শোনাতে এস! এস হজরত! দূর থেকে স্বপন-ইঙ্গিত দেখিয়ে আমায় ব্যাকুল কর না—কাছে এস। এস আলিবর্দ্দী! বাংলার মসনদ নিয়ে আমি বিপন্ন হয়েছি। তুমি এসে আমাকে বিপন্মুক্ত কর। ধর্ম্ম ফেলে এস না, মুসলমানের অমূল্য অধিকার বিশ্বাস ফেলে এস না। আমি বাংলার মসনদ তোমাকে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। হুজুরালি!

সর। কি বাখর?

বাখর। আলিবর্দ্দী দূত পাঠিয়েছেন।

সর। এখনি তাকে পাঠিয়ে দাও—একা—সঙ্গে যেন কেউ না আসে। [বাখরের প্রস্থান।

(খাপি খাঁর প্রবেশ)

সর। আলিবর্দ্দী খাঁ তোমাকে পাঠিয়েছেন?

থাপি। আং—

সর। কিছু বলবার আছে ?

থাপি। আং আজ্ঞে না হুজুরালি!

সর। বুঝেছি, তোমার জিহ্বার জড়তা আছে। বেশ ইঙ্গিতে বল—পত্র এনেছ ? (থাপিখাঁর পত্র দান ও সরফরাজের পাঠ) তোমার প্রভু কবে পাটনা থেকে রওনা হয়েছেন, তার তারিখ দেন নি। তুমি জান ? (থাপিখাঁর কথা কহিবার চেষ্টা) বান্দা! যদি তোর সত্য বলতে সাহস থাকে, তাহলে সত্য বল্। খোদার কৃপায় এখনি তোর জিহ্বার জড়তা দূর হয়ে যাবে।

থাপি। সত্যই বলব হুজুরালি।

সর। তোমার মনিব ভোজপুরীদের দমন করতে সসৈন্যে পাটনা ত্যাগ করেছে, না আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ?

থাপি। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

সর। সঙ্গে কত সৈন্য ?

থাপি। ঠিক বলতে পারি না হুজুরালি—তবে আন্দাজ বিশ হাজার।

সর। কত দূর এসেছে ?

থাপি। আমি মুঙ্গের পার হতে দেখে এসেছি। এতদিন হয়ত তেলিয়াগড়ী।

সর। আর কাউকে চিঠি দিয়েছ ?

থাপি। তাঁর ভাই হাজী সাহেবকে।

সর। আর কাউকে দিয়েছ ? ভয় পেয়ো না—ঠিক বল। যে বাক্‌শক্তি একবার স্ফুরিত হয়েছে, ভয়ে সত্যের অপলাপে আর তাকে স্তম্ভিত ক'র না।

থাপি। আর দিয়েছি জগৎশেঠকে।

সর। বেশ! বাখর! এই দূতকে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার দানের ব্যবস্থা কর।

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। হুজুরালি! জগৎশেঠজী!

থাপি। হুজুরালি! হজরৎ! (নতজানু) অজ্ঞান ছিলুম, অন্ধ ছিলুম, কোন দূরদেশে পড়েছিলুম! এত করুণা ? কেন করুণা ? ভয় হচ্ছে!

সর। কিছু ভয় নেই ভাই! ঈশ্বর তোমাকে যে করুণা দিয়েছেন, সেই করুণা অন্তরে অন্তরে অনুভব কর। আজ থেকে সত্যাশ্রয়ী হও। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার প্রভুকে ক্ষমা করলুম। আমি নিজ হাতে তাকে পত্রের উত্তর দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাবে। পত্রে আমি তাকে মসনদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করেছি। (বাখর ও থাপিখাঁর প্রস্থান) এনে দাও করুণাময়! হজরৎ! যে যেখানে আমার পাওনাদার আছে, সব এনে দাও। আমি অঞ্জলিপুরে তাদের দেনা দিয়ে মুক্তি সাধন করি।

(ফতেচাঁদের প্রবেশ।)

ফতে। হুজুরালি! আদাব!

সর। পৌত্রের বিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হল জগৎশেঠজী ?

ফতে। হাঁ হুজুরালি! ঈশ্বরের কৃপায় নিরাপদে সম্পন্ন হয়েছে।

সর। শুনলুম, আপনার পৌত্রবধু নাকি অপূর্ব্ব সুন্দরী!

ফতে। হাঁ হুজুরালি সুন্দরী।

সর। মুরশিদাবাদে নাকি সেরূপ সুন্দরী নেই ?

ফতে। তা কেমন করে বলব হুজুরালি ?

সর। বেশ, আমাকে দেখান, আমি দেখলে বলতে পারব।

ফতে। তা কেমন করে হবে খোদাবন্দ ?

সর। কেন দোষ কি—শুনলুম ক্ষুদ্র দশ বৎসরের বালিকা। কন্যাকে দেখব, তাতে বাধা কি জগৎ শেঠজি ?

ফতে। বাধা আছে। জগৎশেঠের পর্দ্দানসীন মহিলা কখনও নবাব গৃহে প্রবেশ করেনি। দোহাই হুজুরালি, ও আদেশ করবেন না। প্রজার কুলমর্য্যাদায় হস্তক্ষেপ করবেন না।

সর। আপনি কি রাজার মর্য্যাদা রেখেছেন জগৎশেঠ ?

ফতে। রাজার মর্য্যাদা এ গোলাম নষ্ট করেছে ?

সর। করেন নি ? ভিখারিণীবেশে যে সময় নবাব-গৃহিণী আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে গিয়েছিল, আপনি তাকে আশ্রয় ভিক্ষা দিয়াছিলেন, না কাঙ্গালিনীর মতন দূর করে দিয়েছিলেন ?

ফতে। তিনি জগৎশেঠনীর তাঞ্জাম চেয়েছিলেন।

সর। দিলে কি আপনার বংশের গৌরব ডুবে যেত, না আরও বর্দ্ধিত হত। শুনেছি আপনাদের এক সাধু বিল্বমঙ্গল এক বণিকের গৃহে অতিথি হয়ে, তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব ভিক্ষা করেছিলেন। কই তাতে কি সতীর মর্য্যাদা নষ্ট হয়েছিল, না আরও বর্দ্ধিত হয়েছিল ? এরূপ ক্ষেত্রে জগৎশেঠ, ঈশ্বর নিজে এসে মর্য্যাদা রক্ষা করেন। রমণী ভুল করেছিল—সেই ভুল সংশোধনের জন্য যোগ্য আশ্রয়দাতা বুঝে আপনার ঘরে অতিথি হয়েছিল। হিন্দু ! ধর্ম্মের কোন শাসনে তাকে প্রত্যাখ্যান করলে ? আর এক আপনারাই মত মর্য্যাদাবান হিন্দু সেই বিপন্নাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁর মর্য্যাদা রাখতে মধুর ঘুমে মুরশিদাবাদকে ঢেকে দিয়েছিলেন। এক ঈশ্বর দ্রষ্টা—জগৎশেঠ। দুনিয়ার আর কোনও প্রাণী নবাব-গৃহিণীর গমনাগমন জানতে পারে নি।

ফতে। জাঁহাপনা ! অপরাধ করেছি।

সর। প্রায়শ্চিত্ত করুন। জগৎশেঠনীর তাঞ্জামে পৌত্রবধূকে নবাব গৃহে প্রেরণ করুন।

ফতে। হুজুরালি ! তার চেয়ে আমার শির গ্রহণ করুন।

সর। আপনাকে ভাবতে সময় দিচ্ছি।

ফতে। আমি ভেবেই বলছি—আমার জান নিন।

সর। পারবেন না ?

ফতে। প্রাণ থাকতে জগৎশেঠ কুল-বধূকে নবাব গৃহে প্রবেশ করাতে পারবে না।

সর। ভাল, তা না পারেন আর এক কাজ করুন। আপনার কাছে আমার মাতা-মহের গচ্ছিত সাত ক্রোর টাকা আছে। কেমন জগৎ শেঠ—কথা সত্য না মিথ্যা ?

ফতে। সত্য।

সর। সুদে আসলে এতদিনে তা চৌদ্দ ক্রোর হয়েছে, কেমন ?

ফতে। হয়েছে।

সর। একদিকে চৌদ্দ ক্রোর, অন্যদিকে আপনার পৌত্রবধূ। শুধু যাকে একবার দেখব। দেখতে পেলে চৌদ্দ ক্রোর রেহাই। দেখাতে যদি অভিরুচি না থাকে, আজই আমার প্রাপ্য অর্থ আমার কাছে প্রেরণ করুন। পার্শ্বের গৃহে আপনাকে বিবেচনার অবসর দিলুম। কর্ত্তব্য স্থির করে এখনি আমাকে উত্তর দিন। [সরফরাজের প্রস্থান।

ফতে। তাইত ! এযে দেখছি সমস্ত জানে ! কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সমস্ত জেনেও এতকাল এ ব্যক্তি কেমন করে এই অগাধ অর্থ সম্বন্ধে নীরব ছিল ? কি করব ? এমন সমস্যায় ত আমি জীবনে কখন পড়িনি ! আলিবর্দ্দীখাঁ তেলিয়াগড়ীতে এসে ছাউনী করেছেন। আর পাঁচদিনের মধ্যেই তিনি মুরশিদাবাদে এসে

পড়বেন! এই পাঁচটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে যে আমি নিশ্চিন্ত হই। পাঁচটা দিন—পাঁচটা দিন! তা হলে কমবখ্‌ত নবাব! তোমার জগৎশেঠের কুললক্ষ্মী দেখার সাধ জন্মের মতন আমি মিটিয়ে দেব। [প্রস্থান।

(মর্ত্তজা, মর্দ্দানআলি ও লুৎফুল্লার প্রবেশ)

মর্ত্তজা। যে রাজা নিজের রাজ্য হাতে করে অপরকে বিলিয়ে দেবে, আমি তার উজীরী করতে পারব না। ভাই সব! আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমি আজই উজীরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাব। পথের ভিখারী আবার পথে পথে বেড়াব।

মর্দ্দান। দোহাই উজীর সাহেব শান্ত হন

লুৎ। দোহাই ক্রোধ করবেন না। আপনি উজীরীতে ইস্তফা দিলে, আর একদিনের জন্যও মুরশিদাবাদ নবাবের হাতে থাকবে না। প্রতিহিংসা-পরবশ হাজী আহম্মদ একদিনেই এরাজ্য গ্রাস করে ফেলবে।

মর্ত্তজা। এক এক ক'রে রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ থেকে বিশ্বাসঘাতক আহম্মদের লোকদের সরিয়ে দিলুম, বিশ্বাসী লোকদের দান করলুম, নবাব সেই সকল পদ আবার তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। কোন ফল ত হলই না লাভের মধ্যে আমার উপরে তাদের ক্রোধ মর্ম্মান্তিক হল।

মর্দ্দান। আপনি বীরশ্রেষ্ঠ গাউস খাঁর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। দোহাই উজীর সাহেব! সহসা উজীরীতে ইস্তফা দেবেন না।

লুৎ। উজীর সাহেব! কসুর মাফ করেন ত একটা কথা বলি।

মর্ত্তজা। বলুন।

লুৎ। (চারিদিক চাহিয়া) গোপনে—এখানে বলতে সাহস করছি না!

মর্ত্তজা। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ভাই! সে আমা হতে হবে না।

মর্দ্দান। আমিও বুঝেছি—হতেই হবে উজীর সাহেব। আমরা জীবন দিয়ে আপনার সাহায্য করবো।

মর্ত্তজা। বলেন কি? বিশ্বাসঘাতকতা—আমা হতে? আমি বোখারার সুলতানীর লোভ ত্যাগ করে চলে এসেছি।

লুৎ। এ লোভ নয়—রক্ষা—ধর্ম্ম রক্ষা।

মর্দ্দান। শুধু ধর্ম্ম নয়, নবাবকে রক্ষা।

লুৎ। ইচ্ছা করেন, নবাবের অধিকার আবার তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

মর্ত্তজা। এ চিন্তাত স্বপ্নেও আমার মনে উদয় হয় নি। আমাকে ভাবতে অবসর দিন।

লুৎ। অবসরের সময় নেই—এখনি—উজীর সাহেব, এই মুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্য স্থির করুন।

মর্দ্দান। বলুন আপনি প্রস্তুত। পাপিষ্ঠ আলিবর্দ্দী এ বাংলার কে?

মর্ত্তজা। তাইত মাথা যে গুলিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গভূমি! তোমার আধিপত্যের একি মাদকতা?

লুৎ। তা হলে নবাবের সঙ্গে এখন দেখা করবার কোনও প্রয়োজন নেই, চলে আসুন।

মর্দ্দান। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমরা আপনার সহায়।

মর্ত্তজা। গাউস খাঁ না ফিরলে, আমি কেমন করে এ কার্য্যে সাহস করি?

লুৎ। আমরা কাজ হাঁসিল করতে না করতে তিনি ফিরে আসবেন। চলে আসুন, আর এখানে দাঁড়াবেন না।

(সরফরাজ, বাখর ও আহম্মদের প্রবেশ)

সর। ভাই সব! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও! আলিবর্দ্দী বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুরশিদাবাদ দখল করতে আসছে।

আহ। দোহাই হুজুরালি বিশ্বাস করবেন না। আলিবর্দ্দী আপনার গোলাম। সে কখন আপনার সঙ্গে বেইমানি করবে না।

বাখর। তবে কি বিশ হাজার ফৌজ নিয়ে আপনার ভাই মুরশিদাবাদের হাওয়া খেতে আসছে?

সর। আহম্মদ! পবিত্র মক্কা তীর্থে গিয়েছিলেন—সেখানে সমস্ত বিষয়াসক্তিকে কবর দিয়ে এসেছেন জেনে আমার পিতা ও আমি আপনাকে অবিশ্বাস করতে সাহস করিনি। কিন্তু পদে পদে আপনি সেই বিশ্বাসে আঘাত করেছেন!

আহ। না হুজুরালি, কখন করি নি, করব না। দুসমনের কথা শুনবেন না। আমরা আপনার বংশের কাছে চির ঋণী।

বাখর। তাই বুঝি বিশ হাজার সঙ্গী নিয়ে আপনার ভাই হুজুরালির বুকে বিশ হাজার শস্ত্রের উপঢৌকন দিতে আসছে?

আহ। মিথ্যা কথা—দোহাই হুজুরালি, মিথ্যা কথা। আলিবর্দ্দীর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। সে চিরকালই নবাবের আজ্ঞাকারী ভৃত্য।

বাখর। হাজি আহম্মদ! আর তোমার মর্য্যাদা রাখতে পারলুম না। আমি, তোমার বেইমানির সাক্ষী সম্মুখে—করুণাময় মনিব তোমার সমস্ত অপরাধ জেনেও তোমাকে ক্ষমা করেছেন। ঈশ্বরের দোহাই, আর প্রভুকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত কর না।

সর। আহম্মদ! কাল আমি আমার এই হিতৈষী উজীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আপনার লোকের উপর আমার জীবন রক্ষার ভার দিয়েছি। এই ব্যক্তি অপমানে মর্ম্মাহত হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সকল আমার চির হিতৈষী বন্ধুও চলে যায়। বাকী রইল স্বজনগণের উপর ন্যস্ত আমার রাজ্য—সেই রাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে আপনার ভাই ছুটে আসছে। এখন আমার কর্ত্তব্য কি আপনি অনুগ্রহ করে বলে দিন।

আহ। দোহাই—দোহাই—পশ্চিমে চেয়ে বলছি—হুজুরালি, আপনার কোনও অনিষ্ট হবে না। আমাকে ছেড়ে দিন—যদিও সে সৈন্য নিয়ে আসে, আমি যাওয়া মাত্র তাকে পাটনা মুখে ফিরিয়ে দেব।

সর। বেশ, আপনাকে যেতে অনুমতি দিলুম।

লুৎ। একি আদেশ করছেন হুজুরালি?

মর্দ্দান। দোহাই হুজুরালি এমন কাজ করবেন না—বৃদ্ধকে কিছুতেই ছাড়বেন না।

লুৎ। ওর কথা বরফের উপর লেখা, দেখতে দেখতে গলে যাবে। বৃদ্ধের মাথা জামিন রাখুন।

বাখর। কোন প্রয়োজন নেই! ওঁর মাথা নিয়ে হুজুরালির কি লাভ? হুজুরালি বৃদ্ধের উপর শেষ বিশ্বাস স্থাপন করুন।

সর। যাও বৃদ্ধ! তোমার ভাইকে বেই-মানী কাজ হতে প্রতিনিবৃত্ত কর।

আহ। ঠিক করবো হুজুরালি! আপনি নিশ্চিন্ত হন, যুদ্ধ যাত্রা করবেন না! যদি আলি-বর্দ্দী আসে, বিশ হাজার তরোয়ার হুজুরালির পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হবে। [আহম্মদের প্রস্থান।

সর। ভাই সব! কর্ত্তব্য কি?

মর্দ্দান। ও বেইমানকে কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

সর। বেশ, তোমরা প্রস্তুত হও।

[মর্দ্দান, লুৎফুল্লা ও বাখরের প্রস্থান।

সর। কই উজীর! সকলেই মতামত প্রকাশ করলে, আর তুমি যে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে?

মর্ত্তজা। আমার ত মতামত প্রকাশের উপায় রাখেন নি। ওই বেইমানের লোক সব দূর করে দিয়ে আমি বিশ্বাসী বীরের ওপর মুরশিদাবাদ রক্ষার ভার দিয়েছিলুম। তারা থাকলে, লক্ষ সৈন্য নিয়ে এলেও আলিবর্দ্দি সহজে সহর দখল করতে পারত না। আপনি তাদের বরখাস্ত করেছেন।

সর। বিশ্বাসী? কোথায় বিশ্বাসী মর্ত্তজা? মুরশিদাবাদের জলবায়ু বিশ্বাসের অনুকূল নয়। এখানে দুদিন বাস করলে দেহ-হৃদয় কলুষিত হয়। তাইত উজীর! তোমারও মুখে আজ আমি সে নির্ম্মল সৌন্দর্য্য দেখতে পাচ্ছি না কেন?

মর্ত্তজা। (পদতলে পড়িয়া) হজরত!

সর। কি করেছ উজীর?

মর্ত্তজা। হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করেছি।

সর। তুলে ফেল, আলিবর্দ্দীর বিশ্বাসঘাতকতার বিষমাখা তীর ফলক দিয়ে তাকে এখনি হৃদয় থেকে তুলে ফেল। মুখের সৌন্দর্য্যে শয়তানি কালিমা মাখিয়ো না। সুলতান-পুত্র সংসার ত্যাগ করে ভিখারীর বেশে বাংলায় এসেছিলে। বাংলার বাতাস আগমনমাত্রেই তোমার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে দিয়েছে। বুঝতে পারছি, তোমার মনে মসনদ নেবার অভিলাষ জেগেছে। আর নয়, ওঠ মর্ত্তজা! মৃত্যু, সুখের সমর-মৃত্যু আমাদের দূর থেকে দুন্দুভি ধ্বনিতে নিমন্ত্রণ করছে। মৃত্যু বন্ধু, তাকে আলিঙ্গন করবে চল।

মর্ত্তজা। প্রাণে অনুতাপের জ্বালা! একবার প্রভু-রক্ষার চেষ্টায় প্রায়শ্চিত্ত করতে দেবে না?

সর। বেশ, ক্ষণেক পার্শ্বের গৃহে অপেক্ষা কর, উত্তর দিচ্ছি। ঘরে জগৎশেঠ বিশ্রাম করছে, তাকে পাঠিয়ে দাও। (মর্ত্তজার প্রস্থান) মুসলমান তার পবিত্র সম্পত্তি চির জ্বলন্ত বিশ্বাস হারিয়েছে। হিন্দু! এইবারে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। যদি তোমাতে এখন ধর্ম্ম দেখি, তা হলে এখনও একবার রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করবো, যদি না দেখি, আমার সাধের জন্মস্থান চির মধুর মুরশিদাবাদ! তোমাকে বিশ্বাসঘাতকের রঙ্গালয় করতে চির নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করব।

(ফতেচাঁদের প্রবেশ)

কি জগৎশেঠজী! কি কর্ত্তব্য স্থির করলেন?

ফতে। হুজুরালি! গোলামকে ভাববার জন্য সপ্তাহ সময় দিন।

সর। ততদিন বিলম্ব সইবে না। আলিবর্দ্দী সসৈন্যে বাংলা জয় করতে আসছে, আপনি জানেন। সময় নিয়ে আমাকে প্রতারিত করবেন না। শুধু তাই নয়, আলিবর্দ্দী কোথায় এসে ছাউনি করেছে, তাও আপনার জানা আছে। ভীত হবেন না, আমি ও প্রশ্ন আর করব না। এখন যা জানতে চেয়েছিলুম, আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিন।

ফতে। তা—তা—একান্তই যদি হুজুরালি জেদ না ছাড়েন, তা হলে রাত্রে—

সর। পৌত্রবধুকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন!

ফতে। কাজেই—গোলামের আর উপায় নেই।

সর। এই না ফতে চাঁদ, একটু আগে বংশ-মর্য্যাদা রাখতে তুমি জান দিতে চেয়েছিলে! সেই মর্য্যাদা তুচ্ছ অর্থের কাছে লঘু হয়ে গেল? অর্থলোলুপ বেনিয়া! যাও, তোমার পৌত্রবধুকেও দেখতে চাই না, তোমার কাছে

যে প্রাপ্য অর্থ, তাও চাই না। সে অর্থ তোমার পাপ হস্তে পড়ে কলুষিত হয়েছে। যাও, মুরশিদকুলি খাঁর সঞ্চিত অর্থ তার বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের প্রয়োজনে নিযুক্ত করে বংশমর্য্যাদার পোষণ কর। উজীর! (মর্ত্তজার প্রবেশ) আবর্জ্জনাপূর্ণ গৃহ রক্ষার আর প্রয়োজন নেই। এখনি যুদ্ধের আয়োজন কর। হিন্দুর কৃতজ্ঞতা দেখবার মোহে দাঁড়িয়েছিলুম। মোহ টুটেছে, বাধন ছিঁড়েছে। যুদ্ধের আয়োজন কর, মুক্তির আয়োজন কর। উজীর! জীবনের পরপারে ওই দেবদুন্দুভি বেজে উঠেছে, আর বিলম্ব কর না, সঙ্গে চল, সঙ্গে চল।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

মর্ত্তজা।

মর্ত্তজা। যাক, দুরাত্মা আমাদের সমরের আয়োজন দেখে, ভয়ে সন্ধি করতে এসেছে। লাল রুমালে কোরাণমুড়ে নবাবের কাছে পাঠিয়েছে। সেই কোরাণ ছুঁয়ে যুদ্ধ করব না প্রতিজ্ঞা করেছে—ক্ষমা চেয়েছে। করুণাময় নবাব কোরাণ দেখেই তাকে ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এ যাত্রা আর আলিবর্দ্দীর সঙ্গে যুদ্ধ হল না। এখন রাত্রিটে রণক্ষেত্রে কোনও রকমে কাটিয়ে প্রাতঃকালে নবাবকে নিয়ে মুরশিদাবাদে ফিরে যাই। গাউস খাঁ তার পল্টন নিয়ে আজও পৌছিতে পারলে না। মুরশিদাবাদী সৈন্য অশিক্ষিত। শুধু অশিক্ষিত নয়, তার অধিকাংশ আবার বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং যুদ্ধ না হওয়া এক রকম ভালই হয়েছে। (নেপথ্যে রণকোলাহল) একি? সহসা পূর্ব্ব ফটকে লড়াইয়ের গোলমাল উঠল কেন, (মর্দ্দানালির প্রবেশ) কেও—কেও?

মর্দ্দান। এইযে উজীর সাহেব! এই নিন্ আপনার বুদ্ধির পুরস্কার। (লাল রুমালে বদ্ধ ইষ্টক দান)

মুর্ত্তজা। কি এ? একি? এ যে ইট!

মর্দ্দান। খুলে দেখলেন না এতে কি আছে? কোরাণ বলে হাতে দিতেই আপনারা কোরাণ বলে বিশ্বাস করলেন।

মর্ত্তজা। তাইত, একি প্রতারণা!

মর্দ্দান। আর কেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন। আমাদের ঘুম পাড়িয়ে আলিবর্দ্দী অন্ধকারে নদী পার হয়েছে।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

মর্ত্তজা। ভাই সব, প্রতারিত হয়েছি। বিশ্বাসঘাতক লাল রুমালে ইট মুড়ে কোরাণ বলে পাঠিয়েছে। আমাদিগ'কে নিশ্চিন্ত করে অন্ধকারে নদীপার হয়েছে। এখন চারি দিকে আক্রমণ! রক্ষা করুন, এক এক জন বীর এক এক দিক রক্ষা করুন।

মর্দ্দন। আর রক্ষা করবার রাখলেন কি উজীর?

মর্ত্তজা। বেঁচে থাকি, কিংবা বেঁচে থাক সরদার, কাল তিরস্কার ক'র।

(লুৎফুল্লা'র প্রবেশ)

লুৎ। পাঠান সরদার মুস্তাফা প্রবল বেগে নবাব শিবির আক্রমণ করেছে। আলিবর্দ্দী সহরের পথ আক্রমণ করেছে। কে কোথায় আছ এস—বাধা না দিলে দাঁড়িয়ে মৃত্যু।

মর্দ্দান। তবে আর কথার প্রয়োজন কি? বাঁচি, বাঁচেন, নবাবকে রক্ষা করতে পারি, পারেন, কাল প্রাতঃকালে যে যাকে সেলাম দেওয়া যাবে।

লুৎ। খোদা! বেইমানের হাত থেকে নবাবকে রক্ষা করবার বল দাও।

মর্ত্তজা। চল, ভাই সব চল—নবাবকে রক্ষা কর—বাংলার মসনদ রক্ষা কর।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল)

সরফরাজ ও বিজয় সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। দোহাই জাঁহাপনা! অন্ধকার—পথ চিনতে পারবেন না! শত্রুর গুলি চারি দিকে ছুটচে! দোহাই জাঁহাপনা—আর অগ্রসর হবেন না।

সর। বিজয় সিং কি বুঝছ? ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ। হিন্দু! কোন্ সাহসে তুমি আমাকে অগ্রসর হ'তে নিষেধ করছ? পবিত্র কোরাণ আবৃত ছিল, দেশের দুর্ভাগ্যে আবরণ উন্মোচনে সে ইষ্টকে পরিণত হয়েছে! প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও, সত্যের অন্তর্দ্ধানে মরতে দাও। মৃত্যু সত্য, মৃত্যু প্রাণ! বিজয়! তাকে আলিঙ্গন দিয়ে সত্যের পথ উন্মুক্ত করে না দিলে, বাংলার গৃহে আর সত্য প্রবেশ করতে পারবে না। সত্যের পথ উন্মুক্ত কর। হিন্দু! সত্যের আগমনের জন্য অন্ততঃ একটী পথ-রেখা কণ্টকের আক্রমণ থেকে রক্ষা কর।

বিজয়। কি ক'রে রক্ষা হবে জনাবালি?

সর। কি করে হবে? কে যেন আমাকে বলচে শিবির পরিত্যাগ কর! বেইমানের ছুরীতে মর না! যদি মরণই তোমার ধ্রুব, তা হ'লে অগ্রসর হও, হৃদয় শোণিতে সত্যাশ্রয়ীর ছুরিকার তৃষ্ণা নিবারণ কর।

[প্রস্থান।

বিজয়। তবে নবাব! আপনারই সম্মুখে, আপনারই জীবনরক্ষায় আমার মৃত্যু হোক।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। বাবা যে আমাকে ফেলে চললো! কে আমাকে নিয়ে যাবে! ওগো কে আমাকে পিতার কাছে নিয়ে যাবে—নবাবের কাছে নিয়ে যাবে?

(রমার প্রবেশ)

রমা। কেউ নেই ক্ষুদ্র সরদার?

জালিম। ওমা সব চলে গেল—লড়াই বাধল—অন্ধকারে আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে সেখানে কে নিয়ে যাবে?

রমা। এই যে আমি আছি সরদার—কোলে ওঠ—রাজার রক্ষী হ'তে চাও ত আর এক লহমাও দেরি কর না।

(জালিমকে লইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল (অপরাংশ।)

(নেপথ্যে রণকোলাহল, আলিবর্দ্দী ও চিন্তামণির প্রবেশ)

আলি। কই ভাই, কার্য্যত সম্পন্ন হ'ল না?

(আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। ঠিক হবে—ঠিক হবে। কামানে বালি ভরেছি। বারুদে জল দিয়েছি। ভয় নেই আলিবর্দ্দী! ও মুহূর্ত্তের যুদ্ধ চেষ্টা—এখনি বন্ধ হবে। এগিয়ে যাও—এগিয়ে যাও।

আলি। এস চিন্তামণি, এস—অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি—আর পিছু হটতে পারব না, এস।

(নোয়াজেসের প্রবেশ)

নোয়া। হুঁসিয়ার! ফিরে যাও পিতা—ফিরে যান পিতৃব্য—আপনাদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ

হল না। স্বর্গ থেকে দূত নবাবকে রক্ষা করতে এসেছে। কি তীব্রগতি! বাধা দিতে নন্দলাল মরেছে, মুস্তাফা মরেছে—

আহ। সে কিরে? ও আল্লা! একি হ'ল?

নোয়া। ওই আসছে—পালাও—পালাও।

(প্রস্থান)

আহ। পালিয়ে এস—পালিয়ে এস—

(পলায়ন)

(গাউসের প্রবেশ)

গাউস। কই আলিবর্দ্দী—কই বিশ্বাস-ঘাতক আলিবর্দ্দী?

আলি। ভয় কি ভাই—মসনদ গ্রহণ করতে এসে মৃত্যুভয়ে পালাব কেন?

গাউস। তুই—বেইমান?—তুই?

(আলিবর্দ্দীকে আক্রমণ, পশ্চাৎ হইতে ছেদন কর্ত্তৃক গাউসখাঁকে গুলি করণ। গাউসখাঁ ও আলিবর্দ্দীর ভূপতন।)

ছেদন। বস্—সব শেষ—আলিবর্দ্দী! তোমার রাজ্য-প্রাপ্তির দুর্ভেদ্য বাধা মৃত্তিকাসাৎ করেছি, প্রভু সরফরাজের বিশাল বক্ষ আমার হস্তনিক্ষিপ্ত অস্ত্র আলিঙ্গনের আকাঙ্খায় যেন অপেক্ষায় মুক্ত ছিল। বস্—সব শেষ! না না এখনও বাকী আছে। প্রতারিত মুসলমান! এবারে কার প্রাণ?

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। এবার তোমার।

(ছেদনের বক্ষে ছুরিকাঘাত)

ছেদন। আঃ! কোথা থেকে এলি? বালক বীর! আমার অমানুষিক বীরত্বের অপূর্ব্ব পুরস্কার দিতে কোন্ দেবরাজ্য থেকে ছুটে এলি?

জালিম। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করেছ, প্রভুকে হত্যা করেছ—তাই আমি তার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুম।

ছেদন। সুন্দর প্রতিশোধ—পিছন থেকে অস্ত্রাঘাত করবার সমস্ত সুযোগ থাকতে তুই সুমুখে এসে ছোরা মেরেছিস্। ছোরা আমূল বুকে বিঁধে গেছে। রণক্ষেত্রে অস্ত্রশূন্য হয়েছিস, নে ভাই, মেহেরবানি ক'রে আমার অস্ত্র উপহার নে!

জালিম। নেব?

ছেদন। যদি না নিস্, আমার মর্ম্মবেদনা তোর সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

জালিম। তবে দাও—

[অভিবাদন ও প্রস্থান।

(আলিবর্দ্দী উঠিয়া)

আলি। কে তুমি অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধু, সকলের অলক্ষ্যে আমাকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করলে? উদ্ধার ক'রে সঙ্গোপনে বাংলার মসনদ আমার হাতে তুলে দিলে? কে তুমি? আমার প্রাণদাতা, জয়দাতা, রাজ্যদাতা কে তুমি? সমস্ত দেহে রক্ত ধারায় প্রকৃত বীরত্বের গৌরব বহন ক'রে টলতে টলতে আসছ—কে তুমি?

ছেদন। চিনতে পারছেন না নবাব?

আলি। কেও, হাজারি মনসবদার—তুমি? তুমি এসেছ? তুমি আমায় বাঁচিয়েছ?

ছেদন। পবিত্র কোরাণ—হজরতের দান—অমান্য করতে পারিনি।

আলি। তুমি গাউস খাঁকে মেরে আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করলে? নবাবকেও তুমি কি বিনাশ করেছ সরদার?

ছেদন। করেছি। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আমি সেই মহাবীরকে ধরণীর কোলে স্থান দিয়েছি।

আলি। এস মনসবদার তোমার বীর বক্ষ একবার বক্ষে ধারণ করি।

ছেদন। (হাস্য) তার উপায় নেই। এই মাত্র এক বালক দেবদূত বেইমানের বুকের স্পর্শ থেকে, এই প্রতারিত মুসলমানের বক্ষের ব্যবধান দিয়েছে। (বক্ষে সংলগ্ন ভোজালি প্রদর্শন)

আলি। ভাইত একি? এ যে ভোজালী!

ছেদন। এখনও কি এ বুকে বুক ঠেকাতে সাহস কর আলিবর্দ্দী খাঁ? যাও, বাঙ্গলার মসনদ গ্রহণের বাসনায় বেইমানির উপর বেইমানি করেছ! সরে যাও, আমি মরিয়া—কাছে এলে তোমাকেও হত্যা করবো। নবাব, নবাব! ক্ষমা চাই না। চোরের মতন হত্যা করেছি। করুণা ক'রে তোমার চরণের কাছে, আমাকে মাথা রাখতে দাও। (প্রস্থান।

আলি। আর কেন, এস চিন্তামণি! মসনদের পথ নিষ্কণ্টক হ'ল।

চিন্তা। দাঁড়িয়ে আর কি দেখছেন নবাব? কাঁটায় কাঁটা বিঁধে আপনার সিংহাসনের পথ কুসুমকোমল করে দিলে।

আলি। প্রহারের বেগ সামলাতে আমি পড়ে গেছি। চিন্তামণি! আমার হাত ধ'রে নিয়ে চল।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল (অপরাংশ)।

(সর্‌ফরাজ)

সর্। কাল সংহারমূর্ত্তি নিয়ে খেলা ক'রছে। ক্ষুদ্র আমি, তার খেলায় বাধা দিতে হাত বাড়িয়েছিলুম! অভিমান চূর্ণ হয়েছে—বিদ্ধ হৃদয়ে সঙ্গীহীন অবস্থায় কালাহত নরদেহ-প্লাবিত প্রান্তরে আমি কালের খেলনা হ'য়ে বসে আছি। আলিবর্দ্দী ভাইকে মসনদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করলুম—মুরশিদাবাদের সৌন্দর্য্য অটুট রাখতে বিশ্বাসের পুষ্পপাত্রে সৌহার্দ্দের কুসুম উপহার নিয়ে আলিবর্দ্দীর সম্মুখে ধ'র্‌তে এলুম, ভাইজান ছুরী হাতে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'র্‌তে এলো—আত্মীয় স্বজনের বুকের রক্তে পুষ্পপাত্র কলুষিত ক'রে দিলে! আর কেন নয়ন! নিমীলিত হও—শোণিত-শীকর-সিক্ত বঙ্গ-প্রকৃতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মলিন হ'য়ে এলো—বিশ্বাসঘাতকতা মসনদ গৃহের দ্বার অধিকার ক'র্‌লে—মুরশিদাবাদ ওই বিপুল অন্ধকারে ঢেকে গেল!

(ছেদনকে লইয়া জালিমের প্রবেশ)

জালিম। হুজুরালি!

সর্। কেও ভাই, জালিম এলি?

জালিম। আসতুম না। তোমার মরণ দেখতে আসতুম না। অন্ধকারে পথ চিনতে পারিনি বলে, মা আমাকে কোলে ক'রে এনেছিল, সেই মা পথে মরে গেছে—বাবা মরে গেছে। তুমি ছিলে, তুমিও চললে। কি সুখে তোমার কাছে আসব নবাব? তবু এসেছি, তোমাকে যে মেরেছে, বাবাকে যে মেরেছে, মালেকা বিবির স্বামীকে যে মেরেছে, আমি তাকে মেরেছি।

সর্। সে ব্যক্তি কে জালিম?

ছেদন। করুণাময় প্রভু সর্‌ফরাজ—এই শয়তান।

সর্। কেও, ছেদন! তুমি?

ছেদন। নবাব—বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দী প্রতারণা—কোরাণ—ছুঁয়েছি—মেরেছি।

সর্। বুঝেছি—আর আমার কোন দুঃখ নেই। আমি অধার্ম্মিকের হাতে মরিনি। যাও ভাই—শান্তিময়ের রাজ্যে গিয়ে বিশ্রাম নাও।

(আলিবর্দ্দী ও নোয়াজেসের প্রবেশ)

নোয়া। ঠিক এইখানে তাকে হত হ'তে দেখেছি পিতৃব্য।

আলি। থাক, আজ অন্ধকারে আর খোঁজা চলে না। রাত্রি প্রভাতে তার দেহের খোঁজ করব।

সর্। (বক্ষে এক হস্ত দিয়া) খোঁজ করে কি করবে আলিবর্দ্দী? দেহটাকেও কি নিশ্চিন্ত হয়ে মাটীতে মিশতে দেবে না?

আলি। যাঁা—যাঁা!

সর। খাড়া রও—কাঁপছ কেন—কথার ঝঙ্কার সহ্য করবার শক্তি নেই, তুমি না যুদ্ধ করতে এসেছ? দাঁড়াও—শেষ আদেশ—শোন—শোন—আলিবর্দ্দী! তোমার বিশ্বাস-ঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ—বাংলার মসনদ তোমাকে দান করলুম। (পতন)

আলি। তাইত একি শক্তি!—একি শক্তি! সর্ব্ব শরীর কেঁপে গেল! (প্রস্থান)

নোয়া। দাঁড়াও পিতৃব্য, দাঁড়াও—নোয়াজেসের কথায় বিশ্বাস করলি—দাঁড়াও।

(সরফরাজকে সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান)

মালেকা। নবাব! নবাব! নবাব!

সর। ভাই বল—নবাব মরে গেছে—তোমাদের করুণাদত্ত অনন্ত সম্বন্ধ বহন করে নিয়ে যাবার জন্য একটি ব্যাকুল ভিখারী পথপার্শ্বে পড়ে আছে। কিন্তু কই মালেকা! আমার কবরের উপরে গান গাইবে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, যে মধুর মরণাচ্ছাদনে সারা জীবনটা আমি স্বপ্নে কাটিয়েছি—আমার সে সমাধির আবরণ রাখিয়া কই?

(হায়দারির প্রবেশ)

হায়। এইযে এনেছি সখা! তোমার গন্তব্যপথ কুসুমাকীর্ণ করবার জন্য, করুণাময় তাকে আগে থাকতেই সেই মহাপথের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। অন্ধকারে গুলি এসে তোমার আগে তার বক্ষ বিদ্ধ ক'রেছে!

সর্। এস হজরত, মৃত্যু-পথে হাত ধর।

হায়। তোমার সখা।—তোমারই সঙ্গলোভে আমি ব্যাকুল হ'য়ে মুরশিদাবাদে ছুটে এসেছিলুম। চির মুক্ত পথ, চলে যাও।

সর্। মালেকা—মালেকা—আনন্দময়ী মালেকা! বিলম্ব কেন, করুণাময়ের আবাহন কর। এস হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরী! (মৃত্যু)

হায়। মালেকা! চক্ষু জল ফেল না। আমার হৃদয়ের গোপন কথা শ্রবণ কর। ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটি ব্রাহ্মণ-সন্তানকে কিনে এনে তাকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলুম—সেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার দৌহিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মসনদের উচ্ছেদ হল।

যবনিকা পতন।

সাবিত্রী।

(পৌরাণিক নাটক।)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

যম	
নারদ	
মাণ্ডব্য	
সত্যবান	
দ্যুমৎসেন	সত্যবানের পিতা।
অশ্বপতি	সাবিত্রীর পিতা।
সনাতন	অলিক্ষার স্বামী।
তুম্বুরু	মালাকার।

কঞ্চুকী, ঋষিকুমারগণ, কাঠুরিয়াগণ, দূত ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সাবিত্রী	
অলিক্ষা	মাণ্ডব্যের পালিতা কন্যা।
মালবী	সাবিত্রীর মাতা।
শৈব্যা	সত্যবানের মাতা।
মালিনী	তুম্বুরুর স্ত্রী।

সপ্ত সতী, কাঠুরিয়া-স্ত্রী ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

পরমা প্রকৃতি তুমি, সতী তুমি, গতি তুমি সার।
(তুমি) চির মধুময় সোণার স্বপন, সুধা চির পিপাসার॥
তুমি সংসার, তুমি প্রাণ,
অনাদি জীবনে আপন গান,
তুমি স্নেহ মায়া, পতি সুত জায়া, তুমিই জননী তার।
(তুমি) আপন অঙ্গে জড়িত রঙ্গে জলদে বিজলী হার।

সাবিত্রী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নগরপ্রান্ত।

কঞ্চুকী।

কঞ্চুকী। এক এক ক'রে সমস্ত ভাট দেশে ফিরে এলো। কেউ রাজকুমারীর পাত্র আন্‌তে পার্‌লে না। এত বয়স হ'ল, এমন অদ্ভুত ব্যাপার ত কখন দেখিনি। রাজার মেয়ে,—তায় রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার পাত্র মিল্‌লো না? কেন? কি দৈব বিড়ম্বনায়? কোন বিধাতার কি প্রহেলিকাময়ী ইচ্ছায়? কন্যার ষোল বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয় হয় হয়েছে। কন্যার চিন্তায় রাজা ও রাণী একরূপ উন্মাদ ব'ল্লেই হয়। এরূপ অবস্থায় ভাটেরা অমনি অমনি ফিরে এসেছে শুন্‌লে, তাঁরা হতাশায় জ্ঞানশূন্য হবেন। কি বলি? কেমন ক'রে বলি? প্রতিদিন রাজা আমাকে ভাটেদের প্রত্যাগমনের কথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন, কিন্তু কোন্ মুখে বল্‌বো—'মহারাজ, এ পৃথিবীতে আপনার কন্যার পাত্র নেই। যদি কোন দেবতা মানুষের মূর্ত্তি ধ'রে বিবাহ ক'র্‌তে আসেন, তবেই এ মেয়ের বিবাহ হবে, নতুবা উপায় নাই।'

(তুম্বুরুর প্রবেশ।)

তুম্বুরু। যা বলেছো ঠাকুর!—আপনা আপনি মনের দুঃখে যা প্রকাশ ক'রে বল্‌ছো, সব ঠিক।

কঞ্চুকী। কে ও তুম্বুরু?

তুম্বুরু। আর তুম্বুরু। বাপের বড় পুণ্যি ছিল, তাই মানে মানে যে তুম্বুরু সেই তুম্বুরু ফিরে এসেছি, নইলে জগঝম্পো হয়ে গিয়েছিলুম আর কি!

কঞ্চুকী। জগঝম্পো কিরে?

তুম্বুরু। আর কিরে! পিঠে অনবরত বাড়ি পড়্‌লে জগঝম্পোই বা কেন—ঢাক হ'য়ে যেতুম। কেবল "যঃ পলায়তি স জীবতি" ক'রে, পালিয়ে এসে বেঁচেছি। শুন্‌লুম—

দিদিরাণীর যে পাত্র সন্ধান ক'রে এনে দিতে পারবে, সে অর্দ্ধেক রাজ্য পুরস্কার পাবে। ভাবলুম—অল্প মেহন্নতে যদি বড় মানুষ হয়ে যাই, তা হ'লে বাজে খেটে মরি কেন? এই না ভেবে কঞ্চুকী মশায়, পাত্রের সন্ধানে ত বেরুলেম।

কঞ্চুকী। তার পর?

তুম্বুরু। তার পরে গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ,—সাত সমুদ্র তের নদী—কোন জায়গা খুঁজতে বাকি রাখ্‌লুম না। কোথাও পাত্র মিল্‌ল না। নানা কারণে প্রাণটা বড়ই চ'টে গেল। শেষে মনে ক'র্‌লুম—বয়স্থ পাত্র ত পাওয়া যাবেই না, অথচ পাত্র না পেলে আমার রাজ্যলাভও হচ্ছে না, এই না ভেবে কঞ্চুকী মশায়, এক বুদ্ধি ক'রে ফেল্‌লুম। আচ্ছা ঠাকুর, আমার কথার জবাব দাও দেখি। বল দেখি, পাত্রের বয়স কত হ'লে ভাল হয়?

কঞ্চুকী। এই চব্বিশ পঁচিশ।

তুম্বুরু। উঃ! তা হ'লে ভারি লোকসান ক'রে এসেছি কঞ্চুকী মশায়, ভারি লোকসান করে এসেছি। হাতে পেয়ে পাত্র ফেলে দিয়েছি।

কঞ্চুকী। সে কি রকম?

তুম্বুরু। চমৎকার—চমৎকার।

কঞ্চুকী। বলিস কিরে?

তুম্বুরু। খাঁটি চব্বিশ বছর।

কঞ্চুকী। আস্‌তে চায়?

তুম্বুরু। তার আর আসাআসি কি, আনলেই হ'লো।

কঞ্চুকী। দেখতে কেমন?

তুম্বুরু। পাঁচ মিশিলি—খানিকটে ফরসা খানিকটে কাল, খানিকটে বা মেটে মেটে, খানিকটে বা চাঁপাফুলের মতন। কথা কয়—খানিকটে আধ আধ, খানিকটে ন্যাকা ন্যাকা খানিকটে খোনা খোনা, খানিকটে না কলকণ্ঠ। বুদ্ধি—খানিকটে নেই ব'ল্লেই হয়, খানিকটে টনটনে। খানিকটে বেস্পতি, খানিকটে আমি,—এই রকম।

কঞ্চুকী। এ সব কি ব'ল্‌ছিস্?

তুম্বুরু। বুঝতে পার্‌ছ না, তবে বলি শোন। পৃথিবী ঘুরে ঘুরে যখন দেখ্‌লুম, একটাও পাত্র মিল্‌লো না, তখন গোটা চেরেক ছ' বছরের ছেলে জোগাড় ক'র্‌লুম। ব'ল্‌ব কি কঞ্চুকী মশায়, যে ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করি 'বে করবি?' সেইটেই বলে 'কর্‌ব্বো।' আমি মনে ক'র্‌লুম—এই বারে ঠিক হয়েছে। একেনে চব্বিশ বছর যখন পাওয়া গেল না, তখন চারটেতে চব্বিশ ক'রে নিয়ে যাই। এই না ভেবে চারটে ছেলেকে—একটাকে মাথায়, দুটাকে দু বগলে, আর একটাকে শিকে ক'রে গলায় ঝুলিয়ে আনতে লাগলুম। বেশ আসছিলুম, চারটে ছেলেকে চুরি ক'রে বেশ গোছ-গাছ ক'রে আনছিলুম। পথে আস্‌তে আস্‌তে শিকে ছিঁড়ে গলার ছেলেটা টিপ ক'রে প'ড়ে গেল,—সামলাতে গিয়ে মাথার ছেলেটা ডাউরি খেয়ে গড়াতে সুরু ক'র্‌লে। দেখ্‌তে দেখতে বগলও ফসকে গেল। তখন এটা সামলাতে ওটা যায়, ওটা সামলাতে সেটা যায়। চ্যা ভ্যা লেগে গেল—দেখ্‌তে দেখ্‌তে হুলস্থূল কাণ্ড। যাদের ছেলে চুরি করে আনছিলুম, তারা না শব্দ শুনে 'মাভৈঃ মাভৈঃ' ক'রে আমার দিকে ছুটে এলো—আমিও অমনি 'বাবারেঃ বাবারেঃ' ক'র্‌তে ক'র্‌তে দে ছুট।

কঞ্চুকী। বুঝতে পেরেছি—এইবারে থাম্।

তুম্বুরু। সত্যি কঞ্চুকী মশায়, রাজকুমারীর পাত্র ত চব্বিশ বছুরে একটা পাওয়া যাবেই না,

—এই রকম চার পাঁচটায় চব্বিশ চাও ত, যত চাও এনে দিতে পারি। কঞ্চুকী মশায়, সরে পড়, সরে পড়—ওই এক বাবা আসছেন। উনি বরাবর আমার সঙ্গ নিয়েছেন। উনি বড়ী বাবা—ও'র সঙ্গে দু'চারটী খুচরো বাবাও আছেন। উনি যদি করেন 'মাভৈঃ', তাঁরা করেন 'মাস্ম ভৈষীঃ'—বাপ! প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! কি বিভীষিকা!

কঞ্চুকী। কোন মহাপুরুষ যেন এদিকে আসছেন না।

তুম্বুরু। নিশ্চয়—মহাপুরুষ, তাতে আর সন্দেহই নাই। তবে কি জান কঞ্চুকী মশায়, ওকে যে বাগিয়ে গায়ে হাত টাত বুলিয়ে, তুমি রাজকুমারীর পাত্র ক'রে ব'সবে, আর সেই সঙ্গে রাজা ক'রে অর্দ্ধেক রাজ্য মেরে দেবে, সেটী হচ্ছে না।—সে গুড়ে বালি। ওর কাছে গিয়ে যেমন প্রস্তাব ক'রলুম যে, বুড়ো ঠাকুর, একটী কন্যা আছে,—সেটীর ষোল বৎসর পার হয়ে গেছে, কাজেই বাপ মার ধর্ম্ম যায়, কেউ তাকে বে করতে চায় না—তুমি সেটীকে বে কর না। শুনেই বুড়ো ঠাকুর ব'ল্লে, 'ষোল বছরের মেয়ে?' আমি ব'ল্লুম—'হাঁ দেবতা।' 'কেউ বে ক'রতে চায় না'? আমি বল্লুম—'না দেবতা।' তখন ঠাকুর মেয়ের রূপের কথা জিজ্ঞেস ক'রলে। মনে ক'রলুম বুঝি ঠাকুর বাগে এলো। এই না ভেবে, দেদার রূপ বর্ণনা ক'রতে লাগলুম। রূপের বর্ণনা শুনতে শুনতে ঠাকুরের চোক বুজে আসতে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে টস্ টস্ জল—দেখ্‌তে দেখ্‌তে দমবন্ধ—পেট ফুলে ঢাক—গেল গেল—মনে ক'রলুম বুঝি ব্রহ্মহত্যা হ'লো। কাজেই ঠেলাঠেলি ক'রতে লাগলুম। অনেক ঠেলাঠেলির পর হুম্ ক'রে এক দীর্ঘ নিশ্বাস। তার পর না উঠেই, আমাকে একেবারে—এই যেমন সেয়াকুলে কাপড় জড়ায়—এই এমনি ক'রে (কঞ্চুকীকে বেষ্টন) জড়িয়ে ধ'রলে। বল্‌লে—তুম্বুরুরে। এতদিন কোথায় ছিলিরে।

কঞ্চুকী। হাঁ হাঁ—করিস কি—করিস কি?

তুম্বুরু। র'স, ভাল করে বুঝিয়ে দিই।

কঞ্চুকী। আরে গেল—ছাড়্ ছাড়্।

তুম্বুরু। শেষে জড়াজড়ি থেকে গড়াগড়ি—সেটা কি রকম দেখিয়ে দেবো?

কঞ্চুকী। যা, যা,—আর দেখাতে হবে না।

তুম্বুরু। যে আজ্ঞে—ঐ ঠাকুর আস্‌ছে, তা হ'লে জড়াজড়িটে ওর কাছেই দেখে নিয়ো। ওর শুনেছি নাকোড়বান্দা পিরীত। শুনেছি—একবার উনি শূলে বসেছিলেন।

কঞ্চুকী। শূলে বসেছিলেন?

তুম্বুরু। হাঁ—তা এমনি কৌশল ক'রে বসেছিলেন যে, বসবামাত্রই ঘুম। হাজার বৎসরে সে ঘুম ভাঙ্গেনি।

কঞ্চুকী। শূল?—তবে কি উনি মহাতপা মাণ্ডব্য?

তুম্বুরু। এই—তবে ত তুমি সব খবর রাখ। ওই গো ঠাকুর, উনি আপনাকে দেখে এই দিকেই আস্‌ছেন। তুমি ওর সঙ্গে আলাপ কর, আমি পলায়ন করি। [তুম্বুরুর প্রস্থান।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। আসুন দয়াময়।—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

মাণ্ডব্য। বিষ্ণবে নমঃ।—আপনি কে?

কঞ্চুকী। অধীন—রাজকঞ্চুকী।

মাণ্ডব্য। মহারাজ কি রাজধানীতে অবস্থান ক'রছেন?

কঞ্চুকী। আজ্ঞে হাঁ প্রভু। কোথায় আপনার গমন হচ্ছে?

মাণ্ডব্য। তীর্থ-পর্য্যটনে।

কঞ্চুকী। মহারাজের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ-গৃহে আপনার পদধূলি ভিক্ষা করি।

মাণ্ডব্য। পদধূলি নয় ব্রাহ্মণ,—মহারাজ অশ্বপতির ঘরই আজ আমার গন্তব্য তীর্থস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজবাটী।

অশ্বপতি ও মালবী।

মালবী। মহারাজ, আর ত লোককে বুঝিয়ে রাখ্‌তে পারিনে।

অশ্ব। বিষয়টা কি মহিষি যে লোকেরা তোমার কাছে বোঝবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব হয়েছে?

মালবী। লোকের উদ্‌গ্রীব হবার কারণ কি, মহারাজ কি জানেন না? কন্যা যে ষোল বছর পার হয়। বাড়ীতে যে আসে, সেই জিজ্ঞাসা করে—রাজকুমারীর বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, অথচ তাকে পাত্রস্থ করা হচ্ছে না কেন?

অশ্ব। সে কি আমাকেও জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছে না মহিষি? কিন্তু কি ক'রব, আমি ত চেষ্টার ক্রটী ক'রছিনি। সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন স্থান নেই, যেখানে সাবিত্রীর পাত্রের অনুসন্ধানে লোক না পাঠিয়েছি। নানা দেশে থেকে কত সুলক্ষণযুক্ত পাত্রও ত এলো, কিন্তু কেহই ত তোমার মেয়েকে বিবাহ ক'রতে চায় না। তোমার মেয়ের অদৃষ্টে পাত্র জুটেও জুটছে না, তা আমি কি করব?

মালবী। এ কথা কি লোকে বিশ্বাস করে? তারা মনে করে, আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কন্যাকে কুমারী রেখেছেন।

অশ্ব। মনে যদি করে, তা হ'লেই বা কি ক'রব? লোকের মনের উপর আধিপত্য ক'রতে পার্‌ব, এমন পুণ্যই বা কি ক'রেছি? যথার্থ কথা ব'ল্‌তে কি মহিষি,—এক সাবিত্রীর জন্য আমার এত সৌভাগ্যেও সুখ নাই। সাবিত্রীর জন্য দিবারাত্র চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি জীবন্মৃত হয়ে অবস্থান ক'রছি। মনে মনে ভাবছি যে, ক'রলুম কি? আঠার বৎসরের কঠোর সাধনায় দেবতার দ্বারে ভিক্ষা ক'রে অশান্তি ঘরে নিয়ে এলুম। যৌবনস্থা কন্যা, কুমারী অবস্থায় চক্ষের উপর বিচরণ ক'রছে। চক্ষের উপর যেন পিতৃপুরুষের অধোগতি দেখতে পাচ্ছি। দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বালিকাদের কন্যা-কাল। মায়ের আমার সে কন্যাকাল বহুদিন উত্তীর্ণ। এখন দেখছি কুমারীকাল পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আমি নিজেই আমাকে কি ব'লে যে প্রবোধ দিব, তাই বুঝতে পারছি না; তা তোমাকে আবার কি প্রবোধ দিব প্রাণে-শ্বরি? দেবতা-আরাধনায় কন্যাপ্রাপ্তি। যদি আমার ধর্ম্মলোপই তাঁর অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে বৃথা অনুশোচনায় ক'রব কি?

মালবী। তবে কি আমার সাবিত্রীর বিবাহ হবে না?

অশ্ব। হবে কি না হবে, বিধাতাই ব'লতে পারেন। আর যদিই বিবাহ হয়, তাহ'লেই ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে হ'লেই বা ফল কি? আমাকে ত ধর্ম্মে পতিত হ'তে হ'ল।

মালবী। হা ভগবান্, এ কি বিড়ম্বনা! এমন সর্ব্বসুলক্ষণা ধীরা সাধ্বী—এমন ভক্তিমতী—দেখলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ কৈলাসেশ্বরী সতী কন্যারূপে আমার ঘরে অবতীর্ণা। আমার এমন কন্যা কি না পতিভাগ্যে বঞ্চিত!

অশ্ব। সে দুঃখ আর আমার কাছে ক'রে কি ক'রবে? আর আমার কাছে দুঃখ জানিয়েই

বা লাভ কি? সর্ব্বসুলক্ষণা হয়েই ত মা আমাকে বিপন্ন ক'রেছেন। মা আমার শক্তি-স্বরূপিণী, প্রভাতারুণবর্ণা, সকল কোমলতার আধার হয়েও তেজোময়ী। যে দেখে, তারই দেবীভ্রমে ভক্তির উদ্রেক হয়। মাতৃজ্ঞানে সকলেই মার চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করে। এরূপ অবস্থায় তোমার মেয়ের কেমন ক'রে বিবাহ হয়? সাবিত্রী দেবীর আরাধনায় আমি এ কন্যারত্ন লাভ ক'রেছি। জানি না দেবীর মনে কি আছে।

মালবী। দেবীর মনে কি আছে, সে বুঝতে কি আর এতকাল যায়? কুলরক্ষার জন্য পুত্রকামনায় আপনি আঠার বৎসর ধ'রে কঠোর তপস্যায় সাবিত্রী দেবীর অর্চনা ক'রলেন, কোথা থেকে প্রজাপতি ব্রহ্মা কিনা ওপর-ওড়া হয়ে বর দিতে এলেন। আরে রাম রাম, দেব-তারাও কিনা আমার অদৃষ্টে প্রতারক হ'ল! কুলধর্ম্ম-রক্ষার জন্য তপস্যা—পুত্রের কামনায় যজ্ঞ,—ফল হ'ল কিনা কন্যা। তা হোক, সাবিত্রীকে পেয়ে আমি শতপুত্রলাভের আনন্দ পেয়েছিলুম। কিন্তু মহারাজ, তাকে এ অবস্থায় দেখে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত থাকি? চক্ষের উপর কুলনাশ কেমন ক'রে দেখি? পিতৃপুরুষের অধোগতি স্মরণ ক'রে প্রাণ আমার বড়ই কাতর হয়ে উঠছে। মহারাজ, হতাশ হ'লে চল্‌বে না। এখনও সময় আছে। আর একবার চেষ্টা করুন। পাত্রের সন্ধানে আর একবার দেশ বিদেশে লোক প্রেরণ করুন। অবশ্যই সাবিত্রী দেবী আপনার মনস্কামনা পূর্ণ ক'রবেন।

অশ্ব। আমি কি নিশ্চিন্তই আছি প্রাণেশ্বরি? আবার আমি দেশ বিদেশে লোক পাঠিয়েছি। দেখি, তারা কতদূর কি ক'রে ওঠে। তারা যখন না পারবে, তখন নিজে আমি একবার পাত্রের সন্ধানে বহির্গত হব। তাতেও যদি না হয়, তখন কুলধর্ম্ম-রক্ষার জন্য শাস্ত্রের যে আদেশ, তাই পালন ক'রব।

মালবী। কি ক'রবেন?

অশ্ব। কি ক'রব?—কি ক'র্‌ব—মালবি, জিজ্ঞাসা ক'র না। রমণী তুমি—কোমলা। তুমি সে কঠোর বাক্য শোন্‌বার যোগ্য নও।

মালবী। তবু শুনি।

অশ্ব। সে বাক্যের একটী একটী অক্ষর সহস্র বজ্রের বলে তোমার কোমল বক্ষে আঘাত ক'রবে। মালবি, তুমি সহ্য ক'রতে পারবে না।

মালবী। যখন সে কার্য্য ক'র্‌বেন, তখন যদি সহ্য ক'র্‌তে পারি, তাহ'লে এখন শুনে সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না কেন?

অশ্ব। শাস্ত্রে ব'লেছে—কুলরক্ষার জন্য যদি লোক পরিত্যাগ করতে হয়, তা হ'লে লোক পরিত্যাগ ক'র্‌বে। গ্রামের জন্য কুল ত্যাগ ক'র্‌তে হয়, কুলত্যাগ ক'র্‌বে। দেশের জন্য যদি গ্রামত্যাগ প্রয়োজনীয় হয়, ত গ্রাম ত্যাগ ক'র্‌বে। আর আত্মার জন্য যদি পৃথিবী পরি-ত্যাগের প্রয়োজন হয়, তাহ'লে যে দণ্ডে আত্মার বিভীষিকা উপস্থিত হবে, সেই দণ্ডেই এই স্বর্গা-দপি গরীয়সী জন্মভূমিকেও পরিত্যাগ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হবে না। রাণি! সাবিত্রীর জন্য যদি কুলধর্ম্মনাশের সম্ভাবনা দেখি, তাহ'লে অমন সোণার মেয়েকেও আমাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে!

মালবী। হা ভগবান, এই কি স্বামীর আমার কঠোর তপস্যার পরিণাম? মহারাজ, সমগ্র রাজ্য যৌতুক দেবার ঘোষণা দিয়ে পাত্রের সন্ধান করুন না কেন?

অশ্ব। রাণি! সাবিত্রীকে যে পত্নীরূপে গ্রহণ কর্ত্তে সমর্থ, সে কি তুচ্ছ রাজ্যের ভিখারী?

(দূতের প্রবেশ।)

অশ্ব। কি সংবাদ ?

দূত। সংবাদ শুভ নয়। সমস্ত ভাট বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে।

মালবী। সমস্ত ভারতের মধ্যেও আমার কন্যার একটা পাত্র মিল্‌ল না ?

দূত। রাজপুত্রদের উন্মত্ততার সংবাদ সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র হয়েছে ? কোন রাজপুত্র রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় না। কোন রাজাও আপন সন্তানকে মদ্রদেশে পাঠাতে চায় না।

অশ্ব। তাহ'লে কন্যার বিবাহের আশা পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি।

দূত। তাই ত কার্য্যতঃ দেখছি মহারাজ! এত বয়স হ'ল, এরূপ বিচিত্র ব্যাপার ত কখন দেখিনি! ভাটেরা ব'ল্লে—মায়ের নাম শোন্‌বা-মাত্রই লোকে সেই দূরদেশ থেকে উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম করে। কেউ কি তাহাদের কাণে ব'লে দেয় যে, দেবী আমাদের ঘরে কন্যারূপে অবস্থান ক'র্‌ছেন ?

মালবী। তা হ'লে কি হবে ? মহারাজ কি হবে ? মহারাজ, দাসীর প্রতি দয়া করুন। মায়ের প্রাণ—অভাগিনার মায়ের প্রাণের দিকে একবার দয়া করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

অশ্ব। দারুণ কর্ত্তব্য—প্রজারঞ্জন, লৌকিকতা-ধর্ম্ম-রক্ষা। বুঝতে পেরেছি, আমার জীবনের সমস্ত সাধ আকর্ষণ ক'রে, অকুল দুঃখসাগরে নিমজ্জিত ক'র্‌বার জন্য, আমার কামনার শান্তি দিতেই যেন বিধাতা আমার গৃহে এ কন্যা পাঠিয়েছেন।—সোৎসুক নয়নে সমস্ত প্রজা আমার পানে চেয়ে আছে। আজ আমা হ'তে যদি সমাজ-ধর্ম্ম নাশ হয়, তাহ'লে সর্ব্বনাশ হবে—সর্ব্বনাশ হবে। মানুষ একে স্বভাবতই স্বাধীনতা-প্রিয়। সুতরাং তারা যদি একবার আমার আচার দেখে প্রশ্রয় পায়, তাহ'লে অল্পদিনের মধ্যে কুলস্ত্রীগণ আপন আপন মর্য্যাদার হানি ক'র্‌বে। বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়ে পাপের প্রখর স্রোতে চক্ষের নিমিষে সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

মালবী। মহারাজ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ব্রাহ্মণও ত আপনার সভায় আছেন। এ দারুণ-বিপত্তি সময়ে তাঁহাদের শরণাপন্ন হো'ন না কেন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। মহারাজ, মহাতপা মাণ্ডব্য ঋষি আপনাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে এসেছেন।

অশ্ব। মালবি, সত্বর ঋষিরাজের জন্য পাদ্য অর্ঘ নিয়ে এসো। মা জগদীশ্বরী এতদিন পরে সন্তানের প্রতি কৃপা-কটাক্ষে চেয়েছেন। শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও। [প্রস্থান।

মালবী। নারায়ণি! মা! এ কুলক্ষয়রূপ মহাপাতক হ'তে স্বামীকে আমার রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

মাণ্ডব্য।

মাণ্ডব্য। তাইত ভাবি, এ কি বিচিত্র ঘটনা! প্রতি প্রভাতে যথারীতি স্নানান্তে আহ্নিক করি, তথাপি প্রাণে তৃপ্তি পাই না কেন ? আমি নিজেই কি যথারীতি দেবার্চ্চনা ক'র্‌তে অসমর্থ হ'য়েছি ? না নিত্য নিত্য এ তৃপ্তি আমার, কোন নিশাচর কিংবা নিশাচরী কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে ? প্রতিদিন চিন্তা ক'রেছি, কিন্তু কোন উপায়েই এতদিন আমার এ ভাবনার মীমাংসা হয় নি। ধ্যানান্তে উন্মীলিত চক্ষে ভগবতী গায়ত্রীর চিদাভাস দেখতে আকাশপানে

চেয়েছি, দেখি আকাশস্থল ম্লান।—প্রাণের আবেগে নবোদিত অরুণের অভ্যন্তর অনুসন্ধান ক'রেছি, দেখি আদিত্য-হৃদয়ে জবাকুসুমসঙ্কাশা দ্যুতিময়ী ভুবনোজ্জ্বলকরী কুমারী শ্রীর কিরণময় সিংহাসন শূন্য! প্রাণের যাতনায়, মায়ের অনুসন্ধানে আমি ভুবন প্রদক্ষিণ ক'রে এসেছি, সমস্ত নিষ্ফল। মা যে আমার ধ্যানের সীমান্তে অবস্থান ক'রছেন, তা কেমন ক'রে জানবো? তিমিরনাশিনি! দেবরূপা জননি! অধম সন্তানকে লুকিয়ে ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে তুমি যে মদ্ররাজগৃহে অবস্থান ক'রছ, তা ত জানতুম না মা! কিরণময়ী আজ পতিব্রতা-মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য মানবী মূর্ত্তিতে ধরায় অবতীর্ণা। মা, মা, ইষ্টদেবি সাবিত্রি! অধম সন্তান আজ তোর মানবী মূর্ত্তি দেখ্‌তে এসেছে। দেখা দিবি কি মা? কন্যা হয়ে মদ্ররাজের ঘর কেমন ক'রে আলো ক'রে আছ, দেখ্‌বার জন্য প্রাণে আমার অস্থিরতা। মা! দেখা দে, দেখা দে।

(অশ্বপতির প্রবেশ)

অশ্ব। আসুন দয়াময়, আসুন, এ দাসের গৃহ পবিত্র করুন। [প্রণাম।

মাণ্ডব্য। জয়োঽস্তু মহারাজ!

(মালবীর প্রবেশ ও পত্র পুষ্প মাণ্ডব্য-চরণে প্রদান)

সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হো'ক মা, চিরায়ুষ্মতী হও।

মালবী। প্রভু, আসনে উপবেশন করুন।

মাণ্ডব্য। এই যে বস্‌ছি মা, তার জন্য ব্যস্ত হবার কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি মা, ত্রিলোক-বিশ্রুতা ধর্ম্মরতা। তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ, অতিথির বহুভাগ্যের কথা। মহারাজ! আমি বহুদেশ, বহুরাজ্য, বহুতীর্থ পর্য্যটন ক'রে এই পথ দিয়ে পুণ্যতীর্থ কাশী গমন ক'র্‌ছিলুম। পথে আস্‌তে আস্‌তে শুনলুম—তোমার গৃহে পবিত্রা ভক্তিময়ী, সদনুষ্ঠানচারিণী, ষোড়শী কুমারী অবস্থান ক'রছেন। শুনেই বুঝ্‌লুম, মা অন্নপূর্ণা যখন নিকটেই, তখন তাঁকে দর্শন ক'রতে আবার অতদূরে যাবার প্রয়োজন কি?

অশ্ব। বলেন কি প্রভু!

মাণ্ডব্য। শাস্ত্রসম্মতা কুমারী যদি ষোড়শী হন, তিনি স্বয়ং অম্বিকা। তিনি পার্থিব জীবনে, নারীদেহে মাতৃ-মূর্ত্তি। সর্ব্বজীবের—সর্ব্ব মানবের—এমন কি সর্ব্বদেবতারও—নমস্যা। এমন কন্যাকে যিনি বিবাহ করেন, তিনি নরদেহে উমাপতি। মহারাজ! আপনি গিরিপতি হিমালয়তুল্য ভাগ্যবান্। মা মদ্ররাণি! তুমিও উমাজননী মেনকার ন্যায় মহাভাগ্যবতী।

অশ্ব। বলেন কি প্রভু, এ সব কি কথা? আমি যে আপনার এ অদ্ভুত লোমহর্ষণকর বাক্যে জ্ঞানশূন্য।

মাণ্ডব্য। আমি শাস্ত্র-কথাই ব'ল্‌ছি মহারাজ।

মালবী। আপনার কোন্ শাস্ত্র মান্‌বো দেবতা? আপনি এখন দেবীদর্শন ক'রতে কাশী যাওয়া বন্ধ ক'রে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা কিন্তু যে দেবীর জ্বালায় যাই।

মাণ্ডব্য। সে কি রকম মা? মা কি আমার চঞ্চলা?

মালবী। চঞ্চলা হ'লেও দুঃখ ছিল না। মা যদি আমার যথার্থই দেবী হন, তাহ'লে রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি ধ'রে এলেও, আমি বুকের ধন বুকে তুলে নিতুম। যদি মা আমার এ অভাগিনীর ঘরে আস্‌বার সময়ে দয়া করে তাঁর দেবাটীকেও তাঁর সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তেন! আপনার দেবী যে এখন আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত নরকস্থ ক'রতে ব'সেছেন।

মাণ্ডব্য। এ সব কি ব'ল্‌ছ মা, আমি যে সম্যক্ প্রণিধান ক'রতে পার্‌ছি না।

অশ্ব। ঠাকুর, কন্যাদায়ে অস্থির হয়ে প'ড়েছি।

মালবী। ঠাকুর, শত চেষ্টা ক'রেও, সাবিত্রীর আমার বর জুট্‌লো না। কি হবে দেবতা? কি ক'রে ধর্ম্ম রক্ষা হয়? কি ক'রে লোকনিন্দার হাত থেকে নিস্তার পাই?

মাণ্ডব্য। বর জুট্‌লো না! মা আমার কি কুৎসিতা?

মালবী। বড় কুৎসিতা ঠাকুর, বড় কুৎসিতা! আপনাদের শচী, লক্ষ্মী, সরস্বতীই বা কি কুৎসিতা!—আপনাদের উমারাণীই বা কত কুৎসিতা! অন্তর্য্যামী ঠাকুর, প্রাণের যাতনায় কাতর হয়ে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লুম, আপনিও কিনা সময় বুঝে রহস্য কর্ত্তে এলেন! মা আমার কুৎসিতা? ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য মা আমার ক্ষুদ্র দেহে আয়ত্ত ক'রেছে—সে মা আমার কুৎসিতা?

মাণ্ডব্য। ভাল, মাকে একবার আন দেখি। দেখে শুনে বুঝে দেখি, ব্যাপারখানা কি!

অশ্ব। যাও মহিষী, শীঘ্র সাবিত্রীকে এখানে নিয়ে এস।

মালবী। ও সব ব্যাপার বোঝাবুঝি আমি বুঝি না। যখন কৃপা ক'রে আপনার দাসদাসীর গৃহে পদার্পণ ক'রেছেন, তখন আমাদের একটা গতি না ক'রে পায়ে ঠেলে যে চলে যাবেন, সেটী হচ্চে না।

অশ্ব। ভাল, আগে সাবিত্রীকে নিয়েই এস, তার পর যা বল্‌বার ব'লো।

[মালবীর প্রস্থান।

মাণ্ডব্য। (স্বগত) মায়ের আগমনবার্ত্তা জানবার জন্য প্রাণে বড়ই কৌতুহল জেগে উঠেছে। (প্রকাশ্যে) সাবিত্রী—সাবিত্রী—কি সুন্দর নাম! এ নাম কোথা পেলে মহারাজ?

অশ্ব। সাবিত্রী দেবীর আরাধনা ক'রে মাকে পেয়েছি, তাই সাবিত্রীর প্রসাদস্বরূপ কন্যার নাম রেখেছি সাবিত্রী।

মাণ্ডব্য। যদি বাধা না থাকে, তা হ'লে ঘটনাটা জানতে পারি কি?

অশ্ব। আপনি গুরু; আপনার কাছে ব'ল্‌তে বাধা কি? পুত্রকামনায় আমি কুলদেবতা সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করি। আঠার বৎসরের তপস্যার দেবী দাসের প্রতি প্রসন্না হন। অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, আমাকে বর গ্রহণ ক'র্‌তে আদেশ করেন। আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ মায়ের কাছে কুলোজ্জ্বলপুত্র কামনা করি। দেবী সেই কথা শুনে ব'লেছিলেন—"তোমার অভিপ্রায় পূর্ব্ব হ'তেই অবগত হ'য়ে আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট তোমার জন্য পুত্র প্রার্থনা করি। তিনি তোমাকে একটী কন্যা দান ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। মহারাজ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, অচিরে তুমি একটী তেজোময়ী কন্যা লাভ কর। দ্বিরুক্তি না ক'রে এই মুহূর্ত্তেই তুমি গৃহে প্রতিগমন কর।" এই কথা বলেই দেবী দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্তর্দ্ধান হ'লেন। গৃহে ফিরে এলুম। মায়ের আশীর্ব্বাদের ফলে অচিরেই এক কন্যারত্ন লাভ ক'র্‌লুম। বল্‌ব কি দেবতা! জগতের সকল সৌন্দর্য্য একত্র হয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার গৃহে নয়নানন্দকরী নব ত্রিলোকমারূপে প্রস্ফুটিত হ'ল। কিন্তু দুঃখের কথা কি বল্‌ব প্রভু! ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হ'তে চল্‌লো, তথাপি আজও পর্য্যন্ত মাকে পাত্রস্থ ক'র্‌তে পার্‌লেম না।

মাণ্ডব্য। এমন কন্যার পাত্র মিল্‌ল না?

অশ্ব। বহুপাত্রের সন্ধান ক'রেছি, বহু সুলক্ষণযুক্ত যুবাকে কন্যা দান কর্‌বার জন্য গৃহে

এনেছি; কিন্তু লজ্জাভ'র-নমিতাঙ্গী কুমারীকে আজও পর্য্যন্ত কোন পুরুষ প্রেমচক্ষে দেখ্‌তে সাহস করেনি। অদ্যাবধি যত রাজপুত্র বিবাহার্থী হয়ে এসেছে, সকলেই আমার কন্যাকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তিসহকারে দূর থেকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান করেছে।

মাণ্ডব্য। পাত্র মেলেনি ব'লে, গৌরী কিনা আজও পর্য্যন্ত কুমারী! তা মহারাজ, এতদিন চেষ্টা ক'রেও তোমরা নিজে যখন কিছু ক'রতে পারনি, তখন মাকে নিজের উপর পতি-নির্ব্বাচনের ভার প্রদান কর নি কেন?

অশ্ব। তাই ত প্রভু! একথা ত এক সময়ের জন্যও আমার মনে উদয় হয় নি।

মাণ্ডব্য। শুভদিন শুভক্ষণে দেখে, যত শীঘ্র পার, মাকে পতি-অন্বেষণে প্রেরণ কর। আশীর্ব্বাদ করি, মহারাজ, আপনার গৃহে শান্তি ও ধর্ম্ম চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হো'ক।

(মালবী ও সাবিত্রীর প্রবেশ।)

মাণ্ডব্য। (স্বগত) আসছিস্ মা আনন্দময়ি! সন্তানের আকুল আগ্রহের কাতর স্বর তোর কাণে কি পৌঁছাল মা? মহেশবদনোৎপন্না, বিষ্ণুহৃদয়সম্ভবা, বেদপ্রসবিত্রী গায়ত্রী! দিবাকরের হৃদয়-আসন শূন্য ক'রে—মদ্ররাজগৃহে প্রচ্ছন্নবেশে—অবলা-বালিকা-সুলভ কোমলতায় কার প্রাণ গলাতে এসেছ মা? মা দূর হ'তে অধম সন্তান তোমার চরণারবিন্দে কোটী কোটী প্রণাম করে। তুমিই না হয় কন্যারূপিণী—পিতা মাতার মমতাজালে সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে বিস্মৃত হ'য়েছ। তাতে আমার কি জননি! আমি তোমার সঙ্গে আত্মবিস্মৃত হ'তে যাব কেন? মা, আবার—আবার—বারবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

মালবী। এই নিন প্রভু, আপনার দাসী। মা, ঠাকুরকে প্রণাম কর। প্রণাম ক'রে পদধূলি মাথায় নিয়ে, ঠাকুরের কাছে স্বামি-সৌভাগ্য প্রার্থনা কর। বল—যেন মনোমত পতিলাভ করি, যেন আমা হ'তে মদ্রবংশের কুলধর্ম্ম রক্ষা হয়। (সাবিত্রীর প্রণাম)

মাণ্ডব্য। বেটী! চুপ ক'রে থাক্‌বে মনে ক'রেছো? কল্যাণরূপিণি! শুধু কি নয়নেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতায় আত্মার তৃপ্তি হয়। যে বিম্বোষ্ঠের ঈষৎকম্পনে চতুর্ব্বেদের সৃষ্টি হয়েছে, অক্ষরময়ি! সেই তুমি, আমার পিপাসু আত্মার সমীপস্থ হয়ে নীরব থাকবে! দেখি বেটী, সন্তানকে ছলনা ক'রে কতক্ষণ থাক্‌তে পার!

মালবী। কি মা, ঠাকুরের কাছে বর প্রার্থনা না ক'রে নীরব রইলি যে?

মাণ্ডব্য। নীরব কি সাধে থাকে! মহারাজ, এখন বুঝতে পেরেছি যে, এ কন্যার বিবাহ হয় না কেন! বোবা মেয়েকে কে বে ক'র্‌বে?

মালবী। ও সাবিত্রি, কথা কওনা মা!

অশ্ব। মা, দেবতার কাছে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। প্রভু শাস্ত্রে শুনেছি—কামনা ত্যাগ ক'রে ভগবানের আরাধনাই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। যদিই বা কামনা করতে হয়, তা হ'লে অগ্রে দেবতার যথাশক্তি আরাধনা করা প্রয়োজন। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে যদি দেবতা স্বেচ্ছায় বর প্রদান করেন, তা হ'লে সেই আরাধনাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাম্যধর্ম্ম। নতুবা ভিক্ষা দেবতার কাছেও নিন্দনীয়। তবে এও শুনেছি—জনক জননীর বাক্য বেদস্বরূপ; আজ্ঞা শাস্ত্রের আদেশের ন্যায় অলঙ্ঘনীয়। যে পিতৃ মাতার আদেশ লঙ্ঘন করে, সে দেবাসনে উপবিষ্ট হ'লেও ধর্ম্মে পতিত হয়। তাই আজ জননী

কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে, আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমা হ'তে মদ্রবংশের কুলধর্ম্ম নষ্ট না হয়।

মাণ্ডব্য। শাস্ত্র ব্রাহ্মণের উপর আশীর্ব্বাদের যেটুকু অধিকার দিয়েছেন, তাইতে বলি, মা তোমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হোক।

মালবী। আরাধনা ক'র্তে পাওনি বলে দুঃখু? তার জন্য দুঃখ কি মা? তুমিই না হয় আজকে এই অতিথি সেবার ভার গ্রহণ কর।

অশ্ব। সাবিত্রি, কাল পর্ব্বাহে তুমি উপবাসিনী ছিলে, সুতরাং আজ এই দেব অতিথির সৎকার ক'রে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ কর। আর শোন—তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা ক'রছেন না। অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণসদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর। যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হবেন, আমার কাছে তাঁর কথা নিবেদন ক'রো; পরে আমি বিবেচনা ক'রে তোমাকে সম্প্রদান ক'র্‌ব। কল্যাণি! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণকে যে বচন পাঠ ক'র্‌তে শুনেছি, তা তোমাকে ব'লছি শোন। 'যে পিতা কন্যাদান না করেন, তিনি নিন্দনীয় হন; যে সংসারী বিবাহ না করেন, তিনিও নিন্দার্হ হন; আর যে পুত্র স্বামিহীনা জননীর প্রতিপালন না করে, সেও নিন্দাভাজন হয়ে থাকে।' তুমি আমার এই কথা শুনে যত শীঘ্র পার, স্বামীর অন্বেষণ কর। যাতে আমি দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাই কর। আজই শুভদিন। আমি তোমার যাত্রার উপযোগী বাহনাদি আয়োজন ক'র্‌তে আদেশ প্রদান করি।

সাবিত্রী। কোথায় যেতে আদেশ করেন?

অশ্ব। তোমার ধর্ম্ম যেখানে তোমায় আকৃষ্ট করে নিয়ে যাবে, সেই খানেই যাবে। ফল কথা, স্বামীর সংবাদ না গ্রহণ ক'রে তুমি আর ঘরে ফিরো না। যদি অকৃতকার্য্য হও, তা হ'লে মদ্রবংশের সঙ্গে সম্বন্ধ জন্মের মত পরিত্যাগ কর।

সাবিত্রী। যথা আজ্ঞা।

(পুরবাসিনীগণের প্রবেশ ও গীত।)

তবে যাও তবে যাও আসিতে।
একা চ'লে সরলে যুগলে ফিরিতে।
বাঁধি গলে গলে বাহুলতা-হারে,
অচেনা দেশ হ'তে আন ধ'রে তারে,
সে প্রিয় মোহন মন মোহিতে।—
সুখ-বারিদ-প্লাবিত সরে ভাসিতে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

তুম্বুরু ও মালিনী।

তুম্বুরু। দেখ, দেখি বউ, কি ক'রলি? রাজকুমারী বনবাসে চ'লেছে ব'লে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এলি, এখন কোথায় এসে পড়লি বল দেখি? আর পথ চিন্তে পারছিনি।

মালিনী। কি ক'র্‌ব? আমি স্ত্রীলোক, চ'লেই না হয় এসেছি; তুই পুরুষ মানুষ, তুই পথ ঘাট চিনবিনি—তা আমি কি ক'র্‌ব?

তুম্বুরু। বেশ, আয় তবে পথের মাঝখানে দু'জনে হাত পা মেলিয়ে মরি।

মালিনী। দিদিরাণী যে দণ্ড থেকে আমাদের ত্যাগ ক'রে এসেছে, সে দণ্ড থেকে আমরা কি বেঁচে আছি। তা আর মরণের ভয় দেখাচ্ছিস্ কি? ভয় লোগ্‌গে তোর। আমি ত তোকে রেখে মর্‌তে পার্‌লে বেঁচে যাই।

তুম্বুরু। ভারি সুবিধের কথাটাই কইলি! ক্ষিদেয় নাড়ী ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে—তেষ্টায় প্রাণ টা টা ক'র্‌ছে—তার ওপর অর্দ্ধেক রাজ্যটা

পেতুম, সেটা হ'ল না ব'লে মন খাঁ খাঁ ক'র্‌ছে। নিজে নিজেকে নিয়েই নড়তে পারছিনি, এমন সময় তুমি বলে এই সারা পথটা তোমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে বেড়াই! ভারি সুখের কথাই কইলি বউ!

মালিনী। বলিস্ কি মিনসে, এত দয়া!

তুম্বুরু। না বউ, মর্‌বার কথা বলিস্‌নি। অনেক দিন তোর মিষ্টি মিষ্টি গালাগালি খাইনি। গালাগালের সাধ এখনও আমার মেটেনি। আগে দিদিরাণীকে খুঁজে বা'র করি, তার পর মরতে হয় দুজনেই এক সঙ্গে মরা যাবে। এখন ক্ষিদের মরি তার কি? সঙ্গে ক'রে কতকগুলো চিড়ে এনেছিলি, দে না।

মালিনী। শুধু চিড়ে ষাঁড়ের মতন চিবিয়ে খাবি, একটু অপেক্ষা কর্—পথের ধারে আসতে আসতে একটা গরু চরতে দেখে এলুম—বোস সেইটেকে টেনে দিই।

তুম্বুরু। যা, তা হ'লে আর দেরি করিসনি। (মালিনীর প্রস্থান) না বাবা, আর নয়, চেষ্টার চূড়ান্ত হয়েছে। রাজা রাজকুমারীকে এক রকম বনবাসেই দিয়েছে। বর মেলে ত দিদিরাণী দেশে ফিরবে, নইলে আর তাকে দেখ্‌তে পাব না। বউ তা হ'লে আমার আর দেশে ফির্‌ছে না। সে নিত্য নিত্য রাজকুমারীর শিবপূজোর ফুল যুগিয়ে এসেছে। তার এতদিনের ফুল যোগান বৃথা হ'লো। দিদিরাণীকে দেখ্‌তে না পেয়ে সে কি বাঁচ্‌বে?—অমনিতেই ত সে আধমরা হ'য়ে আছে। আর অমন বউ গেলে কি ছাই আমিও আর বাঁচ্‌ব! আহা বউ ত নয়—যেন পৈতৃক বউ! দরদ কি!—মায়া কি!—যাক্ বাবা—ভাব্‌লে আর জ্ঞান থাকে না। কাজেই বউ যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এই চিঁড়ে কটার সাহায্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাই। ও বাবা—আবার সেই মাভৈঃ এ দিকে আস্‌ছে যে! লুকুবো এমন জায়গাও ত নেই, কি করি? ও বাবা! এসে পড়্‌লো যে। তা হ'লে কি করি? দূর ছাই, কি আর ক'র্‌বো, তা হ'লে এই করি (চিঁড়ে ভক্ষণ)।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)।

মাণ্ডব্য। মা আমার শুভক্ষণে পতি-অন্বেষণে গৃহ থেকে যাত্রা ক'রেছেন। মায়ের স্বামি-সম্মিলন যতক্ষণ না দেখ্‌তে পাচ্ছি, ততক্ষণ কিছুতেই প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না। একি? কে তুমি? পথের ধারে—গাছের তলায়—আধ-আঁধারের ভেতর ব'সে, কে তুমি?

তুম্বুরু। ধ'রেছে, ঠিক ধ'রেছে। সুমুখে পেছনে চোক, ওর হাত এড়িয়ে যাবার যো কি?

মাণ্ডব্য। কে তুমি? কথা কচ্ছ না কেন?

তুম্বুরু। আমি।

মাণ্ডব্য। আমি কে?

তুম্বুরু। চিনে নাও।

মাণ্ডব্য। নাম কি?

তুম্বুরু। রাস্তা বন্ধ—গলা দিয়ে নাম বেরুবার পথ নেই।

মাণ্ডব্য। সে কি রকম?

তুম্বুরু। আজ্ঞে; খাওয়া চলছে দেখে, কথাগুলো আসবার সুবিধে পাচ্ছে না।

মাণ্ডব্য। তা হ'লে এতগুলো কথা এল কি ক'রে?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, কথাগুল পিছলে এসেছে, আর কতকগুল ঠোঁটের ডগায় এসে ব'সেছিল, ঠোঁট নাড়তেই বেরিয়ে প'ড়েছে।

মাণ্ডব্য। আরে কেও—তুম্বুরু?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, আর তুম্বুরু নেই, এখন ডুগ্‌ডুগি।

মাণ্ডব্য। সে কি রকম?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, প্রাণের তার ছিঁড়ে এখন বেসুর মেরে গেছি দেবতা।

মাণ্ডব্য। তুমি ত রাজকুমারীর বরের সন্ধানে গিয়েছিলে?

তুম্বুরু। আজ্ঞে গিয়েছিলুম।

মাণ্ডব্য। তার পর?

তুম্বুরু। তার পর এই চিঁড়ে খাচ্ছি।

মাণ্ডব্য। চিঁড়ে খাচ্ছ কি? পাত্রের সন্ধান পেলে না?

তুম্বুরু। পাব না কেন, হাজার।

মাণ্ডব্য। তবে অমনি অমনি ফিরছ কেন?

তুম্বুরু। আজ্ঞে দেবতা, চিঁড়ের পক্ষে ধামিই ভাল, চিটকে পাত্রে বড় সুবিধে হয় না।

মাণ্ডব্য। পাত্রের সন্ধানে বেরিয়ে দেশ বিদেশ ঘুরে, শেষে কি এই চিঁড়ে নিয়ে এসে উপস্থিত ক'রলে?

তুম্বুরু। আর কি করি দেবতা! রাজকুমারীর বরাতে বর নেই ব'লে কি আমাদের ক্ষিদেও থাকবে না?

মাণ্ডব্য। তা এখন যাচ্ছ কোথায়?

তুম্বুরু। যেখানে দু চোক যায়।

মাণ্ডব্য। তা হ'লে বল বৈরাগ্য। কেন তোমার সংসারে কি কেউ নেই?

তুম্বুরু। সেকি দেবতা, থাকবে না কেন? আমার সংসারে কেবল আমিই নেই।

মাণ্ডব্য। স্ত্রী পুত্র নেই?

তুম্বুরু। স্ত্রী? সধবা না বিধবা?

মাণ্ডব্য। স্ত্রী—বিধবা।

তুম্বুরু। আজ্ঞে হাঁ দেবতা, আমার এক বিধবা স্ত্রী আছে।

মাণ্ডব্য। বিধবা স্ত্রীলোক বল।

তুম্বুরু। আজ্ঞে না দেবতা,—স্ত্রী। যে দিন থেকে তাকে ঘরে এনেছি, সেই দিন থেকেই তার গুণে মরে আছি। সোয়ামী ম'রে গেলেই ত স্ত্রী বিধবা হয় দেবতা?

মাণ্ডব্য। তা হয়। কিন্তু অমন স্ত্রীকে যে একাকিনী ফেলে আসতে নেই। তাকে যে পাপ হয়।

তুম্বুরু। বল কি দেবতা?

মাণ্ডব্য। স্ত্রী হচ্ছেন গৃহ-দেবতা—বংশ-জননী। তাঁকে পরিত্যাগ আর জননী পরিত্যাগ দুইই সমান।

তুম্বুরু। বল কি দেবতা। স্ত্রী জননী?

মাণ্ডব্য। বংশজননী—কুলরক্ষয়িত্রী দেবী। জননীও যে ব'লতে না পারা যায়, এমন নয়। শাস্ত্রে ব'লেছে—

পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বেহ মাতরং।
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে॥

তুম্বুরু। আর বলতে হবে না দেবতা। শোনবামাত্রেই প্রাণে আমার ভক্তি-রস পাক মেরে উঠ্‌ছে।

মাণ্ডব্য। দেখ তুম্বুরু, তোমার কাছেই আমি মায়ের সন্ধান পেয়েছি। তোমার এ মহোপকার আমি জীবনে বিস্মৃত হব না। তুম্বুরু, যদি গৃহত্যাগেই তোমার অভিরুচি হয়, তা হ'লে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আমার আশ্রমে চল। আমার বিশ্বাস সেখানে তুমি রাজকুমারীকে দেখ্‌তে পাবে।

তুম্বুরু। পাব দেবতা—দিদিরাণীকে দেখতে পাব?

মাণ্ডব্য। দিদিরাণীকেও পাবে, আর তার বরকেও পাবে।

তুম্বুরু। বল কি দেবতা!

মাণ্ডব্য। শীঘ্র যাও, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এস।

তুম্বুরু। দেখাও দেবতা—দিদিরাণীকে দেখাও। রাজ্যলোভে দিদিরাণীর বর খুঁজতে গিয়ে বরও হারিয়েছি, দিদিরাণীকেও হারিয়েছি। বরের লোভে গেলে বরও পেতুম দিদিরাণীকেও হারাতুম না। দেখাও দেবতা,—স্বামী স্ত্রীতে তোমার দোরে হত্যা মেরে প'ড়ে থাকব।

মাণ্ডব্য। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'র না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাননপথ।

কঞ্চুকী ও সাবিত্রী।

কঞ্চুকী। এ কি ক'র্‌লে রাজনন্দিনি! মহারাজ তোমার সঙ্গে যান বাহন, ধন রত্ন অসংখ্য অনুচর পাঠিয়ে দিলেন, তুমি সে সমস্ত ত্যাগ ক'রে, এই দুঃখিনীর বেশে, পৃথিবী ভ্রমণ ক'র্‌তে চ'ল্‌লে?

সাবিত্রী। ব্রাহ্মণ, আপনি মদ্রবংশের চিরহিতাকাঙ্ক্ষী। আমার বর্ত্তমান অবস্থা ত আপনি সবই বুঝতে পার্‌ছেন। কি কর্ত্তব্য, আপনিই আমাকে বুঝিয়ে বলুন না কেন।

কঞ্চুকী। তুমি বুদ্ধিমতী—শাস্ত্রার্থদর্শিনী, তোমাকে আমি কি বোঝাব মা? তবে তোমার এ অবস্থা দেখে, আমি প্রাণে কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধরি?

সাবিত্রী। সপ্তাহ পরে আমার কি অবস্থা হ'তে পারে, তা কি বুঝতে পেরেছেন ব্রাহ্মণ?

কঞ্চুকী। ভবিষ্যতে কার কি অবস্থা হ'তে পারে, কেইবা ব'ল্‌তে পারে রাজকুমারি? অতি দূর ভবিষ্যৎ কেন, কাল্‌কের কথা আজ্‌কে ব'ল্‌তে পারে, এমন ভবিষ্যদ্দর্শীই বা কে আছে?

সাবিত্রী। ব'ল্‌তে পারুক আর নাই পারুক, সকলেরই ভবিষ্যতের অস্তিত্বে একটা না একটা বিশ্বাস আছে। আর সেই বিশ্বাসে আত্মনির্ভর ক'রে মানুষে চিরদিনই কার্য্য ক'রে আস্‌ছে। ভবিষ্যতে জ্ঞানী ব'লে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রবে ব'লে লোকে বিদ্যা অর্জ্জন করে। বংশরক্ষার জন্য পুত্র কামনা করে। দারিদ্র্যের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য অর্থ সঞ্চয় ক'রে রাখে। ভবিষ্যতের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকলে সংসারের পথে মানুষ কখনও এক পাও চ'ল্‌তে পারত না।

কঞ্চুকী। তবে কি মা তোমাকে সন্ন্যাসিনীর বেশেই থাকতে হবে, তোমার বিশ্বাস হয়েছে?

সাবিত্রী। আমাকে বিবাহিতা দেখ্‌বার জন্য পিতা সমগ্র ভারতে পাত্রানুসন্ধান ক'রেছেন, তথাপি পাত্র মেলেনি। রাজরাজেশ্বরের সন্তানগণের ভেতরে এমন কেউ নেই যে, আমাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করে। কাজেই যোগিনী বেশ ধারণ ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই। যদি স্বামী পাই, নিশ্চয় তিনি বনবাসী—সন্ন্যাসী। যদিই না পাই—যদি কুমারী অবস্থাতেই আমার ষোড়শবর্ষ উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, তাহ'লে মদ্রবংশের সঙ্গে আমার এ জন্মের মত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ।

কঞ্চুকী। সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ!—সে কি! এ কি কেউ কখনও স্বপ্নেও মনে স্থান দেয়? তুমি রাজা ও রাণীর নয়নস্বরূপা—জনপদবাসীর প্রাণ—ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রস্বরূপ। বাৎসল্যে—মায়ায়—ধর্ম্মে—তুমি যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা ক'রে ব'সে আছ, স্বয়ং বিধাতাও যে তোমাকে সে সিংহাসন থেকে বিচ্যুত ক'র্‌তে পারে না।

সাবিত্রী। কিন্তু ঠাকুর, সর্পদষ্ট অঙ্গুলি লোকে হাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে। আমার ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হ'তে সপ্তাহমাত্র অবশিষ্ট।

এই সময়ের মধ্যে স্বামীর শ্রীপাদ দর্শন যদি আমার ভাগ্যে না থাকে, তা হ'লে মদ্রবংশের কুলধর্ম্ম-রক্ষার্থ আমিও পিতা মাতার কাছে এ মুখ দেখাতে পারব না,—পিতা মাতাও কন্যাকে গৃহে স্থান দিতে পারবেন না। বিধাতার ইচ্ছায় আমি বনবাসিনী। বনবাসিনীর আবার যানবাহনাদি ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি? ওই সম্মুখে উপবন। ফলমূলাশী ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষিগণ ওই উপবনে অবস্থান করেন। ব্রহ্মৈশ্বর্য্যে তাঁরা ধনী। সেখানে অকিঞ্চিৎকর রাজৈশ্বর্য্যের অভিমান নিয়ে যাওয়া কেন? তরুলতাশ্রিত, বনজ-লতা-কুসুম-ভূষণা ঋষিকন্যাগণের চরণরেণু-স্পর্শে ওই স্থান পবিত্র। ওরূপ স্থানে পদব্রজে, ভক্তি সহকারে প্রবেশই শাস্ত্রসঙ্গত। ব্রাহ্মণ, অনুমতি করুন। আপনি অনুমতি না ক'র্‌লে ত আমি এস্থান ত্যাগ করতে পারি না। আপনি পিতৃস্থলাভিষিক্ত। আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে ত আমি এস্থান ত্যাগ ক'রতে পারব না। ক'রলে ধর্ম্মে পতিত হব।

কঞ্চুকী। হা ভগবান, এই ক'রতেই কি বাড়ীথেকে বরাবর মায়ের সঙ্গে সঙ্গে এলুম?

সাবিত্রী। প্রভু, চিন্তার সময় নেই। দুঃখ ক'রে ফল নেই।

কঞ্চুকী। এ তুমি কি ব'লছ সাবিত্রী? আমি যে বাল্যকাল থেকে তোমাকে বুকে ক'রে মানুষ ক'রে এসেছি।

সাবিত্রী। মায়া—মায়া—জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! মায়া পরিত্যাগ করুন। সমস্ত সংসার একমাত্র ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। মায়া সেখানে অদৃষ্ট-আকাশে মানুষের তীব্র ভোগবাসনাস্বরূপ ঘনঘোরা কাদম্বিনীর গায়, চঞ্চল চপলার হাসিমাত্র। জ্ঞানে নিবে যায়, অজ্ঞানতায় ঘন ঘন নূতন শ্রী ধারণ ক'রে মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করে। মায়া—মায়া—বড় প্রলোভন—মানুষকে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ফেলবার জন্য মুহুর্মুহুঃ কম্পিতা বিজলী। ব্রাহ্মণ! মায়া পরিত্যাগ করুন আমাকে পরিত্যাগ করুন, মদ্রবংশের একমাত্র ভিত্তি—ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য করুন।

কঞ্চুকী। তবে আর আমি কি ব'লব মা! —হৃদয়ে একটা পর্ব্বতের ভার নিয়ে ফিরে চল্লুম।

সাবিত্রী। আশীর্ব্বাদ করুন, ফিরে আপনাদের যেন চরণ দর্শন ক'রতে পারি।

কঞ্চুকী। একান্ত মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, পিতার মর্য্যাদা রাখতে—বংশের মর্য্যাদা রাখ্‌তে—শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখ্‌তে—তুমি যেমন এই অতুল স্বার্থত্যাগ দেখালে,—কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—মর্য্যাদাময়ি! তোমা হ'তে যেন সমগ্র নারীজাতির মর্য্যাদা রক্ষা হয়। তা হ'লে আসি মা! তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় কাননের প্রান্তভাগে আমি এই সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত যানাদি নিয়ে অবস্থান করি।

[প্রস্থান।

সাবিত্রী। পিতার আদেশ শুনেই চ'লে এসেছি। কোথায় যাব, কি ক'রব—কিছুমাত্রই বিচার করবার অবকাশ পাইনি। এইবার বিষম পরীক্ষা! সম্মুখে গভীর বন—বিভীষিকা দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করবার জন্যই যেন, চারিদিকে প্রকাণ্ড বাহু বিস্তার ক'রে অর্দ্ধগগনভেদী মস্তক সঞ্চালনে, আমার গন্তব্যপথের মহাবিঘ্ন-স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য্যকিরণ প্রতিহত—সমস্ত পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে। এই পথে এখন আমায় একা চ'ল্‌তে হবে। সঙ্গে চিরহিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহাকেও পর্য্যন্ত নিরস্ত করলুম। দেবতাকে দেখ্‌তে

হ'লে ঐকান্তিকতার প্রয়োজন। সঙ্গরহিত না হতে পারলে সে একাগ্রতা আসে না। দেবতা দর্শনোদ্দেশে পথ চ'লেছি,—শাস্ত্রাদেশে নিঃসঙ্গ হয়েছি। তবে মন, আজ তুমি এত চিন্তাকাতর কেন? প্রফুল্ল হও—ইষ্টদেবতার স্মরণ কর। পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ—দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ—বর্ম্মস্বরূপ হ'য়ে তোমার অঙ্গের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন ক'রে আছে। মা মদ্রকুলের ইষ্টদেবী সাবিত্রী! তুমি স্বয়ং এই নির্জ্জন বনপথে আমার পথ প্রদর্শিকা হও।

(গীত।)

ভীষণ ঘন আঁধিয়ার।
জানি না কোথায় চলি, আলো কি আঁধার পরপার॥
চলিতে এসেছি চলেছি তাই,
নিরাশে কি ভাসি কূল কি পাই,
জানিতে নাই মা অধিকার;—
শুধু চলিতে এসেছি চলিয়া যাই
অভয় চরণ করিয়া সার॥

(অলিক্ষরার প্রবেশ)

অলি। পিতা বল্লেন—নবোদিত অরুণের কিরণমালা পুঞ্জীকৃতা হ'য়ে জীবনময়ী পুত্তলিকা-মূর্ত্তিতে এই বনপ্রান্তে বিচরণ ক'রছে। কিন্তু কই—কোথায়? এখনও যে আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি। আহা কি সুন্দর—কি সুন্দর! বনবিলাসিনি! এই দরিদ্রা ভগিনীর প্রতি কৃপা ক'র্‌তে এসে, দ্বারসমীপস্থা হ'য়ে বিলম্ব ক'রছ কেন? অদূরে এই গভীর বনাভ্যন্তরে আমার পিতা মহাতপা মাণ্ডব্য মুনির আশ্রম। এস, তোমাকে সে স্থানে নিয়ে যাই।

সাবিত্রী। আশ্রয়-রূপিণী কল্যাণি! আমি আশ্রয়দানযোগ্যা কি না, আপনি বিবেচনা করুণ।

অলি। তুমি রাজ্যেশ্বরীই হও, কি ভিখারিণীই হও—দেবীই হও কিংবা মানবীই হও—ব্রাহ্মণকন্যাই হও, কি চণ্ডালকুমারীই হও,—আমার আশ্রমসমীপে যখন নিরাশ্রয়ার মত বিচরণ ক'রছ, তখন তুমি আমার ইষ্টদেবী।

সাবিত্রী। দেবী—

অলি। ভগিনী—দেবী কেন?—এই ত তোমাতে আমাতে কি সম্বন্ধ, প্রকাশ ক'রে ব'ল্লুম। তবে সাংসারিক জীবনের যদি একটু মধুর আস্বাদ অনুভব ক'র্‌তে আমাকে অনুমতি কর, তা হ'লে তুমিও আমার দেবী নও, আমিও তোমার দেবী নই। আমার দুটী ভগিনী। আমি ব্রাহ্মণকন্যা—আর তুমি—

সাবিত্রী। ক্ষত্রিয়নন্দিনী।

অলি। সুতরাং আমি জ্যেষ্ঠা—আর তুমি কনিষ্ঠা। এস বোনটী আমার! কোন্ স্বপ্নরাজ্যের কোন্ স্বপ্নময় গগনের সোণার ফুল! ভূতলাবতীর্ণ হ'য়ে কৃপা ক'রে তোমার দুঃখিনী ভগিনীটিকে দেখা দিতে এসেছ! তোমায় কি আর আমি ছাড়্‌তে পারি। এস, সঙ্গে এস।

সাবিত্রী। ভগিনী! এ প্রাণ যদি তোমাকে দান ক'রবার আমার অধিকার থাক্‌ত, তা হ'লে এখনি তোমাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে চির-জীবনের জন্য তোমার দাসীত্ব গ্রহণ ক'র্‌তুম। এরূপ আনন্দ আমি জীবনে কখনও অনুভব করিনি। কি ব'ল্‌ব, আমি সঙ্কল্প ক'রে ইষ্ট-দেবের মন্দিরে আমার এ প্রাণ-পুষ্প উপহার দিতে চ'লেছি।

অলি। ভাল, আগে উৎসর্গ হোক্, তার পর আমি না হয় দেবতার দ্বারে এ পবিত্র নির্ম্মাল্যটী ভিক্ষা ক'রে নেবো। এখন ত সঙ্গে চল।

(গীত।)

পথহারা শুকতারা তুমি মধু-যামিনী-ফুল।
মধু-বাতাসে এসেছে ভেসে ক'রেছ আকুল।
(প্রাণ মন ক'রেছ অ কুল)
মুখ দেখে কাঁদে প্রাণ, জাগে অতীতের গান।
দূর তটিনীর সেই ছায়াভরা কূল।
(এস) বেঁধে আঁচলে, নে যাই চ'লে, জীবনভরা ভুল।

তৃতীয় দৃশ্য।

তপোবন-সান্নিধ্য।

তাপস-কুমারগণ।

১ম তা, কু। দেখ ভাই, আজ অনধ্যায়নের দিন। স্নতরাং যখন আচার্য্যগৃহে পাঠ নাই, তখন সকলে মিলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফল সংগ্রহ করা যাক। যেহেতু শাস্ত্রে ব'লেছে—ব্যাকরণের স্বত্রাদি দ্বারা ক্ষুধারূপ দুস্তর সাগর পার হওয়া যায় না।

২য় তা, কু। তাতে কিঞ্চিৎ হস্তপদ সঞ্চালনে বৃক্ষারোহণ ক'রতে হয়। আর পক্ক হরীতকী, বিভীতকী, আমলকী, দাড়িম্ব ইত্যাদি ফল—বদন ব্যাদান করত তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত ক'রতে হয়। তারপর একটীবার কোনও প্রকারে উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করতে পারলেই—

সকলে। দুস্তরা ক্ষুধা-সাগর পার।

১ম তা, কু। হাঁ হাঁ—ক'রলে কি—ক'রলে কি? একটা ব্যাকরণদুষ্ট কথা কয়ে ফেললে?—সাগরকে দুস্তরা ব'লে ফেললে?

২য় তা, কু। সর্ব্বনাশ! ব্যাকরণ-দোষ! ব্যাকরণ-দোষে সর্ব্ব নষ্ট—কাব্য নষ্ট, বিজ্ঞান নষ্ট, ক্ষুধা নষ্ট। ব্যাকরণদুষ্ট রসনা দিয়ে ফল আস্বাদন ক'রলেই অগ্নিমান্দ্য, অম্ল, অজীর্ণ, উদারাধ্মান, বিসূচিকা—

১ম তা, কু। এমন কি, সূতিকা পর্য্যন্ত হ'তে পারে।

সকলে। বেশ! তবে আমরা দুস্তর ক্ষুধা-সাগরের এপার।

২য় তা, কু। ওহে ভাই, তা হ'লে কিং-কর্ত্তব্য?

১ম তা, কু। কোন্ বনে প্রবেষ্টব্য।

২য় তা কু। আমি বলি কি আজ আর বনে প্রবেষ্টব্য নয়। আজকে চল কোন প্রতি-বাসীর আশ্রম বৃক্ষে।

১ম তা, কু। সে কি! তাতে যে অপহরণ করা হবে?

২য় তা, কু। আগে হ'লে অপহরণ হ'ত। এখন গুরুগৃহে যে শিক্ষালাভ ক'রেছি, তাতে অপহরণ আর হ'তেই পারে না।

১ম তা, কু। কি শিক্ষা লাভ ক'রেছ বল?

২য় তা, কু। শাস্ত্রশিক্ষা।

১ম তা, কু। বল—বল, এমন শাস্ত্রকথা শুনলে সদ্য ফললাভ করা যায়।

সকলে। শুধু ফল? ফলানি। যথা—ফলম্ ফলে ফলানি।

২য় তা, কু। তবে বলি শোন, শাস্ত্রটা গুরুমুখেই শ্রবণ করা হয়েছে!—এক দিন আমার আচার্য্য পথে যেতে যেতে একটী বৃক্ষে একটী স্নন্দর কাঁটাল ফল পক্কাবস্থায় দেখতে পান। যেমন সেই পক্ক ফল দর্শন, অমনি তাঁর রসনায় জল সঞ্চরণ। আমাকে আদেশ ক'র্‌লেন—বৎস, ক্ষুধা প্রবলা, জঠর-জ্বালা নিবারণ ক'রতে তুমি সত্বর ঐ বৃক্ষারোহণ ক'রে কণ্ঠাল ফলটী আনয়ন কর। আমি বললুম—প্রভু ওটী যে পরের সামগ্রী। এই কথা না শুনেই প্রভু ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ হয়ে, রোষকষায়িত-লোচনে আমাকে ব'ল্‌লেন—ওরে মূর্খ! এ সংসারে সব আপনার, পর কে? তুই যদি সত্বর ঐ ফল পেড়ে না নিয়ে আসিস, তা হ'লে

তৎক্ষণাৎ তোকে ভস্মীভূত ক'রব। কি করি, ভয়ে ভয়ে কাঁটালটী পেড়ে আনয়ন ক'রলেম। প্রভু অমনি ধ্যান-নিমীলিত চক্ষে সেই কাঁটালটী—কোষ, ভূতুড়ি, মায় আঁটীগুলি পর্য্যন্ত—সর্ব্বসমেত উদরস্থ ক'রে ফেল্‌লেন, আর বল্‌তে লাগলেন—"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাং।" এ আমার, ও পর; এসব লঘুচিত্ত লোকেই ব'লে থাকে। "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং!" যে সব লোক উদার, তাদের পৃথিবীশুদ্ধ লোক কুটুম্ব। সেই অবধি তাঁর প্রিয় শিষ্যও খং সামান্য উদারচরিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছেন। আজ কয়দিন ধ'রে বড়-কুটুম্বদের উদ্যান থেকে কাঁটাল, পেয়ারা, রসাল—এইগুলো দিয়েই উদরের জ্বালা নিবারণ ক'রে আসছেন।

সকলে। সাধু—সাধু—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

১ম তা, কু। এস আমরা সবাই মিলে আজ সেই পথই অবলম্বন করি।

২য় তা, কু। ওহে ভাই! দেখ দেখ, এক দম্পতী এদিকে আগমন ক'রছেন।

১ম তা, কু। সত্যই ত হে—এক জায়া-পতী—জম্পতী বা দম্পতী।

সকলে। ইতি নিপাতনাৎ সাধু।

২য় তা, কু। সুতরাং ওঁরা যখন নিপাতনে সিদ্ধ হয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই সাধু।

সকলে। সাধু—সাধু—

১ম তা কু। তবে এস আমরা সসম্ভ্রম ও সলজ্জ হ'য়ে দণ্ডায়মান হই।

(তুম্বুরু ও মালিনীর প্রবেশ)

তুম্বুরু। বুঝ্‌তে পেরেছিস্ বউ, আমরা কোথায় এসেছি? এই হ'চ্ছে সেই দেবতার আশ্রম।

মালিনী। প্রণাম কর। বল—বাবা আশ্রম আমি মা ষষ্ঠির দাস, আমায় বাঁচিয়ে রাখ। ওগো কারা সব ওখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখনা। ঐ বুঝি দেবতারা গো।

তুম্বুরু। দেবতার বাচ্ছা। ভয় নেই, এগিয়ে চল্। হাঁ দেবতা, বাবা ঠাকুরের আশ্রম এখান থেকে কতদূর?

১ম তা, কু। বাবা ঠাকুর! তাঁর আশ্রম?

২য় তা, কু। বাবা ঠাকুর! তিনি ত চিরকালই গাছের তলায় বাস করেন।

সকলে। বেল-তলায় সন্ধান কর।

মালিনী। ওগো এই যে বেশ সুপাত্র রয়েছে। এদের ভেতর থেকে একজনকে জিজ্ঞাসা কর না। দেখ না, যদি দিদিরাণীর বর এর ভেতর থেকে মেলে।

তুম্বুরু। ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছিস্ বউ! দেবতা, অধীনের একটা নিবেদন আছে। এই যে আমার সঙ্গে মেয়েটী দেখ্‌ছেন—আমি এটীর বর।

১ম তা, কু। আর ওটী তোমার কন্যা?

তুম্বুরু। আজ্ঞে সেটা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব দেবতা? আমি মুরুক্ষু—শাস্তর জানি না। শাস্তরে যদি বলে, তবে তাই।

১ম তা, কু। অবশ্য—ব্যাকরণ শাস্ত্র এ বিষয়ে তন্ন তন্ন ক'রে বলেছে।

২য় তা, কু। যথা—পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী—বর কন্যা।

১ম তা, কু। তা যা হোক, হাঁ সাধ্বী!

মালিনী। আজ্ঞে দেবতা আমি সাধ্বী নই—মালিনী! সাধ্বী আমার পিস্‌-শাশুড়ী।

২য় তা, কু। বেশ, বেশ। তা আপনার এ পথে কোথা গন্তব্য।

তুম্বুরু। কোন বিশেষ জায়গায় যে গন্তব্যা তা নয়।

১ম তা, কু। তা হ'লে ইতস্ততঃ ভ্রমণশীলা।

সকলে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া।

তুম্বুরু। হাঁ দেবতা, আপনাদের একটা কথা নিবেদন ক'রব ?

সকলে। কর।

তুম্বুরু। আপনারা কি বিবাহ করেননি দেবতা ?

১ম তা, কু। কি ? আমরা বিবাহ করিনি ?

২য় তা, কু। বিবাহ ? কোন্ বিবাহ ? বি পূর্ব্বক বহ ধাতু ঘঞ্ ?

তুম্বুরু। আজ্ঞে ঘং কি ঘড়্ ঘড়্, তা জানি না। তবে—বিবাহ।

১ম তা, কু। আমরা বিবাহ করিনি ?

সকলে। অষ্ট প্রহরই বি-বাহ করছি। আমরা বিবাহ করিনি ?

২য় তা, কু। গুরুগৃহে যা পাচ্ছি, তাই বিবাহ করছি। যজ্ঞকাষ্ঠ বি-বাহ করছি—অরণি উদুখল—কি না বি-বাহ করছি !

১ম তা, কু। এই ত তোমার ভার্য্যা পথ-ভ্রান্তা। তুমি বল, এখনি আমরা সবাই মিলে ওঁকে বি-বাহ ক'রে, আশ্রমে নিয়ে চ'লে যাই।

মালিনী। ওরে মিন্‌সে !

তুম্বুরু। হাঁ হাঁ—বুঝেছি, আর কেন ?

সকলে। তাই ভাল, এস সকলে আজ পুণ্য সঞ্চয় করি। এস সকলে মিলে ওঁকে বি-বাহ ক'রে নিয়ে যাই।

মালিনী। ও মিনসে। এ কোথায় এনে ফেল্লি ?

তুম্বুরু। রক্ষা করবার তরে—আমি নিজে আবার বিবাহ ক'র্‌ছি। আয় বউ, পালিয়ে আয়।

সকলে। সলজ্জা ভীতা চকিতনয়না পলায়িতা। [সকলের প্রস্থান।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)

মাণ্ডব্য। মায়ের অন্বেষণে যেমন আমি অস্থির হ'য়ে সমস্ত সংসার পরিভ্রমণ ক'রে বেড়িয়েছি, তেমনি মা আমার পতি দেবতার অন্বেষণে অস্থির হ'য়ে সন্তানের আশ্রমে ছুটে এসেছেন। পাছে ব্যথা লাগে ব'লে যে পায়ে রক্ত-চন্দন-চর্চ্চিত জবা-কুসুম অতি সাবধানে অঞ্জলি দিয়েছি, সেই চরণ আজ আশ্রমপথকণ্টকে ক্ষত বিক্ষত। শিরীষ-কুসুমের ন্যায় কোমল শয্যায় শয়ন ক'রেও যে মায়ের অঙ্গ নিষ্পীড়িত হয়েছে, তিনি আজ পর্য্যটনশ্রমে কাতর হ'য়ে তরুতলে ধূলিশয্যায় শয়ন করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে বেড়াচ্ছেন। বেশ হয়েছে—বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। হবে না—কষ্ট হবে না। শ্রীচরণের দর্শন দিতে তুমি যেমন সন্তানগণকে অনন্ত কাল ধ'রে কষ্ট দিয়ে আসছ, তার ফল পাবে না। ইষ্টদেবতার অনুসন্ধানে মানুষকে কত কষ্ট পেতে হয়, তা একবার বোঝ। কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আজীবন ধ্যান করে, অনাহারে দেহকে শুষ্ক—এমন কি বল্মীক-স্তূপে পরিণত ক'রেও তোমার দর্শন পায় না। নরদেহ-ধারিণি ! দেহীর সে দারুণ কষ্ট একবার হৃদয়ঙ্গম কর। দেখে একটু সমবেদনার আনন্দ অনুভব করি।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। প্রভু ! বলতে পারেন—এ স্থানে বিশ্রামযোগ্য স্থান কোথায় পাই ? এ কি ? আপনি ? প্রভু ! (প্রণাম)

মাণ্ডব্য। কেও—মা মদ্ররাজনন্দিনী ?

সাবিত্রী। হাঁ প্রভু !

মাণ্ডব্য। স্বামী-অন্বেষণার্থে এই স্থানেই এসে উপস্থিত হয়েছ ?

সাবিত্রী। দেবতার অবস্থানযোগ্য আর স্থান কই?

মাণ্ডব্য। স্বামী-দর্শনলাভ ঘটেছে?

সাবিত্রী। সত্বরেই ঘটবে বিশ্বাস। এ দাসী সতীর আশ্বাস ও আশ্রয় পেয়েছে!

মাণ্ডব্য। এত বিশ্বাস?

সাবিত্রী। সতী ধর্ম্মেও যদি বিশ্বাস স্থাপন না ক'রতে পারি, তা হ'লে কোন্ ধর্ম্মে বিশ্বাস করি প্রভু? তা হ'লে কোথায় দেবতা—কোথায় শাস্ত্র? ধর্ম্মনাশ কে করে? অধার্ম্মিকের শাস্তি কে দেয়? তা হ'লে কুলধর্ম্ম-নাশভয়ে পিতাই বা আমাকে ত্যাগ করবেন কেন? আমিই বা পিতা মাতার মমতা ছিন্ন ক'রে ঐশ্বর্য্যসম্ভোগের লীলাস্থল রাজপ্রসাদ পশ্চাতে ফেলে, বনে প্রবেশ ক'রব কেন?

মাণ্ডব্য। মা! চির-কৌমার্য্য-ব্রতাবলম্বী সংসারী আমি। সতী-ধর্ম্মের মর্য্যাদা আমি কি বুঝব? তবে অনুমানে এটা বুঝ্‌তে পারি—যার রোষরঞ্জিত কমললোচনের কটাক্ষে, যিনি বিধাতা—সর্ব্বজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা—সর্ব্বশক্তিমান—সেই ব্রহ্মার পুত্র যজ্ঞ-সভাস্থলে—সর্ব্বদেবতার সম্মুখে ছাগমুণ্ড লাভ ক'রেছিলেন,—তাঁর কৃপায় তাঁর আশ্বাসে কি না সাধিত হ'তে পারে? তাঁর অতিক্ষুদ্র প্রাণহীন কোমল অঙ্গের ভার একদিন ধরিত্রীরও অসহ্য হয়েছিল। তাই জগৎরক্ষার জন্য স্বয়ং নারায়ণ সহস্তে সুদর্শন চক্রে সেই অঙ্গ ছিন্ন বিছিন্ন ক'রেছিলেন। সেই এক একটী ছিন্ন অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে ভারতবর্ষে একপঞ্চাশৎ পীঠের সৃষ্টি ক'রেছে। ধরণীর যে যে স্থান সতী-দেহ স্পর্শ ক'রেছে, আজ সেখানে এক এক মহাতীর্থ। তাদের মৃত্তিকার কণায় কণায় পুঞ্জীকৃত ধর্ম্মরাশি!

সাবিত্রী। এমন স্থানে এসেও যদি ধর্ম্ম-লোপ হয়, তা হ'লে ধর্ম্মের লোপই—আমার চক্ষে মহাধর্ম্ম।

মাণ্ডব্য। তা মা, সেই সতী জননী আছেন কোথায়?

সাবিত্রী। আমাকে দেখে তাঁর যে আনন্দ হয়েছে, তাই তাঁর পতিকে উৎসর্গ ক'রতে, আমাকে এই স্থানে অপেক্ষা ক'রতে ব'লে চ'লে গেছেন। কিঞ্চিৎ ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল ব'লে কোন বিরামস্থানের অনুসন্ধান ক'রছিলুম।

মাণ্ডব্য। আপাততঃ ওই অশোক-মূলে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম কর। তার পর মা সাবিত্রী!—ব'লতে পারি না—এই অত্যল্প সময়ের পূর্ব্বে তোমার নিকটে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে এসেছি—সে রাজোচিত সেবা—আমি নিত্য ভিক্ষান্নভোজী ফলমূলাশী—সে ভোজনসুখ এক মুখে কেমন ক'রে বর্ণনা ক'রব মা? আমি তোমাকে কি ব'লে নিমন্ত্রণ ক'রব মা?—

সাবিত্রী। আমি যে দাসী প্রভু!

মাণ্ডব্য। বেশ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—অদ্যই তুমি সফলকামা হও। তার পর আমার আশ্রমে গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। যথাআজ্ঞা।

চতুর্থ দৃশ্য।

তপোবন।

অলিক্ষরা ও সনাতন।

সনা। বলি, আর কতদূর আমায় যেতে হবে?

অলি। আস্তে আস্তে। গোল ক'রো না। হয়ে এলো এলো হয়েছে।

সনা। হয়ে এলো এলো ক'রে ত এক-ক্রোশ পথ নিয়ে এলে!

অলি। তাতে কি হয়েছে—অলিক্ষরাকে যখন চোখে দেখনি, তখন যে হাতুড়াশে

একদণ্ডে কত বিশক্রোশ মেরে দিয়েছ—এখন এই সামান্য দেড়গজি ক্রোশ—এও তুমি স্ত্রীর হাত ধ'রে আসতে পার না?

সনা। আরে গেল, আমার যে ফল পাড়া হ'ল না।

অলি। তবে এত ক্ষণ ধ'রে পম্পা-সরোবর-তীরে কি ক'রছিলে?

সনা। জল-হিল্লোলে নীলপদ্মের লীলা দেখছিলুম।

অলি। কেন, নীলপদ্ম দেখে ত্রেতা যুগের কথা মনে প'ড়ে গেল নাকি? ওঃ! প্রভু একেবারে তন্ময়! চুল ধ'রে টানি, তবু প্রভুর সাড় নাই। একেবারে নিশ্চল—নিষ্কম্প! মাথা আর নড়ে না। যেন মাথায় গন্ধমাদনের ভার।

সনা। এ ত ভেলা বিপদ্!—ফল আনি।

অলি। গোল ক'রো না—সঙ্গে চল—একেবারে পুণ্যফল পর্য্যন্ত তোমাকে পাইয়ে দিচ্ছি।

সনা। বল কি?

অলি। ও আর বলাবলি কি!—তোমরা মজা ক'রে খাটবে খুটবে, আর আমরা একটু কষ্ট ক'রে তোমাদের জন্য একটু পুণ্যসঞ্চয় যদি না ক'রতে পারব, তবে শাস্ত্রে আমাদের সহধর্ম্মিণী ব'লবে কেন? নাও—আর একটুখানি পা চালিয়ে চল।

সনা। কোথায় যেতে হবে, না ব'ললে, সনাতন শর্ম্মা আর পাদমেকং ন গচ্ছতি।

অলি। যেতে হবে কেন? কোথাও যেতে হবে না। সঙ্গে যখন আমি রয়েছি, তখন আর যাওয়া হ'ল কোথায়? গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। আমার সঙ্গে পথে চলছ—সে ত ঘরেই আছ। প্রান্তরে তৃণশয্যায় আকাশ পানে চেয়ে গা ঢেলে প'ড়ে আছ—যেন স্বর্ণ অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় হাবুডুবু খাচ্ছ। গাছের ওপরা তুড়ুক তুড়ুক ক'রে লাফাচ্ছ—যেন নন্দনকাননের পরিজাত-কুঞ্জের দোদুল্যমান ফল।

সনা। আর তুমি সেই বৃক্ষের তলদেশে ভ্রমনশীলা রম্ভা।

অলি। না—এই যে দেখছি তোমার দিব্যজ্ঞান জন্মে গেছে? আমাকে একেবারে অপ্সরা ঠাউরে ফেল্লে। হোক না সে ভুবন-মোহিনী—রম্ভা স্বর্বেশ্যা—তুমি কিনা তার সঙ্গে আমার তুলনা ক'রলে?—তুমি কেন তার চেয়ে কোন পতিপরায়ণা চণ্ডালিনির সঙ্গে আমার তুলনা ক'রলে না? যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না।

সনা। ক্রোধ করো না—ক্রোধ করো না—রূপে তুমি রম্ভা, হৃদয়ে বিশ্বেশ্বরীর প্রাণ।

অলি। আবার রম্ভা—

সনা। মর্ত্তমান, মর্ত্তমান—রাগ কর কেন? আমি কোথায় তোমার জন্য দূর বনে আহারের অন্বেষণে কত পরিশ্রম ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর তুমি কিনা পতিবিয়োগ-বিধুরা হ'য়ে মনের সাধে দেশবিদেশে পরিভ্রমণ কচ্ছ?

অলি। তবে কি তোমার প্রত্যাশায় ঘরের ভেতরে আশাপথ চেয়ে বসে থাকতে হবে?

সনা। থাকবে না?

অলি। কেমন ক'রে থাকব প্রাণেশ্বর!—আমি যে পুঁটে একছটাকে বিরহিণী। কাজেই একটুমাত্র বিরহ পেলেই—গণ্ডূষ-জলমাত্রেণ শফরী ফর্‌ফরায়তে—অর্থাৎ চারিদিকে কিলির বিলির ক'রে ছুটে বেড়াই। গভীর বিরহের অগম জলের রুই কাৎলা বিরহিণী ত নই যে, কখনও কালে ভদ্রে—সরোবরের মাঝখান থেকে—ভড়ুম ক'রে একটা ঘাই মারবো।—নাও, চল—আর দূর নেই। যাক্ গল্প ক'রতে

ক'রতে—কথায় কথায় অনেক দূর এনে ফেলেছি। প্রভুর সখাটিকে অনেকক্ষণ সঙ্গীহারা ক'রেছি। দেখি সত্যবান সখার অদর্শনে কতক্ষণ পম্পা-সরোবরতীরে ব'সে থাক্‌তে পারে! এখনি তাকে আসতে হবে। চির সত্যাশ্রয়ী মহাত্মা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্য-প্রিয় সত্যবান্ ভিন্ন সাবিত্রীর যোগ্য স্বামী আর কে আছে? আমার প্রাণ ব'লছে যোগ্য পাত্র! পিতাও এ শুভ মিলন-কার্য্যে সাহায্য ক'রতে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। প্রজাপতি! এ শুভকার্য্যে আমার সহায় হও। এ শিবপার্ব্বতী-মিলন দেখে আমি জীবনকে ধন্য করি।

সনা। তবে সত্য কথা বলি অলিক্ষরা! সখাকে একলা পম্পাতীরে রেখে এসে কাজ ভাল করিনি। তুমি এত দূর আনবে জানলে তাকে সঙ্গে ক'রে আনতুম। জানইত, তার পিতা মাতা স্বল্পক্ষণ মাত্র তার অদর্শনেই কাতর হন। এই জন্য দূরদেশে ফল আহরণ ক'রতে নিষেধ করেন।

অলি। তা জানি; কিন্তু পিতৃস্নেহই বল—আর মাতৃস্নেহই বল—কমলকহ্লারের লীলাস্থল—পম্পার তীর থেকে টেনে আনব—এ দুইটী যোগ্য আকর্ষণ নয়। তার শোভার প্রলোভন থেকে ফিরিয়ে আনতে হ'লে—একটী সখী চাই।

সনা। স্বস্থানচ্যুত—বনবাসী—অন্ধ রাজার পুত্রকে কোন্ রাজা কন্যা-দানে স্বীকৃত হবে অলিক্ষরা?

অলি। আর আমি যদি একটী পাত্রী যোগাড় ক'রে দিই?

সনা। অসম্ভব! তুমি বনবাসিনী—তুমি রাজাদের অভিমান বুঝ্‌বে কি?

অলি। যদি দিই?

সনা। তা হ'লে অলিক্ষরা! তোমাকে জটায় বেঁধে, মহেশ্বরের মতন আমি একবার ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই।

অলি। বস্, শুনে একেবারে অঙ্গ জল!

সনা। আহা! এ অঙ্গ কবে জল হবে অলিক্ষরা? তা হ'লে এ পুণ্য জলতরঙ্গ জটায় বেঁধে, ভাঙ্গড় ভোলানাথের মতন আমি চির-জীবন নেশায় বোঁদ হ'য়ে ব'সে থাকি।

অলি। নাও, তামাসা রাখ। রেখে এক-বার ওদিক পানে চেয়ে দেখ দেখি। দেখ দেখি ওখানে—ওই দূরে মাল্যবান্ পর্ব্বতের অধিত্যকায়,—কি একটী অপূর্ব্ব সামগ্রী অবস্থান ক'রছে।

সনা। কই? কোথায় কি? কিছুই ত দে'খতে পাচ্ছি না।

অলি। দেখ্‌তে পাচ্ছ না! সেকি?—ওই অশোক তরুচ্ছায়ায় অবস্থিত। যেন মাল্যবানের গলদেশে নন্দনবিচ্যুতা সন্তানিকের মালা! দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। সনাতন—সনাতন—সখা! দেখেছ? এমন অদ্ভুত প্রকৃতিলীলা আর কখন কি দেখেছ?

সনা। কি সখা? কোথায় সখা?

সত্য। পম্পাতীরে। অদ্ভুত—অদ্ভুত!—শীঘ্র এস—দেখ্‌বে এস।

সনা। কি দেখ্‌বো?

সত্য। বল্‌তে পারব না—কিছুই ব'লতে পারব না। ভাষায় সে সৌন্দর্য্যবর্ণনার সংস্থান নাই। ব'ল্লে বৈচিত্র্য ভেঙ্গে যাবে—শীঘ্র দেখ্‌বে এস।—কোথায় কিছু নেই—অকস্মাৎ পম্পা যেন এক নূতন প্রাণে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে! পম্পার সেই অগণ্য শ্বেত শতদল কে যেন সহসা সিন্দুর রাগে রঞ্জিত ক'রে দিয়েছে। হিল্লোলে ঝঙ্কার—ভ্রমণে ঝঙ্কার—পম্পাতীরের তরুলতা

সহসা ফলিত ও কুসুমিত হয়ে অগণ্য পক্ষীর ঝঙ্কারে মুখরিত।

অলি। শুধু এই! এ ত আমরা গেলেও দেখ্‌তে পাই। আমি মনে ক'র্‌লুম—না জানি আরও কত কি দেখেছ! শুধু এই দেখে উন্মাদের মত ছুটে এলে?

সত্য। আর দেখেছি—কিন্তু সে কি দেখ্‌লুম? সেই স্বচ্ছ পম্পা-হৃদয় আলো ক'রে গভীর জলাভ্যন্তরে, অশোকমূলসিংহাসনে ধ্যানস্তিমিত নেত্রা—অলিক্ষরে! আমি কি দেখ্‌লুম?

অলি। বুঝি কোন দেবীমূর্ত্তির ছায়া।

সনা। এসব কি কথা সখা?—এসব কি কথা অলিক্ষরা?—একি! একি! সখা সত্যবান্ একি অদ্ভুত? দেখ দেখ সহসা অকালে অশোক-তরু মঞ্জরিত হ'য়ে উঠলো।

সত্য। সেই—সেই। যেন দেখা—কত দেখা। দণ্ডে দণ্ডে—পলে পলে—অবিচ্ছন্ন মিলনে কত দেখা! কত মাথামাখি! দূরে—অতি দূরে—পৃথিবীর সীমার পারে—পূর্ব্বাচল-শিখরে কত দেখা। সেই চিরমধুময়ী দামিনী-লতা—কত মাথামাখি। সনাতন—সনাতন—ভাই। কোথায় তুমি?

অলি। কি সখা। দিগ্‌ভ্রম হয়ে গেল নাকি।

সত্য। আমি কোথায়? এখানে—এত-দূরে? কেন? তুমি কোথায়? এখানে—এত-দূরে? কেন?

অলি। কাকে ব'ল্‌ছ সখা?

সনা। একি! একি! এ তুমি কি ব'লছ সখা?

সত্য। মোহিনী—মোহিনী! কোন মহা প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়ে, সংসারের কঠিন মৃত্তিকায়, শশিকলা আবৃতা ক'র্‌তে এত দূরে চ'লে এসেছে? [প্রস্থান।

সনা। ও সখা। ও সখা! কোথায় যাও? কি হল! কি দেখলে?

অলি। এখানে দাঁড়িয়ে, সখা সখা ক'রে চীৎকার ক'রে হাত পা ছুঁড়লে কি হবে? সঙ্গে যাও—ছুটে যাও—ধর। ব্যাপার কি সংবাদ নাও, প্রতিকার কর।

[সনাতনের প্রস্থান।

[পট-পরিবর্ত্তন।]

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ।)

মাণ্ডব্য। অলিক্ষরা—মা আমার! দেখছ কি—

আমূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রং সপল্লবং পুষ্পচয়ং দধানাঃ।
কুর্ব্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাং॥

মূল থেকে আরম্ভ ক'রে অকালে মুকুলিত অশোক কোন পুণ্যময়ী বরবর্ণিনীর শুভাগমন সূচিত ক'রেছে—একবার দর্শন কর। দেখ দেখ চারিদিক দেখ। করবীর-বন, জবা-বন, কুন্দ, মালতী, সেফালিকা নবপ্রফুল্ল পুষ্পভারে অবসন্না—যেন চারুরূপা বরাঙ্গনাগণ বরণ-ডালা মাথায় লয়ে, কোন নববধূর গৃহপ্রবেশপ্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে! বিক্ষুব্ধ জলনিধির হৃদয়োচ্ছ্বাস শুভ্রজলদ-মূর্ত্তিতে সমস্ত মাল্যবান্ শৈলকে আবৃত ক'রে পর্ব্বতনন্দিনীর মস্তকে ছত্রস্বরূপ হয়ে অবস্থান ক'র্‌ছে! দেখ মা—চেয়ে দেখ।

অলি। পিতা! এ সমস্তই ত আপনার আনন্দময় বিশাল হৃদয়ের প্রতিবিম্ব।

মাণ্ডব্য। যাও মা কল্যাণময়ি! চির-আকাঙ্ক্ষিতের ক্ষণিক দর্শনে অবসন্না মাকে আমার জাগরিত ক'রে আশ্রমে নিয়ে এস।

[প্রস্থান

অলি। (অগ্রসর হইয়া) সাবিত্রী—সাবিত্রী! উঠ—বেলা হয়েছে—আশ্রমে চল।

সাবিত্রী। (উঠিয়া) চল ভগিনি—গুরুর পদারবিন্দে সর্ব্বাঙ্গ অঙ্কিত করে জীবন সার্থক করি।

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

নারদ ও মাণ্ডব্য।

নারদ। তাই ত বলি, সম্মুখে একটা অন্ধকারের জাল ফেলে কে আমার ভবিষ্যদৃষ্টি রোধ করে বসে আছে। কুলপালিনী—ত্রিসন্ধ্যারূপিণী—তুমি? পতিব্রতা-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য মা আমার ধরায় অবতীর্ণা—মদ্ররাজ গৃহে প্রচ্ছন্নবেশে ষোল বৎসর কুমারী মূর্ত্তিতে অবস্থান ক'র্‌ছেন; এ ষোল বৎসরের ভিতর একটী দিনের জন্যও আমাকে কৃপা ক'রবার অবকাশ পাননি। রাজা অশ্বপতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমার স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। পাছে আমি ভুলে কোন দিন এ পথে পদার্পণ করি; পাছে কন্যাদায়গ্রস্ত রাজা, কন্যার পাত্রানুসন্ধানের জন্য আমাকে অনুরোধ করে বসেন! এবারে তোমারই অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। মা এবারে পতিনির্ব্বাচনের ভার তোমারই উপর প্রদান করেছেন। মাণ্ডব্য! মায়ের চিরসেবক—গায়ত্রী-সাধক—তুমি আমার পরমাত্মীয়! সুতরাং যোগ্য ব্যক্তিতেই এ ভার সমর্পিত। আত্মীয়—প্রিয়—তপস্বিপ্রধান! তোমার এ সৌভাগ্য আমি নিজেরই সৌভাগ্য জ্ঞান করি। তাই বা কেন? আমি নিজে এ এ ভার প্রাপ্ত হলে যত না আনন্দিত হতুম, তোমার পাওয়ায় তা হতে শতগুণ আনন্দ লাভ করেছি। থাক্, এখানে আর বেটীর সঙ্গে দেখা কর্‌ব না। দেখা, একেবারে তার পিতৃভবনে মদ্ররাজ সম্মুখেই করা যাবে। পাথ আর তার গমনের বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়াব না। বৎস! কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি—তুমি সফলকাম হও।

মাণ্ডব্য। মায়ের কৃপায় আপনি একবার শিবশক্তি-মিলনের অধিকার পেয়েছিলেন। দক্ষমুখে পতিনিন্দা শুনে যে দিন সতী অভিমানে দেহত্যাগ করেন, সতীবিয়োগকাতর উন্মত্ত ভোলানাথকে প্রকৃতিস্থ দেখ্‌বার জন্য, মায়ের অনুসন্ধানে আপনি একবার ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করেছিলেন। সে দিন আপনার কি দিন!—যে দিন নগেন্দ্রকন্দরে কুসুমিত কুঞ্জবন মধ্যে সখীগণ-পরিবৃতা শিবার্চ্চন-নিরতা আনন্দময়ীকে আপনি প্রথম দর্শন করেন,—প্রভু, সেদিন আপনার কি দিন! শৈলশিখরের সুধাহিল্লোলময় সরোবরতীরে অগণ্য-শ্বেত-শতদল-পরিমল-নিষেবিতা কমলেশ্বরী নগেন্দ্রনন্দিনী অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী যেদিন, দুর্ব্বা চন্দন বিল্বপত্র করপল্লবে—অর্ঘ্যগ্রহণ ক'রে—নিমীলিত নয়নে শিব শিব শব্দে সমস্ত মেদিনী কলঝঙ্কারে মুখরিত ক'রে ছিলেন, বীণাধর! তখন আপনি আত্মবিস্মৃতা জননীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃত—চিত্রপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল। স্মরণেই যে মহাভাগ, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে!

নারদ। ঋষিরাজ, তুমিই বা দেখ্‌তে বাকি রাখলে কই? অভাগ্য আমি অভিমানান্ধ চক্ষে মায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়েও যা দেখ্‌তে পাইনি,—অতুল লাবণ্যময়ীর সে সময়ের সমস্ত সৌন্দর্য্য এইমাত্র তোমার মানসচক্ষের আয়ত্তীভূত হয়েছে। আমি তোমার কৃপায় আবার দেখতে পাচ্ছি—যা তখন দেখিনি, তাও দেখ্‌তে পাচ্ছি। সেই বহু দূরের—যুগ যুগান্তরের—ভক্তিবিনম্রা

উমাশশীর জলভারাক্রান্ত নয়ন যেদিন শৈল-শিখরে অমিয়-নির্ঝরিণীর সৃষ্টি ক'রেছে—ঋষি-রাজ, তোমার কৃপায় শতগুণ সৌন্দর্য্যে সে শোভা আমার মানসপটে অঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। তুমি ধন্য! আবার বলি—তুমি ধন্য!!

মাণ্ডব্য। আমি আপনার শিষ্য—দাস! দেবর্ষি, যাঁর নামস্মরণে মানব-হৃদয়ে ভক্তিরস প্রবাহিত হয়, আমি ভাগ্যবশে আজ সেই আপনার শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত। যদি কিছু দেখ্‌তে পাই, সে আপনার ওই শ্রীচরণেরই কৃপায় বই ত নয়।

নারদ। ভাগ্যবান্‌, তুমি আজ প্রত্যক্ষে পরোক্ষে মায়ের চরণ দর্শন ক'রছ। শুধু তাই নয়,—আমি অষ্টমী গৌরীর ঘটকালী করেছি, তুমি ষোড়শী অম্বিকার স্বামি-সম্মিলনের ব্যবস্থা ক'রছ। আমার সময়ে বেটী কচি আট বছরের মেয়ে—চঞ্চলা—সংসারের কোন কথাই জানে না, বোঝে না—তোমার সময়ে বেটী ষোড়শী, ধীরা গম্ভীরা জ্ঞানময়ী মাতৃরূপিণী। আমার সময়ে মা অস্ফুটন্ত কমলকোরক; আর তোমার সময়ে মা আমার সহস্রদলে প্রস্ফুটিতা ভুবনব্যাপি-সৌরভময়ী। আমার সময়ে যোগেশ্বর মায়ের অনুসন্ধানে সহস্রক্রোশ দূরে যোগাসনে উপবিষ্ট; আর তোমার সময়ে যোগেশ্বরী নিজেই পতি-অন্বেষণে নিরতা। ঋষিরাজ, তবে আমাদের মধ্যে অধিক ভাগ্যবান্‌ কে?

মাণ্ডব্য। আমি কি এ শিব-শক্তি-মিলনের যোগ্য ঘটক?

নারদ। নিশ্চয়, নইলে মা খুঁজে খুঁজে তোমাকেই বা এসে ধ'রবেন কেন? ভক্তিরসের আধার—মায়ের প্রিয়সেবক—তুমি যোগ্য নও! তবে যোগ্য কে? তাহ'লে ঋষিরাজ, আমাকে অনুমতি কর, আমি বিদায় হই। যখন এতদূরে এসেছি, তখন আর মাকে না দেখে কেমন ক'রে ফিরব। মাকে দেখবার জন্য প্রাণ আমার বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে।

মাণ্ডব্য। এ কথায় আমি আর কি ব'লব, আপনার সঙ্গসুখ—স্বর্গসুখ হ'তেও মধুর। দেবর্ষে! সে যে চিরদিনের উপভোগ্য সামগ্রী। চিরদিন পাশে থাক্‌লেও যে, এ সুখসাধ মেটবার নয়। আপনার ইচ্ছায় বাধা দিই, আমার এমন শক্তি কি? তা হ'লে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

(প্রস্থানোন্মত নারদ—সম্মুখে তুম্বুরু ও মালিনীর প্রবেশ।)

তুম্বুরু। বস্‌! এইবারে বেঁচে গেছিস, আর ভয় নেই। নে, এইবারে এই ঠাকুরকে মনোযোগ দিয়ে প্রণাম কর্‌! ঠাকুর দয়াময়,—তোকে এখনি এই গোলক-ধাঁধা থেকে বা'র ক'রে নিয়ে যাবে এখন।

মালিনী। বাবা ঠাকুর, প্রণাম হই।

[উভয়ের প্রণাম।

নারদ। কে তুমি ভদ্রে?

মালিনী। না বাবা ঠাকুর, আমরা ভদ্রে নই—শূদ্রে।

নারদ। ভাল, তোমরা এখানে কি ক'রতে এসেছ।

তুম্বুরু। আজ্ঞে, আমরা ছুটোছুটি ক'রতে এসেছি।

নারদ। ছুটোছুটি আমরা সবাই ক'রতে এসেছি।

তুম্বুরু। য়্যা—বল কি দেবতা! তুমি শুদ্ধ, ছুটোছুটি ক'রছ!

নারদ। আমি শুধু কেন, সমস্ত সংসার ছুটোছুটি ক'রছে।

তুম্বুরু। হ্যাঁ—ও বউ!

মালিনী। তাই ত গো! তাহ'লে আমাদের সংসার?

তুম্বুরু। আর সংসার! সে ত একখানা কুঁড়ে ঘর; সে এতক্ষণ ছুটোছুটি ক'রে, কার পাঁদাড়ে হয় ত হাড় গোড় মুচড়ে প'ড়ে আছে।

নারদ। কোথায় যাবে?

তুম্বুরু। আর কোথায় যাব! যে সংবাদ দিলে, তাতে ত যাবার দফা রফা।

নারদ। ভাল, কোথায় যেতে চা'ও বল? আমি তোমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।

মালিনী। গিয়ে কি ক'রব দেবতা! আমি অবলা,—সংসারের সঙ্গে ছুটতে পারব কেন?

নারদ। (স্বগত) হেঁয়ালিতে কথা কইতে গিয়ে দেখ্‌ছি বিপদ ক'রে ব'সেছি। (প্রকাশ্যে) তোমাদের যাতে না ছুটতে হয়, তার উপায় ক'রে দেব। এখন চল,—কোথায় যাবে বল, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই।

তুম্বুরু। আমি চ'ল্লে কি হবে দেবতা! বউ কি আমার আর চলতে পারবে?

নারদ। আমি এমন ক'রে তোমার বউকে নিয়ে যাব যে, বউ তোমার পথের কোনও কষ্ট টের পাবে না।

মালিনী। তা হ'লে কি বাবাঠাকুর তুমিও আমাকে বিবাহ করে নিয়ে যাবে?

নারদ। বিবাহ ক'রব কি?

তুম্বুরু। তোমায় কি বিবাহ ক'র্‌তে ব'ল্‌তে পারি দেবতা! আমার সতী লক্ষ্মী স্ত্রী তোমার কাঁধে চাপিয়ে কি মেরে ফেলব?

নারদ। ওঃ। বি—বাহ।

তুম্বুরু। আজ্ঞে, বি—পুর্ব্বে দিয়ে বয়ের হাতে ঘড়র্ ঘড়র্।

নারদ। ঘড়র্—ঘড়র্ কি?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, তারা ব'লেছিল ঘং; কিন্তু আমি এখন দেখছি ঘড়র্ ঘড়র্।

মালিনী। আর ঘড়র্ ঘড়র্‌ও নেই দেবতা এখন সাঁই সাঁই—ছুটোছুটী ক'রে এখন গলা সাঁই সাঁই ক'রছে।

নারদ। বি-বাহ! বিশেষ প্রকারে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া।

তুম্বুরু। হাঁ দেবতা! তোমার ঢেঁকিকে হুকুম কর, সে আমাদের বিবাহ ক'রে নিয়ে যাক্।

নারদ। সে যা ভাল বিবেচনা হয় করা যাবে এখন। এখন কোথায় যাবে বল?

তুম্বুরু। মদ্রদেশে।

নারদ। তোমরা কি রাজকুমারী সাবিত্রীর সঙ্গে এসেছিলে?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, সঙ্গে আসিনি। আমরা এসে দেখি রাজকুমারী এখানে! সেই বাবাঠাকুর, রাজকুমারী আর তার বরকে দেখাবে ব'লে, আমাদের এখানে আস্‌তে বলেন।

মালিনী। এসে রাজকুমারীকেও দেখলুম, আর তার বরকেও দেখ্‌লুম। কিন্তু বে দেখ্‌লুম না। কেবল মালা গেঁথে ঘুরে বেড়ালুম।

নারদ। তোমরা মালাকার?

মালিনী। হাঁ দেবতা, আমি আর আমার সোয়ামী—দুজনে রাজকুমারীর শিবপূজোর ফুল যোগাতুম।

নারদ। বটে! তবে ত তোমরা ভাগ্যবতী ভাগ্যবান।

তুম্বুরু। আজ্ঞে আগে বাণ ছিলুম, এখ দিদিরাণীর ব্যাপার দেখে তেউড়ে ধনুক হ'য়ে গেছি! বর দেখ্‌লে, আমাদেরও দেখ্‌লে কিন্তু বে ক'রলে না!

মালিনী। আমাদের মালাও নিলে না।

নারদ। বোধ হয় এখনও সময় হয়নি।

তুম্বুরু। দেখ দেবতা, অভিমানে আর আমরা দিদিরাণীর সঙ্গে কথা কইনি।

মালিনী। দিদিরাণী সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছেল, আমরা যাইনি।

নারদ। মালা কি ক'রলে?

মালিনী। দিদিরাণী যখন নিলে না, তখন করি কি, মালা সঙ্গে নিয়ে চ'লেছি।

নারদ। কই দেখি। (মালিনীর মালা প্রদর্শন) বাঃ বাঃ! এখনও ত অটুট রয়েছে মা!

তুম্বুরু। কি! এ মালা শুকুবে? দিদিরাণী আর বরের নামে গাঁথা মালা—এ মালা শুকুবে? তা হ'লে দিদিরাণীর মুখ দেখব না।

মালিনী। কি! এ মালা শুকুবে? এ মালা শুকুলে আমরা দুজনে জলে ঝাঁপ দেব না।

নারদ। না না, শুকুবে কি! সাগর শুষ্ক হবে, সহস্র সূর্য্য কিরণবিতরণে নিষ্প্রভ হবে, তথাপি তোমাদের রচিত এ মালা শুকুবে না। দেখ মা, এখনও গলদেশে ধারণের সময় হয়নি ব'লে তোমাদের দিদিরাণী এ মালা গ্রহণ করেনি। এক বৎসর পরে সেই সময় আসবে, তখন চিরদিনের জন্য অটুট সৌরভে এই মালা তোমার দিদিরাণী ও তার বরের গলদেশে আশ্রয় ক'র্‌বে। এখন আমার সঙ্গে চল।

[প্রস্থান।

গীত

পিরীতি লাঞ্ছনা অতি মনোব্যথা কারে কই।
তার, কাছে রাখা দূরে থাকা কিছু না যাতনা বই।
রয় যদি সে দূরে দূরে প্রাণ জলে বিরহ জ্বরে,
কাছে এনে রাখলে পরে হই তপ্ত খোলায় ভাজা খই।
মালকে কামিনী ফুল, দূরে থেকে হয় প্রাণাকুল
ছুঁতে গেলে বেজায় ঝুল, সেন পাকা ধানে মই।
দেখতে যেন দুধের বাটী সরপুরিকা পরিপাটী
হাতটি দিলে হয়লো খাটি, বাপ-তাড়ান টকো দই।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজবাটী।

নারদ ও অশ্বপতি।

নারদ। মহারাজ, তোমার গুণে দেব দানব গন্ধর্ব্ব সকলেই মুগ্ধ; আমিও যে তোমার ভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে তোমাকে দেখতে এসেছি, এতে বিস্মিত হবার কি আছে? তুমি রাজর্ষি জনকের তুল্য নিষ্কাম সংসারী। রাজর্ষি জনকের কাছে জ্ঞানশিক্ষার্থ আমি একদিন নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েছিলুম। সেই মহাত্মার কাছে আমি যে শিক্ষা লাভ ক'রেছিলুম, আমি একদিনের যোগসাধনায় তার শতাংশের একাংশও শিক্ষা পাইনি। সুতরাং তোমার এখানে আগমনে আমারও যে কিছু স্বার্থ নেই, এটা বোধ ক'রো না। মহারাজ! তুমি মহাপ্রাণ—যোগীরও পূজ্য। তোমার রাজ্য—ধর্ম্মরাজ্য, প্রজা—চিরসুখী, কালে পর্জ্জন্য বর্ষণশীল, পৃথিবী শস্যশালিনী—চির শ্যামলা। স্ত্রী মালবী—যেন স্বয়ং সতী-জননী প্রসূতি। পুণ্য তীর্থের ন্যায় —তোমার রাজ্য দর্শনেও পুণ্য সঞ্চিত হয়।

অশ্ব। বহু বৎসর আপনার এ দাসের গৃহে পদধূলি পড়েনি। নিজ গুণে আমাকে এই যে সুমিষ্ট বাক্য দ্বারা পরিতুষ্ট ক'রলেন, আমি যদি এ সমস্ত গুণের কণা মাত্রেরও অধিকারী হ'য়ে থাকি, তাও শুধু আপনার শ্রীচরণের কৃপায়। সুতরাং আমার গার্হস্থ জীবনে যদি কিছু ধর্ম্ম সঞ্চিত হ'য়ে থাকে, সে সমস্তের অধিকারী আপনি। আমি আপনার চরণ ধ্যান ক'রে সে সমস্তই আপনাতেই সমর্পিত করি, আপনি গ্রহণ

করুন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত গুরুদেব! যদি রাজ-বংশে কিছুমাত্রও অধর্ম্ম স্পর্শ করে, অনুমতি করুন, শুদ্ধমাত্র আমি যেন তার ফলভোগ করি। দয়াময়, একটী ভিক্ষা—এইটী দেখ্‌বেন—যেন আমার পিতৃপুরুষকে সে পাপ স্পর্শ না করে।

নারদ। সে কি, তোমার বংশে পাপস্পর্শ? আবার সে পাপের কিনা তোমা হ'তে উৎপত্তি হবে? এ যে অসম্ভব কথা মহারাজ!

অশ্ব। প্রভু, আপনাকে উপদেশচ্ছলে কোন কথা কওয়া ধৃষ্টতা। আপনি জানেন না,—এ কথা মনেও বিশ্বাস করা উন্মত্ততা। দয়াময়, মদ্রবংশে এক মহান্ অনর্থ সংঘটিত হবার উপক্রম হ'য়েছে। ত্রিরাত্র মধ্যে আমাকে এক দারুণ পাপ অধিকার ক'র্‌বে। এই আশঙ্কায় আমি বড় ভীত হ'য়ে আছি।

নারদ। ব'ল্‌তে যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে কথাটা কি শুনতে পাই না কি?

অশ্ব। কিন্তু ভয়—কেন ভয়? আমার এই সঙ্কট সময়ে ভবভয়হারী স্বয়ং ভগবান্ আমার কাছে। মোহান্ধ আমি—তাই ভীত হ'চ্ছি। এই ভীতিপ্রকাশেই আমাতে পাপস্পর্শ ক'র্‌ছে।

নারদ। এমনি ভক্তিবানই তুমি বটে! মহারাজ, তোমার পবিত্র হৃদয়ে যদি কখন পাপ স্পর্শ করে, আমার বিশ্বাস—সে পাপ স্পর্শমাত্র তবু তীর্থভ্রমণরূপ মহাপুণ্যে পরিণত হবে। কিন্তু মহারাজ! বিষয়টা কি, জান্‌বার ইচ্ছা হয়েছে যে।

(বেগে মালবীর প্রবেশ)

মালবী। মহারাজ! মহারাজ! সাবিত্রী আমার ফিরে আস্‌ছে। কে—প্রভু!—দয়াময়!—আপনি? তাইত বলি, আমার এ সৌভাগ্য কে আন্‌লে? আমার নয়নের নিধি—আজ আবার আমার সংসার আনন্দময় ক'র্‌তে ফিরে আসছে। আমার হারানিধিকে কে ফিরিয়ে এনে দেয়—কে তাকে ফিরিয়ে আনালে। তুমি—দয়াময়—তুমি না হ'লে এ অঘটন কে ঘটায়? আর ভয় কেন মহারাজ! স্বয়ং অভয়দাতা নারায়ণ আপনার সম্মুখে। কৃপাসিন্ধু! কৃপা কর; এই দেখুন আমার এই সুখের সংসার এতক্ষণ অন্ধকার ছিল। যোগিরাজ তুল্য অটল অচল মহানুভব হয়েও, স্বামী আমার কন্যা-বিয়োগে বালকের ন্যায় দিবারাত্র অশ্রুজল বর্ষণ ক'রছিলেন। সে আনন্দময়ী মা আমার, আবার আমার ঘর আলো ক'র্‌তে ফিরে আসছে। কৃপানিধান! দয়া ক'রে মদ্ররাজ-গৃহের চারিধারে তোমার চরণরেণুর একটা গণ্ডী দিয়ে যাও,—আর যেন কোনও ক্রমে আমার ঘরে নিরানন্দ না প্রবেশ করে!

নারদ। কন্যা—কি ব'লছ? নিরানন্দের কথা কি ব'লছ? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না মা!

মালবী। কেন প্রভু! জ্ঞানের চাপে ভিম-রতি হয়ে গেছেন নাকি? সে দিন এক প্রভু এলেন, তিনিও কিছু জানেন না; আপনি এলেন, আপনিও কিছু জানেন না। অথচ বিপদ বুঝে, একটী একটী ক'রে ধীরে ধীরে এসে এখানে পদধূলি দিচ্ছেন। বলি, সমস্ত জগতে জ্ঞান বিলিয়ে নিজের জ্ঞানের ঘর খালি ক'রে ফেলে-ছেন নাকি? তা বেশ—বুঝতে পারুন আর নাই পারুন, মন্ত্রীরূপে আমার স্বামীকে দুটো একটা সৎপরামর্শও ত দিতে পারেন। তাতে ত আর আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বোঝবার দরকার হবে না। দয়াময়! রক্ষা করুন। মন্ত্রণায়, আশী-র্বাদে, দাস দাসীর হিতকর কার্য্যে মদ্রবংশের ধর্ম্ম রক্ষা করুন। কন্যা আমার ফিরে আসছে—ত্রিরাত্র অরণ্যবাস ক'রে আবার রাজধানীতে

ফিরে আসছে। শুভ সংবাদ কি অশুভ সংবাদ ল'য়ে ফিরে আসছে, তা ব'লতে পারি না। প্রাণ কাঁপছে! একমাত্র নন্দিনী—কুলের প্রদীপ-স্বরূপা—তথাপি তাকে প্রত্যাগমন ক'রে আনতেও প্রাণ কাঁপছে! ভবভয়হারি! ভয় দূর করুন—কিছুক্ষণের জন্য মাতৃহৃদয়ের, সন্তাপ-জনিত আশঙ্কা উদ্বেগের সহস্র তরঙ্গ, আপনার বিশাল হৃদয়ে ধারণ করুন—সন্তানের জন্য মায়ের প্রাণ কি করে বুঝুন—বুঝে অভাগিনী মাকে রক্ষা করুন। ভয় করছে—আমার বড় ভয় করছে—মাকে যে বক্ষে ধ'রে চুম্বন ক'রব, তা পরের কথা—মায়ের মুখের দিকে চাইতেও আমার সাহস হচ্ছে না।

নারদ। মা আসছেন—এই সন্তানকে কৃপা ক'রে দেখা দিতে আসছেন। আহা কি রূপ! ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে সুধাময়ি! একি নিতুই-নব মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছ! পাগল ভোলাকে ভোলাতে তোর এত রূপ কেন মা! তিনি যে তোর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখলেও প্রেমানন্দে ধরায় বিলুণ্ঠিত হন!

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

মালবী। মা আমার! সম্মুখে তোমার মদ্রবংশের কুলগুরু—দেবর্ষি নারদ। অগ্রে তাঁকে প্রনাম কর। (সাবিত্রীর প্রনাম)।

নারদ। কন্যাটিকে কুমারি দেখছি না মহারাজ?

অশ্ব। হাঁ প্রভু! কন্যা আমার এখনও কুমারী।

নারদ। এ কন্যা কোথায় গিয়াছিলেন, কোথা হ'তেই বা আগমন ক'রলেন? আর এমন যুবতী কন্যাকে তুমি স্বামীহস্তে সম্প্রদান ক'রছ না কেন?

অশ্ব। ইনি এই কার্য্যের জন্যই প্রেরিতা হয়েছিলেন, সম্প্রতি এই আগমন ক'রলেন। ইনি যে ভর্ত্তাকে বরণ ক'রেছেন, আপনি কন্যার কাছেই তার বৃত্তান্ত শ্রবন করুণ। মা আমার! কি ক'রে এলে, না এলে, দেবর্ষির কাছে বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর।

সাবিত্রী। পিতৃবাক্য আর দেববাক্য উভয়ই তুল্য। সুতরাং প্রতিগ্রহ না ক'রলে ধর্ম্মে পতিত হ'তে হয়। দেব! পিতৃকর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে আপনাকে নিবেদন করি শ্রবণ করুন।—শাল্যদেশে দ্যুমৎসেন নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয়ভূপতি ছিলেন। কালক্রমে তিনি অন্ধ হয়ে পড়েন। যে সময় এই ধীমান্ মহীপতির নয়ন বিনষ্ট হয়, তখন তাঁর পুত্র নিতান্ত বালক। সুতরাং নিকটবর্ত্তী কোন রাজা—পূর্ব্বশত্রু—এই ছিদ্র পেয়ে তাঁর রাজ্য অপহরণ করে। রাজা দ্যুমৎসেন ভার্য্যা ও শিশু পুত্রকে সঙ্গে লয়ে বনে গমন করেন। এখন তিনি সেই মহাবনে অবস্থিত হয়ে মহাব্রতনিষ্ঠ—তপশ্চরণ-পরায়ণ—রাজর্ষি। তাঁর পুত্র সত্যবান, নগরে জন্মগ্রহণ ক'রেও তপোবনে ঋষিগণ মধ্যে তপস্যার আবরণে বর্দ্ধিত হয়েছেন, অতএব তিনিই আমার উপযুক্ত ভর্ত্তা জ্ঞানে আমি তাঁকে মনে মনে বরণ ক'রেছি।

মালবী। মা মঙ্গলচণ্ডী! ষোড়শোপচারে তোমার পূজা দেব মা! তুমি আজ মদ্ররাজের মুখ রক্ষা ক'রেছ।

নারদ। দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবান্! তাকে বরণ ক'রেছ! কি ক'রলে সাবিত্রী? হায় হায় হায়! মহারাজ, সাবিত্রী না জেনে মহৎ পাপ ক'রেছেন!

মালবী। সে কি দয়াময়? সাবিত্রী কি করেছে? হা সাবিত্রী অভাগিনি! কি ক'রে এলি?

অশ্ব। কেন দেবর্ষে? সত্যবান্‌কে জামাতা ক'র্‌লে আমার কৌলীন্যের কি হানি হবে?

নারদ। তা নয় মহারাজ—দ্যুমৎসেনের তুল্য কুলীন রাজা আর কে আছে?

মালবী। তবে?

অশ্ব। সত্যবান্ কি গুণহীন?

নারদ। তাও নয় মহারাজ,—সত্যবানের তুল্য গুণবান যুবক আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেও দেখ্‌তে পাই না।

মালবী। তবে? সত্যবান্ গুণবান—কুলীন, তথাপি সাবিত্রীর বরণের কথা শুনে আপনি হায় হায় ক'রে উঠলেন কেন?

নারদ। সত্যবানের পিতা ও মাতা উভয়েই সত্য বলেন, পুত্রও সত্যাশ্রয়ী; এই জন্য ঋষিগণ তার নাম রেখেছেন সত্যবান।

মালবী। তবে প্রভু! তাঁর দোষ কি?

নারদ। সত্যবান্ মহেন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য-সম্পন্ন, বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমান্বিত।

মালবী। এমন সদ্‌গুণযুক্ত স্বামী ত বহু তপস্যার ফলে পাওয়া যায়, তবে মেয়ে আমার মহাপাপ ক'রেছে—এ কথা বল্লেন কেন?

অশ্ব। রাজযোগ্য সমস্ত গুণই যখন তাতে বর্ত্তমান, তা হ'লে দেবর্ষে! তার দোষ কি?

নারদ। রাজকুমার দাতা, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্য-বাদী, রূপবান্, মহানুভব, প্রিয়দর্শন।

(অলিক্ষরার প্রবেশ)

অলি। বস্, তবে সে কেমন ক'রে সাবিত্রীর বর হয়।

নারদ। তাতে সারল্য নিত্য-প্রতিষ্ঠিত! মর্য্যাদাও নিশ্চলা।

অলি। সাবিত্রী! ভগিনী! বেচে বেচে এমন মহাপুরুষকেও আত্মসমর্পণ ক'রে এসেছ? দেবর্ষি ঠাকুরকে এ কার্য্যের জন্য ঘটক নিযুক্ত ক'র্‌তে হয়। চিরদিন ওঁর যেমন ক'রে আসা অভ্যাস, এবারেও তাই ক'র্‌তেন—তোমাকে কোথা থেকে একটা ভস্মমাখা ভুতুড়ে বুড়ো বর যোগাড় ক'রে এনে দিতেন। এবারে ত আর সেটার সুবিধে হ'ল না—চোঁখের ওপর সোণার বিজলী নবজলধরে সংলগ্ন হ'ল,—এও কি ওঁর প্রাণে সহ্য হয়?

অশ্ব। একি মা! কে তুমি?

মালবী। সাবিত্রী! সাবিত্রী!—মা আমার! এই অপরূপ তেজস্বিনী বালিকাটী কে? মায়ের মধুর কথায় আমার হৃদয়ে আবার নববাৎসল্যের সঞ্চার হ'ল। সাবিত্রী! আজ যেন আমি আর একটী নূতন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা লাভ ক'র্‌লুম। কে মা তুমি?

সাবিত্রী। ওটী আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যার্জিতা ভগিনী।—

নারদ। উনি মাণ্ডব্য-নন্দিনী, ওঁর নাম অলিক্ষরা।

অলি। না। নন্দিনী কাছে এসেছে—সুতরাং কন্যাই আমার পরিচয়। তারপর চুপ ক'রে রইলেন যে ঠাকুর? সাবিত্রীর সম্প্রদানে রাজাকে অনুমতি প্রদান করুন।

নারদ। কেমন ক'রে করি? একটী মাত্র মহৎদোষ সত্যবানের গুণরাশিকে অভিভূত ক'রে রেখেছে। সত্যবান্ স্বল্পায়ু। সুতরাং এ সমস্ত গুণ এক ক্ষণস্থায়ী পাত্রে রক্ষিত হ'য়ে নিষ্ফল। শুধু তাই না—দুঃখের কারণ হ'য়ে প'ড়েছে।

সকলে। স্বল্পায়ু? সেকি স্বল্পায়ু?

নারদ। আজ হ'তে ঠিক একবৎসর পরে সত্যবান্ সহসা শিরোরোগে আক্রান্ত হ'য়ে দেহত্যাগ ক'র্‌বে।

সকলে। বলেন কি?

নারদ। বিধিলিপি! এত সদ্‌গুণের আধার রাজকুমার বৃদ্ধ অন্ধ পিতাকে ও বৃদ্ধ জননীকে অকূল শোক-সাগরে ভাসিয়ে পরলোকে প্রস্থান করবেন।

অলি। কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না?

নারদ। আজও পর্য্যন্ত ত কেউ পারেনি জননী!

অশ্ব। সাবিত্রী। সত্যবান্‌কে পতিত্বে স্বীকার করবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

মালবী। হা ভগবান! পূর্ব্বজন্মে এত কি কঠোর পাপ ক'রেছিলুম যে, প্রতিদিন আমি এই কঠোর যন্ত্রণানলে দগ্ধ হচ্ছি। আর নয়—অসহ্য। নারী আমি কত সহ্য ক'রব? আমার সর্ব্বশরীর কেমন কচ্ছে! পারলুম না—আর বুঝি রাখ্‌তে পারলুম না। ধর্ম্ম গেল—কন্যা গেল—মায়া মমতা স্নেহ! তোরা'ই বা থাকিস কেন? সব যা—একেবারে যা—আর এ অভাগিনী রমণীর দুর্ব্বল হৃদয় পীড়ন ক'র্‌তে আসিস নি।

অশ্ব। সাবিত্রী! অভাগা সত্যবানকে পতিত্বে স্বীকার করবার সঙ্কল্প জন্মের মত পরিত্যাগ কর।

অলি। আপনারও কি এই মত প্রভু?

নারদ। জেনে শুনে একজন স্বল্পায়ুর হস্তে কেমন ক'রে রাজাকে কন্যাদানের পরামর্শ দিই মা?

অলি। তা হ'লে মদ্রবংশের কুলধর্ম্ম? তা তো আর রক্ষা হয় না। তিন দিনের ভিতরে সাবিত্রীর কুমারী-কাল উত্তীর্ণ হবে। ধর্ম্মলোপের কাছে কি সাবিত্রীর বৈধব্যের তুলনা হ'ল?

নারদ। ধর্ম্মলোপ হ'তে যাবে কেন? এখনও যে সময় আছে, তাতে সহস্র সহস্র সাবিত্রী-যোগ্য বর এই রাজসভায় উপস্থিত করা যায়। সাবিত্রী স্বয়ম্বরা হোন। তাদের মধ্যে যোগ্য পাত্রকে মনোনীত ক'রে স্বামিত্বে বরণ করুন।

অলি। পৃথিবীর মধ্যে এক সত্যবান্ ভিন্ন সাবিত্রীর যোগ্য বর আর দ্বিতীয় নাই।

নারদ। বেশ, পৃথিবীতে না থাকে, স্বর্গে ত আছে। ইচ্ছা কর, স্বর্গ থেকে সহস্র বর চক্ষের নিমেষে এখানে এনে উপস্থিত করছি। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ কারে চাও?

অলি। তাদের একজনও সাবিত্রীর পদরেণু স্পর্শের যোগ্য নয়।

অশ্ব। কি কঠোর গর্ব্ববাক্য!—বল কি কল্যাণী।

অলি। দেবতার ভিতর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র কে আছে? গুরুপত্নীহারী ইন্দ্র চন্দ্র কি পবিত্রতাময়ী সাবিত্রীর সম্মুখে দাঁড়াতেও সাহস করে?

অশ্ব। সাবিত্রী। তুমি নীরব কেন? বক্তব্য যা থাকে বল। আমার আর চিন্তা করবারও অবকাশ নেই।

সাবিত্রী। ঠাকুর, সম্পত্তি-বিভাগ-নির্ণায়িকা গুটিকা একবার মাত্র ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়, লোকে কন্যাকে একবার মাত্র প্রদান করে, এবং দান ক'রলুম—একথাও লোকে একবার মাত্র ব'লে থাকে। অতএব আমি যাঁকে একবার পতি ব'লে বরণ ক'রেছি, তিনি দীর্ঘায়ুই হউন বা অল্পায়ুই হউন—গুণবানই হউন বা নির্গুণই হউন—তিনি ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে আর আমি বরণ ক'র্‌তে পারি না।

অশ্ব। এ সঙ্কটে কি করি প্রভু?

সাবিত্রী। মন—মহারাজ,—মন। সাবিত্রীর মনের দিকে লক্ষ্য করুন। লোকে অগ্রে কোন বিষয় মনে নিশ্চিত ক'রে তবে কথায় তাকে

প্রকাশ করে; অবশেষে কার্য্যে তাহা অনুষ্ঠিত হয়। কন্যার মন নিয়েই স্বয়ম্বর-প্রথার প্রতিষ্ঠা। কন্যা কর্ত্তৃক মনোনীত, নির্গুণ কদাকার পাত্রকেও কোন রাজা কখন প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারেন না।

অশ্ব। কি আদেশ দয়াময়?

নারদ। বড় বিষম সমস্যা। আদেশ—কি দেবো?

সাবিত্রী। কেন,—প্রশস্ত অসীম বিস্তৃত ধর্ম্মপথ আপনার চক্ষের উপর প'ড়ে রয়েছে। সে পথের কোথায় কি, আপনি নখদর্পণের ন্যায় দেখ্‌তে পাচ্ছেন! আমাকে সেই ধর্ম্মপথে অগ্রগামিনী দেখ্‌বার জন্য যা আদেশ ক'রবেন, আমি তাই ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। আদেশ করুন।

নারদ। মহারাজ। তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অবিচলিতা। এই সতীত্ব-ধর্ম্ম হ'তে একে বিচলিত করি, আমার এমন সাধ্য নাই। এদিকে সত্যবানে যে গুণ আছে, অন্য কোন পুরুষে তা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। অতএব আমি ইচ্ছা করি, তুমি সত্যবানকেই এই কন্যা সম্প্রদান কর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদানে যেন কোন বিঘ্ন না হয়।

অশ্ব। আপনি গুরু, আপনার আদেশ লঙ্ঘন করা পাপ। এস মা অদ্যই তোমাকে সত্যবানের হস্তে সমর্পণ ক'র্‌তে যাত্রা করি।

অলি। মা, আমি ব্রাহ্মণকন্যা—ব্রাহ্মণ-পত্নী, আশীর্ব্বাদ করি—তোমার কন্যা সাবিত্রী যেন চিরায়ুষ্মতী হয়!

মালবী। কে তুমি মা, মঙ্গলচণ্ডিকার মূর্ত্তি ধ'রে আমার গৃহে উদয় হয়েছ?

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আশ্রম।

অলিক্করা ও সাবিত্রী।

সাবিত্রী। সুখের সংসারে বাস ক'রেও স্বামীর পরিণাম চিন্তায় আমার মনে এক দণ্ডের জন্যও শান্তি নাই। দেবর্ষি নারদের সেই ব্রজ্র-নির্ঘোষ তুল্য কঠোর ভবিষ্যদ্বাণী স্বপ্নে—জাগরণে—প্রতি মুহূর্ত্তে আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে। "সত্যবান্ আজ হ'তে এক বৎসর পরে, করাল কালকবলে নিপতিত হবে।" এখনও যেন সে গম্ভীর স্বর বর্ণে বর্ণে আমি শুনতে পাচ্ছি। শুনে আমি স্তম্ভিতা, জ্ঞানশূন্যা—এক মুহূর্ত্তের ভিতর সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখেছিলুম। হৃদয়ের শোণিত-তরঙ্গ যেন এক মুহূর্ত্তে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। সর্ব্বশরীরে কম্পন – কণ্ঠ অবরুদ্ধ—কিছুক্ষণের জন্য যেন আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছিল, শুধু মা সরস্বতী কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হ'য়ে, আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনের কথা বার ক'রে সে সঙ্কট সময়ে মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছিলেন! তার পর আজ এক বৎসর অতীতপ্রায়। আর চার দিন মাত্র অবশিষ্ট। সম্মুখে সেই ভীষণ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী!—মনে হচ্ছে, আর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ছে—চার দিক আবার আমি অন্ধকার দেখ্‌ছি। আমার অদৃষ্টে সে রাত্রি কি নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হবে?—না,—মন ব'ল্‌ছে—'না'। আমার ধর্ম্মবিশ্বাস ব'ল্‌ছে—'না'। দেবর্ষির বাক্য মিথ্যা হবে। হরিণাম উচ্চারণে চিরবিশুদ্ধ রসনা—সত্যের অধিষ্ঠানভূমি—সে রসনা থেকে মিথ্যাবাক্য নির্গত হবে! কেমন ক'রে বিশ্বাস করি?—অলিক্করে, বিশ্বাস করায় যে মহাপাপ! কেমন করে বিশ্বাস করি?

অলি। তবে কি এ কা'ল চতুর্দ্দশী রাত্রি কিছুতেই নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হবে না?

সাবিত্রী। কিছুতেই হবে না।

অলি। এ নিয়তির গতি কি রোধ হয় না? বিধিলিপির কি খণ্ডন নেই?

সাবিত্রী। দেবর্ষি ব'লেছেন—গতায় ব্যক্তিকে কেউ কখন ফিরুতে দেখেনি।

অলি। তুমিও কি তাই জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে?

সাবিত্রী। কি ক'র্‌ব আদেশ কর।

অলি। আমি আদেশ ক'র্‌ব কি? আমার হুকুমেই কি চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ তারা সকলে চলা ফেরা ক'চ্ছে যে, এই নিয়তির ভীষণ আক্রমণ থেকে তোমাকে আত্মরক্ষার উপায় ব'লে দেব?

সাবিত্রী। উপায়—আত্মরক্ষার উপায়? অকালমৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে নিস্তার দান? —অসম্ভব।—অলিক্ষরে সই! এ কি সম্ভব? প্রকৃতির আক্রমণ—আমি অবলা—এ ভীষণ যুদ্ধে আমি কি তার যোগ্যা প্রতিদ্বন্দ্বিনী?

অলি। শুধু দুটো হাত পা নাড়াতেই কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার একশেষ হল? মানসিক বল কি বল নয়? মহিষাসুরের বিক্রমে যখন সমস্ত দেবতারা প্রাণ নিয়ে সুমেরু-কন্দরে গহ্বরের ভেতর মুখ লুকিয়ে বসেছিল, কে তাদের সে দারুণ বিপদ থেকে মুক্তি প্রদান করে, আবার অমরাবতীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিল?

সাবিত্রী। এ তুমি কি বলছ?

অলি। শুম্ভ-নিশুম্ভ-দলনী অবলাটী তোমার চেয়ে কত বড়? সে ত তোমারই মতন একটী অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কুসুমকলি। হিমালয়ের শীতল সমীরণে শুধু একটু রূপের লহর তোলবার জন্য, আপনার মনে, বন্য কুসুমরাশির সঙ্গে খেলায় নিযুক্ত ছিল।

সাবিত্রী। তাই ত! ঠিক ব'লছ ত সখি!

অলি। সেই জীবন্ত ফুলটীর সৌরভে আকুল হয়ে, দৈত্যরাজ শুম্ভ তাকে তুলে আনতে সামান্য অনুচর প্রেরণ করেছিল! ভেবেছিল—একটী ছোট মেয়ে—শুধু রূপ বই ত নয়—তার ওপর অসহায়া একাকিনী—সে শুধু দৈত্যরাজের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের শোভা-বর্দ্ধনের জন্যই জন্ম গ্রহণ করেছে। এই না ভেবে, সামান্য দুই একজন অনুচর দিয়ে মেয়েটীকে আন্‌তে আদেশ করেছিল। কিন্তু সাবিত্রী, জান নাকি? কত দানব—কত দৈত্য—কত ধূম্রলোচন—কত রক্তবীজ—সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'ল, তবু সে অবলার কিছুমাত্র স্থানচ্যুতি হল না। সে সর্ব্বনাশী যে হিমালয় শিখরে, সেই হিমালয় শিখরে। তারপর কত চণ্ড গেল, মুণ্ড গেল, ইন্দ্রবিজয়ী—ধরণীর অধীশ্বর—তপোবলে বলীয়ান—দৈত্যপ্রধান শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই গেল, দৈত্যকুল একেবারে সবংশে নির্ম্মূল হল, তথাপি ধরণীর কোন শক্তি সে অবলাকে স্থানচ্যুত করতে পার্‌লে না।

সাবিত্রী। এ তুমি কি বলছ?—অলিক্ষরে ভগিনী। এ তুমি কি বলছ?

অলি। বল্‌ব কি—মাথা আর মুণ্ডু! সব বোঝ। বুঝে যে অজ্ঞান, তাকে বোঝায় কে? ঘুমন্তকে তুলতে পারি,—তুমি যে জেগে ঘুমুচ্ছো। দেবর্ষি বলেছেন—কেউ কখন দেখেনি, তাইতে তুমি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছ। কেউ দেখেনি—কেউ কি দেখ্‌বেও না? দেবর্ষি ত এমন কথা বলেননি যে, কেউ দেখ্‌বেও না।

সাবিত্রী। কই—তা বলেননি।

অলি। তবে? দেবর্ষির বাক্যে বিশ্বাস কর—তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস কর, কেবল শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করতে পারছ না। তবে আর

ব্রত নিয়মাদি কেন—স্বস্ত্যয়ন শান্তি কেন? শাস্ত্রে বলেছে—কর্ম্মযোগে নিয়তির আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। এই জন্যই ত দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

সাবিত্রী। দৈবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

অলি। হাঁ—যমের সঙ্গে লড়াই।

সাবিত্রী। তাও ত বটে। শাস্ত্রার্থদর্শিনী সখী, আজ তুমি আমার চোক ফুটিয়ে দিলে। সত্যই ত! যা ঘটবে, তা নিশ্চয়ই যদি সংঘটিত হয়, তবে তার জন্য শুধু শুধু চিন্তার ফল কি? অবশ্যম্ভাবী পরিণাম শুধু চক্ষুজলে ত মুছে ফেলা যায় না।

অলি। চক্ষুজল!—চক্ষুজলে কি হয়? তাতে শুধুমাত্র কাঁদবার অভিলাষ বৃদ্ধি করে। চক্ষুজলে, মসীবর্ণ অন্ধকারময় পরিণাম, আরও গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়—বিধিলিপি উজ্জ্বলতর অক্ষরে মনুষ্যের বিভীষিকা উৎপাদন করে। জেনে শুনে দেবর্ষির ভবিষ্যৎ বাক্য অগ্রাহ্য ক'রে, পিতার আদেশ পর্য্যন্ত অমান্য করে, সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করেছ—ইচ্ছাপূর্ব্বক অকালবৈধব্য শিয়রে প্রতিষ্ঠিত করেছ। এখন ভাবলে কি হবে ভাই?

সাবিত্রী। আর ভাব্‌ব না! জ্ঞানদাত্রী শিক্ষয়িত্রী সখী। অধমা ভগিনীকে পদধূলি প্রদান কর।

অলি। চিরায়ুষ্মতী হও।

সাবিত্রী। একদিকে নিয়তির আদেশ, অন্যদিকে সতীর আশীর্ব্বাদ। দুই মহাশক্তির পরস্পরে জীবন-সংগ্রাম। মন বলছে—বুঝি সতীর আশীর্ব্বাদেরই জয় হবে।

অলি। তোমার মন বলবে না ত বলবে কার? তুমি যে ভগিনী—সতীকুলরাণী। তোমার কাছে এ কথা না শুনলে তৃপ্তি পাব কেন? সতীত্ব—বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নভাণ্ডারের মহামূল্য উজ্জ্বলতম রত্ন। ভাঙলে আর গড়ে না। দেবত্ব হারালে দেবত্ব ফিরে পাওয়া যায়, ইন্দ্রত্ব গেলে আবার ইন্দ্রত্বেরও সৃষ্টি হয়; কিন্তু যে অমূল্য নিধি রমণী-হৃদয়ের প্রিয়তম সম্পত্তি, সে সতীত্ব একবার গেলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর-সমেত ব্রহ্মাণ্ড-বিনিময়েও আর পাওয়া যায় না। এমন মহাশক্তির কাছে অন্য তুচ্ছ শক্তির তুলনা! কায়মনোবাক্যে সতী তুমি, তুমি কিনা অদৃষ্টের আক্রমণে চিন্তাকাতরা! মুছে ফেল—ললাট থেকে বিধিলিপি মুছে ফেল। স্বেচ্ছায় মনোমত অদৃষ্টের সৃষ্টি কর।

সাবিত্রী। যথা আজ্ঞা।

অলি। এই—এই ত তোমার যোগ্য কথা। বৈধব্য—কে দেয়? আসুক দেখি বিধাতা—স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাকে আহ্বান করি। বৈধব্য গ্রহণ—সে ত রমণীর নিজের হাতে। পত্নী যদি নিজে ইচ্ছা না করে, তাহ'লে তাকে পতি-বিয়োগিনী করা বিধাতারও সাধ্য নাই।

সাবিত্রী। নিশ্চয়। তোমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাঙ্গে বেঁধে কবচ ক'রেছি—প্রস্তুত হয়েছি। মনে মনে কার্য্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছি—ত্রিরাত্র ব্রত গ্রহণ ক'রেছি।

অলি। অগ্রসর হও—তোমার আদেশে মৃত্যু দ্বার থেকে এসে ফিরে যাক। বিশ্বজননীর আয়তি রক্ষা কর'বার জন্য সমুদ্রমন্থনে আকণ্ঠ হলাহল পান ক'রেও বিশ্বেশ্বর মৃত্যুকে জয় ক'রেছিলেন। সেই অবধি নাম তাঁর মৃত্যুঞ্জয়। সখি! তুমিও সেই অলৌকিক কার্য্য নিষ্পন্ন কর। দেব দানব গন্ধর্ব্ব—সকলে সমস্বরে সতীর জয় গান করুক। সমস্ত জগৎ সাবিত্রীর জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হোক। (নেপথ্যে—সাবিত্রী!)। ওই ভাই, তোমার স্বামী

আসছেন। তাহ'লে আমি আসি!—তোমায় আমি বোঝাব কি? তুমি জ্ঞানময়ী—তোমাকে বোঝাতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা।

সাবিত্রী। তুমি আমার গুরু—তুমি আবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

[অলিক্ষরার প্রস্থান।

(নেপথ্যে—সাবিত্রী)

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। এই যে, এই যে—সাবিত্রী সাবিত্রী ক'রে আমি এত ডাকছি, আর তুমি নীরবে এস্থানে দাঁড়িয়ে আছ?

সাবিত্রী। কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?

সত্য। প্রয়োজন?—তোমাকে প্রয়োজন? কি প্রয়োজন, তা কি জান না। অন্ধরাজা এক মুহূর্ত্ত তোমার কথা না শুনলে কত কাতর হন, তা কি জান না প্রাণেশ্বরী? তার ওপর তুমি ব্রতচারিণী—উপবাসিনী।

সাবিত্রী। আমি ত তাঁর অনুমতি নিয়ে এসেছি!

সত্য। তোমাকে অদেয় তাঁর কি আছে? অনুমতি চেয়েছ—অনুমতি পেয়েছ; কিন্তু কত কষ্টে প্রাণ ধ'রে যে তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন, তা কি বুঝতে পার? তোমায় পাঠিয়ে তিনি পূজায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তুমি কাছে না থাকাতে পূজায় মনোনিবেশ ক'রতে পারছেন না।

(শৈব্যার প্রবেশ।)

শৈব্যা। এই যে, এই যে। ওমা! কি ক'রে এসেছ মা! একদণ্ড কাছে না থাকলে যার যুগ ব'লে জ্ঞান হয়, তাকে কিনা তুমি এতক্ষণ একাকী রেখে এসেছ? দেখবে এস, বৃদ্ধরাজার ব্যাপারখানা দেখবে এস। ইষ্টদেবতার নাম জপ কর্‌তে তিনি কেবল সাবিত্রী সাবিত্রী নাম মুখে উচ্চারণ ক'র্‌ছেন। দু-গণ্ড দিয়ে তাঁর দশ ধারা পড়ছে। কি ক'র্‌লে মা! বৃদ্ধ রাজর্ষি—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—সংসারের সমস্ত সামগ্রীতে লোভ ত্যাগ ক'রে গাছের তলায় আশ্রম নিয়েছিলেন, তুমি কিনা শেষকালটা তাঁকে ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়ে দিলে?

সাবিত্রী। তাই ত—তাই ত—তাহ'লে কি হবে মা?

শৈব্যা। কি আর হবে! সোণার পুতুল সোণার সিংহাসন ছেড়ে বনে পড়েছ, দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা ত্যাগ ক'রে আশ্রমের কঠোর মৃত্তিকায় গড়াগড়ি খাচ্ছ। এ ননীর দেহে কি কষ্ট হচ্ছে, তিনি ত বুঝতে পাচ্ছেন। তাই দিবারাত্র তোমার কথাই চিন্তা করেন। চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে তন্ময় হ'য়ে গিয়ে, ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ ক'র্‌তে তোমার নাম স্মরণ ক'রে বসেছেন!

সাবিত্রী। আমার যে বড় ভয় ক'র্‌ছে। পিতা যে আমার জ্ঞান-বৃদ্ধ ঋষি, তিনি এমনটা ক'র্‌লেন কেন?

শৈব্যা। ভয় কিসের মা? স্বামী আমার অর্চ্চনার সময়েও যদি তোমাকে স্মরণ করে— সে ত তোমাকে আশীর্ব্বাদ। মায়ার পুতুল— তুমি তার মায়ার ঘরটা দখল ক'রেছ। তোমাকে পেয়ে রাজা আবার সংসারী—বনে ব'সে ভবিষ্যতের একটা সোণার সংসারের ছবি তাঁর মনের ভেতর জেগে উঠেছে। তুমি দয়া ক'রে শাল্বরাজের কুলরক্ষার জন্য এসেছ মা! পিতৃপুরুষের জলগণ্ডূষের আশা তোমা হ'তে। তার ওপর তুমি ত্রিরাত্র-ব্রত গ্রহণ ক'রেছ। তোমার বিষয় দিবারাত্র চিন্তা ভাববেন না ত, কার ভাবনা ভাববেন?

সত্য। নাও—চল—পিতাকে সান্ত্বনা ক'রবে চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পম্পা সরোবর।

মাণ্ডব্য ও সনাতন।

মাণ্ডব্য। সনাতন জান কি? কত অসংখ্য তীর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ ক'রে, এই মাল্যবানের তলদেশে যে এতকাল পড়ে আছি; তার কারণ জান কি?

সনা। কিছুইত জানি না, প্রভু! আমি মনে করি, বুঝি, মাল্যবানের ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে আপনি এই স্থান যোগাসনের উপযোগী জ্ঞানে অবস্থান করেন।

মাণ্ডব্য। সৌন্দর্য্যই বটে, তবে এ পবিত্র ভারততীর্থে বহিঃসৌন্দর্য্যে মাল্যবান অপেক্ষা যে রমণীয়তর স্থান নাই, একথা ব'লতে পারি না। তবে অন্তঃসৌন্দর্য্যে মাল্যবান আমার জ্ঞানচক্ষে যে কতটী শোভা ধারণ ক'রে আছে, সনাতন! মন্দাকিনীনিষেবিত নন্দনের বুঝি সে শোভার অভাব। এ স্থানের একটী ক্ষুদ্র কদলী গন্ধাতিশয্যে দেবকুসুম পারিজাতকেও পরাস্ত করে। কেন জান সনাতন?

শোন তবে, মন দিয়া শোন। সহস্র পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ, গোকোটী দানের পুণ্য সঞ্চিত হবে। সনাতন! অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। স্মরণেই আমার প্রাণ বিগলিত হ'য়ে আ'সছে! —আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি! সম্মুখে ঝঙ্কারভ্রমর-সেবিতা কমলোৎপলশালিনী শুভ্রজলা পম্পা। ঠিক ওইখানে—সনাতন! ঠিক ঐ পম্পাহৃদয়ের তরঙ্গ সিংহাসনে—পুণ্যগাত্র চ'লে গেছে, স্বামী বিয়োগবিধুরা সতীর নয়নকমল থেকে এক ফোটা জল পড়েছিল। সেই জলকণার লোভে দেবতারা চাতক মূর্ত্তিতে এই সমীরণে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করেছিল।

সনা। কেমন ক'রে পড়ল? কোথা থেকে পড়ল? পিতা! পিতা! সে কোন দেবতার চক্ষের জল?

মাণ্ডব্য। এই যে ব'ল্লেম বাপ সতী-দেবতা। আমার এ পম্পা, আমার এই অরণ্যবেষ্টিত মাল্যবান, সতী দেবতার লীলাভূমি। মা আমার যখনই আসেন, তখনই এক আধ ফোঁটা চখের জল, এই দরিদ্র সন্তানের আশ্রমে নিক্ষেপ ক'রে যান। সেই জলসিক্ত মৃত্তিকায় এ স্থানের তরুলতা সমস্ত সৃষ্ট হ'য়েছে। সনাতন এ হ'তে পবিত্র স্থান কি আর জগতে আছে? আমি নিম্নে পম্পাতীরে ধ্যানমগ্ন, সহসা দূর আকাশে যেন ত্রিদিববাহিনী অলকনন্দার ক্রন্দন-কল্লোল আমার কর্ণে প্রবেশ ক'রলে। হা রাম, কোথা রাম! মুহূর্ত্ত মধ্যে কাননে মাল্যবানে পম্পাজলে সেই অপূর্ব্ব শোকময় নাম অপূর্ব্ব শোকোন্মাদকর প্রতিধ্বনি তুলে মনের গতিতে ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ল। রাম! রাম! কোথা রাম। কোথা রাম! চেয়ে দেখি গগনমার্গে মায়াময় রথে দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক কেশপাশে নিগৃহীতা রামহৃদয়-বিহারিণী জনকনন্দিনী বিচেতনা,—তথাপি পতিশোকে মুহ্যমানা, রাম রাম ব'লে রোদন ক'রেছেন। সনাতন! চক্ষে দেখিছি, কর্ণে শুনেছি, সে তপস্বিনীর কাতর রোদন আজও পর্য্যন্ত পম্পা-জলকল্লোল সপ্তস্বরে গান করে। যে একবার সে কাতর রোদন শুনেছে—সে হৃদয়ের গভীর যাতনায় উত্থিত রাম নাম একবার শুনেছে, সেকি আর আছে! তার পর, এই সরোবর তীরে, সীতা-

হারা রাম—দুর্জ্জয় নিরাশায় অবসন্ন নবজলধর—হা সীতা হা সীতা ক'রে কমল-লোচন বিগলিত সুধায় যে সময় পম্পার কলেবর বৃদ্ধি করেন, সে দিনও আমি এই স্থানে। তারপর রাবণ সবংশে নিহত হ'ল, সীতার উদ্ধার হ'ল, কিন্তু শোকোচ্ছ্বাসময় সীতা-রাম নাম আর ধরণী থেকে বিলুপ্ত হ'ল না।

সনা। পিতা জগতে এ স্থানের তুলনা কোথায় ?

মাণ্ডব্য। আর একদিন, সনাতন, আর একদিন। এই স্থানে, ঠিক এই স্থানে আমি ধ্যানমগ্ন। এক রমণী গলিৎকুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে স্কন্ধে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বামী মহাপাপী, এক বেশ্যার প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে স্ত্রীকে তার গৃহে বহন ক'রে নিয়ে যেতে আদেশ করে। পতিপরায়ণা, স্বামীর আদেশ পালন ক'রতে স্বামীকে স্কন্ধে লয়ে সেই পাপাত্মার অভিলষিত স্থানে গমন ক'রছিলেন। রাত্রি অন্ধকার—সুতরাং চ'লতে চ'লতে পথভ্রান্তা রমণী আমার যোগাসন সমীপে উপস্থিত হ'ন। পাপাত্মার ক্ষত পদ কোনও প্রকারে আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে। পাপস্পর্শে মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমার যোগভঙ্গ হয়। ক্রোধে,আমি সেই পাপিষ্ঠকে অভিশাপ প্রদান করি, যেন রজনী প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। স্বামীর অপমানে কুপিতা সতীও তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন, আপনি ব্রাহ্মণ, তাতে ভগবানের অর্চ্চনায় নিযুক্ত, সুতরাং আপনাকে প্রত্যভিশাপ প্রদান ক'রলুম না। তবে যদি আমি সতী হই, তা'হলে আমিও বলি, যেন রাত্রি আর প্রভাত না হয়।

সনা। তারপর ?

মাণ্ডব্য। তারপর দণ্ডের পর দণ্ড গেল, দিন যায়, সূর্য্য আর উদয়াচল পরিত্যাগ ক'রবার অবকাশ পান না। সৃষ্টিলোপ পায়! সমস্ত দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলে এই স্থানে সমবেত হ'লেন। সবার অনুরোধে আমাকেই পরাভব স্বীকার ক'রতে হ'ল। সূর্য্য উঠলো। সতীর কৃপায় নরাধম স্বামী পাপমুক্ত রোগমুক্ত দিব্যদেহ ধারণ ক'রে, সতী সঙ্গে স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হ'ল। সনাতন, সতী-ধর্ম্মেই আর্য্যাবর্ত্তের প্রতিষ্ঠা; আর্য্যাবর্ত্তই সতীর আশ্রয়স্থান আর্য্যাবর্ত্তই সতীর লীলা নিকেতন। এই মাল্যবানের উপত্যকায়ই আবার সেই লীলাভূমির হৃদয়—আমার তীর্থ, আমার স্বর্গ, আমার সর্ব্বস্ব। যতদিন এ দেবরাজ্যে সতীর অধিষ্ঠান, ততদিন সহস্র কোটী রাক্ষসের অত্যাচারেও এ ভারতের কোনও অনিষ্ট হ'তে পা'রবে না।—নাও সনাতন এই চিরপবিত্রা পম্পার জল গ্রহণ কর। আর এক সতী ত্রিরাত্র ব্রত গ্রহণ ক'রে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্টা আছেন। আমি এই মহাব্রতের হোতা—হোমানলে পূর্ণাহুতি প্রদান ক'রে এসেছি। এই পম্পাজল শান্তিরূপে তাঁর মস্তকে প্রদান ক'রলে তবে মা আমার জল গ্রহণ ক'রবেন।

সনা। যথা আজ্ঞা—

(অলিকতার প্রবেশ।)

মাণ্ডব্য। অলিকতে! আর বিলম্ব ক'রছ কেন মা? তোমার সখী যে তিন দিন নিরম্বু উপবাসে অর্দ্ধমৃতা। যাও মা—শীঘ্র যাও, এই জল গ্রহণ কর। এই সপ্তসতী-পূজীত জলে অভিষিক্ত ক'রে শীঘ্র মাকে রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য।

আশ্রম।

দ্যুমৎসেন, শৈব্যা ও সাবিত্রী।

দ্যুমৎ। কেমন ক'রে যে প্রাণ ধ'রে তোমাকে এই ব্রত গ্রহণে অনুমতি দিয়েছি, তা তোমাকে কি ক'রে বোঝাব মা? তুমি স্বামীর মঙ্গলার্থে ব্রত গ্রহণ ক'রেছ, "ব্রতভঙ্গ কর" এমন কথা বলা আমার মত লোকের কোন ক্রমেইত যুক্তিযুক্ত নয়, তাই 'ব্রত সমাপ্তি কর,' এই কথা আমাকে ব'লতে হয়েছে। কি কঠোর ব্রত! তিন দিন নিরম্বু উপবাস।

শৈব্যা। তিন দিন কই মহারাজ! চতুর্থ দিনেরও তৃতীয় প্রহর যায় যায় হ'য়েছে! সোণার প্রতিমা কাঠের পুতুল হ'য়ে গেছে!—মা উঠ; গাত্রোত্থান কর। ভবানীর কৃপায় তুমি যে জীবনে ব্রত উদ্‌যাপন ক'রেছো, এই আমাদের বড় সৌভাগ্য। তোমার মুখের দিকে একবার ক'রে চেয়েছি, আর ঠক্ ঠক্ ক'রে কেঁপেছি। আর কেবল মাকে ডেকেছি যে, মা, সতীরাণী, সতীর মর্য্যাদা তুমি রক্ষা কর। সাবিত্রীকে আমার প্রাণে বাঁচিয়ে রে'খ।

দ্যুমৎ। ভগবান আমাকে অন্ধ ক'রেছেন জগতের কোনও কিছু দেখার অধিকারে বঞ্চিত। তথাপি মা আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমার দেহের কি অবস্থা হ'য়েছে। যে দিন সর্ব্ব প্রথম মা লক্ষ্মী, পূর্ণশশীকলা মূর্ত্তিতে আমার গৃহে অবতীর্ণা হ'য়ে, আমাকে প্রণাম করেছিলে, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে গিয়ে মস্তকে হস্তার্পণ ক'রে স্পর্শমাত্রেই এক অপূর্ব্ব রূপ-রাশির আভাস অনুভব ক'রেছিলুম। আর আজ মা আশীর্ব্বাদ ক'রতে গিয়ে সর্ব্বশরীর আমার আতঙ্কে শি'হরে উঠেছে। মনে হ'য়েছে যেন সে পূর্ণিমার পূর্ণগগনের গলিত-সুবর্ণধারা-রূপিণী-কৌমুদী, দ্বিতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র-লেখায় পরিণত হ'য়েছে। কেন মা, এমন কঠোর ব্রতে তোমার অভিরুচি হ'ল?

সাবিত্রী। পিতা সন্তাপ ক'রবেন না। ব্রত সমাপ্তির একমাত্র কারণ নিশ্চল উৎসাহ। আমিও অবিচলিত উৎসাহ সহকারে ইহা অবলম্বন ক'রেছি। বাবা, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি উপবাসের যৎসামান্য কষ্টও অনুভব করিনি।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)

শৈব্যা। আ! বাঁচলুম! ঠাকুর আস্‌ছেন। আসুন প্রভু, মাকে আমার শান্তিজলে অভিষিক্ত করুন।

মাণ্ডব্য। আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযুর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥
সিন্ধু-ভৈরব-শোণাস্থা যে হ্রদা ভুবি সংস্থিতাঃ।
সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥
লবণেক্ষু-সুরাসর্পির্দধিদুগ্ধ জলাত্মকাঃ।
সপ্তৈতে সাগরাঃ সর্ব্বে ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥

সমস্ত বসুন্ধরার মধ্যে,—আকাশে পাতালে দেবলোকে—সপ্তর্ষিমণ্ডলে—ব্রহ্মাণ্ডের যে যে স্থলে শান্তিদায়িনী শক্তি আছ, সকলে আজ সাবিত্রীর শুভপ্রদানের জন্য শান্তি জলরূপে অবতীর্ণা হও। সকলে সুমনা হ'য়ে সাবিত্রীকে নারীর চিরসৌভাগ্য—অবৈধব্য প্রদান কর।

(অশ্বপতি ও সতীগণের প্রবেশ)

সাবিত্রী-মস্তকে জল সেচন।

(গীত)

এস শুভদায়িনী গঙ্গে।
উথলি আকাশ ভরে, পদ্ম ঘটে সংঘট তরল তরঙ্গে।
এস চির শুভকারী বারি—

যমুনা বরুণা উচ্ছলিত করুণা
নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী;
মানস সরোবর পুষ্ট জলধর—
শুভ ঝর সুধাধার সঙ্গে।
শুভ গ্রহ তারা শশাঙ্ক ধারা ঝর ঝর শুভ সতী অঙ্গে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আশ্রম সম্মুখ।

সত্যবান।

সত্য। প্রভাতে যে সমস্ত ফল সংগ্রহ ক'রেছিলুম, সাবিত্রী ব্রাহ্মণভোজনে সমস্তই নিঃশেষিত ক'রেছে। ব্রাহ্মণভোজনাবশিষ্ট যা কিছু আছে, তাতে বালিকা আজকের মতন কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ ক'রতে পারিবে। তার পর কা'ল!—কা'লকে না খেতে পেলে সাবিত্রী কেমন ক'রে বাঁচবে? প্রাণময়ী সর্ব্বস্ব আমার, স্বামীর জন্য দেহত্যাগ ক'রতেও কুণ্ঠিতা নয়। উপবাসক্লিষ্টা পতিপরায়ণার যে মুখ দেখে এসেছি, তাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠেছে! এমন অপূর্ব্ব রত্ন লাভ ক'রে, বনবাসী ভিখারী হ'য়েও আমি মহেশ্বরের ভাগ্যে ভাগ্যবান্। এ রত্ন পেয়ে, অবহেলায় কিনা হারিয়ে ফেল্‌ব! এ দিকে অগ্নিরক্ষার কাষ্ঠের পর্য্যন্ত অভাব। সমস্ত কাষ্ঠ হোমানলে দগ্ধ হ'য়ে গেছে। যাই—বেলা অবসানপ্রায়—আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

একি সাবিত্রী, উঠে এলে যে?

সাবিত্রী। বাবা ও মাকে আহার করিয়ে এসেছি।

সত্য। আর তুমি?

সাবিত্রী। আমা'র এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

সত্য। সে কি সাবিত্রী?

সাবিত্রী। আর যখন তিন দিন কেটে গেল—তখন আর একটু সময়ের জন্য মনে খুঁত রাখব কেন?

সত্য। স্বামীর মঙ্গলের জন্য কার্য্য ক'রছ, কিন্তু কার্য্যতঃ বিপরীত ক'রছ সাবিত্রী! তোমার কিছু অমঙ্গল হ'লে কি আমি প্রাণধারণ ক'রব মনে ক'রেছ?

সাবিত্রী। ভয় নেই, আমি ম'রব না।

সত্য। আর আমাকে স্তোক বাক্যে ভুলিও না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার মঙ্গলের জন্য নয়—আমাকে চিরজীবন বহ্নানলে দগ্ধ করিবার জন্য—তুমি আমার ঘরে উদয় হ'য়েছ।

সাবিত্রী। ভয় নেই আমি ম'রব না। আপনার শ্রীচরণের শীতল ছায়ায় যে আশ্রয় পেয়েছে, সে কখনও কি ম'রতে চায়? বিশেষতঃ এখনও আমার শ্বশুর শাশুড়ীর সেবার আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। তাঁরা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। তা যা হোক, এমন অসময়ে কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে?

সত্য। অগ্নিহোত্র কার্য্যের জন্য কাষ্ঠের অভাব।

সাবিত্রী। তা হ'লেত নিশ্চয়ই যেতে হবে।—তা হ'লে আমিও সঙ্গে যাব।

সত্য। সে কি?

সাবিত্রী। আজ একলা ছেড়ে দিতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

সত্য। সে কি? তুমি ইতঃপূর্ব্বে কখনও বনে যাওনি। পথ অতি ক্লেশকর। বিশেষতঃ ব্রতোপবাসে তুমি কৃশ হয়েছ, সুতরাং পদব্রজে কেমন ক'রে যাবে?

সাবিত্রী। 'কেমন ক'রে যাব'—দেখতেই
বে এখন—চল না।

সত্য। এ কি বিপদ! এদিকে যে সন্ধ্যা হয়।

সাবিত্রী। তা হ'লে আর দেরী করা কেন? কবারে দুর্গা ব'লে যাত্রা কর। কুড়ুল আমার ধে দাও! মুখপানে চেয়ে দেখছ কি? মার উপবাস জন্য পরিশ্রম কিংবা গ্লানি কিছুই ই। তার ওপর তোমার সঙ্গে যাবার আমার কান্ত ইচ্ছা হয়েছে, সুতরাং আমাকে বাধা ও না।

সত্য। ভাল, বন-গমনে যদি তোমার একান্তই ৎসাহ হয়ে থাকে, তা হ'লে আমিও তোমার এই কার্য্য ক'র্‌ব। কিন্তু এই দোষ আমাকে র্শ না ক'রতে পারে, এজন্য তুমি জনক-জননীর কট অনুমতি গ্রহণ কর।

(দ্যুমৎসেন ও শৈব্যার প্রবেশ)

দ্যুমৎ। কে কথা কয়?

সাবিত্রী। পিতা, আমি।

দ্যুমৎ। আমি?

শৈব্যা। আপনার পুত্রবধূ।

দ্যুমৎ। আহা মা! এত দুর্ব্বলা হয়েছ যে, মার বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনেও আমি অনু- ব ক'র্‌তে পারিনি। এখানে কি ক'র্‌ছ মা?

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র গুরু ও অগ্নিহোত্রের গ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বন-গমন ক'রছেন—

দ্যুমৎ। এই অপরাহ্ন সময়ে?

সত্য। সমস্ত কাষ্ঠ হোমের জন্য ব্যবহৃত য়ে গেছে। সমস্ত রাত্রি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকবে ন কাষ্ঠও নাই।

দ্যুমৎ। তা হ'লে অধিক দূর বনে যেন মন ক'রো না। আজকে রাত্রের মতন যা য়োজন, তাই আন। তার পর কাল প্রাতঃ- লে গেলেই চ'ল্‌বে।

সাবিত্রী। পিতা, কন্যার একটা প্রার্থনা আছে।

দ্যুমৎ। প্রার্থনা! কি প্রার্থনা মা? এসে অবধি একদিনের জন্যও কখন কিছু প্রার্থনা ত ক'র্‌নি। কি প্রার্থনা মা?

শৈব্যা। আর প্রার্থনা ক'র্‌লেই বা দেব কি মা? শুধু আমরা আশীর্ব্বাদ দিতে পারি।

দ্যুমৎ। কি প্রার্থনা মা?

সাবিত্রী। দেখুন, পিতৃগৃহ থেকে আসা অবধি প্রায় এক বৎসর আমি আশ্রম থেকে বহির্গতা হই নাই, সুতরাং কুসুমিত কানন দেখতে আমার বড়ই কৌতূহল হয়েছে। পিতা! অনু- মতি করুন, স্বামীর সঙ্গে যাই। কেননা, অদ্য ব্রতউদ্‌যাপনের দিন। পতি-বিরহ আমার কোন- মতেই উপযুক্ত নয়।

দ্যুমৎ। রাণী! সাবিত্রী পিতৃগৃহ থেকে এখানে এসে কখন যে কিছু চেয়েছেন, তা ত আমার স্মরণ হয় না।

শৈব্যা। কৈ? আমারও ত স্মরণ হয় না।

দ্যুমৎ। তা' হ'লে কি কর্ত্তব্য?

শৈব্যা। যে নাছোড়বান্দা মেয়ে—ওকি অনুমতি না নিয়ে ছাড়্‌বে। এখনি কত শাস্ত্রের দোহাই দেবে। অত শাস্ত্র বুঝিও না ছাই। কাজেই জবাবও দিতে পারি না।

সাবিত্রী। শাস্ত্রে ব'লেছে—

শৈব্যা। আর শাস্ত্রে কাজ নেই মা। যেতে ইচ্ছা হয়েছে, যাও। শাস্ত্র আবার কি? পতিপরায়ণা সাধ্বী তুমি, তুমি যে বাক্য মুখে উচ্চারণ ক'র্‌বে, তাই শাস্ত্র। মহারাজ! বউমাকে অনুমতি দিন।

দ্যুমৎ। মা সাবিত্রী! সন্তুষ্ট মনে অনুমতি ক'র্‌ছি—তুমি স্বামীর অনুগমন কর। চল মহিষী, আর বিলম্ব কর না। আমাকেও সন্ধ্যাতীরে নিয়ে চল। সন্ধ্যার সময় যেন উত্তীর্ণ না হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন।

কাঠুরিয়াগণ।

১ম। আজকে এ বনে সমস্ত শুকনো কাঠ নির্ম্মূল ক'রে ফেলা গেছে। কি বলিস্ দাদা?

২য়। আজকে আর যে কেউ এখানে এসে কাঠের কুঁচিটি পর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন, এমন অবস্থা রাখিনি।

৩য়। না দাদা, অমন কথাটী বলো না। এ বনের গুণ তোমরা কেউ জান না। এ বনে শুক্‌নো কাঠ গজায়।

১ম। বলিস্ কি?

৩য়। আমি স্বচক্ষে দেখিছি দাদা—স্বচক্ষে দেখিছি।—পাহাড়ের তলায় সেই যে একটা অশোক গাছ দেখেছিলি, যেটার ডাল পালা সব শুকিয়ে গিয়েছিল—কতকালের বুড়ো গাছ—মাথায় কেবল একটু শিখের মতন দু'চারটে পাতা। একদিন মনে ক'রলুম—শরীরটে সেদিন ভাই ম্যাজমেজে ছিল—তাইতে মনে ক'র্‌লুম—বেশি দূর আর যাব না, ওই শুক্‌নো গাছ থেকে খানকতক কাঠ কেটে নিয়ে আসি। এই না মনে করেরে ভাই। কুড়ুলটী না কাঁধে ক'রে টুকটুক ক'র্‌তে ক'র্‌তে গাছের কাছে যাচ্ছি!—কাছ বরাবর গেছি!—ওই ওখানে গাছ, আর আমি এখানে!—এমন সময় বল্‌ব কিরে ভাই! একটী ফ্যাঁস করে শব্দ হ'ল।

সকলে। সে কিরে? সে কিরে—শব্দ কি?

৩য়। ভয় নেইরে ভাই—বলি শোন্ না—ভয়ের কথা হ'লে কি এই বনের ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলি? এ দেবতার বন, এখানে ভয় কি।

২য়। ভয় নেই—একথা আগে বল্‌তে হয়। তা হ'লে ব্যাপারখানা কি ভেঙ্গে বল্।

সকলে। আমরা আগাগোড়া শুন্‌বো।

২য়। তার পর আবার একটী ফ্যাঁস।

সকলে। আবার ফ্যাঁস!

৩য়। প্রথম প্রথম মনটায় একটু ভয় হ'ল। এই চেনা যায়গা—দুবেলা যাতায়াত ক'র্‌ছি এখানে ফ্যাঁস করে কি!—এই না ভেবে [illegible] ভাই একটু থম্‌কে দাঁড়িয়েছি, এমন সম[illegible] চারিদিক থেকেই ঐ শব্দ—যেদিকে চাই, সে[illegible] দিকেই শব্দ।

সকলে। ওই ফ্যাঁস?

৩য়। হাঁ দাদা! ওই ফ্যাঁস—যত [illegible] শুক্‌নো কাঠে ডাল গজাতে লাগল। এক[illegible] ক'রে ফ্যাঁস ক'রে শব্দ হয়, আর একটা ক'[illegible] ফ্যাকড়া বেরোয়; সে অশোক গাছটায় [illegible] কি জানিসরে ভাই—একেবারে হাড়ে হাড়ে [illegible] গজিয়ে গেল।—আমিত অবাক! তার [illegible] যেদিকে চাই, সেই দিকেই গজায়।

সকলে। বলিস্ কি?

১ম। হাঁ হাঁ—এ ঘটনাটা ঘটেছি[illegible] শুনেছিলুম।

৩য়। সে আজ এক বছরের কথা হ'ল[illegible]

সকলে। তুই স্বচক্ষে দেখেছিস্?

৩য়। স্বচক্ষে দাদা—স্বচক্ষে।

২য়। তাহ'লে ত বড় আশ্চার্য্যের কথা দা[illegible]

সকলে। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য!

৩য়। শুনলুম—একটা বেদের বউ না'[illegible] সেই বনের ভেতর দে যাচ্ছিল। সে মর[illegible] মর্‌তে বেঁচে গেছে।

সকলে। কেন, কেন!—

৩য়। তার মাথায় ছিল তালপা[illegible] চ্যাঙড়া—তাতে ক'রে সে শুক্‌নো পাতা কুড়[illegible] এসেছিল।—দেখতে দেখতে তাতে পা[illegible] বেরুতে সুরু ক'রলে!

সকলে। তার পর, তার পর?

৩য়। তার পর—এই এত বড় গুঁড়ি।

সকলে। বউয়ের মাথায় ?

৩য়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই গুঁড়ি বাড়তে লাগিল।—যায় যায়, এমন সময় কে কোথা থেকে এসে বউএর চুলের গোছা না ধ'রে তড়াক করে সেই গাছের ওপর উঠে—হাতে দা ছিল, তাই দিয়ে গাছের মাথাটা কেটে ফেললে। নইলে কাঁদি গজালে বউটো ত একেবারে গেছেলো।

১ম। আর ভাদ্র মাসে সেই বউ-গাছের তলা দে গেলে কি হ'ত ?

সকলে। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ।

৩য়। তাই বলি এ বনের মর্ম্ম কিছু বোঝা যায় না দাদা, কিছুই বোঝা যায় না। এ বনে মানুষ পুৎলে গাছ হয়। এই যে বউ আসছে, তা হ'লে কি একটা কাণ্ড ঘটেছে !

(জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

স্ত্রী। ওগো, তুমি কোথায় গো ?

৩য়। কি হয়েছে—কি হয়েছে বউ ?

স্ত্রী। আছ—এখ'নে আছ গা ?

সকলে। কি হয়েছে—কি হয়েছে বউ ?

স্ত্রী। ওগো ঠাকুরপো ! পালিয়ে এসো—পালিয়ে এসো। আবার তাই !

সকলে। আবার গজান ?

স্ত্রী। এবারে যেমন তেমন গজান নয় গো—যেমন তেমন গজান নয়। শুনলুম—ধনা বাগদীর বউ একটা কাঁটাল কাটের পিঁড়ির উপর বসে ভাত খাচ্ছিল। তার পর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই পিঁড়ি—গুঁড়ি ডাল পালা নিয়ে—একেবারে এক বিরাট গাছ !

৩য়। ওই শোন ভাই।

সকলে। তারপর বউ ?

স্ত্রী। সে এচোড় হ'য়ে ঝুলছে গো—এচোড় হয়ে ঝুলছে। আহা কচি বউ—সে আর কত বাড়বে—হতুম আমরা, ত একেবারে খাজা কাঁটাল হ'য়ে যেতুম। এমন অদৃষ্ট কি ক'রেছি যে, কাঁটাল-কাটের পিঁড়িতে ব'সে ভাত খাব ? চেটাইএর ওপর ব'সে কোন্ দিন কি ছাই তালের আঁটি হ'য়ে যাব ? শেষকালে বরাতে কি এই আছে ? নাও—কাঠ কাটা রেখে অন্য দেশে যাই চল—এ ভূতের দেশে থাকে না।

সকলে। ও দাদা, ঘাড়ের কাঠ যে খড় খড় ক'রছে !

স্ত্রী। চারিদিক থেকে যে আবার ফাঁস ফাঁসের শব্দ হয় ! ওই বুঝি গজাল—ওই বুঝি গজাল !

সকলে। ওই বুঝি গজাল দাদা—হাতে পাতা ঠেকছে !

স্ত্রী। ওরে মিনসে পালিয়ে আয়—ওরে পালিয়ে আয়—শেষকালে কি গজিয়ে উঠে ফ… হয়ে ঝুলবি ? কোন্ দিন অন্যমনস্কে পেটে পু… ফেলব। পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়।

[প্রস্থান

(সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। কি হ'ল সাবিত্রী ! সমস্ত ব… অনুসন্ধান ক'রলুম, তবু ত কোথাও শুকন ক… দেখ্‌তে পেলুম না।

সাবিত্রী। তাই ত—বড়ই ত বিস্ময়ের কথ…

সত্য। এতটা পরিশ্রম ক'রে কি শুধু হা… ফিরতে হবে ?

সাবিত্রী। তাও কি হয়,—দেবগুরুর ক… —শুধু হাতে ফেরা কি চলে ?

সত্য। তা হ'লে ত দূর বনে প্রব… ক'রতে হবে ?

সাবিত্রী। তা ভিন্ন ত আর উপায় দেখ্‌তে পাই না।

সত্য। কিন্তু সাবিত্রী! এদিকে যে অন্ধকার হয়ে এল।

সাবিত্রী। বনে প্রবেশ ক'র্‌তে কি ভয় ক'র্‌ছ?

সত্য। রাজ্যহারা হয়ে আছি ব'লে কি, সাবিত্রী! ক্ষত্রিয়ের জীবন পর্য্যন্ত হারিয়ে ব'সে আছি?—ভয় নয়। তবে তুমি সঙ্গে আছ—তার ওপর কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি—সম্মুখে ঘোর অন্ধকার।

সাবিত্রী। তুমি যে আমার সঙ্গে আছ—তা কি ভুলে গেছ? আমি যে পূর্ণিমার চাঁদ ললাটে বেঁধে চ'লেছি, তা কি তুমি জান না?

সত্য। বেশ, তবে এস,—দুর্গা স্মরণ ক'রে এই সম্মুখস্থ গভীর বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

তৃতীয় দৃশ্য।

বন।

সত্যবান ও সাবিত্রী।

সত্য। কি গভীর অন্ধকার! আর ত কিছু দেখা যায় না সাবিত্রী!

সাবিত্রী। কেন, আমি ত এখনও বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

সত্য। কই না—কিছু না—কেমন যেন একটা অন্ধকার! কি হ'ল প্রাণেশ্বরী! সহসা দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ হ'ল কেন?

সাবিত্রী। একদৃষ্টে অবিশ্রাম কাষ্ঠের সন্ধানে প্রতি বৃক্ষ পানে চেয়ে আস্‌ছ, তাই বোধ হয়, চোকে বাধা ঠেক্‌ছে। চোখটা মুছিয়ে দি। এইবারে দেখ দেখি।

সত্য। হাঁ আবার দেখতে পাচ্ছি—বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি।—ওই যে সম্মুখের গাছে একটা নীরস শাখা দেখা যাচ্ছে।

সাবিত্রী। বোধ হচ্ছে।

সত্য। বোধ হচ্ছে কেন—ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি। তোমার পবিত্র করকমল-স্পর্শে আমার চক্ষু এক নূতন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। তুমি ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা কর, আমি কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে আনি।

সাবিত্রী। কি ব'ল্‌ব?—না ছাড়লে নয়, তাই তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। নইলে কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়্‌তে আমার মন সর্‌ছে না। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। বাবা ও মা হয় ত এতক্ষণ আমাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন।

সত্য। যখন দেখ্‌তে পেয়েছি, তখন আর ভাবনা কি? যাব, আর ডালটা কেটে নিয়ে আস্‌ব।

সাবিত্রী। দেখ স্থান ভাল নয়, সময় ভাল নয়—রাক্ষসী বেলা। একটু সাবধানে পথ চ'ল। আর গাছেই যদি উঠতে হয়, অতি সাবধানে উঠ। (স্বগত) স্বামীর মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়ে আসছে। যেন ঘন অন্ধকারের পূর্ব্বাভাস সন্ধ্যার ধূসর ছায়া—

সত্য। ভাল সাবিত্রী! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—বহুক্ষণ ধ'রে ব'ল্‌ব ব'ল্‌ব মনে ক'র্‌ছি, কিন্তু কেমন বাধ বাধ ঠেক্‌ছে ব'লে ব'লতে পারছি না।

সাবিত্রী। কি ব'ল্‌বে ব'লেই ফেল না। আমাকে ব'ল্‌বে, তার আর আবার লজ্জা কি?

সত্য। সমস্ত পথটা তুমি কেবল আমার মুখের দিকে চেয়ে এসেছ—

সাবিত্রী। এই কথা!

সত্য। কথাটা বড় এই নয়। বাড়ীতে তুমি ব'ল্‌লে যে, আমার কানন-শোভা দেখ্‌বার

বড় ইচ্ছে হয়েছে। পথে আসতে আসতে, তোমাকে কত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা দেখালুম —পুণ্যতোয়া নদী দেখালুম, পুষ্পিত তরুলতা দেখালুম, অমন শৈলোত্তম মাল্যবানের সর্ব্ব-শোভাধার উপত্যকা দেখালুম। সেই অশোক —মাণ্ডব্য-আশ্রম প্রবেশমুখে যার তলদেশে তুমি পথশ্রম-কাতরা হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রেছিলে —অপূর্ব্ব ফুলভারে যে তোমার পবিত্র সমাগম আজও পর্য্যন্ত সকলকে জ্ঞাত ক'র্ছে—তাও দেখালুম, কিন্তু দুই একটা প্রশ্ন ক'রেই, তোমার উত্তরের ভাবে বুঝলুম, তুমি কিছুই দেখনি। সমস্ত পথ কেবল আমার মুখের পানে চেয়ে চ'লেছ। কেন বল দেখি সাবিত্রী?

সাবিত্রী। কেন?—কি ব'ল্ব?—একদিন বৈশাখের এক নব জলধর একটা চাতকীকে এই রকম একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল। ব'লেছিল—'পৃথিবীতে অনেক নদ নদী, হ্রদ সরোবর, এমন কি স্বচ্ছজলা গিরিপ্রস্রবিণী থাক্‌তে—হাঁ চাতকী! তুমি আমার মুখ পানে চেয়ে থাক কেন? চাতকী কি উত্তর দিয়েছিল জানি না। কি ব'লেছিল—তুমি জান কি প্রাণেশ্বর? তুমি ত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ—আমি শিষ্যা—আমায় ব'লে দাও না। কেন—কেন? কি ব'ল্ব প্রভু! হতে পারে সমস্তই সুন্দর কিন্তু—

অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা।
স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা॥

তোমার রূপ দেখে যে তৃপ্তি লাভ ক'রেছে, সে কি আর অন্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়?

সত্য। মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে দিলে সাবিত্রী! ভাল, আগে কাঠ কেটে নিয়ে আসি।—তুমি এই স্থানেই অপেক্ষা কর।

[সত্যবানের প্রস্থান।

সাবিত্রী। দুর্গা দুর্গা! বুক কাঁপছে,—প্রাণ কেমন কচ্ছে! সেই কাল সময় উপস্থিত। চক্ষে দেখ্‌লুম—কে যেন কোথা থেকে ঘন ঘোর অন্ধকারের জাল ধীরে ধীরে আমার স্বামীর জীবনের চারিদিকে বেষ্টিত কচ্ছে। কি হবে? ও মা মঙ্গলচণ্ডী! কি হবে মা? দুর্গে—শিবে—জগজ্জননি—ভবানি! তোমার নামস্মরণে শুনেছি সকল ভয় দূর হয় মা! শুনেছি—স্বামীর মর্য্যাদা-নাশ দেখে, অনিমন্ত্রিতা হয়েও তুমি একদিন পাগলিনীর মত পিতৃগৃহে ছুটে গিছলে! সেখানে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনে অসহ্য যন্ত্রণায় মুহূর্ত্ত-মধ্যে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছিলে। মরণেও সে জ্বালার নিবৃত্তি হয়নি। তাই দেবাদিদেবে উত্তপ্ত প্রাণের শান্তির সন্ধানে তুষারে প্রাণ আবৃত করতে হিমালয়ের ঘরে গিয়ে আশ্রয় করেছিলে! এমন পবিত্রতাময় সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্বদেবতাময় পতি আমার বিপন্ন। ঈশানি! এ দাসীর মনের অবস্থা তুমি না বুঝলে কে বুঝবে মা? এ সঙ্কট সময়ে তুমি ভিন্ন দাসীকে রক্ষা করতে আর কে আছে? করাল কাল আমার চোখের সামনে আমার স্বামীকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। শক্তিস্বরূপিণী! এ দারুণ সঙ্কটে আমি তোমার শরণাপন্ন হ'লেম। দাসীকে রক্ষা কর—মা, দাসীর মর্য্যাদা রক্ষা কর।

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। সাবিত্রী—সাবিত্রী।

সাবিত্রী। কি প্রভু?

সত্য। কোথায় তুমি?

সাবিত্রী। এই যে প্রভু।

সত্য। আমি যাই—দারুণ শিরঃপীড়া। ধর—আমায় ধর—প্রেমময়ী। শেষ মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে একবার দেখা দাও—আশ্রয় দাও। দেখতে পাচ্ছি না—সাধ মেটেনি। সোণার

সংসার—বাবা—মা—তুমি। (ভূমিতে পতন। সাবিত্রী কর্ত্তৃক সত্যবানের মস্তক অঙ্কে রক্ষণ) কারে রেখে গেলুম। সাবিত্রী—সাবিত্রী—উঃ।—

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র, হৃদয়-সর্ব্বস্ব, প্রাণেশ্বর!—সব শেষ। দেবর্ষির বাক্য—সেই দিন, সেই বেলা, সেইক্ষণ, সেই মুহূর্ত্ত সব শেষ। কি হ'ল—কি হ'ল? কি ক'র্‌লুম? রাখ্‌তে পারলুম না—কিছুতেই তোমাকে রাখতে পারলুম না। চ'লে গেলে—দাসীকে বনে একা ফেলে চলে গেলে? আর্য্যপুত্র—জীবিতেশ্বর। কথা কও—উঠ। রাজা রাণী তোমার আগমন-প্রতিক্ষায় পথ পানে চেয়ে বসে আছেন। তাঁরা যে তোমাকে এক দণ্ড চক্ষের অন্তরাল করতে কাতর হন। মা যে তোমাকে সন্ধ্যা না হতেই ঘরে রুদ্ধ করে রাখেন। জেনে শুনে সম্মুখে রাত্রি দেখেও, তুমি এখানে শয়ন করলে কেন? এই দেখ তামসী নিশা উপস্থিত। নিশাচরগণ নিষ্ঠুর নিনাদ আরম্ভ করেছে, বন্যজন্তু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করছে। চতুর্দ্দিকে শিবাগণের ভয়ঙ্কর চীৎকার শুনে আমার বুক কাঁপছে। ওগো। ওঠ—ওঠ—জাগো—আমার ভয় দূর কর! আমায় একবার সাবিত্রী বলে ডাক। আমাকে নির্জ্জনে পেলে, কত মধুর বাক্যে—কত সোহাগ আদরে—আমার প্রাণে কত যে নূতন সাধ জাগিয়ে তুলতে। আমাকে কত কি চাইতে যে অনুরোধ করতে! আমি না চাইলে যে বিমর্ষ মুখে ফিরে যেতে। তাই কি আমার পূর্ব্বাচরণের প্রতিশোধ নিচ্ছ? প্রাণেশ্বর! ক্ষমা কর। চরণাশ্রিতা দাসী কাতর প্রাণে তোমার অনুরোধ করছে, আজ একটীবার আমাকে সাবিত্রী বলে ডাক।

(গীত)

অন্ধের নয়ন তুমি এ কথা কি নাই মনে।
তাই কি হে যোগীবর আছ ঢলে যোগাসনে॥
ভুলেছ কি একেবারে তোমারে ক্ষণ না হেরে
আকুলা জননী তব আঁধার হেরে নয়নে।
এস নাথ এস ফিরে ভুল না হে অধিনীরে,
গলহার দামিনীরে কভু কি ছাড়েছে ঘনে॥

ওগো! আমার শোন্‌বার সাধ যে কিছুই মেটেনি। প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর! অপূর্ণ সাধে আমাকে অনাথিনী করে যেয়ো না। তবু শুনছো না—তবু ফি'রছো না। হে জনার্দ্দন! স্বামীকে আমার ফিরিয়ে দাও। আজীবন তপস্যায় তোমাতে আত্মসমর্পণ ক'রে এ কাল স্বামী আমার, তোমারই সেবা ক'রে এসেছেন। তাঁকে এ অকাল-মৃত্যু দিও না। রক্ষা কর—ফিরিয়ে দাও। হে জনার্দ্দন! হে শঙ্কর! হে ধর্ম্ম! এসঙ্কটে আমি তোমাদের আশ্রয় ভিক্ষা করি, আশ্রয় দাও—অনাথিনীকে আশ্রয় দাও।

(যমের প্রবেশ)

একি! রক্তবস্ত্র-পরিধায়ী, বদ্ধমুকুট, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, শ্যাম গৌরবর্ণ, লোহিত-লোচন কে ইনি মহাপুরুষ পাশ-হস্তে আমার স্বামীকে নিরীক্ষণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে আগমন ক'র্‌ছেন ভয়ে সর্ব্ব শরীর কাঁপছে। মা শক্তিরূপা সনাতনি! শক্তি দাও—সাহস দাও। (যমের প্রতি) বোধ হচ্ছে, আপনি কোন দেবতা কেন না, আপনার শরীর অলৌকিক। হে দেব, যদি ইচ্ছা হয়, বলুন—আপনি কে এবং কি নিমিত্তই বা হেথা আগমন ক'রেছেন।

যম। সাবিত্রী! তুমি পতিব্রতা ও তপঃ অনুষ্ঠান-সম্পন্না, এই জন্য তোমার সঙ্গে সম্ভাষণ ক'রছি। আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়েছে, তাই তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

সাবিত্রী। ভগবন্! শুনতে পাই—আপনার দূতেরাই মানুষকে নিতে আসে, তা ঠাকুর! আপনি এসেছেন কেন?

যম। সত্যবান্ ধর্ম্মাত্মা, রূপবান্ ও গুণ-সাগর। এরূপ লোককে নিয়ে যেতে আমি নিজেই আসি। তার ওপর তুমি তাকে স্পর্শ ক'রে র'য়েছ। এই জন্য আমি নিজেই এসেছি।

সাবিত্রী। দয়াময়! যদি দাসীকে কৃপা ক'রে দেখা দিয়েছেন, তা হ'লে আপনার কৃপা অসম্পূর্ণ রাখবেন না। আপনার নিকটে আমি স্বামীর জীবন ভিক্ষা করি।

(গীত।)

দয়া ক'রে দেছ দেখা সে দয়া নিয়ো না তুলে।
অধিনী হৃদয়-মণি ভিক্ষা চায় পদমূলে॥
সকল সংসার ঘুরে, এসে কানন ভিতরে
পেয়েছি হৃদয় ভরে হৃদয়-রতন;
দিও না হে ডুবাইয়ে সে মণি অকূল জলে॥

যম। তা যে হ'তে পারে না সাবিত্রী! মৃত কখনও ত পুনর্জ্জীবিত হয় না।

সাবিত্রী। ধর্ম্মের করুণায় কি না হ'তে পারে দয়াময়?

যম। এ নিয়তির ক্রিয়া, করুণার কথা নয় বালিকা! তুমি সত্যবানকে পরিত্যাগ কর। আমি তার প্রাণ গ্রহণ করি।

সাবিত্রী। আমার ধর্ম্ম, পুণ্য, জীবন সমস্ত গ্রহণ করুন।

যম। তোমার ধর্ম্ম—তোমারই সহায়—জীবন পথে তোমারই সহচর, অপরে তার ফলভাগী হ'তে পারে না। যাও সত্যবানের জীবনের মমতা পরিত্যাগ ক'রে ঘরে ফিরে যাও।

সাবিত্রী। আর আমার ঘর কোথায়?—আপনি আমার ঘর ভেঙ্গে দিয়েছেন। আবার বলছি—প্রভু! দেবতা! ধর্ম্ম! দয়া করুন—আমাকে অকালে পতিহীনা করবেন না।

যম। অন্যায় উপরোধ ক'রো না সাবিত্রী! স্বামীকে পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাও।

সাবিত্রী। কেমন ক'রে ফিরব? বৃদ্ধ অন্ধ বনবাসী রাজার যষ্টি নিয়ে বনে এসেছি—আশাপথ চেয়ে অন্ধ ব'সে আছেন। একা সেখানে কেমন ক'রে ফিরবো! প্রতি পদশব্দে রাজর্ষি আমার স্বামীর আগমন প্রশ্ন ক'রছেন। সেখানে একা কেমন ক'রে ফিরবো? আমায় যখন জিজ্ঞাসা ক'রবেন—সাবিত্রী! কই—কই আমার জীবন কই? অন্ধের সর্ব্বস্ব ধন—আমার চক্ষুরত্ন—আমার সত্যবান্ কই? ধর্ম্মরাজ! তুমিই আমায় শিখিয়ে দাও—আমি কি ব'লব? কোন্ প্রাণে ব'লব যে, মহারাজ! তোমার পুত্রকে আমি যমের হাতে সমর্পণ ক'রে এসেছি। ধর্ম্মরাজ! চরণে ধরি—ভিক্ষা দাও। আমাকে দয়া প্রকাশ ক'রতে যদি আপনি অশক্ত, বৃদ্ধ পরম ধার্ম্মিক রাজার প্রতি কৃপা করুন। এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে পুত্র-বিয়োগী করবেন না। তাঁর কেউ নেই—কিছু নেই—চক্ষুরত্ন, তাও নেই। দয়া করুন। আবার ভিক্ষা ক'রছি, স্বামীর জন্য নিজের জীবন প্রদান ক'রছি—ক্রীতদাসী হ'তে প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি স্বামীকে আমার ফিরিয়ে দাও।

যম। সাবিত্রী! অন্যায় উপরোধে আমার সময় নষ্ট ক'রো না। এই দণ্ডেই স্বামীকে পরিত্যাগ কর। আমি সত্যবানের প্রাণ গ্রহণ করি। আমি বিধির আদেশ পালন ক'রতে এসেছি। বিধিলিপির খণ্ডন নেই।

সাবিত্রী। বেশ তবে গ্রহণ করুন। (সত্যবানের মস্তক ভূতলে রক্ষা, সাবিত্রী দণ্ডায়মান, যম কর্ত্তৃক সত্যবানের বক্ষে হস্তক্ষেপ, প্রাণ গ্রহণের অভিনয় ও গমনোদ্যোগ এবং সাবিত্রীর পশ্চাদনুসরণ।)

যম। তুমি আর আমার সঙ্গে আসছ কেন? প্রতিনিবৃত্তা হও, সত্যবানের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন কর। যতদূর পর্য্যন্ত তোমার আসা সম্ভব, তুমি ততদূর এসেছ। যাও—স্বামীর নিকটে তোমার কোনও ঋণ নাই।

সাবিত্রী। জীবনে মরণে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হওয়াই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। যে হেতু এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম্ম।

যম। আমার সঙ্গে যাওয়া ত তোমার সম্ভব নয়।

সাবিত্রী। আমার স্বামী যখন যাচ্ছেন, তখন আমিই বা যেতে পারব না কেন?

যম। তোমার স্বামী সূক্ষ্ম দেহে পাশবদ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। ঐ দেখ—তাঁর স্থূল দেহ—পক্ষি-হীন পিঞ্জরের ন্যায়—ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে প'ড়ে আছে। দেহীর এ পথে গমন অসম্ভব। ফিরে যাও।

সাবিত্রী। আমার স্বামী যেথায় যাচ্ছেন, আপনিও যেখানে যাচ্ছেন, আমারও সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য, যে হেতু এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম্ম। তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ ব্রত ও আপনার প্রসাদ দ্বারা আমার গতি অপ্রতিহতা হোক। অন্য কোন দেবতা হ'লে আমার গমনে বাধা দিলেও দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি পারেন না।

যম। আমি পারি না! এ তুমি কি বলছ?

সাবিত্রী। আমি ঠিকই ব'লছি, শাস্ত্র যা বলে,—তাই বলছি। আপনি পারেন না। আর সেইজন্য কার্য্যতঃ অপর কেউও পারেন না। অর্থাৎ আমি যদি ইচ্ছা না করি, তেত্রিশ কোটী দেবতা একত্র হয়েও আমার গতিরোধ করতে পারেন না।

যম। ক্ষুদ্র বালিকা! এ তুমি কি বলছ?

সাবিত্রী। আপনি যেমন আমার প্রিয়তম বস্তুটীকে পাশে আবদ্ধ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন, আমিও তদ্রূপ আপনাকে কঠিন পাশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছি!—কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন ক'রবার জন্য আমার স্বামী যে সমস্ত ধর্ম্মাচরণ ক'রছেন, আর তাঁর সহধর্ম্মিণী হ'য়ে আমার আয়তি রক্ষার জন্য আমিও যে সমস্ত কার্য্য ক'রেছি, তাতে আপনার এ রজ্জু সম্পূর্ণ ছিন্ন না হোক, বহুস্থানে দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমি যে পাশে আপনাকে আবদ্ধ রেখেছি, ধর্ম্মরাজ, তা আজও পর্য্যন্ত অটুট। তবে শুনুন।—তত্ত্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন,—সপ্তপদ মাত্র ভূমি একত্র সঞ্চরণ ক'রলেই মিত্রতা হয়। আমিও আপনার সঙ্গে সাত পা চ'লেছি। অতএব মিত্রতাকে অগ্রবর্ত্তিনী ক'রে আমি আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ ক'রব, আপনি স্থির হ'য়ে শুনুন।

যম। এ কি?—এক কথায় আমার গতি-রুদ্ধ?—শক্তিময়ী—এ তেজস্বিনী কে?

সাবিত্রী। দেখুন, সাধুরা সর্ব্বদেবতার মধ্যে ধর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান ক'রেছেন। ইন্দ্রাদি দেবতারাও ধর্ম্মহীন হ'লে, নিজ নিজ আসন হতে বিচ্যুত হন। শাস্ত্রের বচন—যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে জয়। ধর্ম্মের সঙ্গে জয়ের নিত্য সম্বন্ধ। বৃত্রাদি অসুরগণও ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে স্বর্গ পর্য্যন্ত জয় ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান—সর্ব্বনিয়ন্তা—সেই নারায়ণকেও একমাত্র ধর্ম্মবলে দৈত্যরাজ বলি, নিজ অট্টালিকার দ্বারদেশে দ্বারীরূপে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। সুতরাং ধর্ম্মই একমাত্র বলবান্। এদিকে আবার সংসারীর ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অবশ্য—ধর্ম্ম না হ'লে চিরব্রহ্মচর্য্যও হয় না, সন্ন্যাসও হয় না। কিন্তু

অতি জিতেন্দ্রিয় না হ'লে সংসারধর্ম্ম করা যায় না। সংসারে এত বাধা এত প্রলোভন! এইজন্য ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে জনক রাজর্ষির শ্রেষ্ঠ স্থান। ধার্ম্মিক গৃহস্থের আশ্রম—ঋষি তপস্বিগণের তীর্থ। আমি সেই গৃহস্থাশ্রমের সন্ন্যাসিনী। আপনি দণ্ডায়মান হ'ন।

যম। (স্বগত) একি! একে আমি ক্রমেই শক্তিহীন হ'য়ে প'ড়্‌ছি? আমার সর্ব্বশরীর যে কম্পিত হ'য়ে উঠছে? কি ক'রে এ বালিকার হাত ছেকে নিস্তার পাই? প্রলোভন দেখান ভিন্ন দে'খ্‌ছি অন্য উপায় নাই। (প্রকাশ্যে) সাবিত্রী! তোমার যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমি পরম পরিতুষ্ট হ'য়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর—আমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন তোমাকে আর যে কোনও বর দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত ও অন্ধ হয়ে আছেন। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার প্রসাদে তিনি নয়ন লাভ করুন।

যম। তথাস্তু। যাও, এইবারে ফিরে যাও। একি—তথাপি অনুসরণ ক'র্‌ছ যে? বরদান ক'র্‌লুম, আবার কেন?

সাবিত্রী। স্বামীর যে গতি, আমারও তাই। আপনি যেখানে ওঁকে নিয়ে যাবেন, আমিও সেইখানে যাব। সম্প্রতি যেতে যেতে আমার আর একটা কথা শুনুন। পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন, যে সাধুদের সঙ্গে একবার মাত্র সঙ্গ হওয়াও প্রার্থনীয়, তাঁদের সঙ্গে মিত্রতা—তার তুল্য বাঞ্ছনীয় বিষয় ত জগতে আর নেই। সৎপুরুষদের সমাগম কখনও নিষ্ফল হয় না।

যম। এ-তুমি কি ব'ল্‌ছ সাবিত্রী?

সাবিত্রী। আপনি আবার সাধুতার প্রতিমূর্ত্তি—সুতরাং নিষ্পাপ। আপনার সংসর্গে বাস করাই সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং আমি যদি কোন ফল পাই, তা কেবল শাস্ত্রের আদেশে।

যম। সাবিত্রী! তোমার ইষ্টসাধন-বিনয়িনী বাণী আমাকে আজ যথেষ্ট জ্ঞান দান ক'র্‌লে। এরূপ তেজোময় বাক্য আমি আর কখনও শুনিনি। হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ। মা সত্বর এ আনন্দের ফলভোগ কর। সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে, তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। আমার শ্বশুর যেন আবার নিজের রাজ্যলাভ করেন, আর তিনি যেন স্বধর্ম্ম হ'তে পরিভ্রষ্ট না হন।

যম। তথাস্তু। এইবারে যাও মা, তোমার ত কামনা পূর্ণ ক'রে দিলুম।

সাবিত্রী। তা দিয়েছেন—এবং এই জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, এবং হৃদয়ের আনন্দে মনে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয়েছে, আপনাকে নিবেদন করি। শুনুন—যেহেতু আত্মতৃপ্তি দেবতাকে নিবেদন ক'র্‌তে হয়। আপনি যে কাযই করুন না কেন, চিরদিন নিয়মের বশীভূত হ'য়ে করেন, নিজের ইচ্ছাপূর্ব্বক করেন না। এই জন্যই আপনার নাম যম। সর্ব্বভূতে ভালবাসা, অনুগ্রহ ও দান—ইহাই সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম। মানুষে শক্তি অনুসারে কোমল হয়, সৎপুরুষেরা শত্রুকেও দয়া করেন—সুতরাং আপনার দয়া—এ নূতন কথা নয়।

যম। তৃষ্ণার্ত্ত লোকের পক্ষে জল যেমন, আমার পক্ষে তোমার মধুর অথচ জ্ঞানপূর্ণ কথাও সেই রকম বোধ হচ্ছে। অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তা হ'লে সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি পুনরায় বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। আমার পিতা রাজা অশ্বপতি পুত্রহীন আছেন। অতএব কুলোজ্জ্বলকর, তাঁর

একশত পুত্র হউক—এই তৃতীয় বর আপনার কাছে প্রার্থনা করি।

যম। তথাস্তু—তোমার পিতার কুল-সন্তানকারী তেজস্বী একশত পুত্র হোক্। আর নয়—তোমার কামনা পূর্ণ হয়েছে, এই বার ফিরে যাও।

সাবিত্রী। স্বামীর সঙ্গে থাকায় এ আমার দূর ব'লে বোধ হচ্ছে না। বিশেষতঃ আপনি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ। সৎপুরুষের প্রতি লোকে যত বিশ্বাস করে, নিজের আত্মার প্রতিও তত করে না। এই জন্য লোকে সৎপুরুষের প্রণয় প্রার্থনা করেন—আপনিও সৎপুরুষ। তার উপর বহুক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রেছি, আপনিও ক'রেছেন। সুতরাং শাস্ত্রাদেশে আপনি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ। কাজেই আমার অনিচ্ছায় আপনি আমাকে নিবৃত্তা ক'র্‌তে পারেন না।

যম। না,—দেখ্‌ছি এ বালিকার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন কথা। একে নিরস্ত করি আমার এমন শক্তি নাই। অবলা—তীব্র দৃষ্টির আঘাত সহ্য ক'রতে অসমর্থ—সে কিনা যুক্তিতর্কে, জ্ঞানে, মধুর বচন-বিন্যাসে আমাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ক'র্‌লে! এই অবলার কথায় আমাকে পরিচালিত হতে হচ্ছে!—এযে ব্যাপার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি বালিকা যেন নিঃশেষে আকর্ষণ ক'রে নিয়েছে,—আমি জ্ঞানশূন্য! বাহিরে স্থিরা শান্তিময়ী, নতমুখী—কিন্তু বাক্যে বিশ্ববিমোহিনীর ভুবন-বশীকরণের শক্তি! কে এ তেজস্বিনী? সাবিত্রী! এই শেষ বক্তব্য—তোমার প্রতি স্নেহে আমি আরও এক বর প্রদান ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। সুতরাং সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি চতুর্থ বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। বেশ, এতই যদি ভাগ্যবতী আমি, যে আপনার প্রসাদ পাবার উপযুক্ত জ্ঞানে, আপনি আমাকে স্বেচ্ছায় বর প্রদানে উদ্যত হয়েছেন, তবে এই প্রার্থনা করি—যেন মর্ত্তে এসে আমি নিস্ফলা নামে জগতে পরিচিতা না হই। কেননা, গৃহস্থ কন্যা নিস্ফলা—এ হ'তে বুঝি অপবাদ আর নাই।

যম। বেশ, এই কথা। তা হ'লে আমি যদি তোমাকে শত পুত্রের বর দান করি, তা হ'লে ত আমাকে নিস্কৃতি দাও?

সাবিত্রী। তন্দণ্ডেই।

যম। সাবিত্রী, তুমি সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী শত পুত্র লাভ কর।

সাবিত্রী। আপনি পুনরায় আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)

যম। তোমার মঙ্গল হোক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

(মাণ্ডব্য ও সনাতনের প্রবেশ)।

সনা। বৃথা অন্বেষণ,—এত বন ঘুরেও যখন সন্ধান পেলুম না, তখন আর কি তাদের পাব?

মাণ্ডব্য। পাব না—সেকি সনাতন? পাব না কি? আজই যে আমি যুবকদম্পতীর মাথায় শান্তিজল ঢেলেছি—সাবিত্রীকে অবৈধব্য আশীর্ব্বাদ প্রদান ক'রেছি, তার ফল কি এই হ'ল? আশীর্ব্বাদের পর মুহূর্ত্তেই কিনা বৃদ্ধ রাজা ও রাণীর সর্ব্বনাশ হবে? পাব না—কি ব'লছ সনাতন—পাব না কি? যদি ধরণী নিজ বক্ষে

লুকিয়ে রাখে, ধরণীবক্ষ বিদীর্ণ ক'রে তাদের খুঁজে আনব। সাগর যদি গ্রাস করে, অগস্ত্যের ন্যায় গণ্ডূষে সাগর উদরগত ক'র্‌ব। যম কর্ত্তৃক যদি অকালে নিষ্পীড়িত হয়, যম-মন্দির চূর্ণ ক'র্‌ব—আর না যাতে লোককে যমভবন যেতে হয়, তার ব্যবস্থা ক'র্‌ব। পাব না?—পাব না কি?

সনা। প্রভু শুধু না ফির্‌তে হয়, তার উপায় করুন। অন্ধ রাজা ও বৃদ্ধা রাণী যখন আমাদের প্রত্যাগমন-বার্ত্তা শুনে, ছুটে এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে—সনাতন আমার পুত্র ও পুত্রবধূ? পিতা! তাদের কেমন করে বলব যে, রিক্তহস্তে ফিরে এসেছি?

মাণ্ডব্য। সাবিত্রী সত্যবান্‌কে না নিয়ে ফির্‌ব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। প্রয়োজন হয়, যম-ভবনে প্রবেশ ক'র্‌ব। একবার নিজের জন্য প্রবেশ ক'রেছিলুম—নিরপরাধে শূলদণ্ড বিধান ক'রেছিল ব'লে, আমিও তাকে দাসীপুত্র হবার শাপ দিয়েছিলুম। আমি আবার সাবিত্রীর অবৈধব্যের জন্য প্রবেশ করব।

সনা। পিতা—পিতা!

মাণ্ডব্য। কি সনাতন?

সনা। আর নয়—আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। সব শেষ!

মাণ্ডব্য। সব শেষ?

সনা। সখার প্রাণহীন দেহ-ধূলি-বিলুণ্ঠিত!

মাণ্ডব্য। হুঁ!—আর সাবিত্রী?

সনা। তাঁকে ত দেখতে পাচ্ছি না প্রভু! বুঝি অভাগিনী স্বামীবিয়োগে উন্মাদিনী হয়ে কোথায় চ'লে গিয়েছে! সখা! সখা! কি ক'র্‌লে? কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে?

মাণ্ডব্য। সনাতন! ঋষিকুমার হয়ে এ তুমি কি অশোভন কার্য্য ক'র্‌ছ? ঋষিগণ শোক ক'র্‌বার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। এস আমরা সাবিত্রীর অনুসন্ধান করি। সাবিত্রী কই? সতীরাণী, নিজের অবৈধব্য প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে, তিন দিনের নিরম্বু উপবাসের ব্রত উদ্‌যাপন করেছে। সে সাবিত্রী কই? পিঞ্জর পড়ে আছে, নিশ্চয় সে তেজস্বিনী এ পিঞ্জরের পাখীকে ফিরিয়ে আন্‌তে, ভীষণ ব্যাধের অনুসরণ ক'রেছে। সাবিত্রী—সাবিত্রী—মা আমার কোথায় তুমি?—কত দূরে? মা, মা, সন্তান আমি—এ অপূর্ব্ব জীবন প্রতিষ্ঠা দেখবার আমার বড় সাধ হয়েছে। দেখা দাও।—চিরদিন যে মৃতসঞ্জীবনী সুধার সন্ধানে উন্মত্তের মত ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিছি, সেই সুধাভাণ্ড, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নাধার সতীর হৃদয়—আমাকে একবার দেখাও।

সনা। পিতা! সত্যবানের দেহ সম্বন্ধে কি ক'র্‌ব, আদেশ করুন।

মাণ্ডব্য। আমি দেহ রক্ষার ব্যবস্থা ক'র্‌ছি। দেহের চতুর্দ্দিকে গণ্ডী দিচ্ছি। ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষসাদি পিশিতাশী জীব দূর হও, সত্যবানের প্রাণহীন দেহ-সমীপে কেউ এসো না। সাবধান, এই গণ্ডীস্পর্শ মাত্রেই সকলে চক্ষুর নিমিষে ভস্মীভূত হবে।

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রম সম্মুখে।

শৈব্যা ও দ্যুমৎসেন।

দ্যুমৎ। কি ক'র্‌লুম শৈব্যা? কেন অসময়ে পুত্রকে বনে পাঠালুম? রাজ্য গেছে, চক্ষু গেছে, অন্ধের যষ্টি পুত্ররত্ন অবশিষ্ট ছিল,

তাও গেল! ও শৈব্যা! কি ক'র্‌লুম? কেন অসময়ে তাকে বনে যেতে আদেশ ক'র্‌লুম? তুচ্ছ কাঠ—একরাত্রের জন্য ঋষিদের ঘর থেকে ভিক্ষা ক'রে আনলুম না কেন?

শৈব্যা। মহারাজ, উতলা হবেন না। আপনি উতলা হ'লে এ অভাগিনীর উপায় কি? আমি যে দশদিক অন্ধকার দেখছি।

দ্যুমৎ। আর অন্ধকার! আমি চক্ষুহীন হয়েও দেখবার সমস্ত সুখ অনুভব ক'রেছি।—ভগবান যে এ অন্ধ বৃদ্ধকে সাবিত্রী সত্যবানরূপ দুটী প্রজ্ঞা-চক্ষু প্রদান ক'রেছিলেন। আমি দু'জনের মাথায় হাত দিলেই, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অপরূপ সৌন্দর্য্যে যে আমার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হ'ত! রাণী ইচ্ছা করে সেই তারকাযুগল স্বহস্তে উৎপাটিত ক'রে বনে নিক্ষেপ করলুম! না না—ওই আসছে। ওই যে কার পদ শব্দ শুনতে পাচ্ছি না? কেও—কেও—সত্যবান্ এলি!

শৈব্যা। কেও—সাবিত্রী আমার আসছ?

(অলিক্ষরার প্রবেশ।)

অলি। না, মা—আমি অলিক্ষরা।

শৈব্যা। কি ক'র্‌লুম মা অলিক্ষরা!—আমি যে হাসতে হাসতে আনন্দময়ীকে স্বামীর অনুগমন ক'র্‌তে অনুমতি ক'রেছি। পম্পা সরোবরের তীর ধ'রে, আমার হরগৌরী যে, সমস্ত বন আলো ক'রতে ক'রতে দেখতে দেখতে চক্ষু অন্ধ ক'রে মিলিয়ে গেছে! এ চক্ষু কি আর মিল্‌বে না অলিক্ষরা?

দ্যুমৎ। যা ঘটেছে, আমি সব দেখতে পাচ্ছি—সব দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। মা আমার চারদিন উপবাসিনী—অর্দ্ধমৃতা। সতী মনের উৎসাহে স্বামীর সঙ্গিনী হয়েছিলেন; কিন্তু দুর্ব্বল দেহ, পরিশ্রমের ভার সহ্য ক'রতে পারেনি। দেখতে পাচ্ছি—রাণী, ঠিক সতী দেখতে পাচ্ছি—চোখের সামনে, সে সোণার লতা কঠিন বনপথে ধূলাবলুণ্ঠিতা। মা আমার স্বামীর পায়ে মাথা রেখে স্বর্গে চলে গেছেন।

অলি। স্বামীর পায়ে মাথা রেখেই যদি সাবিত্রীর মৃত্যু হয়, তাহ'লে মহারাজ, তার তুল্য ভাগ্যবতী আর কে আছে? এমন দেবতারও বাঞ্ছনীয় তীর্থ-মৃত্যু যার, তার জন্য আর দুঃখ কি? পুত্র আপনার সুস্থ শরীরে ফিরে আসুন—এই আমাদের একমাত্র কামনা।

দ্যুমৎ। অলিক্ষরা, সত্যবান আমার সাবিত্রী বিহনে বেঁচে আছে—এটা কি বিশ্বাস কর?—মাধবী শুকিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সহকারও শুকিয়েছে,—আমার সাধের বাগান আবার যে মরুভূমি, সেই মরুভূমিতেই পরিণত হয়েছে।

অলি। আমার পিতা ও স্বামী তাঁদের অনুসন্ধানে বনে প্রবেশ ক'রেছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁরা ফিরে আসেন, আমার অনুরোধ—অন্ততঃ ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ করুন।

শৈব্যা। তোমরাই এতকাল অন্ধরাজাকে রক্ষা ক'রে এসেছ। তোমরা এখন এ বিপদে তাঁকে রক্ষা না ক'রলে, কে ক'রবে মা?

দ্যুমৎ। অন্ধ হয়ে, রাজ্যহারা হয়ে, বালবৎসা স্ত্রী নিয়ে তোমার পিতার আশ্রমে এসেছিলুম। নিজ তপস্যার আশ্রয়ে স্থান দিয়ে, তিনি আমাকে সন্ন্যাসী ক'রেছিলেন। তুমি আবার কোথা থেকে এক সোণার প্রতিমা এনে আমার পুত্রকে উপহার দিয়ে, আমাকে ভবিষ্যতের এক অপূর্ব্ব ছবি দেখিয়ে, এই বৃদ্ধ বয়সে আবার সংসারী ক'রেছ। সে অপূর্ব্ব ছবি যে, দূর থেকেই মিলিয়ে যায় মা!

অলি। ভয় নেই মহারাজ।—আমার মন নিরাতঙ্ক।

শৈব্যা। দাও মা সতী লক্ষ্মী,—অভয় দাও মা,—অভয় দাও।

অলি। সাবিত্রীর ত্রিরাত্র ব্রত—আমার পিতা আবার সে যজ্ঞের হোতা—সাধুত্তম ঋষিগণও পিতার সঙ্গে এ যজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন। যজ্ঞ নির্বিবাদে সুসম্পন্ন হয়েছে। ঋষিগণ আপনাদের পুত্রবধুকে অবৈধব্য আশীর্ব্বাদ দিয়েছেন। এমন শুভদিনে কখনও কি অমঙ্গল হ'তে পারে? যমবিজয়ী পিতা—তাঁর আশীর্ব্বাদ—সে আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হবে? তা আবার কিনা—যে দিনে ব্রত উদযাপন, সেই দিনে! আমরা সাত এয়োতে পিতার আজ্ঞায় সাবিত্রীর মাথায় জল ঢেলেছি। তোমার পুত্রবধূর কেশকলাপ এখনও যে, সে জলে সিক্ত হয়ে আছে মহারাজ! যম এসে কিনা সেই সিক্ত কেশে হস্তার্পণ ক'র্‌বে!

(ঋষিগণের প্রবেশ।)

শৈব্যা। মহারাজ, ঠাকুরেরা সব এখানে আসছেন।

দ্যুমৎ। ঠাকুর, রাজ্যচ্যুত অন্ধ ভৃত্যকে এতকাল শ্রীচরণের আশ্রয়ে রেখে এসেছেন, আজকে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে আশ্রয়চ্যুত করবেন না।

সকলে। ভয় কি—ভয় কি?

১ম ঋষি। তোমার পুত্র পুত্রবধূর কোন অমঙ্গল হবে না মহারাজ!

সকলে। এ আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

১ম ঋষি। এই আমরা সবাই মিলে অগ্নিতে আহুতি ঢেলে, তোমার পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ ক'রে এলুম—

২য় ঋষি। অগ্নি অমনি শত শত লহ লহ জিহ্বা বা'র ক'রে, সেই সমস্ত ঘৃত পান করলে—

৩য় ঋষি। কাষ্ঠখণ্ড সব দেখতে দেখতে অঙ্গারবৎ হয়ে গেল—

১ম ঋষি। প্রশান্ত দিঙ্মণ্ডল মৃগ-পক্ষীর কলরবে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল।

২য় ঋষি। বৃক্ষতরুলতার পত্র সমস্ত সর সর্ শব্দে দিগন্ত মধুময় ক'রে তুললে—

৩য় ঋষি। আর লাজগুচ্ছের ন্যায়—কুন্দ, মালতী, শেফালিকা মধুপবনে আন্দোলিত হয়ে, ঝর ঝর্ ঝ'রে গেল—

১ম ঋষি। এমন সময়ে আপনার পুত্র—পুত্রবধূর অমঙ্গল হবে?

সকলে। কখনই নয়—কোন প্রকারে নয়।

২য় ঋষি। বোধ হয়, পতিপরায়ণা পতি সঙ্গে ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কথঞ্চিৎ ক্লান্তা হয়েছেন।

৩য় ঋষি। অথবা ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে বহুদূরগতা হয়ে, পথ হারিয়েছেন।

১ম ঋষি। তাই রাত্রের জন্য হয় ত উভয়ে বনমধ্যে কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন।

সকলে। মহারাজ, ভয় ক'র্‌বেন না।

১ম ঋষি। অলিঙ্করে, তোমার পিতা কোথায়?

অলি। তিনি রাজকুমারের অনুসন্ধানে গমন ক'রেছেন।

সকলে। তবে আর কি!—যমবিজয়ী মাণ্ডব্য! যখন অনুসন্ধানে গেছেন, তখন আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। আমরাও সকলে অনুসন্ধানে যাচ্ছি।

সকলে। অবশ্য—অবশ্য।

২য় ঋষি। অনুসন্ধান ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি যম-ভবনে গমন করতে হয়, আমরা তাতেও প্রস্তুত আছি।

৩য় ঋষি। চল, চল—আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

অলি। আসুন মহারাজ,—আমরাও এই সব মহাপুরুষদের অনুগমন করি।

দ্যুমৎ। একি হ'ল—একি হ'ল?—দয়াময় ———এ আমার কি হ'ল?

সকলে। কি হ'ল—কি হ'ল মহারাজ?

দ্যুমৎ। সহসা আমার দৃষ্টিশক্তি কে ফিরিয়ে দিলে? আমি আবার দেখতে পাচ্ছি—সব দেখতে পাচ্ছি—এই আপনাদের চরণ দর্শন করছি।

শৈব্যা। মহারাজ, মহারাজ! এ আপনি কি ব'লছেন?

ঋষিগণ। অপূর্ব্ব দৈবশক্তি!

অলি। সতী—সতী—মহারাজ, সতী আপনার গৃহে অবতীর্ণা—ত্রিরাত্র-ব্রত উপবাসিনী সতী আপনার গৃহে শান্তিময়ী রূপে অবস্থিতা। মহারাজ—আপনাকে দর্শন ক'র্‌লে ভয় দূরে পলায়ন ক'র্‌বে। সেখানে কিনা আপনার ভয়?

দ্যুমৎ। কি সুন্দর! চারিদিক কি সুন্দর! রাণী! এই তুমি! অলিন্দরা! এই তুমি—এই তুমি—আহা তুমি এই অলিন্দরা! দয়াময়! এই চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি। এই আপনাদের দেববাঞ্ছিত মূর্ত্তি। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে মনোমোহিনী প্রতিমার সৌন্দর্য্য দেখে দেখেও আমি তৃপ্তি পাইনি, এই সেই শৈব্যা রাণীর ছায়া। ঐ অলিন্দরার মিষ্ট বাক্য কর্ণে প্রবেশ ক'রে আমার হৃদয়ে এক মধুময় রূপের আভাস দেখাত, এই সেই আরও সুন্দর—কত সুন্দর এক মুখে ব'লতে পাচ্ছি না—কত সুন্দর অলিন্দরা।

অলি। আর আপনার পুত্রবধূ! শত অলিন্দরার একত্র সমাবেশে সে সর্ব্বনাশীর রূপের একাংশ প্রস্তুত হয়। মহারাজ! চক্ষু পেয়েছেন। যৌবনে আপনার পুত্র কত সুন্দর হয়েছে দর্শন ক'র্‌বেন চলুন। আর তার পার্শ্বে শোভাময়ী ভুবনমোহিনী সাবিত্রী—মহারাজ, হরগৌরী—হরগৌরী!

শৈব্যা। ঠাকুর! স্বামীকে চক্ষু দিয়েছেন, এখন তাঁকে চক্ষের তারা দিন। দেখবেন দয়াময়! যেন স্বামীর আমার হর্ষে বিষাদ না হয়!

সকলে। কখনই নয়। শুভলক্ষণ—দৈবশক্তি।

অলি। সতী—সতী—

সকলে। এস মহারাজ, চক্ষু পেয়েছ, আর কেন? এস সকলে সন্ধান করি।

তৃতীয় দৃশ্য।

যম ও তৎপশ্চাৎ কিঞ্চিৎ দূরে সাবিত্রী।

যম। সে সর্ব্বনাশীর হাত থেকে যে নিস্তার পাব, এ আমার বিশ্বাস ছিল না। বাপ—কি বিপদেই প'ড়েছিলুম! আর একটু পীড়ন ক'রলেই সত্যবানের প্রাণ হস্তচ্যুত হ'য়েছিল আর কি! বালিকাকে আমার অদেয় কিছুই ছিল না। কিন্তু কি ক'র্‌ব, নিয়মের বশীভূত হ'য়ে অমন সাধ্বীকেও আমাকে পতি হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রতে হ'য়েছে। সন্তানপ্রলোভনে মুগ্ধা হ'য়ে সর্ব্বনাশী মুহূর্ত্তের জন্য জননীরূপিণী স্বামীকে বিস্মৃতা হয়েছিল, আমিও সেই অবকাশে পালিয়ে এসেছি।

সাবিত্রী। প্রভু, এ স্থানের নাম কি?

যম। হ্যাঁ।

সাবিত্রী। এ স্থানের রমণীয়তা আমাকে বড়ই মুগ্ধ ক'রেছে। আমি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দের আভাস পাচ্ছি, যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব মধুময় প্রদেশের সন্নিকটবর্ত্তিনী হ'য়েছি। পবনে মধু, ঋতু মধুময়, ওষধী সকল মধুপূর্ণ।

চক্ষে চক্ষে মধুসঞ্চার! এমন কি, পথের ধূলায় মধু মাখা। এ কোথায় এসে উপস্থিত হলুম মহাশয়?

যম। তুমি এখানে পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করেছ? এ স্থান যে মনুষ্যের অগম্য।

সাবিত্রী। ধর্ম্ম যার সহায় ও জীবন-পথের সঙ্গী, ত্রিভুবনে তার অগম্য স্থান কোথায় প্রভু?

যম। তুমি যে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছ সাবিত্রী!

সাবিত্রী। আমি ত দিয়েছি, কিন্তু আপনি নিজেই যে নিষ্কৃতি গ্রহণ ক'রছেন না প্রভু। হে দেব! আপনি পক্ষচক্ষু—আপনিই বলুন, আমার গতি কোথায়?

যম। নৃপনন্দিনি! আর অগ্রসর হয়ো না—ফিরো যাও। মুহূর্ত্তে তোমার চক্ষে এক মহা অন্ধকারের আবরণ পড়বে। আর আমাকেও দেখতে পাবে না, আপনাকেও দেখতে পাবে না। অগ্রপশ্চাৎ গতিরুদ্ধ হয়ে বিষম সঙ্কটে পতিতা হবে। ফিরে যাও—ফিরে যাও। তোমাকে পরম প্রীতিপরবশ হ'য়েই এই কথা ব'লছি। নতুবা আমার কথা পর্য্যন্ত আর তুমি শুনতে পেতে না! ফিরে যাও—আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব ক'রো না!

সাবিত্রী। আপনি যম; কিন্তু নিজে নিয়ম ভঙ্গ ক'রে নামের সার্থকতা নষ্ট করছেন! ধর্ম্মরাজ! এবারে নিজের জন্য নয়—জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য আমি আপনার সঙ্গে চ'লেছি। যেহেতু জগতের ভিত্তিস্বরূপ যে ধর্ম্ম, তিনি যদি চঞ্চল হন, তা হ'লে সমস্ত জগৎ এক মুহূর্ত্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাই আমি আপনাকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রবার অভিপ্রায়ে এসেছি!

যম। হ্যাঁ! তুমি কি ব'লছ সাবিত্রী?

সাবিত্রী। আপনি আমাকে শতপুত্রের জননী হবার বর প্রদান ক'রেছেন, অথচ আমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্য ক'রে নিজেই সে সত্যপালনের অন্তরায় হচ্ছেন। আপনি যম,—চিরদিন নিয়মাধীন। মায়াবশে আপনি আমাকে বরপ্রদান করেন নি। আমার পুণ্যবল আপনাকে আকৃষ্ট ক'রে বরপ্রদানে বাধ্য ক'রেছে। সুতরাং মিত্ররূপে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি স্বধর্ম্ম পালনের জন্য আমাকে পঞ্চম বর প্রদান করুন। আমি নিজে ব'লছি—সনাতন ধর্ম্মের অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে আপনি পুরী-প্রবেশ করুন। নতুবা সেখানে আপনার আর প্রবেশাধিকার নাই।

যম। হ্যাঁ! তুমি কে? কে তুমি? কোন্ ভুবনমোহিনী শক্তি ধর্ম্মকে অভ্রান্ত জ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য স্বেচ্ছায় আপনাকে পতিবিয়োগিনী ক'রেছ? মা—মা! উজ্জ্বলতর আলোকে পতিত হ'লে, স্বল্পালোক যেমন অদৃশ্য হয়, জ্ঞানময়ি! তদ্রূপ তোমার সমীপস্থ হ'য়ে আমার সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে আসছে। ধর্ম্মকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে, কে তুমি করুণাময়ী, তার পুরীর দ্বার-দেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়েছ?

সাবিত্রী। আমি সত্যবানের প্রেমময়ী ভার্য্যা—শাস্ত্রে আমার নাম সতী। আমার অস্তিত্বে তোমার অস্তিত্ব। ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রাদেশে আমি তোমাকে আদেশ ক'রছি—আমার পদ-গৌরব রক্ষা ক'রে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হও।

যম। মা! এই নাও—সতী! জগতে মহিমা প্রচার করবার জন্য—পুরুষ-প্রকৃতি-রূপে সৃষ্টিরক্ষার জন্য—তোমার চিরন্তন সামগ্রী পতিধন গ্রহণ কর। আর সেই সঙ্গে আমার কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর। আমি ধন্য—আমার পুরী ধন্য—আর এই অপূর্ব্ব পতিব্রতার মাহাত্ম্যে এই আর্য্যাধিষ্ঠিত যে ভারতভূমি, তিনিও ধন্য।

সাবিত্রী। কত দূরে এসেছি ধর্ম্মরাজ ?

যম। মা, আমার প্রিয়তমা দয়িতা! মৃতসঞ্জীবনী পুরীর দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছ। যদিই মা, কৃপা ক'রে এতদূর এসেছ, তা হ'লে একবার তাকে দর্শন কর।

পটপরিবর্ত্তন।

সাবিত্রী। কি সুন্দর—কি অদ্ভুত!—এ কি দেখলুম ধর্ম্মরাজ!

যম। সম্মুখে উত্তপ্তজলা বৈতরণী, তার উপরে ওই মায়া-সেতু। দেখছ মা—কি অপূর্ব্ব বিবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত! পুণ্যাত্মা যখন এই স্থানে উপস্থিত হন, তখন এই সেতু কুসুমাস্তীর্ণ পবিত্র পথ। পাপাত্মারা যখন উপস্থিত হয়, তখন এই সেতু পাপভেদে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। ওই দেখ মা—ওই দেখ কাঞ্চনময়; ওই দেখ—ওই দেখ—আবার বিবিধ বর্ণ কুসুম-সমাকীর্ণ। ওই দেখ, আবার ভীষণ অগ্নিময়—সঙ্কর্ষণের মুখানলের ন্যায় নীল জিহ্বা বিস্তার ক'রে পাপীকে গ্রাস ক'রতে আসছে। দেখ মা—আবার দেখ—প্রবেশ-পথে অগ্নি-অক্ষরে কি লেখা আছে দেখ—"জীব! এখানে চিন্তা ক'রবার অবসর নাই।" পাপী, সম্মুখে এই কণ্টকাকীর্ণ পথে যেতে সাহস না ক'রে, নদীতে ঝম্প প্রদান করে। আর অমনি উত্তপ্ত জলে দগ্ধ হ'তে হ'তে, জলস্রোতে অন্ধকারময় নরককুণ্ডে নিপতিত হয়। মা! এই বারে আমাকে অনুমতি কর। রাত্রি প্রভাত-শেষ—অনুমতি কর মা—পুরী প্রবেশ করি।

সাবিত্রী। করুন।—(যমের প্রস্থান)—তার পর? জ্ঞানশূন্য হয়ে যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে এসেছি। কোন্ পথে এসেছি, কিছুই ত জানি না! এখন কেমন ক'রে ফিরি?—গুরুদেব! কোথায় তুমি? এ সঙ্কটে তুমি ভিন্ন রক্ষা করবার যে আর কেউ নাই। এ প্রাণ-পুষ্প ধারে মলিন না হ'তে হ'তে আমাকে ফিরতে হবে। কোথায় আছ দয়াময়?—অভাগিনী নন্দিনীকে রক্ষা কর—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় চক্ষু উন্মীলিত ক'রে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর কর। পথ দেখাও—পথ দেখাও।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)

মাণ্ডব্য। মা, মা—কই তুমি?

সাবিত্রী। এসেছ—এসেছ—পিতা এসেছ?—কই তুমি? আর যে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।

মাণ্ডব্য। ভয় কি মা, এই যে আমি—এই যে আমি। কই—আমার প্রাণ কই—সাবিত্রী! আমার প্রাণ কই! আমার প্রাণ কই?

সাবিত্রী। এই নাও—শীঘ্র নাও অঞ্জলি নাও—তব দত্ত সামগ্রী তুমি গ্রহণ কর।

(গীত।)

জীবন-তটিনী-কূলে এসে আবার পাছে ভেসে যাই।
ভয়ে ভয়ে আসি, চরণে দাসী, রাখিল জীবন-কুসুম তাই।
মুক্ত নিয়ে গিয়েছিল শমন অকালে ললাট-বিন্দু,
চকিতে চাহিতে দেখি চারি ভিতে, অপার আঁধার-সিন্ধু।
দূর ভয় কর দয়াময়, আর না হারাই—না হারাই—
অভয় চরণে রাখিয়ে যতনে,
তুলে লও কোলে হে গোসাঁই।।

চতুর্থ দৃশ্য।

অশ্বপতি ও মালবী।

মালবী। কই মহারাজ, সাবিত্রী কই? আমার জামাতা কই? বৃদ্ধ অন্ধ রাজা, আর বৃদ্ধা মহিষী শৈব্যা—তারাই বা কই? ঋষিগণ—তাঁরাই বা কোথায়? সব অন্ধকার! আশ্রম শূন্য। কার কাছে আশ্রয় গ্রহণ ক'রব—কাকে আমার জামাতার কথা জিজ্ঞাসা ক'রব? কে ব'লবে—সত্যবান্ বেঁচে আছে, আমার মেয়ে বেঁচে আছে। মহারাজ—মহারাজ! কোথায় যাই?

কি করি? সম্মুখে গভীর বন—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকার—কাল আবরণে যেন আমাদের গন্তব্য পথ রোধ ক'রে ব'সে আছে। কি হবে মহারাজ—কি হবে?

অশ্ব। উতলা হয়ো না মহিষী। এক বৎসর থেকে বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছ। বিপদের সম্মুখে এসে আত্মহারা হয়ো না।

মালবী। ওগো অমন কথা ব'লো না—দোহাই মহারাজ, আশ্বাস দাও। বল, আমার জামাতা বেঁচে আছে—সাবিত্রীর সিঁথের সিন্দুর অটুট আছে!

অশ্ব। কেমন ক'রে থাকবে মহিষী? দেবর্ষির বাক্য মিথ্যা নয়।

(তুম্বুরু ও মালিনীর প্রবেশ)

তুম্বুরু। কখনই নয়, দেবর্ষি ঠাকুরের বাক্য—সেকি মিথ্যা হবার যো আছে। কি বলিস বউ?

মালিনী। ও বাবা—ঢেঁকি ঠাকুরের কথা মিথ্যা হবে। যেমনি একটী বছর গেছে, অমনি মালার ফুল আবার চনচন ক'রে ফুটে উঠেছে।

তুম্বুরু। বাতাস অমনি ফুলের গন্ধ মাথায় ক'রে বনবন্ ক'রে দিদিরাণীর কাছে ছুটে গেছে।

মালিনী। ভোমরা পুটলীর ধারে বনবন্ ক'রে ঘুরছে।

তুম্বুরু। আর বউএর প্রাণ ঝন্ ঝন্ ক'রছে—দেবর্ষি ঠাকুরের কথা কি কখন মিথ্যা হয়!

অশ্ব। কিরে তুম্বুরু, কি ব'লছিস?

তুম্বুরু। আর বলাবলির সময় নেই মহারাজ। এখন থেকে গলাগলি। দিদিরাণী আর তার বরকে গলায় গলায় মালা দিয়ে বাঁধব, তবে আমরা ঠাণ্ডা হব।

অশ্ব। আ, হতভাগা অজ্ঞান! কে তোদের এ বৃথা আশ্বাস দিয়েছে?

উভয়ে। ঢেঁকি ঠাকুর।

মালবী। ঢেঁকি ঠাকুর কি ব'লেছে?

মালিনী। দিদিরাণী আর বরের জন্য মালা গেঁথেছিলুম। ঠাকুর ব'লেছিল—এক বৎসর পরে মালা এখানে নিয়ে আন্‌তে।

তুম্বুরু। দিদিরাণীর বরের নাকি আজ যমের বাড়ী নেমন্তন্ন আছে। নেমন্তন্ন সেরে ফিরে আস্‌বে, দিদিরাণীর পাশে ব'স্‌বে, আর আমরাও অমনি মালা নিয়ে হাজির হব।

মালবী। এ সব কি ব'লছিস? তুম্বুরু—তুম্বুরু, স্পষ্ট ক'রে বল—মহামূল্য পুরস্কার দেবো। সত্য ক'রে বল—দেবর্ষি কি ব'লেছেন। সাবিত্রীর বর কি বেঁচে আছে?

তুম্বুরু। বেঁচে আছে—তবে এখনও যমের বাড়ী আছে, কি গাছতলায় ফিরে এসেছে সেটা ব'ল্‌তে পারছি না। ওই বাবাঠাকুর আসছে—ওঁর কাছে খবর নাও মহারাজ।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ।)

মালবী। দয়াময়—দয়াময়, কোথায় ছিলে? তোমার দাসদাসী যে অভয়পদ দেখতে না পেয়ে জগৎ অন্ধকার দেখছিল।

অশ্ব। দয়াময়, দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

মাণ্ডব্য। কেও—মহারাজ? কন্যাকে দেখতে এসেছ? জামাতাকে দেখতে এসেছ? এস মহারাজ, এস রাণী, দেখবে এস। তোমার নন্দিনী ধর্ম্মরাজকে পরাস্ত ক'রে, তার হাত থেকে স্বামীকে উদ্ধার ক'রে এনেছে। দেখবে এস—স্বর্গীয় আলোকে উজ্জ্বলাঙ্গ পতির পাশে সতীরাণীর কি অপূর্ব্ব শোভা!

মালবী। প্রভু—প্রভু, ব'লছেন কি বুঝতে পা'রছি না। আমার মাথা ঘুরছে। নন্দিনী জ্ঞানশূন্যা, তাকে রক্ষা করুন।

অশ্ব। ধন্য আমি, এমন কন্যাকে লাভ ক'রেছি! রাণী। ধন্য তুমি, সাবিত্রীকে গর্ভে ধারণ ক'রেছ। প্রভু! সে শোভা দেখ্‌বার জন্য আমি আকুল হয়ে উঠেছি।

মাণ্ডব্য। আসুন মহারাজ। তুম্বুরু, তুমি নীরব কেন? মালা কই? মালার অপেক্ষায় তোমার দিদিরাণী যে ব'সে আছে। মালিনী, তুমিও নীরব কেন মা?

মালিনী। হাঁ দেবতা—কিছু নীরব আছি। যখন যমের বাড়ী থেকে বর আস্‌ছে, তখন যমদূতগুলো ত বরযাত্র হয়ে এসেছে!

ক্রোড় অঙ্ক।

(আসনোপরি উপবিষ্ট সাবিত্রী সত্যবান্। সম্মুখে মাণ্ডব্য; উভয়পার্শ্বে অশ্বপতি, মালবী, দ্যুমৎসেন, শৈব্যা, অলম্বিনী, তুম্বুরু ও মালিনী)

অলি। কেমন সাবিত্রী—কেমন ভগিনী। যমের সঙ্গে কে যুদ্ধে জিতলে? তবে নাকি বিধি-লিপির খণ্ডন নেই? তবে কর্ম্ম কেন? ব্রত-নিয়মাদি কেন? ভগবান্ নিজমুখে কর্ম্মের অজস্র প্রশংসা ক'রেছেন। এ জগতে কর্ম্মই বলবান্।—

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥

সাবিত্রী। ভগিনী! এ সমস্তই ত তোমার আশীর্ব্বাদ।

অলি। সাবিত্রী! অসাধারণ অধ্যবসায়, অবিচলিত উৎসাহ, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ ও ব্রত-নিয়মাদি দ্বারা তুমি যে অলৌকিক কার্য্য সাধন ক'রেছ, অনন্ত কাল ধ'রে তুমি সেই কর্ম্মফল ভোগ কর। স্বরচিত এই পবিত্র সংসার-উদ্যানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হ'য়ে সমস্ত সংসারে আলোক বিকীর্ণ কর। শত-ভ্রাতার ভগিনী হও, শত-পুত্রের জননী হও। আর দেখাও—যেখানে, যে সময়ে, তুমি যে ভাবেই অবস্থিতি কর না কেন, তুমি গীতা, তুমি গায়ত্রী, তুমিই ভগবতী। তুমি জননী, তুমিই কন্যা, তুমিই ভগিনী। সহধর্ম্মিণীরূপে ধর্ম্মরক্ষার জন্য তুমি গৃহে গৃহে মূর্ত্তিমতী হও। পৃথিবীতে সোণার সংসারের প্রতিষ্ঠা হোক। সুধার লহরে ধরণী ভেসে যাক।

(গীত।)

তারে তারে বাঁধা প্রাণ।
মিলনে মিলনে তোলে জীবনে ললিত গান॥
সোণার সুখের প্রান্তে,
আঁধারে আবরিতে,
কাল নিশি করে অভিযান।—
জাগো সতী জাগো সতী,
ঘুচাও যামিনী-রাতি,
দাও জ্ঞান নাথ মান, আকুলে কুল কর দান॥

মাণ্ডব্য। তুম্বুরু নীরব কেন? আনন্দ কর।

তুম্বুরু। আমি যে মুকুন্দ দেবতা।

মাণ্ডব্য। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার কণ্ঠে সরস্বতী নৃত্য করুন।

তুম্বুরু। (গীত)

প্রভাত অরুণকর রঞ্জিত কানন,
বিকসিত কমল পলাশে।
মন্দ মলয়ানিল সেবিত সরোবর
শীকর নিকর অভিলাষে॥
কোকিল পঞ্চম মুখরিত কুঞ্জে মধুকর চুম্বিত সুমনস পুঞ্জে
বিহরতি মদন বিলাসে।
তাজ আলস, কুরু লালস আবৃতি আবৃতি পীতবাসে?

যবনিকা পতন।

কুমারী।

(নাট্যকাব্য)

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত।

[প্রথমাভিনয় রজনী ১৩০৫ সাল ২৪এ পৌষ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

রাজা।	
পুরন্দর	রাজকুমার।
সোমস্বামী	ঐ সখা।
পতঞ্জলি	যোগী।
দীনদাস	রজক।

ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণকুমারগণ, প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রাণী।	
লক্ষ্মী	দীনদাসের স্ত্রী।
অম্বিকা	রজক-কুমারী।
অপরাজিতা	চণ্ডাল-কুমারী।

কুমারীগণ, দেববালাগণ, বন্দিনীগণ, প্রভৃতি।

প্রস্তাবনা।

স্বর্গতোরণ।

দেববালাগণ।

(গীত)

আসা দুদিনের তরে।
যদিন থাক, সুখে থাক, কেন রও মরমে মরে॥
জীবন এমন সাধের ধন,
সাধ করে কেন বাঁধন দিয়ে কেনহে পীড়ন,
খুলে তার দাওহে দুনয়ন ;
ঘুচে যাক চোখের নেশা
মিশে যাক আলোক আঁধারে।
আপনায় দেখুক চিনুক সে,
ক্ষুদ্র ঘরের ঘেরার ভিতর বিরাট পুরুষ কে,
দেখুক সে দুহাত তুলে,
তুলতে কোলে কে তার দুয়ারে ;
দূরে যাক যত অভিমান,
মিলে যাক তোমার আমায় সমানে সমান,
গগনে ছুটুক প্রেমের গান ;—
ভেসে যাক ভাবের লহর মলয় সমীরে॥

কুমারী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

রাজা, রাণী, ব্রাহ্মণগণ ও প্রহরী।

(বন্দিনীগণের গীত)

রাত্রি পোহায়েছে।
জগত সরোজিনী, আলসে অবশ প্রাণী,
অস্ত অচল কোলে চলে পড়েছে॥
ক্ষীণ কিরণ রেখা
দূর গগনে, কনক বরণে, অরুণ আগম লেখা,—
পরশে আবেশে তারা গলে গিয়াছে।
নানা ফুল আভরণ, সুন্দর আবরণ,
উল্লাসে তেয়াগিয়া লাজ ;—
পঞ্চম তানে, প্রভাতী গানে,
প্রান্তরে মধুস্বর ঢেলে দিয়েছে,
আলোকে আঁধার যেন কোলে নিয়েছে॥

১ম ব্রা। মহারাজ! এই মাহেন্দ্রক্ষণ! এই সময়ে পুত্রকে মৃগয়ায় প্রেরণ করুন। মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা—রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান, সমস্তই আপনার পুত্রের অনায়াসলভ্য হবে।

২য় ব্রা। মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করলে দেবকন্যা লাভ হয়।

১ম ব্রা। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে আপনার সমস্তই প্রাপ্তি হয়েছে, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি আপনি দেবকন্যার শ্বশুর হ'ন।

(পুরন্দর ও সোমস্বামীর প্রবেশ)

রাজা। পুত্র! এই মাহেন্দ্রক্ষণ, ব্রাহ্মণের পদরেণু গ্রহণ করে মৃগয়ায় যাত্রা কর।

রাণী। সোমস্বামী! বাপ, তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার! কিন্তু পুত্রের বাল্যসখা ব'লে তোমাকে পুত্রের ন্যায় দেখে আসছি। পুরন্দর আর কখন গৃহ হ'তে বাহির হয়নি। আশীর্ব্বাদ ল'য়ে সঙ্গে সঙ্গে থেকো—দেখ যেন তোমার সখা বিপদে না পড়ে।

১ম ব্রা। আর বিলম্ব কেন মহারাজ! যাত্রার সময় উত্তীর্ণ হয়।

রাজা। দ্বারে দ্বারে স্বর্ণকুম্ভ জলে পরিপূর্ণ ও পল্লবাচ্ছাদিত ক'রে রাখতে বল।

১ম ব্রা। আর বলে দাও, তৈলিক, রজক, চণ্ডাল যে কোন শূদ্র আজ প্রভাতে যেন গৃহ হ'তে বহির্গত না হয়।

প্রহরী। (অভিবাদন ও প্রস্থান।)

রাণী। আর মহারাজ! কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করুন, ব্রাহ্মণদের ধনদান করুক।

সোম। এস সখা।

পুর। প্রভু সকল! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ব্রা-গণ। জয়োহস্তু জয়োহস্তু!

সোম। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

সকলে। ব্রাহ্মণায় নমঃ, দুর্গা দুর্গা!

গমনে বামনশ্চৈব বামন বামন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্য-পথ।

অম্বিকা।

(গীত)

বুঝি পথ ভুলে এসেছি।
নইলে কেন যতই চলি ততই চলেছি।
মেলে না ছুটলে পথের শেষ
বইলে বসে, কান্না আসে,
হায় কোথায় আমার দেশ:—
জানি না কেউ বলে না, তবু ত পথ মেলে না,
চরণ ত আর চলে না—হতাশ হয়েছি।

অম্বিকা। ওমা! কোথায় গেলি?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কই, কোথায় তুই? আঃ সর্ব্ব-নাশি এখানে কেন?

অম্বিকা। কেন, এখানে থাকতে দোষট কি?

লক্ষ্মী। পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়!

অম্বিকা। কেন আগে বল?

লক্ষ্মী। আঃ মর! আগে পালিয়ে আয়।!

অম্বিকা। আগে বল।

লক্ষ্মী। এ যে বামুন ঠাকুরদের স্নান করতে যাবার রাস্তা, পালিয়ে আয়, দেখতে পেলে বিপদ ঘটবে, পালিয়ে আয়।

অম্বিকা। বাবাঠাকুররা আসবে কখন মা!

লক্ষ্মী। কখন কি? এলো ব'লে—দলে দলে ঠাকুরেরা প্রাতঃস্নান করতে এসেছে, চলে আয়, চলে আয়—ধোপার মেয়ে এখন বামুনের সুমুখে প'ড়তে আছে?

অম্বিকা। বেশ হ'য়েছে। তবে আমি ঠাকুরদের জিজ্ঞাসা করবো। [প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ও সর্ব্বনাশি! কি জিজ্ঞাসা ক'রবি? মাটি কল্লে, জিজ্ঞাসা করবি কি? ওরে হতভাগা মেয়ে!—সর্ব্বনাশ করলে, সবংশে একগাড়ে গেলুম দেখছি।

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি—কে তুই? অ্যাঁ অ্যাঁ! কে তুমি?

লক্ষ্মী। আজ্ঞা বাবাঠাকুর আমি।

ব্রাহ্মণ। তুমি! ভাল, এখানে এসেছ কেন?

লক্ষ্মী। না বাবাঠাকুর, আমি আসিনি—এসেছে আমার মেয়ে, আমি মেয়েকে খুঁজতে এসেছি।

ব্রাহ্মণ। তোমরা কি?

লক্ষ্মী। আমরা কি বলেই ত বাবাঠাকুর মেয়েকে বকতে লেগেছি, আমরা কি বলেই ত ভয়ে ভয়ে মুখ লুকিয়ে চলছি।

ব্রাহ্মণ। তোমরা কোন্ জাত?

লক্ষ্মী। এই ধোপা বাবাঠাকুর!

ব্রাহ্মণ। ধোপা?

লক্ষ্মী। হাঁ৷ বাবাঠাকুর।

ব্রাহ্মণ। ধোপার মেয়ে এত সুন্দরী?

লক্ষ্মী। হাঁ৷ বাবাঠাকুর।

ব্রাহ্মণ। বিধাতার কি একদেশদর্শিতা।

লক্ষ্মী। তাত বটেই বাবাঠাকুর! একদেশই বা কেন? এ পাড়া ও পাড়া।

ব্রাহ্মণ। তা হাঁ৷ রজকগেহিনি!

লক্ষ্মী। কি বাবাঠাকুর?

ব্রাহ্মণ। তুই কি প্রোষিত-ভর্তৃকা?

লক্ষ্মী। তা কি করে বলবো বাবাঠাকুর, আমার সোয়ামী ঘরে আছে, তাকে জিজ্ঞেস কল্লে বলতে পারে।

ব্রাহ্মণ। হাঃ হাঃ হাঃ, হা হতবিধে! এমন সরলা অবলা কি না রজকের ঘর আলো ক'রে ব'সে আছে? হা কৃষ্ণ, হা কংসনাশন যদুনন্দন! মথুরা নগরে স্বকরে রজক-বিশেষ-সফল-শোণিতে সমস্ত পথটা প্লাবিত করে, শেষে কি তার ঘরে সুধাভাণ্ডটী লুকিয়ে রেখেছ? হা কেশীমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন গোপিকাজনমোহন!

লক্ষ্মী। কেঁদে আর কি কর্ব্বে বাবাঠাকুর! সকলকারেই ওই এক দশা। আমারও বাপের (রোদন স্বরে) এই তোমার মত বাবাঠাকুর দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পাঁচ ছেলে—দেখতে দেখতে বাবাঠাকুর——

ব্রাহ্মণ। যত দূর সুখ, ততদূর কথা! পাপীয়সী, পাষণ্ডী, বর্ব্বরী!

লক্ষ্মী। এ আবার কি রকম কথা বাবাঠাকুর! আমাকে কি আশীর্ব্বাদ কচ্চো?

ব্রাহ্মণ। পালা, শিগগির পালা—সকাল বেলা দুর্গা, দুর্গা!

লক্ষ্মী। এই যাচ্ছি, তা হ'লে আমার ওপর রাগ করনি ত দেবতা?

ব্রাহ্মণ। আরে গেল, লোক আসছে দেখতে পাবে, আমার মান, যাবে পালা।

লক্ষ্মী। এই যে পালাচ্ছি, তা হ'লে আমার মেয়েকে দেখতে পেলে, এমনি করে পালিয়ে যেতে বল বাবাঠাকুর!

ব্রাহ্মণ। বলবো—বলবো, পালা।

লক্ষ্মী। আমার মেয়ে বড় দুষ্ট।

ব্রাহ্মণ। ভাল, তাকে শাস্ত করবো এখন।

লক্ষ্মী। তা হ'লে পালাই?

ব্রাহ্মণ। না এ আমার সম্ভ্রমটা নষ্ট করে দেখছি।

লক্ষ্মী। কিন্তু মিষ্টি কথা বলে একেবারে জল।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, শুনে নেব—শুনে নেব পালা।

লক্ষ্মী। আর দেখ বাবাঠাকুর—

ব্রাহ্মণ। না এ পাপিষ্ঠা আমাকেই পলাতক করলে দেখছি। হে রাম! হে রাম! [প্রস্থান।

লক্ষ্মী। আর দেখ বাবাঠাকুর, আর দেখ বাবাঠাকুর, আর দেখ বাবাঠাকুর! (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। কেন আমার নারায়ণ পূজা হবে না?

বৃ-ব্রাহ্মণ। আরে মর বেটী! এই বল্লুম, তুই অস্পর্শীয়া, অদর্শনীয়া, অকথ্যা।

অম্বিকা। তাতে নারায়ণ পূজা হবে না কেন?

বৃ-ব্রাহ্মণ। আরে মর বেটী, তুই ঘৃণ্যা, নীচকুলোদ্ভবা, একে রমণী, তায় রজকনন্দিনী, তোর শাস্ত্রকথা শোনবারই অধিকার নেই তা

পূজার অধিকার। তোরে আর কি বলবো, প্রাতঃকালে তোদের নাম মুখে আনলে, দশবার নারায়ণ নাম জপ ক'রে তবে পাপক্ষয় করতে হয়, তোদের মুখদর্শন করলে আবার স্নান করে তবে শুদ্ধ হ'তে হয়। তবে নাকি তুই গৌরাঙ্গী, আর কমলপত্রাক্ষী, সর্ব্বোপরি নাকি শরচ্চন্দ্রনিভাননী, আর নাকি সর্ব্বদোষহরা গৌরী, তাই তোর মুখ দেখছি, কিন্তু স্নান করছি না; যাচ্ছি যাচ্ছি যেতে পাচ্ছি না, কইব না কইব না কইছি কিন্তু মুখ সামলাতে পারছি না। কিন্তু এত কাণ্ডকারখানা সত্বেও তোর নারায়ণ পূজায় অধিকার নেই। তবে যদি মনোযোগ সহকারে ভক্তিমতী হ'য়ে ওই মৃণাল বাহুলতার প্রান্তভাগের করকমলে আমাদের মলিন বস্ত্র ধারণ করে একাগ্রচিত্তে প্রস্তরে নিক্ষেপ করত ধৌত করতে পারিস, তা হ'লেই তোর একেবারে বৈকুণ্ঠ লাভ।

অম্বিকা। তোমরা কোথায় যাবে ঠাকুর?

বৃ-ব্রাহ্মণ। আমরা চিরকাল যেখানে যাই সেখানে যাব, সেই বৈকুণ্ঠে। আগে সেখানে আমাদের অবারিত দ্বার ছিল, ইচ্ছে করলেই যেতে পাত্তেম, এখন কাল মাহাত্ম্যে আর ততটা খাতির নেই—নরে যেতে হয়।

অম্বিকা। সেখানে তোমরাও থাকবে, আমিও থাকব, সেটা কি রকম হবে? আমি যদি সেখানে তোমাকে ছুঁয়ে দিই?

বৃ-ব্রাহ্মণ। হাঁ হাঁ—সত্যি সত্যিই ছুঁয়ে দিলি নাকি?

অম্বিকা। না, এখানে ছোঁব কেন—আমি কি অজ্ঞান?

বৃ-ব্রাহ্মণ। ছুঁয়ে থাকিস্ তো বল, যমুনা এখনও কাছে আছে, আবার ডুব দিয়ে আসি।

অম্বিকা। তবে বুঝি কি করেছি।

বৃ-ব্রাহ্মণ। হে রাম, হে রাম!—ছুঁসনি, না?

অম্বিকা। সে কি দেবতা—আমি কি পাগল?

বৃ-ব্রাহ্মণ। আরে পাগলি, রজক কুলের প্রহ্লাদি—নারায়ণ নারায়ণ কচ্ছিস কেন? আমাদের অর্চনা কর। ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ। ভগবানই আমাদের পূজা করেন। ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে তাঁর নিজের চেয়েও আমাদের মান বাড়িয়েছেন। আমাদের পূজা কর তা হ'লে তোকে আর নারায়ণ খুঁজতে হবে না, তোকে খুঁজতে নারায়ণ তোর কুটীরে গিয়ে উপস্থিত হবে।

অম্বিকা। বেশ তা হ'লে, প্রভু! আমার পূজা নাও।

(নত জানু হইয়া অর্ঘ্য প্রদানোদ্যোগ।)

বৃ-ব্রাহ্মণ। হাঁ হাঁ করিস কি? দেখতে পাবে—দেখতে পাবে। যাও মা রজককুললক্ষ্মী! আমি কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি। এখনও আমার ছেলের পৈতে, মেয়ের বে আছে—জাত ভাইয়েরা দেখতে পেলেই এক ঘরে করবে। তোমার পূজা গ্রহণ করি আমার শক্তি নাই। মা, আমি পালালুম না—কিছু মনে করিস নি মা—আমি চল্লুম। হরি হরি একি বিভ্রাট!

[প্রস্থান।

(পঞ্চশৈলির প্রবেশ।)

পঞ্চ। একি মা! ভুবনমোহিনী, কুমারীরূপিণী, ভবানী, যোগীর আরাধ্য ধন, তুমি আবার অবনতজানু, কার পূজায় নিযুক্ত মা?

অম্বিকা। ঠাকুর! আমি রজকনন্দিনী বলে কেউ আমার পূজা নিলে না। ব্রাহ্মণ মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। মহেশ্বর, তার মন্দির দ্বারে উপস্থিত হতে পেলেম না। ব্রাহ্মণ কন্যারা

পূজা করছিল বলে প্রহরীতে তাড়িয়ে দিলে— নারায়ণ তাঁর সন্ধান কেউ দিলে না।

পত। কেন, তোর কি পিতা নেই?

অম্বিকা। আছে।

পত। তবে ত সব দেবতাই তোর দ্বারে বাঁধা আছে মা। তোর আবার দেবতার দ্বারে যাবার প্রয়োজন কি?

অম্বিকা। সে কি প্রভু?

পত। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

পিতার অর্চনা কর, নারায়ণ তোর দত্ত নৈবেদ্য খাবার জন্য লালায়িত হয়ে ছুটে আসবে।

অম্বিকা। সত্যি?

পত। যদি বেদ সত্য হয়, শাস্ত্র সত্য হয়, তা হ'লে এও সত্য। নইলে সব মিথ্যা। আয়, আমার সঙ্গে আয়, আমি পূজার ব্যবস্থা করে দিই, যদি দেব তৃপ্তি না হয়, তা হ'লে স্থির জানবি জগতে দেবতা নেই—যদি ব্রাহ্মণে প্রতিবাদ করে, তা হ'লে জানবি ব্রাহ্মণ নেই। আয়—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

(ব্রাহ্মণকুমারগণের প্রবেশ)

সকলে। মহারাজ! মহারাজ!

১ম ব্রা-কু। এই যে, এই যে মহারাজ।

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। (প্রণাম করিয়া) কি আজ্ঞা ভূদেব?

২য় ব্রা-কু। আজ্ঞা কঠিনা।

রাজা। কি হয়েছে আজ্ঞা করুন।

২য় ব্রা-কু। আজ্ঞা একেবারে পাকে প্রকারে হয়ে গেছে কঠিনা।

১ম ব্রা-কু। আমাদের আর হাত নেই।

রাজা। সে কি প্রভু? আপনারা দয়ার আধার—আমি আপনাদের দাস—দাসের প্রতি আদেশ কঠিন হবে কেন দয়াময়?

২য় ব্রা-কু। কঠিন কেন হবে তা দয়াময়েরা নিজেই বলতে পারছেন না।

১ম ব্রা-কু। আজ আমরা বড়ই ক্রোধান্বিত।

রাজা। কারণ?

১ম ব্রা-কু। কারণ গুরুতর।

২য় ব্রা-কু। প্রথম কারণ মহারাজের উদ্যান।

রাজা। সে কি প্রভু! উদ্যান তো আপনাদের ব্যবহারের জন্যই রচনা করা হয়েছে।

২য় ব্রা-কু। অতি উত্তম—অতি উত্তম।

রাজা। কারণটা কি?

১ম ব্রা-কু। প্রথম কারণ আপনার উদ্যান।

২য় ব্রা-কু। দ্বিতীয় কারণ উদ্যান।

৩য় ব্রা-কু। তৃতীয় কারণ—ওই উদ্যান।

রাজা। উদ্যান কি হ'ল?

১ম ব্রা-কু। দেখুন মহারাজ! আমাদের আশীর্ব্বাদেই আপনার শ্রীবৃদ্ধি।

২য় ব্রা-কু। ক্ষুদ্ররাজ্য বিশাল হয়েছে।

১ম ব্রা-কু। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হয়েছে।

৩য় ব্রা-কু। সেই পুত্র এক সময় হামাগুড়িকা প্রদান করেছে, কিন্তু এক্ষণে যৌবরাজ্যে পদার্পণ করেই ইতস্ততঃ করছে।

১ম ব্রা-কু। আমাদের আশীর্ব্বাদে মহারাজের দেব সাক্ষাৎকার লাভ হয়েছে।

২য় ব্রা-কু। দেশ থেকে অকালমৃত্যু লোপ পেয়েছে, কালে পর্জ্জন্য বর্ষণ করছে।

৩য় ব্রা-কু। আমাদের আশীর্ব্বাদে পৃথিবী শস্যশালিনী।

১ম ব্রা-কু। আর রাণী স্বর্গগামিনী।

২য় ব্রা-কু। ছাঃ ছাঃ বল্লে কি মূর্খ! বল্লে কি! মহারাজ! দুঃখিত হবেন না।

রাজা। সে কি দেবতা! আমি আপনাদের দাস, আপনারা যা বলবেন তাই আমার আশীর্ব্বাদ। উদ্যানের হয়েছে কি?

১ম ব্রা-কু। অপবিত্র হয়েছে।

রাজা। অপবিত্র? সে কি! কে করলে?

২য় ব্রা-কু। উদ্যান একেবারে গেছে।

১ম ব্রা-কু। তার পুষ্পে আর দেবতার অর্চ্চনা হতে পারে না।

২য় ব্রা-কু। তার মৃত্তিকা কাকবিষ্ঠায় পরিণত হয়েছে।

রাজা। কে অপবিত্র করলে?

১ম ব্রা-কু। একটা অপবিত্রা রজকতনয়া।

২য় ব্রা-কু। কিন্তু সুন্দরী।

রাজা। রজক-কন্যা?

১ম ব্রা-কু। হাঁ, মহারাজ! অস্পর্শীয়া।

২য় ব্রা-কু। কিন্তু মদিরাক্ষী, সুদতী।

৩য় ব্রা-কু। অশ্রুমতী।

১ম ব্রা-কু। বেণবতী।

রাজা। দ্বারে প্রহরী, কেমন করে প্রবেশ করলে?

২য় ব্রা-কু। অলক্ষিতে।

৩য় ব্রা-কু। আচম্বিতে।

১ম ব্রা-কু। হেলিতে দুলিতে। অসমসাহসিনী কথা শোনে না।

২য় ব্রা-কু। কিন্তু শান্ত, মাথা তোলে না।

৩য় ব্রা-কু। আমাদের কোপানলে পড়তে চায় না।

রাজা। ভাল, আমার অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে পুষ্পচয়ন করুন, আমি এর প্রতিকার করছি। যে ঘৃণিতা রজকী ব্রাহ্মণের চরণরেণুপূত উদ্যান কলুষিত করতে সাহসিনী হয়েছে, তার নাসা কর্ণ ছেদন করে সমস্ত আত্মীয়ের সঙ্গে তাকে দেশত্যাগিনী করিয়ে দেব। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আবার আপনাদের কুসুম চয়নের জন্য উদ্যান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করছি।

[প্রস্থান।

১ম ব্রা-কু। মহারাজ! সত্বর করুন, নতুবা আমাদের যাগাদি কার্য্য পুষ্পবিহনে পণ্ড হয়।

২য় ব্রা-কু। ধরণীতে আবার পাপের প্রাদুর্ভাব হবে।

৩য় ব্রা-কু। আর দুটিদিনের ভিতরেই মহারাজার বিশাল রাজ্যটী টক্কার নমঃ করে দেবে।

(গীত)

অতি প্রকাণ্ড পাপের হাঁ
তার ক্ষুধার শান্তি কিম্বার ক্রান্তি
কখনই হয়নি হবেত না॥
সে যে চিরদিন এক বগ্ গা,
কইতে দেবে না রাম আর কইতে দেবে না গঙ্গা,
আর বুঝতে দেবে না মানে,
দেখতে দেবে না চক্ষে আর শুনতে দেবে না কাণে,
আর যদি বা দেখিতে পাও,
আর যে হেতু দেখিতে চাও,
দেখিবে বিশ্ব, ভীষণ দৃশ্য,
অথবা ভোঁ নতুবা ভাঁ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

অম্বিকা।

(গীত।)

আমায় দাও হে বনমালী।
আমি সাগর তরঙ্গে নাচিতে
রঙ্গে আপনারে দিছি ডালি॥

২য় ব্রা। শাঁপ ঠোঁটের ডগায় উপস্থিত।

(রাজার প্রবেশ)

মহারাজ! এইবারে আত্মরক্ষা কর।

রাজা। কি হ'ল প্রভু! কি হ'ল প্রভু! আপনাদের ক্রোধ হ'ল কেন?

১ম ব্রা। হ'ল কেন? মহারাজ কি জান না, হ'ল কেন?

২য় ব্রা। মহারাজ সরে যাও, আমাদের ক্রোধ-সাগরে বাণ ডেকেছে—আমরা এখন তাতে হাবু ডুবু খাচ্ছি।

রাজা। কেন প্রভু! দাস কি অপরাধ করেছে? আর যদি করেই থাকি, ত সে অজ্ঞান-কৃত অপরাধ, দয়া করে ক্ষমা করুন।

১ম ব্রা। না, ক্ষমা আর হতেই পারে না।

২য় ব্রা। না তা হতেই পারে না।

৩য় ব্রা। না কিছুতেই না।

১ম ব্রা। ক্ষমা করতে গেলেই লোকে আমাদের অক্ষম বলবে।

২য় ব্রা। আর অক্ষম বল্লেই আমাদের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাবে।

১ম ব্রা। আর ক্ষমতা লোপ পেলেই চিঁ চিঁ করব।

৪র্থ ব্রা। আর চিঁ চিঁ করলে কি করব?

৩য় ব্রা। ওই চিঁচিঁই করব, ওর বেশী আর করব না।

রাজা। দয়াময়! ক্রোধের কারণ এ দাসকে না বল্লে দাস কেমন করে প্রতিকার করবে?

১ম ব্রা। মহারাজ! বাচস্পতির পুত্রও ব্রাহ্মণ সন্তান, আমরাও ব্রাহ্মণ সন্তান।

রাজা। আমার চক্ষে সকল ব্রাহ্মণই সমান।

২য় ব্রা। তারও পৈতা আছে, আমাদেরও আছে।

৩য় ব্রা। তার পৈতেও যেমন ফরসা, আমাদের পৈতেও তেমনি ফরসা।

রাজা। কারণটা কি বলুন?

১ম ব্রা। সেও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী, আমরাও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী।

২য় ব্রা। সেও রজকনন্দিনীকে দেখে হাতের ফুল ফেলে দিয়েছিল, আমরাও দিয়েছলুম।

৩য় ব্রা। সাক্ষী সেও ফেলেনি, আমরাও ফেলিনি।

রাজা। দয়া করে ক্রোধের কারণ বলুন!

২য় ব্রা। কারণ আবার বলব কি—কারণ কি জান না মহারাজ? শূদ্রাণীর অতবড় স্বর্ণ-প্রতিমাটা নির্মাণ করালে, কেটে কুটে খোড় কুচি করে দান করলে, আমাদের প্রাপ্যটা হ'ল কি?

২য় ব্রা। তন্বঙ্গী শূদ্রাণী—বিশালাক্ষী—

১ম ব্রা। বৃকোদরী—

৩য় ব্রা। আজানুলম্বিতবাহী—

৪র্থ ব্রা। আধ মণ নিতম্বিনী।

২য় ব্রা। এত গুণ থাকতে আমরা কি না ফাঁকে পড়লুম?

রাজা। কেন, আপনারা কি বিদেয় পাননি?

সকলে। সে মিছে পাওয়া।

১ম ব্রা। কেউ পেলে মুড়ো, কেউ নেজা, কেউ পেটি, কেউ দাগা, আর আমি কিনা একটু তিলফুল নাসা!

২য় ব্রা। আর আমি কিনা একটু তেলা-কুচো অধর!

৩য় ব্রা। আমি কিনা ছটাক খানেক হাসি!

৪র্থ ব্রা। আর বাচস্পোতের বেটা—

সকলে। বেটা—

৪র্থ ব্রা। গজমূর্খ—উষ্ট্রৈলুম্পতি রথা যথা।

সকলে। যথা—

৪র্থ ব্রা। তস্মৈ দত্তা বিনা নিবিড়নিতম্বা।

সকলে। বা।

গীত।

আমরা সকলে।
এক নিমিষে উঠবো জ্বলে বেগুনে তেলে।
সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে,
বল না—কার রোষে এই এক নিমিষে গিয়েছে জ্বলে।
সুপবিত্র একটি সূত্র ছিল তার গলে—
প্রকাণ্ড জ্ঞানের কাছি যেমন সব ধরে আছি, আমরা সকলে
যদুবংশ ধ্বংস হ'ল একটি মুষলে, মুষল কে বল দিলে ?
এলো সে হাওয়া খাওয়া, হাঁচা কাশা অকা পাওয়া, দুর্ব্বাসা,
যেমন তারে উপহাস, একেবারে দশটি মাস।
শাম্বদাদা হাঁস ফাঁস ঢোকটি কপালে।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ! কই মহারাজ!

রাজা। একি রাজ্ঞী ?

রাণী। কি হ'ল মহারাজ ?

রাজা। কি হ'ল—কি হ'ল ?

রাণী। ছেলে মৃগয়া করতে গিয়ে কি হয়ে এল মহারাজ ?

১ম ব্রা। এঁ্যা—

সকলে। তাইত হে, এঁ্যা—

রাজা। কি হ'ল ?

রাণী। একেবারে উন্মাদ !

রাজা। সে কি—উন্মাদ ?

রাণী। একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য।

সকলে। সেকি ? সেকি ?

১ম ব্রা। উন্মাদ হয়ে আসবার কথা তো হয় নি।

রাণী। কি হ'ল, কি হ'ল, মহারাজ ? বংশের প্রদীপ শান্ত শিষ্ট পুরন্দর কি হয়ে এলো মহারাজ ?

রাজা। ও ঠাকুর। কি হ'ল ?

১ম ব্রা। বল না হে কি হ'ল ?

২য় ব্রা। বল না হে ?

৩য় ব্রা। বল না হে কেউ নেই—

রাণী। আপনাদের আদেশে মাহেন্দ্রক্ষণ দেখে পুত্রকে যাত্রা করালুম—আপনারা বল্লেন, দেবকন্যা লাভ হবে।

১ম ব্রা। তা হবে।

রাণী। কই হ'ল ? উল্টে যে প্রমাদ হ'ল !

২য় ব্রা। তা হয়েই থাকে।

১ম ব্রা। হয় দেবকন্যা, না হয় প্রমাদ।

রাজা। চল দেখি—দেখিগে।

রাণী। চল মহারাজ ! কি হ'ল দেখ মহারাজ, কবিরাজ ডাকাও,—রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজা। ঠাকুর। আপনারা বাইরে যান, আমি যাচ্ছি।

১ম ব্রা। আর যাচ্ছি, ওহে আর কেন ?

সকলে। আর কেন, আর কেন ?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রকোষ্ঠ।

রাজা।

রাজা। ব্রাহ্মণের আদেশ, পুত্রের উন্মাদ-রোগ আরোগ্য করতে হলে ষোড়শীকুমারীপূজা'র প্রয়োজন। মহেশ্বর ! ষোড়শীকুমারী কোথায় পাই ?—পেলে না—বিমর্ষ মুখে ফিরে এলে যে সোমস্বামী ?

(সোমস্বামীর প্রবেশ)

সোম। পেলুম না।

রাজা। পেলে না ? আমার এই বিশাল রাজ্য, এত প্রজা, এর ভেতরে একটা ষোড়শী কুমারীর সন্ধান পেলে না ? এযে অসম্ভব কথা সোমস্বামী।

সোম। আর অসম্ভব। কার্য্যতঃ তাইত দেখছি মহারাজ। ব্রাহ্মণের ভেতর গিয়ে

জিজ্ঞাসা করলুম, তারা আমাকে বাতুল বলে হেসে উড়িয়ে দিলে। বলে ষোড়শী সাত ছেলের মা, সে কখন কি কুমারী হয়? তারা নরকে যাবার ভয়ে দশ বৎসরের মধ্যেই কন্যাকে পাত্রস্থা করে, তাদের মধ্যে ষোড়শী কোথায়?

রাজা। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ঘরে?

সোম। আজ্ঞে তাদের ঘরে ষোড়শী অবিবাহিতা আছে বটে, কিন্তু একটাতেও কুমারী নেই।

রাজা। কেন, তাদের চরিত্রে কি কলঙ্ক স্পর্শ করেছে?

সোম। আজ্ঞে তা কেন, যৌবনে পদক্ষেপ না করতে করতেই তারা ঘোড়ায় চড়েন, রথ হাঁকান, হ'ল বা একটু আধটু অস্ত্র ধরাধরি শিক্ষা করেন, পাঁচ জন ছেলে মেয়ের সঙ্গে দেখাটা আসটা ক্রীড়াটা কৌতুকটা চলে, তার ওপর সকলেই ঐশ্বর্য্য মধ্যে প্রতিপালিত, উদরের চিন্তা ত বড় একটা কাউকে করতে হয় না—সবার উপরে উদাহরণ, সুভদ্রার পলায়ন, রুক্মিণীর স্বয়ম্বর, দময়ন্তীর হাঁসের উপাখ্যান ইত্যাদি ইত্যাদি দু পাঁচটা উপন্যাসও তাদের পড়া শুনা আছে। এই রকম নানা জাতীয় সার পড়ে তাদের হৃদয়ক্ষেত্রটা এমন উর্ব্বরা হয়ে পড়ে যে, চক্ষু কর্ণ নাসিকা দিয়ে হৃদয়মধ্যে প্রেমটা একবার প্রবেশ করতে পারলেই একেবারে দিগন্তব্যাপী শাখা প্রশাখা নিয়ে কিম্ভূতকিমাকার কাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। অন্য ভাববেন না মহারাজ, আপনার সমাজ-শাসনে রাজ্যে অসতী নাই। তবে মহারাজের রাজ্যের ওপর অধিকার, আর দেশবাসীর দেহের ওপর অধিকার। মনের ওপর অধিকার ত' নেই, কাজেই আপনার রাজ্যে নারীকুলে অবিবাহিতা আছে, সাবিত্রী আছে, কুমারী নেই।

রাজা। তা হ'লে উপায় সোমস্বামী?

সোম। নিরুপায়। আমার সখা—সমপ্রাণ—তার জন্য অনুসন্ধানে আমি কিছু ত্রুটী করিনি। একস্থানে গিয়ে দেখলুম একটী মেয়ে বাতায়নের ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে চারিদিক নজর করছিল। নজরটা ঘুরতে ঘুরতে আমার ওপর পড়ে গেল—আমিও একটা ভেঙচান দিয়ে তারে অভ্যর্থনা করলুম, সেও প্রতিভেঙচান দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, আমি দুষ্ট সরলা কুমারী। তাকে নাবিয়ে এনে দেখি, সেটা যথার্থই একটা কুমারী—অষ্টমবর্ষীয়া—কিন্তু পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আহার পূরে পূরে সেই বয়সেই অষ্টাদশী হয়ে পড়েছে। সেটার গালে মিষ্টান্ন, বাম হস্তে মুকুন্দ, দক্ষিণ হস্তে চিঁড়ের চাকতি, বামকুক্ষিতে খইচুর, দক্ষিণে কদমা, নাভীগহ্বরে ক্ষীর।

রাজা। বুঝেছি, তা হ'লে এখন উপায় কি বল? তা হ'লে কি শূদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে?

সোম। মহারাজ! ওই বিষয়টী আমায় মাপ করবেন, ওটী পারব না।

রাজা। তা হ'লে কি হবে সোমস্বামী? পুত্র দেবকন্যা দর্শনে উন্মত্ত হয়েছে, সে দিব্যোন্মাদ আরোগ্য করতে হ'লে ষোড়শী কুমারী পূজার প্রয়োজন।

সোম। সে যা হোক, ওদিকে আমায় যেতে বলবেন না।

রাজা। কারণ কি?

সোম। কারণ কি? কি বলব মহারাজ! কারণ বলতেই ভয় করে। মহারাজ, মহারাজ!

রাজা। কি হ'ল—কি হ'ল?

সোম। কারণ এই মাথার ভিতর প্রবেশ করলে।

রাজা। ওকি বলছ ?

সোম। আজ্ঞে আর বলাবলি নয়, এবারে কারণ গেল, কার্য্য এল, মহারাজ! মস্তিকের অবসাদ।

রাজা। ওকি পাগলামি আরম্ভ করলে ?

সোম। আজ্ঞে আরম্ভ করেছি বহুকাল। মহারাজ বুঝি শেষে এসে ফেললেন।

রাজা। আরে গেল, এ ব্রাহ্মণও ক্ষেপে গেছে ?

সোম। তবে শুনুন মহারাজ! ক্ষেপাটা উচিত কি না, আপনিই বিচার করুন। আমি এদিকে এক চতুর্দ্দশী চণ্ডালিনী দেখেছিলুম।

রাজা। তার পর ?

সোম। তার পর অমাবস্যা দেখবার ভয়ে অন্য পথে পলায়ন করেছিলুম।

রাজা। কুমারী ?

সোম। বোধ হয়।

রাজা। লাস্য হাব ভাব এ সব কিছুই জানে না ?

সোম। সেটা ঠাওর করে দেখিনি।

রাজা। কথা কয়েছিলে ?

সোম। অনেক।

রাজা। তাতেও বুঝতে পারনি, সে প্রেমাস্বাদ জানে কি না ?

সোম। সেটা বুঝেছি।

রাজা। কি বুঝেছ ?

সোম। জানে বিলক্ষণ।

রাজা। তবে আর কি হ'ল ?

সোম। আজ্ঞে কি হ'ল নয়, হবার বিলক্ষণ উপকরণ তাতে আছে। সে প্রেমের স্বাদ ভাল রকমই পেয়েছে। তবে প্রেমটা তার নিরামিষ।

রাজা। মানে কি ?

সোম। আজ্ঞে, গাছটা, পালাটা পাথরটা, পাহাড়টা, একটু উঁচিয়ে গেল ত চাঁদটা তারাটা এই রকম গোটাকতক টা ও টী নিয়েই তার প্রেম। তবে আঁশের গন্ধ যে একেবারে নেই, তা বলতে পারি না। হরিণটে, ভেড়াটা, সিংহীটে, পক্ষীটে, এ রকম সামগ্রী গুলোতেও তার নজর আছে। আমার দিকেও যে নজর পড়েনি, এ কথাও বলতে পারি না। তবে কি জানেন মহারাজ! সে নজরে দাঁত নেই, তাতে হৃদয় বিদ্ধ হয় না—গলে যায়।

রাজা। কোথায় সোমস্বামী ? এমন মেয়ে কোথায় সোমস্বামী ? সোমস্বামী! শুধু কামনা পূরণের জন্য এত কাল ব্রাহ্মণ পূজা করেছি। যা চেয়েছি তাই পেয়েছি, কিন্তু জানতেম না যে ভীষণ গরল-সাগরই হচ্ছে কামনা-নদীর পরিণাম। সোমস্বামী! যখন দরিদ্র ছিলেম, তখন ঐশ্বর্য্য কামনা করেছিলেম, ঐশ্বর্য্য পেলেম। সর্ব্বগুণ-সম্পন্না স্ত্রী চাইলেম, স্ত্রী পেলেম। শেষে পুত্রের জন্য লালায়িত হলেম। ভাবলেম, পুত্র পেলে আর কিছু চাইব না, পুত্র পেলেম। কিন্তু কামনা ত গেল না। মহেশ্বরতুল্য তেজস্বী সন্তান পেয়েও মনে করলেম এখন একবার দেবকন্যার শ্বশুর হলে, দেব বংশের প্রাপ্তি করতে পারলেই সমস্ত কামনা চরিতার্থ হয়। পেলে কি তাই হ'ত সোমস্বামী ? এখন আমার জ্ঞান ফিরেছে, আমার কামনার ফলে পুত্র উন্মাদ হয়েছে। সেই সঙ্গে বুঝেছি পুত্রও নিজ কর্ম্মফলে উন্মাদ। তবে আমি পিতা, পিতার যে কার্য্য, তা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। পুত্রের মঙ্গলের জন্য যত্ন করব, পুত্র আরোগ্য লাভ করে—তার অদৃষ্ট, না করে—তার অদৃষ্ট।

সোম। তবে কি চণ্ডালিনীকে দেখব ?

রাজা। তোমার ইচ্ছা। ব্রাহ্মণকে আদেশ করি আমার শক্তি নেই।

সোম। তবে চল্লুম মহারাজ!—টিক্‌টিকি পড়্‌ছে যে! ফিরব না কি?

রাজা। সে কি সোমস্বামী! সথার জন্য কার্য্য করবে, তাতে অদৃষ্টের ভয় কর? ব্রাহ্মণ! এত দুর্ব্বল হৃদয়—তেজ নাই?

সোম। কি, আমার হৃদয়ে তেজ নেই! তবে চল্লুম, দেখব কেমন সে চণ্ডালিনী!

[সোমস্বামীর প্রস্থান।

(বেগে ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! সর্ব্বনাশ!

রাজা। আবার কি হ'ল ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ। দেবীর জন্য আসন করে সকল ব্রাহ্মণ একবাক্যে মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁর আবাহন করছিলেম।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। দেবকন্যা আপনার পুত্রের কপালে নাচবার জন্য পায়ে নূপুর বাঁধছিল, আমারাও মহা আনন্দে মন্ত্রের স্বর চড়িয়ে অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেম।

রাজা। তারপর?

ব্রাহ্মণ। আপনার মায়ের আসবার সমস্ত লক্ষণই একে একে প্রকাশ পেতে লাগল। এদিক থেকে একটা ছেলে ককিয়ে উঠল—ওদিক থেকে একটা গরু দড়ি ছিঁড়ে ছুটল।

রাজা। তার পর?

ব্রাহ্মণ। তার পর ছেঁড়া দড়ি আবার ছিঁড়ল কি জুড়ল সেটা মনে আসছে না, সার্ব্বভৌমের কুমারী কন্যা খিল্ খিল্ রবে হেসে উঠল।

রাজা। বাজে কি বকছ ঠাকুর? তার পর কি?

ব্রাহ্মণ। ছোট ছোট মেয়েগুলো গান ধরে দিলে, আর ছোট ছোট ছোঁড়াগুলো ডিগ্‌বাজী খেতে লাগল।

রাজা। উন্মাদ ব্রাহ্মণ! তার পর কি?

ব্রাহ্মণ। তার পর—সেই।

রাজা। সেই কি?

ব্রাহ্মণ। হাঁ মহারাজ! সেই—সেই সে দিনকার বাগানের সেই।

রাজা। রজকনন্দিনী?

ব্রাহ্মণ। রসুন মহারাজ! চারিদিকে একবার চেয়ে দেখি, তার পর হাঁ কি না বলছি।

রাজা। কি কর ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ। হাঁ মহারাজ! আপনি ত ভাল করে দেখেছেন, সেটা কি ঠিক্ রজকনন্দিনি?

রাজা। তার পর কি হ'ল বলুন?

ব্রাহ্মণ। সেই আসনে এসে বসে পড়লো।

রাজা। কিছু বলতে পারলেন না?

ব্রাহ্মণ। বলিনি? সকলেই কিছু কিছু বলেছি মহারাজ! কিন্তু মনে মনে, চোখ বুজে, হাত জোড় করে বল্লুম—'মা! রজক-নন্দিনী! ও আসনটা যে দেবীর জন্য মা।' মা অমনি বলে উঠলেন, 'যদি বসতে দিতেই পারবে না ঠাকুর! তবে আবাহন করলে কেন?' বলেই মা আমার ম্লানমুখী, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিলিয়ে গেলেন। আর অমনি অগ্নি নির্ব্বাপিত, যজ্ঞস্থল অন্ধকার, চারিদিকে রোদনের ধ্বনি, শিবাকুল চীৎকার করে উঠল! মহারাজ সে রজক-নন্দিনীরূপে ভবানী।

রাজা। আবার সেই রজকনন্দিনী! আমিই তা'হলে আজ তার শিরচ্ছেদ করবো।

ব্রাহ্মণ। তা হ'লে শীঘ্র আসুন মহারাজ।

[উভয়ে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নিকুঞ্জ কানন।

(অপরাজিতার প্রবেশ)

(গীত)

সে যে আর দেখলে না গো দেখলে না।
বারেক ফিরে মুখ ফিরালে আর
ফিরলে না গো ফিরলে না॥
সে যে দেখবে বলে এল,
আসতে পথে আর কি দেখে অমনি ভুলে গেল।
রইল তার মোহন বেণু অধরে গাঁথা,
বাগানে ফুলের সনে বেণুতে তানে তানে
আপন মনে কইলে গো কথা।
বনফুলে কাঁদলে কত শুনলে না গো শুনলে না।
তার যে রসে প্রাণ ফেরে সে বুঝলে না গো বুঝলে না॥

(অপরাজিতার পরিক্রমণ)

(সোমস্বামীর প্রবেশ)

সোম। আরে ম'ল—চণ্ডালিনী! এ আবার এখানে কেমন করে জুটল? কিন্তু চণ্ডালিনী কি সুন্দরী! যৌবন-গর্ব্বিতা স্বাধীনা বন হরিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণশীলা চণ্ডালিনী কি সুন্দরী! কিন্তু আমিও তেজস্বী ব্রাহ্মণ। আমি সেই সৌন্দর্য্যে এই মুখ ফেরালুম; এই বজ্রবাহু দিয়ে মাথাটাকে আবদ্ধ করলুম; যদি আপনা আপনি অন্যমনস্ক হয়ে ফিরতে চায়, মাথার অস্থি অমনি মড় মড় করে ভেঙ্গে যাবে—মাথা ফিরবে না। কিন্তু চণ্ডালিনী কি সুন্দরী! অম্ভোমুক্ত শশাঙ্ককোটীসদৃশী যেন মধুমদে আলোলনয়নী চণ্ডালিনী কি ভয়ানক সুন্দরী!

(অপরাজিতার প্রস্থান।

আহা হা! চণ্ডালিনী কি চমৎকার চুপ করে থাকে! একি! চণ্ডালিনী চলে গেল? দেখেও দেখলে না কথা কইবে প্রত্যাশা করেছিলুম, তাও কইলে না! তবে কি অবজ্ঞা করে চলে গেল? অবহেলা? সে অতি অসহ্য। আমি তাকে তাচ্ছিল্য করে চলে যাব, তা না করে চণ্ডালিনী আমাকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল? কোন্ চুলো[illegible] যাবে? এই যে আবার আসছে, কথা না ক[illegible] যাবার যো কি? আমার গাল না খেয়ে নড়[illegible] সাধ্য কি?

(অপরাজিতার পুনঃপ্রবেশ)

অপ। কি জ্বালা, মালা ছড়াটা গা[illegible] ঝুলিয়ে রেখে গেছি—পাঁচ বার নিতে আস[illegible] আর ভুলে যাচ্ছি। এ মালা আমার নারায়ণ[illegible] দেব বলে উপবাস করে গেঁথেছি, নারায়ণ যে আমার এই খানেই আছেন, মালা আর যে[illegible] চায় না। [প্রস্থানোদ্যত

সোম। একটা কথা কইব? না থাক[illegible] আর কইলুম বা! না থাক—আর থাকবেই [illegible] কেন, হয়েই যাক্। চণ্ডালিনী! বলি ও চণ্[illegible]লিনী! আরে মর, ও চণ্ডালিনী! (স্বগ[illegible] হইয়া) এত ডাকলুম উত্তর দিলিনি যে?

অপ। আমায় ডাকলে?

সোম। তবে এতগুলো চণ্ডালিনী চণ্ডালি[illegible] কারে বললুম?

অপ। আমি ত চণ্ডালিনী নই, ব্রাহ্মণী।

সোম। ব্রাহ্মণী?

অপ। হাঁ, ব্রাহ্মণের সঙ্গে আম[illegible] বিবাহ হয়েছে।

সোম। সে কি?

অপ। আমার বিবাহ হয়েছে।

সোম। বিবাহ হয়েছে?

অপ। হাঁ, ব্রাহ্মণের সঙ্গে।

সোম। সে কি?

অপ। নাও পথ ছাড়।

সোম। কখন ছাড়ব না, এই আমি প[illegible] জুড়ে বসলুম। সে কি। বিবাহ হয়েছে কে ব্রাহ্মণ?

অপ। তা জানি না।

সোম। বিবাহ হয়েছে—সাতপাক ঘুরেছিস্, ছাউনির আড়ালে শুভদৃষ্টি করেছিস, কিন্তু কে তা জানিস না?

অপ। না, নাও সর। আমি স্বামীপূজা করব, সময় উত্তীর্ণ হয়।

সোম। না—সরব না। আমার সঙ্গে এত ঝগড়া, বিবাদ, বচসা, বাক্‌চাতুরী হচ্চে এমন সময় কে সে বেটা বামুন উটকো এসে তোকে ছোঁ মেরে নিলে? আমার সঙ্গে চাতুরী, আমি ব্রাহ্মণকুল নির্ম্মূল করব।

অপ। আমি তাকে দেখিনি!

সোম। তবে কি করে বিবাহ হ'ল?

অপ। বাবা আমাকে নারায়ণ সম্মুখে তার নামে উৎসর্গ করে দিয়েছে।

সোম। সে ব্রাহ্মণ জানে?

অপ। তা জানি না।

সোম। সে যদি ঘৃণা করে?

অপ। করে করলে, তুমি পথ ছাড়।

সোম। সব কথা খুলে বল, নইলে পথ ছাড়্‌ব না। বল সে ব্রাহ্মণ কে?

অপ। সে এক মহাতেজস্বী, কিন্তু মহাপ্রেমিক ব্রাহ্মণ। সে এক ক্ষত্রিয়পুত্রের প্রেমে জাত্যভিমান ত্যাগ করেছে।

সোম। কোন্ নরাধম তোর কাছে এ মিথ্যা রটনা করেছে?

অপ। যে বলেছে সে অন্তর্যামী। সে বলে ব্রাহ্মণত্বের অভিমান তাতে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান, কিন্তু সখার কাছে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে আত্মহারা, সখার কাছে থাকলে, কি করে, কি বলে, বাইরে এলে তার মনে থাকে না।

সোম। তার পর?

অপ। এখন আবার সেই ব্রাহ্মণ এক বালিকার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে, জাতি গর্ব্ব, অভিমান, সখা—সমস্ত সেই বালিকার পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সোম। তোমার মুণ্ড করছে। দেখ অপরাজিতা! আমি যথার্থ বলছি অপরাজিতা! তুই নিতান্ত ছেলেমানুষ তাই অপরাজিতা! দূর ছাই আর বলব না। [প্রস্থান]

(অম্বিকার প্রবেশ)

(গীত)

ছিল চাঁদ গগন গায়ে।
পাড়িয়ে কথার ফাঁদ আর চাঁদ আয় চাঁদ ডেকেছি তা'য়ে।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো মাছ কুটলে মুড়ো দেবো,
সোনার থালে ভাত দেবো থরে বিথরে।
হেসে হেসে ভেসে চাঁদ গেল উপরে;—
আবেশে মুদিতে আঁখি, মাটি পানে চেয়ে দেখি,
গড়াগড়ি দশ চাঁদ নখেরি পরে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বন।

সোমস্বামী।

সোম। কি বিপদেই পড়েছিলেম, চণ্ডালিনী! কি সর্ব্বনাশ—আবার চণ্ডালিনী! আরে বাপ্ কি রক্ষাই পেয়েছি! কিন্তু ভগবান, সে চণ্ডালিনী! আহা হা অত রূপ—সে চণ্ডালিনী! স্বর্গচ্যুত অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত পারিজাত, অপবিত্র স্থানে নিপতিত! দেবভোগ্য হবে না? শুধু সৌরভ নির্জ্জন প্রান্তরের সমীরণে আপনা আপনি বিলিয়ে যাবে? এত সুন্দরী! তাকে ব্রাহ্মণী করলে না কেন নারায়ণ?—কে বাপ্ তুমি? এখানে কতক্ষণ আছ?

(দীনদাসের প্রবেশ)

দীন। আজ্ঞে দেবতা, আমি বাপুও বটে, আর আছিও বটে, কিন্তু কতক্ষণ যে আছি, সেটা ঠিক করে বলতে পারছি না।

সোম। সে কি রকম?

দীন। আজ্ঞে এই রকম, আমার থাকা না থাকা দুই সমান; তাই অত থাকাথাকির হিসেব রাখি না।

সোম। কি বিপদ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

দীন। (মাথা ঠুকিয়া) আজ্ঞে কল কবজা তো ঠিক আছে, তবে খারাপই বা কেমন করে বলব?

সোম। বাঃ, বাঃ! এ ত এক মজার মানুষ!

দীন। আজ্ঞে ও বিষয়টা একেবারে ঠিক হয়ে গেছে।

সোম। তুমি কর কি?

দীন। আজ্ঞে আমোদ করি, আহ্লাদ করি, কলহ করি, কচ্‌কচি করি, পাইচারি করি, মানুষ দেখলে অস্থির করি, গর্ম্মিতে আইঢাই করি, শীতে হিহি করি।

সোম। রোজগার?

দীন। কিছু না।

সোম। সংসার চলে কি করে?

দীন। আজ্ঞে হামাগুড়ি মেরে।

সোম। সে কি রকম?

দীন। আজ্ঞে সে বিষয়ে একটা গোপনীয়, শোচনীয় কথা আছে। আমাদের বাবা ঠাকুর বলে, সংসার পেট থেকে পড়েই চলতে আরম্ভ করেছে। সংসার আমার এক জায়গায় নেই—এই ছিলুম আত্মীয় বন্ধুর মাঝখানে, খানিক পরে বনালয়ে, আর একটু পরেই দেখি যমের নাটমন্দিরে। আবার সেখান থেকে দেখি বাবাঠাকুরের কোলে। দেবতা! কি আর বলব, সে কোলে বসে দেখি এই ধোঁকার টাটী সংসার আপনার মনে চুপি চুপি মাথাটী গোঁজ করে—রাজা, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সকলকে মাথায় করে—ওরে বাবা! আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠছে (গুড়ি দিয়া) এই এমনি করে গো ঠাকুর, এমনি করে—কোথায় যে যাচ্চে তা ঠিক করতে পারলুম না। কেবল কাঁপতে লাগলুম, আর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলুম।

সোম। তোমার সংসারে কে আছে?

দীন। আমার সংসারে? ও বাবা, আমার ও বাবা, আমার সংসারে? কে না আছে? মাথায় রাজা ব্রাহ্মণ আছে—উকুন আছে—গায়ে দাদ আছে, ব্রাহ্মণের শ্রীচরণের দাগ আছে। এক বাবাঠাকুর দয়া করে পদ্মপদ ক্যাঁৎ করে আমার গায়ে বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

সোম। তা নয়, স্ত্রী পুত্র?

দীন। আগে ছিল, এখন নেই।

সোম। কি হ'ল?

দীন। কি যে হ'ল, তা ঠাওর করতে পারছি না। মেয়ে বয়ে গেছে, স্ত্রী তাই না দেখে মরমে মরে গেছে, আর আমার স্বর্গলাভ হয়েছে।

সোম। স্বর্গলাভ হয়েছে?

দীন। আজ্ঞে। মনে করি দু চার দিন এখানে থাকি, কিন্তু পোড়া মেয়ের যে কি গো, আমাকে কিছুতেই থাকতে দেবে না। বলে বাবা স্বর্গ, বাবা স্বর্গ! কি করি দেবতা! একে এক মেয়ে, তাতে অভিমানিনী, কি জানি কখন কি করে বসে, কাজেই ভয়ে ভয়ে স্বর্গে থাকতে হয়।

সোম। এ বলে কি? এ সব কথার কি অর্থ আছে? না পাগলের প্রলাপ? স্বর্গে কর কি?

দীন। আজ্ঞে ধোলাইকরা মিহি শান্তিপুরে কাপড়ের মতন একগাল হাসি নিয়ে ফর্ ফর্ করে উড়ে বেড়াই।

সোম। খাও কি ?

দীন। কেবল খতমত। সে আর তোমায় কি বলব দেবতা। প্রথম যেদিন স্বর্গে যাই, ওই ও দিক থেকে হুচ্ করে যেন একটা প্রকাণ্ড ঝড় এলো। তার পরেই দেখিনা, এই এমনি একটা বিতিকিচ্ছি বিপর্য্যস্ত ঠোঁট। কাঁপতে কাঁপতে বল্লুম, বাবা ঠোঁট তুমি কে বাবা ? আর এ গরীবের কাছে কেন বাবা ? ঠোঁট, বার দুই খটাখট করে, আমার অন্তর্ভেদ করে বল্লেন, প্রভু! আমি তোমায় পিঠে করব। কাঁপতে কাঁপতে বল্লুম, বাবা। সবইত তোমার হাঁ, পিঠ কোথায় বাবা ? ঠোঁট প্রভু তখন বল্লেন, আমি আগে এসেছি, পিঠ পশ্চাতে আসছেন, পুচ্ছ এখনও অনেক দূরে নাড়া খাচ্ছেন। ক্রমে বুঝলুম স্বয়ং প্রভু গরুড়। আমি তো পিঠে উঠব না, গরুড় মহাপ্রভুও আমাকে ছাড়বেন না। আমার ত গলদঘর্ম্ম, শেষে কোথা থেকে একটা লাল্‌চে লাল্‌চে কাল্‌চে কাল্‌চে শুঁড়— ভিজে কাপড়ে যেমন ইস্ত্রী ঘসেগো ঠাকুর, ভিজে কাপড়ে যেমন ইস্ত্রী ঘসে, তেমনি করে আমার পিঠে ঘসতে লাগলো। একি বাবা, তুমি আবার কে ? আমি গণেশ, তোমাকে সিদ্ধি দেবার জন্যে গায়ে হাত বুলুচ্ছি।

সোম। তোমার মেয়ে কি সুন্দরী ?

দীন। আজ্ঞে, খায় দায় বেড়িয়ে বেড়ায়, সুন্দরী কিনা অত ঠাওর করে দেখেনি। একটু খানি দাঁড়াও দেবতা! তা হ'লেই দেখতে পাবে।

সোম। তুমি কি জাত ?

দীন। আজ্ঞে অম্বর বৈদ্য।

সোম। অম্বর বৈদ্য!

দীন। আজ্ঞে, এক দেবতার সঙ্গে এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়ে গেছে। দেবতা হার মেনে, এক চোঁচা দৌড়ে স্বীকার করে গেছে যে, ধোপা শূদ্দুর নয়।

সোম। (প্রহারোদ্যত)—পাষণ্ড, বর্ব্বর শূদ্রাধম। আমায় পায়ে ছায়া ঠেকালি, সমস্ত বস্ত্রাদি নষ্ট করে দিলি! অঙ্গটাকে অপবিত্র করলি ? দূর হ', দূর হ', সম্মুখ থেকে দূর হ',— দুর্গা দুর্গা।

দীন। কোথায় আপনার চরণ নেই দেবতা? আমরা তার ধুলো, এখন ঝেড়ে ফেল্‌লে কোথায় যাই দয়াময় ?

সোম। মর মর বেটা, নইলে মুণ্ডপাত করব, মর মর। (লাফাইতে লাফাইতে) তোর ছায়া আবার ঠেকে, আবার ঠেকে, ঠেকলো ঠেকলো! তবে রে বর্ব্বর! (পদাঘাত, দীনদাসের পিছাইয়া গমন) স্নান করি ত ভাল করেই করি। পাষণ্ড বেটা, নচ্ছার বেটা, এত বড় আস্পর্দ্ধা!

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। বাবা, কোথায় গেলি ? এই যে, এত বেলা করছিস্ কেন ? বাবাঠাকুরের প্রসাদ পাবি না ?—দে বাবা, পা বাড়িয়ে দে!—একি বাবা! মন্ত্র ভুলে গেলুম কেন ? একি বাবা, তোর আজ শূদ্রের মূর্ত্তি কেন ? এ্যাঁ এ্যাঁ, চণ্ডাল—চণ্ডাল! ও বাবা চণ্ডাল ছুঁয়েছিস ?

দীন। (অম্বিকার মুখ চাপিয়া) চুপ—চুপ, পোড়ারমুখো মেয়ে! চুপ, দেবতা, দেবতা, প্রণাম কর।

অম্বিকা। দেবতা! (করযোড়ে) ঠাকুর! আপনার এ মূর্ত্তি কেন ? ঠাকুর! গুরুদেবের কাছে শুনেছি ক্রোধ চণ্ডাল। যার হৃদয়ে প্রবেশ করে, সে চণ্ডালাধম। ঠাকুর! ক্রোধ সম্বরণ

কর। এমন দুর্লভ দেবতা জন্ম পেয়ে চণ্ডাল হও কেন? নারায়ণ! ক্রোধ সম্বরণ কর। ঠাকুর! তোমাদের কত ডেকেছি। এলে ত এত ক্রুদ্ধ হয়ে এলে কেন?

সোম। আর তো নেই জননী।

অম্বিকা। ক্রোধের ঘর তো রয়েছে, সে ঘর থাকলে ক্রোধ ফিরে আসতে কতক্ষণ?

সোম। অভিমান! অভিমান দূর হও, আর আমি ব্রাহ্মণ নই, চণ্ডালাধম।

অম্বিকা। তুমি নারায়ণ। ঠাকুর! আমি তোমায় চিনেছি, আর কেন ছলনা কর? ঠাকুর! আমায় রক্ষা কর। ভুলে গেছি, মন্ত্র বলে দাও। ঠাকুর! আমায় রক্ষা কর, তুমি যা বলে দিয়েছ, যা করতে উপদেশ দিয়েছ, তা ভুলে গেছি। দয়াময়! এই কন্যার প্রতি দয়া কর, পূজা না হ'লে মরে যাব। বলে দাও—এই উত্তপ্ত হস্তে ফুল শুকিয়ে যায়—শীঘ্র বলে দাও, পিতা কি, পিতা কে?

সোম। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।

অম্বিকা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। (পিতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান)

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।

দীন। না, এ পোড়ারমুখো মেয়ে আমাকে আর বাড়াভাত খেতে দিলে না! বাবাঠাকুর! তোমার কাছে মরণ আছে? থাকে ত দাও ত বাবা, পেটটা ভরে খাই। আমার পুঁজি পাটা সব ফুরিয়ে গেছে, থাপি পর্য্যন্ত বাড়ন্ত। সত্যি কথা বলতে কি, বাবাঠাকুর! পোড়া মেয়ে নিয়ে যে কি অধর্ম্মের ভোগে পড়েছি,—দূর ছাই মেয়ের কাছে থাকাটা ক্রমে দেখছি কুপথ্যি হয়ে পড়ল। (প্রস্থানোদ্যত) ওরে পোড়ারমুখো মেয়ে আমায় নিষ্কৃতি দে।

অম্বিকা। তা হ'লে কি নিয়ে থাকব?

দীন। সে তুই খুঁজে নে। আমি আর তোর ফুলের ভার সইতে পারিনে। ভাল মেয়ে, সোয়ামীর ঘরে যা; আমাকে আর যন্ত্রণা দিস্ কেন মা? রাজার বাড়ীর সিং দরজার থাম দুটো পায়ে জুড়ে বইবো সেও স্বীকার, তবু তোর ফুলের ভার আর সইব না। দেখ দেবতা! এ পোড়া মেয়ে কি সর্ব্বনেশে মন্ত্র শিখেছে যে, দেবতা হয়ে হয়ে পেঁচোয় পেয়ে গেলুম। তোমরা সব হতে পার, দয়া করে কেউ নারায়ণ হও না দেবতা।

সোম। মা মা! কুমারী শক্তিময়ী! পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে, জাতি-অভিমানে, স্বার্থমদে আজীবন দাসত্বে এতকাল চণ্ডাল ছিলুম। বুঝিনি না, আমি কে? এ সংসারে আমার কতটা অধিকার? জ্ঞানময়ী! তোমার কৃপায় যদি মা আবার আমি ব্রাহ্মণ হলেম, তখন তুমি আমার শঙ্করী গৌরী গুরু—মা তোমায় —(প্রণামোদ্যোগ)

(পতঞ্জলির প্রবেশ)

পত। কর কি, কর কি? জ্ঞানহীনা বালিকা, ব্রাহ্মণ হয়ে তার সর্ব্বনাশ কর কেন?

সোম। কই আমি ব্রাহ্মণ প্রভু?

পত। যখন তুমি ছিলে না, তখন তোমার অজস্র তীব্র তীরস্কারে, তোমার সহস্র অভিসম্পাতেও বালিকার ভয়ের কোন কারণ ছিল না। এখন তুমি মেঘমুক্ত প্রভাকর। তোমার অসহ্য তেজ এ ননীর পুতুল সইতে পারিবে কেন? শক্তির অধিকারী তুমি, শক্তিপূর্ণ তুমি, তোমার আর শক্তি হরণের প্রয়োজন কি? শক্তি রক্ষা কর, দেশ বাঁচাও।

রাজা। মা, মা! পিতৃব্রতে। পতিব্রতা হতে চাস্‌ত তা দিতে পারি। সতী, তোর কন্যা-কাল উত্তীর্ণ, পিতা ছেড়ে পতি দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করবি কি মা? ব্রাহ্মণ! চিরকাল তোমাদের আদেশে চলে আসছি, তোমাদের আশীর্ব্বাদ দেবকন্যা আমার পুত্রবধূ হবে, ব্রাহ্মণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ বিশ্বাস করে মায়ের আগমন প্রত্যাশায় আকাশ পানে চেয়েছিলেম, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ফলেছে।

পত। ব্রাহ্মণ-বাক্য, আমার বাক্য, বেদ, চির সত্য। ব্রাহ্মণভক্ত মহাত্মন! ব্রাহ্মণের বাক্য রক্ষার জন্য, দেব নন্দিনী আত্মহারা, তাড়াতাড়ি আসতে রজক চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ করে ছিলেন। জ্ঞান চক্ষে চেয়ে দেখ, দীনদাস রজক নয়—নারায়ণ। অম্বিকা রজকী নয়, দেব নন্দিনী—তোমার পুত্রবধূ। এখন আসুন মহারাজ, আমার আশ্রমে আসুন। আজ শিবশক্তি সমন্বয় করে আপনাকে কৃতকৃতার্থ করি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে—আমার প্রাণের প্রাণ আর্য্য সন্তানকে সব দিয়েছি, কিন্তু তাই সে সবের মর্য্যাদা রইল না। মা আমার রাজার ঘরে গিয়ে বিলাসিনী, ব্রাহ্মণের ঘরে অহঙ্কৃতা গর্ব্বিতা অভিমানিনী, কিন্তু এই নীচ অনার্য্য রজক চণ্ডালের ঘরে মা আমার কার্য্যকরী শক্তি। সে শক্তিকে আশ্রয় কর। আর ঘৃণা রেখ না।

রাজা। তুমি এ অন্ধকারময় পথ দিয়ে আসতে পার, এই পঙ্কিল জলে ফুটতে পার, তাত জানতেম না। দর্পহারিণী! দর্প চূর্ণ হয়েছে। এস মা গৃহলক্ষ্মী! চির আকিঞ্চনের ধন ঘরে এস।

শেষাঙ্ক।

অম্বিকা ও সোমস্বামী।

সোম। আহা কি সুন্দর স্থান! এ কোথায় এলেম জননী?

অম্বিকা। গুরু-আশ্রম।

সোম। এ ত অমরাবতী!

অম্বিকা। এই দেখ প্রভু গুরু-মন্দির। ওই দেখ মন্দাকিনী। তরঙ্গে তরঙ্গে ধরণীকে প্লাবিত করবার জন্য মা আমার উন্মাদিনী, অজস্র ধারায় মর্ত্তের গায়ে ঢলে পড়ছেন। মায়ের নাম করে গা ভাসান দিয়েছ, মা উজান বয়ে তোমাকে এখানে রেখে গেছেন। মানুষ পশুর ন্যায় বনে বনে ঘুরত। ব্রাহ্মণ! তুমিই তাকে সংসারের ছবি দেখিয়ে, স্ত্রীপুত্র দিয়ে গৃহবাসী করিয়েছ, তাই তোমার বাসের জন্য অতি যত্নে বিশ্বকর্ম্মা এই স্থান রচনা করেছেন!

(অপরাজিতা ও পুরন্দরের প্রবেশ)

পুর। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতৃদত্ত শক্তি, সাধনার ধন, জীবনের কামনা, কোথায় তুমি? আর যে চলতে পারি না মা।

অপ। আর চলতে হবে না।

পুর। আহা একি! একি মা অপরাজিতা?

অপ। গুরু-মন্দির।

পুর। গুরু-মন্দির। গুরু-মন্দির এত শোভাময়!

অপ। এত শোভাময়! আর ওই শোভাময়ী, এই সুন্দর দেববাঞ্ছিত আশ্রমের সকল বিভূতির ঈশ্বরী, পিতৃসাধনার গুরুদত্ত ফল।

অম্বিকা। আর এই ঠাকুর সেই বিশ্বকর্ম্মা-রচিত গুরুর আশীর্ব্বাদি ফুল;—তুমি যে মন্ত্র বলে দিয়েছিলে, এই তার দক্ষিণা।

সোম। আর কেন সখা! এস আমরা ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও মহানন্দের আদান প্রদান করি।

(অম্বিকা ও অপরাজিতার গীত।)

বনের পাখী বনে থাকে, আকাশে ছড়ায় প্রাণের গান।
কেউ গলে যায়, কেউ বা ঘুমায়, কেউ বা ধরে বাণ॥
পাখীর সনে কেউবা রয় বনে,
কেউ ধরে তায়, পূরে খাঁচায় আনে ভবনে।
পাখীর নাইকো অভিমান,
খাঁচায় গাছে সমান নাচে সমান ধরে তান॥

পট পরিবর্ত্তন।

(অপ্সরাগণের গীত।)

চিনে লও আপন আপন মিলে যাও ভালবেসে।
কেন হে হও জ্বালাতন ঝরে নয়ন হেথা এসে॥
তুমি আমার পানে চাও, আমি তোমার পানে চাই,
তুমি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে আমিও মুখ ফিরাই।
এত ফেরাফিরি নয় ভাল হে, হাত ধরাধরি চলি চল হে,
হরি হরি মুখে বল হে, মনের মতন নাও হেসে।
হাসিলেও যদি আঁখি ভাসে কেন বিরস বদন রও বসে॥

যবনিকা পতন।

রঞ্জাবতী।

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

প্রণীত।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

ল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বিষ্ণুপুরের রাজা।
অম্বিকার রাজা।
গৌড়ের সম্রাট-পুত্র।

অম্বিকার রাজপুত্র।

মান্দারণ রাজপুত্র।
বিষ্ণুপুরের রাজার সেনাপতি।
গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী।

দলু সর্দার
বলাই — দলুর পুত্র।
দেওয়ান
সৃষ্টিধর — মণিরামের ভৃত্য।
সর্বানন্দ।

স্ত্রী।

পদ্মাবতী — বিষ্ণুপুরের রাণী।
রত্নাবতী — বিষ্ণুপুরের রাজার শ্যালিকা।
লক্ষ্মী — দলুর স্ত্রী।
সামুলা — ঐ মাতা।

কঞ্চুকী, প্রজাগণ, নাগরিকগণ, বিদ্যারণ্য, রাজবয়স্য, নিদিরাম সর্দার, গুপ্তচর, প্রহরিগণ, সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, ডোম ডোমনীগণ, চন্দ্রসেনের মাতার প্রেতাত্মা, রাখাল-বালক ইত্যাদি।

রঙ্কাবতী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—রাজবাটী।

(বীরমল্ল ও পদ্মাবতী)

পদ্মা। হাঁ মহারাজ, রঙ্কাবতীর বিবাহের কি ঠিক ক'রলেন? আর ত তার বিবাহ না দেওয়া ভাল দেখায় না। আপনিই এখন তার অভিভাবক, যোগ্য বয়সে পাত্রস্থা না হ'লে, আপনারই যে দুর্নাম মহারাজ!

বীর। তাত সব বুঝছি, কিন্তু কি ক'রব পদ্মাবতী, মনের মত পাত্র পাচ্ছি না!

পদ্মা। এই বাঙ্গলা মুলুকের ভেতর রঙ্কাবতীর পাত্র মিল্‌ল না?

বীর। কই খুজে ত পাচ্ছি না!

পদ্মা। বলেন কি? আপনি এ কি ব'লছেন মহারাজ?

বীর। কই কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি না। তা যদি থা'কত, তা হ'লে কি একটু ক্ষুদ্র গ্রাম নগর, তার জায়গীরদার রমাই ঘোষ, অল্পে অল্পে সমস্ত বীরভূম জেলার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। রাঢ়ে এত জমিদার থাকতে কেউ তাকে দমন ক'রতে পা'রলে না! তা হ'লে কি করি, তোমার পিতা মৃত্যুকালে তোমার ভগিনীকে হাতে হাতে সমর্পণ ক'রে গেছেন। সেই জন্যই আমি কোনও কাজ ক'রতে পারছি না। আর কেমন ক'রে বিবাহ দিই? কোথায় দিই পদ্মাবতী! আজ আমি রাজপুত্র দেখে রঙ্কাবতীকে তার হাতে সমর্পণ ক'রব—আশা দু'দিন বাদে সে রাণী হবে—কিন্তু কা'ল তাকে ভিখারিণী দেখ্‌ব! এ রকম অবস্থায়, কি ক'রে তাকে পাত্রস্থা করি? তুমি কি আমায় রঙ্কাবতীকে অমানুষের হাতে সমর্পণ ক'রতে বল?

পদ্মা। তা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব? কিন্তু এ ত বড়ই দুঃখের কথা, দেশের এত রাজা জমিদার থাকতে রমাই ঘোষের দমন হ'ল না!

বীর। এই দুঃসময়ে যখন আমি অশক্ত বৃদ্ধ, কম্পিতহস্তে নিজের দেহ রক্ষায় পর্য্যন্ত অক্ষম, তখন একটী পুত্ররত্নের অভাবে দুঃসহ চিন্তার ভারে আমি দিন দিন মৃত্তিকাসাৎ হ'তে চ'লেছি। পুত্র বেঁচে থাক্‌লে আজ আমার মত সুখী কে?—সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য—সুখী প্রজা—আমি কোথা নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুধু ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাক্‌ব, তা না ক'রে রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে আমি চিন্তা-ভারে অবসন্ন!

পদ্মা। কি ক'র্‌ব মহারাজ, আমার অদৃষ্ট!

বীর। আমারও কি নয়? আমি এই বৃদ্ধ বয়সে করি কি? যৌবনের যে শক্তিবলে আমি মল্লভূমে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, যে সমস্ত বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে একটী দিন অনার্য্যপালিত ক্ষত্রিয় বালক এই বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থাপিত ক'রেছে, সে শক্তি জন্মের মত অন্তর্হিত।

পদ্মা। একা যখন কেউ রমাইকে দমন ক'রতে পা'রছে না, তখন সবাই মিলে দমন করুক না কেন?

বীর। একজন রাজার শত্রুকে সাধারণ শত্রু মনে ক'র্‌বে, দেশের শত্রু জ্ঞানে একত্র হয়ে তার দমনে অগ্রসর হবে, বাঙ্গালায় সে মহাপুরুষ আর নাই। বহুদিন ধরে ধারায় ধারায় প্রবাহিত শান্ত জল, বাঙ্গালীর বীরত্ব-স্ফুলিঙ্গের চিহ্ন পর্য্যন্ত নিভিয়ে দিয়েছে। বাঙ্গালী শক্তি হারিয়ে এখন শুধু কল্পনার কুহকে নিশ্চিন্ত। স্ত্রীজাতির মত শুধু কলহে আর বাগ্‌বিতণ্ডায় পারদর্শী। কি আর ব'লব পদ্মাবতী! চিন্তায় আমার শরীর জর্জ্জরিত। সামান্য রমাই ঘোষের উৎপাতেই বাঙ্গলা যদি এত ব্যতিব্যস্ত, কোন প্রবল শত্রু যদি দেশ আক্রমণ করে,—করে কি নিশ্চয়ই করবে, তা হ'লে এ বাঙ্গলার কি হবে? যাক্ সে পরের কথা। এখনকার চিন্তা যে আরও বিষম! শুনলুম, উদ্ধত রমাই আমার রাজ্যের সীমায় এসে উৎপাত ক'রে গেছে। এখন যদি সে আমার বিষ্ণুপুরই আক্রমণ ক'রে বসে, তা হ'লে রক্ষা করবার উপায় কি?

পদ্মা। আপনার ঐ এক কথা! ক্ষুদ্র রমাই বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে সাহস ক'র্‌বে, এ আপনি মনেও স্থান দেন?

বীর। স্থান দিতে আর অপরাধ কি? সে যখন আমার প্রজার ওপর অত্যাচার ক'রছে, তখন আর বাকী রেখেছে কি? আমার বিষ্ণুপুর আক্রমণের সঙ্গে তার আর প্রভেদ কি? সে ত আমাকে এক রকম যুদ্ধে আহ্বানই ক'রেছে! কিন্তু আমি হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ঘরে ব'সে আছি। তোমার ভাই, সেনাপতি, এই শুভ সংবাদ প্রতিদিন স্বকর্ণে শুনছেন, আর মনের দুঃখে মদনমোহনের প্রসাদের ভূরিষ্ঠ নাশ ক'রছেন।

পদ্মা। এই আরম্ভ হ'ল! আপনি অবকাশ পেলেই আমার ভাইকে নিয়ে রহস্য করেন মহারাজ! তাকে এই গৌরবান্বিত পদ দেওয়াই বা কেন, আর দিয়ে রহস্য করাই বা কেন? এর পর আপনি যে ব'ল্‌বেন, আমার ভাই হ'তে আপনার রাজ্যের অনিষ্ট হ'ল, সেটী হবে না। আপনি এই বেলা মানে মানে তার পদ অপর কাউকেও প্রদান করুন।

বীর। ভাইয়ের কথা তুললে তুমিই বা ক্রোধ কর কেন? যদি বিষ্ণুপুর দুর্ভাগ্যবশে শত্রুহস্তগত হয়, তখন কি তারা তোমার ভাইয়ের মুখে দুধের বাটী তুলে সিংহাসনে বসিয়ে, মেহনত হ'য়েছে ব'লে বাতাস ক'র্‌তে থাক্‌বে।

পদ্মা। তখন সকলকার যা দশা, তারও তাই হবে।

বীর। বেশ, বেশ এইটে ভেবে চুপ ক'রে ব'সে থাকলেই আমিও নিশ্চিন্ত।

পদ্মা। ভাইটেকে মিছেমিছি একটা গয়লার সঙ্গে যুদ্ধে পাঠিয়ে মেরে ফেল্‌তে পারলেই আপনি নিশ্চিন্ত।

বীর। বস, বস্, আর কথায় কাজ কি? বিষ্ণুপুর থাক আর যাক্, আমি আর দ্বিতীয় কথাটী কইব না! এবারে যদি আমি কোনও কথা কই, তা হ'লে তোমরা ভাই ভগিনীতে মিলে আমার হাত পা বেঁধে বিড়াই নদীতে ফেলে দিও।

পদ্মা। বালাই, আমরা অমন কাজ ক'রতে যাব কেন? তার চেয়ে আপনি আমাদের ভাইবোন্‌কে বিসর্জ্জন দিন। সকল আপদ্ চুকে যাক্।

বীর। তোমরা দু'জনে, না তার সঙ্গে রঙ্গাবতী?

পদ্মা। তাকে ফেলতে যাবেন কেন? সে সরলা বালিকা, সে কি অপরাধ ক'রেছে?

বীর। তাই বল—এই বৃদ্ধ বয়সে একেবারে গৃহশূন্য—পাকাচুল তুলে দেবারও তো লোক চাই!

পদ্মা। সে আর ব'লছেন কেন? আপনার মতলব কি আর বুঝতে বাকী থাকে? মেয়ে হ'লে কি এতদিন তার বিয়ে প'ড়ে থাকতো? এ যে যুবতী শালী।

বীর। দেখ, তোমার মতন বুদ্ধিমতি যদি আর একটি এই বুড়ো বয়সে আমার পাশে থাকে, তাহ'লে আমি ঘরে ব'সে শুধু বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেড়ে দু'শো রমাইয়ের মাথা কেটে ফেলতে পারি।

পদ্মা।—নিন—তামাসা রাখুন—রঙ্গাবতীর পাত্রের অনুসন্ধান করুন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। মহারাজ! গৌড়েশ্বর তাঁর পুত্রের সঙ্গে রঙ্গাবতী দেবীর বিবাহের জন্য আপনার কাছে নারিকেল পাঠিয়েছেন।

পদ্মা। মহারাজ! মদনমোহনের কৃপায় আপনার ত্রুটি পাশ আর পূরণ হ'ল না। প্রজাপতি এইবার মুখ তুলে চেয়েছেন। গৌড়েশ্বরের পুত্র যদি রঙ্গাবতীর বর হয়, ত এ হ'তে সৌভাগ্যের কথা আর কি আছে?

বীর। যথার্থই পদ্মাবতী, এ শুভ সংবাদ। গৌড়েশ্বরকে যদি কুটুম্ব ক'র্‌তে পারা যায়, তাহ'লে রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

পদ্মা। মহারাজ আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না; আপনি শুভ সংবাদটা নিয়ে এলে, আমি মঙ্গলচণ্ডীর পূজো দিই।

(রাজার প্রস্থান ও রঙ্গাবতীর প্রবেশ)

রঙ্গা।—হ্যাঁ দিদি! সবাই রমাই ঘোষ রমাই ঘোষ ক'র্‌ছে, রমাই ঘোষটা কে?

পদ্মা।—রমাই হচ্ছে 'নগরের' জায়গীরদার। তার বাপ হরি ঘোষ গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে রাখালি ক'র্‌ত। বর্ত্তমান গৌড়েশ্বরের বাপ হরি ঘোষকে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে নগর নামে একখানা গ্রাম জায়গীর দিয়েছিল। তারই বেটা রমাই ঘোষ।

রঙ্গা।—তা তার এত প্রতাপ যে, সমস্ত বাঙ্গালার লোক তার নামে কাঁপে!

পদ্মা।—আজ কাল তার আস্পর্দ্ধা বড়ই বেড়েছে বটে।

রঙ্গা।—তাকে কেউ দমন ক'র্‌তে পারে না?

পদ্মা।—কই সেরূপ লোক ত দেখ ছিনি! এক পারেন তোমার ভগিনীপতি। তা তাঁকে এই বৃদ্ধ বয়সে একটা তুচ্ছ রমাই ঘোষের বিরুদ্ধে

পাঠিয়ে, মিছামিছি একটা বিপদ ডেকে আনবো?

রত্না।—দিদি ক্রোধ ক'রো না—এটা বিষ্ণুপুরের রাণীর যোগ্য কথা নয়।

পদ্মা।—রমাই আমাদের ত কোন অনিষ্ট করেনি।

রত্না।—যদি করে? যদিই সে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে?

পদ্মা।—বল কি ভগিনী! বিষ্ণুপুর আক্রমণ কি রমায়ের কাজ? গড়ের মুখের দল-মাদল কামানের সম্মুখে স্বয়ং যমরাজই উপস্থিত হ'তে সাহস করেন না, তা সে কোথাকার তুচ্ছ রমাই!

রত্না।—কথাটা শুনে সন্তুষ্ট হ'লুম না দিদি! রমায়ের শুন্‌লুম অদ্ভুত সাহস। লোকে তার ভয়ে বড়ই ভীত হ'য়েছে। রমাই আমাদের ক্ষতি করেনি কি, যথেষ্ট ক্ষতি ক'রেছে। মহারাজের অনেকগুলি প্রজার ঘর লুটে নিয়েছে। আজ আবার শুন্‌লুম গড় মান্দারণ অবরোধ করেছে।

পদ্মা।—এ সব খবর তুমি কোথা থেকে পেলে? মহারাজ পেলেন না—আমি পেলুম না!

রত্না। শীঘ্রই এ সংবাদ পাবে। মদন-মোহনের মন্দিরে গিয়ে এ সংবাদ পেয়েছি। কোথা থেকে নারকেল নিয়ে মহারাজের কাছে ভাট এসেছে।

পদ্মা। আরে পাগলি! সে কিসের জন্য? সে তোমার জন্য ভাট নারিকেল এনেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আর দু'দিন পরে আমরা এমন শক্তিমানের সঙ্গে সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি যে, শত রমাইও আর বিষ্ণুপুরের ত্রিসীমায় আস্‌তে সাহস ক'রবে না।

রত্না। পরের অনুগ্রহ ভিক্ষারই বা প্রয়োজন কি?

পদ্মা। এমন পাগল মেয়ে ত আমি কখন দেখিনি। পর কি? সে যে দুদিন পরে নিজের হ'তেও আপন হবে। বর পেয়েই তুই পর হ'য়ে যাবি নাকি রত্নাবতী?

রত্না। দাদা ত সেনাপতি, তা তিনি এত সৈন্য নিয়ে চুপ ক'রে আছেন কেন?

পদ্মা। আ হরি! তোমার দাদা কি মানুষ? তা হ'লে দুঃখ কি? সে রাজার শালা ব'লে সেনাপতি, যুদ্ধের কি জানে! (বীর-মল্লের প্রবেশ) কি সংবাদ মহারাজ?

বীর। সংবাদ ভাল! আমি ত স্বীকার ক'রে সওগাত দিয়ে গৌড়ে লোক পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু এ দিকে যে বিপদ উপস্থিত—রমাই যে মান্দারণ আক্রমণ ক'রেছে। একে-বারে বিষ্ণুপুর ডিঙ্গিয়ে মান্দারণ আক্রমণ, এত ভাল কথা নয়!

পদ্মা। কোন্ পথ দিয়ে মান্দারণে গেল?

বীর। তা কেমন ক'রে ব'লব। কিন্তু তার মতলব ভাল নয়। মান্দারণ-পতি লক্ষ্মণ সেন আমার সহায় ছিলেন। তাঁকে আক্রমণ ক'র্‌বার অর্থ আর কিছুই নয়, আমাকে হীনবল করা। এতে বোঝা যাচ্ছে বিষ্ণুপুর আক্রমণ কর্‌বারও তার উদ্দেশ্য আছে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অম্বিকা—রাজবাটী প্রাঙ্গণ।

(নরন ও প্রজাগণ।)

১ম প্রজা। দয়াময় বহুদূর থেকে আপনার নাম শুনে এসেছি।

২য় প্রজা। কোনও জায়গায় আশ্রয় পাই নি। মহারাজ! শুনলুম আপনি দয়ার সাগর। আপনি না রক্ষা ক'র্‌লে, দেবতা, আমরা যে সব ধনে প্রাণে মারা যাই।

১ম প্রজা। ঘর বাড়ী, ধন, দৌলত, স্ত্রী, পুত্র, সব যমের মুখের কাছে রেখে এসেছি।

নয়ন। আগে স্থির হও, এমন ব্যস্ততা দেখালে ত আমি কিছুই বুঝতে পারবো না। স্থির হ'য়ে বুঝিয়ে বল।

১ম প্রজা। মহারাজ! রমাই ঘোষের দৌরাত্ম্যে আমাদের প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে।

নয়ন। রমাই ঘোষ! সে ত বীরভূম জেলার জমীদার।

১ম প্রজা। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ!

নয়ন। তা সে এখানে এলো কেমন ক'রে? তোমরা কার প্রজা?

১ম প্রজা। আজ্ঞে গড় মান্দারণের রাজার।

নয়ন। লক্ষ্মণ সেনের? তা তিনি তো একজন বীরপুরুষ, তিনি কি ঘোষের লোকে দমন ক'রতে পারলেন না?

১ম প্রজা। তিনি কি আছেন?

নয়ন। লক্ষ্মণ সেন নেই?

১ম প্রজা। তিনি রমায়ের সঙ্গে যুদ্ধে মারা প'ড়েছেন। তাঁর স্ত্রী এক শিশু পুত্র নিয়ে নগর রক্ষা ক'রছেন। কিন্তু তিনি আর কয়দিন রমায়ের সঙ্গে যুঝতে পারবেন হুজুর? তাই আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছেন। এই পত্র দিয়েছেন (পত্রদান) আপনি তাঁর পিতৃস্বরূপ হ'য়ে তাঁর ধর্ম্ম, মান, শিশুপুত্র, রক্ষা করুন।

নয়ন। ভাল, তোমরা বিশ্রাম করগে।

১ম প্রজা। দয়াময়, আশ্রয় দিন, অভয় দিন্।

নয়ন। কোথায় বীরভূম, আর কোথায় মানভূম, এর ভেতরে কিছু না হয় ত ছোট বড় একশো জমীদার। মাঝখানে বিষ্ণুপুর, সে সমস্ত ডিঙ্গিয়ে রমাই ঘোষ কেমন ক'রে মান্দারণে এসে উপস্থিত হ'লো?

১ম প্রজা। কিছুই ব'লতে পারছি না মহারাজ।

নয়ন। বেশ, তোমরা বিশ্রাম ক'রগে।

উভয়ে। মহারাজ নিশ্চিন্ত হব?

নয়ন। হঠাৎ আমি একটা জবাব দিতে পাচ্ছিনে। বুঝতেই ত পারছ বাপু! আমি বৃদ্ধ। যৌবনের শক্তির কণামাত্রও আমাতে অবশিষ্ট নেই; তার পর বাঙ্গালার কোন রাজাই তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে সাহস করেনি। আমি একটু দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কিছু ব'লতে পারছি না। ভাল গড়ের এখন অবস্থা কি?

১ম প্রজা। আজ কালের ভেতরে সাহায্য না পেলে, গড় শত্রু-হস্তগত হবে।

নয়ন। যাও, একটু বিশ্রাম করগে। কে আছ—দেওয়ানজীকে ডেকে দাও।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা। মহারাজ! গোলামকে তলব ক'রেছেন কেন?

নয়ন। তোর বাপ চ'লে গেছে?

বলা। হাঁ মহারাজ, বাবা ও মা দুজনেই ত কাল রাত্রে চ'লে গেছে!

নয়ন। কোন্ পথে গেছে ব'লতে পারিস্? মেদিনীপুরের পথে, না তমলুকের পথে?

বলা। তা ত ব'লতে পারি না মহারাজ জগন্নাথে যাবে এই মাত্র জানি!

নয়ন। তা ত যাবেই। কিন্তু কালীঘাট হ'য়ে যাবে শুনেছিলুম।

বলা। আমি তা জানি না। কেন মহারাজ তাঁকে কি দরকার আছে? দরকার থাকে ত বলুন না। যেখানে থাকে ধ'রে নিয়ে আসি। হুকুম করুন, লাঠীতে ভর দিয়ে একেবারে উড়ে যাই

নয়ন। না তা আর ক'র্‌তে হবে না। তারা স্বামী স্ত্রীতে, পুরুষোত্তম দর্শনে চ'লে গেছে, তাদের তার বাধা দিয়ে কাজ নেই। দেখি, তুই এক কাজ কর। তোদের দলবল, যে যেখানে থাকে, সব এক জায়গায় জড় হ'য়ে থাকৃতে বল্। আমার দোসরা হুকুম না হ'লে, যেন কোথাও না যায়।

বলা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(দেওয়ানের প্রবেশ)

নয়ন। মান্দারণের কতকগুলি প্রজা শরণার্থী হয়ে আমার কাছে এসেছে। মান্দারণের রাজা লক্ষ্মণ সেন জীবিত নেই। তার একমাত্র শিশুসন্তান এখন মান্দারণের অধিপতি। ...মাই ঘোষ তার রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে। তার হাত থেকে সে শিশুর প্রাণরক্ষা করে, এমন শক্তিমান মান্দারণে কেউ নেই। এরূপ অবস্থায় ...ক কর্ত্তব্য দেওয়ান?

দেও। মহারাজ চিরদিনই আর্ত্তত্রাণ। ...শক্ত রমায়েরেও অসীম প্রতাপ।

নয়ন। সেই জন্যই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি কর্ত্তব্য কি?

দেও। বিশেষ আয়োজন না ক'রে, তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে পরামর্শ দিতে আমি সাহস করি না।

নয়ন। তার ওপর দলু সর্দ্দার এখানে নেই। সে তীর্থ ক'র্‌তে সস্ত্রীক পুরুষোত্তমে চ'লে গিয়েছে। অম্বিকায় রমায়ের সমকক্ষ যোদ্ধার অভাব। আমার ছেলেরা শান্তির মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রেছে, প্রকৃত-যুদ্ধ কখন দেখেনি। আমি বৃদ্ধ, যৌবনে যে শক্তির প্রভাবে আমি অম্বিকার গৌরব প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, আর তা আমাতে নেই।

দেও। দুদিন এ বিষয়ে চিন্তা না ক'র্‌লে আমি কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ছি না মহারাজ।

নয়ন। চিন্তা? দেওয়ান চিন্তার অবসর নাই। আজ যদি মান্দারণ রক্ষার্থ সৈন্য না পাঠাই, কাল লক্ষ্মণ সেনের ক্ষুদ্র শিশু শত্রুহস্তগত হবে।

দেও। তাহ'লে, আমি ভৃত্য—আমি মহারাজের যশঃ-শরীরেরই স্বাস্থ্য কামনা করি। এ যুদ্ধের পরিণাম কি বুঝ্‌তে পা'রছি না। তথাপি আমি আপনাকে এ মহা কার্য্য হ'তে নিবৃত্ত হ'তে ব'ল্‌তে সাহস করি না। কেননা শরণাগত প্রতিপালনই রাজধর্ম্ম।

নয়ন। দেওয়ান! এই কথা শোন্‌বার জন্যই আমি তোমাকে ডাকিয়েছিলুম। তাহ'লে তুমি এখন থেকেই রাজ্যভার গ্রহণ কর।

দেও। তা আপনিই বা এ কার্য্যে অগ্রসর হবেন কেন মহারাজ? চিরকালই যে অম্বিকায় শান্তি থা'কৃবে, তারই বা মানে কি? এইত অশান্তির সূচনা—আপনার চার উপযুক্ত পুত্র। এই অবসরে তাদের রাজ্যরক্ষায় উপযোগী ক'র্‌লে হয় না?

নয়ন। বেশ ব'লেছ। রাজপুত্র যদি রাজধর্ম্মের উপযুক্ত না হয়, তাহ'লে তাদের জীবনের মূল্য কি? আমার অম্বিকা তাদের জন্য নয়। শত বৎসর কাপুরুষ রাজার অধীন থাকার চেয়ে, একদিনের বীরত্ব স্মৃতি বুকে ধ'রে যদি আমার অম্বিকা রসাতলে যায়, তাও অম্বিকার গৌরবের কথা।

দেও। ভৃত্যেরও তাই মত মহারাজ।

নয়ন। বেশ, তুমি এখন এস। (দেওয়ানের প্রস্থান) মহীধর! (রাজপুত্র চতুষ্টয়ের প্রবেশ) মান্দারণের শিশু রাজা বড়ই বিপন্ন। নগরের এক জমীদার, তাঁর রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে। তোমরা সেই শিশুটীকে রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌বে?

১ম পুত্র। মহারাজ! শিশু রাজার বিপদের কথা শুনে, আমরা সকলেই রমাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবার অনুমতি নিতে এসেছি।

নয়ন। বড়ই সন্তুষ্ট হ'লুম। তাহ'লে আজই তোমরা রঙ্গিণী দেবীকে প্রণাম ক'রে যাত্রা কর। সময় বড়ই সঙ্কিপ্ত, দিন ক্ষণ দেখে যাত্রা ক'রবার পর্য্যন্ত অবকাশ নাই।

সকলে। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—রাজবাটী।

(মণিরাম)

মণি। রমাই ঘোষকে দমন ক'রতে আমি যাব! পাগল আর কাকে বলে? যা শত্রু পরে পরে। রমাই ঘোষ লক্ষ্মণ সেনকে মেরে ফেলতে পারলেই ত আমি নিশ্চিন্ত। আমি রমাইকে মারি, আর উনি অপুত্রক বিষ্ণুপুর-রাজ, তার একটা ছেলেকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়ে রাজ্যটি তাকে দান করেন। এ রকম কাজ না ক'রলে ওঁর সুখ হবে কেন? একটি একটি ক'রে রাজ্যের সবাইকে তাড়িয়ে, আমিই রাজ্যের এক রকম কর্ত্তা হ'য়েছি। সমস্ত সৈন্য এখন আমার বশে, আর আমাকে পায় কে? কালে আমিই বিষ্ণুপুরের রাজা। লক্ষ্মণ সেন ম'লে শর্ম্মা একেবারে নিশ্চয়ই রাজা। এখন আমি তাকে রক্ষা ক'রে আপনার পায়ে কুড়ুল মারি? আরে আমিই ত রমাইয়ের পেছনে আছি—তাকে বিষ্ণুপুরের দ্বার দে নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করতে দিচ্ছি। আমি শত্রু হ'লে সে বিষ্ণুপুর ডিঙ্গিয়ে যায় কেমন ক'রে? সেই রমাইকে মারতে আমি যাব?

(বীরমল্লের প্রবেশ)

বীর। রমাই ঘোষ নাকি গড়মান্দারণ অবরোধ করেছে?

মণি। তাইত শুনছি মহারাজ!

বীর। শুনে কি ক'রছ?

মণি। কি ক'রব, ঠিক করতে পারছি না।

বীর। লক্ষ্মণ সেন আমার হিতৈষী বন্ধু। তার বিপদের কথা শুনে তুমি চুপ ক'রে আছ?

মণি। আজ্ঞা মহারাজ আমি ত চুপ ক'রে নেই। রমাই ঘোষের কি ক'রে দমন হয়, এই ভাবনায় আমি ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াচ্ছি।

বীর। ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়ালে ত আর সে নেমকহারামের দমন হবে না, মান্দারণের সাহায্যে সৈন্য পাঠাও।

মণি। পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রছি। কোন দিক দিয়ে কত সৈন্য নিয়ে গেলে চট্ ক'রে রমাইকে গ্রেপ্তার ক'রতে পারবো তাই চিন্তা ক'রছি।

বীর। চিন্তা ক'রতে ক'রতে যখন রমাই এসে তোমাকে চট্ ক'রে গ্রেপ্তার ক'রে আমার রাজ্য আক্রমণ ক'রবে, তখন কি ক'রবে?

মণি। আপনার রাজ্য আক্রমণ করা কি রমাইয়ের সাধ্য? মান্দারণের ক্ষুদ্র জমীদারের সঙ্গে কি আপনার তুলনা? আপনি পশ্চিম বঙ্গের রাজা। আপনার দল-মাদল কামানের সুমুখে স্বয়ং যমরাজ ঘেঁসতে পারেন না আপনার রমাইকে ভয় কি মহারাজ?

বীর। ও সব স্তোক বাক্যে আমায় ভোলাবার চেষ্টা ক'রো না মণিরাম! সংসার সম্বন্ধে তুমি আমার আত্মীয়ই হও, আর যেই হও, রাজ্য সম্বন্ধে যদি তোমা হ'তে সামান্য অনিষ্টও হয়, তাহ'লে আমি তোমাকে শত্রু ব'লেই মনে ক'রব।

মণি। সে কি মহারাজ! আমি আপনার ভৃত্য, আমা হ'তে আপনার অনিষ্ট হবে, একি কথা? আমি মহারাজের মঙ্গলের জন্যই যুদ্ধে যেতে ইতস্ততঃ ক'র্‌ছি।

বীর। আর ইতস্ততঃ ক'র্‌তে হবে না, এখনি সৈন্য নিয়ে মান্দারণে যাও। দুরাত্মা রমাইকে শাস্তি দাও। যদি এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে অস্ত্র-ধারণ করাবার ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে আজই সৈন্য নিয়ে যাত্রা কর। সে নেমকহারামকে বেঁধে নিয়ে এস। [প্রস্থান।

(রঙ্গাবতীর প্রবেশ)

রঙ্গা। হাঁ দাদা! মহারাজ আপনাকে বার বার রমাইকে দমন ক'র্‌তে ব'ল্‌ছেন, আপনি ইতস্ততঃ ক'র্‌ছেন কেন?

মণি। আরে থাম, জেঠাম করিসনি। মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মতন থাক্‌। তোর এ সব কথায় দরকার কি?

রঙ্গা। আমাদের যে শুন্‌তে হয়।

মণি। শুনতে হয় ত নিজে লড়াই কর্‌গে যা না।

রঙ্গা। কাজেই, আপনি না যেতে পা'র্‌লে আমাদের যেতে হবে বই কি।

মণি। আরে ম'ল! বলে কি?

রঙ্গা। বাবা আমার খুঁজে খুঁজে লোকের উপকার ক'রে আসতেন, তাঁর পুত্র হ'য়ে আপ-নার এ কি আচরণ?

মণি। ভারী কাজ ক'রেছে! দান ধ্যান, লোকের উপকার এ সব ক'রে ত সব হ'ল। পৈত্রিক বাস্তুভিটে যেখানে যা ছিল, একদিনে দামোদর সব পেটে পুরে ফেল্‌লে। শুধু লোকের উপকার ক'র্‌লেই যদি দুনিয়া চ'ল্‌ত, তাহ'লে তোমার বাপের ভিটেয় আজ ঢেউ খেল্‌ত না। আর অমন বংশের মেয়ে এই বাগদী রাজার ঘরে প'ড়্‌তো না। বাপ যদি আমার বোকা না হ'ত, তাহ'লে পরের উপকার ক'র্‌তে গিয়ে, নিজের এত বড় একটা অনিষ্ট ক'রে বসে? আমাকে কি ভগ্নীপোতের চাক্‌রী ক'রে খেতে হয়? না তার মুখনাড়া সইতে হয়?

রঙ্গা। এ আপনি কি ব'লছেন দাদা?

মণি। ব'ল্‌ব আবার কি? ব'ল্‌বার আছে কি? তুই যা—আপনার কাজ দেখ্‌গে যা।

রঙ্গা। আপনার জন্য সবাই আমার সাধু বাপের নিন্দে ক'র্‌ছে। শুনে আমার কান্না পাচ্ছে।

মণি। কে নিন্দে ক'রেছে বল্‌ত? তাকে একবার নিন্দে ক'র্‌বা'র মজাটা দেখিয়ে দিই।

রঙ্গা। কার নাম ক'র্‌ব? নিন্দার কাজ ক'র্‌লেই নিন্দে করে। আপনি বাঙ্গালার রাজার মহাপাত্র, আপনার অধীনে হাজার হাজার সৈন্য, আপনি একটা তুচ্ছ জায়গীরদারের ভয়ে লুকিয়ে র'য়েলেন?

মণি। ভয়ে, কে এ কথা বলে?

রঙ্গা। বেশ ত, আপনি রমাই ঘোষের সঙ্গে লড়াই দিন। আপনার সৈন্য-বলের ত অভাব নেই।

মণি। আমি আজই সৈন্য সামন্ত নিয়ে রমাই ঘোষকে বেঁধে আন্‌ছি।

রঙ্গা। তাই যান। বাবার আমার মুখ রক্ষা হোক।

মণি। রমাই ঘোষকে ধ'রে আন্‌বো, এত ভারী একটা কথা! ধ'রে আন্‌বার গা করিনি, এতদিন এলাকাড়ি দিয়ে রেখেছিলুম। তাই রমাই ঘোষ লাফালাফি ক'রে বেড়াচ্ছে।

রঙ্গা। এখনি যান। বঙ্গেশ্বরের সেনাপতি আপনি, দলগৌরব রক্ষা করুন। মহারাজের মান রক্ষা করুন।

মণি। আচ্ছা তা করা যাচ্ছে, তুই এখন যা।

রত্না। আর না পারেন, যোগ্য পাত্রে ভার দিন। এমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদের গৌরব হানি ক'র্বেন না। আপনার জন্য লোকে যে আমার দেবতা পিতার দুর্নাম রটনা ক'র্বে, তা আমরা সহ্য ক'র্তে পা'র্বো না। রাণী পর্য্যন্ত আপনার আচরণে অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন। দিদির যদি ছেলে থাক্‌তো, সে কি কখন তার বাপের অপমান সহ্য ক'র্তে পারত? আপনাকে অনুরোধ ক'র্‌ছি আপনি বিলম্ব ক'র্বেন না। বিষ্ণুপুরের সকল লোক ভীত হ'য়েছে। তারা স্ত্রী পুত্র নিয়ে বিষ্ণুপুর ছেড়ে পালাবার বন্দোবস্ত ক'র্ছে। দোহাই দাদা তাদের অভয় দিন।

মণি। আচ্ছা তুই যা না। আমি এখনি রমাইয়ের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা ক'র্‌ছি। তুই যা, রাজাকে অভয় দিগে যা। বাপের নাম ডুবে যাচ্ছে, এ কথা আমায় আগে ব'ল্‌তে হয়। তাহ'লে এতদিন কোনকালে আমি রমাইকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিতুম।

রত্না। তাই যান। শুধু মুখে গর্ব্ব দেখাবার সময় গেছে দাদা! গর্ব্বের কাজ করুন, আমাদের মুখ উজ্জ্বল হোক।

মণি। আচ্ছা যা। পৈতৃক ভিটে দামোদরের জলে ডুবে গেল, আমি জানতুম বাপের নাম সেই সঙ্গেই ডুবে গেছে। সে যে আবার মাঝখান থেকে বুড় বুড়ি কেটে ভেসে উঠেছে, তা কেমন ক'রে জান্‌বো? বস, আর তাকে ডুব্‌তে দিচ্ছিনি। যা—(রত্নাবতীর প্রস্থান) সৃষ্টিধর—

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। হুজুর।

মণি। সব সৈন্য সামন্তদের প্রস্তুত হ'তে বল্, আমি যুদ্ধে যাব।

সৃষ্টি। তারা প্রস্তুত হ'য়ে আছে।

মণি। কি ক'রে জান্‌লি?

সৃষ্টি। আজ্ঞা তারা কর্ত্তায় কর্ত্তায় ছাতু খেয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে—

মণি। হামাগুড়ি দিচ্ছে কি?

সৃষ্টি। আজ্ঞা, তারা জানে যুদ্ধে গেলে ত ম'র্‌তেই হবে, তা হ'লে আর তীর খেয়ে মরি কেন, ছাতু খেয়েই মরি।

মণি। নে আমার সঙ্গে চ'লে আয়। আমাদের লড়ায়ে যেতে হবে।

সৃষ্টি। আজ্ঞে, তাহ'লে—ছাতা—পাথ[illegible] গাড়ু, গামছা গুলো সঙ্গে নিই—

মণি। তুই বেটা বড়ই বেয়াদব।

সৃষ্টি। হুজুরের ভাল ক'র্‌তে গেলেও যদি বেয়াদবী হয়, তাহ'লে সুয়াদবী হয় কখন। হুজুর লড়াই ক'র্বেন, আর আমি পেছন থেকে মাথায় ছাতি ধ'রে থাক্‌বো, আর বাতাস কর্‌বো। যুদ্ধ ক'র্‌তে ক'র্‌তে যখন মুখ শুখিয়ে যাবে, তখন গাড়ুর জলে কুলকুচো ক'র্বেন আর গামছায় মুখ মুছবেন। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পুরুষোত্তম—পথ।

(দলু সর্দ্দার ও লক্ষ্মী)

দলু। হাঁ লক্ষ্মী! বাড়ী থেকে বেরি[য়ে] অবধি মনটা কেমন কেমন ক'র্‌ছে কেন?

লক্ষ্মী। ঘর থেকে বেরুলি, সংসার ফে[লে] চ'লে এলি, একটু মন কেমন যদি করে, তা[তে] আর আশ্চর্য্য কি?

দলু। আরও কত দিন ত ঘর ছে[ড়ে] বেরিয়েছি, সংসার ফেলে কত দিন ত বাই[রে] কাটিয়েছি, কিন্তু এমন ত কখন হয়নি।

লক্ষ্মী। অবাক্ ক'র্‌লে বাবু! তখন যদি নাই করে, তা ব'লে এখন কি ক'র্‌তে নেই?

দলু। তখন বরং মন খারাপ হওয়া উচিত ছিল। তোরে ঘরে রেখে বাইরে বাইরে একা ঘু'র্‌তুম, কত বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে পথ চল্‌তুম, এখানকার মতন অবস্থাও তখন ছিল না। সে সময় মন কেমন ক'র্‌লে না, আর এখন মনিবের সোণার সাজান সংসার, মনিবের কৃপায় আমারও সুখের সংসার, তুই আমার সঙ্গে—চলেছি জগবন্ধু দেখ্‌তে, তবু আমার প্রাণটা থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছে কেন? দেখ লক্ষ্মী! আর আমার যেন এক পাও এগুতে ইচ্ছা ক'র্‌ছে না!

লক্ষ্মী! ছি! ওকথা ব'ল্‌তে নেই; পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছি, তাই এ জন্মে নীচ ঘরে জন্মেছি। আবার কি নরক ভুগ্‌তে আস্‌বি? শুনেছি, রথে জগবন্ধু দেখ্‌লে আর জন্ম হয় না! একটু মন বেঁধে চল্। আর কিছুদূর গেলেই মন আবার ভাল হ'য়ে যাবে এখন! এ কি? পথের মাঝে ব'সে প'ড়লি যে!

দলু। লক্ষ্মী, পা আমার যেন অবশ হ'য়ে আস্‌ছে।

লক্ষ্মী। দেখ, পথের মাঝে চলান দেখ।

দলু। চল্, এখান থেকে জগবন্ধুকে নমস্কার ক'রে বাড়ী ফিরে যাই।

লক্ষ্মী। বলিস্ কি? পাগল হ'লি নাকি মিন্‌সে? নে ওঠ্। আর পো'টাক পথ গেলেই চটী পাওয়া যাবে, সেইখানে একেবারে ব'স্‌বি চল্। আজকে চল্‌তে না পারিস, রাত্রির মত বিশ্রাম ক'রে কাল রওনা হওয়া যাবে এখন।

দলু। না লক্ষ্মী—সত্যি ব'ল্‌ছি লক্ষ্মী—এদিকে আর এক পাও চ'ল্‌তে ইচ্ছা ক'চ্ছে না। মনে হ'চ্ছে, যদি পাখী হই ত এই দণ্ডে পাখায় ভর দিয়ে বাড়ী ফিরে যাই।

লক্ষ্মী। যদি এতই তোর মনে ছিল, তাহ'লে ঘর থেকে বেরুলি কেন ড্যাক্‌রা মিন্‌সে? আর যদি বেরুলি, ত প্রথম দিন কেন ব'ল্‌লিনি—আজ তিন দিন পথ চ'লে চলাতে ব'স্‌লি কেন? দেশে কি তুই লোক হাসাতে চাস্? নে ওঠ্—

দলু। টানিস্‌নি লক্ষ্মী! আমার প্রাণ যথার্থই কেঁদে উঠ্‌ছে। মনিবের আমার কোন অমঙ্গল হ'ল না ত লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। বালাই—শত্রুর হোক্।

দলু। নইলে প্রাণ আমার এমন করে কেন? পথ চ'ল্‌ব কি, সুমুখে যেন কি একটা অন্ধকার! তোর ঐ চাঁদ মুখ—সাক্ষাতে অ-সাক্ষাতে, দেশে বিদেশে, যা আমি চোখের কাছ থেকে ছাড়াতে পারিনি, সেই চাঁদমুখ আমার চোখের সামনে, চেয়ে আছি, কিন্তু দেখ্‌ছি কি যেন একটা অন্ধকার—লক্ষ্মী সমস্ত সংসারে কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে।

লক্ষ্মী। ওমা—এসব কি কথা!

দলু। যথার্থ ব'লছি লক্ষ্মী, কখন ত আমার এরূপ অবস্থা ঘটেনি! কতদিন পথে পথে ঘুরেছি, কত বিপদে বুক দিয়েছি, তোর জন্য, বলা'র জন্য, কত দিন ত মন কেমন করেছে, কিন্তু এমনত কখন হয়নি লক্ষ্মী! মনিবের জন্যও ত কতদিন মন কেমন ক'রেছে; কিন্তু এমনত কখন হয়নি লক্ষ্মী! যখনই মনিবের জন্য মন কেমন ক'রেছে, তখনই গিয়ে মনিবের কোন না কোন একটা অসুখ দেখেছি; কিন্তু একি! প্রাণের ভেতর এ কি যাতনা!

লক্ষ্মী। তবে এক কাজ কর, আজ রাত্রের মতন এই কাছের চটিতে বিশ্রাম ক'রে, কা'ল

গঙ্গাচান ক'রে ফিরে যাই চল্। হাঁগা বাছা— (জনৈক পথিকের প্রবেশ) মা গঙ্গা এখান থেকে কতদূর হবে ?

পথি। তোমরা কোথা থেকে আ'স্ছ ?

লক্ষ্মী। আমরা অনেক দূর থেকে আ'সছি বাছা।

পথি। শুনেছি গঙ্গা এখান থেকে পাঁচ দিনের পথ। আমি কথনও গঙ্গা দেখিনি।

দলু। লক্ষ্মী! গয়া, গঙ্গা, কাশী, জগন্নাথ সমস্তই আমার মনিব। চল্, আগে বাড়ী ফিরে যাই। গিয়ে যদি দেখি মনিব আমার ভাল আছে, তা'হলে বুঝ্‌ব মন আমার কিছু নয়। না'হলে সত্যি ক'রে ব'ল্‌ছি বলার মা, অমনি অমনি ধুলো পায়ে অম্বিকা থেকে ফিরবো। আর জানিস ত দলু সর্দ্দার মিথ্যে কথা কয় না। চল্, একবার ঘরে চল্।

লক্ষ্মী। নে তবে চল্, এখনি চল্।

পথি। তোমাদের বাড়ী কি অম্বিকায় ?

দলু। হাঁ ভাই! কেমন ক'রে জান্‌লে বল দেখি ?

পথি। এই একটি ছোক্‌রা তোমাদের খুঁজছিল।

উভয়ে। কই—কোথায় সে ? কোন্ পথে ?

পথি। এই একটু আগে চৌমাথার মোড়ে তাকে দেখেছি।

দলু। ভাই আমাকে রক্ষা কর, কোথায় তাকে দেখেছ, আমায় দেখিয়ে দাও।

পথি। এস আমার সঙ্গে। [প্রস্থান।

দলু। লক্ষ্মী, কিছুক্ষণের জন্য এই গাছ তলাতে বসে থাক্।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। এই যে বলাই! কি বলাই! কি বাবা ?

বলা। মা মা, বাবা কই ? এই যে! বাবা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। শিগ্‌গির আয়, বাবা শিগ্‌গির আ'য়—লাঠিতে ভর দিয়ে ছুটে আয়। দোহাই বাবা, দেরি করিস্‌নি—নইলে পালাবে, সব নিকেশ ক'রে পালাবে। হাঁ বাবা, তুই অম্বিকায় থা'কতে, মনিবের সর্ব্বনাশ ক'রে পালাবে ?

লক্ষ্মী। কে পালাবে রে! সব শেষ কি রে ?

বলা। মা! সব শেষ! অম্বিকার সব শেষ! কি ব'ল্‌ব মা! মুখে যে কথা আ'সছে না—বুক ফেটে যায় মা—রাজপুত্তুর মহীধর—গুণধর—ভূধর—শ্রীধর—কেউ নেই।

উভয়ে। এ্যাঁ!

লক্ষ্মী। ওরে কি ব'ল্‌লিরে!

বলা। ও বাবা! শয়তান কাজ শেষ ক'রে যে চলে যা'য় বাবা ? তুই বেঁচে থা'ক্‌তে তার গায়ে আঁচড় লাগবে না ?

দলু।—বলাই, তোর মাকে সঙ্গে নিয়ে আয়—লক্ষ্মী, আমি চল্লুম। [প্রস্থান।

লক্ষ্মী। কি কথা কইলি বলাই।

বলা। আমি রাজাকে ব'লেছিলুম মা যে, বাবা বেশী দূর যায়নি ডেকে আনি। রাজা শুন্‌লে না, ছেলে পাঠালে। মা! একটি একটি ক'রে রাজা সব ছেলে যমের মুখে দিলে। রাণী ছেলের শোক সইতে পা'রলে না, আছাড় খেয়ে সেই যে প'ড়্‌ল, আর উঠ্‌লো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অম্বিকা—দুর্গ সম্মুখ।

(দেওয়ান ও প্রহরী)

দেও। মহারাজ কোথায় গেলেন, মহারাজ কোথায় গেলেন ? রাজা ?

প্রহরী। কই হুজুর, আমি ত তাঁকে দেখিনি।

দেও। দেখিস্‌নি, তবে কি পাহারা দিচ্ছিস। রাজা গড়ের বাইরে গেছেন—শিগ্‌গীর যা,—শিগ্‌গীর যা,—তাঁকে ফিরিয়ে আন।

প্রহরী। আজ্ঞে হুজুর, এ পথে ত রাজা আসেন নি, আমি ত বরাবর এখানে খাড়া আছি।

দেও। দেখ্‌ দেখ্‌, খুঁজে দেখ্‌, তাহ'লে এই গড়ের ভেতর চারিদিক খুঁজে দেখ্‌। গোল করিস্‌নি, কেউ যেন জানতে না পারে। চুপি চুপি তল্লাস কর্‌। যা—যা—চ'লে যা—ছুটে যা। (প্রহরীর প্রস্থান) হা ভগবান, এমন ধার্ম্মিক রাজারও সর্ব্বনাশ হয়! আমি ব'লে সর্ব্বনাশ ক'রলুম! আমিই বংশলোপের কারণ হ'লুম। তা যা হোক, এখন খুঁজি কোথায়? এই ঘোর অন্ধকার—কোলের মানুষ দেখা যায় না, এমন সময় কি ক'রে তাঁকে খুঁজে বা'র করি? এ কথা ত কাউকে প্রকাশ ক'রতে পারছি না। রাজা গৃহত্যাগ ক'রে চলে গেলেন এ কথা প্রচার হ'লে অম্বিকার বড়ই বিপদ! রাজা কি সত্য সত্যই গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন? যদি চ'লেই না গিয়ে থাকেন, তাহ'লে গেলেন কোথায়? এই যে আমার সঙ্গে কথা কইলেন, এইযে—আমাকে বোঝালেন, রাজার সন্তান যদি যুদ্ধে মরে ত তার চেয়ে বাপের গৌরব করবার কি আছে? কে ও?

(দলুর প্রবেশ)

দলু। কেও, দাওয়ান মশায়?

দেও। কেও? দলু?

দলু। আজ্ঞা হাঁ।

দেও। রাজার অবস্থা শুনেছ কি?

দলু। শুনেছি। কিন্তু বলার কথা ভা[ল] বুঝতে পারিনি।

দেও। একদণ্ড অম্বিকা ছেড়ে গেছ আর অমনি দারুণ কাল এসে অম্বিকা গ্রা[স] করেছে। এক মুহূর্ত্তে মহারাজ পুত্রহীন।

দলু। তাহ'লে বলা যা ব'লেছে স[ব] সত্যি! সব ছেলেই গেছে।

দেও। কেউ নেই! রাণী পর্য্যন্ত পুত্র শোকে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন।

দলু। আর রাজা?

দেও। পুত্রদের মৃত্যু-সংবাদ শুনে, রাজা পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে মান্দারণে ছুটে গিছলেন।

দলু। মান্দারণে গিছলেন কেন?

দেও। তা'হলে দেখছি তুমি সব কথ[া] শোননি। কিন্তু সব কথা ত এখন বল্‌বা[র] অবকাশ পাচ্ছি না ভাই। আগে রাজাকে অন্বেষণ কর।

দলু। কোথায় খুঁজবো?

দেও। রাজা পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে মান্দারণ থেকে ফিরে এসেছেন। যার জন্য এই সর্ব্বনাশ, সেই রঘাই ঘোষকে মে[রে] মান্দারণের শিশু রাজাকে উদ্ধার ক'রে এনে ছেন। এনে আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমি সেই শিশুকে আমার ঘরে রাখতে গিয়ে ছিলুম। ফিরে এসে দেখি, মহারাজ নেই। সেই অবধি অন্বেষণ ক'রছি, তবু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

দলু। রাজা, রাজা, কোথায় রাজা?

দেও। চীৎকার ক'র না, সর্ব্বনাশ হবে।

দলু। আবার সর্ব্বনাশ হবে, এর চেয়ে আর কি সর্ব্বনাশ হবে? অম্বিকার আর কি আছে দেওয়ান মশাই? অম্বিকার সর্ব্বনাশ

গেছে, আর অধিকার কি আছে? রাজা—রাজা—কোথায় রাজা?

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—রাজ-অন্তঃপুর।

(রত্নাবতী ও বীরমল্ল)

বীর। কি গো সুন্দরী!

রত্না। কি আজ্ঞা মহারাজ!

বীর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ'চ্ছিল কি?

রত্না। মালা গাঁথছিলুম।

বীর। কার জন্যে গো?

রত্না। হাঁ মহারাজ! আপনি যখন তখন দাদার কথা নিয়ে রহস্য করেন, কিন্তু রমাই ঘোষ ত ম'ল।

বীর। রমাই ঘোষ ম'ল বটে। কিন্তু সেকি তোমার দাদার হাতে ম'ল? তা'হ'লে আমার দুঃখ কি? এত বড় রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান পদে তাকে নিযুক্ত ক'রেছি, সে কেবল পদের গৌরবেই উন্মত্ত। পদের মর্য্যাদা রাখতে পা'রত, তবে না আমার আক্ষেপ যেত।

রত্না। তবে রমাই ঘোষকে মা'রলে কে?

বীর। যেই রমাইকে বিনষ্ট করুক না কেন, তাতে ত আমার গৌরব বৃদ্ধি হ'ল না। একটা অতি তুচ্ছ জায়গীরদারের বিদ্রোহ, আমার হাজার হাজার সৈন্য থাকতেও ত রমাই ঘোষের দমন হ'ল না। কাপুরুষের মত আমার সেনাপতি, আমার অন্নে পুষ্ট হ'য়ে মাথায় কলঙ্কের পসরা চাপালে, আর একজন সামান্য ভূম্যধিকারী কি না তাকে বিনষ্ট ক'রে সুযশ কিনলে?

রত্না। কে সে মহারাজ?

বীর। আজ রাঢ়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল নয়ন সেনের নাম। প্রতি গৃহস্থ, যারা দু'দিন আগে সময়ে অসময়ে আমার অখ্যাতি রটনা ক'রছিল, রমাইয়ের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়ে, আমাকে কেবল গা'ল দিচ্ছিল, আজ তারা সকলে একবাক্যে নয়ন সেনের যশোগান ক'রছে। হাজার হাজার সৈন্যের অধিপতি হ'য়েও, আমার ত সে সৌভাগ্য হ'ল না রত্নাবতী!

রত্না। কে তিনি মহারাজ?

বীর। তিনি যেই হোন, তাঁর কথা মুখে আনলেও পুণ্য সঞ্চয় হয়। দ্বাপরে কর্ণ সেন একটি শিশুপুত্রকে দেবতা অতিথির জন্য স্বহস্তে বলি দিয়ে দাতাকর্ণ নামে জগতে অভিহিত হ'য়েছিলেন। আর এ মহাপুরুষ শুধু একটি পিতৃমাতৃহীন রাজপুত্র কুমা'রকে রক্ষা ক'রতে, দেশের অক্ষম গৃহস্থের মান ধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে, চার পুত্রকে রণদেবীর মন্দিরে বলি দিয়েছে। এরূপ লোকের কি অভিধান হ'তে পারে সুন্দরী?

রত্না। মহারাজ! তিনি নিজেই অজরামর দেবতা। তাঁকে আমি এই খান থেকেই উদ্দেশে প্রণাম করি। তাঁর পত্নী ইন্দ্রের শচী হ'তেও ভাগ্যবতী।

বীর। তাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই রত্নাবতী! কিন্তু দেখ এ সৌভাগ্য পেতে রমণী মাত্রেরই ইচ্ছা হয় কি না? কিন্তু তোমার ভগিনী সেটা বুঝতে পা'রলেন না। যখন একটা দীন অনাথা-পালিত ক্ষত্রিয় বালক, এই পশ্চিম বঙ্গের রাজাদের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ক'রতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল, তখন তোমার ভগিনী আমার একমাত্র সহায় ছিল। আর এখন, আমার বহুদিন থেকে অর্জ্জিত সুযশ অল্পে অল্পে বিনষ্ট হ'চ্ছে দেখেও তিনি নিশ্চিন্ত

হ'য়ে ব'সে আছেন। ভাইকে তাঁর কোন কথা ব'ল্‌লেই তিনি দুঃখিত। অনার্য্য জাতির সংস্পর্শে থাক্‌বার জন্য, রাজা জয় ক'রে শুধু আমি বাগ্‌দী রাজা অভিধান পেয়েছি। কিন্তু রাজার যা কার্য্য—দীন শরণাগতের প্রতিপালন—তা ক'রে ক্ষত্রিয় নাম ত গ্রহণ ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না ?

(পদ্মাবতীর প্রবেশ।)

পদ্মা। আপনার মর্য্যাদা নষ্ট দেখ্‌তে, আমি ভাইয়ের উপর এই স্নেহ দেখাইনি মহারাজ! পিতা আমার মৃত্যুকালে হতভাগাকে আপনার হাতে সমর্পণ ক'রে যান, আপনিও পুত্রস্নেহে তাহাকে পালন ক'রেছেন।' কিন্তু ভাই হ'তে যে মহারাজের মর্য্যাদা নষ্ট হবে তা তো জানতুম না।

বীর। যাক্ ও কথা ছেড়ে দাও। এখন রমাই ঘোষের যে ধ্বংস হ'য়েছে, এতেই ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। আর ভাই এলে ব'ল, যে, সেনাপতি হওয়া তার কাজ নয়। যোগ্যপাত্রে ভার সমর্পণ ক'রে, সে শুধু নিশ্চিন্ত হ'য়ে, সুখ সম্ভোগ করুক। নইলে যুদ্ধের যে কিছু জানে না, সে ব্যক্তি সেনাপতি হ'লে, রাজ্যরক্ষা হয় না। রাজ্যের ত আরও অনেক কাজ আছে। যেটা তার পছন্দ হয়, তাই করুক না। শুধু যুদ্ধ নিয়েই যে রাজ্য, তা তো নয়; শুধু যে যুদ্ধই ক'র্‌তে হবে, তারই বা মানে কি ? তাতে তার মর্য্যাদার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হবে না।

পদ্মা। সে যা আপনি ইচ্ছা করেন, ক'র্‌বেন। আমার তাতে কোন-আপত্তি নেই। তা যা হোক, এ মহৎকার্য্য কে ক'র্‌লে মহারাজ, রমাই ঘোষকে কে বিনাশ ক'র্‌লে ?

রঙ্গা। কে এক নয়ন সেন তাকে বিনাশ করেছেন।

বীর। নয়ন সেন, কে বড় নয়; তিনি অম্বিকানগরের রাজা। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার বড় জানা শোনা নেই—তাঁতে আমাতে দেখ শোনার কখন অবকাশ হয়নি। তবে শুনেছি আমারই মতন, শুধু পুরুষত্ব বলে অম্বিকার প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। তাঁর সুশাসনে অম্বিকা এখন সমৃদ্ধিশালী নগর।

রঙ্গা। এমন লোকেরও সর্ব্বনাশ হয় ?

পদ্মা। সর্ব্বনাশ কিসে বোন ?

রঙ্গা। বড়ই দুঃখের কথা দিদি! রমাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে তাঁর চার সন্তান প্রাণত্যাগ করেছে।

পদ্মা। চার সন্তান মারা গেছে ?

রঙ্গা। একটিও নেই, কেমন না মহারাজ ?

বীর। শুনেছি ত রাজা নির্ব্বংশ।

পদ্মা। বলেন কি মহারাজ ? পরোপকার কার্য্যে এমন সাধু পুরুষেরও সর্ব্বনাশ হ'ল ?

রঙ্গা। রাজার কত বয়স হবে মহারাজ ?

বীর। শুনেছি রাজা আমারই মতন বৃদ্ধ।

পদ্মা। তা হ'লে দেখ্‌ছি তাঁহাতেই অম্বিকার প্রতিষ্ঠা, আবার তাঁর সঙ্গেই অম্বিকার শেষ।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। মহারাজ! একজন সন্ন্যাসী শ্রীযুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এখানে এসেছেন।

বীর। সন্ন্যাসী ? আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে ?

কঞ্চু। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

পদ্মা। দেখে আসুন মহারাজ! শ্রীমদনমোহনের কৃপায় আমাদের ঘরে কোন্ মহাপুরুষের পদধূলি প'ড়ল।

রঙ্গা। দেখুন মহারাজ! তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করুন, দিদির পেটে যেন একটা ছেলে হয়।

বীর। সে কামনা আর নাই রঙ্গা।—এখন তোমা হ'তে যদি একটি পুত্র পাই, তাহ'লে আমরা সেটিকে রাজ্য দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

পদ্মা। আমারও সে কামনা নেই ভগিনী। সামান্য মাত্র যা ছিল, তাও আজ নিবে গেল। মহারাজ, নয়ন সেনের পরিণাম শুনে, পুত্র-লাভের আর আমার ইচ্ছা নেই।

বীর। কোথায় তিনি রয়েছেন?

কঞ্চু। বহির্ব্বাটীতে আছেন। আমরা তাঁকে ব'স্‌তে আসন দিয়েছি।

বীর। সন্ন্যাসী! তাঁর সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার। বহির্ব্বাটীতে কেন, তুমি তাঁকে এই স্থানেই নিয়ে এস। (কঞ্চুকীর প্রস্থান) প্রাণ আমার একটা অপূর্ব্ব উল্লাসে পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌ছে কেন পদ্মাবতী? সন্ন্যাসী! কে সন্ন্যাসী? এ অধমের এখানে! কেন? আমি কি এমন ভাগ্য ক'রেছি?

রঙ্গা। সে কি মহারাজ! মদনমোহন যাঁর ভক্তিতে আবদ্ধ, তাঁর ঘরে সন্ন্যাসী সাধু আ'স্‌বেন, এতে আর আশ্চর্য্য কি মহারাজ?

(সন্ন্যাসিবেশে নয়ন সেন ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। এই সম্মুখে মহারাজ, ঐ পার্শ্বে রাণী। আর যিনি মালা হাতে অবস্থান ক'রছেন, তিনি মহারাজের শ্যালিকা ভুবন-প্রসিদ্ধা সুন্দরী রঙ্গাবতী।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

নয়ন। মহারাজ আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

বীর। কে আপনি? এই না শুন্‌লুম আপনি সন্ন্যাসী?

নয়ন। অন্তঃপুরের মর্য্যাদা নষ্ট হবে জান্‌লে, আমি আস্‌তুম না। তবে আমিও বৃদ্ধ। বৃদ্ধ জেনে মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন।

বীর। এসেছেন, বেশ ক'রেছেন—লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই। সম্মুখে এই যে যুবতী দেখছেন, ইনি অবিবাহিতা। আপনি যদি সন্ন্যাসী নন, তবে আপনি কে?

নয়ন। আমি গৃহী; অঙ্গে সন্ন্যাসীর আবরণ। আমার নাম নয়ন সেন।

বীর। আপনি?

পদ্মা। আপনিই অম্বিকার অধিপতি?

রঙ্গা। আপনিই সেই মহাপুরুষ?

নয়ন। আমি অতি হীন; মহাপুরুষের সামান্যমাত্র লক্ষণও আমাতে নেই। মহারাজ! এ দীন হতভাগ্য বৃদ্ধ আপনার কাছে কি নিবেদন ক'র্‌তে এসেছে শুনুন। আমি যৌবনে নিজ বাহুবলে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করি। অবশ্য মহারাজের রাজ্যের তুলনায় সেটি অতি তুচ্ছ। তথাপি সেটি আমার প্রাণ। মহারাজ ব'ল্‌তে আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে আস্‌ছে—আমি এই বৃদ্ধ বয়সে বিশ ক্রোশেরও অধিক পথ পর্য্যটন ক'রে আস্‌ছি। পথে মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম করিনি।

বীর। রাণী! ক্লান্ত মহাপুরুষের সত্বর সুশ্রূষার ব্যবস্থা কর। (নয়ন সেনের প্রতি) আপনি উপবেশন করুন। (রাণী কর্ত্তৃক আসন প্রদান)

নয়ন। না মহারাজ! আমাকে ব'স্‌তে অনুমতি ক'র্‌বেন না। আমি সব কথা শেষ না ক'রে ব'স্‌ছি না। তারপর শুনুন, আমি কোন দৈবঘটনায় পুত্রহীন হ'য়েছি। চার পুত্রকেই জলাঞ্জলি দিয়েছি। একদিনে আমি নির্ব্বংশ, আমার স্ত্রী পুত্রশোকের প্রবল আঘাত

সহ্য ক'রতে না পেরে দেহত্যাগ ক'রেছেন! তাই আমি আজ মহারাজের আশ্রিত। আমার সঙ্গে আমার অম্বিকারঙ্ক নাম না লোপ হয়, তাই আমি অম্বিকাকে আপনার পদাশ্রয়ে রাখতে এসেছি। আপনিই অম্বিকা রক্ষার উপযুক্ত পাত্র। মহারাজ! কি ব'লব! আপনি আপনার বিষ্ণুপুরকে যে চক্ষে দেখছেন, আমার দরিদ্রা নগরীকেও দয়া ক'রে সেই চক্ষে দেখবেন। এই নিন—অম্বিকার ধনাগারের চাবী গ্রহণ করুন। এ ছাড়া আমি একটি ক্ষুদ্র বালককে আশ্রয় দিয়েছি। সেটি লক্ষ্মণ সেনের পুত্র। আপনি সেটিকে আনিয়ে তার পিতৃত্বের ভার গ্রহণ করুন।

বীর। অপেক্ষা করুন। আপনি হতাশ হ'চ্ছেন কেন? আর একবার সংসার করুন না! দেখুন মদনমোহনের মনে কি আছে!

নয়ন। সংসার? কি বলেন মহারাজ? এই বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর দ্বার-সমীপে এসে, আমি আবার সংসার ক'রব?

বীর। ক্ষতি কি মহারাজ! ভগবানের আশার রাজ্যে এসে এত নিরাশ হবার প্রয়োজন কি? যিনি অজ্ঞাতনামা নয়ন সেনকে অম্বিকার অধীশ্বর ক'রেছেন, তাঁর মনে কি আছে কে ব'লতে পারে?

নয়ন। এ আপনি কি ব'লছেন?

পদ্মা। হতাশ হবারই বা প্রয়োজন কি? যদি অম্বিকার জীবন রক্ষাই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে তাকে সহজে সেন বংশের আশ্রয় থেকে দূরীভূত ক'রতে যাচ্ছেন কেন?

নয়ন। দোহাই জননী! আমাকে আর ও অনুমতি ক'রবেন না; আমি পুত্রবিয়োগকাতর, পত্নীবিয়োগবিধুর—যথার্থ কথা বলতে কি মহারাজ, যাতনায় আমার অন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে।

বীর। আপনি বিজ্ঞ। শোকের কথা তুললে, আমার আর কোন কথা ব'লবার শক্তি নেই। তবে স্বদেশের গৌরব-রক্ষার চেষ্টা, আমার মতে মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য, তা দারৈরপি কি ধনৈরপি—

নয়ন। এ বয়সে কোন্ অভাগিনী সরলার সর্ব্বনাশ ক'রব? গুরুজন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হ'য়ে নিজের অনিচ্ছায়, সে যখন আমাকে বরণ ক'রতে চক্ষুজলে ধরণী সিক্ত ক'রবে, তখন কোথায় থাকবে আমার ধর্ম্ম, কোথায় থাকবে আমার মনুষ্যত্ব?

রঞ্জা। যদি কোন ভাগ্যবতী স্বেচ্ছায় আপনাকে বরণ করে মহারাজ?

পদ্মা। রঞ্জাবতী! যদি ক্ষণস্থায়ী যৌবনের পরিবর্ত্তে, অনন্ত দেবজীবন লাভের বাসনা থাকে, ত এই শুভ অবকাশ ত্যাগ ক'রো না।

নয়ন। রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! এ অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী কাঞ্চনলতা, শুষ্ক শমীবৃক্ষে জড়িত ক'রবেন না।

রঞ্জা। মহারাজ! আমি আপনার শরণার্থিনী। (প্রণাম করণ)

নয়ন। এঁ্যা! একি! এ কি ক'রলে মদনমোহন? এ আমি কোথায়? কোন্ দেবরাজ্যে উপস্থিত হ'য়েছি? কে তুমি—কি তুমি—রঞ্জাবতী?

রঞ্জা। তুচ্ছ বালিকা! বীরের পূজা ক'রতে দেবতা কর্ত্তৃক আদিষ্টা—(রাজার গলদেশে মাল্য প্রদান)।

পদ্মা। একি মহারাজ! এমন শুভক্ষণে আপনি নীরব কেন? রঞ্জাবতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বীর। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বামিসৌভাগ্য লাভ কর, ভগবতীর ন্যায়

দেব-সেনাপতির জননী হও। তোমার পুত্রের যশঃ সৌরভে অম্বিকা, আর অম্বিকার অস্তিত্বে বঙ্গভূমি পবিত্র হোক।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজ! গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র শ্রীযুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে এসেছেন।

বীর। তাঁকে অপেক্ষা ক'র্‌তে বল, আমি যাচ্ছি।

নয়ন। তবে আপনি মহাপাত্রের সঙ্গে কথা ক'ন, অনুমতি করুন আমি অন্যত্র যাই।

বীর। কেন যাবে? কি এমন গোপন কথা কইব যে, তোমাকে স্থান ত্যাগ ক'র্‌তে হবে? মহাপাত্র কি বলে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে শুন্‌বে এস। মহাপাত্র বস্তুটা কি একবার দেখ্‌বে এস। [সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর রাজবাটী—অলিন্দ।

(মহাপাত্র, বীরমল্ল, কঞ্চুকী)

মহা। মহারাজ! প্রণাম। আপনার চেহারাটা বড় দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে।

বীর। হওয়ার আর অপরাধ কি! বয়স যাচ্ছে বই ত হ'চ্ছে না।

মহা। তাতো বটেই—তাতো বটেই। তা আপনার দল-মাদলের অমন দুর্দ্দশা হ'ল কেন? গা ময় ম'রচে ধ'রে গেছে।

বীর। ব্যবহার না হ'লেই ম'র্‌চে ধরে। দল-মাদল ব্যবহার ক'র্‌বার লোক নাই!

মহা। যা ব'ল্লেন মহারাজ, লোকই নেই বটে! এ বাঙ্গালায় যা যাচ্ছে, তা আর হ'চ্ছে না! আমরা ম'লে এর পর কি হবে মহারাজ?

বীর। বিচুটী গাছ হবে।

মহা। ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন, বাঙ্গালার অবস্থা এই রকমই হ'য়ে আস্‌ছে। এমন আম কাঁটালের দেশ, কালে দেখ্‌ছি বিচুটীতেই ভ'রে যাবে। এতটুকু ফল,—তার ভেতর আবার পিপড়ের ডিমের মতন শাঁস—তুল্‌তে মেহনত পোষায় না—উল্‌টে এতখানি জ্বালা। আপনার সৈন্য যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না—তারা গেল কোথায়?

বীর। তারা ঘাস খেতে বেরিয়ে গেছে।

মহা। ঘাস খেতে? কেন বিষ্ণুপুরের রাজার ঘরে কি অন্ন নেই?

বীর। কাজেই, যুদ্ধ ক'র্‌তে না জান্‌লে শুধু শুধু অন্ন যোগায় কে। বাঙ্গালী যোদ্ধার ঘাসই হ'চ্ছে রসদ।

মহা। আপনার সৈন্য যুদ্ধ ক'র্‌তে জানে না, এও কি একটা কথা হ'ল?

বীর। আমার সৈন্য কি? সবার সৈন্যেরই ঐ এক অবস্থা। বলি গৌড়েশ্বরের সেপাই-গুলোই বা কি?

মহা। সেকি? গৌড়েশ্বরের সেপাই এক একটা বৃকোদর।

বীর। সে কেবল ঘাস খাবার বেলা—কাজের বেলা ত নয়।

মহা। বলেন কি, কাজে নয়? কাজে কি, তারা এখানে এলেই জান্‌তে পার্‌বেন। এসেই আপনার দল মাদলে—মেজে ঘসে—বারুদ ঠেসে—গমাগম আওয়াজ ক'রে দেবে।

বীর। বাঙ্গালীর গলার আওয়াজ তার চেয়েও বেশি। তাতে বেঙাচিরও ন্যাজ খসে না। কই, তোমার প্রভুর যদি এতই সৈন্যবল ত রমাই ঘোষের কিছুই ক'র্‌তে পারলে না কেন?

মহা। (হাস্য) তা ব'ল্‌তে পারেন বটে! কিন্তু হয়েছে কি জানেন, রমাই রাজার ঘরের খেয়ে মানুষ। তার সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে যাওয়ায় গৌড়েশ্বরের একটু লজ্জার কথা। তবে যদি রমাই একান্তই বাগে না আসে, তাহ'লে কাজেই তাঁকে রমাই-দমনে যেতে হবে!

বীর। আর তাঁকে কষ্ট ক'রে যেতে হ'বে না, সে কাজ হ'য়ে গেছে।

মহা। হ'য়ে গেছে? বলেন কি? রমাইয়ের দমন হ'য়ে গেছে?

বীর। হ'য়েছে বইকি, তোমার সঙ্গে কি আর তামাসা ক'র্‌ছি!

মহা। তামাসা ক'র্‌বেন কি? তাহ'লে রমাই জব্দ হ'য়েছে? বেঁচে আছে—না ম'রেছে?

বীর। ম'রেছে।

মহা। বেশ হ'য়েছে। জানি বেটা ম'র্‌বে—অত বাড় বিধাতা সইবে কেন? যাক্ নিশ্চিন্ত। যুবরাজও রমাইকে মা'র্‌তে চ'লেছিলেন। রমায়ের অত্যাচারের কথা শুনে রেগে কাঁই। এই মা'র্‌তে যান—ত এই মা'র্‌তে যান। আমরা কেবল হাত ধ'রে টেনে রেখেছিলুম। যাক্ শ্রীযুত গৌড়েশ্বরের পুত্র আগমন ক'র্‌ছেন, আপনি তাঁকে আগ বাড়িয়ে আন্‌বার ব্যবস্থা করুন। আপনার খুব অদৃষ্টের জোর স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'র্‌ছেন!

বীর। আমার কি আর সে অদৃষ্ট যে, গৌড়েশ্বরের সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'র্‌ব? তাতে বাধা প'ড়েছে।

মহা। বাধা প'ড়েছে?

বীর। যুবরাজের সঙ্গে আমি কি ব'লে কথা কইব, তাই ভাব্‌ছি। তবে তিনি সম্রাট-পুত্র, আমরা তাঁর আশ্রিত, এই ভেবে যদি দয়া ক'রে, তিনি রঞ্জাবতীর বিবাহে যোগদান করেন।

মহা। এ আপনি কি ব'লছেন মহারাজ রঞ্জাবতীর বিবাহ কি? কার সঙ্গে?

বীর। যিনি রমাইকে বধ ক'রেছেন তাঁ[r]র সঙ্গে। তিনি অম্বিকার অধিপতি নয়ন সেন।

মহা। তবে কি আমার প্রভুকে অপমানি[ত] ক'র্‌তে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌ছেন?

বীর। আমার শালীর সঙ্গে তাঁর বিব[াহ] দেবো ব'লেই তাঁকে আমি নিমন্ত্রণ ক'রেছিলুম অপমানের জন্য নয়, কিন্তু দৈবঘটনায় এর কার্য্য হ'য়ে গেছে। নয়ন সেন বিষ্ণুপু[রে] এসেছিলেন, রঞ্জাবতী তাঁর গলায় মা[লা] দিয়েছে। এমন অবস্থায় দিয়েছে যে, আ[মি] বাধা দেবারও অবকাশ পাইনি।

মহা। তার পর?

বীর। তারপর কি ক'র্‌ব বল?

মহা। যুবরাজ যে আস্‌ছেন, তার কি?

বীর। আসেন বহু মানে তাঁকে আ[মি] বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসবো। আমার গৃহ পবি[ত্র] হবে।

মহা। ওসব কথা শুন্‌তে চাই না মহারাজ বিবাহের কি?

বীর। গৌড়ের রাজা—তাঁর কাছে [কি] তুচ্ছ বিষ্ণুপুরের রাজার শালী? তাঁর বিবা[হের] ভাবনা কি?

মহা। কাজটা কি ভাল ক'র্‌ছেন মহারাজ?

বীর। ভাল নয়ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কি[ন্তু] কিন্তু কি ক'রব ভাই, উপায় নেই। কন্য[া] স্বয়ংবরা।

মহা। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা ক'[রে] আপনি কি রক্ষা পাবেন বুঝেছেন?

বীর। তা কেমন ক'রে পাব? তি[নি] রাজচক্রবর্ত্তী, আর আমি হচ্ছি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, মদনমোহনের দাস।

মহা। এ জেনেও ত আপনি তাঁকে প্রত্যাখান ক'র্‌ছেন?

বীর। প্রত্যাখ্যান ক'র্‌ছেন বিধাতা—আমার কি সাধ্য!

মহা। আপনি তাঁকে বিবাহ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে আনিয়েছেন। মহারাজ, বিষ্ণুপুরের মঙ্গলের দিকে চেয়ে ব'লছি, আপনার শ্যালিকাকে দান করুন।

বীর। শালী নিজে নিজেকেই দান ক'রে ফেলেছে; সে কারও অপেক্ষা রাখেনি।

মহা। তাহ'লে আমার প্রভু শুধু অপমানিত হ'য়েই ফিরে যাবেন, বিবাহ হবে না?

বীর। পাত্রী মেলে বিবাহ হবে—না মেলে হবে না।

মহা। ও সব কথা আমি শুনতে চাইনি—আমি পাত্রী চাই!

বীর। পাত্রী ত বড় একটা দেখ্‌তে পাই না। তবে বয়োবার্দ্ধক্যে আমার পাত্রত্ব গেছে। যদি তোমাদের যুবরাজ আমায় বে ক'র্‌তে চান, তাহ'লে আমি না হয় গাঁটছড়া বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকি!

মহা। তাহ'লে আমার প্রভুকে এই-কথাই বলিগে।

বীর। কাজেই, বল্‌বার আর কোন কথাও পাচ্ছি না।

মহা। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

(নয়ন সেনের প্রবেশ)

নয়ন। তার পর? মহারাজ কি স্থির ক'র্‌লেন?

বীর। কিছুই করিনি, নিশ্চিন্ত।

নয়ন। আপনার সৈন্য?

বীর। সে আমায় সম্বন্ধী কোন্ দেশে নিয়ে গেছে।

নয়ন। আপনার গড়ের বাইরে দুটো কামান আছে ত?

বীর। আছে, কিন্তু ছোড়ে কে? যারা ছুড়্‌তো, তারা ম'রে গেছে! আমি ত বৃদ্ধ।

নয়ন। তবে ত এ বৃদ্ধ বয়সে আপনার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লুম মহারাজ!

বীর। হয়ত ক'রব কি? পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রাখালী ক'রেছিলুম। রাখালী ত আমার আমার কেউ ঘোচাবে না। নাও চল। এই অবকাশে যদি রত্নাবতীকে নিয়ে দেশে যেতে পার, তাহ'লেই মঙ্গল, নতুবা ওরা যে তোমাকে নিয়ে যেতে দেবে, এরূপ ত বোধ হয় না।

নয়ন। আমি আপনার চক্ষে অজ্ঞাত-কুলশীল, আমার সাহসে আপনার সন্দেহ হ'তে পারে, কিন্তু যে তেজোময়ী বীরাঙ্গনা বৈধব্য শিয়রে বেঁধে আমাকে পতিত্বে বরণ ক'রেছে, সে আমার সঙ্গে পালাবে কেন?

বীর। বেশ, তবে যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায়, ততক্ষণ মদনমোহনের ঘরে আনন্দ করা যাক্‌কে চল। [সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—রাজপথ।

(সৃষ্টিধর, মণিরাম)

সৃষ্টি। লোকে বলে ধর্ম্মের জয়। কই তারওত কিছুই দেখ্‌তে পেলুম না। রমাই ম'ল বটে, কিন্তু নয়ন সেনও নির্ব্বংশ হ'ল। তবে জিত টে হ'ল কার? মাঝখান থেকে মণিরাম রায় ত ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে আ'স্‌ছে। ম'লে স্বর্গ, সে চোরে বাটপাড়েও পায়। আর পায় না পায়, তাতে সৃষ্টিধরের কি ব'য়ে যায়। চোখের উপর ধর্ম্মের জয় দেখ্‌তে পাই, তবে না মজা!

মণি। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে। রমাইও ম'ল, মান্দারণও ধ্বংস হ'ল। মাঝ থান থেকে নয়ন সেন নির্ব্বংশ। আমি যুদ্ধ না ক'রে জয় পতাকা ঘাড়ে ক'রে আ'স্‌ছি। এর চেয়ে মানুষের সুখের অবস্থা আর হ'তেই পারে না। একি! আমার আস্‌বার আগেই যে, সহরে ধুম লেগে গেছে। তাহ'লে ত দেখ্‌ছি আমার আস্‌বার আগে বিষ্ণুপুরে খবর এসেছে। বাঃ বাঃ! এই যে সৃষ্টে! হাঁরে সৃষ্টে?

সৃষ্টি। কি হুজুর?

মণি। সহরে এত আনন্দ লেগে গেছে কেনরে?

সৃষ্টি। বলেন কি হুজুর! আমোদ লাগবে না? আপনি এত বড় একটা যুদ্ধ জয় ক'রে এলেন, তাতে আমোদ লাগ্‌বে না?

মণি। তাহ'লে আমার জয়-সংবাদ বিষ্ণুপুরে এসে পৌঁছেছে?

সৃষ্টি। ঝড়ের আগে এ খবর চ'লে এসেছে।

মণি। ভাল, তুই একবার জেনেই আয় দেখি, খবরটা ঠিক কি না?

সৃষ্টি। ও ঠিকই জেনে এসেছি। না জেনে কি আর হুজুরকে ব'ল্‌ছি!

মণি। লোকে কি ব'ল্‌ছে?

সৃষ্টি। ব'ল্‌ছে হুজুরের মতন বীর আর পৃথিবীতেই নেই। বলে আপনি হাতে মাথা কেটেছেন। রমাই ঘোষকে দেখে যেমনি আপনি চড় উঁচিয়েছেন, অমনি ঘোষজার মাথা কেটে—মাটীতে গড়াগড়ি!

মণি। হাতে মাথা কাটলুম, এ খবর এল কিরে? লড়াইয়ের খবর এল না?

সৃষ্টি। আজ্ঞে তা কেমন ক'রে আস্‌বে? রমাই ঘোষের মাথাই যখন রইল না, তখন লড়াইয়ের খবর কে দেবে?

মণি। যা যা বেটা, সহর শুদ্ধ লোকে আমোদ ক'র্‌ছে কেন, খবর নিয়ে আয়।

সৃষ্টি। আপনি যখন ব'ল্‌ছেন, তখন যাই; কিন্তু খবর একেবারে চূড়ান্ত হ'য়ে গেছে।

মণি। বলি নয়ন সেন কি বেঁচে আছে, তোর বিশ্বাস হয়?

সৃষ্টি। বাপ্‌, চার চারটে বেটার শোক, তার উপর স্ত্রী, কেমন ক'রে বাঁচ্‌বে?

মণি। আর যদি বেচে থাকে, তাহ'লে সে কি বিষ্ণুপুরে এসে খবর দিতে পা'র্‌বে?

সৃষ্টি। রাম রাম! সত্তর আশী বছরের বুড়ো, লাঠি ধ'রে চলে, সে এত পথ কেমন ক'রে আস্‌বে?

মণি। আর এখানকার লোকও কিছু অম্বিকায় যেতে যাচ্ছে না যে, যুদ্ধের আসল খবরটা জেনে আস্‌বে।

সৃষ্টি। সাধ্যি কি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

মণি। খবরদার তুই যেন বলিস্‌ নি!

সৃষ্টি। আমি? বাপ! প্রাণ গেলেও না!

মণি। তোকে আমি যথেষ্ট বক্‌সিস্‌ করবো।

সৃষ্টি। সে হুজুরের দয়া!

মণি। আচ্ছা, তুই একবার ঠিক খবরটা নিয়ে আয়। তাহ'লেই আমি সমারোহের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করি।

সৃষ্টি। যে আজ্ঞে, আমি এখনি যাচ্ছি।

[সৃষ্টিধরের প্রস্থান।

মণি। কোথায় অম্বিকা, আর কোথায় বিষ্ণুপুর! নয়ন সেন যে রমাই ঘোষকে পরাস্ত ক'রেছে, এ খবর বিষ্ণুপুরে কেমন ক'রে আস্‌বে? তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বল্‌তে পারি যে, আমিই রমাই ঘোষকে বধ ক'রেছি। নয়ন সেনকে কোন রকমে বধ ক'র্‌তে পারলুম,

তাহ'লে আমার আর চিন্তা ক'র্‌বার কিছু থাকতো না। তাহ'লে আমি রমাইবিজয়ী নাম নিয়ে মহাদর্পে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ ক'র্‌তুম। আমার সেঁপাই গুলো ব'সে ব'সে খেয়ে যে একেবারে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গেছে! নয়ন সেনের প্রাণ বিনাশ ক'রতে কেউ যে সাহস ক'রলে না! বলে অম্বিকার দুর্দ্ধর্ষ ডোম সৈন্য, বিশেষতঃ রমাই ঘোষের দমন ক'রে তারা আরও বলদৃপ্ত হ'য়ে প'ড়েছে। কোন সৈন্যই অম্বিকা-মুখো হ'তে সাহস ক'র্‌লে না। যাক্, আমার ভাববার যে এখন আর বিশেষ প্রয়োজন, তা বড় দেখি না।

(নাগরিকদ্বয়সহ স্বস্তিধরের প্রবেশ।)

স্ব। এই—এই ইনিই এখন আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। মদনমোহন ত বার মাসই আছেন। তাঁকে যখন ইচ্ছে দর্শন ক'র্‌তে পা'র্‌বে। কিন্তু এঁকেত ইচ্ছে ক'রলেই দেখ্‌তে পাবে না। এই বেলা দর্শন ক'রে নাও। মদনমোহন দর্শনের চেয়ে যে ফল কিছু কম হবে, সেটা মনে করো না।

১ম না। তাতো বটেই—তাতো বটেই—উনি যখন প্রাণরক্ষাকর্ত্তা, তখন দেবতার সঙ্গে ওঁর প্রভেদ কি?

স্ব। এই যা ব'লেছ। প্রাণ না বাঁচ্‌লে ত আর ধর্ম্ম হ'ত না। আর রমাই ঘোষ না ম'লে ত কারও প্রাণ বাঁচ্‌তো না।

১ম না। সে কথা আর ব'ল্‌তে—উনিই আমাদের সব—উনিই আমাদের মদনমোহন।

স্ব। এই হুজুর! এরা আপনাকে দর্শন ক'র্‌তে এসেছেন।

মণি। কে তোমরা?

১ম না। আজ্ঞে হুজুর, আমাদের বাড়ী জালন্ধর। আমরা মহারাজের গুণগ্রাম শুনে, সেই দূরদেশ থেকে আপনাকে দর্শন ক'র্‌তে এসেছি।

২য় না। রমাই ঘোষের অত্যাচারে আমাদের ঘরে বাস করা দায় হ'য়েছিল মহারাজ! স্ত্রী পুত্র নিয়ে আমরা এতকাল পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি।

১ম না। আপনি এতকাল পরে আমাদের গৃহবাসী ক'রেছেন!

মণি। আমি কে, আমি তুচ্ছ ব্যক্তি! মদনমোহন ক'রেছেন।

১ম না। আজ্ঞা হাঁ, মদনমোহনই সব করেন বটে, তবে তিনি ত আর হাতে কলমে কিছুই করেন না, হুজুরই উপলক্ষ।

উভয়ে। আপনিই আমাদের চক্ষে মদনমোহন।

স্ব। নিশ্চয়—নিশ্চয়—

মণি। দেখ স্বস্তিধর! এঁরা যখন অনেক দূর থেকে এসেছেন, তখন বিষ্ণুপুরে এসে যাতে এঁদের খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্ট না হয়, তা তুমি নিজে দেখ্‌বে।

স্ব। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে হুজুর।

২য় না। আহা এমন প্রাণ না হ'লে রাজা! আপনিই মদনমোহন।

১ম। আর রত্নাবতীই রাধারাণী।

মণি। কি, কি ব'ল্‌লি?

স্ব। চুপ্, চুপ্, ব'ল্‌তে নেই।

১ম না। মহারাজ আপনি না ব'ল্‌লে ছাড়্‌বো কেন? আপনি ধন, প্রাণ, ধর্ম্ম সব রক্ষা ক'রেছেন। আপনিই আমাদের মদনমোহন।

২য় না।—আর রত্নাবতীই আমাদের রাধারাণী।

মণি। (স্বগত) আরে ম'ল এ বেটারা বলে কি? তবে কি এরা আমাকে অপর লোক ঠাউরেছে। (প্রকাশ্যে) ভাল, তোমরা আমাকে কি মনে ক'রেছ বল দেখি?

স্থ। দেবতা—দেবতা—মদনমোহন।

উভয়ে। মদনমোহন—মদনমোহন।

১ম না। পুত্রশোকে আপনি কাতর হবেন না।

মণি। আরে মর বেটা! পুত্রশোকে কাতর হব কি?

১ম না। তাঁরা সব স্বর্গে গেছেন! রঙ্গাবতী দেবী বেঁচে থাকুন, আবার আপনার সন্তান হবে।

উভয়ে।—নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে।

১ম না। বয়েস কি—বয়েস কি?

মণি। তবেরে পাজী বেটারা! স্থষ্টে বেটা! এখনি আমি তোর মুণ্ডপাত ক'র্‌বো।

স্থ। বল্‌তে নেই, বল্‌তে নেই। হুজুর যে রঙ্গাবতী দেবীর ভাই।

উভয়ে। এঁ্যা।

১ম না। আপনি তবে মহারাজ নয়ন সেন ন'ন?

মণি। পাজি বেটারা লোক চেন না।

উভয়ে। চিন্‌তে পারিনি হুজুর।

মণি। নয়ন সেন কে?

১ম না। আজ্ঞে মহারাজ! আমরা ত তাঁরই নাম শুনে আস্‌চি—দেশময় রাষ্ট্র তিনি রমাইকে বধ করেছেন। বিষ্ণুপুরের রাজার শালী রঙ্গাবতীর সঙ্গে তাঁর বে হ'চ্ছে। দেশ বিদেশ থেকে তাঁকে দেখ্‌তে আসছে। আমরাও তাই এসেছি মহারাজ!

(মণিরাম কর্তৃক প্রহারের উদ্‌যোগ, সকলে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন)

মণি। ওরে স্থষ্টে! কি হ'লরে?

স্থ। আজ্ঞে হুজুর! তাইতো!

মণি। নয়ন সেন কিরে? রঙ্গাবতী বিয়ে—বিয়ে কিরে? [প্রস্থান।

স্থ।—তাইতো! ধর্ম্ম ত বেজায় রকমেরই আছে বটে। কোথায় নয়ন সেন—কোথায় বিয়ে—বা—ধর্ম্ম—বা—ধর্ম্ম—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—রাজান্তঃপুর।

(পদ্মাবতী ও বীরমল্ল।)

পদ্মা।—কি মহারাজ! ওদিকে উৎসবের আয়োজন করিয়ে দিয়ে, আপনি এ নির্জ্জনে কেন?

বীর।—আমার আর এক বড় কুটুম্ব আস্‌ছেন শুন্‌লুম, তাই তার অভ্যর্থনার আয়োজন ক'র্‌ছিলুম!

পদ্মা।—আবার বড় কুটুম্ব কে?

বীর।—গৌড়েশ্বরের পুত্র

পদ্মা।—তিনি এই বিবাহের সংবাদ শুনেছেন?

বীর।—শুনেছেন—শুনে পরম আনন্দিত হ'য়ে আমার কাছে তাঁর মহাপাত্রকে প্রেরণ ক'রেছিলেন।

পদ্মা। মহাপাত্রকে পাঠিয়েছিলেন কেন?

বীর। মহাপাত্রকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছেন যে, এ বিবাহে পরম প্রীতি লাভ ক'রেছি। আর সেই প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কোলাকুলি ক'রে নাচ্‌বার জন্য তিনি সসৈন্যে বিষ্ণুপুরে আগমন ক'রেছেন।

পদ্মা। আ'স্‌ছেন বিবাহ উৎসবে আমোদ ক'র্‌তে, সসৈন্যে কেন?

বীর। তিনি ব'লেছেন, নারকেল বদলা-বদলী হ'ল আমার সঙ্গে, মাঝখান থেকে

রঙ্গাবতীকে আর একজন ছোঁ মা'র্‌লে; সুতরাং এ আনন্দ একা ভোগ ক'রে ত সুখ হবে না। কাজেই দুচার জন সৈন্য সামন্ত সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপুরে এসে, সসৈন্যে আমার সঙ্গে জড়াজড়ি না ক'রে মদনমোহনের নাটমন্দিরে ওলট্‌ পালট্‌ খাবেন, এইটি তাঁর বড়ই ইচ্ছে।

পদ্মা। ওমা! তামাসা? তাহ'লে কি হবে?

বীর। কি আর হবে, আমিও তাঁর আগমন-সংবাদে প্রীতি লাভ ক'রে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে আনবার জন্য উদ্‌যোগ আয়োজন ক'র্‌ছি।

পদ্মা। মহারাজ রহস্য ক'র্‌বেন না, আমি বুঝতে পা'র্‌ছি না—গৌড়েশ্বরের পুত্র কি বিষ্ণুপুর আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে?

বীর। তবে কি তুমি ঠাওরেছ, তিনি মাথায় পকড় বেঁধে মদনমোহনের নাটমন্দিরে যথার্থই নৃত্য ক'র্‌তে আসছেন? তাঁর সঙ্গে হ'ল রঙ্গাবতীর বিবাহ সম্বন্ধ, দিন স্থির ক'র্‌তে এল মহাপাত্র, এসে শুনলে রঙ্গাবতীর বিয়ে। শুনেই আনন্দ তাঁর উথ্‌লে উঠ্‌ল! বলে, অপরকেই যদি রঙ্গাবতীকে দেওয়া আপনার মত ছিল, তখন মিছামিছি আমার প্রভুর অপমান করা হ'ল কেন?

পদ্মা। তা তো ব'ল্‌তেই পারে। কাজ ত ভাল হয়নি। অন্ততঃ ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তাঁর কাছে সংবাদ পাঠান ত উচিত ছিল।

বীর। সংবাদ কোথায় পাঠাব? রাজপুত্র ত আর গৌড়ে ছিলেন না।

পদ্মা। আপনি একটু মিষ্ট কথা ব'লে, ত্রুটি স্বীকার ক'রে, মহাপাত্রকে সন্তুষ্ট ক'র্‌লেন না কেন?

বীর। কাকে সন্তুষ্ট ক'র্‌ব? সে বেটা মহাপাত্র পয়লানম্বরের পাথুরে চুণ, সে কি মিষ্টি কথায় বশ হয়? যতই তাকে ঠাণ্ডা ক'র্‌বার চেষ্টায় জল ঢালি, ততই সেই টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে থাকে। বলে—বাজে কথা আমি শুনতে আসিনি, আমি পাত্রী চাই! আমি অনেক বোঝালুম—বল্লুম—এ বিবাহে আমাদের হাত নেই, পাত্রী স্বয়ংবরা। সে বলে তা শুনতে চাইনি—আপনি নারকোল বদল করেছেন, তাইতে যুবরাজ বিবাহ ক'র্‌তে বিষ্ণুপুরে আ'স্‌ছেন—আমি পাত্রী চাই। যখন দেখ্‌লুম একান্তই তার পাত্রী না হ'লে চ'ল্‌বে না, তখন নিজেই পাত্রী হলুম—বল্লুম—গৌড়েশ্বরকে আ'সতে বল, যখন অন্য পাত্রীর অভাব, তখন আমিই তাঁকে প্রেম দান ক'রব! তাই প্রাণেশ্বর এই নববধূটিকে হৃদয়ে ধারণ ক'র্‌তে একটু ত্বরিতগমনে বিষ্ণুপুরে আগমন ক'র্‌ছেন।

পদ্মা। তাহ'লে এ সঙ্কট সময়ে আপনি উৎসবের আদেশ দিলেন কেন?

বীর। এই ত। উৎসবের সময়, আমার প্রাণবঁধু আগমন ক'র্‌ছেন, এ সময় আমি মুখ গুঁজড়ে ব'সে থাক্‌বো? তুমিও এ উৎসবে যোগ দাও! একি কম আনন্দের কথা? মদনমোহনের বিষ্ণুপুর—মদনমোহনের পাদপদ্মে বিলীন হবে।

[প্রস্থান।

পদ্মা। কোথা থেকে এ বিপদে ফেল্লে মদনমোহন? এ হ'তে যে রমাই ঘোষের বিপদ ছিল ভাল। এখন মনের এ অবস্থা নিয়ে কেমন করে উৎসবে যোগদান করি? একদিকে বৃদ্ধের সঙ্গে রঙ্গাবতীর বিবাহ দিচ্ছি, দেখে সমস্ত বিষ্ণুপুরবাসীই ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে! লাউ এখনও এ সংবাদ জানে না। জান্‌লে সেও কি সুখী হবে? কেমন ক'রে হবে? সে ত এ বিবাহের কোন তত্ত্বই জানে না—সে জানে গৌড়েশ্বরের

পুত্রের সঙ্গে তার ভগিনীর বিবাহ। শুনে সন্তুষ্ট মনে সৈন্য নিয়ে রমাইকে দমন কর্ত্তে গিয়েছে। অদৃষ্টে কি আছে কে ব'লতে পারে? সত্যপথ আশ্রয় ক'রেও কি ধার্ম্মিক মহারাজকে বিপদে প'ড়তে হবে? তা যদি হয়, তাহ'লে এ সংসারে জয় পরাজয়ে প্রভেদ কি? মানব-জীবনের মূল্য কি? তা যদি হয়, তবে নিঃশব্দে 'বিষ্ণুপুর' মদনমোহনের চরণরেণুতে মিলিয়ে যা'ক্ না কেন?

(মণিরামের প্রবেশ)

মণি। দিদি! দিদি!

পদ্মা। কেও মণিরাম? ভাই আমার এসেছ?

মণি। এসেছি কিনা এখনও ঠিক ব'লতে পারছি না। যা শুনছি—তা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে তুমি মনে মনে জেনে রাখো আমি আসিনি—আসবো না—আসতে পারবো না। কিন্তু যদি মিথ্যে হয়, তাহ'লে আমি অবশ্য এসেছি।

পদ্মা। কি শুনেছ?

মণি। রঙ্গাবতীকে নাকি একটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে বে দিচ্ছ?

পদ্মা। ছি! ওকথা ব'লতে নেই। কিছু বয়স হয়েছে বটে।

মণি। কিছু হ'য়েছে? ও হরি! কিছু হ'য়েছে? তার ছেলে—যেটা রমাই ঘোষের সঙ্গে লড়ায়ে ম'রেছে, তার সুমুখের দাঁতের পাটীকে পাটী প'ড়ে গিয়েছিল। মাথার চুল এক গাছাও কাঁচা ছিল না। তার বাপ বুড়ো শিব, এতদিনে পাঁচ সাতশো গাজন পার ক'রলে, তার বয়স হল কি না কিছু? আর তার সঙ্গে তুমি কি না অমন সোণার প্রতিমায় বে দিচ্ছ? আরে ছিঃ! বৃদ্ধ বয়সে মহারাজেরও কি ভীমরতি হ'য়ে গেল?

পদ্মা। মহারাজেরও অপরাধ নেই—আমারও অপরাধ নেই!

মণি। না, কারো অপরাধ নেই। আমি গিয়েছিলুম লড়াই কর্ত্তে, সকল অপরাধ হ'ল আমার।

পদ্মা। অপরাধ কারো নয়—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

মণি। ও সব বুজরুক কথা আমি শুনতে চাইনি। আজ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—কাল ফড়িঙের নির্ব্বন্ধ—পরশু গুটিপোকার—ওসব বাজে কথা রেখে দাও। দিয়ে বুড়ো শালাকে এই বেলা মানে মানে বিদায় ক'রে দাও। আর গৌড়েশ্বরের যুবরাজ আ'সছেন, রঙ্গাকে তাঁর হাতে সমর্পণ কর।

পদ্মা। তা কেমন ক'রে হয় ভাই, রঙ্গা তাঁর গলায় মালা দিয়েছে।

মণি। তা না দিয়ে আর ক'র্ব্বে কি? তোমরা তাকে পীড়াপীড়ি ক'রেছ, তার উপর সে বুড়ো ঝাসু—রঙ্গার সুমুখে দাঁড়িয়ে কান্না-কাটী ক'রেছে। কি করে।—সরলা—অবলা—হাতে মালা—কাছে গলা—পরিয়ে দিয়েছে।

পদ্মা। তা যে কারণেই হোক—যখন দিয়েছে, তখন তো ফিরানো যেতে পারে না।

মণি। কেন পার্ব্বে না? মালা—ফুলের মালা—এক দণ্ডে শুকিয়ে যায়, কলার বাসনার গাঁথুনি, ক'ড়ে আঙ্গুলের টানের ভর সয় না—ছুঁতে না ছুঁতে ছিঁড়ে যায়, তার আবার বাঁধন কি?

পদ্মা। তোমার এমনি বুদ্ধি বটে।

মণি। তা'হলে তোমরা বুড়োকে তাড়াচ্ছো না?

পদ্মা। ছি। ও কথা মুখেও আনতে নেই!

মণি। তা'হলে তোমরা আমার কথা রাখ্‌ছ না?

পদ্মা। তোমার কি আর কথার যোগ্য কথা। তা রাখবো?

মণি। দেখ দিদি। বুঝ্‌তে পারছো না—মহা গণ্ডগোল হবে। আমি কিছুতেই এ বিয়ে হ'তে দেব না!

পদ্মা। তোমার ক্ষমতা কি?

মণি। কি? আমার ক্ষমতা নেই?

পদ্মা। কিছু না।

মণি। তা হ'লে দেখ, আমি কি ক'র্ত্তে পারি।

পদ্মা। তাহ'লে আমিও বুঝ্‌বো যে তোমাতে মনুষ্যত্ব এসেছে।

মণি। তাহ'লে দেখ্‌বো, তোমাদের বুড়ো শালাকে কে রক্ষা করে!

পদ্মা। জান মণিরাম। কার সুমুখে তুমি এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রছ?

মণি। তুমিও জান দিদি আমি বাগ্দী ভগ্নীপোতকে ভয় করি না? ইচ্ছা ক'র্‌লে, আজই আমি বিষ্ণুপুরে ঘুঘু চরাতে পারি?

পদ্মা। কে আছ—নীগ্‌গীর বেইমানকে গ্রেপ্তার কর।

মণি। এই এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি, কে কাকে গ্রেপ্তার করে।

[প্রস্থান।

বীর। (বীরমল্লের প্রবেশ) কি—কি—ব্যাপারটা কি? মণিরামের গলা শুনতে পেলুম না?

পদ্মা। মহারাজ! হতভাগ্য ভাইকে এই বেলা মানে মানে আবদ্ধ করুন! হতভাগ্যের মনে দুরভিসন্ধি প্রবেশ ক'রেছে। ও আমার প্রতি যেরূপ আচরণ দেখিয়েছে, এরূপ ভাব আমি আর কখনও দেখিনি মহারাজ।

বীর। কিছু ভয় নেই রাণী। যদি দুরভিসন্ধিও ওর মনে প্রবেশ করে, তাহ'লে বুঝ্‌বে ওর মাথায় বুদ্ধিও প্রবেশ ক'রেছে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, গৌড়েশ্বরের কোন গুপ্তচর কিংবা সেই কুটীল মহাপাত্র ওর সঙ্গে কোন না কোন ষড়যন্ত্র ক'রেছে, ওকে কুপরামর্শ দিয়েছে—সাহস দিয়েছে, নইলে ও আজ তোমার মুখের ওপর কথা ক'ইতে সাহসী হয়? ও হতভাগ্যের ওপর রাগ ক'রে লাভ কি? ও যদি মানুষ হ'ত, ওর তুল্য স্থান বিষ্ণুপুরে আর কার থাকতো? নাও এস, ওর ভয়ে যেন কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হয়। বিষ্ণুপুরে যেন কিছুতেই উৎসব বন্ধ না হয়। মদনমোহনই আমাদের শরণ্য। এতকাল তিনি বিপদে রক্ষা ক'রে এসেছেন! আজ কি আর ক'রবেন না? কই আমরা তাঁর চরণে কোনও ত অপরাধ করিনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—উপকণ্ঠ।

শিবির সম্মুখ।

(মহীপাল, বিদ্যারণ্য, সভাসদ্)

মহী। দেখ বিদ্যারণ্য, আর ত আমার বিলম্ব সইছে না—মহাপাত্র এখনও ত এসে উপস্থিত হ'ল না। ওদিকে রত্নাবতী আমার বিরহে ছট্‌ফট্‌ ক'রছে। সে সরলা প্রেম বিহ্বলা অবলার কষ্ট দেখা, আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পাচ্ছি না—তুমি এখনি যাত্রার ব্যবস্থা কর।

বিদ্যা। হাঁ হাঁ, অমন কাজ ক'রবেন না—অমন কাজ ক'রবেন না—যুবরাজ। আজ ঘাতচন্দ্র।

মহী। তাহ'লে এখন যাত্রা ক'র্‌ব না?

বিদ্যা। কিছুতেই না। ঘাতচন্দ্র, ঘাতচন্দ্র—

মন্ত্রী। আজ ঘাতচন্দ্র—কাল বারবেলা—পরশু ত্রিস্পর্শ—পা বাড়ালেই একটা না একটা ব্যাঘাত। একি আপদ পাঁজীতে ঢুক্‌ল বিদ্যারণ্য ?

বিদ্যা। কি ক'র্‌ব যুবরাজ ? মেষ রাশির প্রথম, বৃষের পঞ্চম, কন্যার দশম, ধনুর চতুর্থ আর মীনের দ্বাদশ চন্দ্র ঘাতচন্দ্র হয়।

সভা। তাহ'লেই ঠিক হয়েছে—। সকাল বেলা আপনি প্রথমেই মেষদুগ্ধ পান ক'রেছেন, একই মাত্র গোটা পাঁচেক ষাঁড় আপনার শিবিরের সুমুখ দিয়ে হাম্বা রবে মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে চ'লে গেল। গোটাদশেক কন্যা আপনার সঙ্গেই আছে, আপনি চতুর্ভুজে ধনুর্ধারী, বার সের মীন-মস্তক ভক্ষণকারী, সমস্তই মিলে গেছে—ঘাতচন্দ্র—ঘাতচন্দ্র—

বিদ্যা। ঘাতচন্দ্রে কৃতা যাত্রা কৃতোদ্বাহাদি-মঙ্গলং।
ক্লেশায় মরণায়ৈব গর্গাচার্য্যেণ ভাষিতং॥

যদি ঘাতচন্দ্রে যাত্রা করা হয় - কি বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম করা হয়, তাহ'লে ক্লেশায় মরণায়ৈব—অর্থাৎ খানিকটে ক্লেশ আর খানিকটে মৃত্যু।

সভা। তার কোন্‌টা যে আগে হবে, তার এখন ঠিক নেই ?

বিদ্যা। না তা ঠিক নাই। ও দুইই হ'তে পারে। হয় আগে ক্লেশ পরে মৃত্যু, কিংবা আগে মৃত্যু—পরে ক্লেশ।

মন্ত্রী। তাহ'লে পা বাড়াব না ?

সভা। কিছুতেই না।

মন্ত্রী। তা হ'লে কখন যাত্রা ক'র্‌ব ?

বিদ্যা। সে আমি এখনি দিন দেখে দিচ্ছি। ৬ই আষাঢ় রবিবার একাদশী, অতিগণ্ড-যোগ, ববকরণ, যাত্রানাস্তি।

সভা। উল্‌টে যান—উল্‌টে যান।

বিদ্যা। ৮ই ত্রয়োদশী—বিষ্টিকরণ—

সভা। একে এই হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা, তার ওপর আবার বিষ্টিকরণ, তাতে বাঁকুড়ো বিষ্ণুপুরের কাঁকুরে রাস্তা—উল্‌টে যান।

বিদ্যা। পরে শকুনিকরণ।

সভা। বাঃ বাঃ ! তাহ'লে ত যেমন পা পিছ্‌লে পতন—অমনি খাবি খাওন—আর শকুনির পেটে গমন—উল্‌টে যান—উল্‌টে যান।

বিদ্যা। হয়েছে—হয়েছে—৯ই হচ্ছে যাত্রার পক্ষে শুভদিন। চতুর্দ্দশী বুধবার নক্ষত্রামৃতযোগ যাত্রাশুভ।

সভা। বস্—বস্—মহারাজ ৯ই এখান থেকে যাত্রা—১০ই বিষ্ণুপুরে থাকা—১১ই বিবাহ—১২ই পুনর্যাত্রা।

মন্ত্রী। তাহ'লে এ শুভযাত্রায় বিবাহ নিশ্চয় ?

বিদ্যা। যাত্রা ব'ল্‌ছেন কি যুবরাজ ! শুভলগ্নে যাত্রার আখড়া নিলে শুভ বিবাহ হ'য়ে যায়। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকুন—বিবাহ আপনার হ'য়ে গেছে মনে করুন।

সভা। যুবরাজ ! যুবরাজ !—মহাপাত্র—আগমন ক'র্‌ছেন !

মন্ত্রী। আস্‌ছেন—আস্‌ছেন—মহাপাত্র আস্‌ছেন—

বিদ্যা। আস্‌বে না যুবরাজ ! বলেন কি ? সুতহিবুকযোগের টান কি ? আপনার বিবাহ কি ব'ল্‌ছেন—মহারাজ—আপনার জ্যেষ্ঠের জন্য পাত্রী দেখ্‌তে গিছলেন। তিনিও ঐ রকম শুভলগ্নে যাত্রা ক'রেছিলেন। এখন সে দিন ছিল সুতহিবুকযোগ। এ যোগের এম্‌নি মজা—যে মহারাজ ছেলের বে দিতে গিয়ে ভুলে নিজেই বে ক'রে ফেল্‌লেন।

মন্ত্রী। তার পর ?

বিদ্যা। বে ক'রে তাঁর মনে প'ড়ে গেল। তখন আর কি হবে, লজ্জায় তিনি মাথা চুল্‌কাতে

লেগে গেলেন। আপনার জ্যেষ্ঠ অবাক্! মনের দুঃখে তিনি প্রাণই ত্যাগ ক'রে ফেল্‌লেন। আপনি সেই কনে-রাণীর গর্ভজাত সন্তান। জ্যেষ্ঠ বেঁচে থাকলে আপনি কি আর রাজা হ'তে পা'র্‌তেন?

মন্ত্রী। বটে বটে—শুভলগ্নের এত গুণ! তাহ'লে এক কাজ কর, পাঁজীতে যাতে কেবল শুভলগ্ন লেখে, তার ব্যবস্থা কর। তাহ'লে রোজ রোজ শুভযাত্রা ক'র্‌ব।

বিদ্যা। যথা আজ্ঞা—

(মহাপাত্রের প্রবেশ)

মন্ত্রী। কি খবর মহাপাত্র? আমার প্রাণেশ্বরীর খবর কি?

মহা। খবর আর কি ব'ল্‌ব যুবরাজ! সে কন্যার বিবাহ হ'য়ে গেছে—

সকলে। হ'য়ে গেছে?

মন্ত্রী। তবে তুমি কি পাঁজী দেখ্‌লে বিদ্যারণ্য? তুমি এদিকে পাঁজী দেখ্‌তে লাগ্‌লে, আর ওদিকে বে হ'য়ে গেল!

বিদ্যা। হ'য়ে যাবেই, অতক্ষণ ধ'রে লগ্ন ঘাঁটাঘাঁটি ক'র্‌লে কি আর বে প'ড়ে থাকে যুবরাজ?

মন্ত্রী। তারপর, এ তুমি কি ব'ল্‌ছ মহাপাত্র? আমার সঙ্গে সম্বন্ধ—নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমি চলেছি, এমন সময় বিবাহ হ'য়ে গেল? এ কি রকমটা হ'ল?

মন্ত্রী। অম্বিকার রাজা নয়ন সেনের সঙ্গে তার বিবাহ হ'য়েছে।

বিদ্যা। ভার্য্যা বসন্তে চম্পটং পথ্যং। আর কেন?

[সভাসদ্ ও সকলের প্রস্থান।

মন্ত্রী। বিষ্ণুপুরের রাজার এত বড় আস্পর্দ্ধা!

মহা। আস্পর্দ্ধার হ'য়েছে কি, আরও শুনুন। যখন আমি আপনার অপমান দেখে ক্রোধ সংবরণ ক'র্‌তে না পেরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লুম—আমি বাজে কথা শুনতে চাই না, পাত্রী চাই—তখন বাঁদী বেটা আমায় ব'ল্‌লে কি যে, এক পাত্রী আমি আছি, তোমার রাজাকে আস্‌তে বল, আমায় বিবাহ ক'রে নিয়ে যাক্।

মন্ত্রী। কি! দুরাত্মা এই কথা কইলে? তখনি তুমি তার মুণ্ডপাত ক'র্ত্তে পাল্লে না?

(মণিরামের প্রবেশ)

মণি। রাজকুমার আমি আপনার শরণাপন্ন!

মহা। এই—এই—ইনিই হচ্ছেন বিষ্ণুপুরের সেনাপতি মণিরাম রায়—আপনার শরণাপন্ন।

মণি। যুবরাজ, আপনি সমস্ত বাঙ্গালার অধীশ্বরের একমাত্র পুত্র। আমি আপনার নিকট বিচারপ্রার্থী। অম্বিকানগরের নয়ন সেন, আমার অনুপস্থিতিতে, চোরের মতন আমার বাটীতে প্রবেশ ক'রে, বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণীকে ভুলিয়ে, আমার ভগিনীকে বিবাহ ক'রে ফেলেছে।

মন্ত্রী। মহাপাত্র! যেমন ক'রে পার, এই অপমানের প্রতিশোধ নাও। অম্বিকানগরের রাজা, আর বিষ্ণুপুরের রাজা দু'জনকে এক দড়ীতে বেঁধে আমার কাছে উপস্থিত কর।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—রাজ-অন্তঃপুর।

(নয়ন সেন ও রত্নাবতী)

নয়ন। রাজা ও রাণী যেন কতকটা ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন। যেন কেমন বিষণ্ণ বিষণ্ণভাব, কেন বুঝ্‌তে পেরেছ কি রত্না?

রঙ্গা। বিবর্ণ হ'তে যাবেন কেন? আপনি বুঝতে পারেননি।

নয়ন। (স্বগত) তবে থা'ক্, বালিকাকে বিপদের কথা শুনিয়ে আর ব্যাকুল ক'র্‌ব না! (প্রকাশ্যে) তোমার ভাইকে ত দেখ্‌তে পেলুম না।

রাঙ্গা। তিনি বোধ হয় আজও বিষ্ণুপুরে ফিরতে পারেননি। ফির্‌লে অবশ্যই দেখ্‌তে পেতেন।

নয়ন। না, তোমার সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনে, মর্ম্মপীড়ায় তিনি এখানে আস্‌তে পাচ্ছেন না।

রঙ্গা। মর্ম্মপীড়া যদি হয়, তাহ'লে আমার অদৃষ্ট। মর্ম্মপীড়া কেন হবে মহারাজ? ভাইতে কি আমার মনুষ্যত্ব নেই?

নয়ন। বিষ্ণুপুরবাসী কিন্তু এ বিবাহ-সংবাদে মর্ম্মাহত হ'য়েছে। শুন্‌লুম গৌড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হ'য়েছিল। তিনি বিবাহার্থী হ'য়ে বিষ্ণুপুরে আগমন ক'রছিলেন, দৈবদুর্ঘটনায় আমি হতভাগ্য যদি বিষ্ণুপুরে এসে না প'ড়্‌তুম, অথবা উন্মাদের মত অন্তঃ-পুরে না উপস্থিত হ'তুম—যদি তোমাদের সম্মুখে দুঃখের কাহিনী না বল্‌তুম, তাহ'লে বোধহয় এ বিভ্রাট ঘ'ট্‌ত না। করুণাময়ি! রূপযৌবনপূর্ণ স্বামীর সোহাগিনী হ'য়ে সুখের, ঐশ্বর্য্যের ও অতুলনীয় সম্পদের মধ্যে ব'সে সমস্ত বাঙ্গালার সাম্রাজ্ঞী হ'তে পা'র্‌তে।

রঙ্গা। মহারাজ! আমার বর্ত্তমান ভাগ্যে আমি শচীর ভাগ্যও তুচ্ছ জ্ঞান করি। মহারাজের পদধূলি সময় মত গৃহে না প'ড়্‌লে, আজ আমাকে জরাজীর্ণ একটা রাজপুত্র নামধারী অপদার্থের হস্তে আত্ম-সমর্পণ ক'র্‌তে হ'ত।

নয়ন। তুমি কি ব'ল্‌ছ রঙ্গাবতি? গৌড়ে-শ্বরের পুত্র যে পরম রূপবান যুবা-পুরুষ।

রঙ্গা। সেটা কামুকীর পক্ষে! প্রজার সুখ যার একমাত্র কামনা, অনন্তকীর্ত্তি স্বামীর মঙ্গলময় মূর্ত্তিই সে রমণীর চির-আকাঙ্ক্ষিত যৌবনরূপ। মহারাজ! আমি আজ সে ভাগ্যে ভাগ্যবতী। দশ বৎসর পরে যৌবনের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, গৌড়পতির প্রাণহীন নাম বিস্মৃতির গায়ে মিশিয়ে যাবে। কিন্তু মহারাজ! রঙ্গাবতীর ক্ষণভঙ্গুর দেহ মৃত্তিকাসাৎ হ'লেও অনন্ত কালের মধ্যে একটী মাত্র দিনের জন্যও তাকে স্বামি-বিয়োগ-যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে হবে না। কেন না, তার স্বামী অনন্ত-জীবন—যোগেশ্বরের ন্যায় অব্যয়। অম্বিকাপতির নাম কখনই বিনষ্ট হবার নয়।

নয়ন। তবে আর আমি কি ব'লব রঙ্গাবতি! তোমার জন্য আমি জগদীশ্বরের কাছে নিজের দীর্ঘজীবন কামনা করি; আনন্দময়ী তোমাকে চিরানন্দে সুখিনী করুন। তবে আর তোমার কাছে গোপন ক'র্‌ব না। আমি কি ক'র্‌তে চ'লেছি শুন। আমার ইচ্ছা, কিছু-দিনের জন্য তোমাকে এখানে রেখে, আমি একেবারে অম্বিকায় গমন ক'র্‌ব?

রঙ্গা। কেন মহারাজ?

নয়ন। তোমাকে আমার হস্তে দান ক'রে বিষ্ণুপুর-পতি বড়ই বিপন্ন। গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছে যে, সে যেমন ক'রে পারে, তার প্রভুর অপমানের প্রতিশোধ নেবে। এইরূপ অবস্থায় আমার নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকা ত উচিত হয় না রঙ্গাবতী! কিন্তু আমি একা। গৌড়েশ্বরের অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে, নিরস্ত্র নিঃসহায় আমি কি ক'র্‌তে পারি? বিষ্ণুপুর রাজের এই অমূল্য রত্ন দান, আমি কি অকৃতজ্ঞের মূর্ত্তিতে গ্রহণ ক'র্‌ব? বিষ্ণুপুরের সৈন্যধ্বংস, বিষ্ণুপুরের

বিপদ, আমি কি কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? রাজার সামান্য মাত্রও সহায়তা কি আমা হ'তে হবে না?

রঙ্গা। সেটা অবশ্যকর্ত্তব্য।

নয়ন। কর্ত্তব্য নয়? তুমি আমার পত্নী। আমার জীবনের প্রতি যেমন তোমার লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, আমার মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখাও তোমার তদ্বৎ কর্ত্তব্য।

রঙ্গা। ততোধিক কর্ত্তব্য।

নয়ন। তবে আর তোমাকে কি বোঝাব রঙ্গাবতী? তোমার ন্যায় তেজোময়ীর আশ্রয় পেয়ে আমি আবার নব জীবনে উজ্জীবিত। অম্বিকায় আমার অপরিমেয় বলশালী দুর্দ্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী ডোম সৈন্য। তাদের একবার বিষ্ণুপুরে আনতে পা'র্‌লে, আমি বাঙ্গলার সমবেত শক্তিকেও অগ্রাহ্য করি। তাদের বিষ্ণুপুরে আ'নতে আমি অম্বিকায় যাবার অভিলাষ ক'রেছি।

রঙ্গা। আপনাকে কি ক'রে ছেড়ে থাকব মহারাজ?

নয়ন। না থাকলেত চ'ল্‌বে না।

রঙ্গা। চারিদিকে শত্রু, আপনি তার মধ্য দিয়ে কেমন ক'রে যাবেন?

নয়ন। সে কি? মৃত্যুভয়? আমার জন্য আবার কিসের ভয় রঙ্গাবতী? তুমি শ্মশান প্রস্থিত জীবকে পতিত্বে বরণ ক'রেছ। তোমার পুণ্যই আমার জীবন রক্ষার অস্ত্র। তোমার আয়তিই আমার শরীর রক্ষণে বর্ম্মস্বরূপ। আমার বাঁচাই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয়, তোমার ইচ্ছাই আমাকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা ক'র্‌বে। নিরস্ত্র আমি অম্বিকা ছেড়ে এখানে এসেছি। এসে সহস্র অস্ত্রের ঝনৎকারেও যে রত্ন দুষ্প্রাপ্য, বিনা আয়াসে আমি তাই পেয়েছি। নিরস্ত্র আমি অম্বিকায় ফিরে যাব। পথে যেতে যদি গৌড়েশ্বরের অগণ্য সেনাকর্ত্তৃক পরিবৃত হই, তা'হলে দুদশ জনকে হত্যা ক'রেই বা রাজার আমি কি উপকার ক'র্‌ব রঙ্গাবতী? আমি আর কালবিলম্ব ক'র্‌ব না। তুমি আমাকে বাধা দিও না।

রঙ্গা। তবে আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করুন।

নয়ন। তৃতীয় ব্যক্তিকে একথা প্রকাশ ক'র না। আমি আজই অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার আশ্রয় ক'রে এ স্থান ত্যাগ ক'র্‌ব।

রঙ্গা। আমাদের ইষ্টদেবতা কে?

নয়ন। মা আনন্দময়ী রঙ্গিণী।

রঙ্গা। দেখ মা আনন্দময়ী, তোমার শ্রীপাদপদ্মে যখন তনয়াকে আশ্রয় দিয়েছ, তখন তাকে আর আশ্রয়হীনা ক'র না। দেখবেন মহারাজ আমাকে যেন পরিত্যাগ করবেন না।

নয়ন। পরিত্যাগ? কেমন ক'রে পরিত্যাগ ক'র্‌ব প্রাণেশ্বরী? ভোগের সঙ্গে সন্ন্যাসের অপূর্ব্ব মিলন এক সাবিত্রীতে ছিল শুনতে পাই, কিন্তু তোমাতে তা প্রত্যক্ষ দর্শন ক'র্‌লুম। তবে আ'বার বলি, তুমি এই বৃদ্ধের গলায় মালা দেওয়ায়, আমার মত দুঃখিত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়নি। তোমার পূর্ণ যৌবন, অপূর্ব্ব রূপ, ভগবতীর গুণরাশি—অনন্ত আশা—। তুমি স্বহস্তে সে আশার মূলোচ্ছেদ ক'রেছ। তোমাকে যদি পরিত্যাগ করি, তাহ'লে ইষ্টদেবীর প্রসাদও আমাকে নরক থেকে রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌বে না।

রঙ্গা। আমি আপনার জড়ময় দেহ দেখিনি মহারাজ। আপনার জ্যোতির্ম্ময় রূপ হৃদয়ে ধারণ ক'রে, তাকেই মাল্য দিয়ে বরণ ক'রেছি।

নয়ন। অম্বিকার ঈশ্বরীর মর্য্যাদা রাখতে, আমিও বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ ক'রে চলেছি।

রঙ্গা। তাহ'লে মহারাজ চলুন, এক সঙ্গে মদনমোহনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করি।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—প্রাসাদ সম্মুখ।

(সৃষ্টিধর ও প্রজাগণ)

সৃ। ধর্ম্মের লীলা আমাকে ভাল ক'রে দেখে নিতে হচ্ছে। তুমি যে ঠাকুর জোচ্চুরি ক'রে, আবহমান কাল থেকে একটা সুনাম নিয়ে আসবে,—আমি যেখানে থাকব সেই খানেই জয়, সেটি আর হ'তে দিচ্ছি নি। আগে প্রত্যক্ষ দেখি, তবে তোমার কথায় বিশ্বাস করবো। নইলে তুমি পুথিপাজী দেখিয়ে যে ব'লবে, আমি অমুক সময় অমুক ক'রেছি—হরিশ্চন্দ্রকে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়েছি, রাবণ মেরে সীতার উদ্ধার ক'রেছি, কুরুকুল নির্ম্মূল ক'রে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিয়েছি, ও সব পুঁথিপাজীর নজির আমি দেখতে চাই না। নজির আমিও দেখাতে পারি, আমিও ব'লতে পারি, বলি দান ক'রে পাতালে গেছে। বলি চার সমুদ্রে পূজা ক'রে ধ্যান ক'রে রামের হাতে মরেছে। আমি প্রত্যক্ষ নজির চাই। তুমি বলতে পার, আমি নয়ন সেনকে রক্ষা দিইচি, কিন্তু তাতে এই ক'রেছ যে রঙ্গাও যায়—নয়ন সেনও যায়—বিষ্ণুপুরও যায়। যদি এ বিপদে বিষ্ণুপুর রক্ষা ক'রতে পার, তবে তোমার ক্ষমতা বুঝি।—ভাই সব, বেশ ক'রে রাজাকে বুঝিয়ে বল যে, তিনি কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক এই বিপদ ডেকে আনছেন?

সকলে। বল—বেশ করে বুঝিয়ে বল।

সৃ। কোথাকার কে, কোন্ জাত, যথার্থই রাজা নয়ন সেন কি না, তাই এখনও ঠিক হ'ল না, তার জন্য আমরা স্ত্রী পুত্র পরিবারকে বিপদে ফে'লতে যাব কেন?

সকলে। কেন, কিসের জন্য ফে'লতে যাব?

সৃ। সে যে রাজা নয়ন সেন তার সাক্ষী কে?

সকলে। অসামীও সেই—সাক্ষীও সেই।

সৃ। সে যে চোর নয়, তা কেমন ক'রে জানব?

১ম প্র। চোর নয় কি, নিশ্চয় চোর!

সকলে। চোর—পাকা চোর!

১ম প্র। সে রঙ্গাবতীকে চুরি ক'রবার মতলবে সন্ন্যাসী সেজে এসেছে।

সকলে। তাতে আর সন্দেহই নেই।

সৃ। সে যেমন এসে ব'ললে নয়ন সেন, অমনি সাক্ষী নিলে না—সাবুদ নিলে না—বাইরের এক আধজনকে জানালেও না, অন্দরে অন্দরেই শালীটীকে সমর্পণ করে ফেললে?

১ম প্র। রাজা ব'লে কি সমাজ দেখবে না? তাহ'লে আমাদের জ্ঞাতকুটুম্ব যাকে তাকে মেয়ে ধ'রে দিলে, আমরাও তাকে শাসন ক'রতে পা'রব না?

সকলে। কেমন ক'রে পা'রব?

সৃ। আচ্ছা নয়ন সেন ব'ল্লেই যদি সে নয়ন সেন হয়, তাহ'লে আমি নাক সেন, তুমি দাড়ী সেন, ও নাড়ী সেন, সে ভুঁড়ি সেন—তাহ'লে দাও, আমাদেরও রঙ্গাবতীর সঙ্গে বে দাও।

সকলে। দাও—বে দাও।

সৃ। আর রঙ্গাবতীই বা কি ক'রলে?

সকলে। বোঝ দেখি ভাই।

সৃ। হাতে কি মালা অমনি যোগান ছিল, যে লোকটা এল, তাকে হাঁপ ফে'লতেও দিলে

না—দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তার গলায় মালা পরিয়ে দিলে?

১ম প্র। কি ক'রে জানলে যে নয়ন সেন সা'সংঘে?

স্থ। বুঝতে পা'চ্ছ না, আগে থাকতে সড় ছিল।

সকলে। তাই ঠিক, যা বলেছ, সড় ছিল।

স্থ। তবে তার জন্য আমরা প্রাণ দিতে যাব কেন?

সকলে। কিছুতেই না।

স্থ। রাজা রামচন্দ্র প্রজার জন্য স্ত্রী বনবাসে দিলেন, আর আমাদের রাজা কি না শালীর জন্য প্রজা বনবাসে দিচ্ছেন!

সকলে। এই কি রাজার কাজ?

স্থ। ঐ রাজা আ'সছেন। তোমরা সব এইখানে দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে বল—ছেড়ো না—। আমি চাকর, আমিত থাকতে পারি না। তাহ'লে রাজা মনে ক'র্‌বে, আমি শিখিয়ে দিয়েছি।

[প্রস্থান।

(রাজা বীরমল্লের প্রবেশ)

সকলে। জয়, মহারাজের জয়, দয়াময় আমাদের রক্ষা করুন।

বীর। কেন, তোমাদের কি বাঘে ধ'রেছে যে রক্ষা ক'রব?

১ম প্র। আজ্ঞে মহারাজ! বাঘেরও বেশী, আমরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে বিপন্ন।

বীর। তা এতে আর আমার রক্ষা ক'র্‌বার কি আছে? স্ত্রী পুত্র ফেলে চম্পট দাও।

১ম। আজ্ঞে মহারাজ! গৌড়েশ্বরের পুত্র আমাদের আক্রমণ ক'র্‌ছেন।

বীর। তা হ'লেত ভালই ক'রেছেন। তিনিই তোমাদের স্ত্রীপুত্রদের দায় হ'তে অব্যাহতি দেবেন। একেবারে ছাঁদা বেঁধে গৌড়ে নিয়ে হাজির ক'রবেন।

১প্র। আজ্ঞে রত্নাবতী দেবীর বিবাহ দিলেইত সব গোলমাল চুকে যায়।

বীর। বিবাহত দেওয়া হ'য়েছে, কিন্তু গোলমাল ত চুকছে না।

১প্র। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

বীর। আজ্ঞে আজ্ঞে কি—বল?

১প্র। বিবাহই বা কই হল?

বীর। সে কি হে? এমন চর্ব্ব চোষ্য ভোজন ক'রলে, সেটা কি তবে মনে ক'রেছিলে, আমার জীবদ্দশায় শ্রাদ্ধে খেয়ে গেলে?

১প্র। বিবাহ কার সঙ্গে হ'ল?

বীর। সে যে বিবাহ ক'রেছে সেই জানে।

সকলে। তিনি নয়ন সেন কি না—

বীর। তা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব? আমি তাকে কথন দেখিওনি—চিনিওনি। সে ব্যক্তি ব'লেছে, "আমি নয়ন সেন" আমিও বুঝেছি নয়ন সেন।

১প্র। মহারাজ যদি অভয় দেন তবে বলি।

বীর। অবশ্য ব'ল্‌বে, তোমরা প্রজা—তোমাদের নিয়েই রাজ্য। তোমরা আমাকে সুখ দুঃখ জানাবে, তাতে ভয় ক'রতে হবে কেন?

১প্র। মহারাজ চিরদিনই প্রজাপালক।

সকলে। রাম-রাজত্ব।

১প্র। বিপদ কাকে বলে আমরা জান্‌তুম্ না। এখন একটা তুচ্ছ কারণে মহাবিপদ উপস্থিত। গৌড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে রত্নাবতী দেবীর সম্বন্ধ, অথচ দেবী আর এক জনের গলায় মালা দিয়েছেন। সে ব্যক্তি যে কে, এবং কি জাতি, তা বিষ্ণুপুরের কেউ জানে না। মহারাজও ব'ল্‌তে পারেন না। এরূপ অবস্থায় গৌড়েশ্বরের পুত্রের হাতে তাঁকে সমর্পণ না

করাতে মহারাজের দুর্নাম হ'চ্ছে। সেনাপতি—প্রজা—প্রতিবেশী—কেউ এ বিবাহে সুখী নয়।

বীর। সুখী হ'বার ত কথা নয়।

১ প্র। তাহ'লে তাদের এই অসুখের কারণ দূর ক'রলে হয় না? প্রজা সুখী হয়, সেনাপতি সুখী হন, দেশটাও রক্ষা পায়। শুনলুম্ অপমানিত গৌড়েশ্বরের পুত্র বহু সৈন্য নিয়ে বিষ্ণুপুর আক্রমণ ক'রতে আগমন ক'রছেন।

বীর। তোমরা যা ব'লছ তা বুঝেছি; কিন্তু বোঝাই সার। বড় দুঃখের বিষয়, কিছু ক'রতে পা'রছি না। হিঁদুর মেয়ের আর দুবার বে হয় না।

১ প্র। তাহ'লে কি আমরা ধ্বংস পাব?

বীর। আত্মরক্ষা ক'রতে না জানলে তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? তারা আ'সছে দেশ জয় ক'রতে। তারা কি তোমাকে কোলে ব'সিয়ে আদর ক'রে নাড়ু গোপালের মতন মুখে নাড়ু তুলে দেবে? কাপুরুষকে কেউ দয়া করে না; বুঝেছ? আত্মরক্ষা ক'রতে চাও, অস্ত্র নাও। নিয়ে গৌড়ের যুবরাজের সৈন্যের সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দাও।

১ প্র। দেবার কারণ হ'লে দিতে পারি; নইলে মহারাজ অনর্থক লড়াই লাগিয়ে ক'রব কি?

বীর। বেশ, তাহ'লে যতক্ষণ গৌড়েশ্বরের সৈন্য এসে টিকি ধ'রে তুলে না নিয়ে যায়, ততক্ষণ ঘরে ব'সে ব'সে চিপিটক ভক্ষণ কর।

(চরের প্রবেশ)

১ম চর। মহারাজ।

বীর। 'মহারাজ' ব'লে থামলে কেন? কি ব'লতে এসেছ বল। এরা আমার সন্তান। বিপদ সকলেরই সমান। নির্ভয়ে এদের কাছে ব'লতে পার।

১ম চর। গৌড়েশ্বরের সমস্ত সৈন্য দ্বারকেশ্বরের পারে সমবেত হ'য়েছে। মাতুল মহারাজ সসৈন্যে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

বীর। বেশ, তুমি এক কাজ কর। এই এঁদেরও মাতুল মহারাজের কাছে নিয়ে যাও। এঁরা স্ত্রীপুত্রের বিপদে বড় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন।

সকলে। সে কি মহারাজ! আমরা এমন কাজ ক'রব কেন?

বীর। তবে আর কি হবে! এও ক'রবে না—তাও ক'রবে না। তাহ'লে চল, মদনমোহনের ঘরে গিয়ে আমার সঙ্গে নৃত্য ক'রবে।

(দ্বিতীয় চরের প্রবেশ)

২য় চর। মহারাজ!

বীর। কি? কি?

২য় চর। রাজা নয়ন সেন পালিয়েছেন কেউ তাঁকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না।

বীর। বেশ ক'রেছেন। বাঙ্গালীর ছেলেকে ভগবান পা দিয়েছেন কিসের জন্য? ব'সে ব'সে কি সে দুটোকে বাতে পঙ্গু করবার জন্য? "য প্রয়াতি স জীবতি।" তোমারও তাই কর যুদ্ধ ক'রবে না, গৌড়েশ্বরের শরণাপন্নও হ'বে না। তাহ'লে এই বেলা মানে মানে পা দুটো সদ্ব্যবহার কর। স্ত্রীপুত্রদের পা থাকে, সঙ্গে নাও; না থাকে, কাঁধে ক'রে বগল বাজাতে বাজাতে ড্যাং ড্যাঙ্গিয়ে বনে চ'লে যাও। বনে বাঘগুলো বহুদিন থেকে দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের পেটের জ্বালা নিবারণ কর।

১ প্র। দোহাই মহারাজ, একটা প্রবঞ্চকের জন্য সোণার রাজ্য নষ্ট ক'রবেন না।

সকলে। দোহাই মহারাজ—দোহাই মহারাজ!

বীর। সোণার রাজ্যের ধ্বংস হয় না। তোমাদের মত পোড়া মাটিতে যে রাজ্যের সৃষ্টি, তারই ধ্বংস হয়। [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।

সৃষ্টিধর।— গীত।

শ্যাম বুঝি যমুনায় ঝাঁপ খেলে।
ওগো তোরা তুল্‌গে তারে ডুব দেছে সে রাই ব'লে॥
জলে আছে কালীয়ের ছানা,—
ফণা তুলে ব'সে আছে, যেমনি কানু যাবে কাছে,
ল্যাজ দিয়ে পাক জড়িয়ে দেবে উঠতে দেবে না।
তখন কে এসে বাজাবে বাঁশী কদম্বমূলে।
গোপীর ননী ক'র্‌বে চুরি সাধের গোকুলে॥

রঙ্গা। কেও সৃষ্টিধর!

সৃ। এই যে—মাসীমা! প্রণাম।

রঙ্গা। তুমি এখানে কি ক'র্‌ছো?

সৃ। এই ধম্মা ব'লে আমার এক সাক্ষাৎ এই খানে নাকি যাতায়াত ক'র্‌ছে, আমি তাই তার গতিবিধি লক্ষ্য ক'র্‌ছি।

রঙ্গা। কই—ধম্মা ব'ল্‌তে এখানে কেউ নেই!

সৃ। সে তুমি জান্‌বে না। তোমার স্বামী রাজা নয়ন সেন জানেন।

রঙ্গা। আমার স্বামীর কথা তুমি জান্‌লে কেমন ক'রে? তুমি দাদার সঙ্গে গিয়েছিলে না?

সৃ। সেই গিয়েই ত আমার সাক্ষাতের সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় হ'ল। আমি বিষ্ণুপুরের সাড়ে বারো গণ্ডী—আমার নজর রাখ্‌তে হয় কত্ত দিকে! লুকিয়ে লুকিয়ে সাক্ষাৎ চোরা চাল চা'ল্‌ছিলেন, আমার চ'কে পড়ে গেলেন।

রঙ্গা। সাড়ে বারো গণ্ডী কি?

সৃ। ও হরি, তা তুমি জান না?

রঙ্গা। না।

সৃ। তা তুমি কি ক'রে জানবে? একে স্ত্রীলোক, তাতে বুদ্ধি কম, একটা বুড়োকেই বে ক'রে ব'সলে। তুমি যুদ্ধের খবর কি ক'রে রাখ্‌বে? সাড়ে বারো গণ্ডী কি বুঝিয়ে দিচ্ছি। পাঁচ হাজারি মনসবদার—হাজারী মনসবদার—সুবেদার—রেসেলদার—এসব নাম কখন শোননি?

রঙ্গা। শুনেচি।

সৃ। তবে আর কি; তাহ'লে সাড়ে বারো গণ্ডীও বুঝেছো? যার তাঁবে পাঁচ হাজার সৈন্য সে হ'ল পাঁচ হাজারী—যার তাঁবে হাজার—সে হাজারী। এখন আমার অদৃষ্টে হ'ল সাড়ে বারো গণ্ডা বাঙ্গালী; মুখেই রাজা রাজড়া মার্‌তে জানে; কাজেই বাক্যের উপাধি আছে—বাক্যবাগীশ—কাব্যভূষণ—তর্কচূড়—যুদ্ধক্ষেত্র বাঙ্গালী কখন দেখেও নি—মাড়ায়ওনি—কাজেই যুদ্ধের খেতাব কারও ভাগ্যে জোটেনি! কই কখন শুনেছ কি? বাণচুঞ্চু—মুদ্গর-চূড়ামণি—মুষল-শাস্ত্রী?—যখন যোদ্ধার উপাধি নেই, তখন খেতাবটা নিজেকেই গ'ড়ে নিতে হ'ল।

রঙ্গা। কেন পঞ্চাশী হ'লে না? তাহ'লে ত অনেকটা মিষ্টি শোনাত।

সৃ। কি, আমি সাড়ে বারো গণ্ডার মালিক—আমি পঞ্চাশী হ'তে যাব কেন?

রঙ্গা। যে সাড়ে বারো গণ্ডা—সেইত পঞ্চাশ।

সৃ। হিঃ হিঃ তাহ'লে তোমার বুদ্ধি আছে। তা হলে শুধু তুমি অম্বিকার কেন, অম্বা, অম্বালিকা, সত্যবতী, ব্যাসদেব মায় পরাশরের উপরে

পর্য্যন্ত রাজত্ব ক'র্‌তে পা'র্‌বে। তা'হলে তুমি যে বুড়ো দেখে বে ক'রেছ—সে ঠিক বুড়ো নয়, তাতে পদার্থ আছে।

রঙ্গা। যুদ্ধে যে গেলে, তার খবর কি?

স্ব। খবর আচ্ছা—যুদ্ধ জয়—রমাই ঘোষ নির্ব্বংশ।

রঙ্গা। সে খবর ত পেয়েছি। অন্য খবর?

স্ব। অন্য খবর—মাঝারী—। মান্দারণ—উদ্ধার—কিন্তু ছেলে পগার পার।

রঙ্গা। সে খবরও পেয়েছি। দাদার খবর কি?

স্ব। বড় মন্দ।

রঙ্গা। বড় মন্দ?

স্ব। বড় মন্দ। তার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

রঙ্গা। কোমর ভেঙ্গে গেছে কি?

স্ব। সেটা আসতে আসতে পথের মাঝখানে ঘটে গেছে।

রঙ্গা। তাহ'লে তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? শীগ্‌গির রাজাকে খবর দাও।

স্ব। খবর অনেকক্ষণ দেওয়া হয়ে গেছে; কিন্তু দিলে কি হবে? সে ভেতর থেকে ভেঙেছে, কাজেই ঠেকো দেবারও যো নাই, মেরামত হবারও উপায় নেই; দোষটা হ'লো আমার। আমি কতকগুলো লোককে ধ'রে, তাঁর সুমুখে এনে উপস্থিত ক'র্‌লুম। তারা, কোথাও কিছুই নেই, হঠাৎ তোমার দাদাকে বাড়ীপেটা ক'র্‌তে লেগে গেল।

রঙ্গা। আর তুমি সাড়ে বারো গণ্ডী—তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলে?

স্ব। আমি কার কি ক'র্‌ব? আমার এই হাতে ছিল ঢাল, আর এই হাতে ছিল তলোয়ার। দুই হাতই যোড়া, বেটাদের যে ধাকা মেরে তাড়িয়ে দেবো তারও উপায় ছিল না। এসেই তোমার দাদাকে না ঘেরে,—বলে আপনিই রমাই ঘোষকে বধ ক'রেছেন—আপনিই আমাদের স্ত্রীপুত্ত্রদের মান রেখেছেন—আপনিই দেশ রক্ষা ক'রেছেন। বুঝতে পা'রছ মাসী মা?

রঙ্গা। তুমি তাদের বুঝিয়ে দিলে না কেন?

স্ব। বুঝিয়ে দেবার সময় কোথায় পেলুম, তা বোঝাব? তারা তখন তোমার দাদাকে ঘেরে মহা গণ্ডগোল লাগিয়ে দিয়েছে—বলে আপনি রঙ্গাবতী দেবীর যোগ্যপাত্র। বুঝেছ মাসী মা!

রঙ্গা। বুঝেছি, তুমি এখন যাও (প্রস্থানোদ্যতা)

স্ব। দাদা তোমার তখন কোথায় পালায়, কোথায় পালায়; কিন্তু তারা পালাতে দেবে কেন? তারা তোমার দাদাকে এমনি ক'রে আগলে,—এই এমনি ক'রে নৃত্য না ক'রে—বলে আপনি আমাদের মদনমোহন আর রঙ্গাবতী রাধারাণী—(পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ)

রঙ্গা। নাও পথ ছাড় আমাকে যেতে দাও।

স্ব। এই মদনমোহন রাধারাণী যতই শোনেন, ততই দমে দমে তোমার দাদার কোমর ব'সে যায়।

রঙ্গা।—তা যাক্, তুমি পথ ছাড়।

স্ব।—চ'লে যাবে তা যাও না—তবে কি জান, পথের মাঝে ছিল মহাপাত্তর। দৈবক্রমে তোমার দাদার সঙ্গে তার হ'য়ে গেল দেখা। যেমন দেখা অমনি ভাব, অমনি তোমার মদনমোহন বধের প্রতিজ্ঞা।

রঙ্গা।—তারপর?

স্ব।—তারপর আমি কি জানি।

রত্না ।—এ সংবাদ তোমায় কে দিলে ?

স্ব ।—কেন আমার ধর্ম্ম সাক্ষাৎ। সে ব'ল্লে নয়ন সেন যে চুপি চুপি পালাচ্ছে, তাকে এই বেলা ধ'রে ফেল। এখনও ত সে বেশী দূর যায়নি, এই সবে মাত্র বেরিয়েছে।

রত্না ।—তাইত তাইত, তা'হলে কি হবে স্বষ্টিধর ? কি ক'রে আমার স্বামী রক্ষা পাবেন ? তিনি যে একা—নিরস্ত্র।

স্ব ।—কি ক'রে রক্ষা পাবেন, তা আমি কি জানি ? যে খবর দিয়েছে—সেই ধর্ম্মই জানে। মেরে ফেল্‌লে ভাল হয়, মা'র্‌বে। রা'খ্‌লে ভাল হয়, রাখ্‌বে।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা ।—রত্নাবতী ! এমন সময় একাকিনী এ উদ্যানে থেকো না। শুনলুম বহু সৈন্য নিয়ে গৌড়েশ্বরের পুত্র, আমাদের রাজ্য আক্রমণ ক'র্‌তে আ'স্‌ছেন। প্রজাসব সেই সঙ্গে বিদ্রোহী হ'য়েছে। সুতরাং আমি এখানকার কাউকেও আর বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না। অসহায় অবস্থায় এ নির্জ্জন স্থানে বিচরণ করা আর যুক্তিযুক্ত নয়। ঘরে চল।

রত্না ।—শুনলুম দাদা বিষ্ণুপুরে এসেছেন।

পদ্মা ।—সে এসে সসৈন্যে গৌড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে যোগদান ক'রেছে। এত কাল যে মহারাজ পুত্রস্নেহে তাকে পালন ক'রে এসেছেন, সে তার যোগ্য প্রতিশোধ দিয়েছে। আমার মাথা হেঁট ক'রেছে! অন্যায় ভ্রাতৃ-বাৎসল্যে আমি তাকে বিষ্ণুপুরের সেনাপতি ক'রেছিলুম। যোগ্যতর ব্যক্তিদের বঞ্চিত ক'রে তাদের মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের কারণ হ'য়েছিলুম। এখন তাদেরও হারিয়েছি—ভাইয়ের কাছেও উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছি! এখন অদৃষ্টে আরও কি আছে, তা বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি না—তুমিও সাবধান হও। নইলে বিপদে প'ড়্‌বার সম্ভাবনা। রাজা এ বয়সে আত্মরক্ষা ক'র্‌তেই অসমর্থ,—তিনি কিছু এ সময় আমাদের ভার আবার গ্রহণ ক'র্‌তে পারেন না।

রত্না ।—তা হ'লে ত দেখ্‌ছি দিদি আমা হ'তেই বিষ্ণুপুরের এই বিপদ উপস্থিত হ'ল ?

পদ্মা ।—তা হ'লেও আমাদের দুঃখ কর্‌বার কিছু নেই। তুমি আমার কন্যা হ'লেও ত এইরূপ বিপদ উপস্থিত হ'তে পা'র্‌ত। বিপদ এসেছে—কি ক'র্‌ব ? ম'লে কিছু বিষ্ণুপুরকে সঙ্গে নিয়ে যাব না। যারা আমাদের সঙ্গে সমভাবে বিষ্ণুপুর ভোগ ক'রছে, তারা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক দেশকে শত্রুহস্তে দিতে চায়, তাহ'লে আমাদের দুঃখ কি ? কিন্তু হিঁদুর মেয়ের ধর্ম্ম যদি সামান্য মাত্রও আহত হয়, তার চেয়ে দুঃখ আর হতেই পারে না। শুনলুম—যিনি তোমার ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা, তিনি চোরের মতন বিষ্ণুপুর ত্যাগ ক'রেছেন।

রত্না ।—(স্বগত) কি ক'র্‌ব ? বলব না, মহারাজ নিষেধ ক'রে গেছেন। যতদিন না তিনি বিষ্ণুপুরে ফির্‌তে পা'র্‌ছেন, ততদিন তাঁর দুর্নাম আমাকে শুনতেই হবে।

পদ্মা—শুনে দুঃখ ক'র না রত্নাবতী ! কি ক'রবে অদৃষ্ট ! তুমি বুঝ্‌তে পা'রলে না,—আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না,—অমন বিজ্ঞ রাজা, তিনিও কেমন হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলেন। এক অজ্ঞাত কুলশীল বৃদ্ধের বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে আমরা যে কে কি ক'র্‌লুম, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। কাকে তোমাকে সমর্পণ ক'র্‌লুম, তাই এখন আমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। সে ব্যক্তি যদি নয়ন সেন হ'ত, তাহ'লে কি এই দুঃসময়ে পরহিতৈষী মহারাজকে সে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পা'র্‌ত ? অথচ সমস্ত বিপদ সেই

নরাধম কাপুরুষের জন্য। তারই জন্য শান্ত প্রজা বিদ্রোহী হ'ল—তাই শত্রু হ'ল। সেই প্রবঞ্চকের জন্যই বাঙ্গালার সম্রাট্‌পুত্র—নয় লক্ষ সৈন্যের অধিপতি—অপমানিত লাঞ্ছিত হ'য়ে রুদ্রমূর্ত্তিতে বিষ্ণুপুর রসাতলে দিতে আস্‌ছে। যাক্‌, অদৃষ্টে যা ছিল তাই হ'ল। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো; একাকিনী এখানে সেখানে ঘুরো না—কেননা এখন আমার নিজের ঘর পর্য্যন্ত নিরাপদ স্থান নয়। কার মনে কি আছে, কিছুই ব'লতে পার না। এই যে মহারাজ! আপনি আবার এখানে এলেন কেন?

(বীরমল্লের প্রবেশ)

বীর।—রত্নাবতী, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র ?

রত্না।—আজ্ঞে করুন।

বীর। জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি—কিন্তু বুঝে উত্তর দিও। আমার কথায় মনে একটুকুও দুঃখ ক'রো না।

রত্না।—আপনি আমার পিতৃতুল্য হিতার্থী।

বীর।—তবে শোন। তোমার স্বামী তোমাকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ ক'রে, কাপুরুষের ন্যায় এ স্থান ত্যাগ ক'রে গেছেন।

রত্না।—আপনারা কি তাঁর পুনরাগমনের প্রত্যাশা করেন না?

বীর।—প্রত্যাশা ক'র্‌তে পারি, কিন্তু জীবদ্দশায় নয়। যখন সে ফির্‌বে, তখন বিষ্ণুপুর অরণ্যে পরিণত হবে। এতক্ষণ বোধ হয় তোমার সঙ্গে কথা কবারও অবকাশ পেতুম না। এতক্ষণ গৌড়েশ্বরের পুত্রের সমস্ত সৈন্য বিষ্ণুপুর ঘেরে ফেল্‌তো, আজীবন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, এ বার্দ্ধক্যেও আমি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারতুম না। অগণ্য যোদ্ধার বিরুদ্ধে আমি একা, সুতরাং পরিণাম কি হ'ত, তোমাদের বুঝতে বাকী নেই। কি জানি, কি আশ্চর্য্য দৈব ঘটনায়, বিড়াই, দারকেশ্বরে প্রবল বন্যা এসেছে। আস্‌তে আস্‌তে সৈন্যের গতিরোধ হ'য়ে গেছে। তাই এখনও বেঁচে আছি। কিন্তু বন্যা আমাকে ক'দিন রক্ষা ক'র্‌বে?

রত্না। আমাকে কি ক'র্‌তে অনুমতি করেন?

বীর। তুমি পুনর্ব্বিবাহে প্রস্তুত আছ? সমস্ত প্রজাকে অসন্তুষ্ট ক'রে, আমি এক অজ্ঞাতকুলশীল প্রবঞ্চকের হাতে তোমাকে দান ক'রেছি।

রত্না। বালিকা ব'লে এ কঠোর রহস্য ক'র্‌বেন না মহারাজ!

বীর। তবে আর কি, জাতিও গেল—কুলও গেল—তখন এই—ঝর্‌ঝরে ভাঙ্গা পিঞ্জরের ভেতর প্রাণটা রাখবার আর প্রয়োজন কি? তোমরা প্রস্তুত থাক, আমি চল্লুম।

রত্না। (পদতলে পড়িয়া) মহারাজ! আমাকে পরিত্যাগ করুন না?

বীর। রত্নাবতী!—বৃদ্ধ আমি—তার ওপর বাল্যকালে নীচঘরে প্রতিপালিত—মর্য্যাদা রেখে কথা ক'ইতে শিখিনি। আমি তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা কর।

রত্না। সে কি মহারাজ? আপনি আমার পিতৃতুল্য। বাল্যে বাপ মাকে হারিয়েছি। অবোধের চক্ষে তাঁদের দেখেছিলুম। সুতরাং তাঁদের দেখতেও পাইনি। চিন্‌তেও পারিনি। যখন দেখতে শিখেছি—তখন দেখেছি আপনি আমার পিতা,—আর স্নেহময়ী রাণীই আমার মা। দেখুন, আমি রহস্য ক'র্‌ছি না, আপনাদিগকে বিপন্মুক্ত দেখবার জন্যও ব'ল্‌ছি না। কেননা এটা আমার বিশ্বাস—বিষ্ণুপুর রাজ যতই অশক্ত হ'ন, তবু তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন

না। তথাপি আমি ব'ল্‌ছি—আপনি আমাকে পরিত্যাগ করুন।

পদ্মা। আর কেন রঙ্গাবতী? আর ও কথা কেন দিদিমণি?

রঙ্গা। না দিদি! আপনি শুধু এই অভাগিনীর ভগিনী ন'ন। আপনি অসংখ্য সন্তানের জননী। শুধু এক জনের জন্য সেই অসংখ্যকে বিপন্ন করা, রাজ্যেশ্বরীর ধর্ম্ম নয়। মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য সহধর্ম্মিণীকে বনবাস দিয়েছিলেন।

বীর। আমি ত শ্রীরামচন্দ্র নয়, আমি বাগ্দীরাজা। বাগ্দীর ঘরে বাল্যকালে দু'একটা রামকে দেখেছিলুম, তাইতে রঙ্গাবতী, আমি এই অবিবেচিত বাক্যে তোমাকে মর্ম্মপীড়িত করেছি।

রঙ্গা। না মহারাজ, আপনি ঋষি, আপনার ওপর ক্রোধ ক'র্‌বার কিছুই নেই। তথাপি আমি কি নিবেদন করি শুনুন। আমি রূপের লোভে মালা দিইনি, যৌবন ঐশ্বর্য্য দেখে মালা দিইনি—অসাধারণ বীরত্বের, অতুল দেশহিতৈষণার, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ গর্ব্বিতা নারীর ন্যায় আমি বৃদ্ধকে যৌবন দান ক'রেছি। তিনি যদি প্রবঞ্চক হন, তথাপি তিনি আমার স্বামী। তিনি যদি নীচকুলোদ্ভব হন, তথাপি তিনি আমার স্বামী। প্রাণ ভয়ে যদি তিনি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে যান, তথাপি তিনি আমার স্বামী। আমি সহধর্ম্মিণী মূর্ত্তিতে, ভিক্ষুকা বেশে তাঁর অনুসরণ ক'র্‌বো। মহারাজ! আমাকে বাধা দেবেন না।

বীর। তাহ'লে পদ্মাবতী, তুমি তোমার ভগ্নীকে গড়ের বাইরে রেখে এস।

পদ্মা। দোহাই মহারাজ! অজ্ঞান বালিকার ওপর ক্রোধ ক'র্‌বেন না।

বীর। না ক্রোধ ক'র্‌ব কেন? রাজা আমি, ক্রোধ ক'রে লাভ কি? যদি বেঁচে থাকি, দু'দিন বাদে, তোমাকে আমাকে সবাইকেই পথে ব'সতে হবে। সুতরাং আগে থাকতে মানে মানে যে যার পথটা দেখা ভাল নয়? যাও রঙ্গাবতী, আমি সন্তুষ্টচিত্তে তোমাকে গৃহত্যাগে অনুমতি দিলুম।

[প্রস্থান।

পদ্মা। মহারাজ! আদেশ ফিরিয়ে নিন্—দোহাই মহারাজ! আদেশ ফিরিয়ে নিন্।

[প্রস্থান।

রঙ্গা। হে ধর্ম্ম! জানি না তুমি কে—তোমার কিরূপ মূর্ত্তি, তুমি যে কত শক্তিধর! তথাপি আমি তোমার পূজা ক'রে এসেছি। তাতে যদি কিছু পুণ্য থাকে, আর সে পুণ্যে যদি কিছু শক্তি থাকে, তাহ'লে সে শক্তি আমার এই আশ্রয়দাতার গৃহে রেখে গেলুম। সে শক্তি রাজা ও রাণীকে শত্রুপীড়ন হ'তে রক্ষা করুন। দেশে শান্তি আসুক, প্রজা নির্ভয় হোক্। আশ্রয়রূপা পুণ্যময়ী ভূমি, আমার অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ কর।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বনপথ।

(নয়ন সেন)

নয়ন। কি ক'র্‌লে দ্বারকেশ্বর? এই বিপদ সময়ে তুমিও শত্রুতাচরণ ক'র্‌লে? আমাকে পরপারে পৌঁছিতে দিলে না? তাহ'লে কেমন ক'রে আমি ঋষিতুল্য রাজার মর্য্যাদা রক্ষা করি? আমাকে এ কি বিপদে ফেল্‌লে নারায়ণ? স্ত্রী-পুত্রের শোকে জর্জ্জরিত হ'য়ে দুরাশার ভারে অবসন্ন আমি যে সময় প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর

প্রতীক্ষা ক'রেছি, সে সময় আমাকে এ কি দিলে দয়াময়? দিলে ত তাকে রক্ষা ক'রবার উপায় দিলে না কেন? দ্বারকেশ্বরকে বিঘ্নস্বরূপ ক'রে আমার অম্বিকা যাবার পথ রোধ ক'র্‌লে কেন? পথে সামান্য মাত্র বিলম্ব হ'লে যে আমার সমস্ত আশা নির্মূল হবে। দ্বারকেশ্বর, পথ দাও! কাল তুমি আমারই মত গতযৌবন শীত গ্রীষ্মের পীড়নে ক্ষীণধারায় প্রবাহী স্রোতহীন জীবনে আপনার দুঃখে আপনি আবদ্ধ, চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধের ন্যায় ক্ষীণকণ্ঠে কেঁদেছ। আর আজ তুমি বর্ষার বারি-সম্পাতে পুনর্যৌবন লাভ ক'রে হৃদয়ের উল্লাস দেখাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই অনন্ত বারিনিধির অন্বেষণে চ'লেছ। ভগবানের কৃপা পেয়েছ, তুমি কৃপালেশশূন্য হ'য়ো না। অহঙ্কারে এত স্ফীত হ'য়ো না, পথ দাও। তোমার বৎসরাবর্ত্তনের সঙ্গে এক একবার যৌবনোল্লাস ফিরে আস্‌ছে, কিন্তু আমার জীবনের বৎসর প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে আমার অঙ্গে কেবল এক একটি মসী রেখাপাত ক'র্‌ছে। তুমি আমার প্রতি করুণা কর। আমার দেহে শক্তির ক্ষীণ চিহ্ন, আর একদিন মাত্র বিলম্ব হ'লে মুছে যাবে। আর আমি রঙ্কাবতীকে রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌ব না। দোহাই দ্বারকেশ্বর—পথ দাও—

(মহাপাত্র, মণিরাম ও প্রহরিগণের প্রবেশ)

মহা। আর পথ কেন বুড়ো শালিক? একেবারে দ্বারকেশ্বরের কোল নাও। বাঁধ—বেটাকে বাঁধ, নইলে এখনি পালাবে। শালা ভারী লুকোচুরিবাজ—

(প্রহরিগণ কর্ত্তৃক নয়ন সেনকে ধারণ)

নয়ন। কে তোমরা?

মণি। নরাধম! নির্ঘৃণ্য পিশাচ! কাল পুত্রকলত্রহীন হ'য়েছ; তাতেও তোমার শিক্ষা হ'ল না, তাই এতদূর এসে আমার স[...] ভগিনীর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হ'য়েছ?

নয়ন। কে তোমরা?

মহা। আমরা ঘটক।

নয়ন। তোমরা কি ক'র্‌তে চাও?

মহা। জটেবুড়ীর সঙ্গে তোমার [...] দিতে চাই। জটেবুড়ী তোমাকে দ্বারকেশ্ব[...] গর্ভে নৈকাঠের সঙ্গে প্রেম-বন্ধনে বেঁধে রাখ[...] আর বিয়েপাগলা হ'লে ড্যাঙ্গায় তোমা[...] ছুটোছুটি ক'র্‌তে হবে না। নে—চল্—শাল[...] নিয়ে চল্, শালাকে একেবারে বুড়িয়ে না মা[...] পা'র্‌লে বিশ্বাস নেই।

নয়ন। তোমরা আমাকে বাঁধতে চ[...] বাঁধ। আমি বাধা দেব না। দেখছ না, অ[...] নিরস্ত্র পথ চ'লেছি। কেন? শুধু সতী-শ[...] পরীক্ষার জন্য। এক সতী একদিন যমের হ[...] থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে এনেছিল। এ জগ[...] এমন কেউ নাই যে, সতীর বিভীষিকা উৎ[...] ক'র্‌তে পারে। তোমরা হাজার চেষ্টা ক[...] কিন্তু আমার বিশ্বাস, কেউ তোমরা আমা[...] বিনষ্ট ক'র্‌তে পা'র্‌বে না।

মহা। হাঃ—হাঃ—নিয়ে চল্—জ'টের [...] সতী তার প্রাণেশ্বরের বিরহে বুড়বুড়ী কা[...] চল্—চল্। দ্বারকেশ্বর! হঠাৎ ফুলে উঠে [...] মান রেখেছ বাবা!

মণি। নইলে, পার হ'লে শালা, বু[...] আঙ্গুল দেখিয়েছিল আর কি!

মহা। যা—যা—বেটারা শীগগীর ফেল[...] শীগ্‌গীর ফেল্। এস ভাই, এইবারে তোমা[...] বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসাবার ব্যবস্থা করি।

[উভয়ের কোলাকুলি করিতে করিতে প্রস্থান

নেপথ্যে।—দ্বারকেশ্বর! যদি তোমার ইচ্[...] হয়, আমাকে কোলে স্থান দাও।

(দলুর প্রবেশ)

দলু। প্রভুর কণ্ঠস্বরের মতন স্বর শুনলুম না? এও কি হ'তে পারে? এ হতভাগার ভাগ্য কি এমন সুপ্রসন্ন হবে? মনিবকে আর কি দেখতে পাব?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। সর্দ্দার—সর্দ্দার, দেখ দেখ, কতকগুলো লোক কাকে জলে ফেলে দেবার উদ্যোগ ক'রছে।

দলু। সে কি? কোথায়? নিরীহের ওপর অত্যাচার আমার সুমুখে?

লক্ষ্মী। ফেল্‌লে—ফেল্‌লে—গেল—গেল—বিষম স্রোত—প'ড়লে আর উদ্ধার ক'রতে পারবিনি। তোর সুমুখে য'বে—সর্দ্দার—শীগগীর যা—শীগ্‌গীর যা—ঐ, রক্ষা কর্—রক্ষা কর্।

দলু। তাইতো—তাইতো—

[উভয়ের প্রস্থান।

(মহাপাত্র ও মণিরামের অপরদিকে প্রবেশ)

মহা। এস দাদা, আর কেন, এস কোলাকুলি করি। (উভয়ের হাস্য)

মণি। চিরকালের জন্য কিনে রাখলে দাদা, গোলাম ক'রে রাখলে।

মহা। রসো, এখন হ'য়েছে কি? তোমাকে আগে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসাই, তবে আমার কাজ শেষ।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। ধর্ম্মের খেলা,—ভাগ্যে তোমরা এসেছিলে হুজুর! নইলে বুড়ো বেটা ত পালিয়েছল। রত্নাবতী দেবী ত সধবা থেকেই গেছল।

মণি। চুপ কর বেটা, চুপ কর্।

সৃ। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, ভারী ক'রে ফেলেছ।

মহা। আরে বেটা চুপ কর্ না।

সৃ। কিন্তু এটা মহাশশ্মান। ভূতের উপদ্রব বড় বেশী। নয়ন সেন প'ড়বে, আর ভূত বেটারা চারিদিক থেকে খেঁকা মেকা ক'রে ধ'রবে।

মহা। আরে মর্ বেটা, কে শুনে ফেল্‌বে—চুপ কর্ না।

সৃ। এখানে আর কে শুনতে আস্‌বে? যদি শোনে ভূতে। তা আর ভূতে শুনে কি ক'রবে? আমি আবাগে' নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করি। নইলে রত্নাবতী বিধবা হ'ল, আমি জেনে শুনে তোমাদের সঙ্গে আমোদ ক'রছি। ধর্ম্মের খেলা, চোক আছে শুধু দেখছি। হাত থাকতে নুলো—পা থাক্‌তে খোঁড়া!

মণি। আরে ম'ল, কি বেড়র বেড়র্ ব'কছিস্?

সৃ। ওবে গোটা দুই যমদূত দেখেছি—আর একটা পেত্নী।

(প্রহরিগণের প্রবেশ)

১ম প্র। হুজুর পালান—পালান—পালান।

মণি। সে কিরে? পালাব কেন?

মহা। কি বলছিস্? পালাব কেন?

১ম প্র। হুজুর ভূত। আমরাও বুড়োটাকে জলে ফেলে দিয়েছি—অমনি সে মড়াটা খাবার জন্য ঝপাং ক'রে জলে প'ড়েছে।

মহা। বলিস্ কিরে—?

সৃ। হ'য়েছে—ধর্ম্মরাজের চেলারা এসেছে—দেখা দিয়েছে, বস্।

১ম প্র। আজ্ঞে হুজুর মিছে নয়—এমনি জোরে প'ড়েছে যে আমার গায়ে জলের ছিটে লেগেছে।

সৃ। নয়ন যেমন প'ড়বে, আর বেটারা চারিদিক থেকে খেঁকা মেকা ক'রে ধ'রবে।

মহা। মানুষ নয় ত?

১ম প্রজা। আজ্ঞে মানুষ কেমন ক'রে হবে? তা'হলে ত তাকে দেখতে পেতুম।

স্থ। ঐ তাহ'লে ঠিক হ'য়েছে, নিশ্চয় ভুত। মড়াথেকো জ'লো ভুত।

মহা। খড় খড় করে কিরে?

১ম প্র। হয় ত সেই বেটা।

স্থ। হয় ত কেন, ঠিক। সেই জ'লো ভুত। বুড়ো হুড়ো হোক, রাজা ত বটে। কত ঘি মাখন খেয়ে শরীর ক'রেছে—তাকে খেয়ে ভুত বেটার গায়ের জ্বালা হ'য়েছে, তাই ছট্‌ফট্‌ ক'রছে। ঐ আস্‌ছে—

সকলে। ওরে বাবারে—তাইতো রে—রে—

স্থ। ধর্ম্মের চেলা, ধর্ম্মের চেলা!

[বেগে সকলের প্রস্থান।

(বলার প্রবেশ)

বলা। এই যে তারা কথা ক'ইলে। দোহাই মা কালী, দেবতাকে দেখিয়ে দাও। নইলে আর যে ঘরে ফিরতে পা'রব না। কেও—ওখানে কেও?—বাবার মতন কেও?—কাছে ব'সে—কেও?—রাজা—রাজা—

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

দ্বারকেশ্বর নদীতীর।

(নয়ন সেন ও দলু)

নয়ন। একি নারায়ণ! একি তোমার অপার করুণা? দলু, দলু—সত্যি তুই—না এখনও আমি স্বপ্ন দেখছি? দ্বারকেশ্বরের গভীর আবর্ত্তে প'ড়েছিলুম, যথার্থই কি সেখান থেকে ফিরে এলুম?

(দলু-কর্ত্তৃক বন্ধন মোচন)

দলু। এইবারে অনুমতি কর প্রভু!

নয়ন। রক্ষা করেছিস্‌ এই যথেষ্ট। অনে[ক] কাজ আছে দলু—সঙ্গে আয়।

দলু। শুধু? অমনি অমনি—? তোমা[র] অপমান চক্ষে দেখে? বল কি প্রভু? না[,] অনুমতি কর।

নয়ন। কিসের অনুমতি? উঠে আয়[।] ওরা কেউ অপরাধী নয়। শোকের ভা[র] বহন ক'র্‌তে না পেরে, আমি স্বেচ্ছা[য়] দ্বারকেশ্বরের গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে চলে[] ছিলুম। নইলে—দলু, বাপ, এই কা[] কাপুরুষের হাত থেকে আমি কি আত্মরক্ষ[া] ক'র্‌তে পা'র্‌তুম না? দলু, আমার অনুরো[ধ] রক্ষা কর—আমার সঙ্গে চল্‌।

দলু। অন্যায় অনুরোধ ক'রবেন না[।] আমি এ অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে স্থা[ন] ত্যাগ ক'রব না। আপনি আমার দেবতা—স্ত্রীপুত্র-শোকে জর্জ্জরিত হ'য়ে এই বৃদ্ধ বয়[সে] আপনি প্রাণের যাতনায় ঘর থেকে ছুটে বেরি[য়ে] এসেছেন। পাগল ভিখারীর মতন পথে পথে[] বেড়াচ্ছেন। এরূপ অবস্থায় আপনার [উপর] অত্যাচার! আর আমি দলু সর্দ্দার—তা[ই] দাঁড়িয়ে দেখব? আমি আপনাকে রক্ষা ক'র্‌তে ব্যস্ত! আর একটু মাত্র দেরি হ'লে আর বু[ঝি] আপনাকে উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌তুম না। আ[র] বুঝি আপনাকে দেখ্‌তে পেতুম না। আ[] তাই আপনার উদ্ধারেই ব্যস্ত হ'য়েছিলুম। তা[ই] আমি প্রতিশোধ নিতে পারিনি। বলুন, কো[ন্‌] পিশাচ আপনার উপর অত্যাচার ক'রেছে[?] আপনি অম্বিকার ঈশ্বর, বিষ্ণুপুরে এসেছে[ন,] বিষ্ণুপুর এ খবরটা জা'নতে পা'রবে না?

(বলার প্রবেশ)

বলা। অম্বিকার ঈশ্বর, তোমার এই দশা? বিষ্ণুপুরে এসে চোরের হাতে—তোমার এই অপমান?

নয়ন। এ দুঃসময়ে তুমি আর কি প্রত্যাশা কর, বাপ্? একদিনে আমার সংসার ছারখার! বিধাতার যখন এরূপ নিষ্ঠুর বিধান, তখন অপমান লাঞ্ছনা ভোগ ক'র্‌ব, এতে আর আশ্চর্য্য কি?

বলা। সে আক্ষেপের কথা আর কেন ব'লছ রাজা? কি ব'ল্‌ব—বিধাতাকে দে'খতে পাই না। দেখ্‌তে পেলে, তাকে একবার দেখে নিতুম। তোমার মত দেবতার যে লাঞ্ছনা করে, আমি কখনই সে বিধাতার খাতির রাখি না।

নয়ন। আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ; বিধাতার অপরাধ কি?

বলা। তা যাক্—কোন্ নচ্ছার বেটা তোমায় এ দুর্দ্দশা ক'রেছে বল?

নয়ন। আর ব'লে কাজ নাই—চল।

বলা। মা—মা—শীগ্‌গীর আয়, মনিবকে পেয়েছি।

লক্ষ্মী। কই বলা, কোথায় আমাদের মনিব?

নয়ন। এ কি! তোরা সবাই এসেছিস্?

দলু। বাব তোমকে বার দিকে পাঠিয়েছি। লক্ষ্মী আমার সঙ্গে এসেছে। বলা অন্য দিকে গেছল, সে একটু আগে বিষ্ণুপুরে এসেছে।

লক্ষ্মী। ওমা এ কি! মনিবের এ অবস্থা কে ক'রলে? আলু থালু বেশ—সর্ব্বাঙ্গে জল!

দলু। এ কি দেখ্‌ছিস? সর্ব্ব অঙ্গ বাঁধা ছিল। পাষণ্ড বেটারা প্রভুকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিল!

লক্ষ্মী। আর তুই ব'সে ব'সে দেখ্‌লি মনিবকে বাঁধা দেখতেই কি তার নেমক খেয়ে ছিলি?

দলু। কি কব্বি, তখন আমি একা, মনি বকে বাঁচাই, না পাষণ্ড বেটাদিকে ধরি।

লক্ষ্মী। বেশত, এখন ব'সে আছিস্ কেন যা—হারামজাদা বেটাদের মুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে আয়।

বলা। মনিব যে কিছু ব'লছে না—বেঁধেছে মনিব যে কিছু ব'ল্‌ছে না।

নয়ন। বলাই, শান্ত হও, লক্ষ্মী শান্ত হ—পুত্রকে নিবৃত্ত কর্।

লক্ষ্মী। কেন ক'র্‌ব? কিসের জন্য ক'র্‌ব চক্ষের ওপর তোমার অপমান দেখেও যদি চুপ ক'রে থাকে, তা হ'লে যে ওকে নরকে যেতে হবে। আমি মা হ'য়ে তা কেম ক'রে দেখব?

বলা। মা, তুই রাজার কাছে বোস্‌ ব'সে সেবা কর্, আমি দেখি সন্ধান ক'রে কোন্ পাপিষ্ঠ মনিবকে জলে ফেলে দিয়েছে মা কালী পাপীকে ঠিক ধরিয়ে দেবে এখন।

(রত্নাবতীর প্রবেশ)

রত্না। কে গা তোমরা?

নয়ন। এ কি! তুমি—তুমি রত্নাবতী—

সকলে। অ্যাঁ! সে কি?

রত্না। এই যে মহারাজ আছ?—বেঁচে আছ? মদনমোহন—

নয়ন। এই দেখ রত্নাবতী! আমি তোমা পুণ্যে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছি।

দলু। কে মা তুমি?

লক্ষ্মী। কে মা তুমি? আমাদের রাজা কে মা তুমি?

রত্না। জানি না :তোমরা কে? কিন্তু বুঝেছি তোমরা আমার পুত্রকন্যা। যদি তাই হও, তা'হ'লে শোন, আমি অম্বিকা নগরের রাণী—গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র আমার স্বামীর লাঞ্ছনা ক'রেছে, যদি তোমরা সামান্য মাত্র শক্তিরও গর্ব্ব কর, তা'হলে এখনি আমার এ অপমানের প্রতিশোধ নাও। যদি প্রাণ যায় —তা'হ'লে অনন্ত বৈকুণ্ঠে তোমাদের স্থান হ'বে।

লক্ষ্মী। বলাই, যদি সে পাষণ্ডের শাস্তি দিয়ে এ অপমানের শোধ নিতে পারিস্, তবেই বুঝব সার্থক তোকে গর্ভে ধ'রেছি। যদি না পারিস্, অমনি অমনি দ্বারকেশ্বরে ঝাঁপ দিস্। অম্বিকায় ও মুখ কখন দেখাসনি।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—রাজবাটী।

(বীরমল্ল)

বীর। যাদের নিয়ে রাজ্য, তারাই শত্রু। তারা নিজের রাজ্য, সংসার-বাস সুখ অসহ্য বোধ ক'রে পরের হাতে ধ'রে দিতেছে। একি তোমার লীলা মদনমোহন? আমি আজীবন কঠোর সাধনায় যে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছি —সেই রাজ্যের ওপর অত্যাচার ক'র্‌ছে কে? না যাদের নিয়ে রাজ্য। তারা রাজ্যের একটা দাসের ওপর অভিমান ক'রে, সকলে এক সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আত্মহত্যা ক'র্‌তে চ'ল্‌ছে। বাঃ —বাঃ—এ রহস্য ভেদ করা আমার মত বাগ্দী রাজার কর্ম্ম নয়। প্রতীকার কেন ক'র্‌ব, কার জন্য ক'র্‌ব? বৃদ্ধ বয়সে অস্ত্র ফেলে মালা ধরেছি, এই মালায় যদি কিছু প্রতীকার থাকে, ত প্রতীকার লোক। বাঃ—বাঃ—মালার নাম করছেই যে মালাবতী ব্যগ্রভাবে আমার কাছে আগমন ক'র্‌ছেন!

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। একি সর্ব্বনাশ মহারাজ! রত্নাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

বীর। দেখতে না পাওয়াই সম্ভব।

পদ্মা। কোথাও ত দেখতে পাচ্ছি না। বাড়ীতে নেই, বাগানে নেই, কি হ'ল মহারাজ? এ গভীর অন্ধকার—একা বালিকা কোথায় গেল মহারাজ?

বীর। একা বালিকা এই গভীর অন্ধকারে চিরকালই ত হারায়।

পদ্মা। কি কঠোর আদেশ ক'র্‌লেন মহারাজ?

বীর। আদেশটা কঠোর হয়েছে বটে। বেশ, তুমি বালিকাকে ফিরিয়ে আন। আমি আদেশটাকে প্রত্যাহার ক'রে নরম ক'রে নিচ্ছি। কিছু ভেব না রাণী, কিছু ভেব না। এ মদন-মোহনের লীলাভূমি। লীলাময় নানাজাতীয় লীলা করেন—রত্নাবতীর পলায়ন বোধ হয় সেই লীলার একটা ফেকড়া। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমায় মালা দাও। আমি জপের টানে তোমার রত্নাবতীকে টেনে আনি।

নেপথ্যে—(কোলাহল ও বন্দুকের শব্দ)

ঐ তোমার মদনমোহনের লীলাতরঙ্গে বুদ্‌বুদ্ উঠছে। এখনি তোমার রত্নাবতী—তুমি —তোমার প্রাণেশ্বর—তোমার প্রাণেশ্বরের বিষ্ণুপুর, সব—ভেসে উঠবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমার জপের মালা দাও।

(কঞ্চুকির প্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজ! আত্মরক্ষা করুন—শত্রু—শত্রু! মা, আত্মরক্ষা করুন। গৌড়েশ্বরের

সৈন্য নগর আক্রমণ ক'রেছে। বিদ্রোহীরা সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে। নগরে প্রবেশ করে এখন তারা রাজবাড়ী আক্রমণে উদ্যত! আত্মরক্ষা করুন—আত্মরক্ষা করুন।

বীর। রাণী আত্মরক্ষা ক'রতে হবে—মালা আন—মালা আন।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মহারাজ! ডাকাত—ডাকাত।

বীর। ঐ শোন শত্রু ছিল, ডাকাত হ'ল! মালা আন, মালা আন।

পদ্মা। ডাকাত কি?

ভৃত্য। ডাকাত—ডাকাত—মানুষ মেরে, শত্রু মেরে বাড়ীতে ঢুকছে—দেউড়ীর সব সেপাই বাধা দিতে প্রাণ দিয়েছে—আত্মরক্ষা করুন—আত্মরক্ষা করুন।

(মণিরামের প্রবেশ)

মণি। দিদি, দিদি! বাঁচাও—বাঁচাও, নইলে মলুম। দোহাই এমন কর্ম্ম আর ক'রব না—বাঁচাও! যা ব'লবে তাই শুনব—যা ক'রতে ব'লবে তাই ক'রব। নাকে খত দেব—

(বেগে মহাপাত্রের প্রবেশ)

মহা। দোহাই—মহারাণী! রাজাকে ব'লে বাঁচাও।

পদ্মা। এ সব কি রহস্য?

বীর। তাইত একি রহস্য? তুমিই ত আমার রাজ্য আক্রমণ ক'রতে এসেছ?

মহা। তা'ত এসেছি—বরাবরই ত সেই রকম আসছি—কিন্তু দেউড়ীর কাছে এসে সব উল্টে গেছে। আমরা মানুষ জেনে লড়াই ক'রতে এসেছিলুম। কিন্তু বিষ্ণুপুরে ভূত আছে তা'ত জানতুম না। ভূতের সঙ্গে লড়াই আমাদের অভ্যাস নাই। দোহাই মহারাজ রক্ষা করুন।

মণি। ঐ কাটতে আসছে, ও দিদি, ঐ কাটতে আসছে!

(দলু ও বলার প্রবেশ)

দলু। ঐ—ঐ—মহাপাত্তর। আর পালাতে দিসনি, তাহ'লে আর পাবিনি। যদি নিজের মান আর প্রাণ রাখতে চাস, তা'হলে এখনি দুরাত্মাকে ধরে ফেল। আর আমি এটাকে ধরে নিয়ে যাই।

উভয়ে। দোহাই আশ্রিতবৎসল মহারাজ—দোহাই মহারাজ—

পদ্মা। রক্ষা করুন মহারাজ—হতভাগাকে রক্ষা করুন।

(নয়ন সেনের প্রবেশ)

নয়ন। হাঁ হাঁ—মের না—মের না। উনি তোমার মায়ের সহোদর—সম্মুখে রাজা, আমার দেবতা—প্রণাম কর! রাণী আমার মাতৃতুল্যা প্রণাম কর।

বীর। রাজি! শত্রু ছিল, ডাকাত হ'ল! ডাকাত ছিল মিত্র হ'ল, মালা আন, মালা আন! এ সব কি ব্যাপার ভাই?

নয়ন। মহারাজ আপনার আশীর্ব্বাদ।

(প্রণাম করণ)

দলু। মায়ের সহোদর—মামা—তোমার এই কাজ? যাও, চ'লে যাও, এখনও পর্য্যন্ত আমার মাথা ঠিক নেই—রাগে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে—চ'লে যাও— [মণিরামের প্রস্থান।

মহা। দোহাই মহারাজ, দোহাই মহারাজ।

(রত্নাবতী ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

রত্না। মুক্ত কর—মুক্ত কর—দেবতা রাজার সম্মুখে হত্যা ক'র না—

বলা। মা!

লক্ষ্মী। রাণীর আদেশ পালন কর্!

(রত্নাবতী ও লক্ষ্মীর বীরমল্লকে প্রণাম করণ)

মনু। দে বেটা'র কাণ মো'লে ছেড়ে দে।

বলা। (কর্ণমর্দ্দন করিতে করিতে) দূর হ—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গৌড়—রাজপুরী।

মহাপাত্র ও মহীপাল।

মহা। এক বেটা বাগ্দী রাজার সুমুখে,—রাজসভা মধ্যে—আমি যে অপমানিত হ'য়েছিলুম, যার দেহের ধমনীতে এক বিন্দু রক্তও প্রবাহিত হয়, যে পুরুষ এতটুকু শক্তিতেও গর্ব্ব করে, সে ব্যক্তিও সেরূপ অপমান সহ্য ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু আমি সর্ব্বশক্তিমান্ বঙ্গেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী হ'য়েও, নীরবে সেই অপমান বার বৎসর সহ্য ক'রছি।

মহী। কি ক'র্‌ব ভাই, তখন আমি পরাধীন। তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেও আমি কোনও প্রতীকার ক'র্‌তে পারিনি। যতবারই বৃদ্ধ মহারাজের কাছে আমি প্রতীকারের প্রস্তাব ক'রেছি, ততবারই তাঁর কাছে কেবল তিরস্কৃতই হ'য়েছি!

মহা। বলি, এখন ত আর আপনার সে অবস্থা নয়। মহারাজ পরলোকগত, আপনিই এখন সম্রাট্।

মহী। হ'য়েছে কি জান, এখন আর মনের সে অবস্থা নেই। এখন আমি বিজ্ঞ হ'য়ে প'ড়েছি।

মহা। একটু পূর্ব্বাবস্থাটা চিন্তা ক'র্‌লেই মনের সে অবস্থা আবার ফিরে আসে মহারাজ। সেই বিষ্ণুপুরে যাবার পথে, দু'টো ডোমের হাতে অপমান, আপনারও কিছু ভৃত্যের চেয়ে কম হয় নি। আপনাকেও অর্দ্ধ উলঙ্গবেশে শিবি[র] ছেড়ে পালাতে হ'য়েছিল।

মহী। সে বার বৎসর আগের কথা ভুলে আর কেন নিজকে কষ্ট দাও?

মহা। দেখুন মহারাজ, আপনার য[দি] আমার মত অবস্থা হ'ত, তা হ'লে আপনি কেম[ন] ক'রে ভুলে থাকতে পার্‌তেন, বলুন। এখ[ন] আপনার শত্রুর প্রতি এ প্রকার ক্ষমা প্রদর্শ[ন] ভৃত্যের প্রতি অত্যাচার।

মহী। কষ্ট ভাই, তারা ত তোমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখিয়েছে—তুমি তাদের প্রভুর প্রা[ণ] হরণ ক'র্‌তে গিছলে, তারা প্রতিশোধস্বরূ[প] তোমার কর্ণ স্পর্শ ক'রে ছেড়ে দিয়েছে, প্রাণ [ত] গ্রহণ করে নি।

মহা। প্রাণ গ্রহণ ক'র্‌লে মহারাজ[কে] উৎপীড়ন ক'র্‌তে আসতুম না। আমার প্রা[ণ] তারা গ্রহণ ক'র্‌লে না কেন? তারা বুঝেছিল,—মানী ব্যক্তির মান, প্রাণ অপেক্ষা গুরুতর,—তারা বুঝেছিল,—একজন নীচের হস্তের অঙ্গুলি স্পর্শে আমার কাণে যে যাতনা হবে, তা[র] জ্বালায়, হয় আমি আত্মহত্যা ক'র্‌ব, ন[য়] পুরুষোচিত প্রতীকারের ব্যবস্থা ক'র্‌ব। তা[রা] এটাও বুঝেছিল,—আমার কর্ণমর্দ্দনে, আ[মার] প্রভু স্বকর্ণে যাতনা অনুভব ক'র্‌বেন।

মহী। তুমি ক'র্‌তে চাও কি?

মহা। আমি ভৃত্য, আমি ক'র্‌ব? আ[জ] যদি আমি মহাপাত্রের কাজ থেকে অপসৃত হই তা'হলে আমার অবস্থা কি? কা'ল আমাকে কে চিনবে,—কে আমার কথা ভাববে? তথাপি সকলে ব'লবে, বর্ত্তমান গৌড়েশ্বর কে? [যিনি] যিনি বিষ্ণুপুরে গিয়ে, কিল খেয়ে কিল চু[রি] ক'রেছিলেন। আমার মান অপমান দুই[ই] সমান। মহারাজের নাম নিয়েই আমার মান

আমার মানে ঘা আর মহারাজের মানে ঘা, একই কথা। আমি শুধু মহারাজের মন্ত্রীর গৌরব রক্ষা করবার জন্যই আবেদন ক'রছি।

মহী। তোমার ব'লবার অধিকার আছে।

মহা। অধিকার নেই? আমরা কি উপযাচক হ'য়ে গৌড় থেকে বিষ্ণুপুরে লড়াই ক'রতে গিছলুম?

মহী। তবে কি জান, আমি রাজা, সব দিক দেখে আমার এখন কাজ করা কর্ত্তব্য।

মহা। তাতে কি আর সন্দেহ আছে? সব দিক দেখবেন বই কি। আপনি জ্ঞানবান্,—আপনি ভূত ভবিষ্যৎ আলোচনা না ক'রে কাজ ক'রবেন কেন? পদতলে আপনার বিশাল রাজ্য,—চারিদিকে বেড়ে নব লক্ষ সৈন্য,—সম্মুখে অনন্ত আশা,—রাজকোষে রাশি রাশি অর্থ,—কিন্তু এততেও আপনার চেয়ে, আপনার একটা সামন্ত রাজার অন্তঃপুর আপনার অন্তঃপুরকে পরাস্ত ক'রে রেখেছে। রাজা বাস করেন বাঙ্গালায়, কিন্তু রাজলক্ষ্মী আছেন অম্বিকায়।

মহী। যা ব'লেছ মহাপাত্র, রঞ্জাবতীর ন্যায় সুন্দরী যে রাজার অন্দরে নেই, সে রাজার কিছুই নেই।

মহা। আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সব দেখুন,—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সব দেখুন। সম্মুখে দেখুন, পশ্চাৎ দেখুন, কিন্তু কোন স্থানে রঞ্জাবতীর ন্যায় সুন্দরী দেখতে পাবেন না। কিন্তু সেই সুন্দরী নিজের অনিচ্ছায়, একটা বৃদ্ধের কৌশলে অম্বিকায় বন্দিনী। মহারাজ, আপনি এখানে, সে সেখানে। সে সুন্দরী কি সেখানে সুখী আছে মনে করেন?

মহী। তা কেমন ক'রে থাকবে?

মহা। আপনার রূপের তুলনা নাই,—আপনার গুণের তুলনা নাই,—আপনার ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই,—আপনি নব লক্ষ সৈন্যের অধিপতি। শুধু তাই নয়, আপনি প্রেমের রাজা—

মহী। সমস্যায় ফেল্লে মহাপাত্র! কিন্তু কি জান বিবাহিতা স্ত্রী—

মহা। কি বলেন মহারাজ,—বিবাহ? কার? রঞ্জাবতীর? কার সঙ্গে? (হাস্য) দান ক'রলে কে? নিলে কে? একটা বৃদ্ধ—শাস্ত্র জানে না, ধর্ম্ম বোঝে না—একটী সরলা আশ্রিতা বালিকার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, তাকে আর একটা বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ ক'রেছে। অশাস্ত্রীয় দান, তাকে কি আপনি বিবাহ ব'লতে চান মহারাজ? আর বিবাহ যদি হয়, তাতেই কি? এক বেটা বাগ্দীর রাজা, আর এক বেটা ডোমের রাজা, এই দুবেটা ঘৃণিত লোকের কাছে বঙ্গেশ্বর আপনি অপমানিত হ'য়ে থাকবেন? এত ক্ষমতা থাকতে অপরাধীর শাস্তি দেবেন না? ভৃত্য আমি বিচারপ্রার্থী, বিচার ক'রবেন না? তা যদি না করেন, তাহ'লে দয়া ক'রে ভৃত্যকে বিদায় দিন—আমি এ মহামাত্যের পদ ছেড়ে ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করি। কিংবা বনে যাই, বাঘ ভালুকের আশ্রয়ে বাস করি। নতুবা দেশের ভেতরে আপনার আর আমার অপমানের যে একটা ইতিহাস থেকে যাবে, মহারাজের আশ্রয়ে থেকে তা আমি সহ্য ক'রতে পা'রব না।

মহী। বেশ, তাহ'লে দাও—অম্বিকা রসাতলে দাও।

মহা। অম্বিকাকেও দেব, বিষ্ণুপুরকেও দেব—একে একে সব দেব। প্রথমে অম্বিকা, তারপর বিষ্ণুপুর। একটা একটা ক'রে মা'রব। কেউ না কাউকে সাহায্য ক'রতে পারে।

মহী। রঞ্জাবতী! যা ব'লেছ মহাপাত্র, বিষ্ণুপুরে আমার সে অপমান ভোলবার নয়।

আমাকে যে বাক্‌দত্তা হ'য়েছিল, সেই কন্যা, আমার একটা ভৃত্য হবারও যোগ্য নয়, এমন লোকে অপহরণ ক'রেছে। নিমন্ত্রিত হ'য়ে, বিষ্ণুপুর থেকে আমি কুক্কুরের ন্যায় তাড়িত হয়েছি।

মহা। মহারাজ! সে অপমান যদি হৃদয়ে জাগিয়ে না রা'খ্‌ব, তাহ'লে আমাতে মনুষ্যত্ব কই? প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! প্রাণের ভেতর নিত্য প্রতিশোধ-চিন্তায় আমি জর্জ্জরিত মহারাজ!

মহী। আমি তোমাকে এই প্রতিশোধ নেবার সম্পূর্ণ ভার দিলুম। কারও প্রতি দয়ার লেশ দেখিয়ো না। রঙ্গাবতীকে যেমন ক'রে পার, গৌড়ের অন্তঃপুরে স্থান দাও।

মহা। যথা আজ্ঞা। যার ক্ষমতা আছে, সে চুপ ক'রে থাক্‌বে কেন? সুন্দরী অপহরণ বীর-ধর্ম্ম। কৃষ্ণ রুক্মিণী-হরণ ক'রেছেন, ভীষ্ম এক দিনে তিন তিনটে মেয়ে অপহরণ ক'রেছেন।— [মহীপালের প্রস্থান।

মহা। রাজা হ'য়েই গর্দ্দভানন্দ! একেবারে তুমি এত বিজ্ঞ হ'য়ে প'ড়েছ যে, আমাকেও উপদেশ দিতে শিখেছ। তোমার জন্যই আমার অপমান হ'ল, আর তুমি পেঁচার মত মুখ ক'রে আমাকে উপদেশ দিতে থা'কবে। মাছটি ধ'র্‌বে, কিন্তু জলটিতে হাত ঠেকাবে না! বটে! তোমার বঙ্গ উৎসন্ন যাক্‌। তোমার নব লক্ষ সৈন্য উৎসন্ন যাক্‌। আমার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমি বার বৎসর এই অপমানের যাতনা, তুষের আগুনের মত ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে রেখেছি। এ আগুনে যদি সমস্ত বাঙ্গালা পুড়ে ছাই হয়, তাতে কোন দুঃখ নেই। এই যে—এই যে—তুমি ফিরে এসেছ—কি খবর?

(চরের প্রবেশ)

চর। আজ্ঞে হুজুর, খবর বড় ভাল নয়। ডোম বেটারা অম্বিকা নগর নূতন রকমের গড়খাই দিয়ে, এমন ক'রে দুর্ভেদ্য করেছে যে, প্রকাশ্যে শত্রুর তার ভেতরে প্রবেশ ক'র্‌বার কোনও উপায় নাই। একজন মাত্র সৈন্য তীর বা বন্দুক হাতে ক'রে যদি ফটক চেপে বসে, তাহ'লে সে হাজার লোকের মোওড়া নিতে পারে।

মহা। বলিস কি?

চর। হুজুর, অনুসন্ধানের আমি কিছুমাত্র ত্রুটি করিনি। তাতে বুঝেছি, যুদ্ধ ক'রে অম্বিকা জয় কিছুতেই হ'তে পারে না।

মহা। তাহ'লে উপায়?

চর। উপায়ের মধ্যে এক কৌশল! কিন্তু তাও যে কি রকম ক'রে খাটান যায়, তাতো ধারণাতেই আসে না। সমস্ত ডোম আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে দিবা রাত্রি অম্বিকায় পাহারা দিচ্ছে।

মহা। সমস্ত অম্বিকার ভেতরে এমন এক বেটাও কি বিশ্বাসঘাতক নেই—যে তার সহায়তা অবলম্বন করি?

চর। ডোমেদের ভেতরেত একজনও নেই। তাঁরা রাজাকে নারায়ণ ব'লেই বিশ্বাস করে। অর্থ—রাজ্য—কোন প্রলোভনেই তাদের মন টলান অসম্ভব।

মহা। যা ব'লেছ, নীচের ভিতরে বিশ্বাসঘাতক মেলা বড় শক্ত। আচ্ছা, লক্ষ সৈন্য দিয়ে অবরোধ ক'রেও অম্বিকা দখল ক'র্‌তে পার্‌বো না?

চর। তবে পথে আস্‌তে আস্‌তে একটা ভরসার বিষয় দেখে এলুম। বিষ্ণুপুরের রাজা মৃত্যু-শয্যায়। মণিরাম রায়ের সৃষ্টিধর ব'লে একটা ভৃত্য আছে; সে নয়ন সেনকে সে সংবাদ দিতে অম্বিকায় যাচ্ছে। পথে আমার সঙ্গে দেখা। তারই মুখে শুনলুম, বিষ্ণুপুর-রাজ

অম্বিকায় রাজা ও রাণীকে বিষ্ণুপুরে যেতে অনুরোধ ক'রেছেন।

মহা। বস্ তবে আর কি। তাহ'লে ত তুমি, আমার জন্য ভাল রকমেরই শুভসংবাদ এনে উপস্থিত ক'রেছ। অম্বিকাধ্বংস ক'র্‌বার এইত উপযুক্ত সময়। ভাল, নয়ন সেনের যে দুই ছেলে হ'য়েছে শুনেছি।

চর। আজ্ঞে, তাদের মধ্যে একটি তাঁর ছেলে। আর একটি মান্দারণের রাজপুত্র। রাজা ও রাণী তাকে পুত্রস্নেহে পালন ক'রেছেন। ছেলে দু'জনে জানে তারা দুটি সহোদর।

মহা। তাহ'লে তারাও ত সঙ্গে যাবে?

চর। তা বল্‌তে পারি না হুজুর, আমার বোধ হয় না।

মহা। কেন?

চর। দলু সর্দ্দার তাদের বোধ হয় ছেড়ে দেবে না। রাজা বীরমল্ল তাদের একবার বিষ্ণুপুরে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু দলু নিয়ে যেতে দেয়নি। তার বিশ্বাস, ছেলে অম্বিকার বাইরে একবার গেলে আর অম্বিকায় ফিরে আসবে না। একবার সে ছেলে ছেড়ে জগন্নাথে যাচ্ছিল, পথে বেরুতে না বেরুতে রাজা নয়ন সেন নির্ব্বংশ হ'য়েছিল। সেই জন্য তারা এ ছেলেকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে চায় না।

মহা। হঁ! আচ্ছা তুমি একবার নিধে সর্দ্দারকে ডেকে দিয়ে যাও। তুমি যে সংবাদ দিয়েছ, এর যথেষ্ট তুমি পুরস্কার পাবে। যাও একবার নিধেকে ডেকে দিয়ে যাও। কিন্তু দেখ, এ কথা জনপ্রাণীর কাছেও প্রকাশ ক'রো না।

চর। না হুজুর, তা কি করতে পারি?

[চরের প্রস্থান।

মহা। এমন সুবিধে ত কিছুতেই ছা'ড়তে পারি না। পথের মাঝে কোন রকমে নয়ন সেন রত্নাবতীকে গ্রেপ্তার ক'র্‌তে পারি—অন্ততঃ ছেলে দু'টোকেও পাই তাহ'লেই যথ্। বেটাকে নির্ব্বংশ ক'র্‌তে পা'র্‌লেও যথেষ্ট প্রতিহিংসা হয় —প্রাণের যাতনা যায়—বেটা যে জন্য বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ ক'রেছে, তা পণ্ড হয়। তাহ'লেই আমার অপমানের শোধ। বুড়ো বেটার হুকুমেইত আমাকে লাঞ্ছনা পেতে হ'য়েছে। তার ইঙ্গিত না থাক্‌লে ডোম বেটার সাধ্য কি যে, আমার মতন মানী ব্যক্তির কাণে হাত দেয়? উঃ! রণচণ্ডী! কি ক'রে আমি এ অপমানের শোধ নিই?

(নিধি সর্দ্দারের প্রবেশ)

নিধি। হুজুর! তলব ক'রেছেন কেন?

মহা। এই যে নিধু এসেছো। নিধু তোমাকে একটা কাজ ক'র্‌তে হ'চ্ছে যে—

নিধি। কি ক'র্‌ব, আজ্ঞে করুন?

মহা। ভারী—সঙ্গীন কাজ।

নিধি। আজ্ঞে তা'না হ'লে নিধিকে তলব ক'র্‌বেন কেন?

মহা। এই বুঝতেই ত পেরেছ! অতি সঙ্গোপনে,—নিঃশব্দে, কাজটি হাসিল ক'র্‌তে হবে; যেন পশু পক্ষীতেও টের না পায়। ক'র্‌তে পারলে লাখ টাকা বক্‌সিস্।

নিধি। আগে হুকুম করুন। তার পর দেখুন পারি কিনা!

মহা। তোমায় অম্বিকায় যেতে হবে, গিয়ে সেখান থেকে কোনও রকমে রাজার ছেলে দু'টিকে চুরি ক'রে আন্‌তে হবে।

নিধি। জ্যান্ত আন্‌বো, না—মেরে কেটে আন্‌বো—?

মহা। জ্যান্ত আন্‌বে—জ্যান্ত আন্‌বে —না—জ্যান্ত আন্‌বার মেহনত পোষাবে না তুমি মেরেই ফেলো।

নিধি। তাহ'লে কি মেরে আন্‌বো ?

মহা। তাহ'লে ম'ল কিনা বুঝবো কি ক'রে ?

নিধি। মুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে আস্‌বো।

মহা। বস্—বস্—লাখ টাকা—লাখ টাকা—ডান হাতে মুণ্ড দেবে, আর বাঁ হাতে টাকা নেবে।

নিধি। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকুন, যাব আর কাম ফতে ক'রে চ'লে আস্‌বো।

মহা। আর দেখ, শুন্‌লুম নয়ন সেন বিষ্ণুপুর আস্‌ছে। যদি সে ছেলে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় ?

নিধি। পথে পাই পথে মার্‌বো—ঘরে পাই ঘরে মার্‌বো।

মহা। বস্—বস্—লাখ টাকা—লাখ টাকা—তা'হলে আর বিলম্ব ক'র না।

নিধি। তাহ'লে পায়ের ধুলো দিন।

মহা। ইস্! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, নৃমুণ্ডমালিনীর মুখে লাল প'ড়ছে। মা আমার খাই খাই ক'র্‌ছেন। ভয় কি মা! তোমার এমন উপযুক্ত সন্তান থাক্‌তে তোমার খাবার অভাব। মোষ, পাঁটাগুলো খাইয়ে খাইয়ে তোমার পেটে আর অজীর্ণ আস্‌তে দিচ্ছিনি, এখন থেকে কেবল মাথা—মানুষের মাথা—লাখ লাখ নরমুণ্ড। সর্ব্বাগ্রে ত তোমাকে দুটি ছেলের মাথা এনে দিই—তা তুমি খাও গলায় পর। বস্—আমি এদিক থেকে কোন রূপে বুড়ো বেটাকে পথ থেকেই গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অম্বিকা—রাজপথ।

(ডোম ও ডুমনীগণ)

১ম ডোম। আরে গেল, সর্দ্দার করে কি ? সবাই এসে উপস্থিত হ'ল, তার যে আর বা'র হয় না দেখতে পাই।

১ম ডুমনী। র'সো আগে সর্দ্দারনী আসুক। তাদের আঠারো মাসে বৎসর। বলবামাত্র কি তারা এসে উপস্থিত হবে ?

২য় ডো। ধর্ম্মঠাকুরের পূজো হ'লে তবে রাজপুত্তুরেরা জল খাবে।

১ম ডুমনী। রাণী মা, রাজপুত্তুর, ঠাকুরতলায় কখন গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে।

১ম ডো। ঐ আস্‌ছে রে, ঐ আস্‌ছে।

(দলু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

১ম ডুমনী। কি ক'র্‌ছিলি লক্ষ্মী ? রাণী যে অনেকক্ষণ ঠাকুরতলায় গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে। চ'লে আয়, চ'লে আয়।

লক্ষ্মী। তোরা এগিয়ে যা ভাই, আমরা যাচ্ছি। বলা আমার শাশুড়ীকে নিয়ে আস্‌ছে। জানিস ত ভাই, বুড়ো মানুষ চ'খে দেখতে পায় না—তাকে ধ'রে নিয়ে আস্‌ছে। এসে প'ড়লো ব'লে, তোরা ততক্ষণ এগিয়ে যা।

১ম ডো। তবে চল্ গো, সব চল্।

ডুমনীগণ।— গীত।

কোন ঘাটে চান করিলে কানু গামছাটি জলে ভাসালে।
কে নিলে বসন তোর অঙ্গ হ'তে খুলে।
বলাই দাদার নীল বসন কে তোরে পরালে।
নীলকমল শুকাইল কেনে এমন দেহ,
পথের মাঝে ডাকিনী বুঝি দৃষ্টি দিলেক কেহ ?
বুকের ওপর কাঁটার আঁচড় গিয়েছিলে কোন্ বনে।
পরাণ যাদু যমুনাতে আর যেওনা মেনে॥

[লক্ষ্মী ও দলু ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দনু। হাঁ লক্ষ্মী, এমন দিন যে আ'সবে, তা কি আর মনে ছিল? সেই বার বৎসর আগে——মনে আছে লক্ষ্মী—সেই এক যুগ পূর্ব্বে পুরুষোত্তম যাবার পথে, যে দিন বলা উন্মাদের মত ছুটে আমাদের কাণে মর্ম্মভেদী সেই কথা ঢেলে দিয়েছিল?

লক্ষ্মী। মনে আবার নেই! তোর সেদিনকার মুখের ভাব এখনও পর্য্যন্ত চ'খে আমার জল্ জল্ ক'র্‌ছে। যখন পথের মাঝে ব'সে পড়ে, আকাশপানে চেয়ে বলেছিলি, "লক্ষ্মী, চা'র দিকে অন্ধকার", যদিও জোর ক'রে সে সময় আমি তোকে টেনে তুলতে গিয়েছিলুম, তবু সর্দ্দার স'ত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, দেহে যেন আর প্রাণ ছিল না। বুকখানা হাজার খণ্ডে যেন ভেঙ্গে চুরমার হবার উপক্রম হ'য়েছিল। সর্দ্দার—সর্দ্দার সে কি ভীষণ দিন! উন্মাদের মতন বলা, উন্মাদের মতন তুই। চারিধার জ্ঞানশূন্য, প্রাণশূন্যের মত—যেন ভয়ে নিস্তব্ধ—তার মাঝখানে আমি একা অবলা। উন্মাদ তুই আমাকে ফেলে চ'লে এলি—উন্মাদ বলা একটু পরেই আমাকে ফেলে তোর সঙ্গে সঙ্গে চ'লে এল। আর আমি সেদিনকা'র রাত্রির সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে, মনে অন্ধকার ব'ইতে ব'ইতে—বুক গুর্ গুর্ ক'র্‌ছে, পা ঠক্ ঠক্ ক'রে দাঁড়বার শক্তি দিচ্ছে না—অম্বিকার দ্বারে এসে উপস্থিত হলুম।

দনু। আর এসে দেখলি, ঐ সুন্দর প্রাসাদ,—প্রাণভরা আনন্দভরা আকাশভেদী অট্টালিকা,—যেন সেই গভীর অন্ধকারে মাথা হেঁট ক'রে মাটীর উপরে অশ্রুবিন্দু নিক্ষেপ ক'র্‌ছে। মাথার উপরে পেঁচার চীৎকার,—যেন সমগ্র অম্বিকাবাসীদের পুত্রশোকাতুরা জননীর করুণ কণ্ঠ। এসে দেখলুম, ফটকের দোর খোলা,—অন্ধকারে মুখের অন্ধকার আবৃত ক'রে বিজ্ঞ দেওয়ান প্রাণের যাতনায় 'রাজা, রাজা' ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রহরী আপনার কাজ ক'র্‌তে ভুলে গেছে,—নগরবাসী আপনার আপনার অস্তিত্ব ভুলে যে যার আপনার ঘরে প'ড়ে কেবল শোকের আর্ত্তনাদ ক'র্‌ছে। রাজা! রাজা! কোথায় আমাদের সেই বৃদ্ধ দেবতা, অম্বিকার ঠাকুর নয়ন সেন? লক্ষ্মী, রাজার সন্ধানে যেখানে যাই, সেইখানেই দেখি শোকের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস। ঘর যেন চিতা-শয্যা, বাগান যেন শ্মশান, বন যেন মৃত্যু আবরণ। গাছে বাতাসে, আকাশে যেন দেবতার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি—মহীধর—গুণধর—ভূধর—শ্রীধর—

লক্ষ্মী। সর্দ্দার! এ আনন্দের দিনে পূর্ব্বের কথা আর তুলিস্‌নে। সতীর কৃপায় বৃদ্ধ প্রাণ আবার ফিরে এসেছে। যম যেন সাবিত্রীর টানে হাতের কবজী আল্‌গা ক'রেছে। বৃদ্ধ রাজার কোথা থেকে যেন যযাতির যৌবন ফিরে এসেছে। এমন আনন্দের দিনে সর্দ্দার আনন্দ কর্। চল্ আজ স্বামী স্ত্রী দুজনে প্রাণভরে ধর্ম্মের পূজা ক'রে আসি। রাণী আমাদের অপেক্ষায় আছেন। চন্দ্রসেন আর সূর্য্যসেন দু'টি ভাইকে নিয়ে আমরা চরণে গড়াগড়ি খাব। চল্, আর দেরি করিস্ নি।

দনু। মা রুক্মিণীর কৃপায় রাজার এ সুখ বজায় দেখে ম'র্‌তে পার্‌লে হয়।

লক্ষ্মী। ম'র্‌বার আবার সাধ ওঠে কেন?

দনু। আরও বাঁচবার সাধ কেন লক্ষ্মী? আমাদের সুখের ভাণ্ড পূর্ণ হ'য়েছে। এর পর কত বিপদ আছে! মানে মানে যেতে পার্‌লে ভাল হয় না?

লক্ষ্মী। তা যা ব'লেছিস্ এক একবার প্রাণটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে বটে

দলু। ওঠে না লক্ষ্মী? যখন চন্দ্রসেন সূর্য্যসেন, দুটি ভাই দু'হাত ধরে, আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়ে বেড়ায়, তখন মনে হয়, স্বর্গসুখ এর চেয়ে কত বেশী! মরণ যদি হয় ত এই উপযুক্ত সময়।

লক্ষ্মী। না সর্দ্দার, ও কথা মুখে আন্তে নেই, মরণ-কামনা ক'র্‌তে নেই।

দলু। ব'ল্‌লেই কি আর মরণ আস্‌ছে? মরণ যখন আস্‌বে, তখন নিজের ইচ্ছাতেই আস্‌বে। আর মরব কি? মুখে মরণের কথা বলি, কিন্তু মরণ মনে ক'র্‌তেও ভয় হয়। চন্দ্র সূর্য্য আমার দুটি চোক, এক দণ্ড তফাৎ হ'লে জগৎ অন্ধকার দেখি। ম'লে যদি বৈকুণ্ঠও লাভ হয়, সেখানে চন্দ্র সূর্য্যিকে না দেখতে পেলে, বৈকুণ্ঠও যে আমার ভাল লাগবে না লক্ষ্মী! সেই জন্য রাজা'র কথা অমান্য ক'রেছি, বিষ্ণুপুরের রাজা ছেলে নিয়ে যেতে চাইলে, তাকেও ছেলে ছেড়ে দিই নি! একদিন অম্বিকা ছেড়ে গিছলুম, অমনি অম্বিকা শ্মশান ক'রেছিল। তাইতে মনে মনে সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, আবার যদি কখন ভগবান্ দিন দেন, আবার যদি ভাই পাই, ত তাকে প্রাণান্তেও অম্বিকা ছেড়ে যেতে দেব না। সেদিন এসেছে—ভগবান তেমনিই হেসে মুখ চেয়ে র'য়েছেন, কিন্তু এমন দিন কি থা'ক্‌বে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। যাঁর ইচ্ছায় দুঃখ, তাঁরই ইচ্ছায় সুখ। যাঁর ইচ্ছায় রাজার ছেলে ম'রেছে—রাণী ম'রেছে, আবার তাঁরই ইচ্ছায় রাণী হ'য়েছে, ছেলেও হ'য়েছে। নইলে এ বয়সে যে রাজার ছেলে হয়, একি কেউ স্বপ্নেও বিশ্বাস ক'রেছিল? তবে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার ওপর নির্ভর ক'রে পথ চল্।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা। বাবা বাবা! শীগ্‌গী আয়—রাজা তোকে ডেকেছে।

দলু। এইত রাজার কাছ থেকে এলুম। এইত তিনি আমাকে ব'ল্‌লেন, এখন আর তোমাকে কোন প্রয়োজন নাই। তুমি পূজা-স্থানে যেতে পার।

বলা। একবার রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে ঠাকুরতলায় যা, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

লক্ষ্মী। কি প্রয়োজন তুই কি জানিস্ নি?

বলা। তা জানি না। তবে বিষ্ণুপুর থেকে সৃষ্টিধর রাজার কাছে এক চিঠি এনে হাজির ক'রেছে। তাই প'ড়ে তিনি আমাকে হুকুম ক'র্‌লেন যে, যেখানে থাকে, সেইখান থেকে, তোর বাপকে ডেকে নিয়ে আয়।

দলু। আচ্ছা তুই বল্‌গে যা—আমি এখনি যাচ্ছি। [বলার প্রস্থান।

(কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্ম। এই যে—এই যে সর্দ্দার এখানে আছ, শীঘ্র এস তোমাকে মহারাজের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দলু। বিষ্ণুপুর থেকে নাকি সংবাদ এসেছে?

কর্ম্ম। এই যে তুমিও জেনেছ! রাজার সঙ্গে এখনি দেখা কর, বিলম্ব ক'রো না।

লক্ষ্মী। সর্দ্দার একটু বিলম্ব কর্। ঠাকুর দর্শনের নাম ক'রে বেরিয়েছিস্, একটিবার প্রণাম ক'রে যা।

কর্ম্ম। তাহ'লে দেরি ক'র না, যাবে আর আস্‌বে। [প্রস্থান।

দলু। দেখ্‌লি লক্ষ্মী, মজাটা দেখ্‌লি? তাইত ভাব্‌ছিলুম, হঠাৎ মৃত্যু-কামনা মনে উঠলো কেন?

লক্ষ্মী। কি—হ'য়েছে কি?—রাজা বিষ্ণুপুর যাবে, তাতে মাথায় হাত দিয়ে ব'স্লি কেন?

দলু। না শুধু বিষ্ণুপুর নয়, শুধু বিষ্ণুপুর হ'লে রাজা আমাকে এত অস্থিরভাবে ডেকে পাঠাতেন না। বিপদ বোধ হয় ঘুনিয়ে এসেছে। সেই মহাপাত্রের কথা মনে আছে ত? মহাপাত্র যে বিষ্ণুপুরের অপমান মনে থেকে দূর ক'রে দিয়েছে—কাণমলাটা হজম ক'রে ব'সে আছে, এই কি তুই বিশ্বাস করিস্? তবে কেন যে সে এতকাল চুপ ক'রে ছিল, ব'ল্তে পারি না। লক্ষ্মী! তখন যদি ছেলের ওপর কড়া হুকুম না দিতিস্, তা'হ'লে বিষ্ণুপুরের গোলমাল বিষ্ণুপুরেই মিটে যেতো।

লক্ষ্মী। খুব ক'রেছিলুম। তোর মতন উঁচু পদ পেয়ে মনুষ্যত্ব ত ভুলে যাই নি, তাই এখন পদের অবস্থা ভুলে আমাকে উপদেশ দিতে এসেছিস্। বলি—অধর্ম্মের কি কাজ ক'রেছি? সম্মুখে রাজা'র অপমান দেখেছি—রাণীর হুকুম পেয়েছি—ছেলেকে কাছে পেয়ে অপরাধীকে দণ্ড দিতে ব'লেছি। পাপীর শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে, আমি চুপ ক'রে থাকব কেন? তবু সে রাজ-সভায় সবার সম্মুখে সে দুরাত্মার মুণ্ড না ছিঁড়ে, গুরু পাপে লঘু দণ্ড দিয়েছি। এতেও কি আমরা ভগবানের কাছে অপরাধী? কোথাকার ভাবনা কোথায় আনলি দলু, শাঁপশীর শাঁপশীর ঠাকুর দর্শন ক'রে রাজা কি বলে শুনে আয়। মা আনন্দময়ী, আমার স্বামীর সুখের পথ ভাঙতে আমার হঠাৎ এমন ঠুক ক'রে ঘা দিলি কেন মা?

(লাঠি হস্তে সামুদার প্রবেশ)

সামু। ওরে বল্ পথের মাঝখানে আমাকে বসিয়ে কোথায় গেল? আমার কি আর সে বয়েস আছে যে, আমি চ'ল্তে পারি, না চোক্ আছে দেখ্তে পাই?

লক্ষ্মী। এই যে মা! আমি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সামু। আছিস্ বৌ—আমি মনে ক'র্লুম, —তোরা মায়ে পোয়ে পরামর্শ ক'রে আমাকে শীতে নিবেদন দিয়ে এলি। শালা হ'য়েছে যেন আমার লক্ষণ দেওর। পথের মাঝখানে বসিয়ে বলে,—"দিদি ব'স্, আমি শাঁপশীর আসি।" তার পর কোথায় বলা, আর কোথায় কে? ব'সে—ব'সে—যখন কোমর ধ'রে গেল, তখন লাঠিতে ভর্ ক'রে উঠ্লুম। আমি কি সীতে গিন্নীর মত ন্যাকা—যে তপোবনে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদব? লাঠিতে ভর্ ক'রে ঠক্ ঠক্ ক'র্তে ক'র্তে চ'লে এলুম।

লক্ষ্মী। মা তোমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে ব'সে থাক্তে দিতে পার্লুম না।

সামু। কেন দিস্? আমি ত তোকে বলি —মা আমার আমি ব'সে থা'ক্তে পারি না। চিরকাল বনে বনে মৌউও গাছে ঘুরে ঘুরে মৌ উও কুড়িয়ে কাল কাটিয়েছি—গাছের ডা'লে ব'সে ক'ত ভালুকের সঙ্গে কুস্তি ক'রেছি,— আমাকে তোরা ব'সিয়ে ব'সিয়ে মেরে ফেলিস্ নি। তা তো তুই শুনবি নি মা, কেবল ব'সিয়ে রেখে সেবা ক'র্বি। আমার শরীরে তা সইবে কেন? এখন চখে দেখ্তে পাই না,—গাছের কোন্ ডালটা ধ'র্তে কোন্ ডাল ধ'র্ব ব'লে গাছে উঠি না। তা' ব'লে কি ঘরে ব'সে ব'সে দশ বিশ মণ কাঠ চেলাতে পারি না? তবু কি আমি চুপ ক'রে ব'সে থাক্তে পারি? বলাকে কাছে ব'সিয়ে এক হাতে মালা জপি, আর এক হাতে তোর সেই দশ মণ পাথরের গোলাটা নিয়ে নাতির সঙ্গে ভাঁটা গড়াগড়ি খেলি।

লক্ষ্মী। এস মা, তোমাকে কাজ দিই। আজ হ'তে রাজপুত্তুর ছুটির ভার তোমাকে সমর্পণ ক'র্‌ব। তোমার হাতে না দিলে মা, আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ব না। এস মা—সঙ্গে এস।

সাধু। হরি হে দীনবন্ধু!

[প্রস্থান।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। ধর্ম্ম সাক্ষাৎকে একবার দেখ্‌তে পাই, তা'হলে তা'কে গোটা কতক মিষ্টি মিষ্টি বোল শুনিয়ে দিই। আহা গরীব বেচারা কত ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে তার পূজা ক'র্‌ছে, আর সাক্ষাৎ আমার এদিক থেকে, তাদের মাথায় মস্‌লা মাখাচ্ছেন। ইচ্ছে একটু সুবিধে মত ঝোল বনিয়ে উদরস্থ করেন। পথে আ'স্‌তে আস্‌তে যাঁকে দেখেছি, তিনি যে চর, তা'তে আর কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর চাউনি দেখে,—বলুনি শুনে, ঠিক বুঝেছি, তিনি গৌড় থেকে, অম্বিকার সন্ধান ক'র্‌তে আ'স্‌ছেন। কবে অম্বিকাকে রসাতলে দিতে পা'রবেন, তার সুযোগ খুঁজ্‌ছেন,—সুযোগও এসেছে,—বিষ্ণুপুরের রাজা মর মর,—এ রাজাও সেখানে চ'লেছেন। এই কবে ঝুপ্‌ ক'রে পাক্কার সম্বন্ধী অম্বিকায় এসে পড়ে আর কি! তার পর! যদি অম্বিকা যায়, তাতেও কি ব'ল্‌ব ধর্ম্মের জয়? সাক্ষাৎ যে আমার চোখে পড়ে না, তাহ'লে তা'কে একবার লাঠিয়ে গোটা কতক ধর্ম্মশিক্ষা দিয়ে দিই।

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। কি ভাই, কা'কে কি শিক্ষা দিচ্ছ?

সৃষ্টি। তাইত—তাইত। চেহারাটা যে কতকটা সাক্ষাতেরই মতন। কে তুমি ঠাকুর?

ধর্ম্ম। আমি সর্ব্বচারী ভিক্ষুক।

সৃষ্টি। ভিক্ষুক?

ধর্ম্ম। আজীবন ভিক্ষাই আমার উপজীবিকা।

সৃষ্টি। ভিক্ষা? বস্‌, সৃষ্টিধর! তবে আর তুমি পরের চাকরী ক'রে, ছুটো ছুটি ক'রে হাঁফিয়ে মর কেন? এমন সুন্দর লাভবান্‌ ব্যবসা—পরের মাথায় হাত বুলিয়ে,—পরের অন্নে উদর পূর্ণ ক'রে,—এমন উদরের আয়তন বৃদ্ধি—এমন কাজ না ক'রে, খেটে খেটে তুমি কিনা খাটো হ'য়ে গেলে—বা'ড়্‌তে পেলে না! বলত ঠাকুর, কোথায় ভিক্ষে কর?

ধর্ম্ম। সর্ব্ব দ্বারে।

সৃষ্টি। কি ভিক্ষে কর?

ধর্ম্ম। যে যা শ্রদ্ধা ক'রে দেয়। কেউ অন্ন দেয়, কেউ বস্ত্র দেয়—কেউ ফল, জল দেয়।

সৃষ্টি। বটে বটে। ভারী সুবিধের ব্যবসা।

ধর্ম্ম। কেউ পত্রপুষ্প দেয়।

সৃষ্টি। অন্ন, বস্ত্র, ফল, জলে আমার কোনও আপত্তি নেই! পুষ্প তা'তেও আপত্তি নেই। যখন অন্ন জলে পেট থই থই ক'র্‌বে, তখন নাকের কাছে পুষ্পটা ধরবার প্রয়োজন হ'তে পারে। তবে পত্র নিয়ে কি ক'র্‌ব? ওটা ঠাকুর তুমি নিয়ো; খেয়ে আবার কেট!

ধর্ম্ম। মাঝে মাঝে লাঞ্ছনাটাও পাওয়া যায়।

সৃষ্টি। বটে! ভারী সুবিধের ব্যবসা! লাঞ্ছনা! সে আবার কি? লাঞ্ছনাটা কি ননী ছানার কোন রকম প্রক্রিয়া।

ধর্ম্ম। ননী ছানার নয়, তবে বংশদণ্ডের একটা প্রক্রিয়া।

সৃষ্টি। কি। (লাঠি তুলিয়া) এই?

ধর্ম্ম। ও রকমও আছে—গা'লটাও আছে, গলাধাক্কাও আছে। গৃহস্থ বুঝে ব্যবস্থা।

সৃষ্টি। ও বাবা! তা'হ'লে অসুবিধের ব্যবসা। হ'য়েছে, বে'কা গেছে, যাও ঠাকুর

তোমার ব্যবসা তুমিই নিয়ে থাক। আদিপর্ব্ব ধ'র্‌তে না ধ'র্‌তেই একেবারে মূষল পর্ব্ব ধ'রে ব'স্‌লে। যাও; কোথায় যাচ্ছ যাও, কি মতলব? ভিক্ষে না নিয়ে যাবে না বুঝি?

ধর্ম্ম। কেউ জীবরক্ত ভিক্ষা দেয়, আবার কোন কোন মহাপুরুষ নিজের বুকের রক্ত ভিক্ষে দেয়।

সৃষ্টি। ও বাবা! তা'হ'লে সাক্ষাৎই বটে!

ধর্ম্ম। কিন্তু শেষোক্ত জিনিষটিই আমার সকলের চেয়ে প্রিয়।

সৃষ্টি। তা'লে ওই গাছতলায় যাও, ওই যে ক'বেটা ডোম্ ডুমনী দেখ্‌ছ, ওইখানে তোমার কমণ্ডলু পেতে ব'সে থাক; পেট ভ'রে তোমার প্রিয় সামগ্রী পান ক'র্‌তে পাবে। আমি তোমাকে—বুঝেছ সাক্ষাৎ—

ধর্ম্ম। বল বল থাম্‌লে কেন? বল আমাকে বক্ষ ব'ল্‌ছ, বল। ওইটের ভিখারী আমি—পথে পথে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।

সৃষ্টি। আমি তোমাকে বুক চিরে একটু আধটু দিতে পা'র্‌তুম। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার রক্ত জল হ'য়ে গেছে। প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা—বুঝেছ? শেষে খানিকটে ঠাণ্ডা জল খেয়ে তোমার সান্নিপাতিক ধ'রে যাবে! কাজ নেই ঝঞ্ঝাটে! ওই বড় ডুমনী আছে, ওর বড় তেজ, বুকে ঝাঁঝাল রক্ত—ওর কাছে গিয়ে হাত পাত, সুবিধে হবে।

[প্রস্থান

ধর্ম্ম। হে নরদেব! তোমাকে প্রণাম করি। তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নাই, হে জন্মমৃত্যুরহিত পুরাণ পুরুষ। নররূপেই তুমি আপনার অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা ক'রেছ। নররূপেই তোমার পরিচয়। তুমি আপনিই আপনার শিক্ষাদাতা, আপনিই আপনার পূজক! তুমি কখন দস্যু, কখন দর্শক, কখন পাল্য, কখন পালক। মাতৃমূর্ত্তিতে কখন তুমি সন্তানের উপর মমতা ঢেলে দাও; আবার সন্তান হ'য়ে প্রতিক্ষণ মায়ের আদরের প্রতীক্ষা কর! হে নররূপী নারায়ণ! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।

(নৈবেদ্য হস্তে লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী। আপনি কে, দেবতা?

ধর্ম্ম। মা! আমি সর্ব্বদ্বারী ভিক্ষুক, আমায় কিছু ভিক্ষা দাও।

লক্ষ্মী। প্রভু! আমি যে নীচ—সমাজের অধম জাতি!

ধর্ম্ম। তাতে কি মা? আমি যাদের কাছে ভিক্ষা করি, তারা একজাতি, তাদের নাম গৃহস্থ।

লক্ষ্মী। ঠাকুর! ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মের কাছে এই নৈবেদ্য রেখেছিলুম—তিনি নীচ ব'লে বুঝি এ সামগ্রী গ্রহণ করেন নি—আপনার পদতলে রাখ্‌লুম, আপনার যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন।

(নৈবেদ্য রক্ষা)

ধর্ম্ম। এই আমি গ্রহণ ক'র্‌লুম; তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হোক।

লক্ষ্মী। (প্রণাম করণ) (ধর্ম্মানন্দের অন্তর্দ্ধান) কি হ'ল, একি হ'ল, এ 'ক রকম হ'ল? [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অম্বিকা—রাজবাটী।

(নয়ন সেন)

নয়ন। আবার ভয় দেখাও কেন নারায়ণ? সে দিনের সে যন্ত্রণাময় স্মৃতির পুনরুদয় কর কেন? কৃপা ক'রে মরুভূমিবৎবক্ষে যে শত-

শ্যামল প্রদেশটির প্রতিষ্ঠা ক'রেছ, আবার শত সূর্য্যের কিরণে তাকে দগ্ধ ক'রবার ভয় দেখাও কেন? আমি ক্ষুদ্র অম্বিকার একটি তুচ্ছ ভূম্যধিকারী, মুষ্টিমেয় ডোম-সৈন্যের অধিপতি। যতই শক্তির গর্ব্ব করি, নব লক্ষ সৈন্যের অধিপতি গৌড়েশ্বরের শক্তির তুলনায় তা কত তুচ্ছ! যদিও তারা শক্তিমান, যদিও তারা প্রভু পরায়ণ, আমাকে রক্ষা ক'রবার জন্য যদিও তারা বহ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিতেও কাতর নয়, তথাপি তারা কি গৌড়েশ্বরের লক্ষ সৈন্যের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী? মহাপাত্র যদি অম্বিকা আক্রমণ ক'রে, তাহ'লে আমরা কি সে আক্রমণের বেগ রোধ ক'রতে সমর্থ? তবে কি আমার সাজান ঘরখানি আবার প্রবল ঝড়ে ভূমিসাৎ হবে? পূর্ব্বে কি ছিলুম, স্মরণেও আনতে সাহস করি না! তার পর, এই বার বৎসর! মনে হয় যেন, যুগব্যাপী নিদ্রার আবরণে আমার আত্মা আবদ্ধ। কিন্তু সেই চির অবিচ্ছিন্ন নিদ্রা শিয়রে কি মধুময় প্রাণারাম স্বপ্ন, জনার্দ্দন! এমন সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবার জন্য ভ্রূকুটি কুটিল মুখ নিয়ে এ দুর্ব্বল বৃদ্ধকে আর ভয় দেখিও না।

(রঞ্জাবতীর প্রবেশ)

রঞ্জা। মহারাজ!

নয়ন। কি রাণী?

রঞ্জা। বিষ্ণুপুরের কোন সংবাদ রেখেছেন কি?

নয়ন। সহসা বিষ্ণুপুরের কথাটা মনে জেগে উঠলো যে?

রঞ্জা। অনেক কাল রাজা ও রাণীকে দেখিনি, চলুন না দেখে আসি।

নয়ন। যেতে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু দলু যদি ছেলে ছেড়ে না দেয়?

রঞ্জা। কেন, আজ হঠাৎ দলু ছেলে ছেড়ে দেবে না কেন?

নয়ন। যদিই না দেয়—

রঞ্জা। তাহ'লে আমরাই যাই চলুন।

নয়ন। আমি যেতে পারবো না।

রঞ্জা। এই কি অম্বিকাপতির যোগ্য কথা হ'ল?

নয়ন। অমানুষের যোগ্য কথা হ'ল।

রঞ্জা। তবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

নয়ন। রাজা কাউকে কৈফিয়ৎ দেয় না।

রঞ্জা। যে রাজা প্রজার কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না, তার রাজত্ব সাগরগর্ভে। দোহাই মহারাজ, রাজা ও রাণীকে দেখতে চলুন।

নয়ন। রহস্য করিনি রঞ্জাবতী! বিষ্ণুপুরে আমাকে নিয়ে যেতে চাও, ছেলে দু'টিকে সঙ্গে দাও। এ বয়সে আমি রাজা দশরথের মতন নিজের মৃত্যু ডেকে আনতে পারবো না।

রঞ্জা। তাহ'লে আমাকে অনুমতি করুন, আমি যাই।

নয়ন। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি যেতে পার।

রঞ্জা। তাতো ব'লবেনই। রাজা আপনি ধর্ম্মরক্ষক—আপনার মুখে এ কথা না শুনলে শুনবো কার কাছে? "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—শাস্ত্র-বাক্য পালন ক'রেছেন। আপনার অম্বিকার মর্য্যাদা রইল—বংশের মর্য্যাদা রইল,—আর রাণীকে প্রয়োজন কি? দোহাই মহারাজ, রাজা ও রাণীকে দেখতে চলুন। পুত্রের মঙ্গল কামনায়, ছেলে দু'টিকে নিয়ে ধর্ম্মদেবের পূজা দিতে গিয়েছিলুম, কিন্তু দেবতাকে প্রণাম ক'রতে বিভীষিকা দেখেছি। দেখলুম দেবতার পদতলে যেন রাজা ও রাণীর প্রতিবিম্ব। বিশীর্ণ, মলিন মুখে, পিপাসিত

লোচনে দু'জনে যেন আমার পানে, আমার দু'টি ছেলের মুখের পানে, চেয়ে আছেন! দেখে আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো! মনে ক'র্‌লুম, এসেছি ধর্ম্মের দ্বারে, কিন্তু এই কি আমাদের মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম? আমাদের কেবলমাত্র দেখার প্রয়াসী—আমাদের সুখী দে'খে তাঁরা একটু সুখ উপভোগ ক'র্‌বেন,—এই তুচ্ছ প্রতিদানটুকুও তাঁদের আমরা দিতে কাতর? মহারাজ! আপনি গুরু—বারংবার আপনার সমক্ষে অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপনে পাপ হয়। তথাপি আর একবার বলি, আমার প্রাণ ব'ল্‌ছে, রাজা ও রাণী উভয়েই কঠিন পীড়ায় পীড়িত। শুধু তাঁরা আমাদের দেখ্‌বার জন্য প্রাণ ধারণ ক'রে আছেন।

নয়ন। প্রাণময়ী! তোমার প্রাণ যা ব'লেছে, তা কি মিথ্যে হয়? রাজা ও রাণী উভয়েই মৃতপ্রায়।

রত্না। আপনি কেমন ক'রে জানলেন মহারাজ?

নয়ন। বিষ্ণুপুর থেকে সুহৃদ্‌ এই সংবাদ এনেছে। শুধু তাই নয় রত্না—আমরা রাজাকে ভুলে নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু সেই মহাপুরুষ শয্যাশায়ী হয়েও এ অকৃতজ্ঞদের ভুল্‌তে পারেন নি! আমাদের মঙ্গল কামনা ছাড়্‌তে পারেন নি। আমাদের বিপদের আশঙ্কা ক'রে পূর্ব্ব হ'তেই আমাদের সতর্ক ক'রে পাঠিয়েছেন।

(মলুর প্রবেশ)

বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণী আমাদের অদর্শনে মৃতপ্রায়। তুমি কি বাপ, দিন কয়েকের জন্য রূপসেন, আর দুর্গাসেনকে ভিক্ষা দিতে পার না?

মলু। ওই অনুমতিটি ক'র্‌বেন না মহারাজ! ছেলে ছেড়ে দিতে পা'র্‌বো না।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। না মহারাজ, প্রাণ থা'ক্‌তে ছেলে ছেড়ে দিতে পা'রবো না।

মলু। এ কথা ত অনেক দিন হ'য়ে গেছে মহারাজ! বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণী, উভয়েই এখানে এসে দয়া ক'রে ত আমাকে রেহাই দিয়ে গেছেন। রাজা নিজে আমাকে ব'লে গেছেন, ভাই! কারও অনুরোধে ছেলে দুটিকে কাছ ছাড়া ক'রো না।

লক্ষ্মী। রাজা ও রাণীকে আমরা প্রণাম করি। কিন্তু যেখানে আমরা স্বচক্ষে মনিবের অপমান দেখেছি, সেস্থানে আমরা ভাই দু'টিকে কিছুতেই পাঠাতে পারি না।

নয়ন। কিন্তু ছেলে দু'টিকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য, রাজা তাঁদের বিষ্ণুপুরে নিয়ে যেতে, নিজে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন।

মলু। কেন?

নয়ন। তিনি লিখে পাঠিয়েছেন, গৌড়ের বৃদ্ধ রাজা দেহত্যাগ ক'রেছেন; তাঁর সেই নির্ব্বোধ পুত্র এখন গৌড়েশ্বর। সে মহাপাত্রের হাতে খেলার পুতুল। মহাপাত্রই এখন বঙ্গের প্রকৃত রাজা। এরূপ অবস্থায় নিরাপদে আমাদের অধিকারাসে কিছু সন্দেহ আছে। আর লিখেছেন—"ভাই ননীর পুতুল দু'টিকে সাবধান! বৃদ্ধ রাজার ভয়ে মহাপাত্র এতকাল কিছুই ক'র্‌তে পারেনি। কিন্তু মনে ক'রো না ভাই, কুটিল মহাপাত্র বিষ্ণুপুরের সে অপমান ভুলে গেছে।" এই কথা লিখে তিনি ছেলে দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আদেশ ক'রেছেন।

লক্ষ্মী। আমার স্বামীর শক্তিতে মহারাজের কি সন্দেহ আছে?

নয়ন। ওকথা কেন ব'ল্‌লি লক্ষ্মী ? তোর স্বামী আমার চক্ষে, আমার সন্তানদের চেয়েও অধিকতর মূল্যবান্ ।

রঙ্গা। তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি সন্তান হারা'তে পারি, কিন্তু দলুকে হারা'তে পারিনি। দলু আমার হাতের নো বজায় রেখেছে।

লক্ষ্মী। আমার ভাইকে আমরা রক্ষা ক'র্‌ব; তার জন্য অন্য রাজার শরণাপন্ন হ'তে গেলে, আমার রাজার—আমার স্বামীর—মর্য্যাদা যায়, —মূল্য যায়,—ধর্ম্ম যায়।

নয়ন। আমাকে কিন্তু বিষ্ণুপুরে যেতেই হবে।

দলু। পথে যদি বিপদ ঘটে ?

রঙ্গা। তাহ'লেও আমাদের যেতে হবে। যার গৃহে আজন্ম কন্যা-স্নেহে প্রতিপালিত হ'য়েছি, তাঁর রোগ-সংবাদ শুনে আমরা ত ঘরে ব'সে থা'ক্‌তে পা'র্‌ব না।

দলু। আপনার ইচ্ছা—আমরা তাতে কি ব'লব মা ?

লক্ষ্মী। নিষেধ ক'র্‌বার ক্ষমতা নেই; ক্ষমতা থা'ক্‌লে নিষেধ ক'র্‌তুম।

রঙ্গা। আমারও ত একটা ধর্ম্ম আছে লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী। তবে যাও রাণী।

নয়ন। এস রাণী, যাবার সময় পুত্র দু'টিকে একবার আশীর্ব্বাদ ক'রে এস।

[রঙ্গাবতী ও নয়ন সেনের প্রস্থান।

দলু। কি ক'রলি লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী। সর্দ্দার! তুই আর কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রিস্‌নি,—তুই শুদ্ধু আমাকে ভয় দেখাস্‌নি। আমি ক'রে ফেলেছি ! তুই আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর্। তুই যদি রক্ষে ক'রতে না পারিস্, তাহ'লে পৃথিবীর কেউ আমার ভাই দু'টিকে রক্ষা ক'র্‌তে পা'রবে না।

দলু। তবে চল্। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বনপথ।

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। ঊর্দ্ধমুখে চিরদিন 'শান্তি' 'শান্তি' ক'
নারায়ণ নিত্য তোমা ক'রেছি সন্ধান।
চেয়েছিনু স্বর্গ পানে, চেয়েছিনু চন্দ্রে
তারকায়, চেয়েছিনু তীক্ষ্ণ দৃষ্টে ভেদি
নীলাম্বর, ফল তার পেয়েছি যন্ত্রণা।
দেখি নাই সম্মুখে চাহিয়া, দেখি নাই
পশ্চাতে ফিরিয়া, দেখি নাই পদপ্রান্তে,
দেখি নাই হৃদি মধ্যে বাহুর বন্ধনে।
খেলিতেছ বন উপবনে, খেলিতেছ
গৃহের প্রাঙ্গণে, শিশু বৃদ্ধ যুবা মাঝে
কে জানিত খেল অবিরাম ! আয় বাপ,
আয় ভাই ব'লে তুমি পশ্চাতে ডেকেছ,
'আগে চল্' ব'লে তুমি গুরুরূপে মন্ত্র
শিখায়েছ। শিষ্যমূর্ত্তে ধ'রেছ চরণ,
প্রভু মূর্ত্তে দেখা'য়েছ, আরক্ত নয়ন !
দস্যু মূর্ত্তে ছিঁড়ে নেছ কাঞ্চনের মায়া।
বিষম নিন্দুক মূর্ত্তে নিত্য ধুয়ে দেছ
মলিনতা। বিরাট বিশ্বের মাঝে তুমি
আপনার প্রতিষ্ঠা করিয়া, তুলেছ হে
ব্যোমব্যাপী আপনার গান। নরোত্তম—
নারায়ণ—বিশ্বরূপ নর। প্রণিপাত
চরণে তোমার।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। আমরাও তোমার চরণে প্রণিপাত। আমরা যদি নর হই, তাহ'লে বানর কে দেবতা !

ধর্ম্ম। বানর ওই মানুষ ! কেউ তারে নাচায়, কেউ তারে মেরে খায়, আবার সীতার উদ্ধার ক'রেছে ব'লে, কেউ তারে ভক্তিভাবে পুজো করে। ও যেই নর, সেই তোমার বানর।

সৃষ্টি। যা ব'লেছ দেবতা, ওই কচ্চুট শাস্ত্রে বলে বটে "বৈশাখে নরবানরাঃ।" তা দেবতা, মানুষ তো পৃথিবী শুদ্ধ দখল ক'রে ব'ললে "সব আমি।" তাহ'লে গরীব ইঁদুর বেড়াল গুলো কি ক'রবে ?

ধর্ম্ম। তারা যখন কথা ক'ইতে শিখ্বে, তারাও ব'ল্বে 'সব আমি' "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্।"

সৃ। সব আমি! চিংড়ী মাছ ?

ধর্ম্ম। তাও আমি!

সৃ। ও বাবা তাহ'লে খাব কি ?

ধর্ম্ম। খেতে না সাহস কর, খেয়ো না!

সৃ। বেশ, এবার থেকে যখন মাছ খেতে সাধ হবে, তখন তোমার গালি চেটে দিয়ে যাব। "সব আমি"—কি জ্বালা! তা হ'লে বিট্‌লে মহাপাত্তরের বিট্‌লেমীতে রাগ ক'রতে পা'রব না। ডোম বেটা'দের পাগ্‌লামী দেখে হা'সতে পাব না, তাদের যদি সর্ব্বনাশ হয় ত দুঃখু ক'রতে পা'রবো না! সব আমি!

ধর্ম্ম। "সব আমি"—কারও ওপর দুঃখ ক'রবার নেই, রাগ ক'রবার নেই, অভিমান ক'রবার নেই—সব লীলাময়ের লীলা! তবে কোথাও লীলা—নিদ্রা-মোহ-মায়ার আবরণে কোথাও লীলা জাগরণে! বন্ধু! তোমাকে আর কি ব'ল্‌ব ? বাতক পিঁজরে ভেঙ্গে লীলা করে, শোকার্ত্ত কেঁদে লীলা করে।

সৃ। দেবতা! তবে ত বড়ই বিপদে ফেল্‌লে! তাহ'লে আমি কি করি ?

ধর্ম্ম। তুমি আমাকে বন্ধু ব'লে সম্বোধন ক'রেছ। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" বন্ধু! তুমি আমার পাশে থেকে, লীলা দেখ।

সৃ। কোথায় এলুম, কেন এলুম? দেবতা আমায় বন্ধু ব'লে সম্বোধন ক'র্‌লে!—যা'ক্! সব লীলাখেলা যখন আমার ফুরিয়ে গেল, তখন যাক্!—বন্ধু, বন্ধুই সই। সংসারে খাঁটী বন্ধু যদিই বরাত ক্রমে মিলে গেল—তখন থাক্! বন্ধুই বল আর যাই বল, দাস আমি, পায়ের ধূলো দাও—আর চোক দাও, তোমার লীলা দেখি।—জয়—ধর্ম্মের জয়—জয় ধর্ম্মের জয়। কে যেন আ'সছে—দেবতার কাছে মানত ক'রে বুঝি তার পূজো দিতে আ'সছে।

ধর্ম্ম। অন্তরাল থেকে দেবতার লীলা দেখ।

সৃ। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। কিছুতেই ত ফাঁক পেলুম না। সাত সাত দিন ওৎ মেরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তবু ত ছেলে দু'টোকে ধ'রতে পা'র্‌লুম না। চোখের উপর ছেলে দুটো নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বেটারা সব এমন আগ্‌লে ব'সে আছে যে, কিছুতেই তাদের হাতের কাছে পেলুম না! রাত্রে চুরি ক'রে ঘরে ঢুক্‌লুম, সেখানেও দেখি সজাগ পাহারা। তাহ'লে কেমন ক'রেই বা ধরি, কেমন ক'রেই বা মারি ? হে ঠাকুর! দয়া কর, ছেলে দু'টোকে হাতে পাইয়ে দাও—আমার মান রক্ষা কর, নৈলে গোড়ে এ মুখ দেখাতে পা'রব না। বড় অহঙ্কার ক'রে এসেছি, দোহাই ঠাকুর, ছেলে দু'টোকে আমার হাতের কব্জীর ভেতর এনে দাও—তারপর আমি বুঝে নেব।

ধর্ম্ম। কে তুমি ?

নিধি। তাইত, তাইত—এখানে যে এক সন্ন্যাসী দেখছি। সন্ন্যাসী কত রকমের বুজ্‌রুকি জানে, ওকে ধ'রতে পা'র্‌লে কাজ হ'তে পারে।—ঠাকুর প্রণাম।

ধর্ম্ম। কি চাও ?

নিধি। কি চাই—চাইলে কি তুমি দেবে দেবতা? ইচ্ছে ক'রলে তুমি দিতে পার, কিন্তু এ অধমের প্রতি দয়া কি হবে দেবতা? যদি কিছু চাই, ত'হ'লে কি দেবে?

ধর্ম্ম। ক্ষমতা থাকলে দেব না কেন?

নিধি। তোমার আবার ক্ষমতা নেই? এও কি একটা কথা? তুমি সাধু, নারায়ণ— ইচ্ছা ক'রলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ক'রতে পার। তুমি দয়া ক'রলে না দিতে পার কি?

ধর্ম্ম। বেশ, কি চাই বল?

নিধি। ছেলে দু'টি চা'ইব? না বাবা, সে কথা ক'ইতে হয় না চো'টে চিমাটের বাড়ী এক ঘা বসিয়ে দেবে। আচ্ছা ঠাকুর, আমাকে ঘুম পাড়াবার মন্তর ব'লে দিতে পার?

ধর্ম্ম। পারি।

নিধি। তা'হ'লে দয়া করে ওই মন্তরটা আমাকে দিয়ে যাও।

ধর্ম্ম। বেশ গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাতে নিদ্রা-মন্ত্রের স্ফুরণ হ'ক্।

নিধি। বস—আর কি? আর আমাকে পায় কে? দেবতা! প্রণাম হই—চ'ললুম। আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত শক্তি আ'সছে আমি বুঝতে পা'রছি। দেবতা! একি রকম হ'ল? আমার ভেতরে একটা আশ্চর্য্য রকমের সাহস আ'সছে, সেই সঙ্গে আবার একটা বিষম ভয় আ'সছে কেন?

ধর্ম্ম। ওটা সিদ্ধ-বিদ্যার প্রভাবে। তোমার যেটাকে ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান দিতে পার—

নিধি। সাহস—সাহস—আয় সাহস—না, ভয় আসে কেন দেবতা? দেবতা! এই মন্ত্রে দলু সর্দ্দারকে ঘুম পাড়াতে পা'রব?

ধর্ম্ম। পা'রবে।

নিধি। বস্, তবে আর কি? আর যে যেখানে থাকে, তাদের নিধিরাম ভয় করে না। আয় সাহস, চলে আয়। দেবতা! প্রণাম— আয় সাহস, চ'লে আয়।

[প্রস্থান।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃ। এ কি হ'ল দেবতা? লোকটা সিদ্ধমন্ত্র পেলে, তা ফ'লবে কি না পরীক্ষা না করেই চ'লে গেল?

ধর্ম্ম। বিশ্বাস—সৃষ্টিধর বিশ্বাস। বিশ্বাসেই ধর্ম্মের অস্তিত্ব।

সৃ। ও ব্যক্তি কি উদ্দেশ্যে এই মন্ত্রসিদ্ধি কামনা ক'রলে?

ধর্ম্ম। ওর ইচ্ছা, রাজার দু'টি সন্তানকে অপহরণ ক'রবে। তা দলু কিংবা তার সহচরেরা জেগে থাক্‌লে ত পা'রবে না, তাই ও ব্যক্তি সিদ্ধবিদ্যা প্রার্থনা ক'রলে।

সৃ। তা আঁটিকুড়ীর বেটা মাথা ঘুরিয়ে নাক দে'খলে কেন? একেবারেইত ছেলে দু'টোর চাইতে পা'রত।

ধর্ম্ম। ওর অদৃষ্ট।

সৃ। বুঝেছি, বেটা নিজের মৃত্যুকে নিজে ডেকে আ'নলে। আবার কে আসে? লক্ষ্মী না?

[প্রস্থান।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। যদিই দয়া ক'রে মেয়েকে দেখা দিলে, তখন আবার মিলিয়ে গেলে কেন? নারায়ণ! দেখা দাও। হে ধর্ম্ম! তুমি ভিন্ন যে আমাদের আর কেউ নেই। তুমি বলেছ, ইচ্ছা অভিলাষ পূর্ণ হবে—কিন্তু কি অভিলাষ? আমি কি চাই? সুমুখে বাসনা-শত্রু এসে মনিবের রাজ্য দখল ক'রবার ভয় দেখা'চ্ছে। এসে কি ক'রব?—কাকে বাঁচাব? মাথার উপর সোয়ামী, পায়ের কাছে পুত্র, দুই পাশে

চন্দ্রসেন আর সূর্য্যসেন—কি করি?—কি চাই—কি চাইতে হবে? আমি যে কিছুই বুঝতে পা'রছি না! নারায়ণ! ব'লে দাও ঠাকুর!

ধর্ম্ম। কেও?

লক্ষ্মী। য়্যা—ঠাকুর! ঠাকুর!

ধর্ম্ম। এ গভীর রজনীতে এখানে কেন লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। ঠাকুর! পায়ে ঠেলে চ'লে এলেন?

ধর্ম্ম। কেন মা! তোমার শ্রদ্ধার দানে যে আমি পরম পরিতৃপ্ত হ'য়ে চ'লে এলুম।

লক্ষ্মী। তোমার সামগ্রী তুমি নিলে, তাতে আবার দান কি ঠাকুর?

ধর্ম্ম। তার পর? এ গভীর রজনীতে একাকিনী এ বন-পথে বিচরণ ক'রচ কেন মা?

লক্ষ্মী। আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ধর্ম্ম। এ ভিখারীকে আবার স্মরণ ক'রেছ কেন মা? আবার কি কিছু ভিক্ষা দিবে মানস ক'রেছ?

লক্ষ্মী। ভিক্ষা? আবার ভিক্ষা? আমি ডোমের মেয়ে, আমার কাছে ভিক্ষা? কেন ঠাকুর বারে বারে লজ্জা দাও?—ঠাকুর দীন রমণী আমি, বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি। ঠাকুর আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।

ধর্ম্ম। বেশ, কি চাও মা! বল।

লক্ষ্মী। কি চাই—কি চাই—আবার আমি কি চাই? দেবতা দয়া ক'রে আমার সোয়ামীর মান রক্ষা কর।

ধর্ম্ম। তথাস্তু।

[লক্ষ্মীর প্রণাম ও প্রস্থান।

ধর্ম্ম। যাও মা সাধ্বী! নিজের অজ্ঞাতসারে জীবনের একটা পথে পদার্পণ ক'রে, সরল বিশ্বাসে ধর্ম্মের উপর নির্ভর ক'রে পথ চ'লেছ। সে পথে কত বিঘ্ন, কত বিপদ। কত নরশার্দ্দুল লোলুপদৃষ্টিতে পথপার্শ্বের উপবন আশ্রয় ক'রে, তোমার পানে চেয়ে আছে। তবু যাও—একপদ একপদ ক'রে তোমার ধর্ম্মপথে অগ্রসর হও। শার্দ্দুল তার নিজের ধর্ম্ম পালন করে, তুমিও তোমার নিজের ধর্ম্ম পালন কর।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃ। দেবতা আমি আবার একটা প্রণাম করি।

ধর্ম্ম। কিছু চাও?

সৃ। কি, আমি বিষ্ণুপুরের মাড়ে বার গণ্ডী—আমি কি চাই? আমি কি ভিখারী?

ধর্ম্ম। ভিখারী না হ'লে কি চাইতে নেই? রাজা কি প্রজার কাছে রাজস্ব ভিক্ষা করে?

সৃ। বটে, বটে! তাহ'লে দেবতা আমি তোমাকে চাই। যখন তোমাকে দেখতে চাইব, তখন দেখা দিও।

ধর্ম্ম। তথাস্তু।

সৃ। তাহ'লে তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। [ধর্ম্মানন্দের প্রস্থান।

দেবতা ত চ'লে গেল। বোকা দেবতা আমাকে যে বর দিয়ে গেল, তার মজাটা ত জা'নতে পা'রলে না! থা'ক, এখন আর জ্বালাতন ক'রছি নি। শেষে ভয় পেয়ে ব'সবে থাক্ না, একবার হ'য়ে যা'ক। ও দেবতা!

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

বেশ—বেশ—চলে যাও।

[ধর্ম্মানন্দের প্রস্থান।

ও দেবতা!

(ধর্ম্মানন্দের পুনঃ প্রবেশ)

কি? আছ কেমন?

ধর্ম্ম।—ডা'কলে কেন?

সৃ। কষ্ট হ'চ্ছে—আচ্ছা যাও।

[ধর্ম্মানন্দের প্রস্থান।

না—আর ডা'কব না। একশোবার ডাকলে রেগে যাবে।—তবু আর একবার—ও দেবতা!

(নেপথ্যে বিকট শব্দ) ও বাবা! ও বাবা! এ কি মূর্ত্তি?

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ও দেবতা! রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়ে ভয় দেখাও কেন দেবতা? তোমায় যে ছা'ড়তে পা'রছি না—আর একটা প্রণাম নিয়ে যা'ও। (প্রণাম)

পঞ্চম দৃশ্য।

অম্বিকা—দুর্গমধ্যস্থ উদ্যান।

(চন্দ্রসেন ও সূর্য্যসেন)

গীত।

এমন মধুর দিবসে মধুর কানন দেশে।
কুহরে কোকিল ভরি নিকুঞ্জ, বিবিধ মধুর কুসুম পুঞ্জ
বিতরে সুবাস বাতাসে॥
মধুময় প্রাণে মধুর পবনে মধুর জলদ ভাসে।
মধু লুটি মোরা পাখী দু'টি বেড়াই ভেসে।

(সামুলার প্রবেশ)

সামুলা। দেখ বাবা! আমি একবার রাজা-রাণীকে দেখে আ'সব। তারা কালীর মন্দিরে তোমাদের জন্য পূজা দিতে গেছে। একটুখানি এইখানে খেলা ক'রে বেড়াও। আমি মায়ের চরণামৃত নিয়ে আসি। ততক্ষণ আমি একজনকে তোমাদের আগলাতে রেখে যাচ্ছি। দেখ যেন এ যায়গা ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

চন্দ্র। না, তুই যা।

সূর্য্য। বাবা! বুড়ী গেল না ত বাঁচা গেল। বেটীর জ্বালায় কোন দিকে চাইবারও যো নেই! হাঁ দাদা! বাবা ও মা কোথায় যাবেন?

চন্দ্র। মা ব'ল্লেন, বিষ্ণুপুরে যাবেন।

সূর্য্য। তা আমরা যাব না

চন্দ্র। কই যাতো আমাদের যাবার কথা ব'ললেন না।

সূর্য্য। তবেই আর আমাদের মামার বাড়ী দেখা হ'ল।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃ। দরকার কি বিষ্ণুপুরে গিয়ে, মামার বাড়ী দেখবার দরকার কি? মামার বাড়ী দেখতে চাও, এইখান থেকেই তা দেখিয়ে দিতে পারি।

উভয়ে। কেমন করে—কেমন ক'রে?

সৃ। তোমরা কি মামার বাড়ী দেখবার জন্য বড়ই কাতর?

চন্দ্র। হাঁ ভাই, বড়ই কাতর।

সূর্য্য। দেখ ভাই, আমরা মাসীকে দেখেছি, মে'সোকে দেখেছি; কিন্তু ভাই বিষ্ণুপুরও দে'খলুম না, মামাকেও দেখলুম না!

সৃ। বড় দুঃখ!

উভয়ে। বড় দুঃখ ভাই, বড় দুঃখ!

সৃ। এস ভাই, তোমাদের দুঃখ নিবারণ করি। তোমাদের দু'টি ভাইকে একেবারে মামার বাড়ী দেখিয়ে দিই।

চন্দ্র। কেমন ক'রে দেখিয়ে দেবে, দাও না ভাই!

সৃ। এই যে দিচ্ছি ভাই! নাও দু'জনে এইখানে শোও। শুয়ে আকাশ পানে চেয়ে থা'কবে। আর আমি অমনি তোমাদের গলা টিপে ধ'রবো।

সূর্য্য। তা'হলে যে চোক কপালে উঠে যাবে?

সৃ। তাইত উঠবে। যেমন একটু একটু উঠতে থা'কবে, আর অমনি মামার বাড়ী এক পা এক পা এগিয়ে আস্‌তে থাকবে।

সূর্য্য। হাঁ ভাই। তোমায় মামার বাড়ী আছে?

স্থ। কেন—কেন?

সূর্য্য। তা'হলে আমরা দু'ভাইয়ে তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিই।

স্থ। বটে, বটে! তাহ'লে গুরুর বিস্কেটা মেরে দিয়েছ? তাহ'লে চুপ চাপ ক'রে ব'সে থাক। বুড়ী আমাকে তোমাদের আগ্‌লাতে ব'লে গেছে।

সূর্য্য। এস দাদা! তাহ'লে তোমাকে নিয়ে আমরা গান করি।

স্থ। না, না, তা ক'র না—গলা ভেঙ্গে যাবে।

চন্দ্র। তবে আমরা কি ক'র্‌বো?

স্থ। কথা ক'য়ো না, কথা ক'য়ো না—দম বন্ধ হবে।

সূর্য্য। তবে এস দাদা, আমরা নৃত্য করি।

স্থ। হাঁ,—হাঁ—পা ভেঙ্গে যাবে।

চন্দ্র। আরে গেল যা, তাহ'লে আমরা কি ক'র্‌ব?

স্থ। চ'টো না—চ'টো না—মাথা ধর্‌বে।

সূর্য্য। এস দাদা, তাহ'লে ফুল তুলি।

স্থ। হাঁ,—হাঁ—হাতে কাঁটা ফুটবে।

সূর্য্য। বেশ, তবে গাছের ফুল গাছে থাক্‌, আমরা শুঁকি।

স্থ। হাঁ,—হাঁ—নাকে পোকা ঢুকবে।

চন্দ্র। বেশ তবে বেদীর ওপর একটু বসি।

স্থ। হাঁ—হাঁ—রদ্দুর লাগলে ননীর দেহ গলে যাবে।

সূর্য্য। বেশ, তবে পাথরের আড়ালে ছাওয়ায় একটু বসি।

স্থ। হাঁ—হাঁ—ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি হবে।

চন্দ্র। ও বাবা! এর চেয়ে দলু দাদা ছিল ভাল।

সূর্য্য। তা'হলে দুই ভাইয়ে তোমাকে দুদিক থেকে দু'হাত ধ'রে একটু টানাটানি করি।

চন্দ্র। বেশ, তাই ভাল—

বালকদ্বয়— গীত।

আমরা অতিথ পেয়েছি ঘরে।
হাতে পেয়ে এমন রতন ছাড়বো কেমন ক'রে।
বসিয়ে কাছে দেব তোমায় আদর ভারে ভারে।
খেতে দেব ননী মাখন, পেট ফুলে যেই হবে ঢ্যাপন,
ভাসিয়ে দেব তোমায় তখন ক্ষীর সাগরের পারে।

স্থ। এই—এই।

সূর্য্য। টেনো না, টেনো না—হাতে ব্যথা হবে।

স্থ। এই—এই—ও বুড়ী—ও—বুড়ী।

উভয়ে। চেঁচিয়ো না—চেঁচিয়ো না—কাণে তালা ধ'র্‌বে।

(সাবুলার প্রবেশ)

বুড়ী। ছি! এ তোমরা কি ক'র্‌ছ? নাও চ'লে এস, রাজা ও রাণী বিষ্ণুপুরে যা'চ্ছেন, তোমাদের একবার দেখে যাবেন।

[স্থষ্টিধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

স্থ। ও বাবা! এ যে দেখছি এক জোড়া কলির অহিরাবণ। দু'টি লোহার ভাঁটা। তা'হলে ত দেখছি বুড়ী মানুষ খুন ক'র্‌তে পারে। এই ছেলেদের আমাকে আগলাতে ব'লে গেছে? কিন্তু দলু সর্দ্দার ক'রেছে কি? বিপদে আপদে প'ড়লে যাতে আত্মরক্ষা ক'র্‌তে পারে, তাই ছেলে দু'টিকে কুস্তি শিখিয়ে দুটি বাটুল ক'রে তুলেছে। মাও ত প্রাণ ধ'রে ছেলেকে এই রকম কুস্তি শিখতে দিয়েছে? বাঙ্গালী মায়ের হ'ল কি? বাঙ্গালী মা ছেলেকে ঘরে কাপড় চাপা দিয়ে ঢেকে রা'খবে। ছুটতে দেবে না, সাঁতার শিখতে দেবে না, গাছে উঠতে দেবে না, ঝাঁপ খেতে দেবে না। বাঙ্গালী ছেলের গায়ে টুস্‌কি মা'র্‌লে রক্ত পড়বে,

পথে বেরুলে ননীর পুতুল কাকে ঠুকুরে খেয়ে ফেল্‌বে! এমন ছেলে না হ'লে বাঙ্গালীর ছেলে! আর এমন মা না হ'লে বাঙ্গালীর মা! এ রঙ্গাবতী মা ক'র্‌লে কি? বাঙ্গালার জল হাওয়ায় থেকেও রাজপুত্নী হ'য়ে গেল? না, দেখে স্ফুর্ত্তি হ'ল না! কিন্তু এমন সুলক্ষণ শক্তিমান্ সন্তান! এই সন্তান নিয়ে রক্ত নদীর প্রবাহ? হাঁ ঠাকুর! এ তোমার কি রকম লীলা? সমস্ত মানুষের প্রাণ একধার ক'রে, তাতে শুধু দয়ার রাশি ঢেলে দিলে না কেন?

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। সৃষ্টিধর!

সৃ। ও বাবা! ভাইত কি ক'রেছি? অন্যমনস্কে—দেবতাকে স্মরণ ক'রে ফেলেছি? হাতে ও কি দেবতা?

ধর্ম্ম। নরমেধ যজ্ঞের লীলা হবে, তাই পূর্ব্বাহ্ণে কিছু সংগ্রহ ক'রে রাখছি।

সৃ। আহা, দেবতার আমার কি ধর্ম্মনিষ্ঠা! কি দয়া!

ধর্ম্ম। সৃষ্টিধর! এই দয়াতেই ধরণীর প্রতিষ্ঠা। মধুকৈটভ বিনষ্ট হ'য়েছিল, তার মেদেই পৃথিবী সৃষ্ট হ'য়েছে। সেই জন্যই এর নাম মেদিনী।

সৃ। বটে—বটে! তবে আর নিরিমিষ রেখেছ কি? ডুবিয়ে ফেল—মেদিনী ডুবিয়ে ফেল। [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অম্বিকা—রাজবাটী।

(মণিরাম)

মণি। অম্বিকায় এসে এ আমি কি দে'খ্‌লুম? দুই দুই সোণার পুতুল, দু'টি অশ্বিনী-কুমার—রঙ্গাবতীর দু'টি সন্তান অম্বিকার রাজপথে রূপ ছড়িয়ে চ'লে যা'চ্ছে। হে ধর্ম্ম! ধন্য তোমার মহিমা! আজ তুমি পতিব্রতা সতীর ঘরে দু'টি পুণ্য প্রদীপ পাঠিয়ে তার পবিত্র ঘর আলো ক'রে দিয়েছো। আর আমি কিনা নয়ন সেনকে মেরে রঙ্গাবতীকে বিধবা ক'র্‌তে গিয়েছিলুম?—আমি কিনা এই রত্নের ধ্বংসে বদ্ধপরিকর হ'য়েছিলুম?—বিধির নির্ব্বন্ধে বাধা দিতে গিয়েছিলুম? মদনমোহনের ঘটকালী আমি ভাঙ্গতে পা'র্‌বো কেন? রঙ্গাবতী হ'তে অম্বিকার বংশ প্রতিষ্ঠা হবে—মদনমোহনের ইচ্ছা। সে ইচ্ছায় বাধা দিতে গিয়ে সম্বন্ধ আমি আরো দৃঢ় ক'রে দিয়েছি, রঙ্গাবতীর স্বামি-সম্মিলনের পথ সুগম ক'রেছি। লাভের মধ্যে শৃগালদষ্ট জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় নিজের অঙ্গ দংশনে ছিন্ন ভিন্ন ক'রেছি। অনুতাপ—অনুতাপ! আজ আমি কোথায় গর্ব্বের সহিত অম্বিকায় প্রবেশ ক'রে ভাগিনেয় দু'টিকে কোলে ক'রব, না তাদের কাছে এখন অগ্রসর হ'তেই সঙ্কুচিত হ'চ্ছি? অনুতাপ—অনুতাপ!

(রঙ্গাবতীর প্রবেশ)

রঙ্গা। বিষ্ণুপুর থেকে কে আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছে?

মণি। রঙ্গাবতী!

রঙ্গা। কেও দাদা? দাদা? আপনি? (প্রণাম) তা দেবীমন্দিরে না প্রবেশ ক'রে এখানে কেন দাদা?

মণি। আমি নরাধম, দেবীমন্দিরে প্রবেশের যোগ্য নই,—তোমার নাম গ্রহণের যোগ্য নই,—রঙ্গাবতী! আমি আত্মঘাতী। আমি নিঃসন্তান, ভাগিনেয়-বধে নিজের পিণ্ড লোপ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলুম।

রঙ্গা। সে কি দাদা? আপনার আশীর্ব্বাদেই আমার সৌভাগ্য। আপনি আমাকে

ভাগাবতী দেখবার জন্যই সে কার্য্য ক'রে-ছিলেন, অসদুদ্দেশ্যে ত করেন নি। আসুন, দেবীমন্দিরে মাতৃদর্শন করুন। আমরা শুভ যাত্রার আয়োজন ক'র্‌ছি।

মণি। আগে তোমাদের ভালয় ভালয় বিষ্ণুপুরে নিয়ে যাই, তারপর এসে দেবীদর্শন।

রত্না। তাহ'লে অপেক্ষা করুন, আমি রাজাকে নিয়ে আসি। কিন্তু দাদা! আপনাকে অনুরোধ করি, পুত্র দুটিকে সঙ্গে নেবার প্রস্তাব ক'র্‌বেন না!

মণি। কেন? রাজা যে সেই দু'টিকেই আগে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছে ক'রেছেন! যেটি মান্দারণের রাজপুত্র, সেটিকে না হয় রেখে যেতে পার

রত্না। ও কথা মুখে আ'নবেন না দাদা! এখানে মান্দারণের রাজপুত্র নেই। সে জানে, আমিই তার মা—সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মণি। এই গুণেই রত্নাবতী তুমি মদন-মোহনের পূর্ণ কৃপার অধিকারিণী। এই গুণেই তুমি আজ উমারাণীর আয়তি নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বেশ্বরের সঙ্গসুখভোগ ক'রছ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার আয়তি অটুট থা'ক্।

রত্না। কিন্তু দাদা! ছেলেরা কখন আ'সবে?

মণি। বুঝেছি রত্নাবতী, তুমি ভয় পাচ্ছ। আমি বালকের কাছে তার জন্ম-রহস্য প্রকাশ ক'র্‌বো? ভয় নেই—যতই নরাধম হই, মত্ত মাতঙ্গের ভীম শুণ্ড হ'তে রক্ষা ক'রে, করুণা-ময়ী! তোমার বাৎসল্য-রসে পুষ্ট হবা'র জন্য রাজা যে শিশু-তরুটিকে তোমারই স্নেহের উদ্যানে রোপণ ক'রেছেন, আমি তার মূলচ্ছেদ ক'র্‌তে সাহস করি না। যাও, তুমি রাজাকে যতশীঘ্র পার, নিয়ে এসো।

[রত্নাবতীর প্রস্থান।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। এই যে হুজুর এসেছো। জানি হুজুর আ'সবে—আমাকে এক দণ্ড ছেড়ে থা'ক্‌তে পা'র্‌বে না জানি।

মণি। তুই বেটা কি বল্ দেখি?—

সৃ। আমি বেটা বিষ্ণুপুরের সাড়ে বার গণ্ডা সৃষ্টিধর।

মণি। চোপ্‌রাও বেটা—

সৃ। আচ্ছা চুপ।

মণি। তিন দিন আগে রাজা তোকে এদের নিয়ে যেতে হুকুম ক'রেছেন, আর এখানে এসে বেটা তুই অমূল্য সময় নষ্ট ক'র্‌ছিস্?

সৃষ্টি। সময় নষ্ট ক'র্‌বেন না—কথা ক'য়ে অমূল্য সময় নষ্ট ক'র্‌বেন না।

মণি। দূর বেটা আহাম্মোক—সময় আগে থা'ক্‌তে নষ্ট ক'রে, এখন নষ্ট ক'র্‌বেন না। দেরি ক'রে কি অনিষ্ট ক'রেছিস্ তাকি বুঝতে পেরেছিস্ বেটা?

সৃ। বড় সময় নষ্ট হ'চ্ছে, অমূল্য সময় সব চ'লে যা'চ্ছে।

মণি। বেরো বেটা আমার সমুখ থেকে।

(নয়ন সেনের প্রবেশ)

নয়ন। কেও, বিষ্ণুপুরের সেনাপতি? আপনি?

(পরস্পর নমস্কার ও আলিঙ্গন)

মণি। মহারাজ! অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি, কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনা ক'র, এমন সময় নেই। মহারাজ বিষ্ণুপুর যাবার জন্য এখনি প্রস্তুত না হ'লে, আর বোধ হয় রাজাকে দে'খতে পাবেন না। এই মহারাজের পত্র পাঠ করুন, তিনি এই মূর্খটাকে এত ক'রে বুঝিয়ে ব'লেছেন—

সৃ। সময় নষ্ট—সময় নষ্ট হ'চ্ছে!

নয়ন। আপনার আশীর্ব্বাদেই আমার আপার সোণার সংসারের প্রতিষ্ঠা। আসুন, সঙ্গে আসুন, আপনার ভাগিনেয়ের গৃহে পদধূলি দিয়ে তার গৃহ পবিত্র করুন। [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অম্বিকা—রঙ্কিণীদেবীর মন্দির।

(দলু, লক্ষ্মী, সূর্য্যসেন ও চন্দ্রসেন)

দলু। লক্ষ্মী! মা তো পায়ে ফুল নিলে না?

লক্ষ্মী। তাহ'লে কি ক'রলুম সর্দ্দার? ভেদ ক'রে সন্তান ধ'রে রা'খলুম—কি ক'রলুম সর্দ্দার? শেষকালে স্বামী পুত্রকে কি বিপদ্‌গ্রস্ত ক'রলুম?

দলু। আমার ওপর দিয়ে যদি বিপদ আপন চ'লে যায়, তাহ'লে আর আমাদের পায় কে লক্ষ্মী? মৃত্যু! আমাদের প্রাণ দিয়ে যদি মনিবের মান বজায় রাখ্‌তে পারি, সর্ব্বস্ব মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে যদি চন্দ্র সূর্য্যের প্রাণ পাই—তাহ'লে আমাদের তুল্য ভাগ্যবান্ কে? নীচু ডোমের অপবিত্র মাথা যদি মায়ের পূজায় লাগে, তাহ'লে মা রঙ্কিণী, আমার যেথানে যে আছে, সবার মাথা নিয়ে ভাই দুটিকে বাঁচিয়ে রাখ। সাবধান! একবার যা ব'লেছিলি. আর যেন সে কথা ফিরিয়ে নিস্‌নি; রাজা তাহ'লে মনে ক'রবে যে, এত দিন পরে দলুর ভেতর ভয় প্রবেশ ক'রেছে। লক্ষ্মী, তাহ'লে জীবন মরণে প্রভেদ থা'কবে না। ছেলে ধ'রে আছিস্—ধ'রে থাক্। চন্দ্র সূর্য্যের অদর্শনে আর মৃত্যুতে কত প্রভেদ লক্ষ্মী? ছেলে দুটিকে বুকে পুরে ধ'রে রাখ—ঐ রাজা আসছে—

(নয়ন সেন, মণিরাম ও রত্না)

মণি। সরদার, বৃদ্ধ রাজা মরণ কালে তোমাদেরও দে'খতে এসেছেন।

দলু। কি ব'লব হুজুর, যতদিন বেঁচে থাক্‌বো, ততদিন আর অম্বিকার বাইরে পা দেব না প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আবার সত্যভঙ্গ ক'রে নরকে যাব? বিড়াল কুকুর হ'য়ে ফিরে আস্‌বো?

লক্ষ্মী। রাজাকে আমরা নারায়ণ ব'লেই জানি; তাঁর শ্রীচরণে যদি আমাদের ভক্তি থাকে, তাহ'লে এখানে থেকেই তাঁর চরণ দর্শন ক'র্‌বো।

মণি। মহারাজ! তাহ'লে আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না।

রত্না। মা! তুমিই এ দুটি বালককে মায়ের স্নেহে প্রতিপালন ক'রে আ'স্‌ছো,—আমি শুধু গর্ভে ধারণ ক'রেছি,—প্রকৃত পক্ষে তুমিই এ দুটি সন্তানের জননী; সুতরাং অধিক আর কি ব'লব, তোমারই এই পুত্র দুটিকে তোমারই মমতার কোলে ব'সিয়ে রেখে, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে, এ স্থান ত্যাগ করি। মা রঙ্কিণী তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

নয়ন। দলু! সুখে দুঃখে আমার জীবন পথের চির সহচর! তোমাকে আর আমি কি ব'লব? তোমারই সহায়তায়—তোমারই প্রভুপরায়ণতায়—আমার অম্বিকা ধনধান্যপূর্ণ রত্নকাঞ্চনময়ী সুপ্রতিষ্ঠিতা নগরী। তোমারই পুণ্যে মৃত্যুর করাল গ্রাস হ'তে ফিরে এসেছি, —এই দুটি অমূল্য রত্ন লাভ ক'রেছি! এ দুটি সামগ্রীতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তোমারই সম্পূর্ণ অধিকার; এ অধিকার হ'তে আমি মনে মনেও তোমাকে বঞ্চিত ক'রতে সাহস করি না। আমার প্রাণের সমস্ত আশীর্ব্বাদের সঙ্গে তোমার এই দুটি ভাইকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'রলুম। তুমি বলাইয়ের সঙ্গে চন্দ্রসেন আর সূর্য্যসেনকে তোমার ধর্ম্মের সংসারে প্রতিষ্ঠিত কর।

[নয়ন সেন, মণিরাম ও রত্নাবতীর প্রস্থান।

লক্ষ্মী। অভয়ে! ভার দিলি, সঙ্গে সঙ্গে অভয় দে, ভয় দেখাস্ নি মা,—ভয় দেখাস্ নি।

লক্ষ্মী। গীত।

বসনে ঢাকা মা অঙ্গ।
দেখে কাঁপে কায়া, কেন মা অভয়া
কর ভনয়ার সনে রঙ্গ॥
নীলকমল দল, শ্রীমুখ মণ্ডল,
চল চল মৃদু হাসি সঙ্গ।
এবে কার সনে রণে মা, নীরদবরণী শ্যামা,
ত্রিনয়নে কুটিল ভ্রুভঙ্গ॥

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির সম্মুখ।

(দেওয়ান, মহীপাল ও মহাপাত্র)

দেও। মহারাজ! আমার প্রভু, আপনার একজন সামন্ত রাজা। তিনি আপনার কোপ-দৃষ্টি সহ্য ক'রতেও অসমর্থ। তাঁর নাশে একরূপ সংহার-মূর্ত্তি ধারণ বঙ্গের সম্রাটের যোগ্য কার্য্য নয়। তিনি আপনার ক্ষমার পাত্র। মহারাজ! দয়া ক'রে এ প্রচণ্ড ক্রোধ সংহার করুন।

মহা। ক্রোধ সংহার? কিসের ক্রোধ? অধীন রাজার অপরাধের শাস্তিদান কোন রাজ-নীতিতে ক্রোধের কার্য্য বলে না। যে অহঙ্কৃত নরাধম তার প্রভুর অপমান ক'রতে সাহস করে, পঙ্গু হ'য়ে গিরিলঙ্ঘনের ধৃষ্টতা দেখায়, তার মূর্খতার শিক্ষা দেওয়াই রাজধর্ম।

দেও। আমার প্রভু অহঙ্কৃতও ন'ন, ধৃষ্টও ন'ন। তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, অতিথেয়, ধর্ম্মাত্মা, বঙ্গের সম্রাটের উপর ভক্তিমান্। আপনি বঙ্গেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী, অন্তর্দ্দর্শনপটু। কোন একটা আকস্মিক ঘটনার জন্য তাঁর উপর দোষা-রোপ করা কি আপনার কর্ত্তব্য?

মহা। তোমার উপদেশ শোন্‌বার জন্য, আমরা রাজধানী ছেড়ে, এই বানরের দেশে এসে উপস্থিত হই নি, আর তোমার ন্যায় খোঁড়া বৃহস্পতির উপদেশ-সুধা পান করা'তে এই লক্ষ সৈন্যকে এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে আনিনি। এসেছি অপরাধীর দণ্ড দিতে।

মহী। অপরাধীর শাস্তি না দিলে, আমি প্রভুত্ব রক্ষা ক'র্‌ব কেমন ক'রে?

মহা। পূর্ব্ব মহারাজের দয়ার জন্যই ত এই সব নরাধমদের ঔদ্ধত্য বেড়ে গেছে।

মহী। আমার সঙ্গে রত্নাবতীর বিবাহের সম্বন্ধ,—আমি চ'লেছি বিবাহ ক'র্‌তে—

মহা। রূপ গুণ যৌবন, অনন্ত শক্তি—রত্নাবতী সুন্দরী অভিলাষিণী হ'য়ে মালা হাতে ক'রে অবস্থান ক'র্‌ছে—এমন সময়ে, আমার এমন প্রভুর অধিকার অমান্য ক'রে—নরাধম চোর ভণ্ড বুড়ো জালিয়াৎ ছলনা ক'রে বঙ্গের সেই ভাবী রাজ্যেশ্বরীকেই অপহরণ ক'র্‌লে! বাগ্‌দত্তা কন্যা,—বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে তার কি প্রভেদ?

মহী। সে ত একরূপ রাজান্তঃপুরকেই কলঙ্কিত ক'রেছে।

মহা। সে নরাধম বৃদ্ধ যোগী সেজে রাবণের মত সীতা হরণ ক'রেছে। তার ফল পাবে না, রাক্ষস-কুল নির্ম্মূল হবে না? আমা-দের এক লক্ষ সৈন্য এত দূর এসে অমনি অমনি ঘরে ফিরে যাবে?

মহী। শক্তি আছে, আমি সে অপমান সহ্য ক'র্‌ব কেন?

মহা। যার বংশের কোন শাস্তি দিইনি, এই তার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ।

দেও। পূর্ব্ব থেকে অবগত হ'লে, তিনি কখনও সেরূপ কার্য্য ক'র্‌তেন না।

মহা। অতিবিজ্ঞ বৃদ্ধ! প্রভুর পক্ষ সমর্থন ক'র্‌তে এসেছ। কিন্তু কথায় মূর্খতার পরাকাষ্ঠা দেখা'চ্ছ। বলি, না জেনে তোমার প্রভু গৌড়ের রাণীকেই না হয় অপহরণ ক'রেছেন। বিষ্ণুপুরের বাগদীরাজার সুমুখে গৌড়েশ্বরের মহাপাত্রের যে অপমান, সেটাও তোমার প্রভু অন্যমনস্কে না জেনে ক'রে ফেলেছেন?

মন্ত্রী। মহাপাত্রের অপমান, সে ত আমারই অপমান!

দেও। মহাপাত্র ত আমার প্রভুর হাত পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিয়েছিলেন।

মহা। বস্, তাহ'লে তুমি ব'ল্‌তে চাও, তোমার প্রভু যখন আমার ঘরে চুরি ক'র্‌তে আস্‌বেন, তখন আমি জিনিষ পত্র গুলো তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দেব; যখন আমাকে হত্যা ক'র্‌তে আস্‌বেন, তখন আমি আসতে আজ্ঞা হয় ব'লে গলাটা বাড়িয়ে দেব? আমার স্ত্রীটিকে যখন বা'র ক'রে নিয়ে যেতে ইচ্ছা ক'র্‌বেন, আমিও অমনি তাড়াতাড়ি সিন্দুক খুলে এক থালা মোহর না বা'র ক'রে এক হাতে স্ত্রী, আর হাতে মোহর দিয়ে তাঁকে গলবস্ত্রে প্রণাম ক'র্‌ব? মহারাজ! সুন্দর যুক্তি! বড় অন্যায় কার্য্য ক'রেছি তোমার প্রভুকে সেই সময়ে খোড়কুঁচি না ক'রে ভদ্রলোকের মতন হাত পা বেঁধে আস্তে আস্তে জলে ফেলে দিয়েছি।

মন্ত্রী। তার উচিত ছিল সেই সময়ে নীরবে জলের ভেতরে ঢুকে যাওয়া।

মহা। এ—বলুন ত মহারাজ!

মন্ত্রী।—তাহ'লে বুঝ্‌তুম, সে রাজভক্ত— তাহ'লে তাকে ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌তুম।

মহা।— এই—তাহ'লে সে নরাধমের ওপর ক্ষমার [illegible] ক'র্‌তো।

দেও।—(স্বগত) দেখ্‌ছি এ নরাধমের কাছে, শান্তির কিছুমাত্র প্রত্যাশা নেই। (প্রকাশ্যে) বুঝেছি—এখন তাহ'লে আমাদের কি ক'র্‌তে আদেশ করেন?

মন্ত্রী।—আগে তোমার প্রভুকে হা'তে তুলে ক'রে রত্নাবতীকে এইখানে নিয়ে আ'স্‌তে বল।

মহা। তারপর যে দু'বেটা ডোম আমার অপমান ক'রেছে, তাদের মুণ্ড কেটে এইখানে পাঠিয়ে দাও।

মন্ত্রী। সেই সঙ্গে লক্ষ্মী ব'লে নাকি একটা ডুম্‌নী আছে, সেটা নাকি সুন্দরী, সেটাকে পাঠিয়ে দাও। আর মান্দারণের রাজার ছেলে তোমাদের ঘরে আবদ্ধ আছে। সে সামন্ত রাজা। তোমরা তাকে ধ'রে রাখ্‌বার কে? তাকে পাঠিয়ে দাও।

দেও। যুদ্ধ ক'রেই বা এর চেয়ে বেশী কি প্রত্যাশা করেন মহারাজ?

মহা। বেশী প্রত্যাশার কি দরকার? আমাদের এই পেলেই হ'ল!

দেও। এই যদি রাজাকে দিতে হয়, রাজা অমনি দেবেন কেন?

মহা। কে দিতে ব'ল্‌ছে? আমরা ভিক্ষে নিতে আসিনি।

দেও। তাহ'লে আর মীমাংসা হ'ল না? দোহাই মহারাজ! তিন দিন বিলম্ব করুন। রাজা বিষ্ণুপুরে গমন ক'রেছেন, তাঁদের ফিরে আসার অপেক্ষা করুন।

মহা। ও! কৌশল—কৌশল!

মন্ত্রী। কৌশল!

মহা। বিষ্ণুপুর থেকে সৈন্য সাহায্য এনে আমাদের সঙ্গে লড়াই দেবে!

মন্ত্রী। বটে! তুমি বুড় ভারী চতুর!

মহা। মহারাজ! ওর সঙ্গে কথা ক'রে সময় নষ্ট ক'র্‌বেন না। এখনি সব সৈন্যকে

প্রস্তুত হ'তে আদেশ করুন। তার, এখনি অম্বিকা অভিমুখে যাত্রা করুক। যাও, যাও বৃদ্ধ তোমাদের যে যেখানে শূর বীর আছে, সবাইকে প্রস্তুত হ'তে বলগে। আমরা তোমাদের মুণ্ডপাত না ক'রে ঘরে ফিরছি না।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

মহী। নয়ন সেন বিষ্ণুপুরে পালা'লো, তাকে ধ'রবার এমন সুযোগটা ছেড়ে দিলে?

মহা। অনুষ্ঠানের কিছুই ত্রুটি করিনি মহারাজ। ধ'রবার সমস্ত আয়োজন ক'রেছিলুম; কিন্তু গৌড় থেকে আ'সতে আ'সতে বুড়ো হাত ফ'সকে স'রে গেছে। তা যাক্—বুড়ো'কে গ্রেপ্তার ক'রতে আর ক'দিন? অম্বিকার পাট উঠিয়েই, বিষ্ণুপুরে সদল বলে হানা দিচ্ছি। একেবারে জাল গুটিয়ে যেখানকার যা, সব টেনে আ'নছি।

মহী। শীগগীর আন, আমার দেরি স'ইছে না।

মহা। এসেছে, আপনি জেনে রাখুন না।

মহী। আর দেখ, মান্দারণের রাজপুত্রকে মেরে ফে'লতে হুকুম দিও না।

মহা। কেন মহারাজ? শত্রুর জড় রেখে দরকার কি? থাকলে ভবিষ্যতে সে আপনার ছেলে পুলেদের সুখের পথে কণ্টক হ'য়ে দাঁড়াবে।

মহী। না, না মহাপাত্র। সে আমাদের ত কোন অনিষ্ট করেনি। তার উপর আজ ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখিছি, এক সন্ন্যাসী এসে ব'লছে, যদি মান্দারণের ছেলের গায়ে হাত দাও, তা'হলে তোমাকে সপুরী এক গড় ক'রবো। অন্য সবাইকে তুমি মেরে ফেল, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

মহা। বেশ, আপনি যখন হুকুম ক'রেছেন, তখন তাই হবে।

মহী। বেশ।

[মহীপালের প্রস্থান।

(নিধি সর্দ্দারের প্রবেশ)

মহা। বলি বেটা, ছেলে দু'টোকে যে এনে দিবি ব'ললি, তার কি ক'রলি?

নিধি। শুধু ছেলে কেন হুজুর! যদি সহরটাকে আপনার হাতে না দিতে পারি, তাহ'লে আমাকে একটু একটু ক'রে কেটে মেরে ফে'লবেন।

মহা। বেশ, তাহ'লে সহরটাই তোকে বক্‌সিস্ দেব। আর দেখ, মান্দারণের রাজপুত্রটাকে জ্যান্ত আনবি। রত্নাবতীর ছেলেটাকে মেরে ফে'লবি।

নিধি। যো হুকুম।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গপ্রাঙ্গণ।

(দেওয়ান, দলু ও সৈন্যগণ)

দেও। বা'র বৎসরের পর আবার ভগবানের সংহারলীলা'র পুনরাভিনয় দলু! আবার সেই কালরাত্রি সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে আমার চোখের ওপর জেগে উঠছে।

দলু। তার পর এখন কি কর্ত্তব্য উপদেশ দিন?

দেও। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ বীর, তোমাকে আর আমি কি উপদেশ দেবো? তোমার হিতাহিত জ্ঞান যা ক'রতে পরামর্শ দেবে, তাই ক'রবে।

দলু। আর ছুটি সন্তান?

দেও। দু'টী সন্তান? কি ব'লব বাপ্! একটি রাজার বংশধর। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা-প্রান্তর মধ্যে বিধাতার রোপিত চির-ছায়াময় বটবৃক্ষ। আর একটি! দলু স্মরণেও প্রাণ কেঁদে ওঠে! চারিটি অমূল্য রত্নের বিনিময়ে তাঁকে লাভ ক'রেছি। জিঘাংসু শত্রুর অস্ত্র প্রহার হ'তে তার স্নেহময়ী জননী, শুধু কোমল বুকের আবরণে রক্ষা ক'রেছে। তার পর আমাদের রাজার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে স্বামীর চিতা-শয্যায় শয়ন ক'রেছে। কোথায় তাদের রক্ষা ক'রবে? যদি অম্বিকার সব যায়, তখন তাদের লুকিয়ে রা'খবে কে? কে সাহস ক'রে তাদের আশ্রয় দেয়? স্থান কোথায়? ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—ধর্ম্ম ভিন্ন তাদের প্রাণ রক্ষা ক'রতে কেউ নেই। দলু! ধর্ম্মের আশ্রয়ে তাদের রক্ষা কর।

দলু। যো হুকুম!

[দেওয়ানের প্রস্থান।

ভাই সব! ধর্ম্ম—ধর্ম্ম রক্ষা কর। অম্বিকা নগরের রাজার কৃপাতেই আমরা মানুষ ব'লে গণ্য হ'য়েছি; যেমন ক'রে পার, সেই আশ্রয়-দাতার মর্য্যাদা রক্ষা কর।

১ম সৈ। দেবতার দোরে জান উচ্ছুগগু ক'রে চ'লে এসেছি; স্ত্রী পুত্রের কাছে জন্মের মত বিদায় নিয়েছি। আর কি ক'রব হুকুম কর সর্দ্দার?

দলু। এ যুদ্ধে জয় লাভ করা বড়ই কঠিন। তবে যদিই দেবতার ইচ্ছায় আমাদের হা'রতে হয়, ত সহজে যেন আমরা শত্রুকে সাধের অম্বি-কায় প্রবেশ ক'রতে না দিই।

১ম সৈ। বেশ, প্রথমে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ ক'রবো। অস্ত্র গেলে ঘর ভেঙ্গে ইট সংগ্রহ ক'রে, তাই দিয়ে নগর রক্ষা ক'রবো। যখন তাও ফুরুবে, তখন দাঁতের সাহায্যেও যদি শত্রু নিপাত ক'রতে হয়, আমরা তাও ক'রতে প্রস্তুত আছি।

দলু। তার পর স্ত্রী পুত্রের প্রাণ। সমস্ত যাবে, অম্বিকা শ্মশান হবে, তখন? নারায়ণ! তখন ভাই দু'টিকে তোমার শান্তিময় কোলে স্থান দিও। যাও ভাই, সকলে প্রাণপণে ফটক রক্ষা করগে।

২য় সৈ। যো হুকুম!

দলু। আর দেখ, যুদ্ধে একটুকুও অধর্ম্মাচরণ ক'রো না। পলায়িত শত্রুর পিঠে অস্ত্র মেরো না, আশ্রয়প্রার্থী শত্রু হ'লেও তাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না। আর সত্যপথ থেকে কদাচ বিচলিত হ'য়ো না।

১ম সৈ। যো হুকুম!

[সৈন্যগণের প্রস্থান।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

দলু। লক্ষ্মী! কি ঘোর অন্ধকার?

লক্ষ্মী। আষাঢ়ে অমাবস্যার রাত্রি—এই রূপ অন্ধকার চিরদিনই হয়।

দলু। এখনও কোথায় রাত্রি? সমস্ত দিনের মধ্যে একটি বার মাত্র মুখ দেখিয়ে এই মাত্র সূর্য্য অস্ত গেল। সমস্ত রাত্রিই এখনো আমাদের সাম্নে প'ড়ে আছে। প্রারম্ভে এই অন্ধকার! এমন অন্ধকার আমার স্মরণে আসে না!

লক্ষ্মী। আসল কথা, দৃষ্টি প'ড়ে আছে ঐ দু'টি বালকের উপর। কাজেই অন্য দিকে ভাল রকম দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না।

দলু। একটি একটি ক'রে চারিদিক থেকে কাল মেঘ এসে অম্বিকাকে আচ্ছন্ন ক'র্‌লো। মেঘের উপর মেঘ, তার উপর মেঘ—প্রত্যেক গুলো অম্বিকার উপর কৃপাদৃষ্টি দেবার

তই আগ্রহ ক'র্‌ছে, ততই যেন কোথা থেকে আচ্ছাদনের উপর আচ্ছাদন, তাদের মুখ ঢেকে দিচ্ছে। লক্ষ্মী প্রাতঃসূর্য্যোদয় দেখ্‌বার আমার এত আকিঞ্চন হ'চ্ছে কেন ?

লক্ষ্মী। একি সর্দ্দার ! তুই কোথা আমাকে এ বিপৎকালে উৎসাহ দিবি, তা না ক'রে, তোর বলে যার বল, তার মুখের পানে চাইছিস্ কেন ?

দলু। জীবনের ভয় ত করি না লক্ষ্মী ! যে ভার কাঁধে নিয়ে ব'সে আছি, তাতে হাত পা আমার বাঁধা প'ড়েছে।

লক্ষ্মী। যা ব'লেছিস্ সর্দ্দার, বিষম ভার। রাজা রাণী ফির্‌লে, আবার তাদের ধন তাদের হাতে দিতে পারি।

দলু। আবার তাদের ধন তাদের দিতে পারি। লক্ষ্মী! অনিচ্ছায়—বড় অনিচ্ছায়—শুধু তোর আগ্রহে রাজা আমার হাতে ছেলে সমর্পণ ক'রেছে।

লক্ষ্মী। তারা জানে ও দু'টি আমাদেরই ধন। তা'রা শুধু দেখে বইত নয়, ভোগ করি আমরা। সর্দ্দার, প্রাণ দিয়ে,—পুত্র দিয়ে—তোরে দিয়েও কি তাদের রক্ষা ক'র্‌তে পারব না ?

দলু। তাই বল্ লক্ষ্মী ! নিরাশায় আশা পাই,—অন্ধকারে আলোকের মুখ দেখি। খুব সাবধানে তুই ছেলে দু'টিকে রক্ষা কর।

লক্ষ্মী। নারায়ণ সহায় না হ'লে, মানুষে নিজে কতক্ষণ সাবধান হ'তে পারে ?

দলু। ভাই সব আমার এগিয়ে গেছে। আমিও চ'ল্‌লুম। যদি কোনও বিভীষিকা দেখিস্, ত তখনি খবর দিস্।

লক্ষ্মী। সারা রাত্রি সজাগ থাক্, আর ভগবান্‌কে ডাক্, ভয় কি ?

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা। বাবা ! একজন লোক মহাপাত্রের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য, তোমার আশ্রয় নিতে এসেছে।

দলু। গড়ের ভেতরে সে এলো কেমন ক'রে ?

বলা। গড়ের বাইরে ক্ষত-বিক্ষত-দেহে প'ড়ে, সে ব্যক্তি আশ্রয় ভিক্ষে ক'রছিল। তুমি বলেছ, যে আশ্রয় চায়, সে শত্রু হ'লেও তাকে আশ্রয় দেবে।

দলু। কই সে ?

বলা। ওরে এদিকে আয়।

(নিধি রামের প্রবেশ)

দলু। কে তুমি ?

নিধি। হ্যাঁ—আমি—সর্দ্দার আমাকে আশ্রয় দাও ! মহাপাত্র আমাকে মেরে, গালে চূণ কালী দিয়ে, মাথায় ঘোল ঢেলে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই দেখ সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের দাগ। সর্দ্দার ! শুধু আমার প্রাণটি যেতে বাকী।

দলু। কি অপরাধে তোমাকে শাস্তি দিলে ?

নিধি। অপরাধ ? কি ব'ল্‌ব সর্দ্দার ! তুমি কি বিশ্বাস ক'র্‌বে ? আমি বিদেশী—আমার কথায় কি তোমার প্রত্যয় হবে ?

দলু। বল।

নিধি। তোমরা ধার্ম্মিক, তোমাদের ওপর অত্যাচার হ'চ্ছে দেখে, আমি ব'লে ফেলেছিলুম, ধর্ম্ম এ অত্যাচার কখন সহ্য করবে না। এই অপরাধ ! এই দেখ, আমার কি দুর্দ্দশা ক'রেছে।

দলু। আচ্ছা।

নিধি। বিদেশী,—জায়গা চিনি না,—লোক চিনি না,—অন্ধকারে, নিরুপায়ে, তোমার আশ্রয়ে এসেছি। তুমি যদি আমাকে মেরেও ফেল, তাহ'লেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত

দলু। বলাই! এই নিরাশ্রয়কে স্থান দে।

(সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। সর্দ্দার শীঘ্র চ'লে এস। শত্রু এসে গড় ঘেরেছে।

নিধি। ওই এল সর্দ্দার, ওই আমাকে ধ'র্‌তে এল।

[সৈন্য ও দলুর প্রস্থান।

বলা। আয়, আমার সঙ্গে আয়।

নিধি। চল বাবা স্থান দেবে চল—বস্ ঢুকে প'ড়েছি। আর আমায় পায় কে? চোখে দেখছি অম্বিকা শ্মশান—সেই শ্মশানে রাশ রাশ মুণ্ডুর ওপর নিধিরামের সিংহাসন।

[সকলের প্রস্থান।

তীয় দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—মদনমোহনের মন্দির।

(বীরমল্ল ও পদ্মাবতী)

বীর। এখনো তারা এলো না, পদ্মাবতী?

পদ্মা। আর তারা আ'স্‌বে কেন মহারাজ? আপনি শ্মশানভূমে বাগানের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নির্ব্বংশ হ'য়ে যখন রাজা নয়ন সেন ভিখারীর বেশে সংসার ত্যাগ ক'রে ছুটেছিল, তখন আপনি কন্যাস্নেহে পালিতা সোণার প্রতিমা রত্নাবতীকে তাকে ভিক্ষা দিয়েছেন। আপনার আশীর্ব্বাদেই আবার তাঁর বংশের প্রতিষ্ঠা। আপনি এত অশক্ত—মৃত্যুশয্যায়—সে ব্যক্তি আর কি প্রত্যাশায় আ'স্‌বে মহারাজ?

বীর। না রাণী! ও কথা মুখেও এনো না—রাজা নয়ন সেনকে অকৃতজ্ঞ মনে ক'র না। তাহ'লে ম'রেও সুখ পাব না।

পদ্মা। আর না ব'লে কি ব'লব? এত ক'রে তাদের আস্‌তে বল্লেন, তবু তারা কেউ এলো না! একবার দেখার সুখ,—তাতেও কিনা তারা বঞ্চিত ক'র্‌লে!

বীর। সম্মুখে যিনি বংশীধর, পরমা প্রকৃতিকে নিয়ে লীলা ক'র্‌ছেন, তাঁকে দেখ—সকল প্রিয় সামগ্রী দেখবার সাধ মিটে যাবে।

(নয়ন সেন, রত্নাবতী ও মণিরামের প্রবেশ)

নয়ন। মহারাজ! মহারাজ!

পদ্মা। এ কি? এ কি তোমার ম[illegible] মদনমোহন?

বীর। দেখ রাণী, মদনমোহনের লীলা দেখ।

পদ্মা। আমি এইমাত্র তোমার নিন্দা ক'র্‌ছিলুম মহারাজ!

রত্না। এ আপনাকে কি দেখলুম মহারাজ!

বীর। আমাকে দেখবার আর প্রয়োজন নেই। আমি সংসার-ভোগে পরিতৃপ্ত। শ্রীমদনমোহনের শ্রীচরণের এক প্রান্তে একটু স্থানের ভিখারী হ'য়ে, এই স্থানে হত্যা মেরে পড়ে আছি। তোমার দু'টি সন্তান কই? তাদের একটিকে আমি বিষ্ণুপুর দান ক'রে নিশ্চিন্ত হই। মণিরাম তার অভিভাবক হ'য়ে রাজ্য শাসন ক'র্‌বে। কই, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে? ছেলে কই?

পদ্মা। তাইত মহারাজ ছেলে কই?

মণি। ছেলে? রাজা তাদের কালের মুখে সমর্পণ ক'রে এসেছে।

বীর। সে কি?

পদ্মা। মহারাজ! উঠবেন না—উঠবেন না। সে কি মণিরাম! এ কি ব'লছ?

বীর। চুপ ক'রে থেকো না—কি বল?

নয়ন। কি বল্‌ব মহারাজ? অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি দুদিন পূর্ব্বে আস্‌তে পারিনি তার জন্য আমাকে তিরস্কার করুন।

বীর। সে পরে কর্‌বো। সে তিরস্কারের ঢের সময় আছে, এখন ছেলে কোথায় রেখে এলে?

নয়ন। যে দেবতা আপনার সম্মুখে,— আপনি যাঁর প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হয়ে আমাকে সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন,—সেই মদনমোহনকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার সন্তান কোথায়? আমি কিছুই বল্‌তে পারবো না।

রঙ্গা। সন্তান কোথায়! উনি ভিন্ন আর কেউ এখন বল্‌তে পারে না।

পদ্মা। তবে কি ছেলে নেই?

রঙ্গা। থাকে যদি, উনিই রক্ষা করেছেন, যায় যদি, উনিই নিয়েছেন।

বীর। এ সব পাগলের মত বকে সময় নষ্ট করে, আমার মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করছ কেন?

মণি। মহারাজ, লক্ষ সৈন্য নিয়ে গৌড়েশ্বর এই রাজ্য আক্রমণ ক'র্‌তে চ'লেছে। উনি সে সংবাদ শুনেও, পুত্র পরিত্যাগ ক'রে, আপনাকে দেখতে এসেছেন।

পদ্মা। হ্যাঁ! একি ক'র্‌লে মহারাজ?

বীর। এখন ও কথা কেন রাণী? দেখতে এলো না ব'লে এই যে একটু আগে তোমার ভগিনী ও ভাগিনীপতির উপর অভিমান ক'রছিলে? তার পর এখন কি কর্ত্তব্য?

নয়ন। মহারাজ, অনুমতি করুন। এতক্ষণ বোধ হয়, অম্বিকা সৈন্য-সাগর হয়েছে! ক্ষুদ্র তরী বুঝি এতক্ষণ সেই প্রলয়তরঙ্গে ডুবে গেল।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। বুঝি কেন—ঠিক গেল। তুফানের উপর তুফান—রাজার তুফান, পাত্রের তুফান, হাতীর তুফান, বন্দুকীর তুফান,—শেষ হাতী ঘোড়ার তুফান—এতক্ষণ বুঝি ভুস্ ক'রে বুড়ে গেল। ক্ষুদ্র তরণীর মাঝী ভাল, তাই এতক্ষণ যুঝছে। কিন্তু আর রাখতে পারে না—তরীর তলা চিড়্ খেয়েছে।

নয়ন। সে কি রকম?

সৃ। তরীর তলায় রাঘব বোয়াল দাঁত ব'সিয়েছে। একটা চোর নিঃশব্দে পুরী প্রবেশ ক'রেছে। আপনার বংশের ঘরে সিঁদ দিচ্ছে—বংশ বুঝি আর রইল না!

নয়ন। মহারাজ, ভৃত্যকে অনুমতি করুন।

বীর। রাণী! রত্নের ভাণ্ডার খুলে দাও, মণিরাম, তাই নিয়ে তুমি এই মুহূর্ত্তে সৈন্য সংগ্রহ কর। যাও, রাজাকে সঙ্গে নিয়ে এখনি যাও। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'লে, আয়োজন বৃথা হবে।

[বীরমল্ল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বীর। কি করি? আমি এখন কি করি? মদনমোহন! আমি ত তোমার কাছে কখন কিছু চাইনি। তুমি যে, যা দেবার আপনিই দিয়েছ। নিজে দুই বগলে দল-মাদল ধ'রে আমার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছ। আমি প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হ'য়ে দেখি যে, আমি শত্রু-বিজয়ী! তবে এ বৃদ্ধ বয়সে আবার কামনা জেগে ওঠে কেন?

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। জা'গ্‌বে না? এখন যে তুমি নিষ্কর্ম্মা। যে নিজে কিছু ক'র্‌তে পারে না—অলস—সেই কেবল দেহি দেহি করে।

বীর। আপনি কে প্রভু?

ধর্ম্ম। আমি ভিখারী। তোমার মদনমোহন দর্শন ক'র্‌তে এসেছিলুম। কিন্তু এসে আমি বিপন্ন। ঠাকুরের দুর্দ্দশা দেখে আমি চোখের জল রা'খতে পা'র্‌ছি না।

বীর। সে কি ঠাকুর ?

ধর্ম্ম। আজন্ম বীরধর্ম্মা, যুদ্ধব্যবসায়ী তুমি ; এখন ধর্ম্ম ছেড়ে মৃত্যুপ্রতীক্ষায় ঠাকুরের শ্রীচরণ চেপে প'ড়ে আছ ! তোমার কর্কশ দেহের সংঘর্ষে ঠাকুরের কোমল চরণ ক্ষতবিক্ষত ! ঠাকুরের মুখে যাতনার রেখা—শ্রীরাধা মলিনমুখী ! মহারাজ ! ভিক্ষুকের উপর লোকে ধর্ম্মভয়ে দয়া করে, সে দয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত নয়। এখানে প'ড়ে প'ড়ে ভিখারীর মত মৃত্যুর প্রতীক্ষা ক'রছ, কিন্তু ধর্ম্মপথে অগ্রসর হ'য়ে—মৃত্যুকে হাতে ধরে—জোর ক'রে টেনে আ'নলে ত এত বিলম্ব হ'ত না !

বীর। ঠিক বলেছ দেবতা ! লাঠির সাহায্যে এখনও উঠতে সমর্থ। ঠিক ব'লেছ দেবতা ! দল-মাদল তোলবার শক্তির কণাও আর আমাতে নেই ! কিন্তু তাতে কি ? এখনও ত আমার দেহনির্ভর যষ্টি আছে ! ঠিক ব'লেছ দেবতা !

ধর্ম্ম। আজন্ম বীরধর্ম্মা তুমি। স্বধর্ম্মে তোমার মৃত্যুও ভাল। জ্ঞানী হ'য়ে বৃদ্ধ বয়সে ভয়াবহ পরধর্ম্ম অবলম্বন ক'রেছ কেন ? আমি ভিখারী, এস মহারাজ ! তোমার তীর্থ-মৃত্যু ভিক্ষা করি।

বীর। এই তীর্থ দেবতা !

ধর্ম্ম। ঠাকুরের চরণ (হাস্য) দে'খবে এস। তোমার চেয়ে কত বলবান কত দিক থেকে ওই শ্রীপাদ-পদ্ম নিয়ে টানাটানি ক'রছে। ভিক্ষুক আর্য্যসন্তানের টানাটানিতে ঠাকুর হস্তপদ-বিহীন জগন্নাথ হ'য়ে প'ড়েছেন ! তুমিও যদি টান, তা'হলে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া ভিন্ন তাঁর আর উপায় নাই। ওঠ জাগো, স্বধর্ম্ম পালন কর। ভিখারীর জন্য ভিক্ষা রেখে দাও। বঙ্গের সে দুঃসময় আ'সতে বিলম্ব নেই বীরবর ! তুমি সে হতভাগ্যদের পথ-প্রদর্শক হ'য়ো না।

[ধর্ম্মানন্দের প্রস্থান।

বীর। হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে,—সর্ব্বশরীর ট'লছে, আমি ধর্ম্মপালন ক'রব ? বেশ। বেশ মদনমোহন ! সমস্তই তোমারই ইচ্ছা। অচলমূর্ত্তি ধারণ করে, দল-মাদল আমার গড়ের দেউড়ী জুড়ে ব'সে আছে। গিরিধারী ! তাদের স্থানচ্যুত ক'রতে তুমি ভিন্ন আমার আর কেউ নেই। আমি পাস দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে যাব, তারা হা'সবে। হাসুক—সমস্ত তোমারই ইচ্ছা !

(রাখালবেশী বালকের প্রবেশ)

বালক। কি রাজা, কাঁপ্‌চ যে ! কোথায় যাবে ?

বীর। হ্যাঁ—কে তুমি ? রাখালরাজ ! কোথা থেকে ?

রাখাল। বন থেকে।

বীর। বন থেকে বেরুলে টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে ! তাহ'লে দেখছি তুমি আনারস।

রাখাল। যা বল।

বীর। কি মনে ক'রে ?

রাখাল। তুমি উঠলে কি মনে ক'রে ?

বীর। আমি যুদ্ধে যাব ব'লে উঠেছি।

রাখাল। আমি তোমার সঙ্গে যাব ব'লে এসেছি।

বীর। তুমি যে বালক !

রাখাল। তুমি যে বুড় !

বীর। বেশ, আমার লাঠি ধ'রতে পারবে ?

রাখাল। দাও।

বীর। বেশ, আমার দল-মাদল তুলতে পা'রবে ?

রাখাল। চল না, দেখি।

বীর। রাখালরাজ ! এ বৃদ্ধ গরুটিকে তাহ'লে তুমিই চালিয়ে নাও।

[উভয়ের প্রস্থান

(পদ্মাবতী, রত্নাবতী ও নয়ন সেনের প্রবেশ)

পদ্মা। মহারাজ! মহারাজ! কই মহারাজ!

নয়ন। মদনমোহন—তা'হ'লে এই স্থান থেকেই তোমাকে প্রণাম করি। দয়া কর প্রভু! আবার যেন আমার বংশলোপ না হয়।

রত্না। দোহাই দেবতা! দুটি ছেলেকে তোমার (মণিরামের প্রবেশ) পায়ের তলায় রেখে এসেছি।

মণি। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! মহারাজ, দেখবেন আসুন! মরণোন্মুখ রাজা ঐশ্বরিক শক্তিবলে দল-মাদল সঙ্গে নিয়ে রণক্ষেত্রে চ'লেছেন। বালকের উৎসাহ,—মত্ত মাতঙ্গের শক্তি! দে'খবেন আসুন!

চতুর্থ দৃশ্য।

দুর্গ-প্রাঙ্গণ।

(দলু ও লক্ষ্মী)

দলু। তিন দিন সমভাবে যুদ্ধ ক'রেছি। শত্রুকে আবার কাঁসিনী পার ক'রে এসেছি। গড়ের ভেতরে একটা প্রাণীকেও ঢুকতে দিই নি। অস্ত্রে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত! তা হোক, কিন্তু এই কাল যুদ্ধে অম্বিকা বীরশূন্য! আমি আর তোর পুত্র অবশিষ্ট। কিন্তু উভয়েই মৃতপ্রায়। তিন দিন তিন রাত জেগে ঘুমের ভারে চোক জড়িয়ে আ'সছে। বলাই অবসন্ন-দেহে গড়ের প্রাচীরে শুয়েই ঘুমিয়ে প'ড়েছে।

লক্ষ্মী। তুইও একটু ঘুমিয়ে নে।

দলু। তার পর? লক্ষ্মী, সেদিন সূর্য্যোদয় দে'খতে ইচ্ছা হ'য়েছিল, আজ আর ইচ্ছা নেই কেন?

লক্ষ্মী। শত্রু কি আর ফিরবে মনে করিস্?

দলু। তা কেমন ক'রে ব'লব? তবে তারা আমাদের ভেতরের অবস্থা কিছু জানে না। তারা জানে, আমরা সবাই বেঁচে আছি।

লক্ষ্মী। যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তাহ'লে অম্বিকার আর কোন ভয় নেই।

লক্ষ্মী। বেশ, তুই একটু ঘুমোগে।

দলু। আর তুই?

লক্ষ্মী। আমি সারারাত অম্বিকায় পাহারা দিই। আর বিধবাগুলো যে যার স্বামিপুত্রের নাম ধ'রে কেঁদে কেঁদে ম'রবে কেন? যতক্ষণ বেঁচে থাকে, তারা মনিবের অম্বিকা রক্ষা করুক।

দলু। নারায়ণ! অম্বিকা রক্ষা কর! মনিবের আমার বংশ রক্ষ কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। উঃ! কি সজাগ পাহারা! কালী মন্দিরের ভেতরেও তিন দিন চেষ্টা ক'রে প্রবেশ ক'রতে পা'রলুম না! আজ পেরেছি—যুদ্ধ ক'রে সব ম'রেছে। অম্বিকা ফাঁকা। বাদ বাকী যা আছে, তাদের আমিই শেষ করি—যারা আছে, তারা যুদ্ধ জয় ক'রে একটু বিশ্রাম নিতে শুয়েছে। মনে ক'রেছে, শত্রু আর আসবে না। এমন সুবিধে আর পাব না। কালী পায়ে ফুল রেখেছেন। এ সময় আর আসবে না। রাজার ছেলেকে মা'রব, মান্দারণের ছেলেটাকে কাঁধে ক'রে নেগে রাজাকে দেব। তার পর? আমিই অম্বিকার রাজা। মহাপাত্রকে ফিরতে ব'লেছি, চার ফটক খুলে রেখেছি। এতক্ষণ তার দল এসে প'ড়েছে। আর আমাকে পায় কে?

পঞ্চম দৃশ্য।

দুর্গপ্রাচীর।

(লক্ষ্মী, প্রাচীরোপরি নিদ্রিত দলু)

লক্ষ্মী। এরই মধ্যে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ ক'রে কে পূজা ক'রে গেল? নর-কপাল, মদ নৈবিদ্যি, পাঁঠার মুড়ী—কে দিলে? কে দিলে? কে এসে পূজ ক'রলে? তবে আমাকে লুকিয়ে এমন অসময়ে দেবীপূজা ক'রলে কে? একি কারও দুরভিসন্ধি? বুঝতে পারছি না যে! সর্দ্দার, সর্দ্দার! একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য জেগে থাক্‌বি। সর্দ্দার! সর্দ্দার—তিন দিন তিন রাত্রি সর্দ্দার এক লহমার জন্য চোকের পাতা বোজেনি। যুদ্ধ জয় ক'রে রণজয়ী বীর একটু-খানি বিশ্রাম নিচ্ছে। কোন্ প্রাণে ঘুমন্ত স্বামীকে জাগাই? একটী বারের জন্য উঠে ব'সবি? আমি একবার রাজবাড়ীর কাছটা ঘুরে আসি। আমার মনটায় কেমন সন্দেহ হ'চ্ছে। মনে হ'চ্ছে যেন কোন বিশ্বাসঘাতক অধিকারে প্রবেশ করেছে। একবার ওঠ। না—তুলতে প্রাণ চায় না, তবে ঘুম।

[প্রস্থান।

(নিধিরাম ও চরের প্রবেশ)

চর। চারটে ফটকই খুলেছিস?

নিধি। চুপ! লক্ষ্মী বেটী এখনও জেগে। অম্বিকা ঘুমুলো, সংসার ঘুমুলো, তবু বেটী ঘুমুল না। কি প্রাণ! কি প্রাণ! বেটী তিন দিন তিন রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে। চোকের পলক নেই। কালী মন্দিরে যাই, দেখি বেটী সেখানে; রাজবাড়ীতে যাই, দেখি বেটী সেখানে; বাগানে,—বনে—যেখানে যাই, দেখি বেটী মূর্ত্তিমতী দাঁড়িয়ে র'য়েছে!

চর। ছেলে দু'টোর সন্ধান পেলি?

নিধি। এখন, বাপ্! আগে সবাই না এলে কিছু নয়, কিছু ক'র্‌তে পা'র্‌ব না। ওই বাঘিনীর সুমুখে প'ড়লে—বাপ্! এখন ছেলের কথাও মুখে নয়। এই দেখ, ঘুমন্ত বাঘ! সাবধান, এখন জাগাস্ নি। আগে মহাপাত্র সৈন্য নিয়ে আসুক। জা'গলে পাঁচ হাজারেও ও বাঘকে কায়দা ক'র্‌তে পার্‌বি নি। সাবধান —পা টিপে—পা টিপে।

দলু। নারায়ণ! রক্ষা কর!

নিধি। ইস্।

চর। কি বিভীষিকা!

নিধি। তবু ঘুমন্তের চীৎকার। চ'লে আয়, চ'লে আয়। আড়ালে থেকে পাহারা দে। যদি জাগে, কোথায় যায় না যায়, সন্ধান রাখ্।

(লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী। ক'ই কিছুইত বুঝ্‌তে পা'র্‌লুম না। তবু মনটা কেমন ক'র্‌ছে কেন? (প্রাচীরে আরোহণ) হ্যাঁ! একি? আবার সৈন্য! হাজার হাজার—লাখ লাখ—কাতারে কাতারে, দৃষ্টি চলে না, এত সৈন্য!—কেবল সৈন্য! একি? আবার শত্রু? ওমা মঙ্গলচণ্ডী! কি হবে? আবার শত্রু!—ওখানে কে তুমি? পালিও না—পালিও না, তাহ'লে প্রাণে বাঁচবে না—দাঁড়াও—অভয় দিচ্ছি দাঁড়াও—তবু—শুনলিনি।

(অবরোহণ ও চরের কেশাকর্ষণ করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

কে তুই?

চর। হত্যা ক'রনা—আমি গৌড়েশ্বরের দূত।

লক্ষ্মী। তুই এলি কেমন ক'রে?

চর। গড় ডিঙ্গিয়ে এসেছি।

লক্ষ্মী। মিথ্যা কথা—এ গড় ডিঙ্গিয়ে মানুষ আস্‌তে পারে, এমন মানুষ আমি দেখিনি। সত্যি বল্, নইলে মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলব।

চর। দূত অবধ্য।

লক্ষ্মী। কিন্তু চোরের মত দূত অবধ্য নয়। চুরি ক'রে কারও নগরে প্রবেশ ক'র্‌বার অধিকার নেই।

চর। অভয় দাও—ক্ষমা ক'র্‌বে বল?

লক্ষ্মী। বল্—সত্য বল্—তাহ'লে তোকে হত্যা ক'র্‌ব না।

চর। আমাদের লোক এই নগরে গুপ্তভাবে ছিল, সে ফটক খুলে দিয়েছে।

লক্ষ্মী।—ওই সব বাইরের সৈন্য?

চর।—সব গৌড়েশ্বরের। তারা সেই খোলা ফটক দিয়ে নগরে প্রবেশ ক'র্‌ছে।

লক্ষ্মী।—নে, আয়—

চর।—কোথায় যাব?

লক্ষ্মী।—তোরা চোর, তোদের বিশ্বাস নেই। আমার স্বামী এখানে নিদ্রিত, আমি তোকে এখানে রেখে যেতে পা'র্‌বো না। তোকে কোন স্থানে আবদ্ধ রাখি, সে সময় আমার নেই। আমি তোকে পাঁচিলের ওপর থেকে গড়ের বাইরে ফেলে দেবো। ম'র্‌বিনি, কিন্তু খোঁড়া হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বি, সংবাদ দিতে পা'র্‌বিনি। যদি অক্ষত দেহে পড়িস, তোর অদৃষ্ট।

(চরের কেশাকর্ষণ করিয়া, প্রাচীরোপরি আরোহণ। চরের আর্তনাদ)

মা কালী! দূত হাজার দোষের আকর হ'লেও অবধ্য। তুমি এই হতভাগ্যের জীবন রক্ষা কর। (নিক্ষেপ) সর্দ্দার! সর্দ্দার ওঠ্। উঠে অম্বিকার পদ নিরীক্ষণ কর্। অম্বিকায় শত্রু প্রবেশ ক'রেছে। বিশ্বাসঘাতকে তাকে গ্রাস ক'রেছে। ওঠ্—উঠে পাপিষ্ঠের মুখ থেকে আহার ছিনিয়ে নে! একি কাল নিদ্রা? এত ডাক্‌ছি, তবু শুন্‌ছিস্ না? সর্দ্দার—সর্দ্দার—ওঠ্। একি হ'ল? হে ভগবান্! এ কি ক'র্‌লে? ওঠ্ সর্দ্দার! অম্বিকা যায়, চন্দ্র সূর্য্য জন্মের মত অস্ত যায়, ধর্ম্ম যায়—ওঠ্!

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা। কেও মা? কেন বাবাকে তিরস্কার ক'র্‌ছিস্? শত্রু হারিয়ে, তাকে দেশ ছাড়া ক'রে বাবা একটু বিশ্রাম ক'র্‌ছে, তুলিস্ নি মা! তুলিস্ নি।

লক্ষ্মী। শত্রু মরে নি—সে ঘরে ঢুকেছে।

বলা। য়্যাঁ! সে কি?

লক্ষ্মী। কথা কবার সময় নেই। অস্ত্র ধর।

বলা। বাবা! বাবা!

লক্ষ্মী। ও আজ কাল-নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মানুষের কাছে আর সে জা'গ্‌বে না।

বলা। দরকার কি মা? তোর সন্তান জেগে আছে।—তাকে আশীর্ব্বাদ কর। সে একাই তোর সমস্ত শত্রু সংহার ক'রে আসুক।

লক্ষ্মী। তাহ'লে শিগগির যা—শত্রু কোন্ ফটক দে নগরে ঢুকেছে, সন্ধান কর্—প্রাণপণে বাধা দে। [বলাইয়ের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। সর্দ্দার—সর্দ্দার!

দলু। ওরেরে মাগী! সর্দ্দার—সর্দ্দার। আমি সোণার পালঙ্কে শুয়ে কোথায়—কত দূরে—কোন সোণার সহরে চ'লেছি—অপ্সরারা বীণাযন্ত্রে সুর দিয়ে গান ক'র্‌ছে—গানে আমাকে আবাহন ক'র্‌ছে। আর মাগী পেছন পেছন থেকে সর্দ্দার—সর্দ্দার।

লক্ষ্মী। সর্দ্দার, অম্বিকা যায়।

দলু। যা'ক্ না—এ কি তুচ্ছ অম্বিকা।

লক্ষ্মী। চন্দ্র সূর্য্য জন্মের মত অস্ত যায়।

দলু। যাক্ না, এ চাঁদ সূয্যির দিকে চায় কে? যেখানে আমার পালঙ্ক উড়ে চ'লেছে, সেখানে সূয্যি যেতে পায় না, চাঁদ হা'স্‌তে

সাহস করে না—আলো, কেবল আলো—শত শত চাঁদের আলো। পালঙ্কে তোরও স্থান আছে —নে, যাস্ ত আয়। (পুনঃ শয়ন)

লক্ষ্মী। দোহাই সর্দ্দার—পায়ে ধরি সর্দ্দার, জেগে দেখ্। না, আশা ভরসা সব শেষ। (দলুর অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে করিতে) মা, তন্ত্র জানি না—মন্ত্র জানি না—কি চাইব তাও বুঝতে পা'রছি না—পাবার মত সামগ্রী সব দিয়েছিলে, বুঝি কপাল-দোষে রা'খ্‌তে পা'রলুম না। নইলে সমরজয়ী বীর আজ চ'লে যাবার ভয় দেখায় কেন? রেখে গেলুম, তোমার পায়ের তলায় রেখে গেলুম।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

(ডুমনিগণের প্রবেশ)

১ম। সর্দ্দারনী—কোথায় তুই?

লক্ষ্মী। এই যে বোন্।

১ম। আর কি ক'রব সর্দ্দারনী? পূর্ব্ব ফটক থেকে শত্রু হাটিয়ে, আবার আমরা ফটক বন্ধ ক'রে এসেছি।

লক্ষ্মী। তবেত কার্য্য সিদ্ধি ক'রেছিস্ বোন। স্বামিপুত্রের মর্য্যাদা রেখেছিস্। তবে বিরস মুখে মাথা হেঁট্ ক'রে তোরা এসে দাঁড়ালি কেন?

১ম। (পরস্পরের মুখ চাহিয়া) কি ব'লব সর্দ্দারনী?

লক্ষ্মী। মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রছিস্ কেন? কি হ'য়েছে বল্ না? আমার ছেলে ম'রেছে?

১ম। তোর ছেলে বুঝি আর আস্‌বে না।

লক্ষ্মী তাতে কি? বীর-ধর্ম্ম পালন ক'রে ছেলে মরেছে, না বেঁচেছে। তার জন্য দুঃখ কি? কার জন্য শোক ক'রবি? তোদের স্বামীপুত্র,—তারা কোথায়?

১ম। তোর ছেলে বেঁচে থাক্‌লে, বুঝি আমাদের সকল জ্বালা জুড়ুত।

লক্ষ্মী। নে, দুঃখ রাখ্! মান রক্ষা ক'রেছিস্, মার ধন্যবাদ। ছেলে কি ম'রেছে?

১ম। বিলম্ব নেই। অন্ধকারে এক বেটা চোর তার পেটে শড়কী মেরেছে—আমি বেটার মুণ্ডপাত ক'রেছি, কিন্তু তাতে কি সর্দ্দারনী? অমূল্য ধন আর ফিরে এলো না— ছেলে বাঁচলো না! তার পেটের নাড়ী ভুঁড়ি বেরিয়ে প'ড়েছে।

(জনৈকা ডুমনির স্কন্ধে ভর দিয়া
বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা। মা, মরেও ত সুখ হ'ল না! শত্রুর ত শেষ হ'ল না! এক ফটকে শত্রুর গতি রোধ ক'রলুম, কিন্তু মা চার ফটক খোলা। পিল্ পিল্ ক'রে, চা'র দিক্ দে লোক ঢুকছে।

লক্ষ্মী। তবে ট'লতে ট'ল্‌'তে এখানে এলি কেন বাপ্? এখানে আসতে যতক্ষণ তোর সময় গেল, ততক্ষণ যে অন্ততঃ দুটো পাপিষ্ঠকে নিপাত ক'রতে পারতিস্!

বলা। তাই যাচ্ছি—যাবার সময় তোকে একবার দেখে যাচ্ছি।

১ম। আবার শত্রু? তবে আমরাই বা বসে থাকি কেন? আয় বোন, আমরাও বলাইয়ের সঙ্গে পতিপুত্রের শোকে জল দিয়ে আসি।

লক্ষ্মী। নারায়ণ! রক্ষা কর।

সকলে। কালী! রক্ষা কর।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অম্বিকা—দুর্গমধ্যস্থ কক্ষসম্মুখ।

(লক্ষ্মী)

লক্ষ্মী। কি ক'র্‌লুম? কেন ক'র্‌লুম? রাজা ছেলে নিয়ে যেতে চাইলে, কেন রাখ্‌লুম? পুত্রশোক! উঃ অসহ্য—অসহ্য—চোকের ওপর ছেলের মৃত্যু নিজে ডেকে আ'ন্‌লুম—উঃ—না না—একি? একি বিভীষিকা—একি করালমূর্ত্তি? না দেবতা, সব যা'ক্—আমার সব যা'ক্। তুমি রাজার ছেলেটিকে রক্ষা কর। না—না—এ আমি কি ব'লছি——দুটি দুটি—দোহাই ধর্ম্ম দুটি পুত্র, চন্দ্রসেন—সূর্য্যসেন—এক বোঁটাতে দুটি ফুল, বাঁচিয়ে রাখো—বাঁচিয়ে রাখো—

(দলুর প্রবেশ)

য়্যাঁ—য়্যাঁ সর্দ্দার—জেগেছ—জেগেছ? তবে আর কি? তবে আমার সব আছে—সব আছে।

দলু। কি কাল ঘুমেই আমি আচ্ছন্ন হ'য়েছিলুম লক্ষ্মী? কোথায় আমি কি ক'রে প'ড়েছিলুম, কিছু বুঝতে পারি নি। যদি এই সময়ে শত্রু এসে নগর প্রবেশ ক'র্‌ত, তাহ'লে কি সর্ব্বনাশ হ'ত লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। সর্ব্বনাশ হ'ত কি সর্দ্দার? সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

দলু। সে কি?

লক্ষ্মী। অম্বিকার আর কিছু নেই, অম্বিকার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে।

দলু। সে কি? একি পাগলের মত ব'ক্‌চিস্? স্পষ্ট ক'রে বল—আমি কিছুই বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি নি। এখনও ঘুমের ঘোর ছাড়ে নি। শুধু দারুণ পিপাসায় জেগে উঠেছি।

লক্ষ্মী। শত্রুর চর অম্বিকায় কোন রকমে প্রবেশ ক'রে ফটক খুলে দিয়েছে। পিল্ পিল্ ক'রে চারদিক দিয়ে শত্রু ঢুকেছে। স্ত্রীলোক কটা অবশিষ্ট ছিল, তারাই প্রাণপণে তাদের বাধা দিচ্ছে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওই শোন শত্রুর উল্লাস। অবলা কতক্ষণ হাজার হাজার শত্রুর গতি রোধ ক'র্‌তে পারে? সর্দ্দার! তোর এক ঘুমেই আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল! চন্দ্র সূর্য্যি বুঝি বাঁচাতে পা'র্‌লুম না। তুই নেই, কেউ নেই জেনে, আমি প্রাণপণে দোর আ'গ্‌লে প'ড়ে আছি। আমি গেলে কি হবে সর্দ্দার?

দলু। বলাই।

লক্ষ্মী। বলাই—বলাই? সর্দ্দার, বলাই আমার নেই।

দলু। হা ভগবান্, একি ক'র্‌লে? আমার এত পরিশ্রম পণ্ড হ'ল? এত গুলো প্রাণ বৃথা গেল? শুধু আমার দোষে? হা ভগবান্!

লক্ষ্মী। কি এখন ক'র্‌বি সর্দ্দার?

দলু। আর টিটকারি দিস্‌নি লক্ষ্মী!—কি ক'র্‌ব? শত্রু ফেরাব—পুত্রহত্যার শোধ নেব—লক্ষ্মী! দারুণ পিপাসা আজ আমার অসুরের কাজ ক'রেছে।—তুই জল আন্—আমি চ'ল্‌লুম—ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে চিরদিন পথ চ'লেছি। ধর্ম্মের সহায় পেলে একজন মানুষ কত লক্ষ পিশাচের সঙ্গে যুঝ্‌তে পারে দেখ্‌বি আয়। আমি চ'ল্‌লুম।

(নেপথ্যে কোলাহল)

লক্ষ্মী। জল চাইলি যে।

দলু। এখানে অপেক্ষা ক'র্‌তে পারি না—এখানে আর লহমা থা'কলে যা একটু আশা অবশিষ্ট আছে, তাও যাবে—ছেলে রক্ষার আর উপায় থাক্‌বে না। তুই জল সঙ্গে নিয়ে আয়—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গপ্রাচীর।

(নিধির প্রবেশ)

নিধি। যা—সর্ব্বনাশ হ'ল, এত ক'রেও কিছু হ'ল না—কিছু ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না। কে এল—কোথা থেকে এলো—ও বাবা, ও যে দলু আ'স্‌ছে, ও বাবা। তাহ'লে ত গেলাম। আর ত বাঁচলুম না। এগুতে পা'র্‌বো না; এগুলেই ধরা প'ড়্‌ব, ধরা প'ড়্‌লেই প্রাণ যাবে। —কোথায় যাই, কোথায় যাই—এলো যে, এলো যে—

(দলুর প্রবেশ)

তাহ'লে এইখানেই এক জায়গায় মুখ গু'জড়ে প'ড়ে থাকি।

দলু। একি হ'ল? কে রক্ষা ক'র্‌লে? আমি কি একা, তা নয়—দেবতা—দেবতা; কিন্তু আর প্রাণ বাঁচে না—জল—জল—লক্ষ্মী! এলিনি, এলিনি—জল নিয়ে এলিনি? প্রাণ যায় —পিপাসা—পিপাসা—আর চ'ল্‌তে পারিনি—অন্ধকার—যেদিকে চাই—সেই দিকেই অন্ধকার —জল—জল।

(ভূমিতলে শয়ন)

নিধি। য়্যাঁ, শুলো যে! তাইত—তাইত, শুলো যে—একেবারেই শুলো যে—

দলু। জল—জল—এক বিন্দু জল—কে কোথায় আছ—এক বিন্দু জল দাও—যা চাইবে তাই দেবো—যা মূল্য চাইবে—যদি সর্ব্বস্ব দিলেও এক বিন্দু জল পাই—আমি আজ তাও দিতে প্রস্তুত আছি। জল—জল—

নিধি। দেবে?—যদি জল দিতে পারি, দেবে?—যা চাইব দেবে?

দলু। আমার আয়ত্তে থাকে, দেবো।

নিধি। বস্—তাহ'লেই হ'ল, জানি তুমি সত্যবাদী।

[নিধির প্রস্থান।

দলু। তাইত কি ক'র্‌লুম? কি চাইবে? একবিন্দু জলের বদলে কি চাইবে? য়্যাঁ—মনে মনে একটা ভয় আ'স্‌ছে কেন? মহাপাত্রের ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্য ও ব্যক্তি আমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রতে এসেছে। এমন লোক সামান্য জলের জন্য আমার কাছে কি দাম চাইবে? কিন্তু জল ত এখন আমার কাছে সামান্য নয়—জল যে এখন আমার প্রাণ। তাইত কি ক'র্‌লুম, ভগবান্, সত্যপাশে আবদ্ধ হ'য়ে এ আমি ক'র্‌লুম? কিছুই যে বুঝতে পারছি না! আজীবন সত্যপালন ক'রে এসেছি। জল এনে যদি রাজ্য চায়—যদি চন্দ্র সূর্য্যি দুই ভাইকে চায়? ও ভগবান্, কি ক'র্‌লুম? কিন্তু জল—এক বিন্দু জল! লক্ষ্মী, এখনও এলিনি? কি ক'রলি? এখনও আয়—এখনও আয়,—নইলে বুঝি সর্ব্বস্ব বিকিয়ে যায় —এখনও আয়—এখনও আয়। না—এলো না—কি যেন বিকিয়ে গেল। ওই আ'স্‌ছে—জল নিয়ে আ'স্‌ছে—দোহাই ভগবান্। এইটে কর, যেন রাজ্য না চায়, ছেলে না চায়।

নিধি। এই নাও, দলু জল খাও। (দলুর জল পান) নাও, এইবার যা চাইব দাও।

দলু। তুমি কি চাও?

নিধি। দলু। আমি তোমার মাথা চাই।

দলু। হাঁ!

নিধি। জানি তুমি সত্যবাদী; জানি তুমি জীবনে কখন মিথ্যা কওনি। সত্য রক্ষার জন্ম তুমি প্রাণকেও তুচ্ছজ্ঞান কর। দলু! আমার এই জলের মূল্যস্বরূপ তোমার মাথা দিয়ে সত্য রক্ষা কর।

দলু। মা রঙ্কিনী, কি ক'রলে?

নিধি। দাও, দলু মাথা দাও।

দলু। তাহ'লে তুইই বিশ্বাসঘাতক! তোকে নিরাশ্রয় মনে ক'রে আশ্রয় দিয়েই কি আমি মনিবের—নিজের সর্ব্বনাশ ক'রলুম?

নিধি। তুমি মনিবের নেমক খেয়ে তার রাজ্য রক্ষা ক'রেচ—আমি মনিবের নেমক খেয়ে তোমাকে মা'রতে এসেছি। দাও, দলু, শিগ্‌গির তোমার মাথা দাও।

দলু। সত্য ক'রেছি, আর ভয় কি ভাই, মাথাই তোমাকে দান ক'রব। তবে একটু ইষ্টদেবতাকে স্মরণ ক'রতে সময় দাও।

নিধি। তা দেব না? অবশ্য দেবো। তুমি ইষ্টদেবতার স্মরণ কর, আমি অস্ত্র নিয়ে আসি। [নিধিরামের প্রস্থান।

দলু। হে কৃষ্ণ! হে মদনমোহন! আমি শাস্ত্র জানি না—মন্ত্র জানি না—জাতির অধম—কি ভাল, কি মন্দ—কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম—কিছুই বুঝি না। তবে গুরুমুখে শুনেছি সত্যের জয়। গুরুবাক্য হৃদয়ে ধ'রে আমার মনিবের মর্য্যাদা রা'খতে হে দেবতা, তোমার শ্রীচরণে মাথা রা'খলুম।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। সর্দ্দার! সর্দ্দার! এই যে সর্দ্দার! বড় বিলম্ব হ'য়ে গেছে, জল আ'নতে মরা ছেলের গায়ে-পা ঠেকে প'ড়ে গিয়েছিল। তাই আ'নতে বিলম্ব হ'য়ে গেছে। এই নে সর্দ্দার—জল খা। বাছাই আমার পথের মাঝে প'ড়ে আছে। শত্রুর বুকে মাথা দিয়ে ছেলে আমার চিরদিনের মত ঘুমিয়েছে। চারিধারে বেড়ে মরণের পথে সঙ্গিনী ডোম রমণী। চল্ সর্দ্দার—জল খেয়ে দেখবি চল—ছেলের বুকে পেটে অস্ত্রচিহ্ন, পিঠ পরিষ্কার।

দলু। আর জল! লক্ষ্মী! পিপাসা আমার মিটে গেছে। জল পেয়েছি—কিন্তু প্রাণের বিনিময়ে পেয়েছি। লক্ষ্মী আর আমার পানে চাস্‌নি—ফিরে যা। চন্দ্র সূর্য্যকে রক্ষা কর। আমি পদার্থহীন বন্দী।

লক্ষ্মী। তুই যে কখনও মিথ্যে বলিস না সর্দ্দার! এ দারুণ দুঃসময়ে তুইও সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রলি? আমার সঙ্গে তামাসা ক'রতে লাগলি?

দলু। তামাসা নয় লক্ষ্মী! যথার্থ ই আমি বন্দী। আমি পিপাসায় উন্মত্ত হ'য়ে এক বিন্দু জলের জন্য সব দিতে চেয়েছিলুম। এক দুরাত্মা অবকাশ বুঝে, আমাকে জল দিয়ে, মূল্য স্বরূপ আমার মাথা প্রার্থনা ক'রেছে। সে অস্ত্র আ'নতে গেছে, আমি সত্যবদ্ধ বন্দী হ'য়ে এখানে ব'সে আছি।

লক্ষ্মী। কি আমি বেঁচে থাকতে, আমার সুমুখে তোর মাথা নেবে কে? কোন্ পিশাচ? কোথায় সে?

দলু। শান্ত হ'—শান্ত হ'। আমার আর কি আছে লক্ষ্মী? শুধু ধর্ম্ম আছে, সে ধর্ম্ম রক্ষা না ক'রলে, কে ক'রবে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। তাইত এ কি হ'ল? কোথায় চ'ললি? কেন চ'ললি? তোকে দেখে যে আমি সব ভুলেছিলুম।

দলু। সত্যের বন্ধনে যদি ভগবানকে বাঁধা যায়, তাহ'লে ঠিক ব'লছি লক্ষ্মী, পরপারে গিয়ে

ভগবানকে আয়ত্ত ক'রে, তাঁকে অম্বিকা রক্ষার জন্য, রাজপুত্রদের রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত ক'রব। নতুবা প্রাণ—কিসের তুচ্ছ প্রাণ? আকাশে নীল পদ্মাসনে মেঘের গর্জ্জনে বংশীর স্বর মিশিয়ে, সত্যময় ভগবান আমাকে সত্য-রক্ষার আদেশ করছেন। দেবতারা সিংহাসন ঘেরে দাঁড়িয়ে আছে। (মাথা দেখাইয়া) এই ফুলে তারা নারায়ণের শ্রীচরণে অঞ্জলি দেওয়া দেখবে। দে লক্ষ্মী! নীচ ডোম রমণীর পক্ষে এমন শুভ দিন আর আসবে না। দে লক্ষ্মী! তোর এই প্রিয় পুষ্প ভগবানের পাদপদ্মে অঞ্জলি দে।

তৃতীয় দৃশ্য।

অম্বিকা—দুর্গমধ্যস্থ কক্ষসম্মুখ।

(সামুলা)

সামুলা। ও ভগবান! এ কি ক'রলে? এ কাল ঘুম কোথা থেকে আমার চোখে এনে দিলে? ঘুম, ঘুম—এত ঘুম! কেন এল? কে দিলে? আরও ত কতকাল এমনি ক'রে জেগে পাহারা দিয়েছি, অম্বিকা আরও কতবার ত শত্রুতে ঘেরেছিল—ছেলে আমার হাতে পাহারার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছে—দিন রাত, হপ্তা হপ্তা, পক্ষ পক্ষ জেগেছি, কিন্তু এমন বিপদে ত কখন পড়িনি! ছেলে আগলে তিন দিন তিন রাত জেগে আছি—একটি দণ্ডের জন্যও ত পলক পড়েনি! তবে আজ এ কি? ও ভগবান! এ কি ক'রলে? লক্ষ্মী যে আমার হাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে গেছে? নিশ্চিন্ত হ'য়ে সে দেশ রক্ষা ক'রছে। বড় বিশ্বাস—আমার ওপরে যে তার বড় বিশ্বাস। কে কোথায় আছ—এই ঘুমের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। কি করি—চোক দুটো উপড়ে ফেলি। না, তাতেও ত ফল হবে না। অন্ধ হ'লে কেমন ক'রে বাছা দুটিকে রক্ষা ক'রব? বিশ্বাস! হে ঠাকুর, বিশ্বাস—রক্ষে কর—রক্ষে কর—ঘুম ঘুম (ক্ষণেক নিদ্রা ক্ষণেক জাগরণের অভিনয়) হ'ল না—গেল—গেল (নিদ্রা)।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। বস্, কাজ শেষ। বাপ, খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। অম্বিকার সমস্ত ঘর আলোড়ন ক'রেছি। লক্ষ্মী বেটী কি গোপন স্থানেই লুকিয়ে রেখেছে! বুড়ী বেটীকে লাঠি মেরে নিকেশ ক'রে দিই। আর ওতে কি পদার্থ আছে—লাঠির গুঁতোয় বেটীকে সরিয়েই দেওয়া যাক্ না (সামুলাকে পদাঘাত) (সামুলা কর্ত্তৃক নিধির পদ ধারণ) এই বুড়ী পা ছাড়। আরে মর, কি বজ্রমুষ্টিতেই পা ধ'রলে! এই বুড়ী, পা ছাড়.

সামুলা। কে তুই?

নিধি। তোর যম।

সামুলা। আমার যম!

নিধি। পা ছাড়—নইলে এখনি তোর গলায় ছুরি দেব।

সামুলা। ছুরি,—আমার গলায়—তুই, (পদ আকর্ষণ ও নিধির পতন)।

নিধি। এই—এই তবে রে শয়তানী!

সামুলা। তবে রে চোর শয়তান (সামুলা কর্ত্তৃক নিধির গলদেশ ধারণ) ছেলে চুরি ক'রতে এসেছ? ছেলের কাছে তোমাকে আর পৌঁছিতে দিচ্ছি নি। তোমায় কালে ধ'রেছে।

নিধি। রক্ষে, রক্ষে, দোহাই রক্ষে হুজুর! যাই—প্রাণ যায়—

সামুলা। আমি যে ঘরে পাহারা, বেটা সে ঘরে চুরি? (মহাপাত্র ও সৈন্যের প্রবেশ) (সামুলাকে অস্ত্রাঘাত) লক্ষ্মী। মা আমার, রক্ষে কর, রক্ষে—(মৃত্যু)

মহা। সরিয়ে ফেল্—সরিয়ে ফেল্—দু'টো-কেই সরিয়ে ফেল্। এখনও বিশ্বাস নেই.

এখনও লক্ষ্মী বেঁচে, এখনও সে সিং দরজায় পাহারা দিচ্ছে। সরিয়ে ফেল। যাক্, নিধেও ম'রেছে, বক্‌সিসের দায় থেকে নিস্তার পেয়েছি। দরজায় সব পাহারা দে, লক্ষ্মী এলে সকলে এক সঙ্গে অন্ধকারে আক্রমণ ক'রবি। বস্, আর আমাকে পায় কে? এইবারে শোধ, অপমানের শোধ! অম্বিকা শ্মশান—নয়ন সেনের বংশ এই-বারে নির্ব্বংশ। কিন্তু দরজা কই—ঘরের দরজা কই? কই কিছুইত দেখতে পাচ্ছিনে? একি অন্ধকার! ঘরের পর ঘর, তার পর আবার ঘর, ছেলে দুটোকে তবে কোন্ ঘরে লুকিয়ে রেখেছে? খোঁজ—খোঁজ—চারিদিকে খোঁজ।

(নিদ্রিত চন্দ্রসেন ও সূর্য্যসেন)

(চন্দ্রসেনের মাতার প্রেতাত্মার আবির্ভাব)

মাতা। চন্দ্রসেন!

চন্দ্র। (উঠিয়া) হ্যাঁ কে? মা? না—না—কে তুমি?

মাতা। আমি তোমার গর্ভধারিণী।

চন্দ্র। তা কেন—হ্যাঁ, তা কেন? তাহ'লে আমার মা—

মাতা। তিনি তোমার পালিতা মা। আমারই গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ ক'রেছ। তুমি মান্দারণ-রাজ লক্ষ্মণ সেনের পুত্র।

চন্দ্র। তবে মা আমি এখানে কেন?

মাতা। ভগবানের ইচ্ছায়। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে এক দস্যু কর্ত্তৃক তোমার পিতার রাজ্য আক্রান্ত হয়, তোমার পিতা তার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তুমি তখন ছয় মাসের শিশু। আমি অনাথিনী, তোমাকে রক্ষা ক'রবার উপায় না দেখে, তুমি যাকে পিতা বল, সেই মহা-পুরুষের শরণাপন্ন হই। তিনিই তোমাকে ভীষণ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। তোমাকে নিরাপদ দেখে, আমি স্বামীর সহমৃতা হই।

চন্দ্র। হ্যাঁ, মা—তুমি মা? এতদিন পরে সন্তানকে কেন দেখা দিতে এলে মা? আমি যে পূর্ণমাত্রায় মায়ের আদর লাভ ক'রেছি মা!

মাতা। বাপ, সেই বার বৎসর পূর্ব্বে রাজার মহোপকার—তোমার জনক-জননী ঋণবন্ধনে আবদ্ধ। আজ সে মহাকার্য্যের মূল্য দেবার সময় এসেছে। মান্দারণ-রাজ! আজ তুমি তোমার পরলোকগত পিতা ও মাতাকে ঋণমুক্ত কর।

চন্দ্র। কি ক'রব, আজ্ঞা করুন?

মাতা। নিষ্ঠুর ঘাতক তোমার ভাইটিকে হত্যা ক'রতে আ'সছে—রাজা নয়ন সেনের বংশলোপ ক'রতে আসছে। তোমাকে সে হত্যা ক'রবে না। অথচ নরাধম তোমাদের কাউকেও চেনে না।

চন্দ্র। বুঝ্‌তে পেরেছি—আশীর্ব্বাদ কর, যেন জীবন দিয়ে ভাইয়ের জীবন রক্ষা ক'রতে পারি।

মাতা। বাপ! তোমার পরলোকগতা গর্ভধারিণী তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রছে, তোমা হ'তে তোমার পিতার মর্য্যাদা রক্ষা হো'ক্ (অন্তর্দ্ধান)।

চন্দ্র। কি ক'র্‌ব? বিনা বাধায় প্রাণ দেব? দলু ভাই, আমাকে যে প্রাণপণে রণ-কৌশল শিখিয়েছে। তার শিক্ষা পণ্ড করবো? বিনা বাধায় প্রাণ দেবো? কাপুরুষের মতন দেহ ত্যাগ ক'র্‌বো? কি করি? না আত্ম-রক্ষা করতে গেলে, যদি ভাই আমার জেগে ওঠে? তা'হলে যে সব রহস্য প্রকাশ হ'য়ে প'ড়বে, ভাই ত তাহ'লে বাঁচবে না—পিতৃঋণ ত শোধ হবে না? মায়ের আদেশ ত রক্ষা হবে না। অস্ত্র হাতে থাকলে আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি আসবে—(অস্ত্রনিক্ষেপ)।

মদনমোহন! আমাকে জীবন দানের বল দাও; আর ভাইকে আমার রক্ষা কর— পিতাকে ঋণমুক্ত কর—ঋণমুক্ত কর—

(মহাপাত্রের প্রবেশ)

মহা। কে তুই—বসে আছিস কে তুই?

চন্দ্র। আমি মহারাজ নয়ন সেনের পুত্র —আমার নাম সূর্য্যসেন।

মহা। পাশে শুয়ে যে ঘুমাচ্ছে, ও কে?

চন্দ্র। ওটি মান্দারণের রাজার পুত্র। আমার মা ওটিকে পালন ক'রেছেন।

মহা। ঠিক হয়েছে—নে এই সময় একবার জন্মের মতন মা বাপকে ডেকে নে।

চন্দ্র। নারায়ণ—নারায়ণ—

মহা। ডাক্—ডাক্—ডেকে নে—যাকে পারিস, এই বেলা ডেকে নে। আরে ম'ল তরোয়াল খাপ্ থেকে বেরুতে চায় না কেন? আরে ম'ল, একি হ'ল?

চন্দ্র। মদনমোহন—মদনমোহন—

(রাখাল বালকের প্রবেশ)

রাখাল। এই যে ভাই— (অন্তর্দ্ধান)

চন্দ্র। হাঁ হাঁ, তুমি মদনমোহন—মদনমোহন— (মূর্চ্ছা)

মহা। আর মদনমোহন! আর কোন মোহনই তোমাকে রক্ষা ক'রতে পা'রছেন না। (অস্ত্রাঘাত, নেপথ্যে কামান শব্দ) হাঁ, একি হ'ল? কি কঠোর দেহ? অস্ত্র ভেঙ্গে গেল। ইস্, কি বিভীষিকা। কি অন্ধকার!

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। পিশাচ! এত ক'রেও তোর পাপকার্য্যের স্পৃহা মিটল না?

(মহাপাত্রকে অস্ত্রাঘাত, মহাপাত্রের পতন)

(বেগে মণিরামের প্রবেশ)

মণি। চন্দ্রসেন—সূর্য্যসেন!

সূর্য্য। (উঠিয়া) দাদা! দাদা!

মণি। ও লক্ষ্মী কি হ'ল? চন্দ্রসেনে গায়ে রক্তস্রোত!

লক্ষ্মী। হাঁ—নেই—চন্দ্রসেন—নেই— (মূর্চ্ছা)

সূর্য্য। দাদা! দাদা!

মণি। (সূর্য্যকে ধরিয়া) নরাধম! কি ক'রলি? রাজা নয়ন সেনের উপর রাগ— মান্দারণে নিরপরাধ রাজপুত্রকে হত্যা ক'রলি কেন?

মহা। কি ব'ললে, চন্দ্রসেন—তবে হ'ল না—এত ক'রেও হ'ল না,—বংশ লোপ হ'ল না? জ্বালা—নরকের জ্বালা—(মৃত্যু)

পঞ্চম দৃশ্য।

অম্বিকা—দুর্গমধ্যস্থ রাজপ্রাসাদ-সম্মুখ।

(বীরমল্ল, নয়ন সেন, রত্নাবতী)

বীর। সন্ধান কর—সন্ধান কর—

পদ্মা। হতাশ হবেন না মহারাজ, সন্ধান করুন।

নয়ন। আর সন্ধান! কাকে সন্ধান—কে আছে মহারাজ? অম্বিকায় রক্ত নদীর বন্যা— চারিদিকে কবন্ধের মূর্ত্তি—শিশু, বৃদ্ধ, রমণী— তারাও পর্য্যন্ত এক এক ক'রে অম্বিকার জন্য প্রাণ দিয়েছে। দে'খতে পাচ্ছেন না—শ্মশান! অম্বিকায় শুধু ভূত প্রেতের তাণ্ডব-নৃত্য দে'খতে পাচ্ছেন না—খল খল হাসি শুনতে পাচ্ছেন না?

বীর। পাচ্ছি—কিন্তু তার ভেতরেই আশা পাচ্ছি—শ্মশানভূমিই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রিয়-নিবাস। রাখালরাজ আমাকে পুত্রশোক-সন্তপ্ত ক'র্‌বার জন্য মৃত্যুর হাত থেকে টেনে আনেন নি। সন্ধান কর—সন্ধান কর।

(থালায় মুণ্ডদ্বয় লইয়া ও এক হস্তে সূর্য্য সেনকে লইয়া লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। মহারাজ, আমার স্বামি-পুত্র—আপনার সাজান বাগানের দু'টি ফুল—প্রকাণ্ড ঝড়ে ঝ'রে গেছে—এই পুষ্পাঞ্জলি নিন। আর এই নিন আপনার বংশধর।

রত্না। আর আমার চন্দ্রসেন ?

লক্ষ্মী। মা! কি ব'ল্‌ব ? তাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারিনি। স্বামী দিয়েছি, পুত্র দিয়েছি, আপনার বংশের যেখানে ধূলি গুঁড়ি যা ছিল—সব ধর্ম্মের পায়ে ঢেলে দিয়েছি, তবু চন্দ্রসেনের প্রাণ বাঁচাতে পারি নি।

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

বীর। হাঁ্যা, মদনমোহন! তুমিও কি ছলনা কর ?

ধর্ম্ম। করেন—স্থানবিশেষে—লোকবিশেষে করেন, তা ব'লে এখানে ক'র্‌বেন কেন ? এই যে ধর্ম্মপরায়ণা সতী প্রভুর জন্য সর্ব্বস্ব ধর্ম্মের চরণে দান ক'র্‌লে, তার কি কিছুই পুরস্কার নাই ? সতী, ওঠ,—দেখ মহাদান কখন ব্যর্থ হয় না। ওই তোমার চন্দ্রসেনকে নিরীক্ষণ কর।

(চন্দ্রসেন ও মণিরামের প্রবেশ)

মণি। বেঁচেছে, বেঁচেছে—

চন্দ্র। দিদি! দিদি! (লক্ষ্মীকে বেষ্টন)

লক্ষ্মী। হাঁ্যা এ কি ? এ কি ?

বীর। পুত্রশোক! এ বয়সে পুত্রশোকে জর্জ্জরিত হ'য়ে ম'র্‌ব ব'লেই কি ভগবান্ আমাকে জল-মাদল ধ'র্‌বার শক্তি দান ক'রেছেন ? মদনমোহনের জয় ঘোষণা কর। এ সমস্তই মদনমোহনের লীলা! লক্ষ্মী! ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে স্বামী দিয়েছিস, মদনমোহন তোর পুত্র হ'য়ে মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছেন।

মণি। যথার্থই মদনমোহন রক্ষা ক'রেছেন। মৃত মনে ক'রে বালককে নেড়ে চেড়ে দেখি যে গায়ে অস্ত্র চিহ্ন নেই। পাষণ্ড মহাপাত্র ছেলেকে মা'র্‌তে অন্ধকারে পাথরে অস্ত্রের ঘা মেরেছে! অস্ত্র তার চুরমার হ'য়ে গেছে।

লক্ষ্মী। কে ক'র্‌লে ঠাকুর ? আমি যে চ'খের ওপর রক্তের নদী দেখে এলুম।

ধর্ম্ম। কে রক্ষা ক'র্‌লে দেখবে ?

(পট পরিবর্ত্তন)

(কবন্ধ রচিত সিংহাসনে বিম্ববক্ষ মদনমোহনের-মূর্ত্তি)

ওই দেখ, রাখালরাজ তোমার বংশরক্ষা ক'র্‌তে নিজের বুকে অস্ত্র ধ'রেছেন। ওই দেখ তোমার স্বামী, পুত্র। ওই দেখ তোমার আত্মীয় স্বজন পার্ষদ ক'রে ভগবান তাদের পাশেতে বসিয়েছেন। তুচ্ছ দেহের বিনিময়ে অনন্ত জীবন ক'জন পায় লক্ষ্মী ?

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

সৃষ্টি— গীত।

এমন দিন কি হবে রাম যাবে ফুটবে আঁখি।
খুলে যাবে জগতের দ্বার, দেখ্‌বো সর্ব্ব একাকার,
উঠ্‌বে মেতে প্রাণ আমার কৃষ্ণময় সব দেখি।
চল্‌বো আমি যথা তথা, কৃষ্ণ সনে ক'হব কথা,
কৃষ্ণ বসন, কৃষ্ণ ভূষণ, কৃষ্ণরূপে ঢাকি।
সমীরণে কৃষ্ণ গান, কৃষ্ণ-সিন্ধু-নীরে প্রাণ,
ডুবিয়ে যেন সদাই রব কৃষ্ণ রসে মাখামাখি।

যবনিকা পতন।

ভূতের বেগার।

(রঙ্গনাট্য)

কোহিনূর থিয়েটারে অভিনীত।

[প্রথম অভিনয় রজনী ১০ই পৌষ, ১৩১৫]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্র।

আনন্দ দুলাল — কলিকাতাবাসী মুচ্ছুদ্দী।
মুরলী — ঐ পল্লীবাসী খুল্লতাত।
মুকুন্দ — ঐ ভগিনীপতি।
সঞ্জীব — আনন্দের পুত্র।
নিতাই — সরকার।
মাষ্টার … … …
সদা — আনন্দের খানসামা।

ভৃত্য, উমেদারগণ, মহাজনগণ, নাগরিকগণ ইত্যাদি।

পাত্রী।

শারদা — আনন্দের স্ত্রী।
পাটিলা — ঐ কন্যা।
সৌরমণি — নিতাইয়ের স্ত্রী।
ঝী

উমেদারগণের স্ত্রীগণ, রঙ্গিণীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

রঙ্গিণীগণ।

চাকরী চাকরী চাকরী (ওগো)
বাবুরা চাকরী নিয়ে গেছেন সহরে।
ভাড়া বাড়ি বাড়ী ছেড়ে চাবি দিয়ে সদরে।
কলম পিশে দিবা রাত,
দুবেলা জোটে না ভাত
বসে বসে পেটে বাত—(আফিসে)
(কেবল) লোক-দেখানে মেকোর হাসি নাকা স্বরে।
পয়সা দিয়ে হাতে মাটি লাভের কাটি
বাবুদের কান্নাকাটি এই বারে;
পয়সা খেয়ে ঢেঁকুর তোলা
পুষ্ট দেহ হলো সোনা—
বাবুয়ানা ষোল আনা ধার ক'রে—
(দেখ) বাবুর ঘরে বাঘের বাসা
চামচিকে আর ডাঁশ মশা
জন্মে গেল অশথ ছাদে ভিটেয় ঘু ঘু চরে।

ভূতের বেগার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শারদা ও আনন্দ।

আনন্দের বাটী।

আনন্দ। শারদা—শারদা—শারো—ও শা—

(শারদার প্রবেশ)

শারদা। কেন—ডাক্‌ছ এত আদর ক'রে ডাকা হচ্ছে কেন?

আনন্দ। এইত প্রাণেশ্বরী নিষ্ঠুরের মতন কথা কইলে! কবে আমি তোমাকে আদর করতে কুণ্ঠিত হয়েছি?

শারদা। আজ কিছু বেশি রকমের আদর কিনা!

আনন্দ। আজ কিছু হবার কারণ আছে। নাইবেল সাহেব আমাকে এবারে এজেন্টো ক'রে দিয়েছে।

শারদা। এজেন্ট গিরিতে কি মাইনে?

আনন্দ। মাইনে? বড় বাবুতে দুইশো টাকা মাইনে পেয়েছি—। এ একেবারে আটশো।

শারদা। কবে দেবে?

আনন্দ। দেবে কি দিয়েছে।

শারদা। তা হলে ত রক্ষা পাই—দু'পয়সাতে আর কুলুচ্ছে না। জিনিসপত্র এত দুর্মূল্য যে খরচপত্র সামলান দায় হয়ে উঠেছে।

আনন্দ। তাই বুঝেইত তোমার আশ্রয় নিচ্ছি।

শারদা। ওমা ওকি কথা বল—মাইনে বেশি হচ্ছে এত সুখেরই কথা। তাতে আমার দেব কি আবার?

আনন্দ। দেবার কারণ না থাকিলে বলব কেন? দেখ এতকাল বড় ইজ্জতেই চলে আসছি, কিন্তু আর বুঝি থাকে না। আমার বাবা বলতেন, আমি একটাকা ক'রে চালের মণ দেখেছি; ময়দা ছিল দু' টাকা মণ, ঘী আড়াই সের টাকায়—খেসারি, মসুর তখন মানুষে খেতো না—এক টাকা পাঁচ সিকা মণ। চারটে

পয়সা খরচ করলে বুঝি খানেক বাজার হ'ত। এখন কি না তেল দু' সের টাকায়!

শারদা। তাই বা খাঁটি পাচ্ছ কই?

আনন্দ। তা হ'লেই ভাল বললে! খোরাক যোগানই ভার হয়েছে। তার ওপর গাড়ী ঘোড়া, লোক-লৌকিকতা, নানা আসবাবের খরচ—মাসে মাসে দেনা হয়ে পড়ছে শারো—দেনা হয়ে পড়ছে।

শারদা। দেনা হয়ে পড়ছে কি—দেনা ত চেপেছে।

আনন্দ। তার ওপর মেয়ের বিবাহ ত আর রাখা যায় না। ডিপুটীর ছেলে সবে বিয়ে পড়ছে—পাস করতে পারে কি না তার ঠিক নেই—দশ হাজার টাকা চেয়ে বসেছে।

শারদা। দশ হাজার এখন কোথা থেকে দেবে?

আনন্দ। তাহো ভগবান মুখ তুলে চাইছেন। এই বছরেই মেয়ের বিয়ের কিনারা করব। আড়াইশো মাইনে, তার ওপর কমিশনে ও এবে তাতে আরও পাঁচশো হবে। বারো চোদ্দশো টাকা ফুরুচ্ছে না। সাহেব কাজ আগে থাকতেই এক রকম দিয়েছে। আমি এক রকম আফিস ফেঁদেছি।

শারদা। আফিস ফেঁদেছো! তার মানে কি? তবে কি তুমি ও আফিসে কাজ করবে না?

আনন্দ। ওই আফিসেই কাজ করব বই কি? তবে সাহেবেরা যেমন এক এক ডিপার্টমেন্টের কর্তা—আমিও তেমনি এক ডিপার্টমেন্টের কর্তা। আমি আমার ডিপার্টমেন্টের হর্তা কর্তা বিধাতা। লোক বাহাল করছে, ছাড়াচ্ছে—যা যখন মনে করব, তাই করবো। কেউ তাতে আপত্তি করতে পারবে না।

শারদা। সাহেবেরাও নয়?

আনন্দ। কেউ নয়। আমার কথার ওপর কথা কইতে কেউ নেই। বরং সাহেবদের সময়ে সময়ে আমার হুকুম শুনতে হবে।

শারদা। বল কি গো? এমন চাকরী?

আনন্দ। শারদা—শারো—শা—এখন আমি দেখেছি সাপের পাঁচ পা—আমি এজেন্টো, আর তুমি এজেন্টিনী, অর্থাৎ কেরাণী রাজ্যের রাণী।

শারদা। তাই বল—কালীঘাটে পূজা দিয়ে আসি।

আনন্দ। প্রথম মাইনে যে দিন পাব শারদা—সেই দিন। আজ, আমার মাথায় ছুঁইয়ে টাকা একটা তুলে রাখ—আর মাস খানেক ধরে আমাকে আশীর্বাদ কর, যেন আমি বেঁচে থাকি।

শারদা। ওকি কর—ছি। ছেলে মেয়ের বুদ্ধি হয়েছে—এখনি এসে দেখে ফেলবে। তা এমন শুভ সংবাদ দিতে এসে—তাতে আশ্রয় নিচ্ছি বলছিলে কেন? শুনে আমার বুকটে ঢিপ ঢিপ করে উঠেছে। কত কষ্টই জান।

আনন্দ। আশ্রয় নিচ্ছি—সেটা ঠিক। কিন্তু তাতে একটু গোল আছে। তাতে কিছু টাকা ডিপজিট দিতে হবে।

শারদা। কত টাকা?

আনন্দ। পঞ্চাশ হাজার টাকা।

শারদা। ওমা! এত টাকা?

আনন্দ। একি আর টাকা? এক লাখ, দেড় লাখ টাকার কমে কি আর এজেন্টোগিরি হয়। পাঁচ সাত লাখ টাকা আমার হাত দে' চলাচল করবে। বিনা জামিনে বিশ্বাস করবে কেন? সাহেবেরা বড় অনুগ্রহ করে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিনে কাজটা দিচ্ছে। আমার আগে মদন লাহা মুচ্ছুদ্দিগিরি করে চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছে।

শারদা । গেছে বললে যে ? মদন লাহা কি মরে গেছে ?

আনন্দ । মরে না গেলে কি আর বেণের পো চাকরী ছাড়ে ? তার ছেলেরা লাখ টাকা জামিন নিয়ে হাজির হ'ল । কিন্তু সাহেব তাদের না দিয়ে আমাকে দিলে । কি অনুগ্রহ শারদা—কি অনুগ্রহ—তা আর তোমাকে কি বলব ?

শারদা । অনুগ্রহ ত বুঝলুম । কিন্তু এখন টাকা না দিতে পারলে ত অনুগ্রহ নয় । টাকা কোথায় পাবে ?

আনন্দ । নিতাই সরকার আমাকে বাইরে থেকে ত্রিশ হাজার জোগাড় কোরে দিচ্ছে—শুধু বিশ হাজারের অনাটন । এই তোমার আশ্রয় চাচ্ছি । তোমার নামে যে কোম্পানীর কাগজ ক'খানা আছে, তাই দিলেই আমি একেবারে এজেন্টো হয়ে গ্যাট হয়ে জেঁকে বসি ।—চিন্তা ক'র না—দোহাই শারদা—এতে চিন্তার কিছু নেই ।

শারদা । আমার আবার চিন্তা কি ? তোমারই দেওয়া টাকা তুমি নেবে, তাতে আমি চিন্তা করবো কেন ? তবে কি জান, সব টাকা ঘর থেকে বা'র করবে, তার ওপর দেনা । তোমার চাকরীটে কি আমি বুঝতে পারছি না ।

আনন্দ । সে তোমায় কিছু বুঝতে হবেনা । আগে যাকে বলত মুৎসুদ্দিগিরি, বুঝেছ—তবে সেটা দিশি চাকরী, আর এটা বিলিতি ।

শারদা । ওমা ! তাই বল মুৎসুদ্দী—তা টাকা কবে দিতে হবে ?

আনন্দ । কথা হয়ে রইল—তার পর নেবার সময় নেবো ।

নিতাই । (নেপথ্যে) বাবু ! বাবু !—

আনন্দ । কি নিতাই এসেছ ? (নিতাইয়ের প্রবেশ) কি খবর ?

নিতাই । ভারী মজার খবর ! বাউয়েল সাহেবের বেশি চু'ইচু'ই । কেও—মা—ভারী মজা মা ! ভারী মজা ! আমি পশ্চিম দিকের গুদোমের ভূষিমালগুলো সাফ করতে গেছি, এমন সময় দেখি বড় সাহেব বাড়ীর বারাণ্ডার সামনে গঙ্গার ধারে পাইচারি করছে । আপনার আশীর্ব্বাদে আমাকে সাহেব বড়ই অনুগ্রহ করে কিনা—আমি পা টিপে পা টিপে পাশ কাটিয়ে যাব মনে করছি, কিন্তু যাবার যোকি ? তার বেরাল চোক—বন্ বন ঘুরচে—টপ ক'রে আমাকে দেখে ফেললে । দেখেই বলে—ন্যাটাই—ন্যাটাই ! আমি যেন শুনতে পাইনি এমনি করে মাথা ফিরিয়ে গঙ্গাবাগে চেয়ে রইলুম । আর পেছন থেকে বলব কি বাবু—বলব কি মা—বেরালে যেমন ইঁদুর ধরে তেমনি ক'রে বড় সাহেব টপ করে এসে খপ ক'রে আমার ঘাড়টা ধরে তুলে ফেললে । তুলেই বললে—এই ইউ গাধা উল্লুক, বদমাস ন্যাটাই ! ন্যাটাইতো—ন্যাটাই—শালার হাতে পড়ে আমি বন বন করে ঘুরতে লাগলুম সাহেব হো হো ক'রে হেসে বললে—কি ন্যাটাই, তোমার বাবুটো এজেন্টো হইল, তাতে তোমার কি হইল ? আমি বললুম, আমার ত সবই হইল হুজুর—কিনা হইল ? বাবুরই ত খাচ্ছি । সাহেব বললে, তুমিতো খাচ্ছ আমাকে কি খাওয়াচ্ছ ? আমি বললুম কি খেতে চাও হুজুর ! মনিব ত আমার খাওয়াতে কাতর নয় । সাহেব বললে বেশ, আমাকে খুব মাসে কিছু তিতির খিলাও, আমি বললুম, তার আর ভাবনা কি !—হবে ।

আনন্দ । বটে ! সাহেব খেতে চেয়েছে ?

নিতাই । দেশে উইচিংড়ি খেতো, এখানে খোলা বটের খেয়ে খেয়ে পেটটা—একখানি ফুলিয়ে ফেলেছে ।

আনন্দ। বেশ বড়দিনে তাহ'লে সওগাদের ব্যবস্থা কর।

নিতাই। হুকুম হ'লেই করব—সাহেব কি কি খেতে চায়, আগে জেনে আসি; তার পর আপনাকে বলবো।

আনন্দ। তাহ'লে আর দেরী কর না—কি খেতে সাহেব পছন্দ করে জেনে এস। শারদা! এখন আমি তা হলে চললুম, সময় হ'লে বলবো।— (উভয়ের প্রস্থান)

শারদা। কি করবো? ওরই টাকা, নিষেধ করতে পারি না। নইলে এত টাকা আমানত রেখে চাকরী করা আমার কেমন পছন্দ হচ্ছে না। ওরা বসন্তের কোকিল, যতক্ষণ সুবাতাস, ততক্ষণ আছে, একটু ঝড় লাগলে কোথায় উধাও হয়ে যাবে তার ঠিক কি? যাক্, উনিই ত উপার্জ্জক। কিন্তু এ উপার্জ্জন ক'রে হল কি? একি ছাই, যা আসছে তাতেই কুলোয় না। বাইরে ঠমক বজায় রেখেছি, আর কোনও রকমে কাগজ ক'খানি আটক রেখেছি। নইলে ধরতে গেলেত কিছুই নেই। ওঁর শরীরের উপর নির্ভর—আজ চাকরী গেলে কাল হাহা! তাইত, ক্রমে দেশের অবস্থা হল কি? সব কথা কি ওঁকে বলি? এই খুচরো হাত খরচ, তারই নাগাড় মারতে পারি না। আমার এই টাকাতেই এই—আর যারা বিশ পঁচিশ টাকার চাকরীতে পাঁচ সাতটী পোষণ করে, তাদের কি করে চলে? (নেপথ্যে কোলাহল) ওরে গোলমাল কিসেররে গোলমাল কিসেররে—গোলমাল কিসের? ঝী-ঝী। (ঝীর প্রবেশ)

ঝী। ওগো বাবুকে মেরে ফেললে—ওগো বাবুগো মেরে ফেললে।

শারদা। মেরে ফেললে কিরে? কে মারলে রে—কে মারলে রে!—

ঝী। ওগো দেখবে এসগো—ওগো সর্ব্বনাশ—কি হ'ল গো!

শারদা। কে মারলে রে?

ঝী। ওগো একদল গুণ্ডা—কিল ঘুষী চড় চাপড়—কি হ'ল গো?

শারদা। সে কিরে? সে কিরে? মেরে ফেললে কিরে?

ঝী। ওগো দেখবে এসগো—কি হল গো!

শারদা। ওমা—একি হল?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

উমেদার-পত্নীগণ।

উঠে বিছানা থেকে, জল দিয়ে গো চোখে,
বাবুরা বেরিয়ে গেছে রুখে।
খুদ কুঁড়ো যে যেখানে যা
পায়ের উপর দিয়ে পা
(বাবু) সব খেয়েছে ব'সে বিষয় দেছে ফুঁকে।
এখন ঘরে আছেন যা
যা করেন মা জগদম্বা
শুনবে যেথা চাকরী খালি প'ড়বে সেথা ভাল ঢুকে।

তৃতীয় দৃশ্য।

আনন্দের বহির্ব্বাটী।

আনন্দ ও তৎপশ্চাৎ উমেদারগণ।

সকলে। বাবু আমাদের একেন্টো—বাবু আমাদের একেন্টো!

আনন্দ। যাও—যাও—চলে যাও—এখন যাও—এখন আমি কারও কথা শুনতে পারবো না।

সকলে। (বাবুর জয় হ'ক, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হ'ক। দয়া কর বাবু—দয়া কর। পাঁচ ছেলে সাত মেয়ে না খেয়ে মরে যাবে—ঘরে বুড়ো মা—ইত্যাদি আবেদন)

আনন্দ। এখন যাও, এখন যাও—এর পর শুনব।

(কেহ আনন্দের হাত ধরিল, কেহ পৈতা জড়াইল, কেহ পা ধরিল, আনন্দ পড়িয়া গেল। আনন্দকে ঘেরিয়া কেহ নৃত্য করিতে লাগিল)

আনন্দ। আঃ ছাড়—হাঁপিয়ে মরি, ছাড়।

সকলে। কি আনন্দ—কি আনন্দ—কি আনন্দ—(বারবার উচ্চারণ)

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। হাঁ-হাঁ—বাবুর হাঁফ এসেছে।

আনন্দ। ওরে বেটা সদা! সদা—

নিতাই। ভাগো-ভাগো—বাবুকে—হাঁফ ছাড়তে দাও—হাঁফ ছাড়তে দাও।

(বেগে ঝী ও শারদার প্রবেশ)

ঝী। ওই দেখ গো—মেরে ফেলেছে গো—মেরে ফেলেছে গো।

শারদা। ভাই ত! একি? ওরে কে আছিস্—বাবুকে মেরে ফেললে যেরে।

১ম উ। ওরে মা!

সকলে। ওরে মা-মা—অন্নপূর্ণা মা!

১ম উ। সে কি মা? আমরা মেরে ফেলবো কি মা? বাবু আমাদের প্রাণ—আমাদের অন্নদাতা! আমরা বাবুর সেবা করছি।

আনন্দ। ওরে সদা—হারামজাদা পাজী পাধা সদা—

নিতাই। যাও—এখন নয় ভাগো—ভাগো।

(সদারামের লাঠি লইয়া প্রবেশ)

সদা। কি, বাবুকে কে মারে—উমেদারী করতে এসে বাবুকে খুন করতে এসেছ? ভাগো—ভাগো।

(উমেদারগণের প্রস্থান।)

শারদা। কি, ব্যাপারখানা কি?

নিতাই। কিছু নয় মা! ও সব বাবুর আফিসের উমেদার। আরও কত আসবে—বাবু আমাদের এজেণ্ট! মা কত আসবে—

শারদা। আসবে বলে কি এমনি ক'রে উৎপীড়ন করবে?

নিতাই। এখন উৎপীড়নের হয়েছে কি মা? অত্যাচার ত এখন সব পড়ে রয়েছে। এর পর পা চেটে বাবুর পায়ের একপুরু ছাল তুলে দেবে। বাবুর কি আর যে সে পায়া? লাখোর ভেতর দু'একজনের এ রকম পায়া হয়।

শারদা। (আনন্দকে ধরিয়া) লেগেছে কি?

আনন্দ। হারামজাদা! সদা!

সদা। বাবু!

আনন্দ। তোকে না বারণ করেছি, আমার হুকুম না নিয়ে কাউকে ছাড়বিনি?

সদা। কাউকেও ত ছাড়িনি বাবু!

আনন্দ। ওরা তবে বাড়ীতে ঢুকলো কি করে?

সদা। ওরা ক্ষ্যাপেছে—ওরা কি মানে মানে? আটকে দিলাম ত তড়াক তড়াক করে মাথা ডিঙ্গিয়ে চলে এলো।

ঝী। মাথা ডিঙ্গিয়ে এলো? ব্যাটা বাঙ্গাল—কলকেতার ভিরকুটবিচি থেয়ে রস হয়েছে? ন্যাকা বোঝাতে এসেছো?

নিতাই। আহা হা,! মূর্খ, মূর্খ,—বাবুর এত মান বুঝতে পারেনি। মূর্খ, মূর্খ,—

ঝী। হাঁ বুঝতে পারেনি—ব্যাটা ঘুষ থেয়েছে—পয়সা নিয়ে ওদের ছেড়ে দিয়েছে। ব্যাটা বাঙ্গাল।

সদা। দেখ বেটী গাল দিসনি—দেখতা কি মা! যিনি অপরাধে আমারে গাল পারিছে।

শারদা। যা—বাইরে যা! এমন ক'রে আর ঢুকতে দিস্ নি—বাবুর যে প্রাণ গিছলো।

আনন্দ। গিয়েছিল—কি গিয়েছে। ও বাবা! মুচ্ছুদ্দী হওয়া ত বড়ই বিপদ! শারো—হরো—আর মনে মনে আমার অবস্থাটা ঠিক কর।

শারদা। তা ভগবান তোমার কাছে পাঁচ জনের অন্নের জোগাড় রেখেছেন, তারা আসবে না?

নিতাই। এই আমার মা না হ'লে এ কথা বলে কে? মা আমার অন্নপূর্ণা! আসবার জন্যে ভগবান বাবুকে বড় করেছেন, আসবে না? পা ... টার চোটে পা ক্ষয়ে যেদিন বাবু হাঁটুতে হাঁটবেন, সেই দিন মুচ্ছুদ্দিগিরি মানাবে।

আনন্দ। দেখ্ সদা! এবারে যদি আমাকে না জানিয়ে হুট্ বলে মানুষ ঢোকাস, তা হ'লে তোমার বরতরফ।

শারদা। নাও—ওঠ!

ঝী। শুধু বরতরফ—ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দেবো।

(শারদা ও ঝী আনন্দকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)

আনন্দ। আর দেখ্, এবার থেকে আমাকে বাবু বল্‌বিনি—হুজুর বল্‌বি।—

সদা। য্যা আজ্ঞে! হুজুর ত কই।

আনন্দ। কই না—কেবল হুজুর কইবি—বাবু বললেই জরিমানা।

নিতাই। আর খোকা বাবুকে বলবি—ছোট হুজুর—খুকী বাবুকে বলবি মিশি বাবা।

সদা। য্যা আজ্ঞে।

আনন্দ। শুধু য্যা আজ্ঞে নয়—মনে করে রাখ—

সদা। রাখছি।

নিতাই। আর মাকে মেম সাহেব বলবি। আর ঝী বেটীকে বলবি আয়া।

ঝী। পোড়া কপাল! আয়া তোর ... তোক—আমি বইয়ের মেয়ে আয়া হ'তে যাব কেনে?

নিতাই। কাঁকে হবি কি বেটী, ... হবি। কাপড়খানা একটু ঘেরাটোপ ... পরবি।

ঝী। না বাবু। আমি আর ... পারবো নি।

শারদা। মেমসাহেব হ'ব কিগো? হিঁদু মেয়ে ও সব কি?

আনন্দ। হ'তে হবে। বাপারখানা ... বুঝতে পারছ না—আমার সম্পদটা কি ... দেখলে না—এ কি যে সে বাঙ্গালীর ... উমেদারী করে পা ধ'রে ধ'রে চরণটা গোল ক'রে দিয়ে গেল!

শারদা। চল—চল—পায়ে চুণ হলুদ দিইগে। আহা বা পা-টা ভেঙ্গে দিয়ে গেল গা!

আনন্দ। এতে বোঝ শারো—বোঝ—দেশটার কি অবস্থা হয়েছে বোঝ।

(নিতাই ইঙ্গিতে ঘুষের অংশ লইবার চেষ্টা—উভয়ের ইঙ্গিতাভিনয়)

আনন্দ। আর দেখ নিতাই, একটা পাথরে আমার নাম খুদিয়া আন, এন, ... বানারজী। আনন্দ নামটা পাড়াগেঁয়ে পাড়াগেঁয়ে গোচ্ছের, ও আর রাখছি না।

চতুর্থ দৃশ্য।

জেলোর ঘাট।

সহর সঙ্গিনীগণ।

সুখ এসো আঁখি কোণে,
মৈত্রের হাসি হেসে যেমন সৌদামিনী মিলায়ে।

সোণা দানা প'রবো ব'লে এমুন সহতে.
কুলের মুখে কালি দিতে বুচ্ কি নিহে—
বেলতলা সে কুলতলা সে হাঁক দুপুরে আঁধারে—
এবে দু'দিন তুন সুড়াকি···সেই কুলে হোল লোকালো।
তার পরেতেই তারকনাথ—
হরিবিধি আর পাঙ্খা ভাত—
কাঁদা সোণা নারাম্বাত একি হায় হোল।
হ'লো পা সক আর হাত নলু
পেট গজন্দর গাল ফুপু,
এবার, একটু খানি চড়্ লে গাঁজা গাজা ফুকলো॥

পঞ্চম দৃশ্য।

রাস্তা।

মুরলীধর ও মুকুন্দ।

মুরলী। ও মুখুজ্যা! এ হইল কি? এত করিয়াও ত আনন্দের সন্ধান পাইলাম না।

মুকুন্দ। ব্যস্ত হও ক্যান? একি তোমার কোতলপুর পাইছ যে, দেশের মানুষ সপ্তগ্রাম-বাসীর সংবাদ রাখ্‌বে? এ কলকত্তা—এহানে এ বাড়ি ও বাড়ির সমাচার রাহে না।

মুরলী। তবেই ত বিপদের কথা হইল মুখুজ্যা। আনন্দের যদ্যপি পীরা হয়, ত প্রতিবাসীতেও সংবাদ রাখবেন না। আনন্দ বাঁচিবেন ক্যাম্‌নে?

মুকুন্দ। যহন আনন্দ এ দেশে বাস করেছে—তহন একটা বাবস্থা ত হইচে। তুমি আনন্দ আনন্দ কইরা বাউরা হইচ—আনন্দ তোমার কি সংবাদ রাখচে?

মুরলী। আহে বাই—মায়া নীচগামিনী হইয়া সর্ব্বেব নষ্ট করচে। আমি আনন্দ আনন্দ করিয়া উন্মাদ হইলাম, আনন্দ হইবেন ক্যান? শাস্ত্র ত এমন কথা লিখছে না।

মুকুন্দ। ক্ষণেক এই স্থানে অপেক্ষা কর। আমি একটু অগ্রসর হইয়া সন্ধান লইয়া আসি।

মুরলী। সাবধান হইয়া পথ চল্‌বেন। পথে পদ বাড়াইলাম তো বিপদ, যেন হাজার বদন বাহির কইরা আমাগোর গ্রাস করবার লগে ছুটিয়া আইস। রক্ষা কর গোবিন্দ—এমন দেশেও মানুষে বাস করতি আইসে। সম্মুখে দেখলাম ত পশ্চাতে গুতা খাইলাম—পশ্চাতে চাইলাম ত অমনি এক হালা ঘারে—যেমন ব্যাঘ্র হরিণ শিকার করে—এমনি কইরা ঝাপাইয়া পরল!—পথের মধ্যে ত সর্পরাজ হাঁ কইরা আর চিত্রগুপ্ত খাতা খুলিয়া বইসিয়া। পা দিলাম তো ব্যাত্তির মধ্যে চল্‌লাম। যম নানা মূর্ত্তি ধইরা মানুষ খাইবার লাগিয়া ছুটাছুটি করচে; ছ্যাকরা ঘর ঘর করচে, টাঁরামারা ট্যাং ট্যাং করচে—আবার এক হালা বুনা শুকরের মতন ভোঁ ভোঁ করিরা ফরর্ করিয়া ছুটিয়া চলছে—হা মুকুন্দ মুখুজ্যা—কইবার পার, আমাগোর দ্যাশে যম-রাজার এত আদিপত্য হইল ক্যান? বাঙ্গালী কি মরিয়া ভূত হইবা?

মুকুন্দ। আরে মরচে কই? তুমি কেবল মরবারই দ্যাহো—যেমন হালার ঘোড়ার গাড়ি ভোঁ কইরা আইচে, অমনি রাহিজন পোঁ করিয়া পলাইচে—এ তো যমে মানুষে লুকোচুরি করচে। মরচে কই? মরণ হইলে ত ভালোই হইত। টাহাগুলোর শ্রাদ্ধ হইছে দেখ্‌চো না। আমগোর রাধানগরে রতিসার পুতি পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় কইরা একটা হাওয়ার গাড়ি আনিয়া ক্যামন হালার পুত্তুর উপর আরোহণ করলো—অমনি বোঁ বোঁ করিয়া গাড়ি ছুটলো। আমাগোর দেহ ত আর কলকাত্তা নহে—ক্যামন বোকা ছাওয়াল স্ফূর্ত্তি কইরা গাড়ীর মোর ফিরাইতি যাইবন, অমনি ঝপাং করিয়া এক ডোবার মধ্যে—গাড়ি এমনি হইয়া—বাবাজী এমনি হইয়া—আর হালার চালক তেমনি হইয়া পঙ্কের মধ্যে। বাবাজীউরা পঙ্কমাখা ভূত হইয়া—

মাথা হেঁট কইর্‌য়া ঘরের চাওয়াল ঘরে ফিরলো —পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ন দেবায় ন ধর্ম্মায়— জলসাৎ হইল। বাঁরুজ্যা! আমাগোর দেশে কি আর মানুষ আছে? কতকগুলা নাবালকে দেশ ভইরা গেছে। যা নূতন দেখবেন, অমনি অন্ধ হইয়া তাই কিনিবার লাগে ছুটিবেন—ওই পঞ্চাশ সহস্রে অন্ততঃ দশটা দিঘী খনন হইত— দেশের প্রজা জল খাইয়া বাঁচিয়া যাইত।

মুরলী। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণের জন্ম হইল— আর পৌষ মাসে হইল কৃষ্ণমাস—এ হইল কি মকুন্দ? পাঁজি পুথি কি ওলট হইয়া গেল?

মুকুন্দ। তাতে হইচে কি—পূজা নাই— পার্ব্বণ নাই—কেবল আমাগোর দেশের কমলার শ্রাদ্ধ হইছে; লন, অপেক্ষা করেন, আমি একটু আগু বারাইয়া তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সন্ধান করি।

মুরলী। সন্ধান মিলে ত রইমু। নতুবা অদ্যই পাপ কলকাত্তা ত্যাগ করিয়া কাশী যাইমু। আর এহানে রইমু না। কালীদর্শন হইল—মা গঙ্গায় প্রাণ ভরিয়া অবগাহন হইল, আর এহানে রইবার প্রয়োজন কি?

মকুন্দ। ক্রুদ্ধ হও ক্যান—মরণান্তে পিণ্ড পাইবেন—ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্রগণ—পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইলে কাম চল্‌বেন ক্যাম্‌নে?

মুরলী। আরে থোও পুত্র! আমি মরলাম কি বাঁচলাম—সেকি এযাবৎকাল সংবাদ লইল? জ্যেষ্ঠ কলকাত্তায় বিবাহ করলেন। আমাগোর ত্যাগ করিয়া কলকাত্তায় আইলেন। আমি চরণ ধইরা কতই না রোদন করচি—বাই কথা না শুনিয়া স্বীয় মতলবে দেশ ত্যাগ করলেন। কলকাত্তি হইয়া জোন্মস্থান ত্যাগ করলেন।

মুকুন্দ। আরে ছি! বাই কি মানুষের কাজ করচে। আমরা বাল্যবন্ধু আমগোর বিস্মৃত হইল।

মুরলী। কওত মুখুজ্যা—মন কিসের লাগে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি আসক্ত হইবে?

মুকুন্দ। তবে ভ্রাতুষ্পুত্র—পিণ্ডাদিকার হইয়াই ত গোল বাধাইচে।

মুরলী। হঃ—ওইটাইতেই ত গণ্ডগোল বাধচে—আমি পলাতক হইবার পারছি না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী মৃত্যুকালে বিশেষ কইরা অনুরোধ করচেন, আনন্দকে বিষয় হইতে না বঞ্চিত করা হয়। একারণ আনন্দর সন্ধানে আইচি। নতুবা আমি ত পোষ্যপুত্র লইবার আকিঞ্চন করছিলাম—গৃহিণী কইল, ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ত্তমানে পোষ্য লইবান ক্যান? অধর্ম্ম হইবা।

মুকুন্দ। তোমার গৃহিণীর গুণ কি একমুখে কইবার পারি—তিনি সাক্ষাৎ সতী ছিলেন—

মুরলী। আরে হইচে কি বাই—আনন্দ যহন শিশু ছিল—তহন তার জননীর কঠিন পীরা হইছিল। ব্রাহ্মণী সেই সময় শিশু আনন্দকে বক্ষে কইরা মানুষ করছিলেন—তদবধি মায়ামুগ্ধ হইয়া আনন্দের লগি কাতর ছিলেন। মৃত্যু-কালে আনন্দ আনন্দ করিয়া দেহত্যাগ করছেন।

মুকুন্দ। মৃত্যুর পর তিনি আনন্দই পাইছন।

মুরলী। সেই কারণে আনন্দের সন্ধান করছি। কতবার পত্র দিলাম, আনন্দ উত্তর দিল না। আর দেহ মুখুজ্যা জ্যেষ্ঠ কলকাত্তায় আসিয়া কি রাজত্ব পাইচে দেখবার বরই কৌতুহল হইচে। পৈত্রিক হামান্য সম্পত্তি হইতে ব্যবসা তেজারতি কইরা ত্রিশ সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি করলাম। তাই ভ্রাতুষ্পুত্র কি করলো জানিবার বরই কৌতুহল হইচে। শুনলাম ভাই বড় আপিসে চাকুরী করলেন— আনন্দও একটা বড় কোম্পানির বড় বাবু হইবে —মুকুজ্যা আমি চাষ ব্যবসায়ে কি করলাম, আর

জ্যেষ্ঠ চাকরী করিয়া কি করলেন, একবার মিলাইমু। দাদা ত আমাগোর দুঃখী রাখিয়া চলিয়া আইচেন।

মুকুন্দ। তুমি ত স্বনাম ধন্য ভাগ্যবান—তোমার তুল্য পুরুষ কয়টা আছে? ক্ষণেক অপেক্ষা করেন—আমি অগ্রসর হইয়া সন্ধান লই।

মুরলী। আমি যে ধনী হইছি একথা বেটারে কই নাই—ধনের সংবাদ পাইলে কত হালার পুত আসিয়া আত্মীয় হইতে চায়। একারণ আনন্দকে ধনের সংবাদ দিই নাই।

মুকুন্দ। অপেক্ষা করেন—কুত্রাপি যাই-বেন না—

মুরলী। সাবধানে যাইবা, পথ হারাইলে, কাশীবাসের পরিবর্ত্তে হাসপাতাল বাস হইবা।

মুকুন্দ। আরে ভীত হও ক্যান—আমি দুইবার কলকাত্তায় আইচি।

(প্রস্থান)

মুরলী। এত ক্রোধ করছি, তবু মায়া ত ত্যাগ করবারে পারছি না। হা গোবিন্দ! আনন্দের ঘরে কি আনন্দ লুকাইছে? কিছুই বুঝ-লাম না—নইলে কাশী যাইবার জইন্য চরণ বাড়া-ইয়া পটলডাঙ্গার পঙ্কে মগ্ন হইছি ক্যান? সর্ব্বত্রই পঙ্ক—হালার ডাঙ্গাকে পটোল কইলা কে? দুর্গন্ধে পথের মধ্যে দারাইবার সাধ্য কি—আনন্দ রে? তবু তোর তরে জীবন্ত এই নরক ভোগ করছি। শুনছি আনন্দের পুত্রকন্যা হইচে—হালা আর হালীর জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ সাথে লইছি—আর মুখুজ্যাকে গোপন কইরা লক্ষ মুদ্রার নোট পাকরীর মধ্যে রাখছি—পুত্রবধূর হস্তে দিয়া মুখ দর্শন করমু।

ষষ্ঠ দৃ   ।

নিতাইয়ের বাটীর সম্মুখের গলি।

(গৌরমণি, নিতাইচাঁদ)

নিতাই। পেটে খেতে পাচ্ছিস মাগী এই ঢের। আবার সামিজ! মোট পোনেরো টাকা মাইনে, তাতে তিনটে পেট খেতে—আট টাকা চালের মণ। ভাগ্যে নন্দবাবুর নজরে পড়েছিলুম, তাইতে দুপয়সা এদিক ওদিক থেকে পেয়ে মান সম্ভ্রম বজায় রেখে চলছি।

গৌর। তবে কি শীতে হি হি করে মরবো?

নিতাই। আরে পাগলী! এখন হগ সাহেবের বাজারে চলেছি। বাঁড়ুয্যে সাহেব সাহেবদের বড়দিনের ভেট দিবে। দু পাঁচজন ইয়ার বক্‌সীও খাবে। যে সব গরম গরম তাজা জিনিষ আনবো, তার কিছু কি বাড়ীতে না রেখে সব নিয়ে যাব? তার একটু আধটু মুখে দিলেই শরীর গরম হয়ে যাবে। এই পৌষের শীতে পাখার বাতাস খেতে হবে।

গৌর। পোড়া কপাল! সেই ম্লেচ্ছ জিনিষগুলো মুখে দিতে হবে?

নিতাই। আরে দূর পাগলী! ম্লেচ্ছ তোরে কে বল্লে? ভেড়ার মাংস—গ্রামফেড ছোলাখেকো খাঁটী নিরিমিষ—কপি, মটর, কমলা, চিংড়ি একখানি খোলা—আঁশ নেই—এর ম্লেচ্ছ কোনখানটায়? তার ওপর পাটনেয়ে পেঁয়াজ—তোফা কালিয়া করবি, বুঝলি?

গৌর। থু থু, পেঁয়াজ কি হবে?

নিতাই। কেন, থু কেন? পাটনা—পাটলীপুত্র—রাজা অশোকের রাজধানী—বাবা অহিংসা পরমোধর্ম্ম—থু কেন চাঁদ? পাটনাই পেঁয়াজের তুল্য নিরিমিষ পদার্থ কি জগতে আছে?

গৌর। না না—ওসব চাই না—তুমি আমার জন্য একটা সামিজ আর মেয়ের জন্য একটা ফেলানের ঘাঘরা আনবে।

নিতাই। দেখি যদি হিসেব ক'রে পয়সা বাঁচে।

গৌর। ও আমি শুনতেই চাই না। যা আনবার তা আনবে—তা ছাড়া ও চুনী আনা চাইই-চাই।

নিতাই। আচ্ছা দেখা যাবে। তুই দরজা দে—

গৌর। দেখা যাবে নয়—তা হলে কি বাবুর মোসাহেবী কর?

নিতাই। দরজা দে—দরজা দে—কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

গৌর। থাক্ না, আমি কি অন্যায় করছি?

নিতাই। ওরে বিদেশী—বিদেশী—ন্যায় অন্যায় বোঝে না—দেখলেই ভুষা ভাববে।

গৌর। তা ভাবুক—হরিবাবু তার স্ত্রীর জন্য পঞ্চাশ টাকা দে একটা পশমী বডি এনে দিয়েছে।

নিতাই। এনে দিয়েছে মাথা করেছে—কি করে এনেছে তা জানিস?

গৌর। আমার জানবার দায় পড়ে গেছে।

নিতাই। সে কি গৌর—গৌর হে—আমি যে তোমার নিতাইচাঁদ। মনমজান গৌরমণি! তুমি যে আমার সহধর্ম্মিণী—আমার উদ্ধার-কার্য্যে যে দু' একটা ঝড়তি পড়তি বাদ থাকবে, তার উদ্ধার যে তোমাকেই করতে হবে! তবে তোমার না জানলে চলবে কেন? কি করে এনেছে—একবার দেখবে? (হ্যাণ্ডনোট বাহির করিয়া)

গৌর। কি ও—

নিতাই। আরে দেখ না—পড়তে শুনতে জান—ড্যাবডেবে চোক দুটো আছে পড় না।

গৌর। ওমা তোমারই কাছে? হ্যাণ্ড-নোট?

নিতাই। শুধু কি আমার কাছে—মোট পঞ্চাশ টাকা মাইনে—আট টাকা ছেলের জন্যে আটটা পেট থেতে, তাতে কি আর স্ত্রীর বডিস চলে? দেনায় চুল বিক্রী! আমি যদি অসময়ে মরি, তাহলে তোমাকেই যে কামরাই হয়ে মামলা করে টাকা আদায় করতে হবে!

গৌর। তা যদি জান—তা'হলে পোড়া-কপালে মিনসে শুধু হাতে টাকা ধার দিলে কেন?

নিতাই। শুধু? দেখ না মাগী, তার পর হাউ চাউ করিস্। এক বছরে শুদের টাকা আদায় হয়ে যাবে।

গৌর। দেখো সাবধানে থেকো—যেন আসল না মারা যায়।

নিতাই। তোমাকে বলতে হবে না। আমাকে কি তুমি হরি বাবুর মতন হতে দেখতে চাও? সে পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণী, আর আমি পোনেরো টাকা মাইনের সরকার! দু পয়সা উপরি আছে বলে, মান সম্ভ্রম বজায় রেখে চলছি। নইলে দিন কাল যে রকম পড়েছে, তাতে চাকরীতে কি আর কারও পেট চলবে মনে করেছ? গৌরমণি এখন নাকে মুখে দুমুটো গুঁজে কোনও রকমে জীবন ধারণ কর। ওসব সামিজ কামিজের কথা ছেড়ে দরজা দাও, আমার বেলা হয়ে যাছে?

(সদারামের প্রবেশ)

সদা। ও বাবু! তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ, হুজুর যে তম্বী করচে।

নিতাই। এই যে—এই যে—আমি এক-বারে শ্রীদুর্গা বলে পা বাড়িয়েছি। দরজা দাও—দরজা দাও।

সদা। বাবু আপনকার সাথে কি একটা কইবে। তুমি শিগ্‌গির চল।

গৌর। তবে সুবিধেমত—যদি পার—না আনলেও দোষ নেই, আনলেও নিষেধ নেই। (দ্বার রুদ্ধকরন)

নিতাই। সে তোমাকে বলতে হবে কেন।

সদা। কি আনবে বাবু?

নিতাই। আরে রাম বল, কেন কও—ঝঞ্ঝাটের কথা কেন কও—মেয়েটার জন্য লবঞ্চুস আনতে হবে—এই তার ফরমাজ আর কি! নাও চল চল—বাবু কি বকছেন সদারাম?

সদা। আপনার যেতে বিলম্ব দেখে ব্যস্ত হচ্ছেন। বড় দিনে কাকে কি দিতে হবে তার ফর্দ্দ করবেন।

নিতাই। ফর্দ্দ ত পড়েই আছে, তার আবার করতে হবে কি? ড্যাপল সাহেব একশো লেবু—পাঁচটা বটের, ছুটো কাদাখোঁচা—বস! বাউ-এল সাহেবেরই একটু হাঙ্গাম, ছুটো পেরু—ছুশো বটের, আর আড়াইটা ভেড়া। তার টিফিন হবে। তা সব ঠিক করে দেবো—নাও চল চল—

(মুরলীর প্রবেশ)

মুরলী। মশায় কইবার পারেন—

নিতাই। না বাবা এখন পারেন না।—ক্রুস্‌মাসের বাজার করতে চলেছি। নে আয় সদা—

মুরলী। আরে বিটা কয় কি—একটা কথা কইবার অবসর নাই?—

নিতাই। না—না—বড়দিনের কথা কি মিনি পয়সায় হয়?

মুরলী। আরে ভাই—পৌষ মাসের দিন ত বৎসরের সকল দিন হইতে ছোট হইল—তবে বড়দিন হইল ক্যাম্বা? আমাগোর দেশের ছোট দিন কলকত্তায় আসিয়া লম্বা হইল নাকি?

নিতাই। হইল বই কি মশায়! একটা ধুঁটে দিন কৃশ্চানের পরব—তাতে হিঁদু, মুসলমান, জৈন, পারসী, কৃশ্চান ভারতে যেখানে যে জাত আছে সবাই প'ড়ে টান দিচ্ছে, কাজে না বড় হয়ে আর করে কি? টানের চোটে রবারের মতন চড়চড় করে বেড়ে গেছে।

মুরলী। বেশ ভাই বেশ—শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম—আর তোমার পুত্র কন্যার খাদ্যের জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিলাম।

নিতাই। বা! এ ত ভারী মজার লোক—মশায় কোথায় আপনার যাওয়া হবে?

সদা। সে আমি পুছ করছি—আপনি যান।

নিতাই। আচ্ছা ভাই! তুমি এর সঙ্গে দু'টো কথা কও ত—মশায় দয়া করে আমাকে যা দিলেন এই আমার যথেষ্ট—

সদা। বলি যাও না বাবু! (স্বগত) কেবল ফাঁক করতি চাও।

নিতাই। আরে যেতে ত লেগেইছিলে! আমি কি দাঁড়িয়ে আছি? মশায় ব্রাহ্মণ—

মুরলী। হঃ—

নিতাই। প্রণাম—প্রণাম—

মুরলী। হঃ! তোমার বধূ কি আন্‌বার আদেশ করছিল, আমি অন্তরালে দাঁড়াইয়া শুনলাম।

নিতাই। বটে—বটে!—সদা—সদা—ভাই! ঠাকুরকে ঘরে নিয়ে যাও—আমার ঘরে নিয়ে যাও—ঠাকুর অন্তরালে বধূ দেখেছেন। স্ত্রীকে বল—ঠাকুর—আমার ঠাকুর—

মুরলী। তোমাদের কথা শুনলাম—শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। তুমি ত স্বামী—আম্মার পয়সা দিয়া স্বামী কিনিয়া আন্‌বে কি?

নিতাই। হা হা (হাস্য) বগড় আছে—বাবাঠাকুর ওতে একটু মজা আছে—এসে বলবো।

মুরলী। বেশ—ফিরিয়া আইস—ওই অর্থ বুঝবার জইন্য আ মার কিছু কৌতূহল হইচে।

নিতাই। যে আজ্ঞে (প্রণাম) তাইত! কি সুপ্রভাত—কি সুপ্রভাত! আমার ত সত্য সত্যই বড়দিনরে!

(প্রস্থান)

সদা। এ ত দেখছি আমার দেশেরই লোক। আমি কিন্তু বাবুর কাছে থেকে কলকাত্তাই হইচি। ধরা দেওয়া হচ্ছে না বাবা।

মুরলী। ওহে বাবু! তুমি কইবারে পার, আনন্দ বারুয্যা থাকেন কনে?

সদা। আন্দো বারুজ্যে? তার বাড়ী কমনে?

মুরলী। পটলডাঙ্গায়—

সদা। পটলডাঙ্গায় ত দুশো আন্দো আছে—কোন্ গলি?

মুরলী। কোন্ গলি—অর্থটা কি? সরু কও, না প্রশস্ত কও?

সদা। গলির নাম কি?

মুরলী। হঃ—কও কি—এহানে কি গলির অন্নপ্রাশন, নামকরণ হয় নাকি?

সদা। হয় বই কি—

মুরলী। তবে ত সাবালক গলি, নাবালক গলি আছে!

সদা। আছে বইকি। ঠাকুর। গলির নাম না জানলে এখানে কেউ তোমাকে আনন্দ বারুয্যার কথা বলতি পারবে না।

(মুকুন্দের প্রবেশ)

মুরলী। ও মুকুন্দ্যা! আনন্দের সাক্ষাৎ যে ভার হইল!

মুকুন্দ। ভার হইবে না—মিলচে—চলি আইস—

মুরলী। হা গোবিন্দ মিলচে? চলেন—চলেন হা গোবিন্দ! এতক্ষণ পরে সদয় হইলে—

মুকুন্দ। একটু সভ্য হইয়া চলেন—ব্যস্ত হইবেন না—তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সভ্য—সাবধানে চলতে হইবে।

মুরলী। অগ্রে ত চলেন—পরে সাবধান হইমু।

সদা। আনন্দ বারুয্যা আপনগর কেডা হয়?

মুরলী। ওরে হালা বাঙ্গাল, তুমি কলকাত্তাই হইয়া আমাগোর সাথে চাতুরী করছ?

মুকুন্দ। আপনগর নিবাস?

সদা। আজ্ঞে পলাশপুর।

মুকুন্দ। পলাশপুর! ভীমডাঙ্গা পলাশপুর?

সদা। হঃ!

মুকুন্দ। পলাশপুরের কেডা—কার ছাওয়াল?

সদা। আজ্ঞে হারাধন পরামাণিক।

মুরলী। ও হালা! হালার বেটা হালা। তুই হরু নাপিতির বেটা। তুমি হালা আমার প্রজা—কলকাত্তাই হইয়া তুমি আমাগোর সাথে রহস্য করতিছ?

সদা (ভূমিষ্ঠ হইয়া) আজ্ঞে রাজা ক্ষমা করেন। না বুঝে কইছি—নাকে খৎ দিইচি—কর্ণ মর্দ্দন করছি—আপনগর গু খাইচি।

মুরলী। নে চল্—আনন্দ বারুয্যারে দেহাইবি চল্।

সদা। মুইয্যা ওনারে চিনি না দেবতা!

মুকুন্দ। আরে আমি সন্ধান করছি, আইসেন—বারুয্যা আইসেন।

উমেদারগণ ও স্ত্রীগণ।

পুরুষ। শুধু চাকরী চাকরী চাকরী—
স্ত্রী। বাবু ফ্যাটা বেঁধে নাটাই ঘুরে,
দেখেন কেবল ফুলঝুরী।
পুরুষ। করে পাঁচ পাঁচটা পাশ,
স্ত্রী। বাবু বিদ্যাতে হাঁস ফাঁস,
পুরুষ। (এখন) ডোর কোপিন আর বহির্বাস—
স্ত্রী। বল হরিবোল হরিবোল বল
পুরুষ। অনিত্য সংসার—
দারা পুত্র কর্ম্ম সূত্র হায়রে কেবা কার।
স্ত্রী। তবে পেটটা বাধায় গণ্ডগোল
(তাই) নিজে ফুঁকে বাজাই খোল
সকলে। একটু খানি অলি গলি ঘুরি,
বলি হরিবোল হরিবোল হরি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আনন্দের বৈঠকখানা।

(মাষ্টার, সঞ্জীব ও পাটলা।)

মাষ্টার। নাও, ভাল ক'রে মুখস্থ কর। দেখো আজ ভুললে আমি তোমাকে বড়ই বকবো। নাও পাটলা! তুমি কেবল লিখতে থাক।

সঞ্জীব। কেন মাষ্টার মশায়! আমার কি মুখস্থ হয়নি?

মাষ্টার। খুব হয়েছে—হয়নি কি বলছি? তবে আরও মুখস্থ কর। কেবল মুখস্থ কর। ভুগোলটা একেবারে ঠোঁটের ডগায় করে রেখে দাও। একজামিনের সময় পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করতে না করতে যেন ফড় ফড় করে বেরিয়ে যায়।

সঞ্জীব। ও বাবা! ভুগোলটা কি লজঞ্চুস যে ঠোঁটের ডগায় ক'রে বসে থাকবো?

মাষ্টার। না পার, গিলে ফেল—গিলে ফেল।

সঞ্জীব। কি আমি কি রাক্কস যে ভুগোল গিলে ফেলবো?

মাষ্টার। আরে বাবা আপাততঃ—আপাততঃ—তোমার বাপ যতক্ষণ বাড়ী—তার পর উগরে ফেলো—উগরে ফেলো।

সঞ্জীব। কি, ভুগোল কি সামান্য পদার্থ—তার ভেতরে কত দেশ, কত মহাদেশ—দেশের ভেতর কত জঙ্গল জঙ্গলে কত বাঘ ভাল্লুক—আমি ভুগোল গিলে ফেলবো?

মাষ্টার। আরে বাবা! ঘণ্টাখানেক পরে উগরে ফেলো!

সঞ্জীব। কি আমার তাতে গলা চিরে যাবে না?

মাষ্টার। কিছু হবে না বাবা! বুদ্ধিমান ছেলে তুমি—এর পর পাটের গাঁট খেয়ে হজম করবে—তোমার ও সাধা গলা—ওতে খগোল ভুগোল গণ্ডগোল—সব সড় সড় করে চলে যাবে—কিছু বাধবে না। নাও বাবা পড়—দশটী টাকা মাসে পাই, তাতে কষ্টে সৃষ্টে বাসা খরচটা চালাই—কেন তা'তে বাগড়া দাও?

সঞ্জীব। মাষ্টার মশাই—আমি বুদ্ধিমান হ'লে আপনাকে বিল সরকার করে দেব।

মাষ্টার। দেবে বইকি বাবা! বেঁচে থাক—দেবে বইকি। তবে এখন আমাকে বাঁচিয়ে রাখ। একটু পড় বাবা পড়—

আনন্দ। (নেপথ্যে) সদা!

মাষ্টার। সর্ব্বনাশ করলে—পড়, পড়—

আনন্দ। (নেপথ্যে) সদা!

ভৃত্য। (নেপথ্যে) হুজুর!

মাষ্টার। পড়—পড়—পড়—

সঞ্জীব। কোনখানটা পড়বো?

মাষ্টার। এই যে এইখানে পড়—বল ভলগা—ড্যানিয়ুব—

সঞ্জীব। ভলগা—ড্যানিয়ুব—ভলগা ড্যানিয়ুব—ভলগা ড্যানিয়ুব—ভলগা—ড্যানিয়ুব।—(মুখস্থ করণ)

পাটলা। আমি কি লিখবো—দেখিয়ে দাও না মাষ্টার মশায়—

মাষ্টার। আর লিখতে হবে না—তুমিও পড়—বল ন্যায্য, শয্যা—

পাটলা। ন্যায্য শয্যা—ন্যায্য শয্যা। (মুখস্থ করণ)

(কাছাখোলা অবস্থায় আনন্দের প্রবেশ ও পশ্চাতে হুঁকা হাতে উড়িয়া ভৃত্য)

আনন্দ। দে তামাক দে—সদা বেটা কোথা গেল?

ভৃত্য। মোর ত স্মরণ নই অছি মুনিম।

আনন্দ। স্মরণ নই অছি—কি চক্ষু বুজে আছি? তাকে যে নিতাই বাবুকে খবর দিতে বলেছিলুম?

ভৃত্য। সংবাদ দেইকুত যাউচি। যাউকিরি পথে রাত্রিবাস করিছন্তি।

আনন্দ। তোমার মাথা করিছন্তি। তামাক দিয়ে শিগ গির নিতাই বাবুকে ডেকে আন্। সদা বেটা আফিসে খানসামাগিরি করে, দুপয়সা পেয়ে তিলিয়েছে দেখছি। সকালেই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলুম, ব্যাটার বাঙ্গালের বার ফট্‌কা রোগ হয়েছে। গামছা নিয়ে আয়।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

(আনন্দের পাদচারণ)

মাষ্টার। পড়—পড়—

সঞ্জীব। ভলগা ড্যানিয়ুব।

মাষ্টার। আরে—ভল্‌গা—ভল্‌গা।

পাটলা। ভল্‌গা কি মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার। ভল্‌গা একটা নদী।

পাটলা। ভল্‌গা একটা নদী—ও বাবা! ভল্‌গা একটা নদী?

মাষ্টার। হাঁ—এই আমাদের গঙ্গা যেমন একটা নদী—

পাটলা। কোথায় মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার। দেখবে—দেখবে?

পাটলা। দেখাও না মাষ্টার মশায়।

মাষ্টার। এই দেখ—(য়্যাটলাস্ খুলিয়া) এই ভল্‌গা—এই ড্যানিয়ুব।

পাটলা। ও বাবা—এই ভল্‌গা—মাষ্টার মশায় আমি ভলগায় চান করবো।

মাষ্টার। ও বাবা! সর্দ্দি হবে—সর্দ্দি হবে—বড় ঠাণ্ডা জল—

সঞ্জীব। আমি সাঁতার কাটবো।

মাষ্টার। বাপ! বড় বড় কুমীর হাঁ করে আছে।

আনন্দ। কি মাষ্টার, কি করছো?

মাষ্টার। আজ্ঞে এই ভুগোল পড়াচ্ছি।

আনন্দ। ওরা কেমন পড়ছে?

মাষ্টার। আজ্ঞে পড়া কি—দুজনে পড়ে ভল্‌গায় ঝাঁপাই ঝুড়ছে।

আনন্দ। বেশ, দুটো একটা কোশ্চান কর দেখি।

মাষ্টার। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—বল ও বাবা সঞ্জীব—পৃথিবীর উত্তরে কি?

সঞ্জীব। উত্তরে উত্তর মহাসাগর।

মাষ্টার। বা! বা! বলে যাও—বলে যাও—

সঞ্জীব। দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর—পূর্ব্বে পূর্ব্ব মহাসাগর—পশ্চিমে পশ্চিম মহাসাগর।

মাষ্টার। দেখছেন কি—একেবারে Blochman (ব্লক্‌ম্যান)! আচ্ছা মধ্যে?

সঞ্জীব। ভূমধ্যসাগর।

মাষ্টার। শুনছেন হুজুর—শুনছেন?

আনন্দ। আচ্ছা—পৃথিবীর উপরে?

সঞ্জীব। পৃথিবীর উপরে? উপরে?

আনন্দ। হাঁ হাঁ—বল বল উপরে চেয়ো না—উপরে সব ফাঁক। নীচে চেয়ে বল।

সঞ্জীব। লোহিত সাগর।

মাষ্টার। শুনুন হুজুর—শুনুন।

আনন্দ। কি—উপরে লোহিত সাগর?

মাষ্টার। আজ্ঞে আপনি যে বেলায় ওঠেন, তাই জানতে পারেন না। একটু ভোর ভোর উঠে ওপরে চাবেন দেখি। দেখবেন সব লালে লাল।

আনন্দ। বেশ করে পড়াও।

মাষ্টার। বেশ করেইত পড়াচ্ছি হুজুর! ছেলে মেয়ে একেবারে মুগ্ধবোধ। তা হুজুর! গরীব আপনার আশ্রয় নিয়েছি—একটু খানি আফিসে যদি গোলামকে কাজ করে দেন।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুর! মেম সাহেব আপনক ডাকুছন্তি।

আনন্দ। বেশ, আজ হাতে লেখা একটা দরখাস্ত নিয়ে আফিসে যেয়ো।

(ভৃত্য ও আনন্দের প্রস্থান)

মাষ্টার। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—পড়—পড়—সঞ্জীব বাবু—মিশিবাবা পড়—English grammar is the art of speaking ইংরাজী ব্যাকরণ হয় একটা কথা কইবার কৌশল—ও ভাষা তোদেরও নয় মোদেরও নয় রে বাবা। চার আনা পয়সা খরচ ক'রে চাকরীর সুবিধের জন্ত শিখা।

সঞ্জীব। কথা কইবার কৌশল? তা মাষ্টার মশায় গ্রামার না কিনে একটা গ্রামোফোন কিনলেই ত চলে?

পাটলা। হাঁ মাষ্টার মশায়—গ্রামোফোনে কত কথা—কত গান।

মাষ্টার। তাই কিনেই পড়ো বাপধন—তোমাদের কি আর এ কটকটে কেতাব মুখস্থ করা সাজে? তা বাবা। একটু মনোযোগ দিয়ে পড়—আমি একবার বাসায় যাবো—হুজুর আজ কৃপা করবেন, শুনলে ত?

সঞ্জীব। যান মাষ্টার মশাই, অই যান। আপনার ভাল হ'লে আমরা সুখী হই।

পাটলা। হাঁ মাষ্টার মশাই—বাবার আফিসে আপনার চাকরী হ'লে আমরা বড় খুসী হব।

মাষ্টার। তা হবে বইকি বাবা! তোমরা বড় ঘরের সন্তান, তাতে আমার ছাত্র—মাষ্টার ম'শায়ের ভাল হ'লে তোমরা সুখী হবে না ত কে হবে বাবা? তা হ'লে বাবা আজ আসি—দেখো বাবা আমি চলে গেলে যেন উটে যেয়ো না—হুজুর দেখতে পেলে আমার চাকরীটুকু আর হবে না।

পাটলা। কি পড়বো মাষ্টার ম'শায়?

মাষ্টার। একটুখানি পড়লে—একটুখানি হুঁ-হুঁ করলে—কেউ না বুঝতে পারে, তোমরা পড়া ছেড়ে পালিয়েছ।

সঞ্জীব। যে আজ্ঞে মাষ্টার ম'শায়।

(মাষ্টারের প্রস্থান)

আর কি পাটলা! বামুন গেল ঘর তো নাঙ্গল তুলে ধর্। আয় আমার খরগোসের বাক্স খুলে দিইগে!—

(মুরলী ও মুকুন্দের প্রবেশ)

পাটলা। ও দাদা! দেখ কারা আসছে।

সঞ্জীব। পড়তে বস্—পড়তে বস্।

মুরলী। ও মুখুজ্যা! আনন্দ কি বাড়ীই করছে রে! আনন্দ ত আনন্দেই রইছে দেখছি—

মুকুন্দ। কেন হইবোন না—তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র—সে কি মুর্খ হইবার পারে?

মুরলী। বা—বা—এ যে বড়ই সুন্দর দেখছি।

(সদারামের প্রবেশ)

হঃ! তুই যে এহানে আইলি?

সদা। আজ্ঞা কর্ত্তা! এ যে আমার মনিবের ঘর!

মুকুন্দ। আরে বেয়াকুব তবে আমাগো মিথ্যা কথা কইলি ক্যান?

সদা। কই মিথ্যা কইলাম?

মুরলী। তোরে আনন্দ বারুয্যার ঘর কোয়ানে শুধাইলাম না?

সদা। হঃ! কইলেন ত!

মুকুন্দ। তবে হালা মিথ্যা কইলি না?

সদা। আপনি ত আনন্দ বারুয্যা কইলন। হুজুর ত আনন্দ ন'ন!

মুরলী। আনন্দ ন'ন! তবে কি?

সদা। আজ্ঞা হুজুরের নাম য়্যান্‌-ড়ি বানরজ্জী!

মুরলী। হাঃ, হাঃ—ও মুখুজ্যা—এ হইল কি! আমগোর আনন্দ কলকাত্তায় আইসা য়্যাণ্ডা হইল!

মুকুন্দ। শুধু কি য়্যাণ্ডা হইল—কুকরার য়্যাণ্ডা হইল! য়্যাণ্ডাও হইল—বানরও হইল—শুনচো না বানরজ্জী!

পটলা। ও দাদা—এদিকেই আসছে যে!

সঞ্জীব। আরে আসুক না, কি ক'রে দেখা যাক্ না! তেমন তেমন দেখলে ছুট লাগাবো।

পাটলা। ওরা কি বলছে দাদা?

মুরলী। হঃ স্থাহ—স্থাহ মুখুজ্যা স্থাহ—দুইটা কমল পুষ্প একটা কাণ্ঠাধারে প্রস্ফুটিত হইছে। মরি মরি। সদারাম! ও দুটী আনন্দর কে হয় রে?

সদা। আজ্ঞা কর্ত্তা—বেটা-বেটী।

মুরলী। ও মুকুজ্যা স্থাহ—নাতী নাতনী স্থাহ—

সঞ্জীব। ওরে—বাঙ্গাল রে!

মুকুন্দ। আরে তুমি স্থাহ—এমন বিদ্যাধরী নাতিন মিলছে—তবে আর কাশীবাসী হইবান ক্যান্।

সদা। হাঁ কর্ত্তা—হুজুর আপনগর কে হ'ন?

মুরলী। ভাই-বিটা হয় রে বিটা।

সদা। হঃ! হুজুর আমগোর দাদের মানুষ! কইলেন কি? অ স্বরূপ! কোয়ানে ছিলি—একটা মজার কথা শুনলি না?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। শুনবি কাঁই—হুজুর তুপর গোসা করিছন্তি। ইয়ে সদারাম! হুজুর নিয়া হউছন্তি। তুপর নিতাই বাবু ডাকি আনিবার কইমু, তু কোঁয়াড় কইমু! তু কাঁইকে এত্তা বেলাক আইলু—

সদা। মাথা করছন্তি!—হুজুরের সাথে আমাগোর কি সম্বন্ধ হালা উড়িয়ার পোলা তা জানিস?

ভৃত্য। মু খারাপ করিছু কাঁই?

সদা। আসন আন—ঠাকুরকে বসা—আমি হুজুররি সংবাদ দিবার লগে চললাম।—ঠাকুর—হুজুরের খুরা—পূজ্য জন—

ভৃত্য। বাবু ত দাদ হইছন্তি। বাপর ভাইকত মোর দেশপর দাদা কইছু—

সদা। কইছু ত—কইছু—দে ঠাকুরদের বসবার আসন দে—

ভৃত্য। দাদা ব্রাদার হউছি, বাবু মানব মাথা বিগড়ি যাউছি। আস বাবু—আস।—মু ধাঁইকিড়ি আসন আনি দেউছি।

[প্রস্থান।

মুরলী। আর এহানে বসব ক্যান? গৃহ মধ্যি চল—

সদা। আসেন—আসেন।—

মুকুন্দ। কিরে হালী—আমাগোর বিয়া কর্‌বি?—

মুরলী। এত ছন্দরী হইছিস হালী—আমার ঘরের ধন—বক্ষের ধন—এত ছন্দর হইছিস—মধুর হইছিস—আর আমি বিরহ জালায় জর জর হইয়া দেশত্যাগ করছি? কিহে লাতী—হা করিয়া স্থাখছ কি?

মুকুন্দ। বাঙ্গাল দেখিয়া ডর পাইছ?

সঞ্জীব। তোমরা কে?

সদা। মাইন্স্ করেন—প্রণাম করেন—আপনগর আজা হইছেন।

সঞ্জীব। আজা হইছেন কি?

মুকুন্দ। বুঝাইয়া বল।

মুরলী। আমাগোর দেশের ভাষা—ভাইটা কখন ত শুনে নাই—বুঝবে ক্যাম্বা—

সদা। তোমার ঠাকুরদাদা খোকণ বাবু! বাবু তোমার বাবার খুরা—

পাটলা। ও দাদা! বাবা আমাদের বাঙ্গাল!

মুরলী। ঠিক ধরছ্যা—ও মুখুজ্যা—হালী আমার কি বুদ্ধিমতী হে?

মুকুন্দ। হঃ—তোর বাপ যদি বাঙ্গাল হইল—তুই কি হইলি!

সঞ্জীব। আমারও বাঙ্গাল।

মুরলী। ঠিক কয়েছিস ভাই—ঠিক কয়েছিস। বক্ষে আয়। বক্ষে আয়।

মুকুন্দ। আনন্দরে দেখবার চলেন।

মুরলী। কি পাঠ করছিলি ভাই!

সঞ্জীব। ভূগোল পড়ছিলুম।

মুরলী। একবার কি পাঠ করছিলি বল্ না শুনি। একবার বংশধরের বাক্য শুনিয়া শ্রবণ জুরাই।

সঞ্জীব। পৃথিবীর আকার গোল।

মুরলী। হঃ! কি কইলি? পৃথিবীর আকার গোল?

পাটলা। কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে।

মুকুন্দ। আবার তাতে থাপচিকাটা আছে?

সঞ্জীব। উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা।

মুরলী। হঃ—আবার চাপা হইল—এ দুর্দ্দশা হইল ক্যান?

মুকুন্দ। ঘোর কলি—তাই ধরিত্রীর এই দুর্দ্দশা হইছে।

পাটলা। ঠিক কমলা লেবুর ন্যায়।

মুরলী। ও মুখুজ্যা! আক্ষেপ করিও না—রস আছে—রস আছে।

মুকুন্দ। তাইত এই রসময় লাতী হইছে ও রসময়ী লাতিন হইছে—

মুরলী। তোদের নাম কি?

সঞ্জীব। আমার নাম সঞ্জীব—এর নাম পাটলা।

মুরলী। হঃ! পাটলা?

মুকুন্দ। পাটলা ত গাভীর নাম।

সঞ্জীব। পটলডাঙ্গায় জন্ম বলে নাম পাটলা।

মুরলী। ও মুখুজ্যা—শুদ্ধ রস নয়—পিত্ত-নিবারক রস।

মুকুন্দ। হঃ—তাইত দেখছি!

মুরলী। যেমন জল হইতে জালা—পটল হইতে পাটলা! চল—সদারাম চল—আনন্দরে জন্যি প্রাণ অধৈর্য্য হইছে—

সদা। চলেন—চলেন।

মুরলী। এই লও দাদা—এই লও দিদি—কিছু মিষ্টান্ন খাইবার লেগে—গ্রহণ কর।

মুকুন্দ। সর্ব্বস্বই তোমাগো—স্থাখছ কি,

তোমাগোর দাদা—তোমাগোর দেহে মুগ্ধ হইচে।—চল—চল বারুয্যা।

(সঞ্জীব ও পাটলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

পাটলা। তাইত দাদা। এত ভারী মজা হ'ল!

সঞ্জীব। মজা হইল বইল আইল—আমরা বাঙ্গাল হইলাম—

পাটলা। ও কি রকম কথা কচ্ছ দাদা?

সঞ্জীব। চুপ দাও—আমি বাঙ্গাল হইছি, বাঙ্গালী স্ত্রী ছিলাম, বাঙ্গাল পুরুষ অইছি।

পাটলা। ও দাদা—অমন ক'রে ব'ল না—

সঞ্জীব। বুঝতে পারলিনি—জাতিবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ ঈ হয়, যথা—নদ নদী, ঘট ঘটী, কাঙ্গাল কাঙ্গালী, বাঙ্গাল বাঙ্গালী।

পাটলা। একটা করে মোহর—চল দাদা—হাতীর দাঁতের খেলনা কিনে আনি।

সঞ্জীব। তুই কিনগে যা—আমি এখনি ফুটবল কিনে আনতে চললুম।

সঞ্জীব ও পাটলা।

ত্রিবেণী বাস্তাকু কোকম্বর শশা।
পমকিন্ লাউ কুমড়ো প্লাউম্যান চাষা॥
এমনি একটা মজার চিজ, আহা এ দিনে হলেন উদ্ভ
উগারেতে মগায় হলো মিষ্টি হলো খাষা॥
ল্যাজে দিলে আইল্যাণ্ড একেবারে লণ্ড ভণ্ড—
শাঁসটুকু সব বেরিয়ে গেল রইল পড়ে খোসা॥
এমন্ দিলে নূতন রস, একেবারে ইসথমস্—
বিস্তু বুদ্ধি তাতেই বস হায়রে মজার ভাষা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আনন্দের অন্দরমহল।

শারদা ও আনন্দ।

আনন্দ। বা-বা! কি সুন্দরই সেজেছো শারো! একবার অধীনের সম্মুখে আয়না ধর। কমনীয় কান্তিটে একবার নিরীক্ষণ কর।

শারদা। গেরস্তর সংসারের কাজ কর্ম্ম করতে হবে—একি আমাদের পোষায়?

আনন্দ। আবার তুমি সংসারের কাজ করবে কি? এ বৎসর পাটের মরসুম তবু পাইনি—শেষ শেষ সময়টা—তাইতেই পাঁচ হাজার উপরি মেরে দিইছি। মরসুমে কি আর রাখবো—বাজার একধার থেকে কাটতে সুরু করবো। তোমাকে একেবারে সংসারে ওপর সংসার—তারও ওপর একেবারে তিন সংসারের মাথার ওপর রেখে দেবো। তুমি তেতালায় চেয়ার ঠেসে, টেবিল ঘেঁসে বসে, ক্ষিধের চোটে যেমন কিড়িং ক'রে বেলটিতে ঘা মারবে—অমনি গোঁফহীন দাড়ীসমন্বিত তারকেশ্বরের মানসিক করা বাবাঠাকুর ডিসে করে একেবারে তোমার সুমুখে প্রাণীবৃত্তান্তের পাতা খুলে ফেলবে।

শারদা। ওমা! সে আবার কি?

আনন্দ। যখন সুমুখে পড়ে তারা স্থির নয়নে তোমার শ্রীঅধর পানে চাইবে, তখনই বুঝবে। এখন তা আর বলছি না।

শারদা। দেখো যেন অখাদ্য ঘরের ভেতর ঢুকিয়ো না।

আনন্দ। আচ্ছা—আচ্ছা—খাদ্য কি অখাদ্য তখন তুমিই বিচার করবে।

শারদা। তা যাহোক, এখন কালীঘাটে পূজো দেবার কি ব্যবস্থা করলে?

আনন্দ। তাই করবো বলেই ত নিতাইকে ডাকতে পাঠিয়েছি।

শারদা আমি ত একটা টাকা মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রেখেছি।

আনন্দ। বটে! মনেই ছিল না—টাকাটা দাও তো কতকগুলো ম্যাণ্ডা আনিয়ে সিন্নি দিতে হবে।

শারদা। ওকি পাগলের মতন বলছ?

আনন্দ। দাও না—শারো—আমার বচন ধর—এখন কালীর কাল গেছে। কালী ছেড়ে গৌর ভজ।

শারদা। ছি! ওসব কথা কয়ো না।

আনন্দ। বেশ, এখন কইব না।—তাই ত, নিতেটা করলে কি? সাহেবদের যে বড়-দিনের সওগাদ পাঠাবো—তা কি কি সওগাদ করতে হবে—নিতেটা করলে কি?

(নিতাইয়ের প্রবেশ।)

নিতাই। আজ্ঞে হুজুর। নিতাই কি বসে আছে? সকাল থেকে সারাটা সহর চরকি ঘুরছি। পেরু মটনের জন্য গেলুম হগ সাহেবের বাজারে, চিংড়ির কাঁকড়ার জন্য গেলুম নতুনবাজার—কমলার জন্য গেলুম বেলেঘাটায়। আবার পথে আসতে আসতে রসগোল্লার কথা মনে পড়ে গেল! আবার ছুটে বাগবাজার যেতে হ'ল। সেখান থেকে এই আসছি।

আনন্দ। সব ঠিক?

নিতাই। আজ্ঞে সব ঠিক—বাড়ী থেকে নতুন ট্রে ক'রে সরপোষে মুড়ে একেবারে হুজুরের কাছে সাজিয়ে আনছি। হুজুর একবার চক্ষে দেখে আমার জীবন সার্থক করবেন আসুন।

শারদা। পাড়াগাঁ হ'লে আর এত শিগগির জোট হ'ত না।

নিতাই। কেও মা? কি সুন্দর সেজেছ মা! (প্রণাম) এইবারে ঠিক হয়েছে—হুজুরের বাড়ীর বড়দিন মানিয়েছে। পাড়াগাঁর কথা বলছ—আরে ছি—সেখানে হ'লে—এত ঘোরাঘুরিতে বাঘেই খেয়ে ফেলতো—রাত চারটের সময় থেকে ঘুরছি—ঘরগুলো বাঘ কি ভালুকের মুখে পড়লে তখনি তারা আমার মাথার ক্ষীর ফলার করে ফেলতো—

আনন্দ। পাড়াগাঁ এমন?

নিতাই। কইবেন না হুজুর! কইবেন না—ও পাপ নাম মুখে আনবেন না—ও নামের ভেতরেই শিয়ালের দল হুক্কা হুয়া করছে।

আনন্দ। তুমি ও সব জানলে কি করে?

নিতাই। হুজুর! এ অভাগ্যের যে পাড়াগেঁয়ে জন্ম!

আনন্দ। বটে! পাড়াগাঁয়ে যাদের জন্ম তাদের আমি অসভ্য মনে করি।

নিতাই। করবেনই ত। পাড়াগাঁয়ের দোষে কথা কি বলব? সকালে খাঁটী পাঁচ সের দুধ খেয়ে একটা মাঠ পার হ'তে না হ'তেই—পেটের নাড়ী আবার যে চোঁ—সেই চোঁ—সারাদিন খেয়ে সেখানে নাড়ীর চোঁ মারতে পারলুম না। এখানে টাকায় চার সের দুধ—তাও জলে জলে ঘোরা—তার এক চুমুক খেয়ে—স্বর্ণপর্পটী দিয়ে তবে পেটের বাই মারতে হয়। না খেয়ে যে দেশে মানুষে বাঁচে—এমন সহর—এখানে পাড়াগাঁয়ের নাম করতে আছে? আমাদের গ্রামের মিত্তিররে কলকেতায় এসে চাকরী করে কি ফুর্ত্তি করছে দেখছেন না। তাগাদাদারেরা সকাল থেকে সন্ধে পর্য্যন্ত বাড়ীর দরজা ঠেঙাচ্ছে—আর তার গ্রামের লোক তার প্রকাণ্ড বাগানের সমস্ত ফল পাকড় লুটেপুটে খাচ্ছে। এই আমার কি দেখেছেন না? আমি কুল্লে তিনটে পেটের জন্য মজা ক'রে বগল বাজিয়ে বাজিয়ে হুজুরের কাছে মোসাহেবী করছি। আর আমার জ্ঞাতিরা আমার ভদ্রাসনে কষ্ট ক'রে—হাল চষে সম্বৎসরের খোরাক তুলে নিচ্ছে।

শারদা। আমার পাড়াগাঁ দেখতে বড় সাধ হয়—

আনন্দ। ছি, ওকথা মুখে এনোনা—পাড়াগাঁয়ে কি মানুষে বাস করে?

নিতাই। ছি ছি! বলবেন না মা, বলবেন না। সেখানে কলের জল নেই, ট্রাম নেই, গ্যাস ইলেক্‌ট্রিক লাইট নেই,—পথ হাঁটতে জুতো চলবে না,—চাকরী মিলবে না—কেবল চাষ কর, আর খাও। যত ভূতে বাস করে। ছি ছি! পয়সা থাকতে পাড়াগাঁ! যখন অন্ন মিলবে না, ছোট আদালতের তাড়ায় কেবল হরিণবাড়ী আর ঘর—তখন মা লক্ষ্মী আঁচলে মুড়ী বেঁধে, মরায়ে ধান পুরে, পুকুরে মাছ ভরে, এই সব আমাদের মতন হতভাগাদের আদর করে ডাক দেবেন—

(মুরলী, মুকুন্দ ও সদারামের প্রবেশ)

শারদা। না একবার পাড়াগাঁটা দেখতে হচ্ছে।

সদা। দেখতে ইচ্ছে হতেছে—তাহলে দেখবেন—আইসেন, আইসেন—

শারদা। ওমা এ কে গো? বাড়ীর ভেতর আসে কে গো?

(প্রস্থান)

আনন্দ। তাইত সদা! এ বাড়ীর মধ্যে কারে আনছিস্?

সদা। চিনছেন না—চিনছেন না—আপনার খুরা!

আনন্দ। কে আমার খুড়ো? বাইরে যাও—

নিতাই। বাইরে যাও—বাইরে যাও—কে হুজুরের খুড়ো বাইরে যাও—বাইরে যাও—তাইত! সেই ঠাকুর না? ঠাকুর বাবুর খুড়ো? ও কর্ত্তা তুমি অজ পাড়াগাঁ—তুমি আমাদের কাছে সহরেগিরি ফলাও। একটু রগড় করতে হচ্ছে—হুজুর সহরের মাথা—সব চোকা চোকা কথা—কে খুড়ো, বাইরে যাও—

মুরলী। কি আনন্দ—চিনছিস্ না—তোর খুরী যে তোকে বক্ষে কইরে মানুষ করেছেরে!

আনন্দ। আরে ম'ল! একি বিপদ?—এযে সব সম্ভ্রম যায় দেখছি?—এই অসভ্য আমার খুড়ো জানলে—আর কি আমার সম্ভ্রম থাকবে?—কে তোমাকে এখানে আসতে বললে?

মুরলী। মায়ার টানে আসচিরে—মায়ার টানে আসচি।

আনন্দ। যাও যাও—

নিতাই। যান—যা'ন—বড়দিনের ছুটীতে বাবু পাঁচজন সভ্য বন্ধু নিয়ে আমোদ করবেন—তা না করে সকাল বেলা—কি বীভৎস দৃশ্য—কপালে ফোঁটা—মাথায় বৃন্দাবনী পাকড়ি—তাথেকে টিকি ঝুলছে—শুধু পা, হাতে ভীমের গদা—সর্ব্বনাশ করলে—সব আমোদ মাটী করলে—

আনন্দ। হাঁ হাঁ—বাল্যকালে একজন পূর্ব্ব বঙ্গের স্ত্রীলোক আমাকে মানুষ করেছিল বটে—কিন্তু তাতে কি—আমার খুড়ো ক্বুড়ো কেউ নেই—

নিতাই। আয়া—আয়া—আয়ার মতন মানুষ করেছিল—কেউ নেই—হাউসওলা সাহেব বাবুর আবার টিকিওলা খুড়ো কি?

মুরলী। ও মুকুন্দা—এ বানরটা কয় কি?

মুকুন্দ। 'ঈস্বর—আবার কইবে কি? বানর ত পাথুরে খুদেই লিখছে—চলি আইস—আইস—মর্য্যাদা যাইবে। রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তান—তুই পাত ইংরাজী পরিয়া বানর হইছে—চলি আইস—চলি আইস—

মুরলী। ও আনন্দ কইলি কিরে—সত্যই ত তুই ম্যাও হইলি!

আনন্দ। দেখ মুখ খারাপ ক'র না।—যাও, দাও ত নিতাই—দু'জনকে গোটা দুই টাকা দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও ত!

নিতাই। হুজুর হাতে ভীমের গদা—বিশেষতঃ আপনার আমার স্বামী—আপনি দিন।

আনন্দ। এই নাও—দু'টো টাকা নিয়ে চলে যাও—এখানে থাকবার ঠাঁই হবে না—

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুর! সাহেব ভাষাখণ্ড দেউ-ছন্তি—খানসামা দেউড়ীপর খাড়া রইছন্তি।

আনন্দ। দে সদা, বামুন দু'জনকে বিদেয় করে দরজা দে। জ্যালা আপদ কোথা থেকে জুটলো দেখ। (প্রস্থান)

নিতাই। এ কোথায় এসেছেন প্রভু? আপনি নিষ্ঠাবান হিন্দু—এখানে কেন এসেছেন—

মুরলী। বেরই ভ্রম করছি—আনন্দ এমন বুত জানলে কি আসতাম ?

নিতাই। বাবুর মাথা পাঁচ শালা পড়ে খারাপ করেছে—বাবু—বাবু! ফিরে এসে গুরুজনের মর্যাদা রাখুন—বাবু—বাবু!—

(প্রস্থান)

মুকুন্দ। আস বারুষ্যা—আস—

মুরলী। অসভ্য—মূর্খ—পয়সা দিয়া আমাগোর তাড়াইচ—তোর বাড়ী প্যাচ্ছাপ করি না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(শারদা ও ঝী)

ঝী। দেখছ কি? ফিরিয়ে আন—গুরুজন, তাতে ব্রহ্মকোপ—সব যাবে—ও দুদিনের তুম তাড়াকি কিছু থাকবে না।

শারদা। তাই ত ঝী—এ পরিচ্ছদে কেমন ক'রে যাই ?

ঝী। এখন ত যাও—আগে ব্রাহ্মণের রাগ থামাও, তার পর যা হয় হবে—

আনন্দ। ও শারো আমায় ধরো। বাউয়েল ফেল, সব গেল আমায় জেলে যেতে হলো—

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

ঝী ও চাকর।

স্ত্রী। সহরকে সেলাম ঠুকে যাই চলে কাশী।

পুরুষ। মু বিবি তু সাথের সাথ নিয়াড়ে গল দিব ফাঁসী

স্ত্রী। মা ছিল কাঠ কুড়ানি (আমি) হতে এলুম রাণী,

পোড়া বরাত ফিরলো নাকো যে দাসী সে দাসী ;

আমি এমন রূপসী,

জোর বরাতে জুটলো উড়ে ছি ছি পায় হাসি

পুরুষ। মু তুক যে ভালবাসি।

স্ত্রী। আমি সেই পোঁটা চুন্নি চাল খাড়্নি,

পুরুষ। মু পাশে বসে খাদ কসি।

স্ত্রী। চল দেশে চলে যাই,

পুরুষ। ধাঁই কিড়ি ধাঁই কিড়ি ধাঁই,

উভয়ে। লাঙ্গল ফাল পাড়ি মাঠ যাকু হাল চসি।

চতুর্থ দৃশ্য।

আনন্দের বাটী।

মুরলী ও মুকুন্দ।

মুকুন্দ। চলে চল—

(শারদা মুরলীর সম্মুখে যাইয়া প্রণাম)

মুকুন্দ। আরে ম্যাম ছুঁইছে—জাতি গেল—জাতি গেল—

শারদা। ঠাকুর! ক্রোধ করবেন না—আমি আপনার অভাগিনী কন্যা।

মুরলী। কে মা তুই ? আনন্দের বধূ—একি বেশ করছিস মা ?

শারদা। ঠাকুর এখনি ত্যাগ করছি—

মুরলী। রামেশ্বর ঠাকুরের বংশের কুলবধূ—মা লক্ষ্মীর মতন রূপ—একি বিজাতীয় সাজ সেজেছিস মা ?

শারদা। বাবা! এখনি আপনার সম্মুখে পুড়িয়ে ফেলছি। আজ স্বামীর আদেশে এ বেশ প্রথম পরেছি—ভগবানরূপে আপনি আমাকে রক্ষা করতে এসেছেন—আমাদের

বংশমর্য্যাদা রক্ষা করতে এসেছেন। আপনি যে প্রায়শ্চিত্তের আদেশ করবেন, তাই করছি। তবু মশ্‌ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ত্যাগ করতে পারিবেন না।

(ঝীর প্রবেশ)

ঝী। এস বাবা—এসো—তাই সাপ চৌড়া হ'লে যে যুগ উলটে যাবে। দয়া কর বাবা—দয়া কর—

মুরলী। ও মুকুজ্যা—মায়ের মধুর বচন শুনিয়া আবার যে হৃদয় দ্রব হইয়া গেল।

ঝী। মা বড় ভাল—মা বড় ভাল—যেয়ো নি বাবা—অকল্যেণ কর'নি বাবা—অকল্যেণ ক'র নি—

মুকুন্দ। জেননীর অপরাধ কি? আহের শালার স্বামীগুলাইত—মাগীগুলারে খারাপ করছে।

(পটলা ও সঞ্জীবের প্রবেশ)

উভয়ে। সে কি দাদাজী! কোথায় যাবে? যেখানে যাবে আমরা তোমার সঙ্গে যাব—

মুরলী। ও মুখুজ্যা আবার মায়ায় জড়াইলাম।

মুকুন্দ। আমারও ত তাই হইল—মূর্খ পুত্র—তানার উপর ক্রোধ কইরা কি হইবে—জননী! তোমার স্বামী বৃত্ত অইলে কি হয়, তুমি সদ্‌বংশের কন্যা—

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। মা! তোমার পুণ্যে—তোমার স্বামী আজ সর্ব্বনাশ থেকে রক্ষা পেলে—আমি পথে যা শুনে এসেছি—ভয়ানক কথা—বলতে সাহস করছিনি—

শারদা। কি বল—গুরু ত্যাগ করতে চলেছেন, তার চেয়ে কি আর সর্ব্বনাশ হবে?

নিতাই। বাউয়েল কোম্পানী শুনছি ফেল হয়েছে—এই বড়দিনের বন্ধেই—একেবারে আফিস বন্ধ।

শারদা। তা হ'লে ত আমরা পথের ভিখারী হয়েছি—

নিতাই। ঐ ক'বৎসর ধরে লোকসান দিচ্ছিল—কিন্তু চুপি চুপি ঠাট বজায় রেখেছিল—আমার বাবুকে কতকটা ঠকিয়ে লাভ দেখিয়ে তাঁকে দিয়েই কারবার চালিয়েছিল। এবার পাটের বাজার একদম নেমে গেছে। মগরা হাটে সাত গুদম চাল পুরে ছিল, সব পচে ভ্যাটভেটে হয়ে গেছে।

মুরলী। বেশ হয়েছে—আনন্দ এতকাল চাকরী করে কি করল?

শারদা। কিছু না পিতা—যা উপার্জ্জন করেন, তা কেবল খাওয়া আর বাবুয়ানাতেই ফুরিয়ে যায়—

মুকুন্দ। তবে ত ভূতের ব্যাগার খাটছে—

নিতাই। সবাই তাই করছে দেবতা—সবাই ভূতের ব্যাগার খাটছে—আনছে, নিচ্ছে, খাচ্ছে—আর যেই চোক বুজছে অমনি সব ফাঁক। স্ত্রী অমনি ডিস্‌ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ ফণ্ডে দুটো পাঁচটা ছেলে মেয়ের হাত ধরে দরখাস্ত পেশ করছে। ও হাজার টাকা থেকে আরম্ভ ক'রে দশ টাকার কেরাণী পর্য্যন্ত সবার আজ কাল ভূতের ব্যাগার।

মুরলী। বেশ হইছে—আবার বাছাধনরা দেশে ফিরে—চাষে আইস।

শারদা। আমার ত সব গেল নিতাই!

মুরলী। তোমার কি যাইবে জননী? তোমার পুত্র কন্যার লগে আমি মাসিক আড়াই হাজার টাকা আয় রাখছি—হালা হালিরা তার কত খাইবা?

শারদা। দয়াময় নারায়ণ! কোথা থেকে কন্যাকে রক্ষা করতে এলে? আমার যে মাথা

গুলিয়ে যাচ্ছে—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মুকুন্দ। মূর্খ আমাগোর ভিখারী জ্ঞান কইরা দুইটা টাকা ছুইরা দিল।

সঞ্জীব। অপরাধ হয়েছে দাদা! অপরাধ হয়েছে—আমি বাবার হইয়া নাক মর্দ্দন করছি—

মুকুন্দ। দূর হালা—বাঙ্গাল দেহ্যা, আমাগোর তামাসা করচো?

সঞ্জীব। দাদা—দাদা আমিও তোমাদের সাথে বাঙ্গাল হইছি।

মুরলী। তবে চল হালা কলকাত্তা ছাইরা আমাগোর হ্যাহে চল।

সঞ্জীব। চল দাদা—আমাদের দেশে যাই।

নিতাই। বল্‌তুম ত মা। তোমার পুণ্যে তোমার স্বামী রক্ষা পেয়ে গেলেন।

মুরলী। তোমারই পুণ্যটা কম কি, তুমিও দাওয়ান হইলা—

সদা। আর আমার ক্ষুর চাঁচা বরাত—আমি খানসামাই রইলাম!

মুকুন্দ। তা করবি ক্যান—হ্যাহে যাইয়া ক্ষুর লইয়া তোর মনিবের মত বাবুবগুলার মাথা ক্ষাউরী করবা—হ্যাহে অনেক বুত হইচে। তোর অনেক টাকা উপার্জ্জন হইবা।

পঞ্চম দৃশ্য।

ধর্ম্মতলার মোড়।

বিলাসিনীগণ।

সহর ছেড়ে কেমন করে যাব পাড়াগাঁ।
ঘুরছে মাথা টলছে পা চরণ চলে না ॥
সরছে নাকো মন
প্রাণে বাধছে নাকো সুর
সেথা নাহিক যে ইডন্ কর্ণওয়ালিস, বাগান আলিপুর ॥
বুট দিয়ে পায় চলানো কোথায় এক হাঁটু কাদা ॥
গ্যাসের আলো নাইক পার্ক
দিবানিশি কেবল ডার্ক
থেতে হবে ধানে জাতে হজম হ'বে না।
পানা পুকুর বুক গুর গুর কে নাবে বাবা ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আফিসের সম্মুখস্থ বাগান।

(জনতা)

১ম নাগরিক। ও কেউ টের পেলে না গা! —ভেতর ভেতর জাল গুটুচ্ছে কেউ ধরতে পারলে না।

২য় না। অনেক লোককে ফাঁসিয়ে গেছে।

(নিতাই ও আনন্দের প্রবেশ)

আনন্দ। ও বাবা কি হ'ল—ও সাহেব কি করলে?

১না। এইযে এন, ডি, ব্যানার্জ্জী আসছে।

আনন্দ। ও সাহেব—ও বাউয়েল সাহেব—

১ম না। আর সাহেব—সাহেব—একেবারে কলম্বো!

আনন্দ। তাই ত কি সর্ব্বনাশ হ'ল? আমার ঘাড়ে দেনা চাপাবে ব'লে—আমাকে সেদিন চালাকি করে পাঁচ হাজার লাভ দিয়ে দিলে। ও বাবা বাড়ী ঘর সব বাঁধা দিয়ে, স্ত্রীর যাকিছু ছিল, তাই নিয়ে যে মুচ্ছুদ্দিগিরি নিয়েছি গো!

নিতাই। ও সাহেব! তোমার ভেট্‌কি মাছ পচছে যে হে—তোমার পেক্ নে চিলি দেশে উড়ে গেল—ও সাহেব কি করলে? বাবু যে সকাল বেলায় ছুটো বামুনকে দু'টো টাকা ঠক ক'রে বকসিস দিয়ে পুণ্যি করে এলো গো! তার ফল এই হ'ল?

আনন্দ। ও নিতাই কি হবে?

নিতাই। হরিণবাড়ী হবে, আর কি হবে—মেয়ে ছেলে গুলো পথে ভিক্ষে মেগে খাবে—

আনন্দ। হাঁ—এই আমার চাকরীর পরিণাম?

নিতাই। চাকরীর চিরকালই এই পরিণাম—বড় জোর ভুপুরুষ—বা'বু! তোমার হবু বেই ডিপুটীর পোর বাড়ী দেনায় বিক্রী হয়ে গেছে।

আনন্দ। আমারও যে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয় নিতাই।

নিতাই। বাঁচা যা'ক—

আনন্দ। কি বললি নিষ্ঠুর?

নিতাই। ও নিষ্ঠুরেরও যা বলবে, ঠাকুরেও তাই বলবে।

(মহাজনের প্রবেশ)

১ম মহা। মুচ্ছুদ্দি কোয়ানে গেল?—

২য় মহা। মুচ্ছুদ্দি শালা কাঁহা গিয়া? এই যো—

১ম মহা। হালার পুৎ হ্যাওা হইচে—

নিতাই। দেখ্ শালারা বাবুকে গাল দিসনি।

১ম মহা। গালি দিমু না?

২য় মহা। গারি কাহে নেই দেগা?

১ম মহা। আমাগোর মরে মজাইচে—গালি দিমু না?

নিতাই। শালারা পয়সা পাবি, পয়সা নিবি—বাবুকে গাল দিবি কেন—ফের যদি গাল দিবি, তাহ'লে এক চড়ে তোদের গদিয়ানির অবসান করে দেবো।

১ম মহা। টাকা দিবেন—হাঁ বাবু? টাকা দিবেন?

নিতাই। টাকা দেবেন না ত কি—তেলি শুঁড়ির পয়সা বাবু ঘরে রাখবেন? গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে তবে টাকা ঘরে তুলতে হয়। নইলে কার সাধ্যি বাবা, তোমাদের টাকা হজম করে?

(মুরলী ও মুকুন্দের প্রবেশ)

মুরলী। কি হইছে?

নিতাই। এই বাবুর কাছে টাকার তন্বী ক'রে এই শকুনি বেটারা গাল পাড়ছে।

মুরলী। কত টাকা?

১ম। আইজ্ঞা—সর্ব্বশুদ্ধ কিছু কম লক্ষ হইবে।

মুরলী। সবে মাত্র লক্ষ—আর নয়?

মুকুন্দ। তার লগে আনন্দিরে গাল পারতেছে কোন হালা রে?

নিতাই। সব শালাই করছে।

মুকুন্দ। বারুয়া—বাহির কর।

(মুরলী উষ্ণীশ হইতে নোট বাহির করণ)

সকলে। তাই ত একি রে—খুগড়ির ভেতর থাসা চাল!

মুরলী। এই লও মুগুজ্যা লক্ষ।

মুকুন্দ। এই লও—সই কইরা মুদ্রা লও।

২য় ম। হামারা দশ হাজার হায়—

নিতাই। নে শালা—বক্তি শালারা, শকুনি শালারা নে। তোদের যেন জন্ম জন্ম নিতেই হয়—কাউকে দিতে না হয়।

মুরলী। ওঠ আনন্দ—ওঠ—বেলা হইছে—মুখ শুষ্ক হইছে—মা রোদন করচেন গৃহে চল।

আনন্দ। খুড়ো ম'শায়—পিসে ম'শায়! অন্ধের চক্ষে আপনাদের যে চিনতে পারিনি—বড়ই অপমান করেছি।

মুরলী। কি করছো?

মুকুন্দ। পুত্র তুমি—উঠ।

আনন্দ। তাই ত কি করেছি!

মুরলী। কিছু কর নাই—উঠ।

নিতাই। এখনও চিনতে পারনি বাবু! এখানে থাকলে পারবে না। সেই কর্দ্দমাক্ত কোমল মৃত্তিকার স্পর্শ না পেলে এ কুহকময়

সহরে জ্ঞান ফিরিবে না—সেই কেদারবাহিনী নদীর স্নিগ্ধ জল চোখে না দিলে দৃষ্টি ফির্‌বে না

মুরলী। (১ম মহাজনের প্রতি) তুই কেডারে? তোরে যেন চিনি চিনি করছি—তুই কেডা?

১ম। আমি বুঙ্কিহরণ।

মুরলী। চিত্তহরণের ছাওয়াল বুঙ্কিহরণ?

১ম মহা। আইজ্ঞা হ। তিনি হন কে?

মুকুন্দ। কোতলপুরের বাঙ্গুয্যা—

১ম মহা। হঃ! আমাগোর ঠাকুর! তিনি হন কে?

মুরলী। আমার পাতুষ্পুত্র! বিটা!

১ম মহা। হঃ! করলাম কি? মুয়ে আগুন জালাম? বাবু আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র? আমি জানিতাম বাবু কলকাত্তাই।

মুকুন্দ। তোরাও ত কলকাত্তাই হইছিস্ —তুচ্ছ অর্থ লোভে ব্রাহ্মণের গালি পা'র্‌ছিস্।

১ম মহা। কি করলাম—? মুয়ে আগুন জালাম। আমি অর্থ লইমু না।

মুরলী। অর্থ লইবা না ক্যান—ধর্ম্মতঃ অর্থ প্রাপ্য—লইবা না ক্যান? আমারে ঋণী করবা?

মুকুন্দ। তবে নাকে খৎ দাও—ব্রাহ্মণেরে আর কটু কথা কইবা না।

নিতাই। আর তুমিও বাবু নাকে খৎ দাও —এমন দেবতা খুল্লতাতের চরণ ধর, আর ছেড়ো না। আর সকলকে বলি, ভাই সব—যাদের দেশ আছে—যাদের চাকরী থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য—তারা দেশে যাও। মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে ভগ্নদেহে নগ্নপদে মা বসুমতীর সেবা কর—মা ভারে ভারে ধন ধান্যের ডালা নিয়ে তোমাদের তৃপ্তি সাধন করবেন।

উজ্জ্বল দৃশ্য।

শিরে লয়ে ডালা এস কমলা—
আশীষ ঢালিয়ে দাও মা!
অনাহারে সারা শিশু দিশেহারা
করুণা নয়নে চাও মা!
কমল কর না বুলায়ে দাও
সব দুখ জ্বালা ভুলে মা নাও
সুখ শান্তি ছাড়া সুধু ছুটী খাওয়া—
যেতে দাও যেতে দাও মা!
ভুগাও বিনাশ শত অপরাধ—
ভুলে যাও ভুলে যাও মা।

যবনিকা।

নারায়ণী।

উপন্যাস।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

প্রিয় সোদরোপম সুহৃৎ

বঙ্গ-সাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে

"নারায়ণী"

উপহার প্রদত্ত হইল।

নারায়ণী।

অনন্তরণিদর।

গোবিন্দপুরের ভিতরে জনার জঙ্গল প্রসিদ্ধ। কলিকাতা হইতে পুরুলিয়ার পথ দিয়া রাঁচি যাইতে হইলে, এই জনার জঙ্গলের পার্শ্ব ভেদ করিয়া যাইতে হয়। আগে পথে বড়ই বাঘের উপদ্রব ছিল, এখন এক রকম নাই বলিলেই হয়,—মাঝে মাঝে দুই একটা উপদ্রবের কথা শুনা যায় এইমাত্র। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটা উপদ্রব ঘটিয়াছিল। একটা নরখাদক ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যে দিন কয়েক পথিকের এই পথে চলা ফেরা ভার হইয়াছিল।

রাঁচির একজন হাকিম সাহেব, সেই বাঘ শীকারে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি কতকগুলি কোল অনুচর, ও গোটাকয়েক কুকুর লইয়া জনার জঙ্গলে প্রবেশ করেন।

জঙ্গলের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বুবর্ণরেখার তীরস্থ একটা স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা সাহেবের কুকুরগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল। ব্যাঘ্রের সন্নিধান অনুমান করিয়া সাহেব ভৃত্যগুলাকে কারণ-নির্দ্ধারণে আদেশ করিলেন। অনুসন্ধান করিতে যাইয়া সোমরা কোল বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, লছুয়া বিকৃত মস্তিষ্কের ভাব দেখাইল, আর কুরুয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য বোবা হইয়া গেল। সাহেব হস্তীপৃষ্ঠে ছিলেন,—হস্তীও সহসা গমনে বিরত হইল। মাহুতের প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া শুণ্ড তুলিয়া প্রহারজনিত কাতরতা দেখাইতে লাগিল।

হইল কি? বাঘই যদি বাহির হইয়া থাকে, ত সে বাঘ কোথায়? সম্মুখে স্বর্ণরেখার জল তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে—বাঘ কই? পার্শ্বে যতদূর দেখা যায়, দেখা গেল কেবল বিরল-সন্নিবিষ্ট স্বর্ণরেখা-তীরশোভী শালতরু। অদূরে বাঘের অস্তিত্ব বুঝা গেল না।

সাহেব শুধু বিস্মিত হইলেন না, কিছু বিপন্নও হইলেন। কুকুরগুলা সমভাবে চীৎকার করিতেছিল। মাতঙ্গেরও শুণ্ডচালনের বিরাম ছিল না। সোমরা তখনও উঠে নাই, সেই ভাবেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। কুরুয়ার তখনও পর্য্যন্ত বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই, লছুয়ারও প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। কারণনির্দ্ধারণের জন্য সাহেব বন্দুকের আওয়াজ করিলেন। বন্দুকের শব্দে সোমরার সংজ্ঞা ফিরিল।

সাহেব সোমরাকে মূর্চ্ছিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর না করিয়া সে কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সাহেবকে একটা প্রকাণ্ড শালগাছ দেখাইল। সাহেব দেখিলেন, বৃক্ষ-চূড়ে পরস্পরাবলম্বী শাখার বেষ্টনে ঘন পত্রা-বরণে কতকগুলি নরকঙ্কাল অবস্থিত রহিয়াছে।

সাহেব কারণ নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়া তদ্দণ্ডেই প্রফুল্লতার কিঞ্চিৎ ভাব দেখাইলেন,—অর্থাৎ এক বিকট হাস্যে এবং সেই হাস্যরবের বিকটতর প্রতিধ্বনিতে সহসা সেই বনভূম বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। কুকুরগুলা মুহূর্ত্তমধ্যে নীরব, নাতঙ্গ-শুণ্ড ভূমিসংলগ্ন।

হতভাগ্য কোলগুলার পৃষ্ঠদেশ প্রভুর এ অত্যুৎকট আনন্দের অংশভোগে বিরত হইল না। সাহেব হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিলেন। প্রহার-মদিরামত্ত হইয়া সকলে বৃক্ষারোহণ করিল।

কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহারা কঙ্কাল কয়টী স্থানচ্যুত করিতে পারিল না!

অগত্যা সাহেব নিজে বৃক্ষারোহণ করিলেন। কঙ্কালগুলিকে বৃক্ষচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা নিষ্ফল হইল! সাহেবের বোধ হইল, তস্করকর্ত্তৃক অপহৃত হইবার ভয়ে বৃক্ষ যেন হৃদয়ের মণিগুলিকে বাহুবল্লী দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

শাখাচ্ছেদনোপযোগী অস্ত্র তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা কতকগুলি শাখা ছিন্ন করিলেন এবং কঙ্কালগুলিকে বৃক্ষ হইতে পৃথক্ করিয়া ভূমিতে আনিলেন।

তিনটী নরকঙ্কালের মধ্যে দুইটী পরস্পরকে এমনি ভাবে বেষ্টিত করিয়াছিল যে, সাহেব শত চেষ্টায়ও সে দু'টীকে পৃথক্ করিতে পারিলেন না। যে কঙ্কালটী পৃথক্, তাহার কটিতটে এ গাছি সূক্ষ্ম সুবর্ণশৃঙ্খলসম্বদ্ধ একটী রূপার ডি ছিল। সাহেব দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলে ডিপাটী খুলিলেন। তাহার ভিতর হই অহিফেনের গন্ধ অনুভূত হইল।

সাহেবের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠি তিনি অপর কঙ্কালগুলিতেও কিছু-না-কি মিলে কি না দেখিবার জন্য সন্ধান আ করিলেন। সন্ধানের ফলে তিনি একটী ক লের গলদেশে বহুমূল্য মণিময় হার দেখি পাইলেন। সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠভূষণের মধ্যম তখনও পর্য্যন্ত সমুজ্জল ছিল। অপরটীর ত কিছু ছিল না। তবে তাহার এক হ অঙ্গুলিতে একটী সুবর্ণ অঙ্গুরীয় এবং অ হস্তের অঙ্গুলিদ্বয়ে সংলগ্ন এক টুকরা হ কাগজ তখনও পর্য্যন্ত ধারণের দৃঢ়তার পরি দিতেছিল।

সাহেব ভাবিলেন, একি অদ্ভুত আবিষ্কা তাহার বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের সমক্ষে আর উপন্যাসের সমস্ত ছবিগুলা যেন যুগপৎ জাগি উঠিল। যেখানের যে জিনিসটি, তদবস্থ রাখিয়া, সাহেব কঙ্কালগুলিকে গৃহে আনিলেন

এই কঙ্কাল তিনটী রাঁচি নগরীকে এক কোলাহলময়ী করিয়া তুলিল! কমিস সাহেবের হাতী ইহাদের মধ্যে একটা কঙ্কালে আঘ্রাণ লইবামাত্র বিকট চীৎকার করিতে করি প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। সকলে শুনিল। না জনে নানা কথা কহিতে লাগিল। কমিসন সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া একটা ক্ষুদ্র কো রমণী পর্য্যন্ত কঙ্কাল সম্বন্ধে কিছু না কিছু ক করিয়াছিল। কেহ হাসিয়াছিল, কেহ অশ্র অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল, কেহ বা কঙ্কালের উদ্দে প্রণাম করিয়াছিল, কাহারাও বা আপনাআপনি

ভিতরে দু দশটা ভূতের গল্প তুলিয়া মনের আবেগ মিটাইয়াছিল।

রাঁচি এমন হইল কেন? কঙ্কাল তিনটীর কি এমন বৈদ্যুতিক শক্তি ছিল? এ কঙ্কাল কাহাদের?

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কতকগুলি পণ্ডিত সেই সময়ে কোলজাতির আদি পুরুষ নির্দ্ধারণের জন্য ছোট নাগপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহারা রামগড়ের পাহাড় হইতে একখানা প্রকাণ্ড পাথর কুড়াইয়া সেই খানাই কোলজাতির আদি পুরুষের ভগ্নাবশেষ স্থির করিয়া তাহার উপর চকমকি ঠুকিতে ছিলেন। দেখিতে ছিলেন, তাহার ভিতরে জীবন-বহ্নির একটী মাত্রও স্ফুলিঙ্গ আছে কি না। সকলে হতাশ হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সেই কঙ্কাল কয়টীর গন্ধ তাঁহাদের নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। আনন্দোৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা রাঁচি আগমন করিলেন।

প্রবলবেগে পরীক্ষা চলিল। কেহ কঙ্কাল হৃদয়াভ্যন্তরে গোলকের গান শুনিতে পাইলেন। কেহ বা সূক্ষ্মদর্শনে দেখিলেন, অস্থির ভিতরের আণবিক কম্পন লম্বভাবে না হইয়া আড়ে হইতেছে। সুতরাং উহা গান নয়, আদি কোলের প্রতিভার আলোক। কোন মহাত্মা দুগ্ধ-সন্নিভ অস্থি-অঙ্গে মসীবর্ণের ছায়া দেখিতে পাইলেন।

তখন স্থির হইল, স্বতন্ত্রাবস্থিত কঙ্কালটীই কোলজাতির আদি পুরুষ, নইলে সোণার শিকলে বাঁধা রূপার ডিবা হইতে অহিফেনের গন্ধ বাহির হইবে কেন? কঙ্কাল গাছে উঠিল কেমন করিয়া? অমন হয়। নহিলে প্রত্নতত্ত্ব চলিবে কেন? ছোটনাগপুরের সোণার খনি কঙ্কালের গায়ে লাগিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ার শিকল হইয়া দৈবযোগে শালবীজে জড়াইয়াছিল। শেষে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গাছের সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়াছে। সকলে সব দেখিল, কিন্তু মূর্খ যদি কেহ সেখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, হাড়ে দূর্ব্বা গজাইয়াছে।

কিছু দিন পরে কলিকাতার এক বিশিষ্ট ইংরাজী সংবাদপত্রে একটী বিস্ময়কর সংবাদ প্রকাশিত হয়। আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দিলাম।

"এতদিন পরে অনন্তপুরের বিদ্রোহী রাজা বীরচন্দ্র সাহীদেবের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইল। জনার ভীষণ জঙ্গলে একটী প্রকাণ্ড শালবৃক্ষশাখায় এই কঙ্কালটী বিলম্বিত ছিল। রাঁচির জ—সাহেব শীকার করিতে যাইয়া কঙ্কালটাকে দেখিতে পান। হতভাগ্যের মুখে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। পাপিষ্ঠের করাঙ্গুলিকঙ্কালের শোণিতচিহ্ন এখনও সম্যক্ বিলুপ্ত হয় নাই। ত্রিশ বৎসরের ধারাবর্ষণেও সে কলঙ্ক প্রক্ষালিত করিতে পারে নাই। বিকৃত বদনের বিকট দন্তবিকাশ অবলোকন করিয়া সাহসী বীরপুরুষ হইলেও আবিষ্কারককে ভয় পাইতে হইয়াছিল। হতভাগ্য দিনকয়েক বড়ই উপদ্রব করিয়াছিল। দিনকয়েক ছোটনাগপুরস্থ ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাগণের প্রাণে উদ্বেগ তুলিয়া স্বহস্ত-প্রজ্বলিত অনলে আপনাকে আহুতি দিয়াছিল।

"এই সঙ্গে আরও দুইটী কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। বড়ই বিস্ময়ের কথা, কঙ্কালদ্বয় পরস্পর বিজড়িত ছিল। একটী স্ত্রিলোকের বলিয়াই অনুমিত হয়। অপরটী পুরুষের। কিন্তু 'নেটিভের' নয়। তাহার অঙ্গুলি-কঙ্কালে যে অঙ্গুরীয় ছিল, তাহাতে ইংরাজী অক্ষর খোদিত হইয়াছে। একটী অক্ষর 'সি', বোধ হয় চার্লসের আদ্যক্ষর। অপরটী এরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা হইতে কোনও কিছু রহস্য উদ্ঘাটিত হইল না। কেহ

কেহ অনুমান করেন, ইহা সেই নিরুদ্দিষ্ট চার্ল্‌স ব্রাউন। ব্রাউন বিলাতের প্রসিদ্ধ লর্ড—এর ভাগিনেয়। সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস লিখিতে তথ্যাস গ্রহের জন্য তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার খুড়া অমুক ব্রাউন তখন ছোটনাগপুরের কমিসনর। ব্রাউন খুড়ার গৃহেই অতিথি ছিলেন। সহসা একদিন তিনি নিরুদ্দিষ্ট হন। আর তাঁহার সন্ধান মিলে নাই। বুঝি এতদিন পরে মিলিল। কিন্তু ব্রাউন রমণী-কর্তৃক বিজড়িত হইয়া কেমন করিয়া গাছে উঠিল? বড়ই বিস্ময়ের কথা।"

আর একখানি সংবাদ-পত্রে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"ধন্য প্রেম! ধন্য তোমার মহিমা! তুমি মানুষকে কতই না উচ্চ করিতে পার! তোমার কৃপায় মহাত্মা ব্রাউনের দেহ মাটী ছাড়িয়া ত্রিশ হাত উপরে উঠিয়াছিল। গাছের ডালে বাধা না পাইলে এতদিন ব্রাউন কত উপরে উঠিতেন তাহা কে বলিতে পারে?" ইত্যাদি

তৃতীয় আর একখানি পত্রিকায় এইরূপ লিখিত ছিল :—

"রমণী! তোমার প্রেমের কি এতই আকর্ষণ যে, ইহার জন্য একজন বীরপুরুষ কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াও ত্রিশ বৎসর ধরিয়া একটা গাছের ডালে ঝুলিতেছিল? কিন্তু এ মহিলা কে? অবশ্য তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। কেন না তাঁহার কণ্ঠে মণিময় হার ছিল। রমণীর প্রেমের কি এতই উত্তাপ! এই অজ্ঞাতনাম্নী প্রেমময়ীর কঙ্কালাবশিষ্ট হৃদয়ের উত্তাপে সেই অপূর্ব্ব হার এবং তৎসংলগ্ন মহামূল্য মণি অঙ্গারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মিথ্যাবাদী হতভাগা কৃষ্ণাঙ্গগুলা বোধ হয় এ তত্ত্বে বিশ্বাস করিবে না। তাহারা হয়ত বলিবে, আবিষ্কারক হারগাছটী আত্মসাৎ করিয়াছেন। ঈশ্বর এই মিথ্যাবাদীগুলাকে রক্ষা করুন।"

আমরা এই ঘটনাটী সম্বন্ধে যে একটা গল্প শুনিয়াছি, তাহাই আজ পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

নারায়ণী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত অনন্তপুর একটী পার্ব্বত্য গ্রাম। এই গ্রামে বীরচন্দ্র সাহীদেব নামে একজন বড় জমীদার ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তির তিন লক্ষ টাকা আয় ছিল। বীরচন্দ্র সাহী পূর্ব্বে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা ভোঁসলার একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নাগপুরাধিপতির জন্য সৈন্য সরবরাহ করিতে হইত। নিজের জমীদারীর মধ্যে তাঁহার প্রজাশাসনেরও অধিকার ছিল। সুতরাং জমীদার হইলেও বাঙ্গালার জমীদারদিগের ন্যায় তিনি সম্পূর্ণ শক্তিশূন্য ছিলেন না।

অপুত্রক বলিয়া যে সময় নাগপুরাধিপতির রাজ্য ইংরাজ রাজ স্বাধিকারভুক্ত করেন, সেই সময় বীরচন্দ্রকেও ইংরাজের অধীনে আসিতে হয়। ইংরাজের অধীনে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব্বীকৃত হয়। ইংরাজ তাঁহার হস্ত হইতে প্রজাশাসন ক্ষমতাটী কাড়িয়া লয়েন, তবে কতকগুলি সিপাই রাখিবার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

বীরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নাম রামচন্দ্র। অধিকারচ্যুত হইবার পর তিনি জমীদারী পর্য্যবেক্ষণের ভার পুত্রের হস্তে দিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন।

আনন্দদেব নামে এক আত্মীয়পুত্রকে তিনি রামচন্দ্রের সহায়তায় নিয়োগ করেন। আনন্দদেবের চেষ্টায় রামচন্দ্রের অনেক ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় এবং এই ঘনিষ্ঠতার ফলে অসভ্য রামচন্দ্র শীঘ্রই সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হন।

অল্পদিনের মধ্যেই আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগটা কিছু বেশী হইতে লাগিল। ক্রমে মাত্রা চড়িল। নৃত্য-ভোজ-মৃগয়াদি বিবিধ ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যেই বীরচন্দ্রের বাল্যাবধি সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি পুত্র রামচন্দ্র নিঃশেষিত করিলেন। বীরচন্দ্র বিষয় সম্বন্ধে কিছু দেখিতেন না।

বলিয়া পূর্ব্বে বিশেষ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কেবল পুত্রের ম্লেচ্ছসাহচর্য্য দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেন এবং তাহাকে ক্রমে ক্রমে অধিকতর ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইতে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে ডাকিয়া তিরস্কারও করিতেন। কিন্তু তাঁহার ধনরাশি যে নিঃশেষিত হইতেছে, এটা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। যখন বুঝিলেন, তখন তাঁহার জমীদারী ঋণজালে আবদ্ধ, পুত্র সান্নিপাতিক পীড়াক্রান্ত। অতিরিক্ত মদ্যাদি সেবনে রামচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে শোকার্ত্ত করিয়া, একটী মাত্র বালিকা কন্যা রাখিয়া রামচন্দ্র দেহত্যাগ করিলেন। স্বামীর চরিত্রদোষে মর্ম্মাহত হইয়া ভগ্নহৃদয়া পত্নী ইতঃপূর্ব্বেই পরলোকগতা হইয়াছিলেন।

অগত্যা বৃদ্ধ বীরচন্দ্রকে জমীদারীর কার্য্যভার পুনঃগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইল। আনন্দদেবই এই সর্ব্বনাশের মূল বুঝিয়া তিনি প্রথমেই তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। আনন্দদেবের পুত্র মুকুন্দদেবের সঙ্গে পৌত্রী নারায়ণীর বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সংক্ষুব্ধ বীরচন্দ্র সে সঙ্কল্পও ত্যাগ করিলেন। পিতা, পুত্র উভয়েই অনন্তপুর হইতে তাড়িত হইল। বীরচন্দ্র পৌত্রীর জন্য অন্য পাত্রের সন্ধানে রহিলেন। কেননা পুত্রের অভাব পূরণ করিতে পুত্রস্থানীয় একটী যুবকের বড়ই প্রয়োজন। তিনি বৃদ্ধ, পুত্রশোকে পীড়িত, আর কয়দিন বাঁচিবেন? তখন কে নারায়ণীর অভিভাবক হইয়া, তাঁহার অগাধ সম্পত্তি রক্ষা করিবে? জীবিত থাকিতে থাকিতে তাহাকে বিষয়কার্য্য বুঝাইয়া দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তাহা হইলে আবার স্বচ্ছন্দ মনে তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে মনোযোগ দিতে পারেন। সৎপাত্রের সন্ধানে তিনি বিশ্বস্ত সহচর রতনকে নিযুক্ত করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া রতন অনন্তপুর পরিত্যাগ করিলেন।

বীরচন্দ্র অতি সাবধানে জমীদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জমীদারী ঋণে আবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং ঋণমুক্তির জন্য তাঁহাকে নানাদিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইল। সামান্য দুই দশজন সিপাহী রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায়কে তিনি অবসর প্রদান করিলেন, এবং শ্বেতাঙ্গোৎসব ব্যাপারটা একেবারেই উঠাইয়া দিলেন।

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজার ঋণ পরিশোধের আর বিলম্ব নাই। রতনও সুপাত্রের সন্ধান করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। ঋণ-ভীত রাজা শুধু ঋণমুক্তির শুভদিনের অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা হইলেই মহাসমারোহে পৌত্রী নারায়ণীকে পাত্রস্থা করেন। এমন সময়ে সহসা একদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি শুনিলেন যে, তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক, সুতরাং জমীদারী পরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। রাঁচি হইতে কতকগুলি শান্তিরক্ষক সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কমিসনর অনন্তপুরে আগমন করিলেন। বীরচন্দ্রের হস্ত হইতে কার্য্যভার অপসৃত হইল, এবং আনন্দদেবের হস্তে জমীদারীর পরিচালনভার প্রদত্ত হইল। বীরচন্দ্র এই আকস্মিক বিপৎপাতে স্তম্ভিত হইলেন। যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিলেন। কোনও কুচক্রী মিথ্যাপবাদে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেছে বুঝাইলেন। প্রতিবাদ নিষ্ফল হইল। রাঁচির কলেক্টর গ্রিড্‌ সাহেব নিজে গোপনে আসিয়া রাজার এ উন্মত্ততা দেখিয়া গিয়াছেন। বীরচন্দ্র একদিন সুবর্ণরেখার তীরে বসিয়া সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকালেপন করিয়া উন্মাদের ন্যায়

অঙ্গ-ভঙ্গী ও অর্থহীন শব্দোচ্চারণ ও গালবাদ্য করিতেছিলেন, ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সুতরাং প্রতিবাদে ফল হইল না। আনন্দদেবের হস্তে জমীদারীর ভার সমর্পিত হইল। সপুত্র আনন্দদেব আবার অনন্তপুরে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অনন্তপুরে আর কেহ রহিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ বীরচন্দ্রের সহচরগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন রতন। রতন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, উপাধি রায়। নৈহাটীর সন্নিহিত কোন একটী গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান। ছোটনাগপুরই রতন রায়ের কর্ম্মভূমি বলিয়া সে গ্রামের বিশেষ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না।

অদৃষ্টসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া বীরচন্দ্রের সহিত তিনি সৌহার্দ্দবন্ধনে আবদ্ধ হন। শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করিতে যাইয়া রাজার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ—সেই প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের সখ্য। ইহার পর রতন আর দেশে ফিরিলেন না। রাজার অনুরোধে অনন্তপুরই তাঁহার ভাবী বাসস্থান নির্ণীত হইল। রতনের সংসারে কেহ ছিল না।

রতন যখন প্রথমে অনন্তপুরে আসেন, তখন তিনি নবজাতশ্মশ্রু যুবা। এখন তাঁহার ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রম। এই সময়ের মধ্যে তিনি রামচন্দ্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। নিজে মনোমত কন্যার সন্ধান করিয়া তাহার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন মাতৃপিতৃহীনা নারায়ণীর ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কেমন করিয়া দরিদ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ একজন কোটীপতির সখ্য লাভ করিল, এ রহস্য বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। এ রহস্য চিরকালই রহস্য থাকিবে। জগতে এরূপ উদাহরণ দুর্লভ নয়।

বীরচন্দ্রের অন্তঃপুরেও রতনের প্রবেশাধিকার ছিল। রাণী মধুমতী রতনকে পিতৃজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। ধর্ম্মকার্য্যে পরামর্শ-প্রয়োজনে রাজার ন্যায় তিনিও ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ করিতেন। আসল কথা, সোদরোপম বীরচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া রতন অনন্তপুরে এক অভিনব সংসার পাতিয়াছিলেন।

মাতৃবিয়োগের পর হইতে নারায়ণী অধিকাংশ সময় রতনের কাছেই থাকিত। বিশেষতঃ এই এক বৎসর পুত্রশোকাতুরা রাণী মধুমতী নারায়ণীকে বড় একটা কাছে রাখিতেন না। রাখিতে সাহসও করিতেন না। পরের ধন করিয়া রাখিলে নারায়ণী বাঁচিয়া থাকিবে, এই আশায় রাণী তাঁহাকে ব্রাহ্মণের হাতে একরূপ সমর্পণই করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণেরও আপনার বলিবার কেহ ছিল না। সুতরাং ঈর্ষাপরতন্ত্র বিধাতা নিশ্চিন্ত ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধ বয়সে একটী 'আপনার ধন' দিয়া তাঁহার জীবনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রতনের তপ, জপ, হোম, যাগ এখন এই কুসুমকিঞ্জল্কসমা বালিকা।

যে সময় পুলিশ সাহেব অনন্তপুরে আসিয়া রাজাকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিতেছিলেন, তখন রতন নারায়ণীকে সঙ্গে লইয়া বীরচন্দ্রের অট্টালিকাসংলগ্ন উদ্যানে এক মুকুলিত সহকারতলে দাঁড়াইয়া একটী মৃগশিশুর সহিত খেলা করিতেছিলেন।

তৎপূর্ব্বে নারায়ণী পিতামহীর উপর অভিমান করিয়াছিল। শৈশবে পিতামহীর উপর নারায়ণীর অভিমান অধিকাংশ সময়ে রতনে

সংরক্ষিত হইত। দুই চারিগাছি পক্ককেশও সেই অভিমানের ফলে স্থানচ্যুত হইত। পিতৃ-বিয়োগের পর হইতেই বালিকার অভিমানের সেই কার্য্যকরী শক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নারায়ণীর অভিমানচিহ্ন এখন কেবল মাত্র লোচনজলে পর্য্যবসিত। অভিমান হইলে বালিকা শুধু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত—কথা কহিত না।

সেটা রতনের বড় অসহ্য হইত। তাই আজ বৃদ্ধ নারায়ণীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজের ব্যায়ামকৌশল দেখাইতে উদ্যানে আসিয়াছেন।

কিছু পূর্ব্বে তিনি নারায়ণীর সম্মুখে বড় বড় পাথর লোফালুফি করিয়াছেন, বড় বড় বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছেন, কৃষ্ণসারের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছেন। তথাপি বালিকার অভিমান দূর হয় নাই।

অবশেষে মৃগশিশুটী আসিয়া ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

এক হস্তে ঘট অন্য হস্তে আম্রমুকুল ধরিয়া নারায়ণী দূর হইতে হরিণশাবকের খেলা দেখিতেছিল। সে নারায়ণীকে কিছু অতিরিক্ত আদর দেখাইত। তাহাকে দেখিলেই দূর হইতে ছুটিয়া আসিত। অজাতশৃঙ্গমস্তকে তাহার গণ্ড-পৃষ্ঠ-বক্ষ কণ্ডুয়ন করিত, কর্ণ-মুখ-নাসিকা লেহন করিত। এই সকল কারণে মৃগশিশুর সঙ্গটা তাহার বড় ভাল লাগিত না। তাই নারায়ণী দূরে দাঁড়াইয়া তাহার খেলা দেখিতেছিল। বালিকার অভিমানভারাবনত বদনকমলে অর্দ্ধবিশুষ্ক-লোচনজল, অরুণ কিরণস্পর্শী প্রভাতবাতাভিহত শিশিরবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

বৃদ্ধ কিন্তু বালিকাকে ভুলাইতে যাইয়া নিজেই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। হরিণের যোগ দিতে গিয়া করিতে করিতে তিনি আপনার পক্ককেশ ও তদ্বৎ শুভ্র আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু—বার্দ্ধক্যের যে সকল দেহোপকরণ—সব ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক একবার আম্রশাখা আকৃষ্ট করিয়া মৃগশিশুর মুখের কাছে ধরিতে-ছিলেন। বাগ্রতাসহকারে সে যেমন মুকুল-গুচ্ছকে রসনাপাশে জড়াইবার উপক্রম করিতে-ছিল, অমনি শাখা পরিত্যাগ করিতেছিলেন। মুকুলগুচ্ছও সেই সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিধারে কণা বর্ষণ করিতেছিল। এইরূপে রতন এক মনে বালোচিত ক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন। নারায়ণী যে নিকটে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

হরিণশিশু দেখিতে দেখিতে নারায়ণী একবার এদিক ওদিক মুখ ফিরাইতেছিল। তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য অনেক সামগ্রীই সেই উদ্যানের ভিতরে সংরক্ষিত ছিল।

এদিক ওদিক সেদিক মুখ ফিরাইতে, তরু-লতা পুষ্পবন নিরীক্ষণ করিতে করিতে বালিকা দেখিল, দূরে কুঞ্জদ্বাররক্ষী কামিনীতরুতোরণ তলে দাঁড়াইয়া একটী বালক তাহাদের খেলা দেখিতেছে। বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে নারায়ণী তাহার পানে চাহিল। বালকও অমনি তরু-অন্তরালে লুকাইল। তখন চাহিয়া চাহিয়া বালিকা একপদ একপদ করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।

বালক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। অগ্রসর হইয়া নারায়ণীর কাছে আসিবে কি পিছাইয়া পলাইয়া যাইবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। কর্ত্তব্য স্থির করিতে না করিতে নারায়ণী সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নারায়ণী বলিল "মুকু"—

বালক আনন্দদেবের পুত্র মুকুন্দ। পিতার সহিত সে আজ অনন্তপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে

কিরূপ অবস্থায় ফিরিয়াছে তাহা সে অনেকটা বুঝিতেও পারিয়াছে। তাহার বয়স এখন সপ্তদশ বৎসর। সুতরাং পিতার সহিত রাজার বর্ত্তমান সম্বন্ধ বুঝিবার কতকটা শক্তিও তাহার জন্মিয়াছে। তাই নারায়ণীর কথায় কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া মুকুন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নারায়ণীর সহিত মুকুন্দ অতি শৈশবে ক্রীড়া করিত। তার পর যখন সে শুনিল, নারায়ণীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, তখন সে লজ্জায় নারায়ণীর কাছে বড় একটা আসিতে চাহিত না। কেননা পুরস্ত্রীগণ প্রায়ই বালকবালিকাকে বিবাহ কথা লইয়া রহস্য করিত। নারায়ণী বড় বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, মুকুন্দ অনেকটা বুঝিতে পারিত।

সেই নারায়ণী বহুদিন পরে তাহার সম্মুখে। তাহার উপর বালিকার বয়ঃসন্ধি। এই এক বৎসরে নারায়ণীর দেহলাবণ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে। সর্ব্বোপরি মুকুন্দের যৌবনোন্মেষ। মানসিক বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটনোন্মুখী। চক্ষু অন্ধকারে রূপের আভাস দেখে। কর্ণ কোন দূরদেশের সুকণ্ঠের সুক্ষ্ম-স্বরসুধা পান করে। নাসিকা পারিজাতের আঘ্রাণ পায়! অঙ্গে জলভারাবনত নব কাদম্বিনীর স্পর্শসুখ অনুভূত হয়।

কাজেই নারায়ণীকে দেখিয়া কে যেন হৃদয়ের ভিতর হইতে মুকুন্দের নাক,, মুখ, চোক চাপিয়া ধরিল। মুকুন্দ নারায়ণীর কথায় উত্তর দিতে পারিল না।

তখন বালিকা দক্ষিণকরের আম্রমুকুল ঘটমুখে স্থাপিত করিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মুকুন্দের হাত ধরিয়া টানিল।

কাজেই মুকুন্দকে কথা কহিতে হইল। কম্পিতকর নারায়ণীর হস্ত হইতে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করিয়া অর্দ্ধপরিস্ফুট কণ্ঠে মুকুন্দ কহিল—

"আমি যাইব না।"

"চল দোলায় দুলিব।"

"না—"

"হরিণ লইয়া খেলিব।"

"না—"

"তবে চল দাদার কাছে যাই।"

বালিকা ঘট ফেলিয়া দিল। এবং দুই হস্তে মুকুন্দের এক হস্ত সবলে ধরিয়া আকর্ষণ করিল। মুকুন্দ বলিল "আমায় ছাড়িয়া দাও।" নারায়ণী বলিল,—"ছাড়িব না। কখনই ছাড়িব না।"

ইতোমধ্যে বৃদ্ধের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন আম্রশাখা পরিত্যাগ করিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিলেন। দেখিলেন, নারায়ণী নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, নারায়ণীকে দেখিতে পাইলেন না। ডাকিলেন,—"নারায়ণী!" নারায়ণী পশ্চাতে না ফিরিয়াই উত্তর করিল—"কি?"

বৃদ্ধ দেখিলেন, নারায়ণী আনন্দদেবের পুত্রের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুকুন্দকে দেখিয়াই বৃদ্ধের লোচন ক্রোধরাগরঞ্জিত হইল। তখন গম্ভীরস্বরে আবার ডাকিলেন—"নারায়ণী।"

সেই গম্ভীর-স্বর-ঝঙ্কারে সমস্ত উদ্যান প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। বালক স্তম্ভিত হইল। তাহার করের দৃঢ় বন্ধন—নারায়ণীর কোমল-করাঙ্গুলি-বলয় খুলিয়া গেল। বৃদ্ধ আবার বলিলেন—"চলিয়া আয়"। মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমাকে এখানে কে আসিতে বলিল?"

ভয়ে মুকুন্দের মুখ শুকাইয়া গেল।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে বীরচন্দ্র উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মুকুন্দকে তদবস্থ দেখিয়া রতনকে বলিলেন, "ও বালককে তিরস্কার করিও না। এখন হইতে এ বাগান—এ বাগান কেন—এই অট্টালিকা, রাজ্য—সমস্ত ওই বালকের পিতার—আমার নয়।"

রতন বলিলেন—"কি রকম ?"

বীরচন্দ্র রতনকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিতে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। ইত্যবসরে মুকুন্দ একপদ একপদ পিছাইয়া যেই একটু অন্তরালে পড়িল, অমনি ছুটিয়া পলাইল।

নারায়ণীও পিতামহীর কাছে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আনন্দদেব বীরচন্দ্রের আত্মীয়-পুত্র। কিন্তু দূর সম্পর্কীয় এবং দরিদ্র। অনন্তপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে মথুরাপুরে তিনি বাস করিতেন। পৌত্রীর সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে রাজা বীরচন্দ্র তাঁহাকে অনন্তপুরে আনাইয়া আশ্রয় প্রদান করেন। অনন্তপুরে আসিয়া, আনন্দদেব অল্পদিবসের মধ্যেই প্রতিপত্তি লাভ করেন। প্রথমে তিনি রাজদপ্তরে একটী সামান্য কাজ পান। ক্রমে বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে তুষ্ট করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করেন। ইংরাজের অধীন হইয়া, বীরচন্দ্র যে সময় রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া পুত্রের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করেন, তখন রামচন্দ্রের সহায়তার জন্য তিনি আনন্দদেবকেই নিযুক্ত করেন।

রামচন্দ্র বিলাসী, রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না। সুতরাং কার্য্যতঃ আনন্দদেবই অনন্তপুরের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কথা ও কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অনন্তপুরে কেহ রহিল না।

এরূপ সুবিধায় কয়জন লোক প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে ? অল্পদিনের মধ্যেই বীরচন্দ্রের ধনরাশিতে আনন্দদেবের ঘর পূর্ণ হইয়া গেল। অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি রামচন্দ্রের বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। এবং সাহেবদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া ও নানাবিধ উপায়ে তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া, ভবিষ্যতের পথ অনেকটা নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিলেন। পদচ্যুত করিবার সময়ে বীরচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার দেওয়ানের শক্তি কত অধিক। ফলে বীরচন্দ্রকেই অবশেষে স্বাধিকারচ্যুত হইতে হইল।

আনন্দদেবকে কেহই চিনিতে পারে নাই। চিনিয়াছিল কেবল একজন। সে ঐ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রতন। রতন যে অমানুষিক অন্তর্দৃষ্টিবলে আনন্দদেবকে চিনিয়াছিলেন, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। তিনি চিনিয়াছিলেন, কেবল তাহার দেহের একটী মাত্র চিহ্ন দেখিয়া। আনন্দদেবের সম্মুখের দুইটী দাঁতের উপর আর একটী দাঁত ছিল।

বীরচন্দ্র ব্রাহ্মণের কাছে আনন্দদেব সম্বন্ধে কখনও কোন প্রসঙ্গ তুলিলেই রতন বলিতেন, —"ট্যারার হাজার দোষ, কুঁজোর নেই অন্ত। ইহারও অধিক যার দন্তের উপর দন্ত।" রাজা সরল হৃদয় ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হাসিতেন। এরূপ বিজ্ঞতায় কে না হাসিবে ? কিন্তু রতন সে হাসি গ্রাহ্য করিতেন না। আনন্দদেবের চরিত্রের উপর তাঁহার সন্দেহ কেহ কোনমতে দূর করিতে পারিত না। যে করিতে যাইত, ব্রাহ্মণ তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন না। তিনি বলিতেন, বহুদিন হইতে, বহু উদাহরণ হইতে,

বহু বিজ্ঞতার ফলে কবিতাটী রচিত হইয়াছে। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। যে করে, আমি তার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি না।

আনন্দদেবকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিবার সময়ে রতন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। রাজ্যের ভার দিবার সময়েও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলিতেন—"আত্মীয়—তাহাকে জমী দাও, বাড়ী দাও, আদর যত্ন কর। রাজ্যের অন্ধিসন্ধি জানাইবার প্রয়োজন কি?"

বীরচন্দ্র তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বুঝিলেন, অদৃষ্টদোসে আনন্দ রতনের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে। সুতরাং রতনের বিজ্ঞতা রতনের কাছেই থাকিত। তাহার ফল আনন্দদেবের স্বার্থকে কখনও স্পর্শ করে নাই। সে বিজ্ঞতাপরিচালিত হইয়া রাজা কখনও কোন কার্য্য করেন নাই। নিজে আনন্দদেবের আচরণে ও কার্য্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদোন্নতি করিয়া তিনি নিজেই আগ্রহ করিয়া তাহাকে দেওয়ানী দিয়াছিলেন।

এখন বীরচন্দ্র নিজের মূর্খতা ও মূর্খ ব্রাহ্মণের সর্ব্বজ্ঞতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। আনন্দদেবের হস্ত হইতে রাজ্যভার কেমন করিয়া পুনর্গ্রহণ করা যায়, তাই পরামর্শ করিবার জন্য তিনি রতনের কাছে আসিলেন। তাঁহার ভয় হইল, বুঝি নারায়ণী বিষয়ভোগে বঞ্চিত হইবে।

রতন বুঝিলেন, রাজ্য রাঘববোয়ালে গ্রাস করিয়াছে। রাজাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া এখন আনন্দদেবেরও সাধ্যাতীত। বলিলেন, শক্তি আর ফিরিবে না। প্রতীকারের চেষ্টা করিতে গেলে বিপরীত ফল হইবে। যে একটু আধটু অধিকার তাঁহার আছে, তাহাও থাকিবে না। বীরচন্দ্রও তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া চারিদিক শূন্য দেখিলেন।

রতন সংসারানভিজ্ঞের যোগ্য উপদেশ দিলেন। সংসারের সকলই অনিত্য বুঝাইয়া, তিনি তাঁহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে ও ধর্ম্মকর্ম্মে মনোযোগ দিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন—"আর কেন? বয়স গিয়াছে, পুত্র গিয়াছে; তখন মণি বিসর্জ্জন দিয়া কাচে এত লোভ কেন?" অবশ্য এ কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন না। এ কথায় কেই বা কবে তুষ্ট হইয়াছে? নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের কথায় তাঁহার মনে শান্তি আসিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। আনন্দদেব অল্পদিনের ভিতরে রাজ্যমধ্যে নিজের শক্তি দৃঢ়তর করিয়া লইলেন। রাজার যা একটু আধটুও স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল, অল্পে অল্পে তাহাও কাড়িয়া লইলেন। এখন বীরচন্দ্র নিজের গৃহে একরূপ বন্দী; ক্রমে রতনের কাছে আসাও তাঁহার বন্ধ হইয়া গেল। স্বগৃহে আবদ্ধ বীরচন্দ্র দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার অট্টালিকাসম্মুখস্থ বিশাল প্রান্তর, কিংকবলার, ক্রেগুলি বুচার প্রভৃতি মহাপ্রভুগণের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে। যে ঘরে বসিয়া তিনি রতনের সহিত শাস্ত্রালাপে নিযুক্ত থাকিতেন, সে ঘর এখন সাহেবদিগের পৈশাচিক ভোজের জন্য ব্যবহৃত।

বীরচন্দ্র দশদিক অন্ধকার দেখিলেন। যে আদর নারায়ণীর প্রাপ্য, সেই আদর মুকুন্দ ভোগ করিতেছে। নারায়ণীকে পুত্রবধূ করা এখন আনন্দদেবের অনুগ্রহ। তা করিলে বুঝি বীরচন্দ্র আপনাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন।

কিন্তু আনন্দদেব তাহা করিলেন না। তিনি বীরচন্দ্রের অপর এক আত্মীয়ের কন্যার সহিত

মুকুন্দের বিবাহ দিলেন। মহাসমারোহে অনন্তপুরেই বিবাহ নিষ্পন্ন হইল।

বীরচন্দ্র ক্ষিপ্তবৎ অস্থির হইলেন। এই অসময়ে রাণী মধুমতী সর্ব্বদা রাজার নিকটে থাকিতেন, প্রাণপণে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেন। অবস্থাবিপর্য্যয়ে নারায়ণীরও অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। নারায়ণী আর পিতামহীর উপর অভিমান করিত না। রতনকেও আর তাহার অত্যাচার সহিতে হইত না। নারায়ণী বিশেষ কিছু বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, তবে এটা বুঝিয়াছিল, বাড়ীতে একটা গোলমাল বাধিয়াছে।

রতনের কাছে থাকিলে সে তাহার পূজাদির আয়োজন করিয়া দিত। পিতামহের কাছে আসিয়া কিন্তু সে কোন কিছু করিবার সুবিধা পাইত না। পিতামহের মুখ দেখিয়া তাহার প্রাণটা কেমন কেমন করিত। চক্ষু আপনা-আপনি কেমন জলে ভরিয়া যাইত। পিতা-মাতার অভাব নূতনভাবে আসিয়া যেন তাহাকে পীড়ন করিত।

মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টাও এই বয়সে নারায়ণীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। পিতামহের নিকটে বসিলে, যখন মনোভাব উদ্বেলিত হইবার উপক্রম করিত, তখন গৃহের সামগ্রী—এটা ওখানে, ওটা সেখানে স্থানান্তরিত করিতে নিযুক্ত হইত।

মুকুন্দের সহিত নারায়ণীর আর বড় দেখা শুনা হইত না। যদি ঘটনাক্রমে কখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, নারায়ণী আর তাহার সহিত প্রগল্‌ভ হইয়া কথা কহিত না। এমন কি, কথা যাহাতে না কহিতে হয়, সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিত। দূর হইতে দেখিলে দূর হইতেই সরিয়া যাইত। নিকটে পড়িলে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত। মুকুন্দও উপযাচক হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে সাহসী হইত না। মুকুন্দের বিবাহের পর হইতে উভয়ের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

বিবাহের পর নববধূকে লইয়া যখন মুকুন্দ ঘরে আসে, তখন নারায়ণীর একবার উভয়কে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। নববধূটীর সহিত ছেলেবেলা হইতে তাহার বড়ই ভাব ছিল। বালিকার পিত্রালয় অনন্তপুরের নিকটেই। তাহার পিতা মধ্যবিত্ত তালুকদার—দুই তিনখানি গ্রাম তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। গ্রাম কয়খানি বীরচন্দ্রের প্রদত্ত। বালিকা মাঝে মাঝে বীরচন্দ্রের বাটীতে আসিত, এবং আসিলে বহুদিন ধরিয়া অবস্থিত হইত। এই সূত্রে নারায়ণীর সহিত তাহার বড়ই সদ্ভাব হইয়াছিল। বালিকার নাম ছিল জানকী। জানকী বহুদিন অনন্তপুরে আসে নাই। তাহার পিতা পরমানন্দ সিংহ রামচন্দ্রের সর্ব্বনাশসাধনে আনন্দদেবের সহায় ছিল। বীরচন্দ্র অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন, এ বিশ্বাসঘাতকতা কার্য্যে সেও কতকটা লিপ্ত ছিল।

বহুদিন দেখে নাই বলিয়া নারায়ণীর জানকীকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু পিতামহীর জন্য দেখিতে পায় নাই। ইদানীং নারায়ণী বাটী হইতে বড় বাহির হইত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আনন্দদেবের ইচ্ছা ছিল, রতন কোন মতে না অনন্তপুরে থাকিতে পায়। এইজন্য প্রথমেই সে রাজাকে এই সঙ্গীটী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টায় ছিল। অন্য সঙ্গীতে তাঁহার বড় আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত

হয় নাই। পুলিশ সাহেব বৃদ্ধকে পূর্ব্বে অনেকবার দেখিয়াছেন। তাহা হইতে যে ভয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে, এটা তিনি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কাজেই আনন্দদেবের প্রস্তাব তাঁহার কাছে উপহাস্য হইয়াছিল। যাই হ'ক, কার্য্যতঃ আনন্দদেব রাজাকে রতন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। কিন্তু রতনকে নির্ব্বাসিত করিতে তাহার সাহসে কুলায় নাই।

ইহা ভিন্ন রাজাকে দেখিতে রতনের নিজের যদি কোন সময় ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে কোনও লোক তাঁহাকে বাধা দিতে সাহসী হইত না।

রতনকে এত ভয় কেন? স্বরাজ্যে সহস্র যন্ত্রচরমধ্যে অগণ্য রক্ষিসহায় রাজ-প্রতিনিধির এক সামান্য ব্রাহ্মণকে এত ভয় কেন?

ভয়ের অনেক কারণ ছিল। প্রথম কারণ, রতন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। নিরীহ, মিষ্টভাষী, সদালাপী, সদানন্দ পুরুষ। অনন্তপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে ভক্তি করিত। পরোপকারের জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। দ্বিতীয় কারণ, ব্রাহ্মণের বল গল্পের বিষয় ছিল। অনন্তপুরের অধিকাংশ সিপাহীই তাঁহার কাছে ব্যায়াম শিক্ষা করিয়াছিল। যাহারা নবাগত, তাহারাও তাঁহার কার্য্যকলাপ অবগত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিত। সুতরাং তাঁহার অঙ্গে হাত তুলিতে কে অগ্রসর হইবে? তৃতীয়—সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে পর্ব্বতের বাধাও গ্রাহ্য করিতেন না। হৃদয়ে ঐশ্বরিক বল, বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, কাঁদিবার কাঁদাইবার লোকাভাব, মৃত্যুভয়-রাহিত্য, এই প্রকার নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত ব্রাহ্মণ অনন্তপুরের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতেন।

ব্রাহ্মণ একেবারে যে ক্রোধশূন্য ছিলেন, এ কথা বলিতে পারি না। কখন কখন বিশেষ কারণে ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যচ্যুতির কথা শুনা গিয়াছে। আনন্দদেব একবার নিজেই দেখিয়াছিল, একজন বিপন্নকে রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণ শতাধিক লোককে বিপন্ন করিয়াছিলেন। নখ হইতে মুখের কথাটি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের কার্য্য করিয়াছিল। আনন্দদেব ইহাও দেখিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ একবার ক্রুদ্ধ হইলে, সে ক্রোধ সহজে উপশমিত হইত না। ব্রাহ্মণের চপেটাঘাতে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রাণ দিয়াছে—অনন্তপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা ইহাও বিশ্বাস করিত। সুতরাং এরূপ ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে ভীরু দেওয়ান সাহসী হইত না। রতন কিন্তু বুঝিলেন, অনন্তপুরে থাকা আর অধিক দিন চলিবে না। অনন্তপুরের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বাবস্থা যে আর ফিরিবে, এমন সম্ভাবনাও তিনি দেখিতে পাইলেন না।

রাজবাটীর পশ্চাতে একটী ছোট বাগানের মধ্যে একটী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া রতন তাহার মধ্যে অবস্থান করিতেন। রাজা তাঁহাকে একখানি পাকাবাড়ী করিয়া দিবার জন্য পাঁচিশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু রতন তাহা করিতে দেন নাই। পর্ণশালা হইলেও পরিচ্ছন্নতায় ও মনোহারিত্বে রতনের বাসস্থান রাজপ্রাসাদ হইতে যে কোনও অংশে হীন ছিল, তা বলিতে পারি না। দেখিলে স্থানটীকে একটী সিদ্ধাশ্রম বলিয়া ভ্রম হইত।

রতন একা। কিন্তু তাঁহার গৃহ সর্ব্বদাই বহুজনে পূর্ণ থাকিত। গ্রামের বালক, যুবা, বৃদ্ধ—সকলেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আশ্রমে যাতায়াত করিত। শাস্ত্রালাপে, সঙ্গীতে, হাস্য-কোলাহলে রতনের বাসগৃহ সর্ব্বদা এক অপূর্ব্ব সজীবতার পরিচয় প্রদান করিত।

বালকেরা আসিয়া রতনের বাড়ীর উঠানে কুস্তি শিখিত। যুবক কুস্তিগীর—রতনের শিষ্য সম্প্রদায়—শিক্ষকের কার্য্য করিত। রতন নিকটে একখানি চৌকিতে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে তাহাদের খেলা দেখিতেন; এবং প্রয়োজন হইলে দুই একটা ব্যায়াম-কৌশল বলিয়া দিতেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে কখন কখন নিজেও মাটী মাখিতেন।

রতনের আশ্রমের পার্শ্ব দিয়া সুবর্ণরেখা প্রবাহিতা। রাজা তাঁহার গৃহপার্শ্ববর্ত্তী সুবর্ণরেখাতলদেশ খনন করাইয়া গভীর করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যায়ামান্তে সকলে সেইখানে স্নান করিত। তাহাদের স্নানকার্য্য একটা সমারোহ ব্যাপার। তাহাদের অঙ্গতাড়িত তরঙ্গোচ্ছ্বাসে নদীজলে গভীর আবর্ত্ত উপস্থিত হইত। শিলাময় তটভূমি বিদীর্ণ প্রায় হইত।

রতনও তাহাদিগের সঙ্গে স্নান করিতেন। বহুক্ষণ ধরিয়া রতনের গাত্রমার্জ্জনকার্য্য চলিত। বালকসম্প্রদায় দশ পোনরজন এক সঙ্গে রতনের পৃষ্ঠে স্কন্ধে বাহুতে মুষ্টাঘাত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের মুষ্টি বজ্রসম কঠিন হইবে এইজন্য রতন স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। কেহ এরূপ কার্য্যে ঔদাস্য দেখাইলে ওস্তাদের কাছে তিরস্কৃত হইত। বালকেরাও বুঝিত, কিছুকালের জন্য তাহাদের পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। প্রথম প্রথম প্রহারান্তে বালকদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। চূণহলুদের শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া যখন তাহাদের হাতের ব্যথা মরিত, তখন তাহারা আবার পূর্ব্বরূপ প্রহার-কার্য্যে নিযুক্ত হইত।

রতনের অঙ্গে প্রহার করিয়া যখন আর তাহাদের চূর্ণহরিদ্রার প্রয়োজন হইত না—হস্তে কোনও রূপ যন্ত্রণা তাহারা অনুভব করিত না, তখন তাহারা স্থির বুঝিত যে তাহাদের মু[illegible] প্রহারে পর্ব্বতগাত্রও চূর্ণ করিতে সমর্থ। ব্যাঘ্র জন্তুর সম্মুখে পড়িলে মুষ্টিই তাহাদের আ[illegible] রক্ষণোপযোগী মহাস্ত্র।

স্নানান্তে রতনের গৃহে জলযোগ রাশি রা[illegible] ছোলা ও গুড়। জলযোগের পর সকলে আন[illegible] করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিত। র[illegible] এই সময় আহ্নিকাদি কার্য্য সমাপন করিয়া র[illegible]নের উদ্যোগ করিতেন। রাজবাটী হই[illegible] প্রত্যহ বিশজন লোকের যোগ্য সিধা আসি[illegible] রতন একাই পাঁচ ছয় জনের যোগ্য আহ[illegible] করিতে পারিতেন। রাজপ্রদত্ত একজন ভৃত্য [illegible] একজন দাসী ছিল। সাকরেতদিগের মধ্যে কেহ কেহ গুরুর প্রসাদ পাইবার জন্য থাকি[illegible] যাইত। সময় বিশেষে প্রয়োজন হইলে আর[illegible] আহারীয় তিনি আনাইয়া লইতেন।

বিকালে রতনের সহচরগণ সিদ্ধি ঘুটিত, এব[illegible] সেই সঙ্গে সীতারামের জয়সঙ্গীতে সুবর্ণরেখা তটভূমি প্রতিধ্বনিত করিত। এই সময়ে গ্রামস্থ বৃদ্ধগণেরই সমাগম অধিক ছিল। তাহারা আসিয়া রতনের সহিত শাস্ত্রালাপে রত থাকিত। কেহ কেহ খোস গল্প করিত।

আর কেহ বড় একটা আসে না। আসিতে সাহস করে না। কিজানি কোন্ দিন আন[illegible]দেব দেখিবে, দেখিলে নাজানি কি বিপদ ঘটিবে। ভয়ে আর বড় কেহ রতনের কাছে আসিতে চাহিত না। সকলেই জানিত, রতন আনন্দদেবকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না; সুতরাং রতনের কিছু করিতে পারুক আর নাই পারুক, যে রতনের সঙ্গে মিশিবে, আনন্দদেব যে তাহার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেহ আসিতে চাহিলে, রতন নিজেই তাহাকে আসিতে দিতেন না।

তাঁহার কুস্তির আখড়ায় বড় বড় তৃণগুল্ম জন্মিয়া বন হইয়াছিল, সিদ্ধির বাটীতে ছাতা ধরিয়াছিল,—বাহির হইতে তাঁহার ঘর দেখিলে লোক আছে এরূপ বোধ হইত না। সুবর্ণরেখা সঙ্গীহারা—সুতরাং উচ্ছাসশূন্যা—কুল কুল করিয়া কাদিতে কাঁদিতে তাঁহার উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইত। তাহাকে দেখিবার পর্য্যন্ত লোক ছিল না। আর সেরূপ ভারে ভারে তাঁহার গৃহে দধিদুগ্ধ-ঘৃত-আটা তণ্ডুল নানাবিধ মিষ্টান্ন আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আনন্দদেব অবশ্য তাঁহার জন্য সিধা পাঠাইত। কিন্তু প্রায়ই তাহাতে রতনের পর্য্যাপ্ত হইত না। কখন কখন সিধা সময়ে উপস্থিত হইত না। ইতোমধ্যে দুই চারি দিন রতনের উপবাসে কাটিয়া গিয়াছে।

রাণী মধুমতী পূর্ব্বে ততটা রতন সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিবার অবসর পান নাই। আনন্দের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহারও মনের অবস্থা কতকটা বিকৃত হইয়াছিল। অবশেষে একদিন নারায়ণীর মুখে ব্রাহ্মণের অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া ইদানীং প্রতিদিন সংবাদ লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সরকার হইতে আসিবার অপেক্ষা না করিয়া তিনি ঘর হইতে প্রতিদিন ব্রাহ্মণের আহার্য্য প্রেরণ করিতেন। নারায়ণী নিজে বসিয়া ব্রাহ্মণের আহারের পর্য্যবেক্ষণ করিত।

রতন ভাবিলেন, এরূপ করিয়াই বা আর কতদিন চলিবে। রাণী আপনাকে বঞ্চিত করিয়া যে তাঁহার অন্ন যোগাইতেছেন না, তাহাই বা কে বলিবে? নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলিত না। রাণীর কাছে তথ্য জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আনন্দময় রতন অল্পে অল্পে বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরের বায়ু এখন তাঁহার পক্ষে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

বহুদিন পরে রতনের অন্তঃপুর ত্যাগে ইচ্ছা হইল। দ্বাদশ বৎসর তিনি এ স্থান হইতে বাহির হন নাই। দুই একদিনের জন্য বাহিরে যাওয়া অবশ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। এই সেদিন নারায়ণীর পাত্রানুসন্ধানে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি আপনাকে গৃহ হইতে বহির্গত বিবেচনা করেন নাই। বহুকাল পরে তাঁহার প্রিয় পর্ণকুটীরটী ছাড়িবার অভিপ্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কেমন করিয়া যাইবেন? নন্দিনী বলিতে, সঙ্গিনী বলিতে, ক্রীড়ণক বলিতে একমাত্র যে নারায়ণী! তাহাকে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবেন? পরিত্যাগের চিন্তায় ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিতেন। নারায়ণীকে পাত্রস্থা করিতে পারিলে, অবশ্য অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবার কথা ছিল। কিন্তু নারায়ণীর যে বিবাহ হয়, এমনটা তাঁহার আর বিশ্বাস হইল না। কে আর নারায়ণীর বিবাহের উদ্যোগ করিবে? রাজার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছেন, পাগলের সহিত তাঁর আর বিশেষ প্রভেদ নাই। নারায়ণীর ভবিষ্যৎ বুঝিয়া তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু অন্তঃপুরে থাকা তাঁহার আর অধিক দিন চলিবে না। নিজে ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই ত্যাগ করিতে হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়া রতন অবশেষে রাণী মধুমতীর কাছে কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন, আজ বাদে কাল মরিব, তখন তীর্থে মরিতে পারিলেই ভাল হয়। মধুমতী শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইলেন। কি জন্য ব্রাহ্মণ বলিলেন, তিনি সমস্তই বুঝিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণের জন্য তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। নীরব, স্তম্ভিত—চক্ষু দিয়া কেবল জলধারা পড়িতে লাগিল। রতনও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। রাণী যখন প্রকৃতিস্থা হইলেন, তখনও কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কি বলিবেন? হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান অবস্থা তিনি ত বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতেছেন। কোন্ প্রাণে তাঁহাকে আর থাকিতে অনুরোধ করিবেন? তাঁহাদের যা ঘটে ঘটুক, ব্রাহ্মণ তাঁহাদের স্বার্থপরতার জন্য কষ্ট পান কেন? কিন্তু এমন ব্রাহ্মণ যদি না রহিল, তবে আনন্দপুরে রহিল কি?

রাণী রতনকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—"আপনি বসুন। আমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

রাণী প্রস্থান করিলে, রতনের হৃদয়ে ঝড় বহিতে লাগিল। সংসার-বিরাগী ব্রাহ্মণ জীবনে কখন এরূপ আত্মহারা হন নাই। তাঁহার মনোরাজ্যে মুহূর্ত্তমধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—"করিলাম কি? রাণীর কাছে মনের অবস্থা প্রকাশ করিয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য করিলাম? নিজের শক্তির উপরেই কি আমার বিশ্বাস আছে? আমি কি নারায়ণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব?"

রাণী বীরচন্দ্রের কাছে সকল কথা বলিলেন। রাজা উত্তর দিলেন—"দেব-হৃদয় ব্রাহ্মণকে আর আবদ্ধ করিও না।"

রাণী ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় নারায়ণীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। নারায়ণী নিদ্রিত ছিল। ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে বসাইয়া, আর একবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে একটী রৌপ্যপাত্রপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে রক্ষিত হইল। রাণী স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। নারায়ণীকেও প্রণাম করিতে বলিলেন।

দাদাকে প্রণাম করা তাঁহার জীবনে কখন অভ্যাস ছিল না। বরং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণাদি কার্য্যেই সে অধিক আনন্দ বোধ করিত। সে কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। দাদার প্রতি এরূপ অভ্যর্থনা সে আর কখন দেখে নাই। নানারূপ গোলমালের মধ্যে পড়িয়া, সে অবশেষে পিতামহীর অনুরোধে প্রণাম করিল। অল্পক্ষণ পরেই রাজাও আসিলেন এবং ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

রতন বলিলেন—"একি!—এত স্বর্ণমুদ্রা কেন? এ আমি কি করিব?"

রাজা বলিলেন—"মনে দ্বিধা করিবেন না। আমরা আপনার সন্তান। গ্রহণ না করিলে মর্ম্মব্যথা পাইব। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে হইবে। বিদেশে পথে অর্থের নানা প্রয়োজন। পুত্রকন্যার প্রতি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।" বলিতে বলিতে বীরচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঝঞ্ঝাভিহতের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল।

রতন এতক্ষণ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়াছিলেন। এখন বালকের ন্যায় তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—"মহারাজ! তোমরা যা ভাবিয়াছ—আমি তা নই। আমি আপনাকে এতদিন চিনিতে পারি নাই! এ বৃদ্ধ নারী হইতেও অধম। চিত্ত-সংযমে তাহার কিছুমাত্র শক্তি নাই। আমি নারায়ণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তবে তীর্থে যাইবার মনন করিয়াছি; দিন কতক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিব।"

নারায়ণী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। ব্যাপারটা কি সে ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন বুঝিল, দাদা তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছে।

বালিকাও আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বলিয়া উঠিল—"দাদা আমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে?"

নারায়ণীর প্রশ্নে এবং রাজা ও রাণীর কথার ভাবে রতন বুঝিলেন, পাবও আনন্দ নারায়ণীর জন্য একটী পরিচারিকা পর্য্যন্ত নিযুক্ত করে নাই।

ব্রাহ্মণের শোকাবেগ মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্রোধে পরিণত হইল। বলিলেন, "বৃদ্ধ হইয়াছি, কয় দিনই বা বাঁচিব? সুতরাং অপঘাত মৃত্যু হয়, তাও স্বীকার—অনন্তপুর ছাড়িবার পূর্ব্বে এর একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইব।"

রাজা ও রাণী উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাণীর প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। পশ্চাতে আর নিরীক্ষণ করিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যুষেই রতন গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভাবিলেন, বিলম্ব করিলে ঘরের মায়া ত্যাগ করিতে পারিব না। তখন রাণী প্রদত্ত মোহর কয়টী গণিয়া দেখিলেন—দেখিলেন পাঁচ শত। মুখে তাঁহার হাসি আসিল। বলিলেন, "মৃত্যুসৌধের প্রবেশদ্বার সমীপে আসিয়া রাণীর কৃপায় আমি ধনী হইলাম।"

বাস্তবিক রতনের এত ধনে কি হইবে? পথে ইহার শতাংশের একাংশও প্রয়োজন হয় কিনা সন্দেহ।

পথে বাহির হইলে তখন কোনও ব্রাহ্মণ অতিথির অন্নাভাব ঘটিত না। একবার "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া হিন্দুগৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইলে, গৃহস্থ রাজোপচারে তাঁহার সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত। যদিই বা অন্নের জন্য অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইত, সামান্য খরচেই তাহা নিষ্পন্ন হইত। তখনকার দ্রব্যাদি আজি কালিকার মত দুর্ম্মূল্য ছিল না।

রতন থলিয়ার ভিতর হইতে পাঁচটী মোহর গ্রহণ করিলেন। বাকী মোহর একটী থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া জুনিয়ার মাকে ডাকিলেন। জুনিয়ার মা বহুকাল রতনের গৃহে চাকুরী করিতেছে। সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে আর ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই।

জুনিয়ার মা আসিলে রতন থলিয়াটী তাহার হাতে দিবার উদ্যোগ করিলেন, বলিলেন, "ইহা তোর কাছে রাখিয়া দে।" ব্রাহ্মণ চিরদিনই রহস্য প্রিয়। রহস্য করিবার অবকাশ পাইলে, তিনি প্রায়ই প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

জুনিয়ার মা থলিয়ার মূর্ত্তি দেখিয়া অগ্রাহ্য করিয়াই হাতে লইতে গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে হস্তচ্যুত হইয়া সেটা মাটিতে পড়িয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিল।

রতন হাসিয়া বলিলেন, "উহার ভিতরে মোহর আছে, যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দে। আমি তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইব। যদি ফিরি, তবে আমাকে ফিরাইয়া দিস্। না ফিরি, এ সমস্ত তোর হইল।"

কথাটা শুনিবামাত্র বৃদ্ধার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। "না ফিরি" এরূপ কথা সে ব্রাহ্মণের মুখে কখনও শুনে নাই। শুনিবার প্রত্যাশাও করে নাই। অনেক দিন সে ব্রাহ্মণকে ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে দেখিয়াছে, কিন্তু সে জানিত, আবার একদিন ফিরিতে পারিলে, ব্রাহ্মণ সহস্র [illegible] ও পরদিন

গৃহের বাহিরে থাকিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণের কুটীরপ্রিয়তা সে যত বুঝিয়াছিল, আর কেহ সেরূপ বুঝে নাই।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে সে বড়ই ভক্তি করিত। অর্থ প্রলোভনে সে পণ্ডিতজীর গৃহে দাসীত্ব করিত না। দুইবেলা একমুঠা করিয়া আহারই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আহারান্তে নির্জ্জনে বসিয়া যে সময় রতন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, তখন কেবল জুনিয়ার মা তাঁহার নিকটে বসিয়া ভক্তিগদগদ হইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিত। সেই জুনিয়ার মা ব্রাহ্মণের মুখে প্রথম এই "না ফিরি" কথা শুনিল।

পদতলে মোহরের থলিয়া পড়িয়া আছে, দরিদ্রা বৃদ্ধা তাহার দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইল না। বিস্মিত নেত্রে রতনের মুখের পানে চাহিল, বলিল—"তুমি কি আর আসিবে না?"

রতন। বাঁচিয়া থাকি, আসিব।

বৃদ্ধা। বুঝিতেছি, তুমি আর আসিবে না।

রতন। বোধ হয় আসিতে পারিব না।

বৃদ্ধা। তা হ'লে আমার উপায় কি হবে?

রতন থলিয়ার মুখ খুলিয়া বৃদ্ধাকে মোহরগুলি দেখাইলেন। বলিলেন—"এই সম্পত্তি তোরই হইল। ইচ্ছামত ব্যবহার করিবি!"

মোহরের মূর্ত্তি দেখিয়াই বৃদ্ধা শোকতাপ ভুলিয়া গেল। থলিয়ার ভিতর হইতে গোটাকতক মুদ্রা বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

মুহূর্ত্তেই জুনিয়ার মা নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিয়া ল'ল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। সে ভাবিল—"পণ্ডিতজী ত ঘর ছাড়িয়া চলিল, আমি ত পারিব না। তখন যাহাতে এ স্থানে চিরদিন সুস্থ শরীরে এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারি, এই সময়ে তাহারও একটা ব্যবস্থা করিয়া লই।" এই ভাবিয়া সে ব্রাহ্মণকে বলিল "ধন ত দিলে। কিন্তু আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিলে কি?"

রতন তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"কেন এই ঘরেই থাকিবি। আমি এ স্থানে যাহা যাহা রাখিয়া যাইতেছি, সমস্তই তোর হইল।"

বৃদ্ধা। খাইব কি?

রতন। খাইবার ভাবনাই যদি তোর রাখিয়া যাইব, তবে কিসের জন্য এত মোহর দিলাম। যখনই অভাব বুঝিবি, তখনই মোহর ভাঙ্গাইয়া খাইবি।

বৃদ্ধা অবাক হইয়া ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিল। ব্রাহ্মণ বলে কি? তুচ্ছ দুই মুঠা চাউলের জন্য মোহর ভাঙ্গাইতে হইবে? বৃদ্ধা স্থির করিল, পণ্ডিতজী পাগল হইয়াছে।

সে পূর্ব্বে অনেক পাগল দেখিয়াছে। পাগল হইলে লোকের মুখচোখের ভাব কিরূপ বিকৃত হয়, তাহাও সে অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে। তাই সে স্থির হইয়া ব্রাহ্মণের মুখ চোখের পরিবর্ত্তন অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

রতন বৃদ্ধার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিলেন। বুঝিলেন, এত অধিক ধন পাইয়া বুড়ী বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ করিয়া মুখের পানে কি দেখিতেছিস্?"

বৃদ্ধা তবু কথা কহে না। সে অনেক চেষ্টাতেও ব্রাহ্মণের মুখে চক্ষে উন্মত্ততার লক্ষণ খুঁজিয়া পাইল না। যে হাসি যে কথা বৃদ্ধার অশান্ত মনকে অনেক সময় প্রফুল্ল করিয়াছে, আজিও সে ব্রাহ্মণের মুখে সেইরূপ স্নিগ্ধ মধুর হাসি দেখিল, মৃদু মধুর বাক্য শুনিল। বৃদ্ধা

এবার কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"তুমি কি সত্য সত্যই ফিরিবে না?"

রতন। ফিরিবার ইচ্ছা আছে। তবে অনেক তীর্থে ঘুরিব—অনেক বয়স—যদি মরিয়া যাই!

পণ্ডিতজীর মরণের কথা চিন্তা করিতেও জুনিয়ার মার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল "না, যেমন করিয়া পার ফিরিয়া আসিও।"

রতন। সে পরের কথা। এখন এই মোহরগুলি তুই গ্রহণ কর্। এ গুলি তোরই হইল জানিয়া রাখ্।—তুই ইচ্ছামত ইহার ব্যবহার করিবি।

বৃদ্ধা। তুমি কবে রওনা হইবে?

রতন। কবে কি? আজ—এখনি।

এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। জুনিয়ার মাও মোহরের থলিয়া লুকাইতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণের ফিরিতে বিলম্ব হইল না! বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, জুনিয়ার মা চলিয়া গিয়াছে। ঘরে সন্ধ্যা দিবার কথা, প্রতিদিন গৃহটী পরিস্কার রাখিবার কথা, তুলসীমঞ্চে জল দিবার কথা,—আরও দুই চার কথা, যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে উপদেশ দিয়া যাইবেন, এইজন্য তিনি বৃদ্ধাকে আর একবার ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। আবার ডাকিলেন। বাটী জনশূন্য বলিয়া বোধ হইল। আর জুনিয়ার মার অপেক্ষা সহিল না।

তখন মোহর কয়টী গেঁজিয়ার মধ্যে পুরিয়া তিনি কোমরে বাঁধিলেন। তারপর একটী কাপড়ের পুঁটুলি, একটী কমণ্ডলু, একখানি মৃগচর্ম্ম ও একগাছি বাঁশের লাঠি লইয়া, দুর্গা স্মরণ করত ব্রাহ্মণ বহুদিনের প্রিয়সঙ্গী গৃহটীকে বুঝি জন্মের মত পরিত্যাগ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, জুনিয়ার মা মনে করিল, "এই অবকাশে মোহরগুলা লুকাইয়া আসি।" তাহার ইচ্ছা ছিল, কিছুদূর সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। এদিকে রাশীকৃত ধন পাইয়াছে, ওদিকে অমূল্য রত্নসদৃশ পণ্ডিতজীকে সে হারাইতে বসিয়াছে। আনন্দ প্রকাশ করিবে কি কাঁদিবে, বৃদ্ধা স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাই সে মনে করিল, মোহর কয়টা আপাততঃ একটু নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসি। রাখিয়া, ব্রাহ্মণের সঙ্গে যতদূর পারি যাই। ফিরিয়া দেবতারও না জানিতে পারে, এমন স্থানে মোহর লুকাইয়া রাখিব।

বৃদ্ধার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। ধন লুকাইয়া রাখা সে যতটা সহজ মনে করিয়াছিল, কার্য্যে তাহার বিপরীত দেখিল। প্রথমে সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে সে মনোমত স্থান খুঁজিয়া পাইল না। ঘরের এক কোণে ঘুঁটে রাখিবার একটা জালা ছিল। অন্য কোথাও রাখিতে সাহস না করিয়া বৃদ্ধা সেই জালাটার ভিতর হইতে যা কিছু ছিল বাহির করিয়া লইল। পরে অতি ধীরে, পাছে ঘরের ভিতরের পিপীলিকাটী পর্য্যন্ত জানিতে পারে, এইরূপ ভাবে মোহরের থলিয়াটী তাহার ভিতরে ন্যস্ত করিল,—অতি সাবধানে মুখে সরা চাপা দিল। তবু যেন মনঃপুত হইল না। তাহার বোধ হইল যেন মোহরগুলা দেখা যাইতেছে। ভ্রম মনে করিয়া সে একবার চক্ষু মুছিল। দেখিল মোহরগুলা জল জল করিয়া জ্বলিতেছে।

এমন সময় পণ্ডিতজীর কথা তাহার কাণে গেল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া,

সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে, যেখান হইতে পারিল সেইখান হইতেই, কাঁথা, কাপড়, থলিয়া, মৃগচর্ম্ম,—শেষ হাঁড়ি, ভাঁড় মাটী—যেখান হইতে যাহা আনিতে পারিল, তাই দিয়া জালা ঢাকিতে লাগিল। কিন্তু যতই বৃদ্ধা মোহর-গুলাকে আবৃত করিবার চেষ্টা করে, ততই সে গুলা যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়ে।

ক্রমে জানালা, দেওয়াল, দরজা, ঘরের চাল—বুড়ীর চক্ষে সমস্তই যেন স্বচ্ছ, সমস্তই ফাঁকা দেখাইতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধা মোহর বাহির করিল। দুইহাতে বুকে চাপিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল পণ্ডিতজী চলিয়া গিয়াছে।

সন্দেহ দূর করিবার জন্য দুই একবার সে "পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী" বলিয়া ডাকিল। উত্তর পাইল না। ব্রাহ্মণের ঘর খুঁজিল। দেখিতে পাইল না। পা টিপিয়া দরজার কাছে গেল। সাবধানে শুধু মুখটী বাহির করিয়া সুবর্ণরেখার তীরস্থ পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—যতদূর দেখা যায় দেখিল। দেখিল রাজপথে জন-প্রাণী নাই। বৃদ্ধা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধা এইবারে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল, মনোমত স্থান সন্ধান করিয়া এইবারে মোহরগুলিকে লুকাইতে পারিব। ব্রাহ্মণের গৃহের সম্মুখে একটী তুলসী মঞ্চ। তাহার নিকটবর্ত্তী অনেকটা স্থান বাঁধান। সেখানে বসিলে বাড়ীর সমস্ত অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধা মোহরগুলি ব্রাহ্মণের ঘরের মধ্যে রাখিয়া সেখানে বসিল। বসিয়া কাঁদিবার উদ্যোগ-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

বৃদ্ধার ত্রিসংসারে কেহ ছিল না। জুনিয়া বলিয়া একটীমাত্র কন্যা ছিল। সেটী বিশ বৎসর পূর্ব্বে মারা পড়িয়াছে। সুতরাং এত ধন লইয়া বৃদ্ধা কি করিবে? তাই আজ বিশ বৎসর পরে সে কন্যার অভাব অনুভব করিল। বাঁচিয়া থাকিলে জুনিয়া এক সঙ্গে এত মোহর দেখিতে পাইত। মোহরগুলি দেখাই বৃদ্ধা চরম উপভোগ মনে করিয়াছিল। জুনিয়া বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকেও স্পর্শ করিতে দিত না। তথাপি বৃদ্ধার জুনিয়াকে মনে পড়িল। এবং সেইজন্য যেটুকু চক্ষুজল নিক্ষেপের প্রয়োজন, তাহা সম্পন্ন করিতে সে কিছুমাত্র ত্রুটী করিল না। নিকট হইতে একখানা পিঁড়ি লইয়া একখানা কাঁথা গায়ে দিয়া, বুড়ী কাঁদিতে বসিল।

কিন্তু বিধাতা তাহাকে কাঁদিতে দিল না। কাঁদিবার উপক্রমটী করিয়াছে মাত্র, এমন সময় বুড়ীর বোধ হইল যেন কে সদর দরজার কড়া নাড়িতেছে! চুপ করিয়া বুড়ী কাণ পাতিয়া রহিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, বুঝিল বাতাসের কার্য। এমন অসময়ে রহস্য করিবার জন্য বাতাস কতকগুলা গালি খাইল। এবার বুড়ী নীরবে কাঁদিবার ব্যবস্থা করিল। এ সময় চীৎকার করাটা বুদ্ধিমতীর কার্য্য নয়। বুদ্ধিমতী জুনিয়ার মা আর কোনও মতে কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে দিল না। যদিই বা ফাঁকে ফাঁকে দুই একটা কথা গলা ছাড়াইবার উপক্রম করিল, অমনি সে হাতে মুখে চাপিয়া, দাঁতে পিশিয়া, তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল। পাছে কেহ বাহির হইতে কথা শুনিতে পায়,—পাছে কেহ বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

অতি সন্তর্পণে জুনিয়ার মা শোকাবেগ-কার্য্য নিষ্পন্ন করিল। তারপর আবার পুঁটলি বুকে করিয়া বসিল। বুড়ী কোথায় যে মোহর

লুকাইবে, তাহা এখনও স্থির করিতে পারে নাই। ভাবিল দিনটা যে কোন প্রকারে কাটাইয়া দিই। রাত্রে এর যাহ'ক একটা বিলি ব্যবস্থা করিব।

সহসা বিষম লোককোলাহল তাহার কাণে গেল। বৃদ্ধা শুনিতে পাইল, কাছারী বাড়ীর নিকটে একটা বিষম গোলমাল বাধিয়াছে। বৃদ্ধা স্থির করিল, এ আর কিছু নয়, পণ্ডিতজী ঘরে নাই জানিয়া, তাহার মোহরের গন্ধে সিপাহীগুলা তাহার ঘর লুটিতে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি, যেখানে যা পাইল পাথর, ইট, কাঠ দরজায় চাপা দিতে আরম্ভ করিল। এদিকে কোলাহলে রাজ-অন্তঃপুর পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে। জুনিয়ার মা দেখিল, রাজবাটীর ছাদে—রাজা, রাণী ও রাজকুমারী তিনজনেই উদগ্রীব হইয়া কি দেখিতেছেন।

বৃদ্ধার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। সে থলিয়া লইয়া ব্রাহ্মণের ঘরে প্রবেশ করিল। কবাট বন্ধ করিল। এবং মোহরের থলিয়া বুকে করিয়া, জীবনে প্রথম, স্বেচ্ছায় উপবাসব্রত গ্রহণ করিল।

মোহর কয়টী দিয়া, যথার্থই ব্রাহ্মণ প্রভুপরায়ণা পরিচারিকার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঘর হইতে বাহির হইয়াই রতন ভাবিলেন—"একবার দুষ্ট দেওয়ানকে দেখিয়া যাই।" এই স্থির করিয়া তিনি কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজের অধীনে আসিয়া অভ্যাগত সাহেবদিগের অভ্যর্থনাদির জন্য রাজা সাহেবী-ধরণে অট্টালিকাটী নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। এখন ইহার নিম্নে কাছারী হয়, উপরে আনন্দদেব পরিবার লইয়া বাস করেন। সাহেবদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র আবাস-স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। কাছারী বাড়ীর পূর্ব্বে কালাবাধ বলিয়া একটী প্রকাণ্ড দিঘী। তাহার পূর্ব্বে ঠিক কাছারী বাড়ীর পরপারে রামবাগ বলিয়া উদ্যান। তাহার মধ্যে সুনির্ম্মিত একখানি বাংলা। সাহেবেরা এখন সেই স্থানে আসিয়াই থাকেন।

কাছারী বাড়ীর পশ্চিমে প্রায় দুই রশী দূরে সুবর্ণরেখাতীরে রাজপ্রাসাদ। রতনের ঘরখানি রাজবাটীর সংলগ্ন একটী অনতিবৃহৎ উদ্যানের পশ্চাতে। তাঁহার ঘরের দিকের প্রাচীরে একটী দ্বার ছিল। রাজার সহিত সাক্ষাতের সময়, কিংবা কাছারী বাটীতে যাইবার সময় ব্রাহ্মণ সেই দ্বার দিয়া বাগান পার হইয়া যাইতেন। তখন কাছারী বাড়ী তাঁহার ঘরের অতি নিকটে ছিল। এখন কিন্তু তাহা অনেক দূর হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দদেব সেই দ্বারটী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পাছে তাঁহার অলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসে।

আজকাল তাঁহাকে সুবর্ণরেখার তীরস্থ পথ ধরিয়া কিছুদূর উত্তর মুখে যাইতে হইত। তার পর রামবাগ বেড়িয়া উদ্যান বাহিয়া কাছারী বাড়ী ও রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইতে হইত। পূর্ব্বে রতন অন্তঃপুরদ্বার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিতেন। এখন সিংহদ্বার ভিন্ন গৃহে প্রবেশের অন্য পথ ছিল না। সেখানে যে সমস্ত দ্বারবান ছিল, তাহারা আনন্দদেবের চরের কার্য্য করিত।

সুতরাং গত রাত্রিতে রতনের রাজবাটীতে আগমন ও বহুক্ষণ অবস্থান রাত্রি মধ্যেই আনন্দদেবের কাণে উঠিয়াছে। আনন্দদেব আরও শুনিয়াছেন, একটা থলিয়ার মধ্যে কি জানি কি দ্রব্য লইয়া, রতন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

চিন্তায় সমস্ত রাত্রি আনন্দদেবের নিদ্রা হয় নাই। ব্রাহ্মণকে ভয় করিলেও আনন্দদেব মনে মনেও তাহাকে ঘৃণা করিতে সাহস করিতেন না। ব্রাহ্মণের নিস্পৃহতা তাঁহার অবিদিত ছিল না। প্রয়োজন সাধনের জন্য তিনি নিজেই কতবার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। বহু অর্থে ব্রাহ্মণকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টায় ফল হয় নাই। সেই ব্রাহ্মণ থলিয়া করিয়া আনিল কি? সম্ভবতঃ মুদ্রা। মুদ্রার বৈদ্যুতিক শক্তি আনন্দদেবের অপরিজ্ঞাত ছিল না। আনন্দদেব জানিতেন, যে মুদ্রার সহায়তায়, ভিখারী হইয়াও তিনি আজ রাজার তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মুদ্রার সাহায্যে বুদ্ধিমান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ না করিতে পারে কি? বিশেষতঃ অগ্রে কোনও সংবাদ না দিয়া রাঁচি হইতে জয়েন্ট সাহেব একজন বন্ধু লইয়া, গতরাত্রে অনন্তপুরে আসিয়াছেন। অবশ্য চরের সাহায্যে আনন্দদেব জানিয়াছেন যে, সাহেবদের সহিত রতনের সাক্ষাৎ হয় নাই। তথাপি দেওয়ান বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায় সমস্ত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিয়াছেন।

শেষরাত্রে যখন মুকুন্দ আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, সাহেবেরা মৃগয়ার জন্য অনন্তপুরে আসিয়াছে, তখন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেওয়ান একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। তন্দ্রাটী আসিয়াছে, এমন সময় বাহিরে একটা বিষম কোলাহল তাঁহার আগমনোন্মুখী নিদ্রাকে একেবারে বৈতরণী পার করিয়া দিল।

সভয়ে আনন্দ শয্যা ত্যাগ করিলেন। কোলাহলের কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া জানালার কাছে ছুটিলেন। কিছু দেখিতে পাইলেন না। মুকুন্দকে ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না। পর প্রকোষ্ঠে যাইয়া মুকুন্দের সন্ধান করিলেন। দেখিলেন, মুকুন্দ নাই প্রাণপণ চীৎকারে ভৃত্যদের ডাকিলেন। কোন ভৃত্য উত্তর দিল না। কোলাহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আনন্দদেবের বোধ হইল অনন্তপুরের গগন কি যেন এক অলৌকিক ভীম নাদে আলোড়িত হইতেছে। তিনি পুনরায় জানালার নিকটে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন, জনস্রোত স্বর্ণরেখার তীরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। ভয়ে তিনি জানালা বন্ধ করিলেন। দ্বারের কবাট বন্ধ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় স্ত্রী ও পুত্রবধূ অন্তঃপুর হইতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল।

স্ত্রীকে তদবস্থায় দেখিয়া সভয়ে আনন্দদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি!"

স্ত্রী বলিল—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মুকুন্দ বুঝি নাই।"

পুত্রবধূ জানকী সকরুণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

স্ত্রী আবার বলিল—ব্রাহ্মণ রতন তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

মূর্চ্ছিতপ্রায় আনন্দদেব ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। সহসা একজন ভৃত্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ভূপতিত প্রভুকে দেখিয়াই, সত্বর তাঁহাকে স্থানত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল—"এখনি ঘর ছাড়িয়া পালান। নইলে প্রাণে বাঁচিবেন না। ব্রাহ্মণ এই দিকেই আসিতেছে।"

মৃত্যুর আশঙ্কায় দেওয়ান তখনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুকে সাবধান করিয়া ভৃত্যও ফিরিয়া চলিল। একবার মাত্র আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুকুন্দ?"

ভৃত্য। সাহেবেরা তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।

সংবাদ দিয়াই আত্মরক্ষার্থ সে দ্রুতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে বাহিরের কোলাহল কাছারী বাড়ীর ভিতরে আসিয়াছে। আনন্দ পত্নীকে বলিলেন —"ব্যাপার বুঝিতেছ না? পালাও।"

আনন্দপত্নী পুত্রবধূর হস্ত ধরিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে ছুটিল। বিপদে জ্ঞানশূন্যা, স্বামীর ভবিষ্যৎ ভাবিবার আর অবকাশ পাইল না।

আনন্দদেবের বোধ হইল, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য যেন চারিদিক হইতে নরঘাতক তাঁহার গৃহাবরোধ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় পলায়ন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাহির হইবার জন্য ঘরের চৌকাটে যেই পা দিয়াছেন, অমনি সোপানে অসংখ্য পদশব্দ শ্রুত হইল। তাঁহার হস্তপদ অবশ হইয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন, বাহির হইলেই নরঘাতকের সম্মুখে পড়িব। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি পর্য্যঙ্কতলে আত্মগোপনের উদ্যোগ করিলেন। বিপদে আত্মহারা—দ্বাররোধ কার্য্যটা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আসিল না।

বিভীষিকায়, ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আনন্দ নিজের শারীরিক অবস্থার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেহ বহুকাল হইতে কতকগুলা অপ্রয়োজনীয় মাংসরাশির অপ্রীতিকর ভার বহন করিয়া আসিতেছে। ভুলিয়া গিয়াছেন, যে এই অযথা-সঞ্চিত মাংসরাশি তাঁহার দেহের সর্ব্বাংশে সমানুপাতে বিন্যস্ত ছিল না,—কোথাও বা অল্প কোথাও বা অধিক ছিল। এটাও বুঝিতে পারেন নাই, তলদেশে প্রবেশ মুখে পর্য্যঙ্ক তাহার অনধিকার প্রবেশের ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ।

যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ পর্য্যঙ্ক, তলে অতি আগ্রহে প্রবেশ করিতে গিয়া, আনন্দদেবের সেই বিশাল অঙ্গ মধ্যভাগে আবদ্ধ হইয়া গেল। মস্তক ও স্কন্ধের কিয়দংশ পর্য্যঙ্কের নিম্নে স্থান পাইল। অঙ্গের অবশিষ্টাংশ বাহিরে পড়িয়া রহিল।

নিরুপায় আনন্দদেব, কুক্কুরতাড়িত মৃতপ্রায় ক্লান্ত শশকের ন্যায়, অর্দ্ধ-লুক্কাইত দেহে চক্ষু মুদিয়া আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সাহেব দুইজনের মধ্যে যিনি রাঁচির জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার নাম হারলি, সহচরের নাম ব্রাউন। হারলি পাঁচ বৎসর এদেশে আসিয়াছেন, ব্রাউন নবাগত। তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয়। বিলাতের জনৈক লর্ডের ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী। তাঁহার পিতৃব্য সে সময় ছোটনাগপুরের কমিশনর। হিন্দুস্থান দেখিবার অভিলাষে অতি অল্পদিন হইল তিনি এদেশে আসিয়াছেন। আসিয়া পিতৃব্যের গৃহেই অতিথি হইয়াছেন। মৃগয়াব্যপদেশে হারলির সহিত তাঁহার অনন্তপুরে আগমন।

যে সময় রতন গৃহত্যাগ করিয়া কাছারী বাড়ীতে আসিতেছিলেন, তাহার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই ব্রাউন শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। হারলি তখনও নিদ্রিত।

ব্রাউন শয্যাত্যাগ করিয়া বাংলাসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন; সেইস্থান হইতে সুবর্ণরেখাতীর পর্য্যন্ত একটী বিশাল তৃণ প্রান্তর। মাঝে কেবল একটী প্রকাণ্ড বটগাছ।

সুবর্ণরেখার পরপারে, অনন্তপুর হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে একটী অনতিউন্নত অধিত্যকা ভূমি হইতে জনার সেই বহুযোজনব্যাপী জঙ্গলের আরম্ভ। ছোটবড় শালগাছ বুকে লইয়া, স্তরে

স্তরে উন্নত সেই বিশাল অরণ্য, স্থিরতরঙ্গবক্ষ মহাসিন্ধুর ন্যায় অনন্ত আকাশ নীলিমাকে আলিঙ্গন করিতেছিল। মাঝে মাঝে দুই চারিটী পাহাড় নোঙ্গরে আবদ্ধ ধূসরবর্ণ জাহাজের ন্যায় সেই শ্যাম সমুদ্রে ভাসিতেছিল। বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রাউন সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মহান অরণ্যের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এমন সময়ে রতন সুবর্ণরেখার তীরভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মাথায় উষ্ণীষ গায়ে বেনিয়ান, পরিধান মালকোচা করা ধুতি, পায়ে নাগরাজুতা, এবং হস্তে তৈল-নিষেকোজ্জ্বল-লোহিতাভ বংশযষ্টি। বহুদিন হিন্দুস্থানীদের সংশ্রবে থাকিয়া তাঁহার আচার ব্যবহার অনেকটা তাহাদেরই মতন হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। ঘরে থাকিলেও তিনি কখন মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন না।

প্রান্তরে আসিয়াই রতন সর্ব্বাগ্রে বটবৃক্ষের সমীপস্থ হইলেন, এবং তাহার একটী ভূমিলগ্ন শাখায় কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম, কাপড়ের পুঁটুলি ও লাঠি গাছটী রক্ষা করিলেন, এবং রিক্তহস্তে কালাবাঁধের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাছারী বাড়ীতে যাইতে হইলে, বরাবর পূর্ব্বমুখে সরোবরের তীর ধরিয়া বাংলাকে পশ্চাতে রাখিয়া আবার তাঁহাকে পশ্চিম মুখী হইতে হইবে।

পূর্ব্বমুখে ফিরিতে রতনের মুখে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ পতিত হইল। তাঁহার কথিত কাঞ্চনোজ্জ্বল বর্ণ বয়সের আধিক্যে গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিশাল বক্ষ, অত্যুন্নত দেহ, সৌম্য ও ধীরতাব্যঞ্জক মুখশ্রী, পক্বকেশ-মণ্ডিত শুভ্র মস্তক মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রাউনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রান্তরপথে চলিতে চলিতে মন্থরগামী বৃদ্ধ, সুশুভ্র পরিচ্ছদে তরুণ কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় গতিশীল কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

জনার জঙ্গলের শোভা দেখিতে দেখিতে ব্রাউনের ভাবরাজ্যে একটা তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। অরণ্যের বিশালতায় আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া, তন্ময় যুবক সেই দূরদেশ হইতেই ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় আত্মবিস্মৃতির সুখে মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইতেছিলেন। জীবনটা তাঁহার স্বপ্নকুহেলিকাবৃত ফুলরাশির ন্যায় তাঁহার মনশ্চক্ষুর উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে রতনের দিব্যমূর্ত্তি, একাধার-নিবিষ্ট পুষ্পগুচ্ছের ন্যায়, তাঁহার স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টির উপর সহসা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ব্রাউনের বোধ হইল, যেন পশ্চিমাকাশ হইতে ভূতলাবতীর্ণ প্রভাতারুণস্নাত দেবদূত প্রান্তরে বিচরণ করিতেছে। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তিনি হারলিকে ডাকিলেন। হারলি তখনও ঘুমাইতেছিলেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে তিনি এজলাসে বসিয়া এক বৃদ্ধ বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে, শুদ্ধমাত্র বলিষ্ঠতার অপরাধে, কিছু কালের জন্য শ্রীঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময় সহচরের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

চোখ মুছিতে মুছিতে হারলি বাহিরে আসিলে, ব্রাউন তাহাকে ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেবদূত দেখিয়াছ ?"

দেবদূত দেখিয়াই হারলি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।—বলিলেন—"কিছুদিন এদেশে থাকিয়া এ স্থানের জলবায়ুতে অভ্যস্ত হইয়া 'নেটিভ' দেখিবার চক্ষু প্রস্তুত কর। তারপর উহার পানে চাহিও। দেখিবে উহার মূর্ত্তি কত কুৎসিৎ!"

ব্রাউন এ সকল কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন—"চক্ষুর কি অবস্থা হইলে এরূপ সুন্দর কুৎসিত দেখায় ?"

এদিকে দীঘীর পাড়ের আড়ালে পড়িয়া, রতন সাহেবদিগের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাউনের হাত ধরিয়া হারলি তাঁহাকে বাংলোর ভিতর লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে ব্রাউন একবার ফিরিলেন—ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন না। হারলির কথায় তাঁহার মনটা বড়ই বিষন্ন হইয়া গেল। তথাপি ব্রাহ্মণ যে ছবি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেটী আর বিলুপ্ত হইল না।

এদিকে রতন ধীরে ধীরে কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। মুকুন্দও সেইপথ দিয়া সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল। আসিতে আসিতে সম্মুখে দেখিল রতন। মুকুন্দের মুখ শুকাইয়া গেল। দেওয়ানের কথা জানিবার জন্য রতন তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন।

এমনি সময়ে চারিজন সিপাহী কাছারীর কাজে সেই পথ ধরিয়া কোথায় যাইতেছিল। দেখিল মনিবের সম্মুখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রতন। কৌতূহল পরবশ হইয়া তাহারা উভয়ের নিকটে আসিল। প্রত্যেকেরই হস্তে একগাছি করিয়া দীর্ঘ যষ্টি ছিল। যষ্টি স্কন্ধস্থ করিয়া তাহারা মুকুন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

সিপাহিদের দেখিয়া মুকুন্দের সাহস ফিরিল। ভাবিল—"ব্রাহ্মণকে নিজের শক্তি দেখাইবার এই একটী শুভ অবকাশ। ব্রাহ্মণ কথায় কথায় আমার ও আমার পিতার অপমান করিত। আমিই বা এই অবকাশ ছাড়িব কেন?" ব্রাহ্মণ সমীপস্থ হইবামাত্র রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাও?" রতনের সম্মুখে মাথা তুলিয়া মুকুন্দ জীবনে এই প্রথম কথা কহিল।

স্বরের রুক্ষতায় রতন বিরক্ত হইলেন। তথাপি সাবধানে মনোভাব গোপন করিয়া উত্তর দিলেন—"তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

মুকুন্দ পূর্ব্ববৎ রুক্ষস্বরে রতনকে বুঝাইল, তাহার পিতার ন্যায় মাননীয় ব্যক্তির সহিত, রতনের ন্যায় দরিদ্র ভিক্ষুকের সাক্ষাতের অভিলাষ ধৃষ্টতা। মুকুন্দের বড়ই ধৈর্য্য যে, বৃদ্ধের ধৃষ্টতার শাস্তি না দিয়া, সে এখনও পর্য্যন্ত তাহার অসঙ্গত জনোচিত মূর্ত্তি সম্মুখে অবস্থিত থাকিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছে। রুক্ষতর স্বরে মুকুন্দ বৃদ্ধকে স্থানত্যাগ করিতে আদেশ করিল।

সিপাহীগণও বৃদ্ধের আগমন প্রভুর অপ্রীতিকর বুঝিয়া, তাহাকে গমনে বিরত করিতে অগ্রসর হইল। ইহাদের মধ্যে একজন রতনকে বহুকাল হইতে জানিত। অপর তিনজন নবাগত। তাহারা একেবারে রতনের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, এরূপ করিলে বৃদ্ধ ভয়ে আপনা হইতেই স্থানত্যাগ করিবে।

রতন কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইতে আসেন নাই। সুতরাং মুকুন্দের রূঢ় আদেশবাক্য ও সিপাহীদিগের ধৃষ্টতা কার্য্যকর হইল না। বৃদ্ধ বরং মুকুন্দের দিকে অগ্রসর হইবার ভাব দেখাইল।

পরিচিত সিপাহী ভাবিল, গতিক ভাল নয়। অপর সিপাহীরা স্থির করিল, বৃদ্ধ উন্মাদ। মুকুন্দ বুঝিল, ব্রাহ্মণ কি একটা কাণ্ড করিতে আসিয়াছে। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল—"বৃদ্ধ, যদি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে এই দণ্ডেই স্থান ত্যাগ কর।"

রতন দেখিলেন মিষ্টবাক্যে কার্য্য হইবে না, তাহাতে বৃথা সময় নষ্ট। অগ্রসর হইয়া তিনি একেবারে মুকুন্দকে ধরিয়া ফেলিলেন। সিপাহীগণ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল।

রতন তাহাদের চীৎকার কাণে তুলিলেন না। একজন সিপাহী ছুটিয়া রতনকে ধরিল। রতন ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগে মুকুন্দকে দাঁড় করাইয়া, ঈষৎ গম্ভীর-

স্বরে বলিলেন—"মূর্খ! স্থানত্যাগ করিবার জন্ম আমি সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এতটা পথ আসি নাই। তুমি যদি মঙ্গল চাও,—তোমার পিতা যদি মঙ্গল চায়, তাহা হইলে আমাকে তাহার কাছে লইয়া চল।"

তখন মুকুন্দ প্রকৃতিস্থ হইল। রতনের প্রকৃত মূর্ত্তি তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়, বাগ্‌রহিত মুকুন্দ কাতর নেত্রে প্রহরীদিগের পানে চাহিল। প্রভুকে অপমানিত দেখিয়া সিপাহীগুলা রতনকে আক্রমণ করিল; এবং বিনা প্রার্থনায় তাঁহার সহিত নানাবিধ কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে সবলে আকর্ষণ করিল—মুকুন্দের হস্ত হইতে তাঁহার হস্ত মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল।

চেষ্টায় ফল হইল না। সিপাহীগুলার বোধ হইল, মানুষ ধরিতে গিয়া তাহারা নরদেহধারী কি এক প্রস্তরবৎ কঠিন পদার্থে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। অতি আকর্ষণেও তাহারা ব্রাহ্মণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। মুকুন্দেরও মুক্তিলাভ হইল না। বিস্ময়ে তিনজনে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। রতনের পরিচিত সিপাহী দূরে দাঁড়াইয়া প্রমাদ গণিতেছিল।

প্রাণপণে মুকুন্দ চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতে অনেক সিপাহী কালাবাঁধের তীরে উপস্থিত হইয়াছিল। পরপার হইতে তাহারা মুকুন্দের চীৎকার শুনিল, শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সকলে মুকুন্দের রক্ষার্থে ছুটিল।

চীৎকার সাহেবদিগেরও কাণে পঁহুছিয়াছে। কারণ নির্দ্ধারণের জন্ম তাঁহারাও বাংলার বাহিরে আসিয়াছেন। সাহেবদের দেখিয়া মুকুন্দ চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। বলিল—"সাহেব! দস্যুর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রতন পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, দুইজন সাহেব। সম্মুখে দেখিলেন, দলে দলে সিপাহী মুকুন্দের উদ্ধারার্থ ছুটিয়া আসিতেছে; পরিণাম বুঝিতে ব্রাহ্মণের বাকী রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "করিলাম কি? নারায়ণীর উপকার করিতে গিয়া, তাহার অধিকতর অনিষ্ট করিয়া বসিলাম!" বুঝিলেন, কার্য্য নিষ্পন্ন হওয়া সুদূরপরাহত। এত লোকের বাধা অতিক্রম করিয়া, আনন্দদেবের সমীপস্থ হওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত। পরন্তু মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলে তাঁহাকে বন্দী হইতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নয় বুঝিয়া, রতন মুকুন্দের হাত ছাড়িয়া দিলেন। প্রহরীগুলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে বলিলেন।

কথা শেষ করিতে তাহারা ব্রাহ্মণকে অবকাশ দিল না। প্রভুপুত্রকে ছাড়িতে দেখিয়াই, ব্রাহ্মণের চপেটাঘাতের মধুরত্ব তাহাদের অঙ্গের পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর হইবে না বুঝিয়া, তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। মুকুন্দও সাহেবদিগের আশ্রয় গ্রহণের অভিলাষে সেস্থান হইতে ছুটিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। তখন যুবক মৃতবৎ হইয়াছিল। তাহার অঙ্গে শিথিলতা আসিয়াছিল, পদদ্বয় ঘনঘন কম্পিত হইতেছিল সুতরাং ইচ্ছাসত্ত্বেও মুকুন্দ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। রতন তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া আবার তাহাকে ধরিলেন বলিলেন, "ভয় নাই আমা হইতে বিন্দুমাত্র অনিষ্টের আশঙ্কা করিও না। তবে আমি যা বলি

শুন। কি নিমিত্ত তোমার পিতার কাছে চলিয়াছি, তোমাকেই বলিতেছি।"

কথা মুকুন্দের কাণে পৌঁছিল না। সে কেবল সাহেব দুইজনের আগমন প্রত্যাশায় তাঁহাদের দিকে চাহিয়াছিল। তাঁহারাও মুকুন্দকে বিপন্ন বুঝিয়া তাহার দিকে আসিতেছিল। রতনের কথা শেষ হইতে না হইতে, হার্লি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হার্লিকে সমীপস্থ দেখিয়াই, মুকুন্দ পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিল, "সাহেব আমাকে রক্ষা কর।" প্রহরিগণ সেলাম করিতে করিতে সরিয়া সাহেবকে পথ দিল। রতনও সাহেবকে দেখিবার জন্য পশ্চাতে ফিরিয়াছেন, অমনি হার্লির বজ্রমুষ্টি দ্বারা নাসিকা দেশে বিষম প্রহৃত হইলেন। দেখিতে দেখিতে শোণিতস্রোতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখ প্লাবিত হইয়া গেল। বিষম আঘাতে ব্রাহ্মণ চারিদিক অন্ধকারময় দেখিলেন। নাসিকায় হস্ত দিয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

অবকাশ পাইয়া, মুকুন্দ উপাবিষ্ট ও অবনত মস্তক ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে দুই চারিটা মুষ্টি প্রহার করিয়া অপমানের শোধ লইল। প্রহরীগুলাও ব্রাহ্মণকে ধরিয়া ফেলিল। কালাবাঁধের অপর পার হইতে অনেক সিপাহীও ইতোমধ্যে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

হার্লি মুকুন্দকে বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দের উত্তরে বুঝিলেন, বৃদ্ধ পাগল রাজার সঙ্গী। বৃদ্ধ সম্বন্ধে বুঝিতে তখন আর তাঁহার কিছু বাকী রহিল না। ইতোমধ্যে ব্রাউন তথায় উপস্থিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে হার্লি, সহচরকে তাঁহার প্রিয় দেবদূতের মানসিক বিকারের কথা বিবৃত করিলেন। এবং তাঁহাকে 'দেব দূতের' দুই একটী কথা শুনাইবার জন্য, ও পাগল রাজার সঙ্গীর পাগলামির পরিণাম কত, এ বিষয়েরও একটা মীমাংসা করিবার জন্য, মধুর আত্মীয়তাজ্ঞাপক বাক্যবিন্যাসে ও মধুরতর পদ-প্রহারে বৃদ্ধকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন।

এরূপ সদ্ব্যবহার ব্রাউনের প্রীতিকর হইল না। বৃদ্ধ পাগল, একথা শুনিয়াও তৎপ্রতি তাঁহার প্রীতির হ্রাস হইল না। ব্রাহ্মণের নাসিকাক্রান্ত রক্তে প্রায় বর্গগজ পরিমিত ভূমি সিক্ত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাউন দুঃখিত হইলেন। হার্লিকে বলিলেন, "আর কেন বৃদ্ধকে প্রহার কর। বৃদ্ধের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে।" ব্রাউনের কথায় হার্লি ব্রাহ্মণকে আর প্রহার করিলেন না। তবে মনে মনে স্থির করিলেন, বৃদ্ধের পাগলামীর শাস্তি দিতে হইবে। সিপাহীদের ডাকিলেন, তাহারা নিকটে আসিলে বৃদ্ধকে বাঁধিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন, "বৃদ্ধকে বাঁধিয়া বাঁচি লইয়া যাও। আমি যখন শীকার করিয়া সদরে ফিরিব, তখন বৃদ্ধের অপরাধের বিচার করিব।"

একজন সিপাহী ব্রাহ্মণকে বাঁধিবার জন্য দড়ীর চেষ্টায় চলিল। অপরে ব্রাহ্মণকে আগু-লিয়া রহিল। আর আপনা আপনির ভিতর যে যার পরাক্রমের প্রশংসা আরম্ভ করিল। যে তিন জন প্রথমে ব্রাহ্মণকে বাধা দিতে গিয়া পরাভূত হইয়াছিল, তাহারা কেবল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। রতনকে শিক্ষা দিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কোনমতেই তাহারা প্রয়োগ করিতে পারে নাই। রতন ব্রাহ্মণ বলিয়া, বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে সে শক্তির চতুর্থাংশ খরচ করিতে হইয়াছে।

ব্রাউন দেশীয় ভাষা বুঝিতেন না। সুতরাং সিপাহীগুলার সহিত হার্লির কথা শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিতেছ ?"

হারলি। বৃদ্ধকে বাঁচি লইয়া যাইতে আদেশ করিতেছি।

ব্রাউন। কেন?

হারলি। চক্ষের উপর অপরাধ দেখিলাম। বিচার করিয়া শাস্তি দিব।

ব্রাউন। বিনা বিচারে শাস্তি দিয়াও কি তৃপ্তি হইল না?

হারলি। একি শাস্তি? এত শিক্ষা—পাগলের ঔষধ।

ব্রাউন। স্বদেশে তোমার এরূপ ঔষধের প্রয়োগ দেখিলে, আমার বিশ্বাস, জনসাধারণ বৃদ্ধকে ছাড়িয়া তোমাকে একটা গারদে পুরিয়া রাখিত।

কথা শুনিয়া হারলির মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, অনুগ্রহ করিয়া শাসন-ব্যাপারে কোনও কথা কহিও না। উষ্ণ প্রধান দেশ,—ব্রিটেন নয়।

ব্রাউন। তা বোধ হয় আমিও জানি। কিন্তু উষ্ণ-প্রধান দেশে আসিলে, ব্রিটেন সন্তানের মস্তিষ্ক এত উষ্ণ হয়, তা জানিতাম না।

হারলি কোন উত্তর দিলেন না। তবে ব্রাউনের কথায় তাঁহার বড়ই বিরক্তি হইল; মনে মনে সহচরের উপর তাঁহার ঘৃণা জন্মিল। হারলি ভাবিলেন, এ পুরুষ-বেশী স্ত্রীলোকটা হইতে জগতের কি কার্য্য হইতে পারে?

ব্রাউনও আর দাঁড়াইলেন না। এক অসহায় বৃদ্ধের উপর এত অত্যাচার, তাঁহার দেখা সহিল না। ধীরে ধীরে তিনি বাংলার দিকে ফিরিতে লাগিলেন।

রতন এতক্ষণ অধোমুখেই বসিয়া ছিলেন। নাসিকা হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছিল। তিনি যথাসম্ভব সেই রক্তরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন।

রক্ত পড়া কতক বন্ধ হইলে, পাগড়ীর খানিকটা খুলিয়া তাহারই প্রান্তভাগ দিয়া মুখ মুছিলেন। প্রান্তভাগ আবার মাথায় জড়াইলেন। কাছে দাঁড়াইয়া সিপাহীগুলা তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। ইত্যবসরে সাহেব ও মুকুন্দে আবার কথা চলিতেছিল।

মুকুন্দ সাহেবকে বুঝাইতেছিল যে, বৃদ্ধ তাহার পিতাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, ইংরাজের হস্তে বীরচন্দ্রের জমীদারীর ভার আসিবার কারণ, একমাত্র তাহার পিতা। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছিল, আনন্দদেবই রাজাকে পাগল করিয়াছে। তার পর, তাঁর হাত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া ইংরাজকে দিয়াছে। সেইজন্য ব্রাহ্মণ তার পিতাকে হত্যা করিবার জন্য প্রতিদিন ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রতিদিন সুযোগ সন্ধান করে।

মুকুন্দ বলিতেছিল, হারলি শুনিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, এরূপ লোককে অন্তঃপুর হইতে দূর করা হয় নাই কেন? রাজার সঙ্গে ব্রাহ্মণের কোনও সম্পর্ক নাই। এখানে তার ঘর নাই, পরিবার নাই। এরূপ লোকের অন্তঃপুরে অবস্থানের উপযোগিতা তিনি কিছু দেখিতে পাইলেন না। তাই তিনি মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরূপ লোককে অন্তঃপুর হইতে দূর করা হয় নাই কেন?"

মুকুন্দ কৌশলে বুঝাইল, শুধু বড় সাহেবের অসন্তুষ্টির ভয়ে কেহ বৃদ্ধকে কিছু বলিতে পারে না। সকলেই তাই নীরবে তাহার অত্যাচার সহ্য করে। রাজার অনুরোধে, বড় সাহেব বৃদ্ধকে অন্তঃপুরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। এখন তাঁহার আশ্বাস পাইলেই, পিতা ও পুত্রে নিশ্চিন্ত হয়।

হারলি আশ্বাস দিলেন। বলিলেন, প্রথম কিছুদিনত বৃদ্ধকে শ্রীঘরে রাখি। তারপর অন্য ব্যবস্থা।

আনন্দের আবেগ মুকুন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে সাহেবকে যত পারিল, ধন্যবাদ জানাইল। এবং এরূপ কার্য্যে যে একটা মহৎ ফল আছে, আর অনন্তপুরের রাজপ্রতিনিধিরূপী আনন্দদেবের হস্তেই যে, সে ফলের অস্তিত্ব, এটাও সে সাহেবকে বুঝাইতে ছাড়িল না।

সাহেব রতনকে উঠিতে আদেশ করিলেন। তিনি আপনিই উঠিতেছিলেন, সুতরাং সাহেবের আদেশের আর অপেক্ষা রহিল না। নবাগত সিপাহীদিগের মধ্যে দুই চারি জন তাঁহাকে ধরিল। অপরে লাঠি ধরিয়া ঘেরিয়া রহিল। যে ব্যক্তি দড়ী আনিতে গিয়াছিল, সেও ফিরিয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ মাথা তুলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ক্রোধোল্লসিত সাহেব। পার্শ্বে মুকুন্দ, চারিধারে সিপাহী।

একবার ঘাড় ফিরাইয়া, তিনি সিপাহী-গুলাকে দেখিয়া লইলেন। দুই এক জন পরিচিত সিপাহী মাথা হেঁট করিল। অপরিচিতের মধ্যে কেহ করিল, কেহ করিল না। যে করিল না সে কেবল লাঠি কাঁধে করিয়া বুক ফুলাইয়া খাড়া হইতে জানে। লাঠি খেলিতে জানে না। যাহারা খেলোয়াড় তাহারা মাথা তুলিয়া রাখিতে পারিল না। ব্রাহ্মণের প্রখর দৃষ্টিতে তাহার আপনাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কৃত বোধ করিল। দড়ী লইয়া যে বাঁধিতে আসিতেছিল, সে সহসা দাঁড়াইয়া গেল। যাহারা তাঁহাকে ধরিয়াছিল, তাহারা ব্রাহ্মণের চক্ষু দেখে নাই। দেখিলে কি করিত বলা যায় না।

মুকুন্দের কিন্তু বিলম্ব সহিতেছিল না। ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ দেখিতে পাইলেই সে নিশ্চিন্ত হয়। দড়ী হাতে লোকটাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া [illegible] করিল। বৃথা বিলম্ব দেখিয়া হারলি বিরক্ত হইলেন। এবং বৃদ্ধকে বন্দী করিবার জন্য রুক্ষস্বরে আদেশ করিলেন। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বৃদ্ধের বন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

ব্রাহ্মণ আর একবার সাহেবের মুখ পানে চাহিলেন। একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া হারলি বলিলেন,—"বৃদ্ধ পাগল! মুখপানে কি দেখিতেছ? মনে মনে বড়ই রাগ হইতেছে, না?

রতন। যদিই হয়, তাহাতে আমার কি অপরাধ আছে, সাহেব?

হারলি। বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, আমাকে কোন রকমে শাস্তি দাও।

রতন। এক একবার হইতেছে, এক একবার হইতেছে না।

হারলি। ইচ্ছা হইলে কি হইবে? আমি ত আর দুর্ব্বল ছাতুখোর নই।

রতন। ইচ্ছা হইলে খুবই হয়। এক একবার মনে করিতেছি বিনাপরাধে প্রহার খাইয়া চুপ করিয়া থাকিব? আবার ভাবিতেছি, অদৃষ্ট!

একটা সিপাহী রতনের হাত টানিতে লাগিল, দড়ী দিয়া সে হাত বাঁধিবে। রতন বলিলেন, "ক্ষণেক অপেক্ষা কর।" তথাপি সে হাত টানিতে লাগিল, রতন তাহার হাত ধরিলেন। সিপাহী বুঝিল, অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

রতন বলিতে লাগিলেন,—"ভাবিতেছি, অদৃষ্ট। অদৃষ্টে আমার অপমান ছিল। নতুবা, চলিয়াছি আনন্দদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, পথে তোমার মার খাইব কেন?"

হারলি। আনন্দদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

রতন। এই ছোকরা তোমাকে বুঝাইয়াছে বুঝি ?

রতন ও সাহেবের দৃষ্টি যুগপৎ মুকুন্দের উপর পড়িল। মুকুন্দের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সাহেব বুঝিলেন, মুকুন্দ ভীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছে। তাহাকে অভয় দিবার জন্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"যে বুঝাক্, তোমাকে রাঁচি যাইতে হইবে।"

রতন। কেন ?

হারলি। অনন্তপুরে তোমার আর থাকা চলিবে না।

রতন। সে আমিও বুঝিয়াছি। অনন্তপুর ত্যাগ করিব বলিয়াই বাটীর বাহির হইয়াছি। যাইবার পূর্ব্বে রাজকুমারীর জন্য দুইটা কথা বলিতে আনন্দদেবের কাছে চলিয়াছিলাম। তার ফল পাইয়াছি। আর বলিতে ইচ্ছা নাই। সাহেব আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি অনন্তপুর ছাড়িয়া চলিয়া যাই।

হারলি। অমনি ছাড়িতে ইচ্ছা নাই। রাঁচিতে লইয়া, তোমার সহিত দিন কয়েক আমোদ করিব, তারপর ছাড়িয়া দিব।

রতন বুঝিলেন সাহেব রহস্য করিতেছে। রাঁচিতে লইয়া শাস্তি দিবে! হয় ত কারাগারে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিয়া উত্তর করিলেন "রাঁচিতে না লইয়া ছাড়িবে না ?"

হারলি। এমন প্রিয় বস্তুটী পাইয়াছি, কেমন করিয়া ছাড়ি ?

রতন। আমি রাঁচি যাইব না।

হারলি। অবশ্যই যাইতে হইবে।

রতন। এমন ক্ষমতাবান ত দেখি নাই, যে রতনকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে লইয়া যায়।

রতন। তুমি ? যে বিনাপরাধে একজন বৃদ্ধের গাত্রে চুরি করিয়া হস্তক্ষেপ করিতে পারে! আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করান, সে বানরের কর্ম্ম নয়।

মুকুন্দের সম্মুখে, সিপাহীদের সম্মুখে অপমানিত হইয়া হারলি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেলেন। কুটুম্বিতাজ্ঞাপক দুই চারিটা মধুর বাক্যে ব্রাহ্মণকে আপ্যায়িত করিয়া, তাঁহার অঙ্গে পদ প্রহার করিলেন।

বারংবার অপমান রতনের সহ্য হইল না। মুহূর্ত্তে তাঁহার ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ভগ্নলাঙ্গুল সিংহের ন্যায় ব্রাহ্মণ এক ভীষণ হুঙ্কার প্রদান করিলেন। কাছারি-বাড়ী ও রাজপ্রাসাদে প্রতিহত হইয়া সে হুঙ্কার সহস্র প্রতিধ্বনিতে প্রান্তর সমীরণ আলোড়িত করিয়া ফেলিল। সকলেই স্তম্ভিত !

হারলিও চমকিত। মনুষ্যের কণ্ঠ হইতে এরূপ ভীম হুঙ্কার আর কখনও তিনি শুনেন নাই। এতগুলা সিপাহীর মধ্যেও, তিনি আপনাকে নিঃসংশয় বোধ করিলেন। মুকুন্দ একবারে সাহেবের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

হুঙ্কারের পরেই, ব্রাহ্মণ একবার ভীমবেগে অঙ্গ সঞ্চালন করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রহরীগুলা ভারহীন তুলা-সমষ্টিবৎ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। ব্যাপার দেখিয়া সাহেব কতকটা হতভম্ব হইয়া গেলেন। বুঝিলেন, পলায়ন ভিন্ন জীবন রক্ষার অন্য উপায় নাই। কিন্তু এতগুলা লোকের সম্মুখে প্রাণ লইয়া পলায়ন, তাঁহার ন্যায় শক্তিমান পুরুষের অসম্ভব হইয়া উঠিল।

রতনও তাঁহাকে পুন প্রহারের অবকাশ দিলেন না। সাহেব কর্ত্তব্যস্থির করিবার

ধৃত হার্‌লি ভূতলপ্রোথিত দণ্ডবৎ নিশ্চল। তাঁহার হস্তপদ সঞ্চালনেরও শক্তি রহিল না।

সাহেবকে ধৃত দেখিয়া, মুকুন্দ চক্ষের নিমেষে পলাইল। পলাইবার কালে একজন ভৃত্যকে দেখিয়া বলিল, "আমার পিতাকে এই বেলা খবর দাও। তাঁর প্রাণ বাঁচাও।"

সাহেবকে বিপন্ন বুঝিয়া, সিপাহীরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া রতনকে আক্রমণ করিল। তিনি উচ্চ চীৎকারে তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তাহারা নিষেধ মানিল না। রতন এইবার লাঠীর অভাব অনুভব করিলেন। ভাবিলেন, লাঠী সঙ্গে না আনিয়া ভুল করিয়াছি! ইতোমধ্যে দুই চারি ঘা লাটী তাঁহার পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। তখন কাপুরুষ সিপাহীগুলাকে কিছু শিক্ষা দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল।

রতন সাহেবকে অভয় দিলেন। বলিলেন, আমা হইতে জীবনের কোনও আশঙ্কা করিও না। আমি নরঘাতী নই। আমি রাজকুমারীর দুঃখ তোমাকে কিছু বলিব। ক্ষণেক অপেক্ষা কর! এই কাপুরুষগুলাকে একজন নিরস্ত্র বৃদ্ধের পৃষ্ঠে আমি যষ্টি প্রহারের ফলটা দেখাইয়া দিই। যদি পুরুষত্বের অভিমান রাখ, স্থান ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া রতন সাহেবকে পরিত্যাগ করিলেন। সাহেবের অঙ্গে আঘাত লাগিবার ভয়ে, সিপাহীরা তাঁহাকে মনোমত প্রহার করিবার সুবিধা পাইতেছিল না। এইবারে পাইল। রতন ঊর্দ্ধশ্বাসে বটবৃক্ষাভিমুখে ছুটিলেন।

সিপাহীরা ভাবিল, বৃদ্ধ প্রাণভয়ে পলাইতেছে। তখন জয়োল্লাসে কোলাহল করিতে করিতে সকলে তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল। সকলের আগে, লাঠীহাতে সিপাহী। তৎপশ্চাৎ অপর সিপাহী। সকলের পশ্চাৎ জনতা। দুই চারি জন করিয়া, গ্রামের চতুর্দ্দিক হইতে পুরুষ স্ত্রী, বালক, বালিকা ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সকলেই কিন্তু রতনকে দেখিতে পাইতেছিল না। সকলে ব্যাপারটাও ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন সিপাহীদিগকে ছুটিতে দেখিয়া তাহারাও হৈ হৈ করিতে করিতে ছুটিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হুঙ্কার শব্দ ব্রাউনেরও কাণে পৌঁছিয়াছিল। তিনিও শব্দে চমকিত হইয়াছিলেন। এবং সহচরকে বিপন্ন বুঝিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে ছুটিয়া আসিতেছিলেন।

আসিতে আসিতে দেখিলেন, বৃদ্ধ পলাইতেছে। শুধু তাই নয়, অসংখ্যলোকে তাহার অনুসরণ করিতেছে। তিনি অনুমান করিলেন, বুঝি বৃদ্ধ হার্‌লিকে হত্যা করিয়াছে। অথবা বিষম আহত করিয়াছে। নতুবা এত লোক বৃদ্ধকে ধরিতে ছুটিবে কেন? বৃদ্ধের বেনিয়ানটীও নাসিকার রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাউনের সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল।

প্রথমেই তিনি হার্‌লির কাছে ছুটিয়া চলিলেন।—দেখিলেন অক্ষত দেহে হার্‌লি দণ্ডায়মান। তিনি বৃদ্ধ কর্ত্তৃক আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তর পাইলেন না।

তখন ব্রাউনের অন্যরূপ ধারণা হইল। তিনি বুঝিলেন, আর কিছু নয়, বৃদ্ধ কোন সুযোগ পাইয়া পলাইতেছে। সিপাহীরাও হার্‌লির আদেশে, তাহাকে বন্দী করিতে ছুটিয়াছে। ইহাও বুঝিলেন, অহঙ্কৃত হার্‌লি বৃদ্ধের কাছে অপমানিত হইয়াছে। তাই কথা কহিল না।

বৃদ্ধের পরিণাম দর্শনে কৌতুহলী,—তন্মুহূর্ত্তেই তিনি স্থানত্যাগ করিলেন।

হার্‌লি বৃদ্ধের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। বৃদ্ধের অমানুষিক বল তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিল! শক্তিমান বলিয়া হার্‌লির স্বদেশে একটা গৌরব আছে। ব্যায়াম-কৌশল ও মুষ্টিচালন প্রদর্শনে তিনি দেশে অনেকবার পুরস্কার পাইয়াছেন। আজ তাঁহার সেই বলগৌরবে আঘাত লাগিয়াছে।

হার্‌লি ভাবিতেছিলেন, একপ বৃদ্ধ কি 'পাগল'? যেরূপ বলে বৃদ্ধ তাঁহার হাত ধরিয়াছিল, ইচ্ছা করিলে চক্ষের নিমেষে সে হাত খানি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত! কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করে নাই। তাহার চক্ষে ক্রোধের সামান্য লক্ষণও দেখিতে পাই নাই। একপ বৃদ্ধকে পাগল ভাবিতে হার্‌লির আর সাহস হইল না। কথোপকথনে বৃদ্ধের মুখে হার্‌লি যে সব কথা শুনিলেন, তাহাও কি পাগলের কথা?

বিশেষতঃ, মুকুন্দের আচরণে তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। মুকুন্দকে রক্ষা করিতেই তাঁহার সেখানে আগমন। মুকুন্দের উদ্ধারার্থেই তিনি বৃদ্ধকে প্রহার করিয়াছেন! বৃদ্ধের মুখের একটা কথা শুনিবারও অবকাশ গ্রহণ করেন নাই! সহচরের নিকট অপমান লাঞ্ছনা সমস্তই মুকুন্দের জন্য। সেই মুকুন্দ তাঁহাকে বিপন্ন দেখিয়া পলাইল!

লজ্জা আসিয়া অহঙ্কারের স্থান অধিকার করিল। অনুতাপে হার্‌লির হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। মুকুন্দের উপর তাঁহার ঘৃণা জন্মিল। তাহার কিয়দংশ আনন্দদেবের উপরেও পতিত হইল।

বৃদ্ধের সঙ্গে কথোপকথনে হার্‌লি বুঝিয়াছেন, রাজকুমারীর কোন অভাব মোচনের জন্য বৃদ্ধ আনন্দদেবের কাছে আবেদন করিতে চলিয়াছিল। সেই জন্যই মুকুন্দের সহিত তাহার হইয়াছে। বৃদ্ধ প্রতিকারের পরিবর্তে প্রহা[র] উপহার পাইয়াছে।

চিন্তার জ্বালায় হার্‌লি ক্রমে অস্থির হই[য়া] পড়িলেন। বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া—মুকুন্দ আনন্দ, রাজকুমারী, রাজা, ইংরাজ, ইংরাজে[র] শাসননীতি প্রভৃতি শত চিন্তার বিভিন্নমুখ প্রখর [আ]বর্তে পড়িয়া তাঁহার মস্তিষ্কটা যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

তিনি অল্প দিন এখানে আসিয়াছেন। যদিও ইতোমধ্যে অনন্তপুরের সংবাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তথাপি তিনি সমস্ত বিষয়টা ভালরূ[প] বুঝিতে পারেন নাই। শুনিয়াছেন রাজা বিকৃত মস্তিষ্ক। সেই জন্য রাজ্যশাসন ভার তাঁহাদেরই উপর। আনন্দদেব তাঁহাদেরই মনোনীত দেওয়ান।

ইহার পূর্ব্বে দুই একবার তাঁহার অনন্তপুরে আসাও হইয়াছে। তিনি আনন্দদেবকে দেখিয়া[ছে]ন, তাঁহার পুত্র মুকুন্দকে দেখিয়াছেন। রাজাকেও দেখেন নাই, তৎসম্পর্কীয় অন্য কাহা[কে]ও দেখেন নাই। রাজবাটী দূর হইতে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভিতরে প্রবেশ করেন নাই।

রাজা, রাজকুমারী, এবং রাজ-সম্পর্কী[য়] সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহার প্রহেলিকাময় বো[ধ] হইল। তিনি চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আপনাকে একটা স্বপ্নময় কূলের সমীপস্থ অনুভ[ব] করিলেন। তিনি বৃদ্ধকে দেখিয়াছেন; একণে এই বৃদ্ধ যার সহচর, সেই রাজাকেও যেন তিনি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেই কূলে দাঁড়াইয়া রাজা, রাণী, রাজকুমারী, রাজ সহচর— সকলে হাত ধরাধরি করিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান সভ্যতা, প্রিয়চিকীর্ষা, সত্যাপিয়তা—এক একটা ফুটন্ত সৌরভময় ফুল, নিষ্ঠীবনাসক্ত করিয়া

দূর হইতে আবার একটা ভীষণ শব্দ আসিয়া হারলির চিন্তাস্রোতে বাধা দিল। তিনি মাথা তুলিয়া দেখিলেন, ব্রাউন একটা উচ্চভূমির উপর দাঁড়াইয়া কি যেন দেখিতে দেখিতে অতি আনন্দে করতালি দিতেছে।

তাঁহারও দেখিবার কৌতূহল হইল। তিনি সেই উচ্চস্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কঠোর-দুর্ভর-চিন্তামগ্ন হারলিকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাউন ব্রাহ্মণের পরিণাম দেখিতে ছুটিয়াছিলেন। কিছুদূর যাইয়া তিনি বুঝিলেন, বৃদ্ধের সমীপস্থ হওয়া এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। হারলির কাছে আসিতে ও সেখান হইতে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। তাই তিনি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ খুঁজিলেন। কালাবাদের এক অংশে একটী উচ্চ অৰ্দ্ধভগ্ন ইটের পাঁজা ছিল। মাটী চাপা পড়িয়া তৃণ গুল্মাদি জন্মিয়া সেটা একটী ছোট পাহাড়ের মত হইয়াছে। ব্রাউন থড়া বহিয়া তাহার উপরে উঠিলেন।

উঠিয়া তিনি দেখিলেন, বৃদ্ধ এখনও পর্য্যন্ত ছুটিতেছে। সিপাহীগুলাও সমভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। এখন যদিও ধরিতে পারে নাই, তথাপি ব্রাউনের বোধ হইল, বৃদ্ধের ধরা পড়িতে আর বড় বিলম্ব নাই। বৃদ্ধের বুদ্ধিহীনতায় তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হইল। বৃদ্ধ বটবৃক্ষাভিমুখে বা ছুটিতেছে কেন? সেখানে কে তাহাকে এত অধিক লোকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে? কোন লোকালয়ের উদ্দেশে ছুটিলে, বৃদ্ধের রক্ষা পাইবার অনেক সম্ভাবনা ছিল। তাহা করিল না দেখিয়া, ব্রাউন তাহার নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় পাইলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ব্রাউন ভাবিলেন, তবে বোধ হয়, মতিহীন বৃদ্ধ হারলির কোন বিশেষ অমর্য্যাদা করিয়াছে! হারলি বিশেষ ক্ষমাশীল নয় বলিয়াই বৃদ্ধকে প্রহার করিয়াছে। হারলির উপর তাহার যতটা ক্রোধ হইয়াছিল, বৃদ্ধের এই এক নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহার অর্দ্ধেক প্রশমিত হইয়া গেল!

তথাপি ব্রাউন দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ধরা পড়ে পড়ে এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, ঘণোৎকীর্ণাবিদ্যুল্লতার ন্যায় যবনিকান্তরালের কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা বৃদ্ধের কাছে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই তাহার হাতে একগাছি লাঠি দিল।

বৃদ্ধ সাগ্রহে সেই যষ্টি গ্রহণ করিল। বালিকাও দেখিতে দেখিতে সেই অজ্ঞাতদেশে মিলাইল।

ব্রাউনের দৃষ্টি সেই নর-প্রাচীর ভেদ করিয়া সেই অনিশ্চিত দেশ আলোড়িত করিয়া,—সেই অপূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুটির সন্ধান করিল। সন্ধান মিলিল না। চক্ষু একবার বটবৃক্ষের ফলস্বরূপ তাহাকে ভিক্ষা করিল। সে ফল আর ঝরিল না।

এইবারে ঘটনাস্থলের কথাটা বলিব। রতনের হাতে লাঠী আসিয়াছে। তাহার গতিরও নিবৃত্তি হইয়াছে। রতনকে দাঁড়াইতে দেখিয়াই সিপাহীগণও দাঁড়াইল। জনতার গতিও রুদ্ধ হইল।

লাঠীয়ালগণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিল, ব্রাহ্মণ ছুটিতেছিল কেন। এ ছোটা পলায়ন নয়। এ শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটু দ্রুত অগ্রগমন! সুতরাং অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, কে আর এমন সাক্ষাৎ কৃতান্তের মুখে অগ্রসর হইবে?

কাজেই সকলেই অগ্র পশ্চাৎ ভাবিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। বৃদ্ধকে বন্দী করিবার ফল যখন অতি সামান্য, তখন সকলের আগে গিয়া প্রাণটাকে বিপন্ন করা কেহই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না।

রতন উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— "এক এক জনে লড়িতে চাও, না সকলে এক সঙ্গে লড়িতে চাও?"

এই বলিয়া রতন দীর্ঘ দেহ উন্নত করিয়া, দীর্ঘতর যষ্টিতে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে সে বরবপু নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—কেহ কেনও কথা কহিল না।

রতন তেমনি উচ্চকণ্ঠে আর একবার তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। এবারেও কেহ উত্তর দিল না। সকলে এক সঙ্গে ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিলেও অনেকে যে মরিবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? খড়বড়াসিং ভাবিল, "ব্রাহ্মণ কট মট্ করিয়া আমার পানে চাহিয়াছিল। কাজেই, আগে সে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।" কতুয়া খাঁ মনে করিল, "আমি দড়ীর গায়ে হাত দিয়াছিলাম, সুতরাং আমার প্রাণটাই আগে যাইবে।" এইরূপ আপন আপন মৃত্যু কল্পনা করিয়া সিপাহীরা চুপ করিয়া রহিল। তৃতীয় বার রতন তাহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সিপাহীদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া অগ্রসর হইল। সে ব্যক্তি রতনের কাছে গিয়া, তাঁহার পাদমূলে লাঠী গাছটী রক্ষা করিল এবং তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া ক্ষমা চাহিল। বলিল— "গুরুজী, চরণে অপরাধ করিয়াছি।"

রতন এতক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। কথা শুনিয়া চিনিলেন। বলিলেন, "সদাশিব!" সদাশিব মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সদাশিব ক্ষত্রিয় সন্তান। দশ বৎসর পূর্ব্বে, সে রতনের কাছে কুস্তি ও লাঠী খেলা ও শস্ত্র শিখিয়া সরগুজা, পদ্মা, ধলভূম প্রভৃতি নানা রাজার অধীনে চাকুরী করিয়া অল্পদিন হইল অনন্তপুরে ফিরিয়াছে।

অনন্তপুরে আসিয়াই সদাশিব রাজ্য-সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াছিল। আনন্দদেব তাহাকে সুবেদারী পদ দিয়াছেন। কোন একটা কাম-হানি হইবার ভয়ে, সদাশিব গুরুজীর সহিত দেখা করিতে পারে নাই। সেইজন্য অন্য সিপাহীদের সঙ্গে তাহাকেও গুরুজীর পশ্চাৎ ছুটিতে হইয়াছে। কিন্তু লজ্জায় সে দলের সম্মুখে আসিতে পারে নাই। বরাবর পিছনেই ছিল। ব্রাহ্মণের বার-বার আহ্বানে অনুতপ্ত, গুরুজীর পদে প্রণত হইল। অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

গুরুজী কাহারও অপরাধ গ্রহণের লোক নহেন, বিশেষতঃ শিষ্যের। অকৃতদার ব্রাহ্মণ এক একটী শিষ্যকেই পুত্র জ্ঞান করিতেন। তিনি সদাশিবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহার সঙ্গীদের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন।

সদাশিব বলিল,"গুরুজীর সম্মুখে লাঠী ধরে, এমন শক্তিমান তাহাদের মধ্যে কেহ নাই। তবে গুরুজীর অভয় পাইলে তাহারা সকলে মিলিয়া তাঁহার সঙ্গে একবার লাঠী খেলে।"

ঈষৎ হাসিয়া রতন অভয় দিলেন। সদাশিব ফিরিয়া সঙ্গীদের সংবাদ দিল। প্রাণের আশঙ্কা নাই শুনিয়া, সকলেই লাঠী খেলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহোল্লাসে সকলে একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। জনসাধারণ বুঝিল,—এইবার লড়াই বাধিয়াছে। সকলেই পলাইবার পথটা ঠিক্ করিয়া রাখিল। তেমন তেমন দেখিলে, সেই পথে পলাইবে।

এদিকে সিপাহীগণ রতনের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। রতন আক্রমণের

প্রারম্ভে, একটী ভীষণ হুঙ্কার দিলেন। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বী সিপাহীদিগের বিপরীত দিকে কিছুদূর ছুটিয়া গেলেন। আবার বিদ্যুৎবেগে ফিরিলেন। তারপর এক ভীষণ হুঙ্কার করিয়া 'হর-হর' শব্দে ভীষণ লম্ফে জনতার মধ্যে পড়িলেন। লাঠীর ঠকাঠক্ শব্দে প্রান্তরসমীরণ ভরিয়া গেল।

ব্রাউন ইষ্টকস্তূপ হইতে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এবং অতি আনন্দে হাততালি দিতেছিলেন।

হারলিও ব্যাপারটী দেখিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিলেন না। অল্পক্ষণ পরে তিনিও সেই পাজার উপর উঠিলেন। উঠিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা তাঁহার জীবনে ভুলিবার নয়। হারলি দেখিলেন, এক দিকে এক বৃদ্ধ,—অন্যদিকে শতাধিক প্রহরী লাঠী লইয়া যুদ্ধ করিতেছে! আর দেখিলেন, ক্ষিপ্রকারিতায় ও প্রহেলিকাময় রণকৌশলে সেই বৃদ্ধ যেন দৈব-যৌবনবলে শতস্থানে যুগপৎ আবির্ভূত হইতেছে।

দেখিতে দেখিতে সেই শতাধিক প্রহরী পরাস্ত হইয়া রণে ক্ষান্ত দিল। এবং সকলে নতজানু হইয়া বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল। জনসাধারণ ব্যাপারটা কি ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহারা লাঠালাঠীর ব্যাপার দেখিয়া, আগে হইতেই পলায়ন আরম্ভ করিয়াছিল। এক্ষণে প্রহরীরাও ফিরিতে আরম্ভ করিল।

যুদ্ধে কেহই আহত হয় নাই। যে দু'একজন ভাল খেলোয়ার প্রাণপণে ব্রাহ্মণের সঙ্গে লড়িয়াছিল, তাহারাই স্থানে স্থানে সামান্য আঘাত পাইয়াছিল। আঘাত পাইয়াই তাহারা বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণ দয়া করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করেন নাই। ব্রাহ্মণের অঙ্গে কেহই কিন্তু যষ্টিস্পর্শ করাইতে পারে নাই।

অল্পক্ষণ মধ্যেই, প্রান্তর জনশূন্য! ব্রাউন ব্রাহ্মণকেও আর দেখিতে পাইলেন না। তখন ধীরে ধীরে পাজা হইতে নামিতে লাগিলেন। নামিবার সময় হারলিকে দেখিলেন,—এতক্ষণ দেখিতে পান নাই। দেখিয়াও, ব্রাউন কোনও কথা কহিলেন না। পরন্তু মুখ ফিরাইয়া নামিয়া গেলেন। যেদিকে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বালিকা মূর্ত্তিটী প্রথম বিকশিত হইয়াছিল, মুগ্ধবৎ সেই দিকে চলিলেন।

আবার তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণের দেবমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবারে তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, সেরূপ বিজয়শ্রীসেবিত মহাকায় পুরুষ—সেরূপ অনৈসর্গিক শক্তির অধিকারী বৃদ্ধ কখন 'মানুষ' হইতে পারে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সহচরের অবজ্ঞায় হারলি মর্ম্মাহত হইলেন। তথাপি তিনি তাঁহার উপর বিরক্ত হইতে পারিলেন না। ব্রাউনের ঘৃণা প্রকাশে অধিকার আছে; কিন্তু ব্রাউনের উপর ক্রোধ প্রকাশে তাঁহার অধিকার কই?

হারলি অনেকক্ষণ পাজার উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৃদ্ধ ফিরিয়া তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া গিয়াছে। তিনি বৃদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রাউনের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

ব্রাউন বাংলায় না ফিরিয়া, বটবৃক্ষের দিকে চলিয়াছেন।

হারলি দেখিলেন, ব্রাউন বটবৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইয়া, বৃক্ষের উপরে, নীচে, চারিদিকে কি যেন সন্ধান করিল। তারপর সে স্থান ত্যাগ করিয়া সুবর্ণরেখার তীরে উপস্থিত হইল।

তিনি বুঝিলেন, ব্রাউন অন্বেষণের বস্তুটী খুঁজিয়া পাইতেছে না।

হার্বলি ভাবিলেন, সে বস্তুটী কি?—সে কি বৃদ্ধ? তাঁহার আচরণে ব্যথিত হইয়া, ব্রাউন কি তাঁহারই জন্য বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে চলিয়াছে?

দেখিতে দেখিতে ব্রাউন অদৃশ্য হইলেন। অনুতপ্ত হার্বলি ভাবিলেন, "কি করিলাম? অকারণে ঔদ্ধত্য দেখাইতে গিয়া সহচরের কাছে মাথা হেঁট করিলাম।" তাঁহার আচরণের জন্য, ব্রাউন হয়ত বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা চাহিবে। বলিবে—সকল ইংরাজ 'হার্বলি' নয়। ইংরাজ যুবক বৃদ্ধকে দেখিলে শ্রদ্ধা করে। অসহায় দেখিলে প্রাণপণে সেবার জন্য অগ্রসর হয়। 'বর্ণে'র প্রশ্ন তখন তার মনে উঠে না। কোলঅঙ্গে বক্ষুপাদুকার স্পর্শসুখ অনুভব করাইয়া, প্রীতি সম্ভাষণ করে না।

হার্বলি মনে মনে স্থির করিলেন, বৃদ্ধ ফিরিলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন। তারপর, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া—যদি কিছু করিতে হয়—সে কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন। বৃদ্ধ যদি অর্থের প্রত্যাশী হন, ত যথেষ্ট অর্থ দিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

বৃদ্ধ কিন্তু ফিরিল না। হার্বলি চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—কোথাও বৃদ্ধের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। নীচে আসিলেন। যেখানে বৃদ্ধ দাঁড়াইতে বলিয়াছিল, সেইখানে ফিরিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমন প্রত্যাশায়, বহুক্ষণ ধরিয়া, ইতস্ততঃ পাদচারণ করিলেন। বৃদ্ধের ফিরিবার লক্ষণ দেখা গেল না।

হতাশ হইয়া হার্বলি বাংলায় ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একজন যুবক তাঁহার দিকে আসিতেছে।

যুবক—সদাশিব। সদাশিব সাহেবের নিকট আসিয়া, সেলাম করিয়া বলিল, "সাহেব! তুমিই কি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অপেক্ষা করিতেছ?"

হার্বলি উত্তর করিলেন—"হাঁ।

সদাশিব। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

হার্বলি। তিনি যে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন!

সদা। বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে প্রয়োজনে তিনি আপনার কাছে আসিতেছেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।

হার্বলি। আমি যে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।

সদা। তিনি অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন।

হার্বলি কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, বৃদ্ধ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার ভয়ে তাঁহার সহিত দেখা করিতে সাহস করিতেছে না। তাই, সদাশিবকে অভয় দিয়া বলিলেন,—"বৃদ্ধকে আমার কাছে আসিতে বল। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি,—তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিব না।

সদাশিব বলিল, "সাহেব' আমি মিথ্যা বলি নাই, সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন।"

হার্বলি। কবে ফিরিবেন?

সদা। ফিরিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তোমাকে জানাইবার জন্য, তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

হার্বলি। প্রয়োজনটা কি ছিল, জানিতে পারি কি?

সদা। বলিতে পারি। কিন্তু তাহাতে আমার অনিষ্ট হইবে!

হার্বলি। অনিষ্ট?—কে করিবে? তুমি আমা হইতে অনিষ্টের কোনও আশঙ্কা করিও না।

সদা। তোমা হইতে অনিষ্ট না হইতে পারে,—কিন্তু আনন্দদেব জানিতে পারিলে অনিষ্ট হইবে—আমার চাকরী যাইবে।

সাহেব অভয় দিলেন। সদাশিব বলিতে লাগিল। রাজকুমারী সঙ্গিনীর অভাবে কষ্ট পাইতেছেন। তাহার অভাব দূর করিবার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণ আনন্দদেবের কাছে আবেদন করিতে যাইতেছিলেন। অবশ্য আবেদনের উদ্যোগেই ব্রাহ্মণ যে ফল পাইয়াছেন, তাহা ত সাহেবেরও অবিদিত নাই। যাই হ'ক, সে কথা সাহেবকেও জানাইতে তাঁর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু একটী সঙ্গিনী মিলিয়াছে বলিয়া, তাঁহার আর আসিবার প্রয়োজন হইল না।

হার্‌লি। আগে কি সঙ্গিনী ছিল?

সদা। আগে সবই ত ছিল সাহেব! শুধু কি সঙ্গিনী?—কত দরিদ্র রমণী রাজ-অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে!

হার্‌লি। এখন?

সদা। আনন্দদেব সব দূর করিয়া দিয়াছে। যে দুই এক জন আছে, তাহাতে রাজা ও রাণীর সম্যক্ পরিচর্য্যা হয় না।

হার্‌লি। সঙ্গিনী রাখিবে,—তার খরচ যোগাইবে কে?

সদা। সঙ্গিনী আমার স্ত্রী। তাহার জন্য খরচ লাগিবে না। তাহার পিতার যথেষ্ট অর্থ আছে। তবে আমি আনন্দদেবের অধীনে চাকরী করি। যদি কেহ একথা জানিতে পারে, আমার চাকরিটী যাইবে।

হার্‌লি। ভয় নাই। আমা হইতে একথা প্রকাশ পাইবে না। তবে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ;—তোমরা কেমন করিয়া এ সম্বন্ধ গোপন রাখিবে?

সদা। অন্তঃপুরে থাকিতে আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে না।

বিস্মিত হইয়া হার্‌লি সদাশিবের মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, সুন্দর যুবক স্থিরনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। তাহার কথায় তিনি ও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, বৃদ্ধ সম্বন্ধে সকলি প্রহেলিকাময়।

সদাশিব সাহেবকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। হার্‌লি আনন্দদেবের কাছে চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সিপাহীগণ ও জনতা যে সময় প্রান্তর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন রতন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সাহেবের কাছে ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও অত্যধিক রক্তস্রাবে তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। কিয়ৎ ক্ষণের জন্য তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইল। তিনি বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন।

বৃক্ষের অনেকগুলি জটা ভূমি স্পর্শ করিয়া, বহুকাল ধরিয়া ভূমির রস গ্রহণে পরিপুষ্ট, এক একটি স্তম্ভের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের অন্তরালে বসিয়া, রতন ব্রাউনের দৃষ্টিপথের বাহিরে পড়িয়াছিলেন।

বসিয়া ব্রাহ্মণ নারায়ণীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, ব্রাউন দূর হইতে যে বালিকাকে দেখিয়াছিলেন, সে নারায়ণী। নারায়ণীই আজ রতনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। নিজের লাঠিগাছটী পাইতে পলমাত্র বিলম্ব হইলে, আবার তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইত।

কিন্তু কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া নারায়ণী আসিল? কে তাহাকে দাদার সংবাদ দিল? আসিল ত এত শীঘ্র ফিরিল কেন?

রতনের বড় সাধ হইল, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলার মীমাংসা করিবেন। কিন্তু নারায়ণী আসিল না।

বটবৃক্ষের পাশ দিয়া ব্রাউন যাইতেছিলেন। রতন দেখিলেন, কিন্তু দেখা দিলেন না। কিয়ৎ ক্ষণ অন্বেষণ করিতে করিতে, ব্রাউন সুবর্ণরেখার দিকে চলিয়া গেলেন।

পশ্চাৎ হইতে সদাশিব আসিয়া ডাকিল—"গুরুজি!"

রতন মুখ ফিরাইলেন, এবং সদাশিবকে ফিরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"পথে আসিতে সাহেবকে দেখিয়াছ?

সদা। কোন্ সাহেব? যে এইমাত্র চলিয়া গেল, না, যে আপনার অপমান করিয়াছে?

রতন। আমি তাহারই কথা বলিতেছি।

সদা। সে এখনও সেখানে পায়চারি করিতেছে।

রতন। একটী বালিকাকে দেখিয়াছ?

সদা। বালিকা অনেক দেখিয়াছি। আপনার লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া, অনন্তপুরের বালক বালিকা পর্য্যন্ত আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিল। আপনি বোধ হয় রাজকুমারীর কথা বলিতেছেন?

রতন। তুমি তাহাকে চেন?

সদা। দেখিয়া অনুমান করিয়াছি।

রতন। আমাকে লাঠী দিয়া বালিকা কোথায় গেল? আমি তার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

সদা। উৎকণ্ঠার কারণ নাই। তিনি ঘরে ফিরিয়াছেন।

সাগ্রহে রতন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি দেখিয়াছ?"

সদাশিব বৃদ্ধকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"আমিই তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম।"

ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার শ্রান্তি দূর হইয়াছে। এইবারে তিনি হাবুলির কাছে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

সদাশিব কিন্তু অনেক কথা জানিবার জন্য ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়াছে। প্রাতঃকালে—কোথাও কিছু নাই—সহসা নিরীহ ব্রাহ্মণের এ লাঞ্ছনা কেন হইল? রাজকুমারীই বা ঘরের বাহিরে কেন আসিলেন? সদাশিব এ সমস্ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না।

ভদ্রোচিত হয় না বলিয়া, সদাশিব এ সকল কথা নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করে নাই। এখন সে ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া সকল কথা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিল। রতন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তাহাকে বিবৃত করিলেন। সদাশিব বুঝিল, সাহেব ব্রাহ্মণেরই অপেক্ষায় এক স্থানে পায়চারি করিতেছে। তাই রতনকে উঠিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সে নরাধমের কাছে আবার আপনার যাইবার প্রয়োজন?"

রতন প্রয়োজনের কথাও তাহাকে বলিলেন। শুনিয়া সদাশিব কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিল। রতন দেখিলেন, যুবকের প্রশস্ত ললাট গভীর চিন্তায় কুঞ্চিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সদাশিব! কি ভাবিতেছ?"

সদাশিবের চমক ভাঙ্গিল। বলিল—"এ কার্য্যের ভার দাসকে দিলে ক্ষতি কি?"

রতন বলিলেন—"ক্ষতি কিছুই নাই। বরং তুমি যদি সাহেবের কাছে যাও, এবং আমার হইয়া দু'কথা বল, তা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

সদাশিব বলিল—"আমিই যাইতেছি! তবে আমার ফিরিবার পূর্ব্বে আপনি অনন্তপুর ত্যাগ করিবেন না।"

রতন বুঝাইলেন, অনন্তপুরে আর বেশী ক্ষণ থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। থাকিলে, আরও বিপদ যে না ঘটিবে, তা কে বলিতে পারে?

তথাপি সদাশিব ব্রাহ্মণকে থাকিতে অনুরোধ করিল। বলিল, "কাশীপুরে আমার শ্বশুরালয়। আপনাকে তাহারই নিকট দিয়া যাইতে হইবে।

আমি শ্বশুর মহাশয়কে একখানি পত্র দিব। আপনি যদি দয়া করিয়া পত্র খানি লইয়া যান।”

এরূপ অনুরোধে রতন “না” বলিতে পারিলেন না। তিনি সেই খানেই বসিয়া রহিলেন। সদাশিব সাহেবের কাছে চলিয়া গেল। উভয়ে কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সাহেবের সঙ্গে কথা সারিয়া সদাশিব চিঠি লিখিতে ছুটিল, চিঠি লিখিয়াই ব্রাহ্মণের কাছে ছুটিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ তাহার হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উষ্ণীষের ভিতর রাখিলেন।

সদাশিব অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে গেল। অনন্তপুরের প্রান্তে আসিয়া রতন দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন। সদাশিব ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিল। তাঁহার মস্তকে কর-স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিদায়-কালে গুরু-শিষ্যে কোনও কথা হইল না। রতন নীরবে মুখ ফিরাইলেন। সদাশিব প্রত্যাশা করিল, ব্রাহ্মণ নারায়ণী সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবেন—এক আধবার তার তত্ত্ব লইতে আদেশ করিবেন। প্রত্যাশায় সদাশিব অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ আর ফিরিলেন না। সদাশিবের চক্ষু অল্পক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণের পবিত্র মূর্ত্তির দর্শনসুখ হইতে বঞ্চিত হইল।

সাহেবদের শিকারে যাওয়া হইল না। ব্রাউন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বাংলায় ফিরিলেন। ব্রাহ্মণকে আর দেখিতে পাইলেন না, বালিকারও দেখা মিলিল না।

অল্পক্ষণ পরে হার্‌লিও ফিরিয়া আসিলেন। আনন্দদেবের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল মাত্র—কোনও কথা হয় নাই। পালঙ্কের তলায় পড়িয়া শারীরিক যন্ত্রণায় ও প্রাণভয়ে দেওয়ান একরূপ অজ্ঞানই হইয়া পড়েন। ভৃত্যেরা আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেও সম্পূর্ণ-প্রকৃতিস্থ হইতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হয়। হার্‌লি, তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া যথাযথ উত্তর পাইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তবে আসিবার সময় আদেশ করিলেন, যেন পিতা ও পুত্রে তাঁহার সহিত বাংলায় সাক্ষাৎ করে।

বাংলায় ব্রাউনের সহিত হার্‌লির পুনঃ সাক্ষাৎ হইল। অপরাধ স্বীকার করিয়া, তিনি সহচরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দুই বন্ধুতে আবার সদ্ভাব স্থাপিত হইল।

বীরচন্দ্র সম্বন্ধে যতদূর জানা ছিল, সমস্ত ব্রাউনকে বলিয়া, হার্‌লি রাজার উপকারে প্রতিশ্রুত হইলেন। বলিলেন, “যেরূপ করিয়া পারি, রাজপরিবারের কষ্টের লাঘব করিব।”

অপরাহ্ণে ব্রাউন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বালিকার পুনর্দ্দর্শনের আশা তখনও তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। হার্‌লি আনন্দদেবের আগমন প্রত্যাশায় বাংলাতেই বসিয়া রহিলেন।

তখন ফাল্গুনের শেষ—বসন্তের পূর্ণযৌবন। রাজবাটী সংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষ সকল নবপল্লব-শোভিত। আম্রবৃক্ষের কতকগুলি মুকুলিত, কতকগুলি তাম্রোদর কিসলয় সমাচ্ছন্ন।

সমীরাভিহত বৃক্ষশাখা ঈষৎ ঈষৎ দুলিতেছিল। সূর্য্যের কিরণ পল্লবে পল্লবে প্রতিফলিত হইতেছিল। উদ্যানটী দূর হইতে সফেন-তরঙ্গ তাড়িত প্রবালদ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে ব্রাউন অগ্রসর হইতেছিলেন। একটী অঙ্গনা উদ্যানলতার অভাবে সে সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে যেন অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছিল। চলিতে চলিতে তিনি সুবর্ণরেখা-তীরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বামে কিছুদূরে রতনের কুটীর। আরও কিছুদূরে বীরচন্দ্রের প্রাসাদ। দক্ষিণভাগে সুবর্ণরেখা বক্রগতিতে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রাসাদটী দেখিতে ব্রাউনের ইচ্ছা হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিনি বুঝিলেন, সেদিকে প্রাসাদ প্রবেশের দ্বার নাই। কোন্ দিকে যে দ্বার, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রাসাদ প্রাচীরে সুবর্ণরেখার জল স্পর্শ করিয়াছিল। ব্রাউন দেখিলেন, একটী হরিণ জলের উপর হাঁটিয়া প্রাচীরের অপর দিক হইতে এদিকে আসিল। তিনি বুঝিলেন, নদীতে অতি অল্প জল। প্রাচীর প্রান্ত দিয়া জলের উপর হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়।

পার হওয়াই তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। প্রাচীরে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে তীর হইতে অবরোহণ করিতে লাগিলেন। হরিণটা তাঁহাকে দেখিয়া আবার একলাফে প্রাচীর পারে অদৃশ্য হইল।

ব্রাউন জলে নামিলেন। হাঁটু পর্য্যন্ত জল হইল। এইখানে প্রাচীরের শেষ। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানটী বীরচন্দ্রের অন্তঃপুরসংলগ্ন ঘাট। একটী অনতিবৃহৎ দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বেতপ্রস্তরের সোপানাবলী নদীজলে প্রবৃষ্ট হইয়াছে। অন্তঃপুরচারিণীরা সেই ঘাটে স্নানাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পুরুষমাত্রেরই সে স্থানে প্রবেশাধিকার ছিল না। ব্রাউন এদেশের আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ অপরিচিত; তথাপি তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এখানে আসা তাঁহার অনধিকার প্রবেশ হইয়াছে!

দ্বার বন্ধ ছিল! সেখানে জন প্রাণীর অস্তিত্বচিহ্ন ছিল না। পুরী নিস্তব্ধ। কেহ দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি স্থান পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। ফিরিবার পূর্ব্বে, সেই স্থান হইতেই তিনি একবার চারিদিকে দেখিয়া লইলেন; বুঝিলেন, স্থানটী পূর্ব্বে অতি মনোরম ছিল; এখন যত্নের অভাবে তাহার পূর্ব্বশ্রী ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে।

ব্রাউন ফিরিতেছেন, এমন সময়ে, দ্বারের কবাটে শব্দ হইল। তিনি বুঝিলেন, ভিতরে হইতে কে দ্বার খুলিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি প্রাচীর পারে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

নারায়ণী দ্বার খুলিতেছিল। সে সমস্ত দিন তাহার প্রিয় হরিণটীর সংবাদ লইতে পারে নাই। বালিকা সমস্ত দিনটা অতি মনোকষ্টেই যাপন করিয়াছিল! দাদার অপমান দর্শনে, অবশেষে তাঁহার বিচ্ছেদে সে মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সমস্ত দিন সে ব্রাহ্মণের বিষয়ই ভাবিয়াছিল। হরিণের চিন্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। রাজা ও রাণী তাহারই মতন মর্ম্মপীড়ায় দিনযাপন করিয়াছেন। হরিণের কথা কাহারও মনে ছিল না।

এখন মনে পড়িয়াছে, তাই নারায়ণী খাদ্য লইয়া হরিণটীকে খুঁজিতে আসিয়াছে। বাহিরে আসিয়া নারায়ণী ডাকিল, "শারী"।

'শারী' কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিল। এক বৎসর পূর্ব্বে শারীর সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হইয়াছে। এই এক বৎসরে, সে অনেকটা বড় হইয়াছে। সমস্ত দিবসের পর নারায়ণীকে দেখিয়া শারীর আনন্দ উথলিয়া উঠিয়াছে। সে নারায়ণীর সম্মুখে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। নারায়ণী দুই হাতে পাত্রটী ধরিয়া তাহার মুখের কাছে তুলিয়া রহিল। শারী আহারে নিযুক্ত হইলে তাহার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল। সুখ দুঃখের কথা শুনিতে শারী এখন বালিকার এক মাত্র সঙ্গী।

"শারী" কথা ব্রাউনের কাণে গেল। কি বীণার কোমল ঝঙ্কার! সমীরণে মাখামাখি

হইয়া সে মধুময় কণ্ঠস্বর অপর পারের নদী-সৈকতে যেন খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রাউন প্রাচীর পার্শ্বে জলের উপর দাঁড়াইয়া। ফিরিতেও পারেন না, অগ্রসর হইয়া দেখিতেও পারেন না। পিছাইতে শক্তি নাই, অগ্রসর হইয়া দেখিতেও সাহস নাই। চুরি করিয়া দেখা অসভ্যতা। ব্রাউন বড়ই বিপন্ন হইলেন। কেহ দেখিলে, লজ্জার কথা। ফিরিয়া আসাই কর্ত্তব্য বোধ করিয়া, তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন।

আবার কণ্ঠস্বর! এবারে সুধার স্রোত ছুটিল। যুবক তাহাতে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ভাসিয়া গেল। সুধার প্রস্রবিনীটীকে দেখিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি ভাবিলেন, চুরি করিয়া দেখিয়া, চলিয়া যাই।

অতি ধীরে ব্রাউন জলে পদবিক্ষেপ করিলেন, পাছে জলের শব্দে কথার স্রোত রুদ্ধ হয়।

নারায়ণী শারীর সঙ্গে কত কথাই কহিতেছিল। "দাদা আমা হইতেও তোমাকে অনেক ভালবাসিত, অধিক যত্ন করিত। আমাকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করিত, কিন্তু তোমাকে করিত না। শারী! সেই দাদা চলিয়া গিয়াছে,—উভয়কেই ভুলিতে চলিয়াছে, আর বুঝি আসিবে না। গাছের ডাল নোয়াইয়া আর তোমাকে আম্রের মুকুল খাওয়াইবে না"—এইরূপ নানা দুঃখের কথা সঙ্গীটীকে শুনাইতেছিল। ধীরে ধীরে মুখ বাড়াইয়া ব্রাউন এই ছবিটী দেখিতে পাইলেন।

বালিকার ঈষন্নমিত অঙ্গযষ্টি—দুই হাতে ধরা থালা—সম্মুখে মুখ তুলিয়া, চোখের পানে চাহিয়া, চোখ চোখে সাদৃশ্য খুঁজিতে অবস্থিত হরিণ!—চারিদিক বেড়িয়া—নিম্নে, উপরে, অস্তগামী সূর্য্যকিরণে অরুণিম দিগ্‌বলয়,—কি সুন্দর ছবি! নবযৌবনশ্রী—সুবর্ণময়ী প্রকৃতির উপহার, চারিদিক হইতে ভারে ভারে আসিয়া বালিকার দেহযষ্টি নোয়াইয়া দিয়াছে।

এক দৃষ্টে ব্রাউন নারায়ণীর মুখ দেখিতে লাগিলেন। হরিণের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বালিকার মধুময় কণ্ঠস্বর, হৃদয়গত আবেগরাশির সঙ্গে সঙ্গে পরদায় পরদায় উঠিতেছিল।

ব্রাউন এরূপ মূর্ত্তিও কখন দেখেন নাই, এরূপ স্বরও কখন শুনেন নাই। তিনি এদেশের ভাষা জানিতেন না, সুতরাং নারায়ণীর কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছিলেন না। বুঝিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া, সে স্বর তাঁহার পক্ষে বড়ই মধুর লাগিতেছিল—স্বর্গচ্যুতা কল্পনাময়ী দেবগীতির ন্যায় তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল।

স্বদেশে, "[illegible]" সুনাল-জল শৈল-সরোবরের তীরে বসিয়া কতদিন তিনি বাসন্তী সন্ধ্যার অভ্যুদয় দেখিয়াছেন। অরুণিম গগনের যবনিকান্তরাল হইতে, প্রহেলিকাময়ী 'চাতকী'র অজস্র বর্ষিত স্বরসুধায় কতদিন নিজের হৃদয় সিক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এমন সন্ধ্যাও কখন দেখেন নাই, এমন তৃপ্তিও কখন পান নাই।

সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বে, নারায়ণীর মুখে একবার কিরণ মাখাইয়া দিল। সোণার কমল সহস্র গুণ শোভা ধারণ করিল। আত্মহারা যুবক বলিয়া উঠিল "আহা! কি দেখিলাম!"

ব্রাউন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের উত্তরাধিকারী—রূপবান, গুণবান, যুবক। এরূপ পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, বিলাতের বহু সুন্দরী আপনাদিগকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন। বিলাতে, ব্রাউনের বহু সুন্দরীর দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। স্বদেশে, তিনি অনেক বরাঙ্গনাকে সন্ধ্যারুণে সুন্দর মুখশ্রী রঞ্জিত করিতে দেখিয়াছেন; কিন্তু কথিত কাঞ্চন-গৌরী অরুণ-কিরণে

প্রতিফলিত হইলে কিরূপ দেখায়, তাহা তিনি স্বপ্নেও কখনও অনুভব করেন নাই। নারায়ণীর সৌন্দর্য্য ও চিত্রলিখিতবৎ অবস্থানভেদে ব্রাউনের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়াছিল! মুগ্ধ যুবক বলিয়া উঠিল, "আহা কি দেখিলাম?"

একটা কিম্ভুত দুর্ব্বোধ্য স্বর শুনিয়া নারায়ণী চমকিয়া উঠিল। প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া, যেমন ব্রাউনকে দেখিল, অমনি বালিকা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। হাত হইতে থালা পড়িয়া গেল। পলাইবার জন্য যেমন দ্বারের দিকে ছুটিবে, অমনি দ্বারের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়া 'মা' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া, কারণ নির্দ্ধারণের জন্য অন্তঃপুর হইতে রাণী ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, প্রাণপ্রতিমা নারায়ণী, বিলুপ্তসংজ্ঞায় ভূলুণ্ঠিতা। রাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। নাতিনীকে বুকে তুলিয়া ডাকিলেন, "মা, আমার!" উত্তর পাইলেন না। তখন কোলে তুলিয়া, রাজাকে ডাকিতে ডাকিতে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

হতবুদ্ধি ব্রাউন, চোরের ন্যায়, সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। বালিকার কি ঘটিল —বাঁচিল কি মরিল, জানিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

নারায়ণীর চীৎকার শুনিয়া, রাজাও ছুটিয়া আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে উপর হইতে তিনি দেখিলেন, একজন সাহেব সুবর্ণরেখার তীর ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ইতোমধ্যে রাণী নারায়ণীকে কোলে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণী তখনও মূর্চ্ছিতা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হইল কি?" রাণী নারায়ণীর মূর্চ্ছার কথা মাত্র জ্ঞাপন করিলেন। কারণ জানেন না, সাহেবকে তিনি দেখেন নাই, কাজেই আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

পলায়নপর সাহেবকে দেখিয়া, রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নারায়ণীর মূর্চ্ছার কারণ কি। তিনি ভাবিলেন একি অত্যাচার! আর কোন্ কাপুরুষই বা এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে পারে? প্রভাতে ব্রাহ্মণের অপমানে তিনি আপনাকেই অপমানিত মনে করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের অঙ্গে প্রহারযাতনা তাঁহার শরীরে বিষের জ্বালা উৎপন্ন করিয়াছিল। এখন আবার একি? তাঁহারই পৌত্রীর উপর অত্যাচারের উদ্যোগ! বৃদ্ধ রাজার অবসাদময় নিষ্ক্রিয় ধমনীতে উষ্ণ রক্তের স্রোত ছুটিল। একবার ভাবিলেন, ছুটিয়া গিয়া এই মুহূর্ত্তেই এই বিষম অপমানের শোধ লই কিন্তু ব্রাউন তখন বহুদূরে, দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথের অন্তরালে। রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় তিনি অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

পিতামহীর কোলে থাকিতেই নারায়ণীর সংজ্ঞা ফিরিল। রাণী তাহাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা নিষেধ করিলেন, বলিলেন, কারণ আমার কাছে শুনিও; বালিকাকে প্রশ্নে পীড়িত করিও না—গৃহে লইয়া শুশ্রূষা কর! আর সতর্ক থাকিও, নারায়ণীকে কখন একা গৃহের বাহিরে আসিতে দিও না!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত রাত্রি ব্রাউনের নিদ্রা হইল না। নীচ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, মনকে অশেষ প্রবোধ দিয়াও তিনি সে কার্য্যের সমর্থন করিতে পারিলেন না। অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল; বালিকার কোনও অনিষ্ট ঘটিল কিনা জানিবার উপায় নাই। দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ তিনি

কাহাকে কি বলিবেন? কেমন করিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবেন? কেই বা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবে? সহচরের কাছে মনোভাব প্রকাশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। প্রকাশে কোনও ফল নাই; পরন্তু নিরপরাধ হইয়াও, অপরাধী হারলির কাছে তাঁহাকে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে। অনুতাপ-দগ্ধ যুবক সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিলেন।

প্রভাতে কাহাকেও কিছু বলিয়া, পদব্রজেই ব্রাউন রাঁচি প্রস্থান করিলেন। স্থির করিলেন, "দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া, আর একবার আমি অনন্তপুরে ফিরিব। বালিকার হৃদয়ে পিশাচ মূর্ত্তির ছবি রাখিয়া জীবন ধারণ করিব না।"

হারলিও বিশেষ কোন কাজ করিতে পারেন নাই। আনন্দদেব আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইল, রাজকুমারীর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি-সাপেক্ষ। সাহেব যদি আদেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে দেওয়ানও রাজকুমারীর জন্য যত ইচ্ছা দাসী নিযুক্ত করিতে পারে। হারলি সে আদেশ দিতে সাহসী হইলেন না। স্থির করিলেন, "ডেপুটী কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আদেশ দিব।"

আহারের সময় উভয় বন্ধুতে একত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ নিজ মনোভাব পরস্পরের কাছে গোপন করিয়া তাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া হারলি সহচরকে দেখিতে পাইলেন না। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কিছু বলিতে পারিল না। ভাবিলেন, ব্রাউন বেড়াইতে গিয়াছেন; অনন্তপুরের মধ্যেই কোথাও আছেন। প্রাতরাশের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন ব্রাউন আসিলেন না, তখন তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। হয়ত তাঁহার উপর ব্রাউনের ঘৃণা এখনও দূর হয় নাই। তথাপি তিনি ব্রাউনের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিলেন। মুকুন্দ আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন; সে বলিতে পারিল না। লোক সকল ফিরিয়া আসিল; তাহারা সাহেবকে দেখিতে পাইল না। একজন কেবল ব্রাউনের রাঁচি-গমনের সংবাদ দিল; কতকগুলা কোল মজুরী করিতে অনন্তপুরে আসিতেছিল, তাহারা সাহেবকে রাঁচির পথে দেখিয়াছে!

তথাপি হারলি ব্রাউনের অপেক্ষায় সে দিনের মত অনন্তপুরে থাকিবেন স্থির করিলেন। বিকালে রাঁচি হইতে এক পত্র আসিল। ডেপুটি কমিশনর তাঁহাকে অচিরে রাঁচি ফিরিতে আদেশ করিয়াছেন।

পত্র পাঠে হারলি বিস্মিত হইলেন। তাঁহার এত শীঘ্র রাঁচি ফিরিবার প্রয়োজন ছিল না; অনিচ্ছায় তাঁহাকে অনন্তপুর ত্যাগ করিতে হইল। ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে আনন্দদেব তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিলেন। অশুভশঙ্কী মন লইয়া হারলি দেওয়ানের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাশীপুরে একজন সমৃদ্ধশালী জমীদারের বাস। এবং তাঁহাকেই উপলক্ষ করিয়া বহুলোক এইস্থানে অবস্থিতি করে। অনেকেই সঙ্গতি-সম্পন্ন। কেহ রাজার আত্মীয়, কেহ বা কর্ম্মচারী! সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় রাজবাড়ী, কাছারীবাড়ী, দেবালয় প্রভৃতিতে সুসজ্জিত এই ক্ষুদ্রগ্রাম দূর হইতে এক খানি ছবির ন্যায় দেখাইত।

দুই দিন পরে রতন কাশীপুরে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের বহিস্থ প্রান্তরে যখন তিনি পা দিলেন, তখন সূর্য্য প্রান্তর সীমায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। গ্রামে উপস্থিত হইতে সন্ধ্যা হইল। কাশীপুরের শোভা দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সদাশিবের শ্বশুরের নাম শৈলজানন্দ সিংহ। পত্রের পৃষ্ঠে ওই নামই লেখা ছিল। তবে অলবড় নামটা সর্ব্বদা মুখে আনা সুবিধা হয় না বলিয়া লোকে নামটাকে খাট করিয়া 'শলুই' করিয়া লইয়াছিল। ক্রমে 'শলুই' আখ্যাটাই প্রাধান্য লাভ করিল। এমন কি, দুই চারি জন আত্মীয় ও ভদ্রলোক ছাড়া অনেকেই ভাল নামটি ভুলিয়া গিয়াছিল গ্রামের মধ্যে শলার প্রতিপত্তি থাকিলেও, শৈলজানন্দ বলিলে অনেকেই তাহাকে চিনিতে পারিতেন না।

রতন একজন আগন্তুককে শৈলজানন্দে[র] কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ভাবিয়া চিন্তি[য়া] বলিল—"শৈলজানন্দ বলিয়া সে গ্রামে কে[হ] নাই।" রতন মনে করিলেন, লোকটা গ্রামবাসী হইলেও গ্রামের সকলকে চিনে না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, [সে] বলিল, "শৈলজানন্দ বলিয়া রাজার একটি হা[তী] ছিল; তা সেটা বছর দশেক হইল মরি[য়া] গিয়াছে।"

এইরূপ, ব্রাহ্মণ যাহাকে জিজ্ঞাসা করে[ন] সেই ব্যক্তিই একটা উদ্ভট রকমের উত্তর দে[য়।] কেহ বলে "শৈলজানন্দ রাজার পূর্ব্বপুরুষ। তিনি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের অঙ্গে মিশিয়া গিয়া[ছে]ন।" কেহ বলে, "সে একজন বড় গোছে[র] জোয়ারী। একদিন রাজার [সঙ্গে] প্রেনা[য়] খেলিতে খেলিতে লাখো টাকা জিতিয়া লয়। রাজা তাঁহাকে খেলা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন। লোকটা কিন্তু লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া আরও খেলিতে লাগিল। শেষে এক ডাকে সমস্ত টাকা হারিয়া গেল। রাজার হাতে ছি[ল] "মাছ," আর তার হাতে ছিল "কাতুর" লোকটা কাতুর কাতুর করিয়া দম ফাটিয়া মরি[য়া] গেল। এখন আর শৈলজানন্দ নাই—তাহা[র] ভূত আছে। সে এখনও রাজবাড়ীর কানা[চে]

রাত্রিকালে কাতুর কাতুর বলিয়া চীৎকার করে।' এইরূপ নানাকথা শুনিতে শুনিতে রতন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, সদাশিব কি শ্বশুরের নাম লিখিতে ভুলিয়া গেল!

পথের ধারে একটী সুন্দর সরোবর দৃষ্ট হইল। রতন মনে করিলেন, শৈলজানন্দের সংবাদ লইতে আর বৃথা রাত্রি করি কেন? এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে রাজার দেবালয়ে অতিথি হই। সারা দুই দিন পথে আহার করিবার সুবিধা পান নাই। পূর্ব্ব দিন সামান্য আহার জুটিয়াছিল মাত্র। ব্রাহ্মণের হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা। পদ ধৌত করিতে তিনি সরোবরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেখানে, সরোবর সোপানে একটী যুবতী একটী বালককে প্রহার করিতে নিযুক্ত ছিল। বালক দৃঢ়রূপে রমণীর অঞ্চল ধরিয়াছিল। রমণী তাহার হস্ত হইতে অঞ্চল চ্যুত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। বালকও অঞ্চল ছাড়ে না, রমণীরও প্রহার কার্য্যের বিরাম নাই।

ঘাটে নামিতে নামিতে রতন তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বুঝিলেন, উভয়েই বিপন্ন। বালক নিজের জেদ কিছুতেই ছাড়িবে না, রমণীরও প্রহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

বিপন্ন বুঝিয়া তিনি তাহাদের কাছে চলিলেন। নিকটে গিয়া দেখেন, যুবতীটী যেমন সুন্দরী, বালকটীও তেমনি সুন্দর। রমণীর বয়স অনুমান পঞ্চবিংশতি, বালকের বয়স দশ। বালক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট বসন, অঙ্গ হইতে অর্দ্ধবিচ্ছিন্ন চেলাঞ্চল, আলু থালু কেশ পাশ, আলু থালু বেশ—পূর্ণ যৌবন-লাবণ্যে ঢলঢল সুন্দরী! সম্মুখে ক্রোধরাগরঞ্জিত মুখখানি লইয়া চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া গড়া পুতুল—অপূর্ব্ব জেদী দুরন্ত বালক! যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত কমলের পার্শ্বে নবাবতার কমল-কোরক মুখামুখি দাঁড়াইয়া, যে যার রূপ কাড়াকাড়ি করিতেছে।

নীরবে প্রহার কার্য্য চলিতেছিল। সরোবরের পার্শ্ব দিয়া কত লোক যাতায়াত করিল, কেহ দেখিল না! রতন তাহাদের সমীপস্থ হইলেও তাহারা ফিরিয়া চাহিল না। রমণী বালকের পৃষ্ঠে যেমন চাপড় মারিতেছিল, তেমনিই মারিতে লাগিল; বালকও যেমন কাপড় ধরিয়া টানিতেছিল, তেমনই টানিতে লাগিল।

রতন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কর কি মা! বালক যে মারা যায়?" অপরিচিত পুরুষকে সমীপস্থ দেখিয়া, রমণী অঙ্গ ঢাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা করিতে দিল না। রতন তখন বুঝিলেন যে, রমণীই অধিকতর বিপন্না। তিনি আর সময় ক্ষেপ না করিয়া বালকের হাত ধরিলেন, অতি কষ্টে কাপড় হইতে হাত ছাড়াইলেন। বালক কাপড় ছাড়িয়া রতনকে ধরিল। হাত ছুঁড়িয়া, ক্ষুদ্র মুষ্টিদ্বারা অবিরত প্রহার করিয়া রতনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, নখাঘাতে জর্জ্জরিত করিল। বালকের অত্যাচারে রতন বড়ই আনন্দ অনুভব করিলেন। নারায়ণীর পরে, আর কেহ তাঁহাকে এরূপ মধুময় অত্যাচারে উৎপীড়িত করে নাই। বৃদ্ধের লাঞ্ছনা দেখিয়া রমণী কিন্তু লজ্জিতা হইল। সর্ব্বগাত্র সাবধানে আবৃত করিয়া আঁচলে কোমর বাঁধিয়া আগে সে আপনাকে বালকের সহিত বুঝিবার উপযোগী করিয়া লইল। তারপর বালককে পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল—"এ দুষ্ট বালক আপনি রাখিতে পারিবেন না, আমাকে দিন।"

রতন বলিলেন—"আমি ইহাকে আয়ত্তে আনিয়াছি। কোথায় যাইতে হইবে বল, কোলে লইয়া যাই।"

বস্তুতঃ, বালক তখনও পর্য্যন্ত আয়ত্তে আসে নাই। বালককে তাঁহার বক্ষে, স্কন্ধে, মস্তকে যথেচ্ছা প্রহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই অল্পমাত্র সময়ের মধ্যে তাঁহার উষ্ণীষটি মৃত্তিকা আশ্রয় করিয়াছে, মাথার দুই চারি গুচ্ছ পক্ক কেশ স্থানচ্যুত হইয়াছে।

যুবতী ব্রাহ্মণের কথায় প্রতিবাদ করিল না। বৃদ্ধের উষ্ণীষটী ধূলায় মাথামাখি হইতেছিল, সেইটী তুলিয়া তাহার হাতে দিতে গেল। উষ্ণীষ তুলিতে দেখিতে পাইল, সেই সঙ্গে একখানি পত্রও পড়িয়া রহিয়াছে। উষ্ণীষের সঙ্গে পত্রখানি ব্রাহ্মণের হাতে দিতে গিয়া, সে দেখিতে পাইল, পত্র শিরে "শৈলজানন্দ সিং" নাম লেখা।

যুবতী বৃদ্ধের মুখ পানে চাহিল। ব্রাহ্মণ তখনও বালকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। অবসর পাইয়া সে শিরোনামটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। চারিদিক হইতে অন্ধকার মেদিনীকে আবৃত করিতে আসিতেছিল; তাহার কিছু অংশ পত্রশিরে পতিত হইল, এবং রমণীর পিপাসিত দৃষ্টিকে অতৃপ্ত রাখিয়া, অক্ষরগুলির সমীপ হইতে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিল। ব্রাহ্মণ উষ্ণীষের সঙ্গে পত্রখানি গ্রহণ করিতে গিয়া বুঝিলেন, রমণীর হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইতেছে!

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমার মতন রসজ্ঞ হইলে স্থির করিতেন, অক্ষর কয়টীর গায়ে একটু সোমরস মাখান ছিল। তাহা, দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া, যুবতীর মনে একটু মাদকতার সঞ্চার করিয়াছিল! হৃদয়তরঙ্গের একটু অংশ বাহুবল্লীকে ভর করিয়া পত্রপুষ্পাদিকে ঈষৎ ঈষৎ আন্দোলিত করিয়াছিল। রসহীন ব্রাহ্মণ স্থির করিল, ওটা অতি পরিশ্রমের ফল। বালকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিশ্রান্তা রমণীর হাতখানি প্রহার-প্রযত্নে অবসন্ন হইয়াছে।

পত্রখানি পুনর্গ্রহন করিয়া রতন যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শৈলজানন্দকে জান?"

"জানি।"

"বাঁচাইলে! তাহার অনুসন্ধান করিয়া আমি হতাশ হইয়াছি।"

"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

"বহুদূর হইতে। দুই দিন ধরিয়া পথ চলিতেছি।"

"আমার সঙ্গে আসুন।'

রমণী শৈলজানন্দের ঘর দেখাইতে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া চলিল। প্রহারে প্রতিপ্রহার না পাইয়া বৃদ্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনভিজ্ঞ জ্ঞানে বালক দয়া করিয়া রণে ক্ষান্ত দিল। এবং অনন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মণের কাঁধে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এমন সুন্দর শ্রুতিমধুর "শৈলজানন্দ" নাম, জন্মপ্রাপ্ত হইয়া সুতীব্র কটকটে "শৈলে" হইল কেন? শৈশবের "গুয়ী" কৌমারে "গোবরা", কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অলঙ্কার শোভিত "গোবর্দ্ধন" হয়। আর শৈলজানন্দের অদৃষ্টে এমন অনুলোম প্রক্রিয়া কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে বিলোম হইল? আত্যন্ত বিচ্ছিন্নাঙ্গ হইয়া, নাম বেচারী, কি ঘোর অপরাধে এমন বিপন্ন হইল? শ্রীভ্রষ্ট—গ্রামবাসীর পর্য্যন্ত অপরিচিত, একজন রমণীর নির্দ্দেশে নামটিকে যদি

অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সে নামের মূল্য কই ? রমণীর দর্শনলাভ না ঘটিলে ব্রাহ্মণকে আজ অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত ! চিন্তার কথা। ব্রাহ্মণও পথ চলিতে চলিতে বিষম চিন্তায় আক্রান্ত হইলেন। গ্রামবাসী যার নাম জানে না, সে কেমন লোক ? একবার মনে করিলেন, রমণীকে জিজ্ঞাসা করি। আবার ভাবিলেন, একটু পরেইত শৈলজানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইবে ; তখনই সন্দেহটা মিটাইয়া লইব।

রমণী দূর হইতে শৈলজানন্দের বাড়ী দেখাইয়া দিল। বলিল, "চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে যে দ্বার, তাহা দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিবেন না। আরও কিছু আগে, একটা সরু পথের ধারে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া ভিতরে যাইবেন। নতুবা দেখা হইবে না।" রতনের বিস্ময় বাড়িয়া গেল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ?"

রমণী উত্তর দিল না। বালককে ব্রাহ্মণের কোল হইতে নামিতে আদেশ করিল।

রতন বলিলেন, "অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, বালক আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়াছে।"

তখন তাহার কোল হইতে বালককে গ্রহণ করিয়া, রমণী অন্য পথে প্রস্থান করিল।

রমণী যদি নিষেধ না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় রতন ছোট দ্বারটী দিয়াই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতেন। রমণীর নিষেধ, রতনের কৌতূহল হইল। তিনি ভাবিলেন, সদর দরজা দিয়াই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি না কেন ?

দরজার দুই পার্শ্বে বাঁধান রোয়াক। একটির উপর বসিয়া, একজন লোক সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল। আর চারি পাঁচজন তাহাকে ঘেরিয়া গল্প জুড়িয়াছিল। গল্পের বিষয় অবশ্য সিদ্ধি। এবং সেই সঙ্গে মিশ্রিত 'সেকাল' ও 'একাল'। 'সেকাল'টা চিরদিন ভদ্রলোক ; কিন্তু দুঃখের বিষয় 'একাল' কিছুতেই সেরূপটী হইতে পারিল না। সেকালের সিদ্ধি ছুঁইলেই নেশা হইত, একালের সিদ্ধি এক পেট খাইলেও নেশার আমেজটী পর্য্যন্ত আসে না। বেশি যে আহার করিয়া নেশাটা গুছাইয়া লইবে, তাহারও উপায় নাই। কেন না, সেকালের একালের উদরে কত তফাৎ। সেকালের উদর স্থিতিস্থাপক, অনন্ত আহার্য্যের স্থান ছিল। একালের উদর সঙ্কোচব্যাধিগ্রস্ত—খাদ্য থাকিলেও, রাখিবার স্থান নাই। আর খাদ্যই বা দেয় কে ? সেকালের লোক পরকে খাওয়াইতেই তৃপ্তিলাভ করিত, একালের লোক পরের অন্ন কাড়িয়া খায়। তারপর, কে কার কাড়িয়াছে, কেমন করিয়া কাড়িয়াছে, ইত্যাদি নানা কথার ভিতরে শৈলজানন্দ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা অনতিউচ্চস্বরে চলিয়া গেল। এমন সময় রতন তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গল্পে সন্নিবিষ্টচিত্ত, তাহারা প্রথমে রতনকে দেখিতে পাইল না, আপনার মনে কথাই কহিতে লাগিল। কথার মধ্যে, দুই চারিটা 'শলুই' শব্দ রতনের কাণে গেল। সুতরাং তাহাদের গল্প রতনের সম্যক বোধগম্য হইল না। তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই কি শৈলজানন্দ সিংএর বাড়ী ?"

একজন উত্তর দিল—"না।"

ইহাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে রতনের পূর্ব্বে দেখা হইয়াছিল। সে পরিচিত স্বর শুনিয়া মাথা তুলিয়া বলিল—"এখনও তুমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ?"

রতন বলিলেন, "শৈলজানন্দের গৃহ অন্বেষণ করিতেছি।"

ব্রাহ্মণের মুখে দ্বিতীয়বার শৈলজানন্দের নাম শুনিয়া, লোকটা উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিল। বলিল—"তাঁহাকে খুঁজিতে চাও, যমের বাড়ী যাও; এখানে কেন?" বন্ধুবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"শৈলজানন্দ বলিয়া যে ভূতটা রাজার বাড়ীর কানাচে ঘুড়িয়া বেড়ায়, এ বৃদ্ধ তাহারই অন্বেষণ করিতেছে।"

বন্ধুবর্গ বৃদ্ধের দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাইয়া বড়ই বিস্মিত হইল; এবং লোকটাকে উন্মত্ত স্থির করিল। তখন সকলেই সেই প্রেতাত্মা সম্বন্ধে দুই একটা গল্প করিল। একজন তাহার সানু-নাসিক স্বর শুনিয়াছিল, একজন গাছের ডাল ভাঙ্গিতে দেখিয়াছিল, আর একজন তালবৃক্ষসম জঙ্ঘাদ্বয়ের চাপে একটা হাতীকে মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছে। সকলেই বৃদ্ধকে শৈলজানন্দের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইতে বন্ধুভাবে নিষেধ করিল।

রতন বাটীর মালিকের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকগুলা নাম বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল—"এ বাটীর মালিকের সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন?"

রতন বলিলেন,—"প্রয়োজন না থাকিলেও, নাম জানিতে দোষ কি?"

প্রয়োজন নাই শুনিয়া, সে লোকটা নাম বলিল, শলুই সিং।

তখন, রতনের বুঝিতে আর বাকী রহিল না। "শলুই" নাম তিনি এই একটু আগে শুনিয়াছেন। বুঝিলেন, শলুই শৈলজানন্দের অপভ্রংশ।

আর কোনও কথা না বলিয়া, ব্রাহ্মণ দ্বার-সমীপে উপস্থিত হইয়া কবাটে ঘা মারিলেন। দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। দুই চারিবার ঘা দিলেন, "ভিতরে কে আছ, দুয়ার খোল"—বলিয়া বার দুইচার চীৎকার করিলেন—দ্বারমুক্ত হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। যোয়াকের লোকগুলা চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল! বিফলমনোরথ হইয়া, যখন রতন ফিরিলেন, তখন সকলে 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রতন ভাবিলেন, "ভ্যালা আপদ! সারা-দিন উপবাসী থাকিয়া, এ কোথায় আসিলাম?" চিঠিখানা দিতে পারিলেও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন ভাবিয়া, তিনি ক্ষুদ্রদ্বারের সন্ধানে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছিল। সদরপথ ছাড়িয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে রতনের পদস্খলন হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি রমণী-কথিতসঙ্কীর্ণপথে উপস্থিত হইলেন। পথ এত সরু, যে দুইজনের পাশাপাশি চলা অসম্ভব। দুই-ধারেই ছোট জঙ্গল—ঘনসন্নিবিষ্ট গুল্মরাজি—অধিকাংশই কণ্টকময়। মধ্যে ভূমিপৃষ্ঠে মনুষ্যের পদপ্রহারজাত একটী মাত্র ক্ষীণরেখা, তাহাও আবার কোন কোন স্থানে লুপ্তপ্রায়।

সেই সঙ্কীর্ণপথে পদ দিতে বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এরূপ পথে চলিয়া কি সাপের মুখে প্রাণ দিব! সদাশিবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ না হইলে, রতন ফিরিতেন। সমস্তদিন অনাহারে পথ চলিয়া, তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল। তথাপি রতন অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইতেই, এক-জনের সঙ্গে দেখা হইল। সে বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। রতনকে দেখিয়াই সে প্রশ্ন করিল "কে তুমি?" রতন প্রথমে কোনও

উত্তর দিলেন না, চলিতে লাগিলেন। পরস্পরে মুখোমুখি হইলেন। তখন একজনকে পথ ছাড়িয়া না দিলে অন্যের চলা অসম্ভব। লোকটা উত্তর না পাইয়া পুনঃ প্রশ্ন করিল, "কে তুমি ?"

রতন এবারেও উত্তর দিলেন না, যথাসম্ভব সরিয়া লোকটাকে যাইতে পথ দিলেন।

উত্তর না পাইয়া লোকটা বিরক্ত হইল। কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "উত্তর দাও না কেন, চোর নাকি ?"

"আমি বিদেশী।"

"পথ ভুলিয়াছ, ফিরিয়া যাও।"

"এ পথে কি কোথাও যাওয়া যায় না ? কোন গৃহস্থের বাড়ী—যেখানে অন্ততঃ এক রাত্রের জন্য বিশ্রাম করিতে পারি ?"

"তোমার কি দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে ? এ জঙ্গল দেখিতেছ না ? এখানে বাড়ী কোথা ?"

"তুমিও কি জঙ্গলের সামিল ? না গাছের ডালে ডালে বাস কর। বাড়ী যদি না থাকে, ত তুমি কেমন করিয়া আসিলে ?" লোকটা এবারে বড়ই রাগিল। তাহার রাগ হইবারই কথা ! একটা কোথাকার কে বিদেশী আসিয়া তাহাকে সমান উত্তর দিতে সাহস করে ! অন্ধকারে সে ব্রাহ্মণের মুখখানা একটু কষ্ট করিয়া দেখিয়া লইল—দেখিল বৃদ্ধ। তখন ক্রোধ-কর্কশস্বরে বলিল "বৃদ্ধ বয়সে অপঘাতে মরিবে কেন ? মানে মানে ফিরিয়া যাও !"

রতন ধীরভাবেই উত্তর দিলেন—বলিলেন, "যথেষ্ট পথ দিয়াছি, ইচ্ছা হয় যাইতে পার।"

তাহার যাইবার উদ্দেশ্য ছিল না ; রতনকে ফিরানই উদ্দেশ্য। সে অগ্রসর হইয়া রতনকে ধাক্কা দিল। রতন তাহার কথার ভাবে পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন ; বুঝিয়া ধাক্কা খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। লোকটা ধাক্কা মারিয়া নিজেই পা সামলাইতে পারিল না, পড়িয়া গেল। পথের পার্শ্বে ত্রিশিরার কাঁটায়, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। রতন তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। হাতধরা ও তোলাতেই সে রতনের শক্তি বুঝিল। রতন বলিলেন "দেখাইয়া দাও, কোন্ দরজায় গেলে শৈলজানন্দের সঙ্গে দেখা হয়।"

লোকটা শৈলজানন্দেরই ভৃত্য। জাতিতে কাহার—বলিষ্ঠ। যে গুপ্তদ্বার দিয়া রতন প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, সেই দ্বার রক্ষা করাই তাহার কার্য্য ছিল। রতনের আদেশ শুনিয়া লোকটাকে ফাঁফরে পড়িতে হইল। কাতরস্বরে বলিল "প্রভু ! সে পথ দিয়া আপনাকে লইয়া গেলে যে আমার চাক্‌রী যাইবে।"

"যাহাতে না যায়, তাহার ব্যবস্থা করিব। আমি তার জামাতার নিকট হইতে পত্র আনিয়াছি। তাহাকে দিয়া চলিয়া যাইবে।"

"তাহা হইলে, পত্রপাঠ আমার চাক্‌রী যাইবে। শুধু চাক্‌রী নহে—হয় ত প্রাণও যাইবে। জামাতার সঙ্গে তার সদ্ভাব নাই।"

"জামাতার সঙ্গে সদ্ভাব নাই ?"

"দুনিয়ার কারও সঙ্গে সদ্ভাব নাই।"

"এরূপ লোককে দেখিতে রতন কৃতনিশ্চয় হইলেন। বলিলেন, "বাবু ! তোমার চাক্‌রী থাক্ আর যাক্, আমি তাকে দেখিব।"

লোকটা কপালে হাত দিল ; আর বলিল, —"এতকাল পরে দেখিতেছি, আমার রুটী মারা গেল।" রতন বলিলেন, "সহজে মারা যাইতে দিব না। তবে একান্তই যদি যায়, তোমার দুরদৃষ্ট।"

বাধ্য হইয়া সে ব্যক্তি রতনকে দ্বারটী দেখাইতে অগ্রসর হইল। রতন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি-

লেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে উভয়ের সম্মুখে একটা পরিখা পড়িল। পরিখা পার হইতে পারিলেই দ্বার। দ্বারটী দেখাইয়া লোকটা স্থানত্যাগের উদ্যোগ করিল। রতন বলিলেন—"দ্বার ত দেখাইলে; এখন পরিখা পারের উপায় বলিয়া দাও।" সে ব্যক্তি জল দেখাইল, আর বলিল—"স'াতারিয়া পার হউন।" রতন তাহার বস্ত্র দেখিলেন। দেখিয়া বুঝিলেন, এ ব্যক্তি অন্য কোন উপায়ে পার হইয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন করিয়া পার হইলে?" সে চুপ করিয়া রহিল। রতন আর কালক্ষেপ না করিয়া তার ঘাড়টা ধরিয়া ফেলিলেন; এবং বলিলেন "যদি উপায় বলিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব কর, ত তোমাকে পাকে পুঁতিয়া রাখিব।"

ঘাড় ধরাতেই তার অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তখন সে করজোড়ে বলিল, "ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিন; পারের ব্যবস্থা করিতেছি।" রতন পরিত্যাগ করিলে, সে জলের ভিতর হইতে একখানি ছোট ডোঙা বাহির করিয়া ভাসাইল। রতন তাহাতে চড়িয়া পার হইলেন; এবং এক ধাক্কা দিয়া ডোঙা-খানাকে পরপারে ভাসাইয়া দিলেন। ভৃত্য সেটাকে আবার জলের ভিতরে ডুবাইয়া রাখিল, আর বলিল, "হুজুর! মনিবের কাছে আমার নাম করিবেন না।" রতন আশ্বাস দিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল, রতনও উপরে উঠিলেন।

কিন্তু হইল কি? এখানেও যে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ! ব্রাহ্মণ এবারে যথার্থই বিপন্ন। আশ্রয় গ্রহণেরও উপায় নাই, ফিরিবারও উপায় নাই। চারিদিকে বন, লতা-গুল্ম মধ্যে সর্পভয়, সমস্ত দিবসের উপবাসে ক্ষুধার্ত্ত, পথপর্য্যটনে শ্রান্ত—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্রাহ্মণ নিরাশায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যে পথে আসিয়াছেন, সে পথ দিয়া ফেরা সহজ কথা নয়—বিশেষতঃ হতাশের হৃদয় লইয়া। দ্বারে করাঘাত করিলেই কেহ খুলিয়া দিবে, এরূপ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না।

ব্রাহ্মণ সেই অন্ধকারময়, আবর্জ্জনাময়, ভীষণ স্থানে দাঁড়াইয়া নিজের দুরদৃষ্টচিন্তায় নিবিষ্ট হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—"কি কুক্ষণেই বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছিলাম। বিনাপরাধে একটা কাপুরুষ ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইলাম। তাহাতেও ত ভোগের শেষ হইল না। অবশেষে কোন্ অপরিচিত, অনাতিথেয়, দুর্ব্বোধ্য, নরাধমের বাড়ীর দ্বারে নরকতুল্য স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আসিলাম।"

একমাত্র আশা, ভৃত্যটা যদি ফিরিয়া আসে। তাহারই আগমন প্রত্যাশায়, ব্রাহ্মণ কবাটে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে স্থানে বসিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

চারিদিক নিস্তব্ধ। বাটীর ভিতরের একটা স্বরের অপেক্ষায়, ব্রাহ্মণ ভিখারীর ন্যায় কাণ পাতিয়া রহিলেন; প্রহরেক অতীত হইয়া গেল, তথাপি সেখানে জীবের অস্তিত্ব অনুভূত হইল না। লোকটাও ফিরিয়া আসিল না!

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, এইভাবে দাঁড়াইয়া রাত্রি যাপন করা অপেক্ষা, পরিখা পার হইয়া কোন বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করাও শ্রেয়ঃ। বুঝিলেন, যুবতীর কথায় এ অরণ্যপথে প্রবৃত্ত হইয়া ভাল কাজ করেন নাই। তাঁহার বোধ হইল, শৈলজানন্দের চরিত্রজ্ঞা রমণী দুষ্টামি করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়াছে। রমণীর উপর তাঁহার ক্রোধ হইল। ভাবিলেন, কেন আপনাকে বিপন্ন করিতে তাহাকে দুষ্ট বালকের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিলাম? সর্ব্বনাশীকে দেখিতে পাইলে, আবার তাহাকে তদবস্থায় সরোবরতীরে বাল-

কের হাতে সমর্পণ করিয়া আসি। এমন কোমল সৌন্দর্য্যের ভিতরে এমন নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা!

সদাশিবেরও উপর তাঁহার ক্রোধ হইল। জানিয়া শুনিয়া সে মূর্খ এমন নরাধম শ্বশুরের কাছে তাঁহাকে প্রেরণ করিল কেন? আর সেই পাপিষ্ঠ শ্বশুরটার উপর তাঁহার ক্রোধের সমস্ত ভারটা চাপিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের বড়ই আক্ষেপ, এখনও পর্য্যন্ত তাহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে পারিতেছেন না। দুই একবার শৈলজানন্দকে শিক্ষা দিবার ব্যগ্রতা আসিল। ব্রাহ্মণ একবার মনে করিলেন, "এই ক্ষুদ্র দ্বারটা এক পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করি। এবং শৈলজানন্দর গলদেশ ধরিয়া মুষ্ট্যাঘাতে তার পৃষ্ঠদেশের কতকটা স্থান অপরাংশ হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক করিয়া দিই।" আবার ভাবিলেন শৈলজানন্দকে ধরিতে, যদি কোন গবানন্দকে ধরিয়া ফেলি! এই মুষ্ট্যাঘাত কার্য্যটা যদি তাহারই পৃষ্ঠে নিষ্পন্ন হইয়া যায়!"

পরিখা পার হওয়াই ব্রাহ্মণ যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন। গৃহপ্রবেশের আশায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সান্ধ্যকৃত্য সমাধা করিতে পারেন নাই। তিনি সেই অন্ধকারে হাতে ভর দিয়া, তীর হইতে অবরোহণ করিলেন। হস্তপদ প্রক্ষালিত করিয়া ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন।

ধ্যান করিতে গিয়া, ভগবানের উপর ব্রাহ্মণের অভিমান আসিল। তাঁহার মুদ্রিত অক্ষিপক্ষমধ্যে অশ্রুর রাশি সঞ্চিত হইল। ধ্যানান্তে যেই ব্রাহ্মণ চক্ষু মেলিলেন, অমনি দুটি গণ্ড দিয়া জল বাহির হইয়া গেল!

চক্ষু মুছিয়া জলে পদক্ষেপ করিতে রতন দেখিলেন, পরপারে কে আলোক লইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, এইবারে প্রাণ পাইলাম। আশার পুনঃসঞ্চারে হৃদয়নিবদ্ধ বায়ুরাশি নাসিকারন্ধ্র হইতে প্রবল বেগে বাহির হইয়া গেল। করযোড়ে তিনি ইষ্টদেবের কাছে ভিক্ষা চাহিলেন, "প্রভো! এ দুর্দ্দশা হইতে আমাকে রক্ষা কর।"

আলোক ক্রমশঃই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই সঞ্চারিণী দীপশিখার দিকে চাহিয়া, পরিখাতীরে দাঁড়াইয়া, রতন দীপ্যমান শৈলজানন্দের প্রাসাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, উচ্চ প্রাচীরের উপরে মাথা তুলিয়া, সেই অতিথিসকে অনভ্যস্ত নির্ম্মম প্রাসাদচূড়া, নীরব অবজ্ঞার হাসির সহিত, তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে! শৈলজানন্দের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রতন বিস্মিত হইলেন! এরূপ ধনীর জামাতা, সামান্য অর্থের জন্য, নরাধম আনন্দদেবের কিনা দাসত্ব করিতেছে! শৈলজানন্দকে দেখিতে তাঁহার জেদ হইল। মনে করিলেন, অপমানিত লাঞ্ছিত হইয়াও যদি পুরী প্রবেশ করিতে হয়, অনাহারে অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হয়, তথাপি লোকটাকে না দেখিয়া আমি কাশীপুর ত্যাগ করিব না।

অন্ধকার স্তূপাকারে পশ্চাতে রাখিতে রাখিতে, আলোকটা পরিখার পারে রতনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রতন দেখিলেন, আলোকধারিণী সেই দৃষ্টপূর্ব্বা রমণী।

দেখিয়াই রতন ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন,— "বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিয়াছে কিনা দেখিতে আসিয়াছ?"

রমণী। আমি না বুঝিতে পারিয়া অপরাধ করিয়াছি, আপনি চলিয়া আসুন।

রতন। কেমন করিয়া যাই? ডোঙ্গা ওপারে জলের ভিতরে লুকান আছে।

রমণী জলে নামিল; ডোঙ্গাটাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল—পারিল না। তখন ব্রাহ্মণকে

আরও কিয়ৎক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল; বলিল, "জলে নামিবেন না; কণ্টকাদিতে ঝিল পরিপূর্ণ, চরণ বিক্ষত হইবে! আমি শীঘ্র ভৃত্যকে লইয়া ফিরিতেছি"—বলিয়াই রমণী স্থান ত্যাগ করিল, রতনের নিকট উত্তরের অপেক্ষা রাখিল না।

রূপেই হউক, কি আলোকেই হউক, কিয়ৎক্ষণের জন্য সেই প্রাণহীন প্রদেশের জীবন সঞ্চার করিয়া, আবার সুন্দরী গাঢ় অন্ধকার ঢালিয়া গেল। রতন আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে! যুবতীকে দেখিয়াই রতন সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তাহার উপকারের চেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহার উপর যে এতটুকুও অভিমান আসিয়াছিল, তাহা সেই তিমিরে বিসর্জ্জন দিলেন। বলিলেন—"আয় মা—শীঘ্র ফিরিয়া আয়, আমাকে কষ্ট-বন্ধন হইতে মুক্ত কর।"

খুট্ করিয়া কবাটে শব্দ হইল! রতন বুঝিল, এইবার বোধ হয় ভিতর হইতে কে দ্বার খুলিতেছে! মুহূর্ত্তমধ্যে নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিতে তিনি দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বার উন্মুক্ত হইল। একজন খর্ব্বকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ লাঠী হস্তে বাহিরে আসিল; এবং রতন যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্ব দিয়া কি যেন অন্বেষণ করিতে করিতে কতকটা দূরে চলিয়া গেল। অবকাশ পাইয়া তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া লোকটা বাহিরে আসিয়াছিল! সে অনুচ্চ গম্ভীর স্বরে ডাকিল—"ঝগ্গন!" উত্তরের অপেক্ষায় সে ক্ষণেক দাঁড়াইল। আবার বলিল—"কে কথা কহিল? ঝগ্গন?"

রতন শুনিলেন; গ্রাহ্য না করিয়া শৈলজানন্দের সন্ধানে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চলিতে চলিতে রতন শৈলজানন্দের ঐশ্বর্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কি বিস্তীর্ণ শিলাবদ্ধ প্রাঙ্গণ! কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, ব্রাহ্মণের দৃষ্টি প্রাঙ্গণপ্রান্তে পহুঁছিতে সমর্থ হইল না। প্রাঙ্গণ বেড়িয়া উচ্চ প্রাচীর; প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন শস্যসম্পত্তির নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য 'মরাই'। মধ্যে সুচিত্রিত সুনির্ম্মিত দেব-মন্দির। পরিখাতীরে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ তাহারই অগ্রভাগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেবালয়ের সম্মুখেই নাটমন্দির। ব্রাহ্মণ প্রথমেই দেবদর্শনোদ্দেশে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—মন্দিরদ্বার রুদ্ধ। নাটমন্দিরেও জনপ্রাণীর সমাগম নাই। উদ্দেশেই ব্রাহ্মণ, মন্দিরাভ্যন্তরে অজ্ঞাত দেবতাকে প্রণাম করিলেন। আর বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি ত নিজেই এক সময় বলিয়াছ:—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

সুতরাং তোমার মূর্ত্তি লইয়া, তোমার নাম লইয়া কথা নয়। তুমি যে মূর্ত্তিতেই এই মন্দিরমধ্যে অবস্থান কর,—পিতাই হও, কি মাতাই হও; বিষ্ণুই হও, শিবই হও; কি অনন্ত-শক্তিধারিণী জগদ্ধাত্রীই হও, অন্ধকারে অপরিচিত পরগৃহে বিপত্তিভীত বৃদ্ধ আজ তোমার শরণাগত।" বলিয়াই ক্লান্ত, অবসন্নদেহ ব্রাহ্মণ মন্দির সম্মুখে চত্বরে বসিয়া পড়িলেন। স্থির করিলেন, দেবতা উঠাইয়া দেন উঠিব, নতুবা এ রাত্রির মত আর প্রাণত্যাগ করিতেছি না।

অজ্ঞাত দেবতা-সম্মুখে, দেবতা প্রীত্যর্থ বার-কতক ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া, ব্রাহ্মণ মৃগচর্ম্ম খুলিয়া বিছাইলেন। উষ্ণীষমধ্যস্থ পত্র পরিধেয় বস্ত্রে বাঁধিবার জন্য বাহির করিলেন। অপঠিতাক্ষর, অজ্ঞাতমর্ম্ম পত্রখানিকে বার দুই নাড়িয়া বলিলেন, "হে লিপি, কোথা হইতে কোথায় আনিয়া কত প্রকারের অবস্থায় ফেলিয়া, তুমি আমার পক্ষে পরিদৃশ্যমানা বিধিলিপির কার্য্য করিয়াছ। শেষে তোমারি কৃপায় আমি দেবতার দ্বারে। বলপূর্ব্বক অনাহারে রাখিয়া তুমি আমার জন্য পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত করিলে। তোমায় আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না। তুমি এই দেবতার সম্মুখে আজই যা হউক একটা অদৃষ্টের মীমাংসা করিয়া ফেল।"—এই বলিয়া, পত্র বাঁধিয়া, কাপড়ের পুঁটুলীটী মাথায় দিয়া, ব্রাহ্মণ শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। অল্প সময় মধ্যে ব্রাহ্মণের নিদ্রা আসিল। নিদ্রার মুখে স্বপ্নরাজ্যের প্রবেশদ্বারেই এক মধু-নিস্যন্দিনী বাণী তাঁহার সুষুপ্ত কর্ণে ধ্বনিত হইল। "ঠাকুর! আলোক আনিয়াছি, পায়ের ব্যবস্থা করিয়াছি, উঠিয়া আসুন।" স্বর যেন পরিচিত, কথা যেন শোনা, লোক যেন চেনা; স্থান যেন কতদিন হইতে, কত যুগের সম্বন্ধ বহন করিয়া কত ক্লান্ত অনাহারপীড়িত বিপন্নের আশ্রয়! নূতন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

প্রথম সত্যের সঙ্গে স্বপ্নরূপসীর কতকটা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল—কতকটা কলহের ভাব ধারণ করিল। সত্য নির্গুণ পুরুষ, সুতরাং কতক-টা রসশূন্য। কোন গুণ নেই, তার কপালে আগুণ। করুণাময়ী, রসময়ী স্বপ্নসুন্দরী ব্রাহ্মণের ক্ষুধা ভুলাইয়া, তৃষ্ণা ভুলাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহাকে মধুময় রাজ্যে লইয়া যাইবে, নীরস সত্যপুরুষটা তাহা কিছুতেই সহিতে পারিল না।

স্বপ্ন বলিল, "ব্রাহ্মণ! চাহিয়া দেখ, কোথায় আসিয়াছ।" সত্য বলিল, "আর চাহিতে হইবে না; তুমি সেই মন্দির সম্মুখেই পড়িয়া আছ।"

স্বপ্ন। দেখিতেছ না, কেমন স্নিগ্ধছায়া-দ্রুমাকীর্ণ, সর্ব্বত্র, ফলশোভিত, শস্যশ্যামল দেশ!

সত্য। মিথ্যা কথা—মরুভূমি। তুমি নির্ম্মম নির্দ্দয় হৃদয়হীন গৃহস্থের আশ্রয়ে ক্ষুৎ-পিপাসাকাতর—শক্তিহীন।

ব্রাহ্মণ স্বপ্নপ্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন না। তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন;—দেখিলেন, সম্মুখে সেই মন্দির, নিদ্রিত দেবতাকে হৃদয়-আসনে শায়িত করিয়া, মৃত্তিকা স্তূপের ন্যায় জড় অস্তিত্ব বহন করিতে, আকাশে মাথা লুকাইয়াছে। মন্দির সম্মুখে সেই নাটমন্দির; আর তাহার ভিতরে রাশীকৃত, স্তরের পর স্তরে সজ্জিত, গাঢ় অন্ধকার!

ব্রাহ্মণ আবার চক্ষু মুদিলেন। সেই অবস্থাতেই মনে মনে দেবতাকে বলিলেন—"ঠাকুর! সুস্বপ্ন দাও, আর আমাকে প্রলোভনে আকৃষ্ট করিও না।" করুণায় জীবের অস্তিত্ব। করুণায়, মরজগৎ সহস্র বিভীষিকার আলয় হইলেও জীবযোগ্য সুখস্থান। করুণার পরিবীক্ষণে পরিদৃষ্ট বলিয়াই জড়প্রকৃতি লাবণ্যময়ী। মৃত্তিকা বৃক্ষলতায় ফলফুলে রত্ন-প্রসবিনী; শিলাস্তূপ নির্ঝর সৌন্দর্য্যে মুক্তবেণী শিখরিণী। সত্যময় মহাপুরুষ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ—অগণ্য নিরুপসর্গ স্কন্ধে লইয়া কোন নিরালম্ব দেশে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে, সৃষ্টি জন্মমুহূর্ত্তেই লয় প্রাপ্ত হইত। করুণা, শুধু করুণা—করুণার ধারাবর্ষণে নিত্যস্নাত সংসার, জীবনে মরণে, শুধু অনন্ত অস্তিত্বের পথেই অগ্রসর হইতেছে।

ভগবানের করুণায় ব্রাহ্মণ আবার কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য ক্লেশের হাত হইতে নিস্কৃত পাইলেন।

আবার তাঁহার নিদ্রা আসিল। নিদ্রার সঙ্গে সঙ্গে আবার স্বপ্ন। কি সুখের স্বপ্ন! মধুনিষিক্ত কুসুম-কেশরা কুহেলিকার ন্যায় চারিদিক হইতে স্বপ্নসৌন্দর্য্য ভারে ভারে যেন তাঁহার প্রাণটী আবৃত করিয়া বসিল।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, তিনি একটী খরস্রোতা নদীতীরে দাঁড়াইয়া। পরপারে শোভাময়ী নগরী, উপরে নীল মেঘ। মেঘ বেড়িয়া, অনাবৃতা, উদ্দীপিত লাবণ্যে চিরাবস্থিতা বিদ্যুৎ। যেন রজতরেখাপ্রান্ত নীল শাড়ী হেমাঙ্গিনীর অঙ্গ ঢাকিয়াছে। নগরী মধ্যে হেমকিরীটতুল্য স্নিগ্ধোজ্জ্বল কাঞ্চনমন্দির। অজ্ঞাত নাম্নী দেবতাকে হৃদয়ে নিবদ্ধ করিয়া, জগতের কাছে লুকাইয়া আপনার রূপোল্লাসে আপনিই তন্ময়—আপনিই ভোগ্য আপনিই ভোক্তা—নিস্পন্দ যোগীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে।

ব্রাহ্মণের বড়ই ইচ্ছা পরপারের কাম্য-নগরে কোন ক্রমে একবার উপস্থিত হন। কেন না সেখানে শুধু নগর আছে, আর দেবতা আছে। দেবতার ঘরে রাশি রাশি প্রসাদ। সোণার থালায় সজ্জিত পঞ্চাশৎ ব্যঞ্জনোপকরণ সঘৃত অমৃতোপম অন্ন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সে সোণার নগরে সব আছে, কেবল দেবীর প্রসাদ পাইবার লোক নাই। তাঁহার বড় ইচ্ছা কোনও ক্রমে নগরের সেই অভাবটা পূরণ করেন। এমন সুদৃশ্য নগরের অঙ্গহানি তাঁহার প্রাণে সহিতে ছিল না। কিন্তু সম্মুখে নদী; তিনি আবার বিদ্যুতগামিনী তরঙ্গিনী। মাঝে মাঝে দুই একটা হাঙ্গর কুম্ভীর জলের উপর মাথা তুলিয়া তীরস্থ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, ভাল বিপদ! আমার হাত রহিয়াছে, মুখ রহিয়াছে—দেহে অসীম ক্ষমতা, ভ্রমণে অতুলনীয় শক্তি—সবই আছে। সম্মুখেও যথেষ্ট অন্ন—দেবতার প্রসাদ; তথাপি কি না আমি খাইতে পাইলাম না!

"হে ভবসাগর-পারকর্ত্রী! আমাকে ক্ষুদ্র নদীটা পার করিয়া দাও।" কাতরকণ্ঠে ব্রাহ্মণ মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবাহন করিলেন; দেবতার চরণোদ্দেশে কত অশ্রুবিন্দুর অঞ্জলি দিলেন।

কোথা হইতে কে যেন বলিল—"ঠাকুর পারের ব্যবস্থা করিয়াছি; উঠিয়া আসুন।" কাতর প্রাণ ব্রাহ্মণ উদ্‌ভ্রান্তনয়নে সুধাস্রোতস্বিনীর মূলান্বেষণে চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে সোণার মন্দির যেন গলিয়া গেল। চারিদিক হইতে গলিত সুবর্ণস্রোত ধারায় ধারায় নিবদ্ধ হইয়া, পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া, দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তিমতী দেবী হইল। তাঁর পৃষ্ঠে ঘন মেঘের আবরণ, সম্মুখে নবোদিত অরুণ-কিরণ। অলকাবৃত মুখে শতস্থানে প্রতিফলিত হইয়া শত স্থির দামিনীরেখায় দিগন্তে রূপ ছড়াইয়া সৌন্দর্য্যময়ী কথা কহিল, "ঠাকুর! উঠিয়া আসুন।"

রতনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চারিদিক চাহিলেন। দেখিলেন, পদতলে উপবিষ্টা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা রমণী।

"কে মা তুমি?"

"উঠিয়া আসুন, পারের ব্যবস্থা করিয়াছি।"

রতন উঠিয়া বসিলেন; দুই হাতে চক্ষু মুছিলেন। স্বপ্নটা তখনও পর্য্যন্ত তাঁর মস্তিষ্কের উপর অধিকার ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সেই গলিত মন্দিরটা তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তশ্চক্ষুর চারিধারে ঘুরিতেছিল। সেই জঙ্গমা শালকতা—পুষ্পস্তবকশোভিনী—তখনও পর্য্যন্ত অনাবৃত, স্ফুটন্ত রূপমাধুরী লইয়া, থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। সুতরাং রমণীর

পারের ব্যবস্থাটায় তাঁহাকে কিছু গোলে ফেলিল —তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বপ্নটাকে নিষ্পীড়িত করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"মন্দির ভাঙ্গিয়া বাহির হইলি; তার সমস্ত উপাদান নিজস্ব করিয়া, গায়ে মাখিয়া, নিজেই নিজের মূর্ত্তি গড়িলি; কোন ভাগ্যবলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখা দিলি? এখন কি মা তার ভবপারের ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছিস্?" রমণী এ কথায় কোন উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণ কি বলিল, বুঝিতে পারিল না। সে গলবস্ত্রে ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণতা হইল; আর বলিল, "—আমি আপনাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছি। কন্যার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তার গৃহে পদধূলি প্রদান করুন।"

এতক্ষণ ব্রাহ্মণের সমস্ত ঘুমের ঘোরটা কাটিয়া গিয়াছে। তিনি তখন মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন; বুঝিলেন, ভাল ক'রে চোখ না মুছিয়া, এ রমণীর কাছে এ প্রকার বেদান্ত ব্যাখ্যাটা ভাল হয় নাই। তিনি বেদান্তকে স্বপ্নের সঙ্গে বিদায় দিয়া, সহজ কথায় উত্তর দিলেন,—"তোমার ঘর এখান হইতে কতদূর?"

রমণী। আপনি কি পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত?

রতন। পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধায় জর্জ্জরিত। মনের কথা যদি জানিতে চাও, তা হ'লে বলি, দেবতার পদপ্রান্তে স্থান লইয়াছি, আজ রাত্রের মতন উঠিতে ইচ্ছা নাই।

রমণী। তবে কি হবে প্রভু? আমিই যে আপনার এই অবস্থার কারণ! আপনি এখানে অনাহারে রাত্রি যাপন করিলে, আমার যে সেই ক্ষুদ্র বালকটীর অকল্যাণ হইবে—গৃহস্থের অকল্যাণ হইবে।

রতন। তোমার বালকটীর কথা বলিলে আমাকে উঠিতে হয়; কিন্তু গৃহস্থের অকল্যাণে তোমার কি? যে পামর অনাহারে প্রপীড়িত অতিথির প্রতি বিমুখ—সাধ্বী! তার কল্যাণ তুমি কামনা কর কেন?

রমণী। গৃহস্থ আপনার আগমন সংবাদ পাইলে, হয়ত প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

রতন। গৃহস্থের ভৃত্য ত সংবাদ পাইয়াছিল। সে ব্যক্তি আতিথেয় হইলে, নিশ্চয় ভৃত্য তাঁহাকে সংবাদ দিত।

রমণী। সেটা ভৃত্যের অপরাধ। আমার বোধ হয়, গৃহস্থ এ কথা শুনিলে, সে ব্যক্তি তিরস্কৃত হইবে।

রতন। সে যা হউক, তোমার অতিথিসৎকারে গৃহস্থের কি? তুমি সেবা করিবে, তাহাতে গৃহস্থের কল্যাণ হইবে কেন?

রমণী। আমি তাঁর কন্যা।

রতন। তাঁর কন্যা! তুমিই সদাশিবের স্ত্রী।

রমণী আরও কিঞ্চিৎ মাথায় কাপড় টানিয়া মুখ অবনত করিয়া বসিল। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,—"তুমিই মা লক্ষ্মী, সদাশিবের স্ত্রী? আর সেই সুন্দর বালক? সেটী কি মা তোমার পুত্র?

রমণী মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—"সেটী আমার দেবর। আমার স্বামীর বিমাতার গর্ভজাত সন্তান।"

শুনিয়া ব্রাহ্মণের মুখে হাসি আসিল। সেই সরোবর তীরের ছবিটী আবার তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তবে ত দেখিতেছি, তোমাকে রহস্য করিবার তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

রমণী। আমি তাহাকে সূতিকা ঘর হইতে মানুষ করিয়াছি।

রতন। কেন? তার মা?

রমণী। তিনি পুত্র প্রসব করিয়াই দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন।

রতন। তা হইলে তুমিই বালকের মা?

রমণী। সে আমাকে ভিন্ন জগতের আর কাহাকেও জানে না। আমাকে মাতৃ সম্বোধন করে! আমার শ্বশুর জীবিত নাই, স্বামী থাকেন বিদেশে। শ্বশুরের শূন্যগৃহে সেই বালকই আমার একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সঙ্গী। যেখানে যাই, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়।

ব্রাহ্মণ এইবার বুঝিলেন, বালক এত দুষ্ট হইল কেন। জননীস্থানীয়া ভ্রাতৃজায়ার অত্যধিক আদরে সে অসহনীয় অত্যাচারী হইয়াছে।

রমণী। প্রভুর কি আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় আছে?

রতন। পরিচয় আর কি বলিব মা! সদাশিব আমার শিষ্য।

সদাশিব-পত্নী ভূলুণ্ঠিতা হইয়া ব্রাহ্মণের চরণে প্রণতা হইল। ব্রাহ্মণও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর বলিলেন, "আমি তাহারই নিকট হইতে তোমার পিতার নামে পত্র লইয়া আসিয়াছি।"

রমণী। পত্রের শিরোনামে আমি স্বামীর হস্তাক্ষর অনুমান করিয়াছিলাম; কিন্তু অসম্ভব বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই।

রতন। যাক্, তাহ'লে আমাকে যাইতেই হইবে?

রমণী। এখন আর আমি কি বলিব? সে বালক ত এখন আপনারই সম্পত্তি।

রতন আর কথা কহিলেন না। বিছানো মৃগচর্ম্ম আবার বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। রমণীও উঠিয়া দাঁড়াইল।

বন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া রতনও দণ্ডায়মান হইলেন। রমণী বলিল, "ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, বাহিরে আলোক রাখিয়াছি, লইয়া আসি।"

রতন কিন্তু এতই ক্লান্ত যে, তাঁহার উঠিতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। রমণীর আগ্রহে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে চলিতে হইতেছিল। পিতার গৃহে আশ্রয় মিলিল না; কন্যাও অতিথিসৎকার কার্য্যে পিতার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিল না। পিতাপুত্রীর সম্বন্ধ, রতনের কেমন দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। তিনি রমণীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"এমন ঐশ্বর্য্যবান পিতা তোমার, তুমি বালকটীকে লইয়া একা অবস্থান কর; ইহার কারণ ত আমি বুঝিতে পারিলাম না!"

"আমার অদৃষ্ট।"—এই বলিয়া সদাশিব-পত্নী আলোক আনিতে চলিল। অতৃপ্ত কৌতূহলে ব্রাহ্মণ সেই অন্ধকারাবৃত চত্বরে রমণীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পুনরুপবিষ্ট হইলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে তাঁহার ক্লেশ বোধ হইতেছিল। সে স্থান ত্যাগ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা কোনও প্রকারে রাত্রিটা যাপন করিতে পারিলে, প্রভাতে শৈলজানন্দকে একবার দেখিয়া যান। তাহার সঙ্গে দেখা না হইলেও ত রতনের কার্য্যসিদ্ধি হইল না। সদাশিবপ্রেরিত পত্র তিনি শৈলজানন্দ ভিন্ন আর কাহাকেও দিবেন না। শুধু ক্ষুধার পীড়নে ও সদাশিব-পত্নীর আগ্রহেই তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতেছিলেন।

একটু পরেই সদাশিব-পত্নী ফিরিয়া আসিল; এবং বলিল ঠাকুর আলোক দেখিতে পাইতেছি না যে!

রতন। কোথায় রাখিয়াছিলে?

রমণী। দ্বারের কাছে রাখিয়াছিলাম।

রতন। নিবিয়া গেল নাকি?

রমণী। নিবিবার ত উপায় নাই। আমি একটী সুগঠিত লণ্ঠনের ভিতরে পূরিয়া দীপ আনিয়াছি। নিশ্চয় কেহ লইয়াছে।

রতন। তাহা হইলে করিবে কি? আমি ত সে বনপথে এ বিষম অন্ধকারে চলিতে পারিব না।

রমণী। আমি যে বালককে একা ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি

রতন। তুমিই বা এ অন্ধকারে কেমন করিয়া ফিরিবে?

রমণী। তা'হ'লে কি হবে প্রভু! আমি যে বড়ই বিপদে পড়িলাম!

রতন। আমি একজন খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণকায় পুরুষকে দ্বার খুলিয়া বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম।

রমণী। কোন্ দিকে দেখিয়াছেন প্রভু?

রতন। দ্বার খুলিয়া সে বামদিকের পথ অবলম্বন করিয়াছিল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় সদাশিব-পত্নী পুনরায় সে স্থান ত্যাগ করিল। রতন বুঝিলেন, বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে আজি আর আহার লেখেন নাই।

পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, এতক্ষণে বিধাতা তাঁহার আহারের একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে অদৃষ্টবশে আহার্য্য গলাধঃকৃত না হইয়া গলপৃষ্ঠে সংলগ্ন! ক্ষুন্নিবৃত্তি উদরের নয়—অন্তরের! তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই একটা ঘোরতর দুরবস্থার আশঙ্কা করিতেছিলেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় পড়িয়াও তিনি বিস্মিত কিংবা বিচলিত হইলেন না। ঘাড় ফিরাইয়া লোকটাকে দেখিবার জন্যও তিনি ব্যগ্রতা দেখাইলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে বাপু তুমি?" লোকটা কর্কশ-স্বরে বলিল—"তুই কে?"

"আমি একজন অতিথি।"

"তুই কেমন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলি?"

"তা যেমন করিয়াই প্রবেশ করি; তোমাদের কি অতিথিসেবার এইরূপই ব্যবস্থা? ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দেবালয় সম্মুখে আহারের প্রত্যাশায় বসিয়াছিলাম। বড় বাড়ী, বড় মন্দির দেখিয়া অনেক প্রকার চর্ব্ব্যচোষ্যের আশা করিয়াছিলাম। তা বাপু, তোমরা কি দেবতাকে নিত্য এইরূপ গলাধাক্কার ভোগ দাও?"

লোকটা অপ্রতিভ হইয়াই যেন গলা হইতে হাত ছাড়িয়া দিল। রতন মুখ ফিরাইলেন। দেখিলেন, এ ব্যক্তি সেই দীর্ঘ যষ্টিধারী খর্ব্বকায় প্রহরী। সে অন্ধকারে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল; ব্রাহ্মণের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল।

রতন বলিলেন, "পরিতোষ করিয়া ত খাওয়াইলে; এখন কি আবার মুখশুদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছ?"

"মুখশুদ্ধির জন্য আক্ষেপ করিতে হইবে না, এখনি মিলিবে। তুমি এত রাত্রে গৃহস্থের বাড়ী প্রবেশ করিয়াছ। তুমি যে চোর নও, আমি কেমন করিয়া বুঝিব?"

"কেন বৎস বাঁটুল! যে সময় তুমি লণ্ঠনটী চুরি করিয়াছ; সেই সময়েই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, চোর তুমি—আমি নই।"

একজন ভিক্ষুবেশী অপরিচিতের এরূপ তীব্র রহস্যে লোকটা বড়ই ক্রুদ্ধ হইল। রুক্ষস্বরে বলিল—"সাবধান হইয়া কথা ক'। জানিস আমি কে?"

"দুর্ভাগ্য আমার, জানি না। তুমি নিজেই পরিচয়টা দিয়া আমাকে ভাগ্যবান কর।"

আত্মমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করিতে ও ব্রাহ্মণকে ভয় দেখাইতে, প্রহরিবর গুরুগাম্ভীরস্বরে বলিল,—"আমি মুন্না।"—নাম বলিয়াই মুন্না, রতনের মুখে বিস্ময়চিহ্ন দেখিবার জন্য তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রতন মুন্নার নাম শুনিয়াছিলেন। মুন্না কোল জাতীয় প্রসিদ্ধ দস্যু। ছোটনাগপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাহার নাম জানিত। সকলেই তাহাকে ভয় করিত। প্রসূতি দুরন্ত বালককে ঘুম পাড়াইতে মুন্নার নাম গ্রহণ করিত। এখন তাহার বয়স হইয়াছে। ছোটনাগপুর ইংরাজ-হস্তে আসিবার পর, দস্যু ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকুরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। শৈল-জানন্দের গৃহে সে বহুকাল হইতে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত।

যোগ্যের সম্মুখেই যোগ্যতার অভিমান হয়। সামান্য প্রহরী জ্ঞানে, রতন মুন্নার সহিত এতক্ষণ রহস্যের কথা কহিতেছিলেন; এখন নাম শুনিয়া গম্ভীর হইলেন; এবং মুন্না হইতেও গম্ভীরতর স্বরে বলিলেন—"আর, তুই জানিস্ আমি কে?"

স্বরের পরিচয় পাইয়া, মুন্না বুঝিল, সম্মুখের বৃদ্ধটী সহজ লোক নয়। সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন কোন অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা করিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, অবশেষে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসিল —"কে তুমি?"

"আমি রতন রাম"—বলিয়াই রতন দণ্ডায়মান হইলেন।

রতনের নাম মুন্নার অবিদিত ছিল না। তাঁহার শক্তির কথা, তাঁহার গুণগ্রাম, সে তাহার দস্যুসহচরদিগের মুখে অনেক বার শুনিয়াছে। প্রভু-জামাতা সদাশিবও অনেকবার তাহার কাছে রতনের নাম করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সহিত দেখার সুযোগ হয় নাই। আজ সে "যুগব্যায়ত-বাহুরংসল: কবাটবক্ষা পরিণদ্ধকন্ধর: গুরুপ্রকৃষ্ট-বপু:" বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবীরকে জীবনে প্রথম দর্শন করিল। দেখিয়াই চরণে লুটাইল। বলিল, "দেবতা! না বুঝিয়া চরণে অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর।"

রতন মুন্নার হাত ধরিয়া তুলিলেন; এবং বলিলেন, "মুন্না! তুমি গাত্রোত্থান কর। প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত আছ, তোমার অপরাধ কি? উঠিয়া তোমার প্রভু-কন্যার সন্ধান কর। তিনি আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার লণ্ঠন কে অপহরণ করিয়াছে, সেই জন্য আমরা স্থানত্যাগ করিতে পারিতেছি না।"

মুন্না বলিল, "লণ্ঠন আমিই লইয়াছি; আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

রতন মুন্নার সঙ্গে চলিলেন। পূর্ব্বোক্ত দ্বারসমীপে উপস্থিত হইলেই, সদাশিব-পত্নীর সহিত তাঁহার পুনঃসাক্ষাৎ হইল। মুন্না তাঁহা-দিগকে দ্বারসমীপে অবস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়া লণ্ঠন আনিতে প্রস্থান করিল। লণ্ঠনের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া সে একটা ঝাইয়ের তলায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই আলো জ্বালিয়া মুন্না লণ্ঠনটী ফিরাইয়া দিল।

দুইজনে বাহিরে আসিবামাত্র মুন্না দ্বার রুদ্ধ করিল। সদাশিব পত্নী ও মুন্না কেহ কাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। রতন বড়ই বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ বৃথাপ্রশ্নে সময়ক্ষেপ করিতে অভিলাষী হইলেন না, সদাশিব-পত্নীর সহিত নীরবে পরিখা পার হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস অপরাহ্ণে মন্দির প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে করিতে বয়োভারাবনত শৈলজানন্দ দেখিতে পাইলেন, একটী দীর্ঘ ছায়া তাঁহার পদপ্রান্তে সমুপস্থিত হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। মাথা তুলিয়া তিনি দেখিলেন, ছায়ানুরূপ উন্নতদেহ এক অদৃষ্টপূর্ব্ব বৃদ্ধ মন্দিরপার্শ্বস্থ দ্বারের দিক হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে। তিনি অনিমেষ দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। আগন্তুক ধীর পাদক্ষেপে তাঁহার সমীপস্থ হইল। আসিয়া কোনও কথা না কহিয়া, তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র দিয়া নীরবে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শৈলজানন্দ আগন্তুকের আচরণে বিস্মিত হইলেন। নিজেও কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আগন্তুকই কথা কহিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বলিল, "তোমার জামাতার নিকট হইতে এই পত্র আনিয়াছি। কল্য রাত্রে তোমার কন্যার সহিত আসিয়াছিলাম। তোমার দেখা না পাইয়া, ফিরিয়া তাহার পর্ণকুটীরেই আশ্রয় লইয়াছিলাম। দেখিলাম, রাজযোগ্য-প্রাসাদাধিষ্ঠিত শৈলজানন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সেই পর্ণকুটীরেই লুক্কায়িত আছে। তাহার উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত, দেবমন্দিরশোভিত সুসজ্জিত গৃহ, অসংখ্য রত্নরাজি গর্ভে ধারণ করিয়াও দরিদ্র—স্নেহ-হীন-কীটাবরণ—হৃদয়হীন।"

শৈলজানন্দ তথাপি নিস্তব্ধ। রতন তাহাকে অনেক কথা শুনাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু শৈলজানন্দকে দেখিয়া, তিনি আর বেশি কিছু বলিতে পারিলেন না। শৈলজানন্দের মূর্ত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, বৃদ্ধ দারুণভূকম্পশিথিলিত অঙ্গসন্ধি কোন্ পূর্ব্বকালের অভ্রংলিহ গৌরীশঙ্করের ভগ্নাবশেষ। সংসারের ঘটনাবৈচিত্র্যের ঘাতপ্রতিঘাতে, শোক দুঃখমর্ম্মবেদনার রেখাসম্পাতে এক সময়ের দেবতুল্য কান্তি আজ নিষ্প্রভ,—ভূপতিত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় কেবল পূর্ব্বকালের উচ্চসংস্থান সূচিত করিতেছে।

ব্রাহ্মণ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শৈলজানন্দকে দেখিতে দেখিতে তাঁর মনে দুঃখ উপস্থিত হইল। কন্যার নিকটে তিনি পিতৃপরিচয় অবগত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। পথে আসিতে আসিতে তিনি কন্যাত্যাগী এই কঠোর বৃদ্ধের এক অপ্রীতিকর মূর্ত্তি কল্পনায় আঁকিয়া দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু আসিয়া তাহা দেখিতে পাইলেন না।

শৈলজানন্দ কোনও কথা না কহিয়া পত্র খুলিতে লাগিলেন। রতন বলিলেন,—"আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে; এখন আমি আসিতে পারি।"

অতি ধীরভাবে শৈলজানন্দ বলিলেন, "ক্ষণেক অপেক্ষা করুন!"—এই বলিয়া তিনি ভৃত্যকে ডাকিলেন।

পূর্ব্ব রাত্রের ঝম্মন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রভুর সম্মুখে ব্রাহ্মণকে দেখিল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

শৈলজানন্দ তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"কাল কি তুলসী এখানে আসিয়াছিল?" শৈলজানন্দের কন্যার নাম তুলসী।

ভীতিকম্পিত কণ্ঠে ঝম্মন বলিল—"কই প্রভু! আমি ত তাহাকে দেখি নাই?"—

রতন বাধা দিয়া বলিলেন—"ভৃত্য শুধু আমাকে দেখিয়াছিল। দেখিয়া বাধাও দিয়াছিল;

আমি বাধা মানি নাই। তুলসীকে ও ব্যক্তি দেখে নাই।"

শৈ। আপনি?

রতন। ব্রাহ্মণ।

শৈলজানন্দ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, আর ভৃত্যকে আসন আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য প্রাণ পাইল। সে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আসন আনিতে ছুটিল।

রতন বলিলেন, "আমার আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কি?"

শৈ। "আমার প্রয়োজন আছে।"

রতন। আমি তীর্থে যাইবার জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি। পথে বিলম্ব হইয়াছে। এখানেও একদিন বিলম্ব হইল।

শৈ। আর একদিন বিলম্ব করুন।

এই বলিয়া বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরবে পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। রতন দেখিলেন, বৃদ্ধের মুখের ভাব দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তিত হইল; চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে ঝম্মন আসন লইয়া আসিল, শৈলজানন্দেরও পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া তিনি রতনকে বলিলেন, "আপনি কি একান্তই যাইতে ইচ্ছা করেন?"

রতন। তুমি যে কি প্রয়োজনের কথা বলিলে?

শৈ। তাহা এক দিনে নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

রতন। ভাল, দুই দিন না হয় রহিয়া গেলাম।

শৈলজানন্দ ঝম্মনকে বলিলেন, "আসন আমার ঘরে লইয়া যা—আর মুন্না কোথায় আছে ডাকিয়া দে!"

মুন্নাকে আর ডাকিতে হইল না। সে আপনা হইতেই তাঁহাদের দিকে আসিতেছিল, ঝম্মন শুধু আসন রাখিতে চলিয়া গেল।

মুন্না নিকটে আসিলে, শৈলজানন্দ বলিলেন, —"মুন্না! সম্মুখ এই যে বৃদ্ধটীকে দেখিতেছ, ইনিই বাঙ্গালী বীর রতন রায়। ইনি মুলুক ছাড়িয়া চলিয়াছেন, বোধ হয় আর ফিরিবেন না। বাঙ্গালা তীর্থস্থ দেবতার পদে এ পুষ্প অঞ্জলি দিতে চলিয়াছে।—বুঝি আর ফিরিয়া পাইবে না।"

একটী গভীর দীর্ঘশ্বাসতরঙ্গে শৈলজানন্দের কথা কিয়ৎক্ষণের জন্য যেন আন্দোলিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘশ্বাস মুন্নার। শৈলজানন্দের কণ্ঠ কম্পিত। রতন বার্দ্ধক্যনমিতাঙ্গ বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিয়া নির্ব্বাক, নিশ্চল।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া শৈলজানন্দ বলিতে লাগিলেন—"শোন মুন্না! এ দেশে এরূপ সামগ্রী আর মিলিবে না। বাঙ্গালীর এ মূর্ত্তি জন্মের মত চলিয়া যায়। দুই দিন প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়া লও।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ একবার ব্রাহ্মণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, বৃদ্ধের কঠোর দৃষ্টি হৃদয়ের আবেগভরে কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে মুখে তিনি হাসির অস্তিত্ব কল্পনায়ও আনিতে পারিতেছিলেন না, তাহা আজ শিলাবিদ্রাবী, নিরাশার তুষারকণ-নিচয়ে কি মধুর সৌন্দর্য্যে সুপ্রসন্ন!

রতন সে মুখ দেখিয়া বৃদ্ধের মনোভাব সমস্তই যেন বুঝিতে পারিলেন। তিনিও নীরব থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—"যথার্থ ব'লেছ শৈলজানন্দ! আর আসিব না।"

শৈ। আর আসিবে না। রতন রায় এ মুলুকে আর আসিবে না।

রতন। শৈলজানন্দও আসিবে না, মুন্নাও আসিবে না।

শৈলজানন্দ আর কথা কহিলেন না। ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইতে মুন্নাকে ইঙ্গিত করিলেন। মুন্না ব্রাহ্মণকে সঙ্গে চলিতে অনুরোধ করিল। রতন বলিলেন, "একবার দেবতা দর্শন করিয়া আসি।"

শৈ। কোথায় দেবতা? আপনি তীর্থ-দর্শনে চলিয়াছেন, কিন্তু তীর্থে দেবতা নিদ্রিত! এই মন্দিরে পূর্ব্বে অষ্টভুজার অধিষ্ঠান ছিল, শত্রুহৃদয়-শোণিতে তাঁহার পিপাসা মিটিত, এখন দেবতা নিদ্রিত।"

রতন। আছে ত?

শৈ। ছিল ত জানি।

রতন দেবীদর্শনে চলিলেন। শৈলজানন্দ মুন্নাকে বলিলেন—"চাবী আনিয়া মন্দির দ্বার খুলিয়া দে। ব্রাহ্মণকে অষ্টভুজার কঙ্কাল দেখাইয়া, আমার গৃহে লইয়া আয়।"

চলিতে চলিতে রতন শৈলজানন্দের কথা কয়টী শুনিলেন। প্রহেলিকাময় শৈলজানন্দকে তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রতন ভাবিলেন, শৈলজানন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার এইবারে সুবিধা হইল। এখনও পর্য্যন্ত তিনি শৈলজানন্দ-চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শৈলজানন্দকে না দেখিয়া তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইতে বিফল মনোরথ হইয়া, পথের ক্ষুধাতৃষ্ণার পীড়নে, অন্ধকারময় স্থানে বসিয়া বসিয়া, তাহার উপরে এতক্ষণ যে ক্রোধ পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, বৃদ্ধকে দেখিয়াই, পবন-তাড়িত ধূম্ররাশির ন্যায় তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে অপসারিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, বহুকাল হইতে, নানা বিষয়ে অর্জ্জিত, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হৃদয়ের স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত বেদনারাশি বহন করিয়া কোন পূর্ব্বকালের মায়াময়, আনন্দময়, কার্য্য-কুশল জীব, জড়ীকৃত দেহ-কঙ্কালে শুধু অস্তিত্বস্মৃতি বহন করিয়া দিন যাপন করিতেছে। পথে অন্তরায় হইয়া জগত আজ তাঁহার নিকট বিতাড়িত; কন্যা, জামাতা দূরীভূত; স্বজন-সহবাসসুখ আকাঙ্ক্ষার রাজ্য হইতে অপসারিত হইয়াছে!

মুন্না আসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'মুন্না, তোর মনিব কি চিরকালই এমন ছিল?

মুন্না। না।

রতন। কত দিন হইতে এরূপ হইয়াছে?

মুন্না। দশ বার বৎসর।

রতন। আগে কিরূপ ছিল?

মুন্না। আপনি কি জানিতে চাহেন?

রতন। তুমি যা জান, তার সমস্তই আমি জানিতে চাই।

মুন্না। আমি সব ভাল রকম জানি না।

রতন। তুমি কত দিন এখানে আছ?

মুন্না। সে ত বহুদিন। যে দিন হইতে দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়াছি।

রতন। দস্যুবৃত্তি ছাড়িলে কেন?

মুন্না। যে জন্য ডাকাতি করিতাম, আর তার প্রয়োজন হইল না।

রতন। কি জন্য ডাকাতি করিতে, শুনিতে পাই না?

মুন্না। মনিবের মনস্তুষ্টির জন্য।

রতন। এইত বলিলে, দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া চাকুরী লইয়াছি।

মুন্না। চিরকালই মনিবের চাকুরী করিতেছি। তবে এখানে থাকিতাম না।

রতন। থাকিতে কোথায়?

মুন্না। পথে ঘুরিতাম, বনে বনে দিন কাটাইতাম, আর যদি কোনও দিন ডাকাতি করিবার সুবিধা না পাইতাম, কোন গুহায় রাত্রি যাপন করিতাম।

রতন। তোমার ঘর বাড়ী ছিল না?

মুন্না। কস্মিন কালেও ছিল না, এখনও নাই। শুনিয়াছি, বাল্যকালে মনিব আমাকে ব্যাঘ্রমুখ হইতে উদ্ধার করেন। সেইকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত মনিবের ঘরেই মানুষ হইয়াছি; মনিবের কাছেই কুস্তি, লাঠীখেলা, অস্ত্রধরা শিখিয়াছি।

রতন। দস্যুবৃত্তি শিখিলে কোথায়?

মুন্না। সবই ত এক রকম বলিয়াছি ঠাকুর! এই আমার হাত, এই আমার দেহ, এই আমার প্রাণ, হাতের এই লাঠী—সমস্তই মনিবের। আমি শুধু পুতুলের মত, মনিবের হাতের টীপে ঘুরিয়া বেড়াই।

রতন মুন্নাকে পাইয়া, তার সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়া ভাবিয়াছিলেন, শৈলজানন্দকে এইবার হাতে পাইয়াছেন; কিন্তু আসিতে আসিতে শৈলজানন্দ আবার যেন অতিদূরে সরিয়া গেল, ধরা দিল না। ভাবিলেন, ছোটনাগপুরের বড় বড় জমীদারের ঘর লুটিয়া, দস্যু মুন্না যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার মূলে কি ঐ সৌম্য প্রশান্ত ঋষিমূর্ত্তি বৃদ্ধ? তিনি কি আজ দস্যুর গৃহে অতিথি?

মুন্না মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিল। বলিল—"ঠাকুর! দেবতা দর্শন করুন।"

রতন বলিলেন, "দেবতাকে পরে দেখিব। তুমি আর একটী কথা বল। আমায় বড়ই কৌতূহল হইতেছে।"

মুন্না ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"জিজ্ঞাসা করুন। আমি যা জানি সমস্তই আপনাকে বলিব। আপনাকে কিছু গোপন করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই, প্রয়োজনও নাই। আজ দশ বৎসর যে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই, আমিও যা দেখিতে অনুমতি পাই নাই, মনিবের আদেশে আমি আপনাকে তাই দেখাইতে চলিয়াছি। আপনি কি জানিতে চান, জিজ্ঞাসা করুন।"

রতন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন; কথায় বাধা দিয়া মুন্না আবার বলিতে লাগিল—"কিন্তু মনিব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি অল্প। আপনি যে বিশেষ তৃপ্তি পাইবেন, তাহা ত বোধ হয় না।"

শেষ কথাটা শুনিয়া রতনের মনে কিছু খট্‌কা লাগিল। শৈলজানন্দ সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত জানিবার জন্যই তাঁহার প্রশ্ন। বুঝিতেই যদি না পারিলেন, তাহা হইলে প্রশ্ন করিয়া ফল কি? তাঁহার সন্দেহ হইল, পাছে শৈলজানন্দ বিপন্ন হয়, এই ভয়ে সে প্রভু সম্বন্ধে অনেক কথা ব্যক্ত করিবে না, তিনি সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইবেন না। তাই, আগে হইতেই মুন্না মুখবন্ধ করিয়া রাখিতেছে।

মুন্না মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল। আপনার কথা শুনিয়া বহুবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছিলাম।

রতন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কি? অস্ত্র লইয়া?"

মুন্না। শুধু হাতে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ফল কি? আপনি বঙ্গদেশী ব্রাহ্মণ—পেটফোলা, হাত নলি, বাঙ্গালীর দেশ হইতে আসিয়া নাগপুরের বুকে বসিয়া, আজ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিতেছেন। আপনার সহিত শুধু হাতে সাক্ষাৎ করিতে যাইলে

কি আমার চতুর্বর্গ লাভ হইত?—ইচ্ছা ছিল, আপনাকে কিছু অস্ত্রঝনঝনার উপঢৌকন দিই। তাহাতে বরং একটা কোল সর্দ্দারের গৌরব হইত।

রতন। গেলে না কেন?

মুন্না। প্রভুর নিষেধ ছিল।

রতন। কেন? দেখা নাই, পরিচয় নাই, কোথা হতে আমার প্রতি তোমার প্রভুর অসম্ভব দয়া হইল?

মুন্না। তা বলিতে পারি না।

রতন। আমার বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে কথাটা গোপন করিলে।

দাঁতে জিব কাটিয়া মুন্না বলিল—"গোপন করিব কেন? এরূপ কথা আপনার যোগ্য হয় নাই।"

রতন অপ্রস্তুত হইলেন। বলিলেন—"তুমি কি একটা কারণও অনুমান কর নাই?"

মুন্না। বলিয়াছি ত ঠাকুর! প্রভুর অঙ্গুলির টাণে আমি পুতুলের মত ফিরিয়াছি। অনুমানে তাঁহার কার্য্যের তত্ত্ব বুঝিতে কখনও চেষ্টা করি নাই।

রতন। তুমি দস্যুতা করিয়া এ জীবনে অবশ্য বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছ?

মুন্না। সংগ্রহ করি নাই, লুট করিয়া আনিয়াছি এইমাত্র। রাত্রে ডাকাতি করিতাম, দিনমানে এই স্থানে আসিয়া অষ্টভূজার প্রসাদ খাইতাম। বহু দূরে যাইলে, যদি রাত্রের মধ্যে আসা অসম্ভব বোধ হইত, কিংবা কোনও কারণে দুই চারিদিন বিলম্ব ঘটিত, মজুরি করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতাম। মজুরি না জুটিলে ফলমূল—তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইলে—জলাশয়ের জল। আসল কথা, অনাহারে মরিলেও ভিক্ষা করিতাম না।

রতন। কতকাল ডাকাতি করিয়াছ?

মুন্না। বহুকাল। তার কি স্থির আছে! কতস্থান তারও কি ঠিক আছে!

রতন। কালের স্থিরতা নাই, স্থানেরও যখন স্থিরতা নাই, তখন আমার বোধ হয় রাশি রাশি অর্থ দস্যুতায় উপার্জ্জন করিয়াছ?

মুন্না। রাশি রাশি—রাখিলে একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত।

রতন। অবশ্য, সমস্ত অর্থ মনিবকেই তোমরা দিয়াছ?

মুন্না। আর কাকে দিব ঠাকুর? শুনিলে ছ, পথে মজুরি করিয়া দিনপাত করিতাম।

রতন। তা হ'লে ত তোমার প্রভু ধন-রাশির ঈশ্বর?

মুন্না। তা কেমন করিয়া বলিব?

রতন। সেটা অবশ্য ইচ্ছা করিলেই বলিতে পার।

মুন্না। আজ্ঞে প্রভু! তা বলিতে পারি না। অবশ্য ধনের খবর কখন লই নাই, কিন্তু কখনও ব্যবহার দেখি নাই। মনিব আমার হবিষ্যাশী, আর বেশ ত তাঁর স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। প্রভুর স্ত্রীকে দেখিলে বাড়ীর দাসী বলিয়া বোধ হইবে। ঘরের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার নিজ হাতে করিতে হয়। কন্যাকে দেখিয়াছেন! জামাতা সদাশিব, আপনাদের ওখানেই সামান্য সেপাইয়ের কার্য্য করেন।

রতন। তোমার মনিবের কোন পৈত্রিক সম্পত্তি আছে?

মুন্না। আছে বিলক্ষণ। কিন্তু তাঁর সমস্ত জমীজমা আমরাই দখল করিয়া বসিয়া আছি।

রতন। তোমরা কে?

মুন্না। আমি আর আমার দল। অবশ্য আমি এই খানেই থাকি। কিন্তু আমার শিষ্য-সম্প্রদায় স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারী। প্রায় পাঁচ

হাজার লোক মনিবের জমীর উপসত্বে প্রাণধারণ করিয়া আছে।

অনুমানে শৈলজানন্দকে বুঝা রতনের পক্ষে বড় সহজ হইল না। একবার তাঁহাকে দস্যুপতি ভাবিয়া ঘৃণায় ব্রাহ্মণের ভ্রুকুঞ্চিত হইতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই দেবতাবোধে তাঁহার প্রতি বীরজনোচিত শ্রদ্ধায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল। একবার মনে করিলেন, সরলচিত্ত কোলগুলাকে ঘৃণিত দস্যুতায় প্রবৃত্ত করিয়া, প্রতারণায় তার সমস্ত ফল বৃদ্ধ আপনি উপভোগ করিতেছে। আবার তাঁহার বোধ হইল, কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনকল্পে, দেবতাপ্রীত্যর্থ ফলাহরণের ন্যায়, এই প্রহেলিকাময় বৃদ্ধ এই গুপ্ত অলকায় ধনসঞ্চয় করিতেছে।

সন্ধ্যা হইতে বড় বিলম্ব ছিল না। মুন্না বিস্ময়াবিষ্ট ব্রাহ্মণকে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল, বেলা যায়। এই সময়ে মন্দিরে প্রবেশ না করিলে কিছুই দেখিতে পাইবেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রতন মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; মুন্না প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

আলোক হইতে অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে রতন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। প্রবেশদ্বার ব্যতীত মন্দির মধ্যে আলোক প্রবেশের অন্য পথ ছিল না। উপরে অন্ধকার, চারিদিকে অন্ধকার, সম্মুখে দুর্ভেদ্য শৈলের ন্যায় ঘনীভূত অন্ধকারে আগন্তুকের পথরোধ করিয়া কত কালের কি যেনরত্ন রাজি বক্ষপঞ্জরে লুকাইয়া, অবিকম্পিত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে।

রতন ভাবিলেন, এরূপ ঘনতম অন্ধকার সম্মুখে রাখিয়া আর কতদূরই বা অগ্রসর হইব? কোথায় দেবতা? কিরূপেই বা তাঁর দর্শন পাই? আর এ ভাবে অন্ধকার নিষ্পিষ্ট করিয়া মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, কোন্ উদ্দেশ্যে শৈলজানন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছে? রতন একবার মনে করিলেন, আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। শৈলজানন্দের গৃহদেবতা শৈলজানন্দেরই গৃহ বন্দিনী, আমি তাঁকে অন্বেষণ করিতে যাইয়া, অপঘাতে মরি কেন? আবার ভাবিলেন, শৈলজানন্দের হাতে দেবতারই যখন এইরূপ দুর্দ্দশা, তখন অপঘাত ভিন্ন আমিই বা তাহার নিকটে আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি?

রতন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্ধকারে প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল। তথাপি তিনি ফিরিলেন না। একবার মাত্র পশ্চতে চাহিলেন। ভাবিলেন, চক্ষু দুইটা আলোক স্নাত করিয়া, আর একটু দর্শনের উপযোগী করিয়া লই। কিন্তু একি? মন্দির দ্বার যে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে!

ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। আর কেহ পাছে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত দেখে, এই জন্য কি মুন্না বাহির হইতে কবাট বন্ধ করিয়া দিল? সশঙ্কচিত্তে ব্রাহ্মণ ডাকিলেন "মুন্না!"—উত্তর পাইলেন না।

কেবল কতকগুলা প্রতিধ্বনি মন্দিরগোলকে প্রতিহত ও সমষ্টিবদ্ধ হইয়া তাহার কর্ণে শত গুণ শক্তিতে 'মুন্না' নাম প্রবিষ্ট করাইয়া দিল।

ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইল। ভাবিলেন, এতদিন পরে একটা নির্ম্মম দস্যুর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া,—তাহার ছলনা বুঝিতে অসমর্থ—এই তমোময় কারাগৃহে অনাহারে ভীষণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে জন্মের মত কি আবদ্ধ হইলাম? স্মরণেই তাঁহার

বজ্রসম কঠোর হৃদয়ও একবার যেন বিকম্পিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "কি করিলাম! নিজেই সচেষ্ট হইয়া নিয়তিকে আলিঙ্গন করিলাম?"

মুহূর্ত্তমধ্যেই ব্রাহ্মণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, ফিরিব না। যদি শৈলজানন্দের মনে দুরভিসন্ধি না থাকে! তাঁহার সাহস পরীক্ষার জন্যই যদি বৃদ্ধ এই অভাবনীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে!

মৃত্যুভয় মাথায় লইয়া রতন সম্মুখের অন্ধকার ভেদ করিতে করিতে চলিলেন,—পশ্চাতে ফিরিতে সাহসী হইলেন না।

ক্রমে যেন অন্ধকারে তাঁহার দৃষ্টি চলিতে লাগিল; যেন একটী একটী করিয়া কত কি তাঁহার চোখের উপর পড়িতে লাগিল। রতন প্রথমেই দেখিলেন, পার্শ্বের একটী প্রকোষ্ঠ ক্ষীণ আলোকে ঈষৎ আলোকিত রহিয়াছে।

এ গবাক্ষহীন মন্দিরমধ্যে এ স্নিগ্ধরূপজ্যোতি কোথা হইতে আসিল? মুগ্ধনেত্রে রতন চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মন্দিরগোলক হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রাচীরমূল পর্য্যন্ত মন্দিরের সমস্ত গাত্র, বন্দুক ও তরবারি দ্বারা আচ্ছাদিত। দুই, দশ, সহস্র সহস্র—অগণ্য অস্ত্র, মন্দির গাত্রস্থ দুই একটী ছিদ্র মধ্য দিয়া আগত অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত কিরণরেখায় প্রতিফলিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে মন্দিরমধ্য আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। তরবারির উপর তরবারি, বন্দুকের উপর ব[illegible]ক—রতন দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ, আত্মজ্ঞানবিমোহিত স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। চক্ষু পলকহীন, কেবল শৈলজানন্দের ধ্যানগম্য মূর্ত্তির সহিত এই অগণ্য অস্ত্রগুলির সামঞ্জস্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু পারিল না—এ সমস্ত জীব-নাশী আয়ুধের ভিতরে বৃদ্ধের ভীমভৈরব মূর্ত্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইল না।

আলোক অল্পে অল্পে স্থানচ্যুত হইতেছিল, আবার অন্ধকারে—গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত হইবার ভয়ে রতন দ্রুতপদে সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন।

এখানে তিনি মণিবেদিকার উপরে রত্নমণ্ডিত আসনে রক্তকমলে অষ্টভুজা নিরীক্ষণ করিলেন। মহাকালের হৃদয়-আসন পরিত্যাগ করিয়া, তৎপার্শ্বে অর্দ্ধশায়িতা, অষ্টভুজে স্বহৃদয় আবদ্ধ করিয়া, দেবী যেন ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা ছিলেন।

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ, নির্নিমেষ-লোচনে বহুক্ষণ ধরিয়া দেবীকে দেখিলেন। শক্তিময়ীর শ্যামলবরণ দেহে রাশি রাশি ধূলি সঞ্চিত হইয়াছে। পার্শ্বে ধূলিধূসরিত কলেবরে মহাকাল নিদ্রালস চক্ষে শক্তিহীনা শক্তির মুখপানে চাহিয়া তার পাদস্পর্শ সুখাভিলাষের ইঙ্গিত করিতেছেন।

দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব বেদনার আবির্ভাব হইল। চক্ষে জল আসিল। কম্পিত, অশ্রুগদগদকণ্ঠে ব্রাহ্মণ একবার বলিয়া উঠিলেন—"আনন্দময়ি! তোমার এ অবস্থা আজ কে করিল মা? জাগো মা! একবার জাগো! জাগিয়া আর একবার তোমার ভক্তের পূজা গ্রহণ কর। নহিলে এ বিশ্বনাশিনী নিদ্রাসংক্রামকত্বে ভুবন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কোন্ মন্ত্রে জগৎ প্রবুদ্ধ হয়, কৃপাময়ি, একটীবার জাগিয়া সেই মূলমন্ত্রের আভাস দাও। তোমার ভক্ত তাহা হইলে তোমার পূজা করিবার অবকাশ পায়।"

রতন। কেন? মিছামিছি এ আত্ম-নিষ্পীড়নে ফল কি?

শৈ। তীর্থের পথ ত প্রস্তুত করিতে পারিলাম না।

রতন। তুমি কি তার জন্য আক্ষেপ কর?

শৈ। এক এক সময় আক্ষেপ হয় বই কি। তবে অনেক সময় মনকে প্রবোধ দিই। তাহাকে বুঝাই, আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তীর্থের পথ আমি প্রস্তুত করিতে পারি, আমার সেরূপ শক্তি কই?

রতন। আক্ষেপ করিও না—তোমার অন্ধকারের আয়োজন যদি অন্ধকারেই মিলাইয়া যায়, তাহাতেও আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। কার্য্য কর তুমি, কিন্তু ফলদাতা শ্রীকৃষ্ণ।

ভৃত্য একটী নূতন হুঁকায় জল করিয়া, নূতন কলিকায় তামাকু সাজিয়া রতনের হাতে দিল। রতন তামাকু টানিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে তাঁহার পা ধুইয়া দিল। শৈলজানন্দ বলিলেন, "তামাকু সেবন করিয়া আটচালায় বসিবেন, সেখানে সন্ধ্যাবন্দনাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। আমি একবার বাটীর মধ্য হইতে ঘুরিয়া আসি"—এই বলিয়াই শৈলজানন্দ উঠিলেন। রতন বলিলেন—"আজ রাত্রির মধ্যে আর দেখা হইবে কি?"

রতন বুঝিয়াছিলেন, গভীর মর্ম্মবেদনায় শৈলজানন্দ স্থানত্যাগ করিতেছে। হয়ত বৃদ্ধ আর ফিরিবে না।

শৈলজানন্দ হাসিয়া বলিলেন—"ফিরিব বই কি ঠাকুর। আজ জীবনে প্রথম অতিথিসৎকার করিতেছি, ফিরিব না।"

রতন। তবে এস। কিছু মনে করিও না, তোমাকে ছাড়িতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। আমি তোমাকে যতক্ষণ না দেখিয়াছি, ততক্ষণ কেবল তোমার উপর রাগ করিয়াছি।

শৈলজানন্দ উত্তর করিলেন না—চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ তামাকু টানিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ছেলের হাত ধরিয়া তুলসী আসিল।

রতন। কি মা তুলসী, এখানে যে?

তুলসী। নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছি।

রতন। কতদিন পরে?

তুলসী। কতদিন তা মনেই নাই। প্রায় বার বৎসর এখানে আসি নাই। এস্থান পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। কিন্তু কিরূপ ছিল, স্মরণে আসিতেছে না। এ সমস্ত বকুল গাছ তখন দেখি নাই।

রতন। এই এতকালের মধ্যে মা বাপের সঙ্গেও কি তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই?

তুলসী। মা লুকাইয়া লুকাইয়া আমাকে দেখিয়া আসিতেন। বাবাকে একদিনের জন্যও দেখি নাই। দেখিতে পাব, এ আশাও ছিল না। শুধু আপনার কৃপায় তাঁহাকে আবার দেখিতে পাইলাম! কিন্তু প্রভু, আসিয়া কি দেখিলাম? কাঞ্চন মন্দিরের চূড়া হেলিয়া পড়িয়াছে। দু'দিন পরে আসিলে বুঝি আর দেখিতে পাইতাম না!

বলিতে বলিতে তুলসী কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণের আঁখি ভিজিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, শৈলজানন্দ সম্বন্ধে আর কোন কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু এই পিতৃবৎসলা রমণীর কথায় তিনি বড়ই মর্ম্ম-ব্যথা পাইলেন। তাঁহার পিতার সম্বন্ধে দুই একটা কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রতন। পিতার কাছে কি এমন অপরাধ করিয়াছিলে তুলসী যে, বার বৎসর পিতার নিকট হইতে তাড়িতা রহিয়াছ?

তুলসী। অপরাধ ত কিছুই জানি না দেবতা।

রতন। অপরাধ জানিলে না, তথাপি তুমি তাড়িতা হইলে?

তুলসী। অজ্ঞানে কি অপরাধ করিয়াছিলাম তাহা কেমন করিয়া বলিব? একদিন প্রভাতে শয্যা হইতে তুলিয়া, পিতা আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'যদি আমার কন্যা হও, তাহা হইলে স্বামীর সঙ্গে এখনি আমার গৃহ ত্যাগ কর। যতদিন তোমাকে নিজে না আনিতে যাই, ততদিন এ গৃহে পদার্পণ করিও না। আমি মরিলেও আসিও না'।

রতন। পিতা কি তোমাকে ভালবাসিতেন না?

তুলসী। আমাকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না।

রতন। তোমার স্বামীর প্রতি কি তাঁহার ক্রোধ হইয়াছিল?

তুলসী। ক্রোধের কারণ ত কখন দেখি নাই। স্বামীও আমাকে কখন কিছু বলেন নাই। আর কয়দিনই বা তাঁহার সহিত আমার কথা হইয়াছে? বিবাহের দশ দিন পরেই তিনি আমাকে শ্বশুরের ঘর আগলাইতে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন! এ বার বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

রতন। তোমার শ্বশুর কি তখন জীবিত ছিলেন?

তুলসী। শ্বশুরও ছিলেন, শাশুড়ীও ছিলেন। কিন্তু স্বামীর গৃহত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে দুইজনেই লোকান্তরিত হইয়াছেন। মা আমাকে এই শিশুটি দিয়া গিয়াছেন। ভাগ্যে এটীকে পাইয়াছিলাম, তাই আজও জীবনধারণ করিয়া আছি।

বালক এতক্ষণ কি জানি কেন চুপ করিয়াছিল। আর স্থির থাকিতে পারিল না। 'মা'য়ের আঁচল ধরিয়া টানিল—বলিল 'মা, বাড়ী চল্।'

রতন। আর তুমি বাড়ী যাইতে পারিবে না। এই এখন তোমাদেরই বাড়ী।

বালক রতনের উপর হাত উচাইল—বলিল "মারবো।" রতন বলিলেন—"মারই আর যাই কর, তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি না।" বালক তুলসীকে ছাড়িয়া, ছুটিয়া রতনের হাত ধরিল। তুলসী বলিল—"ছি! উনি আমাদের গুরু। ওঁর গায়ে হাত তুলিতে নাই! উনি ঠিক বলিয়াছেন।"

রতন বালককে কোলে টানিয়া লইলেন। আর বলিলেন—"তোমার যেমন মা আছে, তোমার মায়েরও সেই রকম মা আছে। তুমি মাকে একদণ্ড ছাড়িতে পার না, তোমার মাই বা তার মাকে ছাড়িয়া থাকিবে কেন?"

বালক কথা বুঝিল না। ছল ছল নেত্রে তুলসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তুলসী বলিল, "না তা কেন? তুমি এখানেও থাকিবে, সেখানেও থাকিবে।"

এই সময় মুন্না আসিয়া তুলসীকে বলিল—"প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন।" তুলসী বালককে ক্রোড়ে লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিল। রতনও সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিতে উঠিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাত্রিতে একবার মাত্র শৈলজানন্দের সহিত রতনের সাক্ষাৎ হইল। শৈলজানন্দ রতনের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন। দুইজনে আর কোনও কথা হইল না।

রতন স্থির করিয়াছিলেন, শৈলজানন্দের বিষয় বড় একটা চিন্তা করিবেন না। কিন্তু তাঁর সমস্ত রাত্রি শৈলজানন্দের ভাবনাতেই কাটিয়া গেল। সে বৃদ্ধ একটী পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত গৃহে কোমল শয্যায় তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সারারাত্রি তাহার উপর এপাশ ওপাশ করিলেন,—নিদ্রা আসিল না। ভাবিলেন, রাজারাণীর চিন্তা ছাড়িলাম, নারায়ণীর চিন্তা ছাড়িলাম, অমন সুখের অনন্তপুরকেই ভুলিতে চলিয়াছি, তখন কোথাকার কে শৈলজানন্দের চিন্তা লইয়া মরি কেন? আমার কার্য্য ত শেষ হইয়াছে, সুতরাং আর এখানে থাকিয়া লাভ কি? ছোটনাগপুরের চিন্তা এই স্থানেই রাখিয়া তীর্থের দিকে চলিয়া যাই।

শৈলজানন্দের সঙ্গে দেখা হইলে, হয় ত দু' চারি দিনের মধ্যে এস্থান ত্যাগ করিতে পারিব না। বিলম্ব করিলে, আরও কতঃকি আপদ কত দিক হইতে ঘেরিয়া ধরিবে, অন্যমনস্কে হয়ত আবার কোন একটা কঠিন শৃঙ্খল পায়ে জড়াইব—নানা প্রকার চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ শৈলজানন্দের ঘর ছাড়িবেন সংকল্প করিলেন। সেই দুষ্ট বালকটার-মূর্ত্তি ধরিয়া, একটা কঠিন শৃঙ্খল যেন তাঁহার চোখের উপর দিয়া, ঝন ঝন শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই এস্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তামাকুটা সাজিয়া খাইবেন, তাঁহার সে সাহসেও কুলাইল না। তল্পীটা কাঁধে তুলিয়া মৃগচর্ম্মটা বগলে পুরিয়া একহাতে লাঠী অন্য হাতে হুঁকাটী লইয়া ব্রাহ্মণ ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ভৃত্য ঝম্মন দ্বারদেশে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিল। চৌকাঠ পার হইতে চরণটা তার মাথায় ঠেকিল।

তখনও অনেক রাত্রি ছিল। চৌকাঠে মাথা রাখিয়া ঝম্মন একটা বড় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল। অনেক দিন পূর্ব্বে প্রতিবেশীনী যোড়শী মুংরীর সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়। গরীব ঝম্মন যা যেখান হইতে উপার্জ্জন করিয়া আনিত, সমস্তই মুংরীর মায়ের হাতে ধরিয়া দিত। তথাপি অকৃতজ্ঞ মুংরীর মা মুংরীকে অন্য ব্যক্তিকে সম্প্রদান করিল। ঝম্মনের মনোকষ্টের সীমা রহিল না। কিন্তু মুংরীর মাকে বহুদিন ধরিয়া সে যে সমস্ত সামগ্রী দান করিয়াছিল, একদিনের জন্যও তার দাবী দাওয়া করে নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, মুংরী তাহাকে ভালবাসিত। শুধু তার মায়ের জন্যই সে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং মুংরীর উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া সে তাহার একটা অসহনীয় দুঃখ কল্পনা করিত। মনে মনে ভাবিত, অনিচ্ছায় পরহস্তে পড়িয়া বালিকাটা তাহার জন্য কত কষ্ট না পাইতেছে! কিন্তু দিন কয়েক পূর্ব্বে মুংরীর সহিত দুই চারিবার সাক্ষাতে ঝম্মন তাহার ভিতর ভালবাসার বড় একটা চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। ঝম্মনের এইবার যথার্থই ক্রোধ হইয়াছে।

ক্রোধে ঝম্মন স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে একটি গাছতলায় বসিয়া আছে, আর মুংরী তাহারই প্রদত্ত সাড়ীখানি পরিয়া স্বামীর সঙ্গে তাহারই সম্মুখে পথ চলিতেছে। রাগে ঝম্মন গাছের তলায় বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, এমন সময় তাহার বোধ হইল, পশ্চাৎ হইতে

মুংরী তাহার মাথায় ঠোকর মারিল। আহ্লাদে, কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া, ঝম্মন তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। দুর্ভাগ্যবশে মুংরীর হাত খানা রতনের পা হইয়া গেল! রতন দেখিলেন, সতর্ক প্রহরী ঝম্মন, চোর মনে করিয়া তাঁর পা ধরিয়াছে।

রতন। ঝম্মন ছাড়িয়া দে,—আমি চোর নই।

ঝম্মন। তুমি চোর নও ত, চোর কে? তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছ।

রতন। আমি তোর কি চুরি করিলাম?

ঝম্মন। তুই আমারি মন চুরি করিয়াছিস, প্রাণ চুরি করিয়াছিস্।

রতন অবাক হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন, বেটা বলে কি?

মুংরীকে নিরুত্তর দেখিয়া ঝম্মনের সাহস হইল। তখন সে আরও জোর করিয়া যেন তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং সবিনয়ে বলিল,—"বল মুংরী আমাকে ছাড়িবি না?"

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, ভৃত্যটা স্বপ্ন দেখিতেছে। তখন কি করেন, ধীরে ধীরে তার হস্ত হইতে চরণ মুক্ত করিলেন। সে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে চুপ করিল। বহির্গমনমুখেই বাধা পাইয়া, তাঁহার মনে একটু আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, অদৃষ্টে আরও বিপদ আছে নাকি?

কিন্তু পদে পদে বিপদ ভাবিতে হইলে, আর পথ চলা হয় না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, অদৃষ্টে যাই থাকুক, আর ফিরিব না।

বহির্দ্বারের নিকটে বারাণ্ডায় মুন্না ঘুমাইতেছিল। রতন তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন,—"আমি চলিলাম। তুমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রহরীর কার্য্য কর।"

মুন্না। মনিবের সঙ্গে দেখা করিবেন না?

রতন। দেখা করিলে, সহজে যাইতে পারিব না।

মুন্না। তুলসীর সহিত দেখা করিবেন না?

রতন। ফিরিয়া আসিলে দেখা করিব। মুন্না! এখন আর বাধা দিয়ো না।

মুন্না দ্বিরুক্তি না করিয়া সাষ্টাঙ্গে রতনকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া বাটীর বাহির হইলেন।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া রতন সেই পূর্ব্বোক্ত সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। এমন সময় একটা কাপড়ের পুঁটলী বগলে তুলসী তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। রতন বুঝিলেন, মুন্নার কাছে সংবাদ পাইয়া, তুলসী তাঁহাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়াছে। ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে সেটা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কক্ষে একটা বৃহৎ পুঁটলীর অস্তিত্বের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের মত তিনি বলিলেন—"তোমার সঙ্গে দেখা হইল, ভালই হইল। মা! তোমার পিতাকে বলিও, আমি চলিলাম। তীর্থে যাইবার জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে।"

তুলসী। তবে আমাকে লইয়া যাইবে কে?

রতন। তুমি কোথায় যাইবে?

তুলসী। আমিও তীর্থে যাইব।

রতন। তীর্থে যাইবে?

তুলসী। হাঁ প্রভু। তীর্থে যাইবার জন্য আমারও মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে।

রতন। তা আমার সঙ্গে কিরূপে যাইবে?

তুলসী। আপনি আমার স্বামীর গুরু। তীর্থের পথ আপনি দেখাইবেন না ত দেখাইবে কে?

রতন। তুলসী, তোমার কথা আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি একজন সম্ভ্রান্তের কন্যা। অভিভাবকহীনার ন্যায়, এক ভিখারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে তীর্থে যাইবে কি? লোকে শুনিলেই বা কি মনে করিবে?

তুলসী। আপনি কি কিছু জানেন না?

রতন। কি জানিব?

তুলসী। আমার স্বামীর পত্রের কথা?

রতন। আমি কেমন করিয়া জানিব? সদাশিব ত পত্রের বিষয় আমাকে কিছু বলে নাই। আমার হাতে মোড়ক করিয়া আনিয়া দিয়াছে; আমিও সেই অবস্থায় পত্র তোমার পিতার হাতে আনিয়া দিয়াছি।

মাথা হেঁট করিয়া তুলসী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর বলিল—"যদি না জানেন, তথাপি আপনি কি আমাকে সাহায্য করিতে পারেন না?"

রতন। কি করিতে হইবে বল?

তুলসী। আমাকে অনন্তপুরে রাখিয়া আসিবেন।

রতন। তোমার স্বামী কি যাইতে লিখিয়াছেন?

তুলসী। পত্রখানা সঙ্গে আছে, পাঠ করিবেন কি?

রতন। এখনও অন্ধকার আছে।

তুলসী। অনুমতি করুন, আমি পড়ি।

রতন। পড়িতে হবে না, কি লেখা আছে বলিতে পার।

তুলসী। তিনি পত্রপাঠ আমাকে অনন্তপুরে পাঠাইতে পিতাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

রতন। কেন বুঝিতে পারিয়াছ কি?

তুলসী। রাজকুমারী নারায়ণীর সহচরী হইয়া আমাকে অনন্তপুরে থাকিতে হইবে।

রতন। এরূপ কার্য্যে তোমার পিতা সম্মতি দিবেন? ইহাতে যে তাঁর মানহানি হইবে?

তুলসী। রাজার পূর্ব্বাবস্থা থাকিলে হইত। তাঁর এখন বড় দুরবস্থা। এরূপ সময়ে তাঁর পরিবারভুক্ত হইলে, তাঁহারই উপকার করা হয়। আমি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত নারায়ণীর ভারগ্রহণ করিব।

তুলসী যদি অন্ধকারে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে দেখিত, ব্রাহ্মণ তাহার মুখ দেখিবার জন্য আকুল নেত্রে, আকাশব্যাপী গ্রহ তারার কাছে আলোক ভিক্ষা করিতেছেন।

"তুলসী! কিন্তু তুলসী!"—রতনের স্বর কাঁপিয়া উঠিল। "কিন্তু মা! তোমারও যে দুর্দ্দশা হইবার সম্ভাবনা।"

তুলসী। বিবাহের পর হইতেই স্বামিদর্শনসুখে বঞ্চিত আছি। নারীর এর'তেও দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে প্রভু?

তুলসী এবারে ব্রাহ্মণকে চলিতে অনুরোধ করিল। বলিল, "অপেক্ষা করিলে বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা। বুঝিয়াছেন ত আমি সন্তান ফেলিয়া চলিয়াছি।—সে যদি জাগিয়া পথরোধ করে, তাহা হইলে আজ হয়ত যাইতে পারিব না।—আজ কেন, হয়ত, আর কখনও পারিব না। অনেক কষ্টে মন প্রস্তুত করিয়াছি। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে, আসুন অগ্রসর হই।"

তুলসী অগ্রসর হইল। দৈবাদিষ্টবৎ ব্রাহ্মণ তার অনুসরণ করিলেন। এক একবারমাত্র তীর্থের কথাটা মনে উঠিল। মনে মনে বলিলেন, "আমি কোথায় চলিয়াছি?" হৃদয়মধ্য হইতে উত্তর আসিল—"তীর্থে"—"পথ দেখাইতেছে কে?" উত্তর—"দেবতা।"

তাঁহার আর একবার তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল—"সেখানে নারায়ণীর রক্ষায়

চলিয়াছ। কিন্তু সে অবস্থায় স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে যে তাহার অনিষ্ট হইবে। তোমার স্বামী রাজার শত্রুর গৃহে চাকরী করিতেছে।”

“যদি বলেন, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিব না। তিনি দেখা করিতে আসিলে, দেখা করিব না। বহুদিনের পর দেখা, তিনি যদিও চিনিতে পারেন, আমি তাঁহাকে চিনিব না।”

মাথা তুলিয়া, ব্রাহ্মণ এবারে প্রাণপণে তুলসীর মুখ দেখিতে চেষ্টা করিলেন। বৃদ্ধ দেখিলেন, সুন্দরীর মুখ মৃদু হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে। আর তারই কিয়দংশ চুরি করিয়া উষার আকাশ সোণার বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুই দিন পরে, সন্ধ্যায় দুইজন দরোয়ান বীরচন্দ্রের দেউড়ীর সম্মুখের বেদীর উপর বসিয়া কথা কহিতেছিল। তাহার মধ্যে বাক্যিদার পাঁড়ে, পলায়ন সিংহ তেওয়ারীকে কহিল, "পণ্ডিতজীকে পাকড়াও করা কি পেট গজন্দার সিপাইএর কাজ? উহারা লাঠী খেলার কি জানে? লড়ায়ে লাঠী কেমন করিয়া ধরিতে হয়, তাই এখনও শিখে নাই। শুধু সুপারিষের জোরে দেওয়ানজীর কাছে চাকুরী পাইয়াছে।"

পলা। তা যা বলিয়াছ পাঁড়েজী! সুপারিষের কাল পড়িয়া সকলেরই পশার বাড়িয়া গেল। নহিলে তুমি আমি দশ টাকায় জন্ম কাটাইলাম, আর কোথাকার কে সদাশিব সরগুজার রাজার সুপারিষের জোরে, একেবারে সবাইকে ডিঙাইয়া পঞ্চাশ টাকার জমাদারী পাইল!

বাক্য। সেই জন্যইত পণ্ডিতজীকে ধরিয়াও ধরিলাম না।

পলা। সেই জন্যইত আমি দূরে দূরে দাঁড়াইয়া শুধু লড়াই দেখিতে লাগিলাম। দশটা টাকার জন্য প্রাণ দিতে যাব কেন?

বাক্য। লড়াই করিলে কি পণ্ডিতজী চোখের সামনে দিয়া পলাইতে পারে? তার কাণ পাকড়াইয়া একেবারে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিতাম।

পলা। কই সদাশিব ত আস্ফালন করিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু বৃদ্ধকে ধরিতে পারিল কি? আমি হইলে না ধরিয়া কি ফিরিতাম? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন চোখের সামনে দিয়া পলাইয়া যায়, তখন একবার মনে করিলাম, লাঠী দিয়া বৃদ্ধের ঠ্যাং খোড়া করিয়া দিই। এই মনে করিয়া লাঠীটা উঠাইলাম, কিন্তু সদাশিবের কথা মনে পড়িতেই, রাগে শরীর কাঁপিয়া গেল। লাঠীটাও অমনি ঠক্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। করিলাম কেন ধরিব? কার জন্য ধরিব? সংসারে মানীর মর্য্যাদা কই? সুক্ষ্ম বিচার কই? ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া আসিলাম। লাঠীটে যে মাটীতে ফেলিয়াছি, সেটা মনেই রহিল না।

বাক্য। পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী—নাম যা শুনিয়াছিলাম তা কাজে দেখিলাম কই?

বাক্য। ওই কি লাঠী খেলা? একটু বাঁয়ের প্যাচ মেরে ডাইনে ঠোকা দিলে, টপ করিয়া বুড়ার হাত হইতে লাঠীটা খসিয়া পড়িত। লাঠী খেলাটা দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া রাগে আমারও সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

পলা। কিন্তু পণ্ডিতজীকে যে ধরিতে পারিবে, তাহাকে আর চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে না।

বাক্য। এই জন্যই ত ক্রোধটা আমার কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। আজ

কোন একটা অযোগ্য লোক বুড়াকে ধরাইয়া দিয়া, এক দমে হাজার টাকা পাইবে, ফাঁকতালে বড়লোক হইয়া যাইবে—এ দুঃখ আমাদের প্রাণে সহিতেছে না।

দুঃখের সমস্ত বোঝাটা যেন পলায়ন সিংএর ঘাড়ে পড়িয়া গেল। তাহার বোধ হইল, যেন কোন অজ্ঞাতকুলশীল নরাধম তাহার সম্মুখ হইতে, টাকার তোড়াটা ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতেছে। মনের ভিতর হইতে রাণীমুখো টাকাগুলা, তার পানে চাহিয়া, যেন হাসিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। কি মধুর প্রাণস্পর্শী ঠুনঠুন, টুনটুন শব্দ! তেওয়ারীজী আর সহিতে পারিল না। অতি মিষ্টরস প্রাণে পশিয়া তাহার সর্ব্বশরীরে এক অসহনীয় জ্বালা উৎপাদন করিল; তেওয়ারীজী সর্ব্বাঙ্গ নখদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া, পৃষ্ঠে গণ্ডে গোটাকতক চাপড় মারিয়া, বলিয়া উঠিল—"ইস্! এক হাজার টাকা! সুদের সুদ, তার সুদ—আরও কত কির সঙ্গে মিশিয়া, পাঁচ বছরে সে হাজার টাকা কি বাড়ই না বাড়িত! বাগান বাগিচায়, ঘরে দোরে, চাকরে বাকরে—জমা জমীতে কত প্রকারেরই মূর্ত্তি ধরিয়া, সে হাজার টাকা—ইস্!"—তেওয়ারীজী আর বলিতে পারিল না। কেবল বার কতক ইস্ ইস্ করিতে লাগিল। তেওয়ারীজীর বোধ হইল, টাকাগুলা যেন হাতের কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছে। আহা! হতভাগ্য পণ্ডিতজী যদি নিজের পায়ে লাঠী মারিয়া খোঁড়া হইয়া পড়িত, কিংবা তাহাকে দেখিয়া মুদ্রিত চক্ষে হাত দুখানি বাড়াইয়া দিত—এক গাছি কোমল রজ্জু দিয়া বাঁধিবার জন্য—তাহা হইলে আজ তেওয়ারীজীর অন্ন খাইত কে?

আসল কথা, রতনের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। রতনের হাত হইতে নিস্তার পাইবার ভয়ে, আনন্দদেব কর্ত্তৃপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বুঝাইয়াছে, দুর্দ্দান্ত দস্যু রতন রায়, তার প্রাণনাশে সর্ব্বদা সচেষ্ট। তাহার হাত হইতে রক্ষা না করিলে, তিনি সত্বর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। আনন্দদেবের অপসারণে জমীদারী-কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে ভাবিয়া রাঁচির বড় সাহেব, দস্যুদমন সঙ্কল্পে, অনন্তপুরে নিজেই তদারকে আসিয়াছিলেন! তদারকের ফলে হারুলি তিরস্কৃত হইয়াছেন, এবং অবৈধ জনত্ব, দস্যুতা, গুরুপ্রহারাদি অভিযোগে রতনের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। পুলিশ চারিদিকে রতনের সন্ধান করিয়াছে। থানাতল্লাসী করিতে বীরচন্দ্রের প্রাসাদে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। রতনকে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া রাজাকে কতকটা লাঞ্ছিতও হইতে হইয়াছে। অনুসন্ধানে যখন রতনকে পাওয়া গেল না, তখন তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা হইল।

পলায়ন সিং যখন সেই পুরস্কারটা স্মরণ করিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল, তখন আর একজন দরোয়ান সেখানে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, পণ্ডিতজী ধরা পড়িয়াছে। পুলীশ হাতকড়ি দিয়া তাঁহাকে অনন্তপুরে আনিতেছে।

শুনিবামাত্র তাহারা ব্রাহ্মণকে দেখিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে, গভীর কোলাহল অনন্তপুর আবৃত করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রতনের অনন্তপুরে ফিরিতে ইচ্ছা ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সুবর্ণরেখার তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, তুলসীকে রাজার বাড়ীর পথ বলিয়া, নদীর এপার হইতেই ফিরিবেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এরূপ সময়ে সুন্দরী যুবতীকে তিনি কেমন করিয়া একা ছাড়িয়া দেন?

বিশেষতঃ অনন্তপুরের এখন আর পূর্ব্বাবস্থা নাই। এক সময়ে তিনিই সে নগরের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার ভয়ে নগরের কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। রমণীর মর্য্যাদানাশ—সে ত দূরের কথা। তখন রমণীকুল নির্ভয়ে নগরের নানা স্থানে যাতায়াত করিত।

সেই শান্তিপূর্ণ স্থান এখন একরূপ অরাজক হইয়াছে। দুই দিন পূর্ব্বে তিনি নিজেই পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছেন। তুলসী বিপন্না হইলে কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

নদীতীরে আসিয়া ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সেটা বিশ্রামযোগ্য স্থান নয়। পশ্চাতে ঘন বন, সম্মুখে সুবর্ণরেখাপারে অনন্তপুর, দেখিয়াই ব্রাহ্মণের মনে সে দিনকার অপমানের কথাটা জাগিয়া উঠিল। পারে যাইলে আবার না জানি কি দুর্দ্দশা হইবে। ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

সুবর্ণরেখা পার্ব্বতীয়া নদী—অনেক সময়েই স্বল্পজলা, হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। ব্রাহ্মণকে পারে যাইতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, বুদ্ধিমতী তুলসী বুঝিল, ব্রাহ্মণের নদীপারে যাইবার ইচ্ছা নাই। তীর্থের পথ হইতে সে জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছে। মন বুঝিবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করিল—

"নদীর পথ কি সুগম নয়?"

"এখনও সুগম আছে। এর পরে থাকিবে কি না বলিতে পারি না। এ সময় মাঝে মাঝে পাহাড়ে বৃষ্টি হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে জল বাড়ে।"

"তবে আপনি দাঁড়াইয়া আছেন কেন?"

"তুমি এখন একা যাইতে পারিবে না?"

"অনন্তপুর কতদূর?"

"পারে। সোজা হইবে বলিয়া আমি বন পথ দিয়া আসিয়াছি। এ পথ সাধারণ জনগম্য নয়। পারে, সম্মুখে ওই বনাংশ। ওইটা পার হইলেই রাজার বাড়ী দেখা যায়।"

তুলসী অন্য রমণীদিগের মত একান্ত অবলা নয়। বীরপুরুষযোগ্য সাহসের তার অভাব ছিল না। দশ বৎসর একটী কুটীরে সে একা বাস করিয়াছে। একটী বালকের অভিভাবিকা—তার প্রয়োজনের জন্য সে কতবার কত স্থানে সময়ে অসময়ে একা যাতায়াত করিয়াছে। একা অনন্তপুরের পথ চলিতে তার কোনও আপত্তি ছিল না। তথাপি সে যাইতে ইচ্ছা করিল না। তীর্থে যাইলে ব্রাহ্মণ যে আর ফিরিবে, এটা তার বিশ্বাস হইল না। তুলসী স্থির করিল দিন কয়েক গুরুজীর সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব। মনের কথা গোপন করিয়া সে বলিল—"সাহস হয় না।"

রতন বলিলেন "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, সঙ্গে এস।"

পার হইবামাত্র, কতকগুলা সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী বন হইতে বাহির হইয়া রতনকে ধরিল। রতন বলিলেন—"তুলসী! এই স্থান হইতে আমার তীর্থ যাওয়া শেষ হইল। তুমি নিজে পথ চিনিয়া চলিয়া যাও।"

তুলসী বলিল—"কি করিলাম প্রভু! আপনার অনিচ্ছায় ফিরাইয়া আপনাকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিলাম?"

"দুঃখ করিবার সময় নয় তুলসী! আঁধার বাড়াইয়া, আমার এতটা পরিশ্রম নিষ্ফল করিও না। বিলম্ব করিলে হয়ত তোমারও আমার মত দশা হইবে।"

পুলিশ প্রহরীগুলার সঙ্গে তাহাদের দারোগা ছিল। সে তুলসীর মূর্ত্তিখানা দেখিল। ভাবিল, এমন সহজপ্রাপ্য রত্ন হাতছাড়া করি কেন? বলিল—"ও কোথায় যাইবে? ও আসামীকে আশ্রয় দিয়াছে। উহাকেও আদালতে হাজির হইতে হইবে।"

একটা প্রহরী তুলসীকে ধরিতে চলিল। তুলসী নারায়ণ স্মরণ করিল, ব্রাহ্মণও ভাবিলেন,—"তাইত, আমার চোখের সামনে দুরাত্মারা মায়ের উপর অত্যাচার করিবে।"—কিন্তু প্রহরিগণ ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়াছিল। রতন বুঝিলেন, তিনি অকর্ম্মণ্য! সঙ্কটে ব্রাহ্মণও মধুসূদন স্মরণ করিলেন।

প্রহরিবর সমীপস্থ হইলে তুলসী বলিল "গায়ে হাতে দিয়ো না। কি করিতে হইবে বল?"

"তোমাকে হুজুরের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"যাইতে প্রস্তুত আছি। তবে অমনি অমনি তোমার হুজুরের সঙ্গে যাইলে, লোকে কত কি কু ভাবিবে। মনে করিবে ব্রাহ্মণকে ধরাইয়া দিতে আমি তোমার মনিবের সহায়তা করিয়াছি। হয়ত মনে করিবে, তোমার হুজুরের সঙ্গে আমার কোনও দূষণীয় সম্বন্ধ আছে। ব্রাহ্মণের মত আমারও হাত বাঁধিয়া লইয়া যাও। আমিও আসামীর সামিল হইয়া তোমাদের সঙ্গে যাই।"

কথাগুলা তুলসী নিতান্ত অনুচ্চস্বরে কহিল না। হুজুর তার সকল গুলিই শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া, তাঁহার কিঞ্চিৎ রসিকতা করিতে ইচ্ছা হইল। বাক্যগুলায় কিছু হাস্যরস মিশ্রিত করিয়া হুজুর বলিলেন—

"সুন্দরী! অলঙ্কার পরিবার কি বড়ই সাধ হইয়াছে?"

"হুজুরওত সুন্দরী লইয়া ঘর করেন। তার কিসে সাধ আপনার ত অবিদিত নাই?"

"গোলামের কাছে অলঙ্কার আছে, দিতে পারি। কিন্তু সেত ও মৃণাল বাহুর যোগ্য নয়। সেটা লৌহনির্ম্মিত।"

"তাই আমি বহুমানে গ্রহণ করিব।"

"তাহ'লে গোলামকে অনুমতি হ'ক। সে নিজ হাতে পরাইয়া দিক্।"

"সেটা আমি ভাগ্য বলিয়াই বোধ করিব।"

হুজুর তুলসীর কাছে চলিলেন। আর ভাবিলেন—আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি। হাজার টাকা পুরস্কার; তার উপর একি? কাছে উপস্থিত হইতে না হইতেই, তুলসী হাত বাড়াইয়া দিল। মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া দারোগা পকেট হইতে হাতকড়ি বাহির করিল। বন্দী, প্রহরী সকলে নিশ্চল হইয়া এই বন্ধন কার্য্যটা দেখিতে লাগিল। রতন ভাবিলেন, তুলসী করে কি! প্রহরীগুলা ভাবিল—স্ত্রীলোকটার কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট আছে।

দারগার তরবারি কোষমুক্ত ছিল। সে তুলসীর সমীপস্থ প্রহরীটাকে তরোয়ারটা ধরিতে বলিল। তুলসী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"কেন হুজুর! এই অবলাটা কি আপনার অস্ত্রখানা কাড়িয়া লইবে ভয় করেন?" দারগার আর প্রহরীর হাতে অস্ত্র দেওয়া হইল না। একটু মৃদু হাসিয়া সে সেটাকে ভূমিতে রাখিল।

তুলসী সেই ভাবে হাত দুটী জোড় করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে, দারোগা হাতকড়ি তুলিয়া একবার সুন্দরীর অনুমতি প্রার্থনা করিল—"তবে অনুমতি কর সুন্দরী!"

মৃদু কঠোর কটাক্ষে ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গে যেই সুন্দরী অনুমতি প্রদান করিল, অমনি দারোগা প্রভুর হস্ত হইতে ঝনাৎ করিয়া আয়স-শৃঙ্খলটা পড়িয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া প্রভু শৃঙ্খল কুড়াইয়া মাথা তুলিয়া দেখেন—একি মূর্ত্তি? সেই কুন্দকুসুমসম অনিন্দ্য মুখ, কিন্তু তাহাতে আর সে মৃদুহাসি নাই। সেই ভ্রূলতাশোভিত ডাগর চোখ, কিন্তু তাহাতে আর গ্রীবাভঙ্গাভিরাম বিলোল কটাক্ষ নাই। চক্ষের নিমেষে ভূপতিত তরবারি হস্তে তুলিয়া কুপিতা ফণিনীর ন্যায় তুলসী যেন ফনা তুলিয়া দাঁড়াইল।

সকলেই স্তম্ভিত, রতন বিস্ময়বিমুগ্ধ, দারোগা প্রভু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

তুলসী বলিল—"শয়তান! এখনও কি আমার হাত বাঁধিতে ইচ্ছা আছে?"

দারোগা নীরব।

তুলসী বলিতে লাগিল—"কার হুকুমে তুই এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বাঁধিলি?"

দারোগা তথাপি কথা কহিল না। তুলসী মৃত্যুভয় দেখাইয়া বলিল—"এখনিই ব্রাহ্মণকে মুক্ত কর, নহিলে তোদের একটাকেও আমি প্রাণ লইয়া এস্থান ত্যাগ করিতে দিব না।"

যে কয়জন প্রহরী দারোগার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত শক্তিহীন, অথবা ভীরু ছিল না—কেন না রতনকে বন্দী করিতে পুলিশ কর্ত্তা যাকে তাকে ধরিয়া পাঠায় নাই। বাছিয়া বাছিয়া যোগ্য লোকই পাঠাইয়াছিল। প্রাণ লইবার কথা উঠিতে তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। নিকটে যে প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, "হুজুর! বসিয়া কি করিতেছেন? হুকুম দিন, স্ত্রীলোকটার হাত হইতে তরোয়ারটা কাড়িয়া লই।"

দারোগার সাহস ফিরিল, বলিল—"অস্ত্র পরিত্যাগ কর!"

"আগে ব্রাহ্মণকে মুক্ত কর্।"

"মুক্ত করিতে আমার অধিকার নাই। আমি মনিবের হুকুমে বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি।"

"মনিব কে?"

"তোকে বলিবার আমার প্রয়োজন নাই।"

"মর্য্যাদা বুঝিয়া কথা ক'। তোর মত দুশো গোলাম আমার বাঁড়ীতে গড়াগড়ি খাইতেছে।"

মন্ত্রে সর্প বশীভূত হয়! হৃদয়বলের কাছে পশু-প্রকৃতি চিরদিনই মস্তক অবনত করে। তুলসীর শেষ কথায় সকলেই চমকিত হইয়া গেল। নিকটস্থ প্রহরী তাহাকে ধরিবার অবকাশ খুঁজিতেছিল। তাহার একটা ভ্রূভঙ্গে সে দুই হাত পিছাইয়া গেল। দারোগা বলিল—"কে আপনি?"

"পরে বলিব। এখন বল্ কার হুকুমে, এ ঋষির হস্তে শৃঙ্খল পরাইয়াছিস্? আমার বিশ্বাস, এরূপ মহাপুরুষ অপরাধ করিতে পারে না।"

"অপরাধ জানিবার আমার অধিকার নাই। পুলিশ সাহেবের হুকুম পাইয়াছি, ধরিতে আসিয়াছি।"

"গোলামীতে এরই মধ্যে এত অভ্যস্ত যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়াছ দেখিতেছি হিন্দু—জাতি কি?"

"ছত্রি।"

"আর বাঁধিয়াছ যাহাকে সে ব্রাহ্মণ। গোলামী না শিখিলে আজ তাহাকে দেখিবামাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে।"

তুলসী একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল, প্রস্তর মুর্ত্তির মত নিজ নিজ স্থাননিবদ্ধ হইয়া, নিশ্চল চক্ষুতে সকলে তাহার পানে চাহিয়া আছে। তুলসী বলিতে লাগিল, "শুধু পাঁচ ছয় বৎসরের ভিতরেই যখন তোমাদের এমন অবস্থা, তখন আর পাঁচ বৎসরে মনিবের হুকুমে তোমরা বাপকে জেলে দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।" তখন একজন প্রহরী বলিয়া উঠিল—"হুজুর! আমি পণ্ডিতজীর হাত খুলিয়া দিই।"

দারোগা বলিল—"দাও।"

তুলসী তরবারি ফিরাইয়া দিল!—"দারোগা সাহেব আপনার অস্ত্র গ্রহণ করুন।"

দারোগা অবনত মস্তকে তরবারি গ্রহণ করিল। একজন প্রহরী বলিয়া উঠিল—"যখন, কর্ত্তব্যকার্য্যের অবহেলার জন্য, মনিবের পদাঘাতে আমাদের দাঁত কটা ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন দেশের কে মা, বাপ আমাদের রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিবে?"

রতন বলিলেন—"না দারোগা সাহেব, তুমি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিও না। রাজার আদেশে তুমি আমাকে বাঁধিতে আসিয়াছ। রাজাজ্ঞা পালনই তোমার ধর্ম্ম। রাজা পাপ করেন, তিনি তার ফলভোগী। তুলসী! তুমি ইহাকে কর্ত্তব্য হইতে নিরস্ত করিও না। রাজার চক্ষে অপরাধী হইয়াছি। এ ব্যক্তি না ধরে, আর একজন ধরিবে। তুমি কয়দিন আমাকে রক্ষা করিবে? দারোগা সাহেব, তোমাকে মুক্তি দিয়াছেন, তুমি চলিয়া যাও। আমি অনন্তপুরে আসিবই না স্থির করিয়াছিলাম। তাই পথের মধ্যে এক চটিতে চিঠিখানি লিখিয়া রাখিয়াছি—রাজাকে দেখাইও।"

তুলসী আর কোন কথা কহিল না। চোখে জল আসিতে লাগিল, সে তাই মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। রতন দারোগাকে বলিলেন—"ভাই সঙ্গে এস।"

অপরাধীর ন্যায় সকলে বন্দী ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কোলাহল রাজারও কাণে পৌঁছিল। রাণীও শুনিলেন। রাজা জপে নিযুক্ত ছিলেন, তবে হাতের মালা হাতে আপনা আপনি ঘুরিতেছিল, কিন্তু মন পড়িয়াছিল, নারায়ণীর উপর। ব্রাহ্মণের স্থানত্যাগের পর হইতে নারায়ণী দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে। বেশী কথা কহে না, একা থাকিতে ভালবাসে। যে ছাদে উঠিলে ব্রাহ্মণের কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়, থাকে থাকে সেই স্থানে চলিয়া যায়।

সে সময়ও নারায়ণী সেই ছাদটীতে বসিয়াছিল।

রাজা ভাবিতেছিলেন, আমি মরিলে এ বালিকার কি হইবে? বাঁচিয়া থাকিতেই যখন তাহার ভিখারী কন্যার মত অবস্থা, তখন আমার অবর্ত্তমানে, নারায়ণীর পথে দাঁড়ান ভিন্ন আর কোনও অবস্থা ত দেখিতে পাই না। কিন্তু আমার এ দেবতার সম্পত্তি কি রাক্ষসে অধিকার করিবে? ইহার কি প্রতীকার নাই? আমি বাঁচিয়া থাকিতে যখন ম্লেচ্ছে আমার অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে সাহসী হইয়াছে, তখন আমি মরিলে, আমার ঘর যে পিশাচের নৃত্যশালা হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

রাজা পূজা ভুলিয়া, জপ ভুলিয়া নারায়ণীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় তন্ময় ছিলেন। এমন সময় কোলাহল তাঁহার কর্ণে পশিল। রাণী ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে কহিলেন—

"মহারাজ, গোলমাল শুনিতে পাইয়াছেন কি?"

"ওরূপ গোলমাল নিত্যই শুনিতে হইবে। শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।"

"পণ্ডিতজীর ত কোন অনিষ্ট হইল না?"

"আশ্চর্য্য কি? তাহার ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।"

"দেবতা এ পাপ সহিবেন কি?"

"কেমন করিয়া বলিব? চিরকাল ত সহিয়া আসিতেছেন। দেবতা কি সহিতে পারেন, না পারেন, জানি না।

"দেবতা যদি এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুমোদন করেন, তাহা হইলে এ পাপ পৃথিবীতে থাকিয়া লাভ?"

"দেবতার পূজায় বসিয়াও তাই চিন্তা করিতেছিলাম। রাণী লাভ অলাভ খতাইয়া ব্যবসা করিতে শিখি নাই বলিয়া বৃদ্ধ বয়সে মূল হারাইতে বসিয়াছি। আদরের নাতিনীকে পথের ভিখারিণী করিতে চলিয়াছি।"

"ইহার কি প্রতীকার নাই?"

"আমিও তাই আপনাকে এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। ইহার কি প্রতীকার নাই? আর কয়দিন বাঁচিব? নারায়ণীরও পথে বসিতে বড় বিলম্ব নাই। ঘরে ম্লেচ্ছ ঢুকিয়াছিল। কেন বুঝিতে পারিয়াছ কি?"

রাণী শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"বংশমর্য্যাদায় যোগ্য পাত্র না পান, কোনও দরিদ্র সুপাত্রে নারায়ণীকে দান করুন না কেন?"

রাজা শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। উত্তর না পাইয়া রাণী বলিতে লাগিলেন—"আমার কাছে যাহা আছে, সে সমস্ত নারায়ণীর বিবাহে যৌতুক দিলে তার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিবে।"

এ কথায়ও রাজা কোন উত্তর করিলেন না। রাণী বুঝিলেন, রাজা অন্যমনস্ক। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাণীর চক্ষে জল আসিল। তাঁহার বোধ হইল, তিনি যেন স্বামীর সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। বুঝি, নারায়ণীর বিবাহ দিলেও তার দুরবস্থার প্রতীকার হইবে না। নারায়ণীর ভবিষ্যৎ বুঝি বড় অন্ধকার!

কোলাহল ক্ষীণ হইয়া আসিল, রাণী বুঝিলেন লোকজন সব কাছারী বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। তিনি ছাদে উঠিলেন। দেখিলেন, নারায়ণী মাথা তুলিয়া একদৃষ্টে কি দেখিতেছে।

"কি দেখিতেছ নারায়ণী?"

"দাদার হাত বাঁধিয়া উহারা লইয়া চলিয়াছে।"

রাণীও আলিসার উপর মাথা তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন অন্ধকার,—দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দাদা কেমন করিয়া জানিলি?"

"সেই দীর্ঘ দেহ, মাথায় শুভ্র উষ্ণীষ, কাঁধে মৃগচর্ম্ম ও লোকের উল্লাস—ও আর জানিতে হইবে না।"

রাণী যেন পিতামাতার শোক অনুভব করিলেন। বলিলেন—"নারায়ণী! এতদিনে পিতৃহীনা হইলাম।"

রাণীর মুখে আর কথা সরিল না, গল্ গল্ করিয়া চক্ষু হইতে কেবল জল বাহির হইতে লাগিল। নারায়ণীর চক্ষে কিন্তু এক ফোঁটা জল ছিল না। পিতামহীকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল—"কাঁদ কেন মা?"

এই সময়ে রাজাও ছাদে আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে নারায়ণীর কথা তাঁহার কর্ণে গেল। তিনিও সেই কথায় যোগ দিয়া রাণীকে বলিলেন—"তাইত কাঁদিয়া লাভ কি? সকলেই মরণের জন্য প্রস্তুত হও। সে দিন আসিতে আর বড় বিলম্ব নাই।"

রাজাকে দেখিয়া রাণী রতনের সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে, নারায়ণীকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন।

রাজা বলিতে লাগিলেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

মনে মনে লঙ্কা ভাগ করিলে, কালনেমির মত অবস্থা সকলেরই হয়। প্রতীকারের জন্য অনেকবার ব্রাহ্মণের কাছে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ ফুলের সাজি দেখাইত, পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেখাইত; আর যুক্তকর ঊর্দ্ধ করিয়া আকাশ দেখাইত। তাহার ফলে আজ তাহার নিষ্পাপ দেহ নরকতুল্য কারাগারে নিক্ষেপিত হইতে চলিয়াছে।

বলিতে বলিতে রাজা বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। রাজার রোদনে নারায়ণীও আর স্থির থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

রাণী মনে করিলেন, রাজা বুঝি নারায়ণীর কথা অন্তরাল হইতে শুনিয়াছেন। তাই বলিলেন—"ক্ষুদ্র বালিকা কি দেখিতে কি দেখিয়াছে, তার কথা শুনিয়া আপনি কাতর হইতেছেন কেন?"

নারায়ণী বলিল—"আমি ঠিক দেখিয়াছি।"

রাজা বলিলেন—"বৃদ্ধ দ্বারবান আসিয়া আমাকে এই সংবাদ দিল।"

রাণী। কোন্ নিষ্ঠুর তাঁহাকে ধরাইয়া দিল?

রাজা। শুনিলাম, একটা স্ত্রীলোক।

রাণী। স্ত্রীলোক? স্ত্রীলোকের ভিতরেও এমন হৃদয়হীনা থাকিতে পারে?

রাজা। অর্থলোভে মানুষ না করিতে পারে কি? ব্রাহ্মণকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। শুনিলাম, সে পাপিষ্ঠা তাঁহাকে ভুলাইয়া অনন্তপুরে আনিয়া ধরাইয়া দিয়াছে।

নারায়ণীর, কি জানি কেন, সেই পাপিষ্ঠাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। সে সাগ্রহে রাণীকে বলিল—"মা যদি আদেশ কর, তাহা হইলে আমি সে পাপিষ্ঠাকে একবার দেখিয়া আসি।"

"সে পাপিষ্ঠা কালামুখ দেখাইতে আপনিই আসিয়াছে।"

সবিস্ময়ে সকলেই চাহিয়া দেখিল, এক সুন্দরী যুবতী তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সুন্দরী তুলসী। সে বরাবর রাজার কাছে আসিয়া, তাঁহাকে ও রাণীকে প্রণাম করিল। বিস্ময়বিমুগ্ধের ন্যায়, তাঁহারাও তুলসীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ভাববিহ্বলার ন্যায় নারায়ণী ছুটিয়া তাহার হাত ধরিল। বলিল—"না না—তুমি কেন? তুমি যে আমার দাদাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছ।" নারায়ণীর দু'গণ্ড বহিয়া জল ছুটিয়াছে।

তুলসী বুঝিল এই তাহার নারায়ণী। স্বতশ্চলিত হস্তে সে নারায়ণীর হাত ধরিল। কিন্তু নারায়ণীর কথাটা সে ভাল বুঝিতে পারিল না। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহাদের কি সম্বন্ধ, সে কিছুই জানে না। ব্রাহ্মণ কাশীপুর হইতে অনন্তপুর সমস্ত পথটা তুলসীর সহিত গল্প করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি, ঘুণাক্ষরেও তাহা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং নারায়ণীর 'দাদা' কথায় সে রাজাকেই

বুঝিল। হাত ধরিয়া বলিল—ভগিনী! তোমার দাদা রাজ্যেশ্বর। আমি তাঁহাকে রক্ষা করিব কি? তবে আমি তোমাদের সংসারে দাসীত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। তোমরা আমাকে দাসী বলিয়া গৃহে স্থান দাও—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।

রাজা। তা'হ'লে তুমিই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ধরাইয়া দিয়াছ?

তুলসী। কেমন করিয়া না বলি মহারাজ?

রাণী। এই রাণীর মূর্ত্তি লইয়া, এমন কার্য্য কেন করিলে মা?

তুলসী। আকাঙ্ক্ষা মা! অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

রাণী। এতই যদি আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, তখন একবার আমাদের কাছে আসিলে না কেন? তুচ্ছ অর্থের জন্য ব্রহ্মহত্যা করিলে!

রাজা। আকাঙ্ক্ষা লইয়া, আমার ঘরে দাসীত্ব চলিবে না, তুমি অন্যত্র যাও।

নারায়ণী তুলসীর হাত ছাড়িয়া দিল। কিন্তু বুঝিতে পারিল না, এমন সুন্দর, যার অঙ্গ স্পর্শে এত সুখ, তাহাকে কেমন করিয়া সে ঘৃণা করিবে। তুলসী বুঝিল, তাহার কথা কেবল সেই বুঝিয়াছে, কিন্তু ইঁহারা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তখন সে বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিল। পত্রখানি শৈলজানন্দ স্বহস্তে লিখিয়া রাজাকে দিতে দিয়াছিলেন।

রাজা পত্রপাঠ করিয়াই তুলসীর হাত ধরিলেন। বলিলেন—"মা! না বুঝিয়া রূঢ়বাক্যে তোমার মনে কষ্ট দিলাম। কন্যারূপে যখন আমার গৃহে আসিয়াছ, তখন এ বৃদ্ধ পিতার কথায় রাগ করিও না।"

তুলসী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। সবিস্ময়ে রাণী বলিলেন—"মেয়েটী কে মহারাজ?"

রাজা। পরিচয় দিবার আমার সময় নাই। মা আমার তিন দিন ক্রমাগত পথ চলিতেছেন শুশ্রূষায় আগে মাকে রক্ষা কর। তবে এই মাত্র বলি, ব্রাহ্মণ আমার পূর্ব্বজন্মদত্ত ঋণ পরিশোধের উপায়ান্তর না দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল শূন্য করিয়া আমাকে এই বৈদুর্য্যমণিটী পাঠাইয়া দিয়াছেন।—এই নাও ভাগ্যবতী, তুমি এই মণিটী গ্রহণ কর।—রাজকন্যা স্বেচ্ছায় আজ তোমার দাসীত্ব করিতে আসিয়াছে।"

রাজা রাণীর হাতে তুলসীকে অর্পণ করিলেন এক হাত রাণী, অন্য হাত নারায়ণী ধরিয়া তুলসীকে ঘরে লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনন্তপুর হইতে রতন রাঁচিতে নীত হইলেন। সেখানে আদালতে তাঁহার অপরাধের বিচার হইল। হাকিম গ্রীড সাহেব সকল অপরাধেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন তিন বৎসরের জন্য তাঁহার কারাবাসের ব্যবস্থা হইল।

রাজা গোপনে তাঁহার উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাণী নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে উকীল নিয়োগের ব্যবস্থা করেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কোম্পানীর উকীল বাঙ্গালী বীরেন্দ্রচন্দ্র বাঙ্গালী রতনের জাতিগত এত দোষ বাহির করিয়া ফেলিলেন যে, হাকিম গ্রীড অবাক হইয়া অন্যমনস্কে সত্তর পাতা রায় লিখিয়া তবে কলম রক্ষা করেন এবং সেই সঙ্গে দস্যু-সহায় বীরচন্দ্র সাহীকেও তিনি আসামী শ্রেণীভুক্ত হইবার ভয় দেখান।

হারুলি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য গোপনে কারাগারে যাইয়া রতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং ব্রাহ্মণকে উপরিতন রাজপুরুষের কাছে দরখাস্ত

করিতে অনুরোধ করেন। রতন শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সাহেবকে বলেন—"নীরবে প্রহার খাইবার ফলে এই তিন বৎসর। দরখাস্তের ফলে আবার কি দশ বৎসর বাড়িয়া যাইবে। এখনও তীর্থে মরিবার আশা আছে। দরখাস্ত করিলে সে আশাও নির্ম্মূল হইবে। সাহেব, তোমার দয়া হইতে আমাকে অব্যাহতি দাও।"

হার্‌লি বুঝিলেন, তাঁহার দোষে তাঁহার জাতির উপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। কারাগৃহ হইতে ফিরিবার সময়, তিনি মনের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানকে ডাকিয়া কহিলেন—"হে ঈশ্বর! এই যন্ত্রণাময় কারাগৃহে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা কর।"

আনন্দ ও মুকুন্দ উভয়েই কোম্পানীর সাক্ষী ছিলেন। রতন হইতে উভয়েরই অল্লাধিক দৈহিক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। আনন্দদেবের পৃষ্ঠের বেদনা আরোগ্য করিতে রাঁচির সিবিল সার্জ্জন তিন হাজার টাকার বিল করিয়াছিলেন। আর মুকুন্দের কবজির ব্যথা, ডাক্তার সাহেবের মতে দুরারোগ্য হইলেও, মোকর্দ্দমার পরেই, সকলেই তাহাকে হাতের বাড় খুলিতে দেখিয়াছিল।

যে দিন রতনের উপর কারাবাসের আদেশ হইল, সেই দিনেই গভীর রাত্রে মুকুন্দপত্নী জানকী বাড়ীর ছাদের উপর একাকিনী বিচরণ করিতেছিল। সে দিন তার স্বামী ও শ্বশুর কেহই বাড়িতে ছিল না। উভয়েই মোকদ্দমা উপলক্ষে রাঁচি গিয়াছিল। রাঁচিতে উৎসব করিবার জন্য বন্ধুবান্ধবেরা আনন্দদেবকে অনুরোধ করে। অনুরোধের বশবর্ত্তি হইয়া তাহাকে সপুত্র সে দিন রাঁচিতেই থাকিতে হয়। সদাশিবের উপর সে রাত্রির জন্য গৃহরক্ষার ভার প্রদত্ত হয়।

সে দিন [illegible] ... খুলিয়া জানকী দেখিল, জ্যোছনা বাতাসের সঙ্গে ঢেউ খেলিয়া তাহার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। সে তরঙ্গের প্রভাব জানকীর প্রাণটুকুকে ঈষৎ কাঁপাইয়া তুলিল। তাহার মনে হইল, যেন আকাশব্যাপিনী কৌমুদী মনের মতন সঙ্গিনী না পাইয়া, ভরাগাঙ্গের উচ্ছ্বাস লভিয়াও মনের মত খেলিবার অবসর পাইতেছে না। দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়াই রূপ। দেখিবার লোক না থাকিলে রূপ থাকিয়া লাভ কি? জানকী ভাবিল, ছাদে উঠিয়া চাঁদকে একবার রূপটা দেখাইয়া আসি। একটু জ্যোছনা মাখিয়া চিন্তা-দগ্ধ হৃদয়টাকে শীতল করিয়া লই।

জানকী ছাদে উঠিল। তাহাকে দেখিয়া চাঁদ হাসিল, কিন্তু যুবতী সে হাসিতে সুখ পাইল না। জ্যোছনা তাহার গায়ে পূর্ণ আবেগে ঢলিয়া পড়িল। তাহার বস্ত্রে অঙ্গে মুখে চোখে মাখামাখি হইল। কিন্তু জ্যোছনায় জানকী শীতলতা অনুভব করিল না। একটা কি যেন অভাবক্লিষ্ট হইয়া সে চারিদিক নিরীক্ষণ করিল।

জানকী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই নিম্নে উদ্যান। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে সুন্দরী মাথা নামাইয়া বাগানের দিকে চাহিয়া দেখে যে, সেখানে মর্ম্মর বেদীর উপরে চাঁদের সমস্ত জ্যোছনাটা যেন জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া আছে। দেখিয়া যুবতী শিহরিয়া উঠিল। তখন চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিল, বোধ হইল যেন সব অন্ধকার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মর্ম্মর বেদীর উপর সদাশিব ঘুমাইতেছিল। অন্য দিবসে সে সতর্ক প্রহরী। প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে, বিনিদ্র হইয়া প্রভুর গৃহরক্ষা করিত। এই গুণের জন্য সদাশিব আনন্দদেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। তাহার সচ্চরিত্রতার উপর কাহারও সন্দেহ ছিল না। এই জন্য প্রহরীর কার্য্যে সদাশিবই যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া আনন্দদেব আজিকার রাত্রিতে গৃহরক্ষার ভার তাহারই উপর দিয়া গিয়াছে।

কিন্তু সদাশিবের মনের অবস্থা আজ ভাল নয়। তাহার গুরুদেব আজ কারাগারে—আজ হইতে তিন বৎসর তাঁহাকে কারাযন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে। অপরাধ? সদাশিব আকাশ-পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আর বলিল—"হে দেবতা! তোমার কিরূপ লোকশিক্ষা? ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা, এরূপ কার্য্যকলের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, এ সংসারে কোন্ পথ অবলম্বন করি? ক্ষুদ্রবুদ্ধি, অনধীতশাস্ত্র, দোহাই দেবতা আমরা কি করিব বলিয়া দাও?"

দেবতা অবশ্য এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, সদাশিবেরও চিন্তার বিরাম রহিল না। বেদীর উপর বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে সদা-শিবের তন্দ্রা আসিল। যুবক ঔদাস্যে আলস্যে সেই বেদীর উপর শুইয়া ঘুমাইল।

সৌন্দর্য্য পূর্ণতা লাভ করিতে বুঝি স্থান ও সময়ের অপেক্ষা করে! কত সুন্দর কতবার তোমার চোখের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, তুমি দেখিয়াও তাহাদের দেখিতে পাও নাই। সহজ-প্রাপ্য, সহজ-দৃষ্ট বস্তুর আদর কই? যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলেও সহজে দেখা যায়না, পাইবার প্রত্যাশা করিলেই পাওয়া যায় না, লোক-অগোচরে রূপ বুঝি তাহারই অঙ্গে জড়াইয়া রয়! অন্যের দুর্ব্বোধ্য হইলেও সে বুঝি তোমার চক্ষে সবার চেয়ে সুন্দর!

জানকী সদাশিবকে বড়ই সুন্দর দেখিল। চাঁদ তার চোখের উপর পড়িয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"তুমি ঠিক দেখিয়াছ।" কৌমুদীস্নাত উদ্যানের ছোট ছোট গাছগুলি, যেন হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া তাহাকে বুঝাইল—"এত-কাল জানকী তুমি রূপ চিনিতে পার নাই।" জানকী তখন বুঝিল, ঐশ্বর্য্যেই মানুষের সুখ হয় না। মুকুন্দও ত সুন্দর! কিন্তু তার সুন্দর মুখ-খানা সদাশিবের মুখের অন্তরালে পড়িয়া আজি জ্যোতিহীন। তারপর ছাদের উপরে অবস্থিত হইয়াও সে যখন আপনাকে বুঝিল বন্দিনী, যখন বুঝিল ইচ্ছা করিলেই ও রূপ-নদীর ধারে বসিয়া শীতল হইবার উপায় নাই, তখন তাহার বোধ হইল, যেন সে রূপ-নদীতে বান ডাকিয়াছে।

আরও একটু কাছ হইতে দেখিবার জন্য জানকী নীচে নামিল। সে জানিত অন্তঃপুরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ—অর্গলবদ্ধ। তথাপি সে কেন নামিল সেই বলিতে পারে। বাটীর মধ্যে সকলেই নিদ্রিত, একা জানকী জাগিয়া। নীচে আসিতে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। যদি কেহ জাগিয়া দেখে, তাহা হইলে কি মনে করিবে? কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও সে গতির নিবৃত্তি করিতে পারিল না। অন্তঃপুরদ্বার সমীপে আসিয়া সে দেখিল, কে যেন আজ তার জন্য দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছে।

এমন সময়ে দ্বার কে খুলিয়াছে, কেন খুলি-য়াছে, জানিবার তাহার অবসর হইল না। জানকী তড়িচ্চালিতা পুত্তলিকার ন্যায়, নিজের অবস্থা ভুলিয়া, মর্য্যাদা ভুলিয়া, কর্ত্তব্য পাশরিয়া,

সেই গভীর রজনীতে অভিসারিকার বেশে গৃহ-ত্যাগ করিল।

যখন বোধ ফিরিল, তখন সে ঘর ছাড়িয়া অনেক দূরে। তখনও সদাশিব নিদ্রিত। জানকী দেখিল, দীর্ঘ যষ্টিধারী খর্ব্বাকৃতি এক কৃষ্ণকায় পুরুষ কোথা হইতে আসিয়া নিদ্রিত যুবকের পার্শ্বে বসিল।

তখন আর পলাইবার উপায় নাই। পলাইতে গেলেই সে তাহার চক্ষে পড়িবে। তাড়াতাড়ি জানকী পার্শ্বস্থ লতাকুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন লজ্জাভয় চারিদিক হইতে যুবতীকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে। জানকী আপনাকে শতধিক্কার দিয়া বলিল—"কি করিলাম!"

কৃষ্ণকায় পুরুষ মুন্না। সে সদাশিবের পায়ে হাত দিয়া তার ঘুম ভাঙ্গাইল। চকিতের ন্যায় সদাশিব উঠিয়া বসিল। দেখিল পার্শ্বে কে বসিয়া আছে। ঘুমের ঘোরটা তখনও ছাড়ে নাই বলিয়া, প্রথমটা সদাশিব মুন্নাকে চিনিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি?"

"যে হই, আপনার প্রহরীকার্য্যের প্রশংসা করিতে পারিলাম না।" সদাশিব এইবারে মুন্নাকে চিনিল। বলিল—"ওঃ! কতকাল পরে!"

মুন্না। তবু গোলামের সৌভাগ্য। এতকাল পরেও চিনিতে পারিয়াছেন।

সদা। মৃতের নিরর্থক চক্ষু লইয়াও বোধ হয় তোমাকে চিনিতে পারিতাম। তারপর?

মুন্না। তারপর আপনি জানেন। শুনিয়াছিলাম আপনি চাকর হইবারও যোগ্য নয়, এমন একটা লোকের ঘরে প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। তাই আপনাকে একবার দেখিতে আসিলাম। আসিয়া আপনার প্রহরীর কার্য্য দেখিয়া, হাসি রাখিতে পারিলাম না। আপনার সম্মুখ দিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলাম, খিড়কীর দোর খুলিয়া রাখিলাম, উপরে উঠিলাম, কিন্তু বাপ বেটার কাহাকেও দেখিলাম না। তাদের বড় পুণ্যের জোর তারা আজ বাড়ীতে নাই। নহিলে, আপনার প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপ, কোন কালে সেই দুটী মুণ্ড আপনার পদপ্রান্তে রক্ষিত হইত।

সদা। মুন্না! ঈশ্বর তাহাদের রক্ষা করিয়াছেন।

মুন্না। তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে, বাড়ীর এমন স্থান নাই, যেখানে সে দুটার সন্ধান করি নাই। সর্ব্বত্রই কেবল স্ত্রীলোক দেখিলাম। ছাদে উঠিয়া দেখি, সেখানেও একটা স্ত্রীলোক। দেখিলাম, সে নীচে আপনার পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, বুঝিলাম আপনার রূপ দেখিতেছে। মনে করিলাম তাহাকে সেইস্থান হইতেই আপনার পায়ের কাছে পাঠাইয়া দিই; কিন্তু এ বয়সে স্ত্রীহত্যা করিতে আর মন সরিল না।

লতান্তরালে জানকী শিহরিয়া উঠিল। দারুণ ভয়ে অপগতশক্তি অবলা ভূমিতে বসিয়া পড়িল।

সদা। আমি জাগিয়া থাকিলে তোমাকে বাধা দিতাম। এ দস্যুর কার্য্য তোমাকে করিতে দিতাম না।

মুন্না। আপনাদিগের যা কার্য্য, তাতো দেখিলাম। তার চেয়ে, আমাদের কার্য্যে অনেকটা মনুষ্যত্ব আছে। ছাগ আহারে রুচি হইলে, আমরাও লোক দেখান, দেবতাকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করি। বলি, কি অপরাধে আজ আপনার গুরুর জেল হইয়াছে?

সদাশিব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। মুন্নাও অবকাশ পাইয়া আবার বলিল—"কি

বলিব, বিধাতা সদয়, নহিলে আজই আমি ব্রাহ্মণের শাস্তির প্রতিফল দিয়া যাইতাম।

সদা। মুন্না ভাই! ইহাদের কথা ছাড়িয়া দাও। আমি ইহাদের নিমক খাইয়াছি।

মুন্না। আজ যখন অকৃতকার্য্য, তখনই ইহাদের কথা ছাড়িয়াছি। যাহাদের ইচ্ছা করিলে, নখে টীপিয়া মারিতে পারি, তাহাদের চিন্তা লইয়া আমি এতদূর আসি নাই। ওটা শুধু মাঝখানে বুদ্‌বুদ্‌ স্বরূপ জাগিয়াছিল মাত্র। আসিয়াছি আপনাকে লইয়া যাইতে।

সদা। কোথায়?

মুন্না। সে কথা এখানে বলিতে পারিব না। আপনি রাজা, সেপাই হইয়া রাত্রিতে পাহারা দেওয়া কি আপনার কাজ? আজিকার ঘটনাতেই তা বুঝিলেন ত?

সদাশিব ক্ষণেক নীরব রহিল। তারপর বলিল—"সময় কি আসিয়াছে?"

"নহিলে এই বার বৎসর পরে আপনার কাছে আসিলাম কেন?"

কাণে কাণে মুন্না সদাশিবকে কি বলিল। যেন গাছপালগুলাকেও সে কথা শুনাইতে সে সাহসী হইল না।

সদাশিব বলিল—"শীঘ্র খিড়কীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া আইস।"

এইবারই জানকী ফাঁপরে পড়িল। মুন্না সদাশিবের আদেশ মত প্রস্থান করিলে, বুঝিল, দ্বার বন্ধ করিয়া মুন্না ফিরিলেই, রাত্রির মত সে আর গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রভাতে এ কথা লোকের কর্ণগোচর হইলে তাহার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। বিপদে পড়িয়া জানকীর সাহস আসিল। উভয়ের মধ্যে যে যে কথা হইয়াছিল, সে বসিয়া বসিয়া সমস্তই শুনিয়াছিল! বুঝিয়াছিল, এই প্রহরী-বেশী সুন্দর যুবক কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়। কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য সে তাহার শ্বশুরের গৃহে সামান্য ভৃত্যের কার্য্য করিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া জানকীর বিশ্বাস হইয়াছিল, এ যুবা হইতে তাহার কোনও অনিষ্ট হইবে না। যে মনের ভাব লইয়া জানকী সে বাগানে আসিয়াছিল, এখন আর সে ভাব নাই। ঘটনাবৈচিত্র্যে তাহার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে। সৌন্দর্য্য দেখিবার অদম্য লালসা, এখন মানরক্ষা ভয়ে পরিণত। অবগুণ্ঠনবতী হইয়া জানকী কম্পিত হৃদয়ে, কম্পিত পদে, ধীরে ধীরে সদাশিবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সদাশিব তাহাকে দেখিয়াই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কে আপনি?"

অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতেই জানকী বলিল—"অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে বাড়ীর ভিতরে রাখিয়া আসুন।"

কে আপনি, কেন আসিয়াছেন, এ সকল প্রশ্নের একটীও সদাশিব জিজ্ঞাসা করিল না। রমণীর উত্তরেই বুঝিল, মুন্না দ্বাররুদ্ধ করিয়া ইহাকে বিপন্ন করিয়াছে। কেবল বলিল—"ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, ভৃত্যটা ফিরিয়া আসুক।"

সময় বুঝিয়া মুন্নাটা আসিতে বড়ই বিলম্ব করিতে লাগিল।

উপরে সঞ্চরমাণ খণ্ডমেঘগুলির মধ্যে, ধীরগতিশীল চন্দ্রমা, নিম্নে মৃদু বায়ুতে আন্দোলিত ফুলভারাবনত পুষ্পলতা, তরু অন্তরালে শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে সুর মিলাইয়া প্রচ্ছন্নাবস্থিতা ঝিল্লী, চারিদিক বেড়িয়া কৌমুদী-বসনা উল্লাসময়ী প্রকৃতি—মধ্যে চন্দ্র কিরণে প্রতিফলিত মর্ম্মর বেদীর একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী সুন্দর যুবক, আর একটী যুবতী।

বসনাবরণে তার কত রূপই না লুকান আছে! উভয়েই নীরব, উভয়েই বিপদগ্রস্ত।

জানকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মর্ম্মরবেদীর উপর বসিল, সদাশিব কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া পাদচারণ আরম্ভ করিল।

তবুও মুন্না ফিরিল না—সদাশিব আর থাকিতে পারিল না, বলিল—"হতভাগাটা করে কি?"

জানকীও কথা কহিবার অবকাশ পাইল, বলিল—"লোকে দেখিলে কি মনে করিবে?"

সদা। আমিও তাই ভাবিতেছি। তবে আমি ভৃত্য।

জানকী। কিন্তু আপনি ত ভৃত্য ন'ন, আপনি কোন রাজপুত্র। কি জানি কেন, ভৃত্যের বেশ ধরিয়া আছেন।

সদাশিব বুঝিল রমণী তাহাদের কথা শুনিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোথায় ছিলেন?"

জানকী। ওই কুঞ্জমধ্যে।

কথাগুলিতে যেন বীণার ঝঙ্কার উঠিতেছিল। কুঞ্জমধ্যে!—সদাশিব ত তাহারই অতি নিকটে বেদীর উপর নিদ্রিত ছিল! এই পঞ্চম সংবাদিনী বাণীর ঈশ্বরী, সুষুপ্ত সদাশিবের পার্শ্বে বুঝি একবার দাঁড়াইয়াছিল! একবার বুঝি তার নিশ্বাস অতি কোমল স্পর্শে সদাশিবের হৃদয়ে অতিধীর কম্পন তুলিয়া, বড় সুখের ঘুমে তাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল!

পরিক্রমণ করিতে করিতে সদাশিব একবার দাঁড়াইল; এতক্ষণ মাথা হেঁট করিয়াছিল, এখন একবার মাথাটা তুলিল।

সসম্ভ্রমে জানকী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল "আপনি ক্লান্ত, ক্ষণেক বেদীতে উপবেশন করুন!" অবগুণ্ঠনটা একটু সরিয়া গেল। মুগ্ধ যুবক শিহরিয়া উঠিল। সুন্দর ছোট মুখখানিতে কি দুইটী উজ্জ্বল ডাগর চক্ষু! এত সুন্দর, যেন কনককমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী শ্রীযুক্ত খঞ্জনের সঙ্গে খেলা করিতেছে!

সদাশিব আবার মাথা হেঁট করিল, বলিল—"আপনি বসিয়া থাকুন, আমি বেশ আছি।" যুবক কিন্তু বেশ ছিল না, তাহার বুক কাঁপিতেছিল, তাহার বসিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

জানকী দাঁড়াইয়া রহিল। অগত্যা সদাশিব বেদীর এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, জানকীকে অন্য প্রান্তে বসিতে অনুরোধ করিল।

সুন্দরী বসিয়া, একটু মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিল—"আপনাদের সমস্ত কথা আমি অনিচ্ছায় শুনিয়াছি। তবে ভৃত্যটা কাণে কাণে যা বলিল সেইটাই কেবল শুনিতে পাই নাই।"

সদাশিব একথা তুলিতে নিষেধ করিল। বলিল, "সে বুঝি ফিরিতেছে। আপনি শুনিয়াছেন শুনিলে, বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। ও কঠোর মূর্খের কাছে সৌন্দর্য্যের আদর নাই।"

জানকী বলিল—"মৃত্যুকেও আর ভয় করি না।"

মুন্না ফিরিল, দেখিল প্রভুর পার্শ্বে সুন্দরী।

"তুমিই না ছাদের উপর দাঁড়াইয়াছিলে?"

"ছিলাম।"

"কেন, প্রভুকে দেখিতে?"

সদাশিব বলিল—"যদি দুয়ার বন্ধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আবার খুলিয়া, ইহাকে বাটীর ভিতরে রাখিয়া আইস।"

মুন্না। মিছামিছি আমি বারবার প্রাচীর ডিঙ্গাইতে পারি না।

জানকী। ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, সে ইচ্ছা অসম্পূর্ণ

থাকে কেন? এখানেই আমাকে মারিয়া রাখিয়া যাও।

মুন্না। কতবার মরিবে?

সদা। একি মুন্না? মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কও। উনি আমার প্রভুপুত্রের সহধর্ম্মিণী।

জানকী চমকিয়া উঠিল—"আমি কি তবে পূর্ব্বেই ইহার চোখে পড়িয়াছি!" সুন্দরী লজ্জায় আবার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিল। মুন্না বিরক্তির সহিত বলিল—"তবে এস আমার সঙ্গে।"

একটী ঘনবিকম্পিত দীর্ঘশ্বাস সদাশিবের কাণের কাছে আসিয়া মিলাইয়া গেল। মোহজাল টুটিল, কুলকামিনী আবার আপনাকে দেখিতে পাইল। মানসিক যন্ত্রণায় তাহার মর্ম্ম কাঁদিয়া উঠিল।

উভয়ে অদৃশ্য হইলে সদাশিব, কাঁপিতে কাঁপিতে একবার ভগবানকে ডাকিল—"নারায়ণ! আমাকে রক্ষা কর।" মনটাকে সবলে নিষ্কর্ষণ করিয়া সেই বার বৎসর পূর্ব্বের তুলসীর দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিল। দেখিল, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কুমারীর ব্রীড়াভর-নিমীলিত-চক্ষু—অর্থহীন, প্রেমহীন, দৃষ্টিহীন। প্রাণের যাতনায় সদাশিব আর একবার ভগবানকে ডাকিল।

"ভয় কি?" পশ্চাৎ হইতে কেহ যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিল।

সদাশিব চকিতের ন্যায় পশ্চাতে ফিরিয়া, চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া সংজ্ঞা হারাইল।

মুন্না ফিরিয়া, তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল,—"আজ প্রভুর এত ঘুম কোথা হইতে আসিল?"

সদাশিবের সংজ্ঞা ফিরিয়াছে। যুবক উঠিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—"মুন্না! তুলসীর খবর কি?"

মুন্না। দিদির সংবাদ আপনি বলিতে পারেন। সে ত এতক্ষণ আপনার নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল।

"সেকি?"—বলিয়াই সদাশিব আশ্বাসবাণী-মূর্ত্তির অন্বেষণে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় ছুটিল।

মুন্নাও ছুটিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে কোমল করস্পর্শে সে ফিরিয়া চাহিল। দেখিল তুলসী।—"এটা কি রকম হইল দিদি?"

"মুন্না! আমাকে বাড়ী রাখিয়া আয়।"

"হুজুর যে তোমাকে খুঁজিতে চলিয়া গেল!"

"তা হোক, তুই আমাকে বাড়ী রাখিয়া আয়। শুধু রাণীকে বলিয়া আসিয়াছি। রাজা জানিলে লজ্জায় পড়িব।"

"দেরী হইলে যে আমার কার্য্যের ক্ষতি হইবে।"

"তা হোক—দোর খোলা। আমাকে এখন বাড়ী রাখিয়া আয়।"

তুলসী আর কোন কথা না বলিয়া, মুন্নার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। প্রতিবাদ করা নিষ্ফল বুঝিয়া, মুন্না প্রভুকন্যার সঙ্গে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দিবস অপরাহ্নে মুন্না আসিয়া রাজাকে ব্রাহ্মণের অবস্থার কথা জানাইয়াছিল। রাণী, নারায়ণী ও তুলসী একে একে সকলেই সে কথা শুনিল। রাণী অর্দ্ধমৃতের ন্যায় আপনার ঘরে পড়িয়া রহিলেন। নারায়ণী পিতামহীর কাছে বসিয়া রহিল।

তুলসী ভাবিল, আমি কেন তবে জীবনের শ্রেষ্ঠসাধ স্বামীসুখ হইতে বঞ্চিত হই? যে

জন্য স্বামীর সহিত দেখা করিব না বলিয়া গুরুর কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম, তাহা ত নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে! রাজার অবস্থার আর রহিল কি?

তুলসী সেইদিনই সদাশিবকে দেখিবার সঙ্কল্প করিল! ভাবিল, মুন্না যখন আসিয়াছে, তখন এ শুভ অবকাশ পরিত্যাগ করিব না।

কিন্তু মুন্না রাজার কাছে বসিয়া চুপিচুপি কি কথা কহিতেছিল। সেরূপ অবস্থায় নিকটে যাওয়া উচিত হয় না। তুলসী অপেক্ষায় দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কথা আর ফুরায় না। উভয়েই যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তুলসী সম্মুখ দিয়া কতবার যাতায়াত করিল, উভয়ে দেখিয়াও দেখিল না। যখন তাহাদের কথা শেষ হইল, তখন রাত্রি হইয়াছে।

মুন্না সেখানে সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছে। তুলসী ভাবিল, ব্রাহ্মণের অবস্থার সঙ্গে রাজা তাহার পিতার সংবাদ গ্রহণ করিতেছেন। তাই শেষ করিতে মুন্নার এত বিলম্ব। কথা শেষে মুন্না প্রভুকন্যার নিকটে আসিল। রাজা তুলসীকে তাহার পরিচর্য্যার ভারগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন, "লোকটা সারাদিন উপবাসী, তাহার আহারের একটা ব্যবস্থা কর।" আহারের ব্যবস্থা করিতে তুলসী মুন্নাকে মনের কথা খুলিয়া বলিল। মুন্না তাহাকে সদাশিবের কাছে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল।

দেবতাদর্শনের ছল করিয়া তুলসী রাণীর নিকট অনুমতি গ্রহণ করিল; এবং সেইরাত্রে স্বামীকে দেখিতে মুন্নার সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল।

বার বৎসরের পর স্বামীদর্শন! সেই পূর্ব্বযুগের স্বামির মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারিণী তুলসী বার বৎসর তাঁর পূজা করিয়াছে। সন্দিলাভ ঘটিবে কি? গৃহের বাহিরে পা দিতেই তুলসীর মাথার কাছে টিকটিকি পড়িল। তুলসীর হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। হৃদয়মধ্যস্থ মূর্ত্তিটা যেন ভাঙ্গিয়া গেল। অন্তশ্চক্ষু দিয়া তুলসী আর একবার মূর্ত্তির পানে চাহিল—দেখিল মূর্ত্তি ম্লান।

তথাপি তুলসী ফিরিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল—কি জানি কি দেখিব। আমার এখন যা অবস্থা, রমণীর ইহা অপেক্ষা দুরবস্থা আর কি আছে?

প্রথমে তুলসী মনে করিয়াছিল, স্বামীর সহিত দেখা হইলে, কত কথাই বলিবে। কিন্তু যতই সে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই দেখিল, যেন কথাগুলা মন হইতে একটি একটী করিয়া সরিয়া যাইতেছে।

মুন্না তাহাকে নানা স্থান ঘুরাইয়া, সেই বাগানে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেখানে একটা তরুকুঞ্জের আবরণের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিল—"এইস্থানে অপেক্ষা কর, আমি সন্ধান করিয়া আসি।" মুন্না প্রস্থান করিলে, তুলসী অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে তাহার বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল; মনে করিল, এমন সুন্দর বাগানটায় একটু বেড়াইতে ক্ষতি কি? কিছুদূর যাইতেই তুলসী দেখিল, বেদীর উপর প্রহরিবেশী কে একজন ঘুমাইতেছে।

ক্ষিপ্রগতিতে তুলসী আবার কুঞ্জের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মুন্না ফিরিয়া বলিল—"সন্ধান পাইলাম না।"

তুলসী বলিল—"দেখ দেখি বেদীতে কে ঘুমাইতেছে?"

মুন্না দেখিয়া ফিরিল—

"ঠিক দেখিয়াছ। তোমার স্বামীই ঘুমাইতেছে।"

"তুমি তামাসা করিতেছ।"

"এই কি তামাসা করিবার সময় ?"

"এত পরিবর্ত্তন !"

"তার আর আশ্চর্য্য কি ! সেই বার বৎসর আগের চেহারা এখন কোথা পাইবে ?"

হৃদয়ের মূর্ত্তি যে ভাঙ্গিয়া গেল।"

"তাহাকে আর আস্ত রাখিবার প্রয়োজন ?"

"মুন্না, বার বৎসর ধরিয়া কল্পনার রাজ্য হইতে কত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার আনিয়া আমার হৃদয়ের সেই কিশোর মূর্ত্তিটীকে সাজাইয়াছি। এখন দেখি, ভস্মে ঘী ঢালিয়াছি। মনের মত সাজাইয়াও তাহাকে ত এত সুন্দর করিতে পারি নাই।"

মুন্না মনে করিয়াছিল, সদাশিবের বর্ত্তমান রূপ বুঝি তুলসীর ভাল লাগে নাই! সেইটীই তার প্রার্থনীয় ছিল। আর সে জানিত, তাহার পিতা শৈলজানন্দ, সেই উদ্দেশ্যেই একমাত্র নন্দিনীকে স্বামী-বিয়োগিনী রাখিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ব্রহ্মচারিণীর চক্ষে আর রূপের আদর থাকিবে না। কিন্তু এখন দেখিল, প্রভুও ভস্মে ঘী ঢালিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিতে চাও ?"

"আমার স্বামীকে আমি পাইতে চাই। পাইলে সঙ্গে রাখিব, তোদের দেশে আর পাঠাইব না। আমার সে বালকটাকে তোরা এখানে পাঠাইয়া দিস্।"

তুলসী নিদ্রিত স্বামীকে দূর হইতে দেখিতে দেখিতে, সুখের সংসারের একটা মনোরম চিত্র আঁকিতে বসিল।

মুন্না মনে করিল, ইহাদের মিলন তাহার পক্ষে বড় সুবিধাজনক নয়। যেমন করিয়া হউক ইহার হাত হইতে সদাশিবকে উদ্ধার করিয়া লইতে যাইতে হইবে। মিলনের আগে সদাশিবকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সে তুলসীকে ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল; বলিল—"আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা করিও না।"

মুন্না সদাশিবের নিদ্রার অবকাশে, আনন্দদেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তারপর যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

দরিদ্রার মনোরথ হৃদয়ে একবার মাত্র উত্থিত হইয়াই মিলিয়া গেল। তুলসী জানকীকে দেখিল, স্বামীকে দেখিল। দুইজনে বেদীর উপরে বসিয়া যখন কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কাণ পাতিয়া তাহাদের কথাগুলা শুনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু হৃদয়ের অবিরাম উত্থান পতনে, তাহার প্রাণের ভিতর একটা বিষম কোলাহল উত্থিত হইল, তুলসী শুনিতে পাইল না।

তুলসী তখন মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিল। "এতকাল পরে কেন মরিতে আমার স্বামী দেখিতে সাধ হইল ? অদৃষ্টে যদি স্বামী-সৌভাগ্যই থাকিবে, তবে এতকাল কি অপরাধে বিধবার দশা ভোগ করিতেছি ?" রমণীকে তাহার স্বামী-পার্শ্বগতা দেখিয়াও তুলসীর মনে ঈর্ষা আসিল না! কেন আসিল না ? যে পুরুষ কিংবা যে রমণী দ্বাদশ বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যে অভ্যস্ত, তিনি ভিন্ন আর কে এ প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ ? সে কেবল বুঝিল, আমি পরিত্যক্তা।

তুলসী গৃহে ফিরিবার অবসর খুঁজিতেছিল; এমন সময়ে দেখিল, মুন্না আসিয়া রমণীকে সঙ্গে লইয়া চলিল। সুন্দরী মনে করিল, মুন্না বুঝি তাহার সেখানে অবস্থিতির কথা সদাশিবকে বলিয়াছে! কিন্তু সদাশিব ত লজ্জার কোনও নিদর্শন দেখাইল না!

"এ তবে কি দেখিলাম ?" ক্রমে যেন সমস্ত ঘটনাটা তুলসীর স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল।

আবার নির্জ্জনতা! সদাশিব এবার বিনিদ্র। চন্দ্রালোকিত বেদীর উপরে, হাতের উপর ঈষৎ ভর দিয়া, সুন্দর দেহ একটু হেলাইয়া, চাঁদের উপর নিবিষ্টচক্ষু সদাশিব নিজের রূপেই যেন সমস্ত বাগানটা আলো করিয়া বসিয়া আছে!

তুলসী ভাবিল, "এমন রত্ন—আমার বিধি-দত্ত ধন, হাতে পাইয়া ছাড়িতে যাইব কেন?"

সুন্দরী কুঞ্জান্তরাল পরিত্যাগ করিল। দারোগার সম্মুখে অস্ত্রধারিণী রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণা ভবানী, নবোঢ়ার কম্পিত হৃদয় লইয়া, কম্পিত পদে ধীরে ধীরে স্বামীর দিকে অগ্রসর হইল। নিকটে উপস্থিত হইতেই স্বামীর দীর্ঘশ্বাস, আর সেই সঙ্গে আক্ষেপ কথাটাও তাহার কাণে পৌঁছিল।

তুলসীর এবারে ক্রোধ হইল! তাহার নিকট হইতে বার বৎসর বিচ্ছিন্ন—মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর মনে তাহার চিন্তাটা স্থান পাইল না, আর এই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণী ক্ষণেকের অনুপস্থিতিতে অকৃতজ্ঞ স্বামীর হৃদয়ের সমস্ত আবেগটা আকৃষ্ট করিয়া লইয়া গেল!

উপহাসের ছলে তুলসী স্বামীকে শুনাইবার জন্য মনে একরাশ কথার সঞ্চার করিল; কিন্তু অভয় বাণীটী ছাড়া সমস্ত কথাই তার কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া রহিল—বাহির হইল না।

সদাশিব কথা শুনিয়া যখন ফিরিয়া দেখিল, তখন তুলসী ক্ষোদিত মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল। সদাশিব যখন মুর্চ্ছিত হইল, তখন তুলসী বুঝিল, স্বামীর পানদোষ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। স্বামী সম্ভাষণের যে যৎসামান্য আশাও সে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, তাহাকেও জলাঞ্জলি দিয়া সে সে স্থান ত্যাগ করিল!

কার্য্যের সঙ্গে কারণের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক পুরুষানুক্রমে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু প্রকৃতি তাহার চক্ষে ধুলি দিয়া, কখন, কোন স্থানে, কি ভাবে এক একটা কার্য্য করে, যে শতচেষ্টায়ও মানুষ তাহার সূত্রানুসন্ধানে সমর্থ হয় না।

এই একটি সামান্য আকস্মিক ঘটনায় এক অশীতিপর বৃদ্ধের আজন্ম চেষ্টিত কার্য্য একদণ্ডে নিস্ফল হইয়া গেল। বীর শৈলজানন্দ সত্য-সত্যই 'শলুই' হইল। কেমন করিয়া হইল, পরে বলিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তুলসী প্রতি প্রভাতে খিড়কীর সেই উদ্যান-টীতে পুষ্পচয়ন করিত। সে দিন সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই সে বাগানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই দেখিল, রাজা সেখানে একটী অর্দ্ধভগ্ন পুষ্পবাটিকাকে বেষ্টন করিয়া পাদচারণ করিতেছেন।

দেখিয়া সুন্দরী হাতের সাজী ও আকর্ষী ভূমিতে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজা আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি তুলসী! দেব দর্শন হইল?"

তুলসী বুঝিল, রাজা সমস্তই জানিয়াছেন। তখন আর লজ্জার প্রয়োজন কি? সস্মিত মুখে যুবতী উত্তর করিল—

"হইয়াও হইল না।"

"কেন?

"দেবতার মাথা কালাপাহাড়ে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।"

"আমার এ অনন্তপুরে এমন কালাপাহাড় কোথা হইতে আসিল?"

"সেটা মহারাজ যেরূপ জানিবেন, আমার সেরূপ জানিবার সম্ভাবনা কই।"

এই বলিয়া তুলসী ঘটনাটা যথাসম্ভব বিবৃত

করিল। শেষে জানকীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল —"সেই ছুঁড়ী আমার স্বামীকে মজাইয়াছে।"

"তাই যদি হয়, তাহাতে তোমার আক্ষেপ করিবার কি আছে? তুমি যে মা এক দীর্ঘযুগ ত্যাগ শিক্ষা করিয়া, সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছ।"

তুলসী এবারে আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। বিশাল চক্ষু দু'টী অঞ্চলাচ্ছাদিত করিয়া বলিতে লাগিল—"মহারাজ! কৃপণের ধন,—আছে এই আশ্বাসে জীবিত ছিলাম। অপহৃত জানিলে কতক্ষণ বাঁচিব?"

রাজা আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"ভয় নাই; তোমার কঠোর তপস্যা যাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, সে সামগ্রী সহজে ডাকিনীর গ্রাসে যাইবার নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক; সে সামগ্রী এখনও তোমারই আছে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে তুলসী রাজার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। রাজা বলিতে লাগিলেন; "কিন্তু মা! ক্ষত্রিয়নন্দিনী তুমি ক্ষত্রিয়-সহধর্ম্মিণী—পাটরাণী। অন্য কোন ভাগ্যবতীকে তোমার স্বামী-সৌভাগ্যের যৎকিঞ্চিৎ অংশ দিতে কৃপণতা করা তোমার ত উচিত নয়। স্বামীর উপর এ অযথা অভিমান তোমার শোভা পায় না।"

তুলসী রাজার পদপ্রান্তে লুটাইল; এবং বলিল—"মহারাজ! বড়ই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, কি করিব আদেশ করুন।"

রাজা। স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য।

তুলসী। কেমন করিয়া আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইব?

রাজা। "আমি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু মা—"রাজার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। তুলসী বুঝিল, অনন্তপুরপতি একটা তুচ্ছ রমণীর সম্মুখে মর্ম্মদ্বার উদ্ঘাটন করিতে চলিয়াছেন। সে মর্ম্মে বুঝি রাশি রাশি বেদনা সঞ্চিত আছে। না দেখাইলে উপশম নাই। কোমল সান্ত্বনা-মাখা দৃষ্টিতে রাজার মুখ পানে চাহিয়া তুলসী বলিল—

"মহারাজ! নারায়ণীতে আর আমাতে ভেদ জ্ঞান করিতেছেন কেন?

রাজা। আমার অবস্থা ত সমস্তই শুনিয়াছ! আমার রাজ্য পর-হস্তগত; আমার সহচর, সহায়, গুরু কারাগারে। আমি জীবন্মৃত হইয়াও তবু গৃহবাসের সুখভোগ করিতেছিলাম—নারায়ণীকে লইয়া, তোমাকে পাইয়া, দুঃখে সুখ মিশাইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম; কিন্তু তাও বুঝি আর থাকে না!

তুলসী। কেন মহারাজ?

রাজা। আমাকে বন্দী রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আর যে আমি অধিক দিন তোমাদের কাছে থাকিতে পারিব, এমন ত বিশ্বাস করি না। তাই বলিতেছিলাম—

রাজা আবার নীরব। মুখ হইতে মনের কথা ফুটিয়াও ফুটিল না। ইহাতেই তুলসী বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া লইল।

তুলসী। কন্যাকে বলিতে এত কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? মহারাজ! আমরা রমণী, স্বভাবতঃই অভিমানিনী। ওরূপ সঙ্কোচ দেখিলে মনে হয়, এ অভাগিনী আপনার সন্তান-বাৎসল্যের বহু অংশ হইতে বঞ্চিত আছে।

রাজা আর থাকিতে পারিলেন না! তুলসীর মস্তকে উচ্ছ্বাস-কম্পিত কর অর্পিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন;—

"মা! তোমাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব জানি না। তুমি মহান্ পিতার কন্যা।

একটী দরিদ্র পরিবারকে রক্ষা করিতে আসিয়া, পিতার মহত্ত্বের অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছ। এত তোমারই যোগ্য কথা। কিন্তু তুলসী! এ অভাগ্য পরিবারের উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহার উপকার করা মনুষ্যের অসাধ্য। তাই মা তোমাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছিলাম। আমি তোমার কাছে, তোমার স্বামিটী ভিক্ষা করি।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল—"নারায়ণীর জন্য?"

নারায়ণীর জন্য? রাজা চমকিয়া উঠিলেন। বাস্তবিক তখন নারায়ণীর কথা তাঁহার মনেই ছিল না! নারায়ণীর নামে রাজার চক্ষে যেন বিষাদের একটা বিরাট ছবি জাগিয়া উঠিল। রাজা চমকিয়া একবার চাহিলেন; দেখিলেন, নারায়ণী আসিতেছে। নারায়ণী পাছে শুনিতে পায়, এই জন্য অনুচ্চস্বরে তুলসীকে বলিলেন—

"নারায়ণীর চিন্তা করিবার আমার অবসর নাই; আমি নিজের জন্য চাহিতেছি।

"তাহা হইলেও ত একবার অভাগিনীর জন্য চিন্তা করা কর্ত্তব্য। অনূঢ়া সুন্দরী লইয়া তাহাকে পথে পথে ঘুরিব?

রাজা মনে মনে তুলসীর বুদ্ধির বহু প্রশংসা করিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"এমন বুদ্ধি তোমার, তবে তুমি কেন মা একটা অপরিচিতা রমণীর কাছে পরাস্ত হইয়া চলিয়া আসিলে?"

তুলসী মাথা হেঁট করিল। নারায়ণীর নিকটে আসিতে আসিতে বিলম্ব নাই দেখিয়া, রাজা বলিলেন—"সে তুমি যা ভাল বুঝ কর। কিন্তু ততক্ষণের জন্য? আমি বাসর জাগিবারও অবকাশ দিতে পারিব না"

তুলসী। প্রয়োজন কি?

এদিক হইতে নারায়ণী আসিল; ওদিক হইতে মুন্না সদাশিবকে কোথা হইতে ধরিয়া তুলসীর কাছে আনিলেন,—

"এই লও মা তোমার সামগ্রী। উদ্যানে উন্মাদের মত বিচরণ করিতে দেখিয়া আমি ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। ইহার মুখেই সমস্তই শুনিয়াছি। তুমি ইহাকে নিঃসঙ্কোচে পুনর্গ্রহণ কর।"

তুলসী স্বামীর পদপ্রান্তে প্রণতা হইল।

সদা। মনেও যদি তোমার বিরুদ্ধে এতটুকু অপরাধ করিয়া থাকি, তুলসী তজ্জন্য, আমাকে ক্ষমা কর।

তুলসী। আর্য্যসন্তান মনের অপরাধকেও অপরাধ জ্ঞান করিয়া থাকে! মনের অপরাধেও আর্য্যরমণীর সতীত্ব আহত হয়। যে টুকু অপরাধ করিয়াছ, তারই যোগ্য শাস্তি গ্রহণ কর।" এই বলিয়া সুন্দরী এক হস্তে নারায়ণীকে ও অপর হস্তে স্বামীকে ধরিল। নারায়ণী অবাক হইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল; কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তুলসী হাত ধরিতে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাত ধরিতেছ কেন?"

তুলসী। তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।

নারায়ণী। কাকে?

তুলসী। আমার স্বামীকে।

নারায়ণী। কেন?

সদাশিবও অবাক! তুলসী এ কি করিতেছে! সে বিস্ময়ে আবার রাজার মুখ চাহিল; "একি মহারাজ?"

রাজা কোনও উত্তর করিলেন না! গভীর চিন্তামগ্নের ন্যায়, বাহু যুগলে বক্ষ আবদ্ধ করিয়া হেঁট মুণ্ডে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তুলসী কিছু অপ্রতিভ হইল। "তাহ'লে কি করিব মহারাজ?"

রাজা। কি করিবে? আমি উত্তর দিতে অশক্ত।

তুলসী। তবে আর হয় না। অবস্থা ত বুঝিতে পারিতেছেন।

মুন্না বলিল—"সেই ভাল, হাত ছাড়িয়া দাও। আমার সময় নষ্ট হইতেছে।"

তুলসী উভয়েরই হাত ছাড়িয়া দিল। এমন সময় কাছারী বাড়ীতে কামানের গভীর শব্দ উত্থিত হইল। সদাশিব বলিল—"বুঝি পিতা পুত্রে ঘাঁচি হইতে ফিরিয়া আসিল। গুরুজীর কারাবাস হইয়াছে; ঐ উল্লাস তারই জন্য।"

এক, দুই, তিন, কামানের উপর কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। মুন্না উত্তেজিত হইয়া বলিল—"অন্যায় করিয়া এ সময় নষ্ট কেন মহারাজ? আর একটু বিলম্ব করিলে আজিকার মত কার্য্য নষ্ট। হয়ত চিরদিনের জন্যই নষ্ট হইতে পারে।"

কামানের শব্দ শুনিয়া রাজাও ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"নারায়ণী! আমার কুল রক্ষার জন্য, তুমি এই যুবাপুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। ঐ অনূঢ়ার নাম খণ্ডন। স্বামীসঙ্গ সুখ, ভোগলালসা, মুহূর্ত্তের জন্যও মনের ভিতর স্থান দিও না!"

নারায়ণী সদাশিবের মুখের পানে চাহিল; সদাশিবও নারায়ণীর মুখপানে চাহিল। তুলসী আবার দুই হাতে দুজনের হাত ধরিল।

রাজা আবার বলিলেন—"আমি তোমার পিতামহ সাক্ষী, এই প্রভুভক্ত ভৃত্য সাক্ষী, আর স্বার্থত্যাগিনী এই সতীরমণী সাক্ষী—এই ত্রিসাক্ষী সম্মুখে আমি আজ তোমাকে এই যুবকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ভগবান যদি [illegible] করিব। নহিলে এই খানেই বিবাহ সংস্কারের শেষ।"

তুলসী হাতে হাতে মিলাইল! "নারায়ণী! আমার আমরণ সহচরী! এই আমাদের বাসর রজনী। তোমার মত আমিও আজ প্রথম স্বামী পাইলাম। এই তিন সাক্ষী, আর উপরে অস্তগমনো'ন্মুখ দেবতা চন্দ্রমা! আর সাক্ষী তোমার প্রাণ। যদিই আমাদের পথে পথে ঘুরিতে হয়, তাহা হইলে আমরা হৃদগত দেবতাকে স্মরণ করিয়া সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিব। শত্রু আজ অজ্ঞাতসারে আমাদের ঐ শুভ বিবাহের উৎসব করিতেছে।"

আবার মুহূর্ম্মুহু কামান গর্জ্জিল। দশমীর চন্দ্র অস্তাচলে চলিয়া গেল। সকলে অন্ধকারে যে যার নির্দ্দিষ্ট দেশে প্রস্থান করিল।

ইহারই অল্পক্ষণ পরে বীরচন্দ্রের প্রাসাদ হইতে একটী মৃদু শঙ্খধ্বনি কামান গর্জ্জনের সঙ্গে ত্রস্তভাবে মিশিয়া অনন্তপুর গগনে বিলীন হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন শুক্লা একাদশী রাত্রি—হরিবাসর। কাশীপুরের নরনারী শ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দিরে ও সম্মুখস্থ জ্যোৎস্নাপুলকিত প্রান্তরে অষ্টপ্রহরীয় হরিনামে উন্মত্ত। কাশীপুর গ্রাম এক নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত। রমণীগণ সুন্দর সুন্দর নববস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, দেবতার নৈবেদ্য লইয়া, গ্রামের নানা স্থান হইতে মন্দিরে সমবেত হইতেছিল। বালক সকল হরিধ্বনিতে সুর মিলাইয়া কোলাহল করিতে করিতে প্রান্তরে ছুটাছুটি করিতেছিল। চারিদিকে আনন্দের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা অবিরাম গতিতে গ্রাম হইতে

বিষাদবিন্দুটা পর্য্যন্ত মুছিয়া লইতেছিল। এমন সময়ে, যুগপৎ সহস্র কামানের ভীষণ প্রলয়-গর্জ্জন সমস্ত দেশটাকে মুহূর্ত্তের জন্য যেন আগুর বন্যায় ডুবাইয়া দিল। সমস্ত মন্দিরটার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। শ্রীরাধা লুপ্ত-সংজ্ঞায় যেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের হাতের মুরলী খসিয়া পড়িল; নৈবেদ্যের থাল ঝনঝন শব্দে রমণীদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল। এক অনুপলে কোলাহল নিস্তব্ধ। কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ স্তম্ভিত। দেখিতে দেখিতে এক বিশাল শ্বাসরোধী ধূমে সমস্ত প্রান্তরটা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। লোক সকল একটা অনৈসর্গিক ভীষণ মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হইয়া, নিজ নিজ গৃহাভিমুখে পলায়ণপর হইল। কীর্ত্তনিয়া খোল করতাল ফেলিয়া ছুটিল, শ্রোতৃবর্গ যে যার প্রাণ রক্ষার জন্য বহির্গমনে ব্যগ্র হইল। তখন কাহারও হাত ভাঙ্গিল, কাহারও পা ভাঙ্গিল, কেহ ভূমিতে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইল। কেহ মুমূর্ষু, কেহ গতপ্রাণ। চীৎকারে, আর্ত্তনাদে, মুহূর্ত্তমধ্যে দেবমন্দির ও তৎসমুখস্থ স্থান বিভীষিকাময় শ্মশানের বিকট খলখল হাসি হাসিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে তিনজন অশ্বারোহী বিদ্যুৎ বেগে সেই প্রান্তর পার হইতেছিল। পার্শ্বস্থ ভীত বিপন্ন, ভূমিতলস্থ মূর্চ্ছিত, মৃতপ্রায়, গতাসু কাহারও প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। উন্মাদের ন্যায় অশ্বে কষাঘাত করিতে করিতে তাহারা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিল।

সে তিন জন আর কেহ নহে—রাজা, মুন্না ও সদাশিব। মুন্না উভয়কে প্রভু শৈলজানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য লইয়া যাইতেছিল। পথে আসিতে আসিতে সেই ভীষণ শব্দ তাঁহাদের কাণে গেল। কারণ নির্দ্ধারণে অসমর্থ, অথচ দারুণ অশুভের আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা শৈলজা-নন্দের গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই মুন্না অশ্বের বেগ হ্রাস করিল। বায়ু তাড়নে ধুম্ররাশি অনেকটা অপসারিত হইয়াছে।

সদা। একি মুন্না ?

মুন্না। আর মুন্না। যা ভয় করিয়াছি তাই। এই স্থান হইতে ফিরিয়া চলুন।

সদা। এত হতাশ হইতেছ কেন ?

মুন্না। মায়ের মন্দির কই ?

সদাশিবও অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া মুন্নার কাছে ফিরিয়া আসিল। রাজাও মুন্নার সমীপস্থ হইলেন। সদাশিব বলিল—"এখান হইতে দেখিতে পাইতেছ না বলিয়া মন্দিরের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেছ কেন ?"

মুন্না একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল—"আপনি বার বৎসর দেখেন নাই ; আমি এইস্থান হইতে তিন দিন পূর্ব্বে দেখিয়া গিয়াছি।"

রাজা বলিলেন—"তথাপি সন্দেহ ভঞ্জন করিতে ক্ষতি কি ?"

তিনজনে আবার অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু অশ্বের আর পূর্ব্ববৎ গতি নাই।

আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে কিয়ৎক্ষণের জন্য কাহারও মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, শৈলজা-নন্দের অট্টালিকার চিহ্ন মাত্র নাই। প্রাচীর শত স্থানে ভগ্ন ; মায়ের মন্দির, শৈলজানন্দের গৃহ—সমস্তই স্তূপরাশিতে পরিণত ! ইষ্টকাদিতে পূর্ণ হইয়া পরিখার বহুস্থান জলশূন্য। সকলেই অশ্বপৃষ্ঠেই পরিখা পার হইলেন। সেখানে জন প্রাণীর চিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইল না। এক অদম্য নিয়তির শাসনে সমস্ত স্থানটা গতজীবিত, [illegible]

মমতাময়ী জননীর ন্যায় কেবলমাত্র মৃত সন্তানের চক্ষে নীরবে শোকের উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিতেছিল। কোথায় শৈলজানন্দ? কোথায় তাঁর মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী অষ্টভুজা? তাহারা একবার মাত্র সেই ভগ্নস্তূপমধ্যে শৈলজানন্দ, তাঁহার স্ত্রী, আর তুলসীর "পুত্র" বিশ্বেশ্বরের সন্ধান করিল। কিন্তু কতকগুলা কামান ও বন্দুকের ভগ্নাংশ ভিন্ন আর কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। ক্রমে সেখানে লোকসমাগম অনুমিত হইল। গ্রামবাসী এখন প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই ভীষণ শব্দের কারণ নির্ণয় করিতে সেইদিকে দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে।

অধিকক্ষণ অবস্থান যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া, তাহারা ভগ্নমনে সে স্থান ত্যাগ করিল। যাইবার সময় মুন্না কাঁদিয়া ফেলিল; আর সদাশিবকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আজীবন প্রাণপণ সাধনায় প্রভুতে ও আমাতে যে শক্তি সঞ্চিত করিয়াছিলাম—সেই পঞ্চাশটী উৎকৃষ্ট কামান, বিশ হাজার বন্দুক, পর্ব্বত প্রমাণ বারুদ, রাশি রাশি অর্থ—সমস্তই আজ এক মুহূর্ত্তে আপনার বালকত্বে নষ্ট হইল। কাল অনন্তপুর হইতে যাত্রা করিলে আর এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না।"

সদাশিব কোন উত্তর করিল না। কেবল চলিতে চলিতে ভগ্নস্তূপের দিকে মুখ ফিরাইয়া, একবার মাত্র চীৎকার করিল—"বিশ্বেশ্বর!" সদাশিব দেখিল, যেন একটী ননীর পুতুল বালক, মুহূর্ত্তের জন্য স্তূপরাশির উপরে দাঁড়াইয়া, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কি যেন দেখাইয়া মিলিয়া গেল। সদাশিব ভাইটীকে কখন দেখে নাই। মুন্নার মুখেই ভাইয়ের অস্তিত্ব শুনিয়াছে। তথাপি আর একবার ডাকিল—"বিশ্বেশ্বর!" নির্ম্মম স্তূপরাশি একটী প্রতিধ্বনিও ফিরাইয়া দিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

কামান, বন্দুক প্রভৃতি কোথায় কি আছে, শৈলজানন্দ কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। মুন্না সে গুলা আছে জানিত, কিন্তু কোথায় আছে জানিত না। সে জানিবার জন্য প্রভুর কাছে কখন আগ্রহ প্রকাশও করে নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, এক দিন না এক দিন সে সকল সামগ্রী ব্যবহারে আসিবে। ব্যবহার লইয়াই তাহার কথা; কোথায় আছে জানিবার জন্য তাহার ব্যগ্রতা ছিল না। প্রভু শৈলজানন্দ একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন, জামাতা সদাশিব যোগ্য হইলে একদিন তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিব। রতন রায় একদিন মাত্র সে সম্পত্তির কিয়দংশ দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন।

সদাশিব যখন বালক, তখন, কখন নিজে, কখন বা মুন্নার সাহায্যে তাহাকে সমরবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার পর কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াই তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য, স্বোপার্জ্জিত অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিয়া, বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "যতদিন ফিরিতে না বলিব, ততদিন কাশীপুরে পদার্পণ করিও না।" কন্যাকেও, জামাতার যোগ্যা সঙ্গিনী করিবার জন্য, ব্রহ্মচারিণীবেশে শ্বশুরগৃহ রক্ষায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

এক যুগ অতীত হইল। জামাতার শক্তিমত্তায় তাঁহার আর অবিশ্বাস রহিল না। কন্যাকেও শক্তিমতী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। সহসা একদিনের অসুস্থতায় তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িল। তিনি মুন্নাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যত

শীঘ্র পারিস, সদাশিবকে লইয়া আয়। আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিব।"

শুভ অবকাশ বুঝিয়া মুন্না অনন্তপুরে ছুটিল। কিন্তু মুন্নাকে পাঠাইবার পর হইতেই শৈলজানন্দের অসুস্থতা বড়ই বাড়িয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, সদাশিবের প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব সহে না; বুঝি তাহার আসিবার পূর্ব্বেই মরিতে হয়। বৃদ্ধ দিনটা কোনও রকমে সদাশিবের প্রতীক্ষায় যাপন করিলেন। রাত্রির প্রথম প্রহরও অতিবাহিত করিলেন; আর পারিলেন না। তখন বালক বিশ্বেশ্বরকে ঘুম হইতে তুলিলেন। তুলসীর প্রস্থানের পর হইতে বালক শৈলজানন্দের কাছেই থাকিত। সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিয়া, বৃদ্ধ এই মাতৃবিয়োগবিধুর বালককে সান্ত্বনা দিতেন। শৈলজানন্দের গৃহিণীরও বালকের প্রতি যত্নের অভাব ছিল না; কিন্তু বালক বৃদ্ধের কাছে থাকিতেই ভালবাসিত। শৈলজানন্দ-পত্নী, পূর্ব্বযুগের গৃহিণী, স্বামীর কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে বুঝিতে না পারিলেও কখন কোনও প্রতিবাদ করিতেন না; তাই তিনি জামাতা ও কন্যাকে বিদায় দিয়াও স্বামীর কোন মহদুদ্দেশ্য কল্পনায় আনিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। শৈলজানন্দ বাহিরে কঠোর হইলেও সাংসারিক জীবনে কোমলতাময় ছিলেন। স্ত্রীর তাঁহার উপর রাগ করিবার উপায় ছিল না। স্বামীর এ কয়দিনের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া, তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন; এবং গৃহকর্ম্মের অবকাশে এক একবার আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। একবার আসিয়া তিনি দেখিলেন, গৃহ শূন্য। উৎকণ্ঠায় ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, দুর্ব্বল স্বামী এক হস্তে প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা, অপর হস্তে বালকের হাত ধরিয়া অতিকষ্টে প্রাঙ্গণ পার হইতেছেন। সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা যাও?"

কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া শৈলজানন্দ বলিলেন—"আঃ! পিছু ডাকিলে!" স্ত্রী কিন্তু এবারে স্বামীর বিরক্তি গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহার কার্য্যে প্রতিবাদ করিলেন। শৈলজানন্দ বলিলেন, "বালককে দেবতা দেখাইতে লইয়া চলিয়াছি।" গৃহিণী বলিলেন, "তবে আমিও সঙ্গে যাইব।" বাধ্য হইয়া বৃদ্ধ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতেই, সে ক্ষুদ্র দীপালোকে সমস্ত মন্দিরটা যেন সহসা জ্বলিয়া উঠিল। অগণ্য অস্ত্র প্রতিফলিত রশ্মিজালে, স্ফুরৎপ্রভামণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী ভবানী যেন কঠোর কটাক্ষে জাগিয়া উঠিলেন। সবিস্ময়ে শৈলজানন্দ-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"একি?"

শৈলজানন্দ বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বিশ্বেশ্বর! দেখিতেছিস্?"

বালক বিস্ময়ের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখাইল না, কেবল বলিল "দেখিতেছি।"

"কি দেখিতেছিস্।"

"মা।"

"মা!" শৈলজানন্দ একবার চারিদিক চাহিলেন।

শৈলজানন্দ-পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা কে? তুলসী?"

বালক উত্তর করিল,—"মা—আমার মা।"

শৈলজানন্দ মন্দির-গোলক-সংলগ্ন অস্ত্রগুলা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর এ গুলা?"

"মা দশ হাতে আমাকে কোলে লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।"

"এই সমস্ত তোমার দাদা আসিলে দেখাইও।"

"দেখাইব।"

বর্ত্তিকাহস্তে শৈলজানন্দ অগ্রসর হইলেন। উভয়ে সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে মন্দিরের ভিতর একটা স্থানে ভূমি সংলগ্ন একখণ্ড প্রস্তর ক্ষুদ্র বিশ্বেশ্বরকে দেখাইয়া বলিলেন,—"বালক, পাথরটা উঠাইতে পারিস্?"

অবলীলাক্রমে বিশ্বেশ্বর পাথরটাকে উঠাইল। বিস্মিত শৈলজানন্দ বালকের মুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ!—ভাই আসিলে দেখাইবি?"

বালক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "দেখাইব।"

একটা সুড়ঙ্গ বাহির হইল। সকলে সুড়ঙ্গ-পথে প্রবিষ্ট হইলেন। মাটীর নীচে একটী বিশাল গৃহ। সেই গৃহের এক পার্শ্বে স্তূপাকারে রক্ষিত টাকা ও মোহর। শৈলজানন্দ বালককে বলিলেন,—"এই সমস্ত দেখিয়া রাখ, ভাই আসিলে দেখাইবি।"

বালক মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেখাইব।" তখন এক এক করিয়া ভূগর্ভস্থ সমস্ত সম্পত্তি বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরকে দেখাইতে লাগিলেন। একটী একটী করিয়া পঞ্চাশটী কামান, হাজার গোলা—যুদ্ধের যতপ্রকার উপকরণ সমস্ত দেখাইয়া, তিনি বালককে বারুদের গুদামে লইয়া চলিলেন। অবাক হইয়া, স্বামীর এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে দেখিতে শৈলজানন্দ-পত্নী স্বামীর অনুগমন করিতেছিলেন। বারুদের ঘরে পৌঁছিয়াই দেখিলেন, স্বামীর শরীর কাঁপিতেছে। অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারও মাথা ঘুরিতেছিল। তথাপি তিনি দুর্ব্বল পতনোন্মুখ স্বামীকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। শৈলজানন্দ বালককে আবার বলিলেন,—"দেখিতেছিস্?"

বালক "মা! মা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সূতিকা ঘরের শিশুটী রাখিয়া, বিশ্বেশ্বরের মা পরলোকগতা হইয়াছে। তথাপি তাহার মুখে বারংবার 'মা' কথা শুনিয়া শৈলজানন্দ-পত্নী বলিয়া উঠিলেন—"কোথায় তোর মা?"

বালক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল। শৈলজানন্দ-পত্নী লোলজিহ্বা করালী দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। বৃদ্ধের কম্পিত হস্ত হইতে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা মেঝের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বারুদ কণার উপর পতিত হইল। এক আকাশ-ভেদী শব্দে সমস্ত দেশটাকে কাঁপাইয়া এক প্রলয়-নিশ্বাস তিনটী দীপ নিবাইয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

ইহার তিন দিন পরেই, ইংরাজী দশই মে তারিখে,—একদিনে—সমস্ত হিন্দুস্থান ব্যাপিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে লোমহর্ষণকর ব্যাপার ইতিহাসাভিজ্ঞের অবিদিত নাই। তাহারই একটা স্ফুলিঙ্গ ছোট নাগপুরে উড়িয়া পড়ে। রাজা বীরচন্দ্র এই বিদ্রোহে যোগদান করেন। বিদ্রোহীরা রাঁচির ধনাগার লুণ্ঠন করে, জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে মুক্তি দেয়। ছোট নাগপুরের অধিবাসী সাহেবগণ কিছুদিনের জন্য প্রাণ লইয়া বিব্রত হন। কিন্তু সাহেবদিগের মধ্যে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কতকগুলি দেশীয় স্ব স্ব গৃহে লুকাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করে।

জেল ভাঙ্গিয়া, রাজা বীরচন্দ্র প্রথমেই রতনের অনুসন্ধান করেন; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান কর্ত্তৃপক্ষ তৎপূর্ব্বে তাহাকে আলিপুরের জেলে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সদাশিব বুঝিয়াছিল, আনন্দদেবের গৃহও আক্রান্ত হইবে। সেই পাপিষ্ঠই যত অনিষ্টের মূল। রাজার হস্তে পতিত হইলে পিতা ও পুত্র, কেহই বাঁচিবে না বুঝিয়া, আক্রমণের পূর্ব্বক্ষণেই তাহাদিগকে তুলসীর সাহায্যে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পিতা পুত্রে পলাইয়া যায়; পলাইবার সময় নরাধমদিগের স্ত্রী সম্বন্ধে চিন্তা করিবারও অবকাশ ছিল না। কেবল সদাশিবের জন্য কেহই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পায় নাই। তুলসী আনন্দদেবের স্ত্রী ও জননীকে আপনার আশ্রয়ে আনিয়া রক্ষা করে।

বিপন্ন সাহেবদিগের উদ্ধারার্থ সপ্তাহ মধ্যেই কলিকাতা হইতে ফৌজ আসিল। তাহাদিগের সহিত বিদ্রোহীদের যুদ্ধ হইল। বিদ্রোহীরা প্রাণপণে যুঝিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কামান ছিল না। শুধু বন্দুক লইয়া কামানের মুখে কতক্ষণ যুঝিবে? অল্পক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহীরা পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাজা আহত হইলেন; মুন্না ও সদাশিব তাঁহাকে লইয়া অরণ্যে পলাইল।

বিদ্রোহ প্রশমনের পর বহু বিদ্রোহীর শাস্তি হইল। কাহারও ফাঁসি হইল; কেহ কেহ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত, অবশিষ্ট বিবিধ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

কর্ত্তৃপক্ষ বহুদিন ধরিয়া বীরচন্দ্রের সন্ধান করেন। আনন্দদেবও রাজাকে ধরাইবার অনেক চেষ্টা করেন, কিছুতেই কিছু হয় নাই। চারিদিকে ডিটেক্‌টিভ ছুটিয়াছিল, চারিদিকে ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইয়াছিল,—কিছুতেই কিছু হয় নাই। নাগপুরের কত বন আলোড়িত হইয়াছিল, তবু বীরচন্দ্রের সন্ধান হয় নাই। অনেক দাড়ী পুড়িয়াছিল, অনেক জটা মুড়িয়াছিল, অনেক সন্ন্যাসী গৃহস্থ হইয়াছিল। অনেক গৃহস্থ সংসার অনিত্য ভাবিয়া গৃহ-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পথে বসিয়াছিল, তবু বীরচন্দ্রের সংবাদ মিলিল না।

প্রতিদিন রাঁচি সহরে দলে দলে কত বীরচন্দ্র আসিতে লাগিল, কিন্তু নগরে আসিয়াই কেহ বালমুকুন্দ হইল, কেহ শনিচরোয়া হইল, কেহ বা দুর্ব্বল সিং পাঁড়ে হইল,—কেহই বীরচন্দ্র হইল না। ভয় পাইয়া কত বৃদ্ধ শ্মশ্রুমুণ্ডন করিল, কেহবা চুলে কলপ লাগাইল।

অনেক করিয়াও যখন দেখিল, কিছু হইল না, তখন পুলীশ মরা বাঘের পেট চিরিয়া, অস্থি, অন্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিল।

ক্রমে নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল, রাজা পলাইয়া আসিয়া নিজের প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতরের একটা চোর কুটরীতে লুকাইয়াছিলেন। সেই গৃহমধ্যে বহুকাল হইতে একটা প্রকাণ্ড সর্প বাস করিত। সেটা আশ্রয়দাতাকে বিপন্ন বুঝিয়া তাঁহার আপাদমস্তক উদরস্থ করিয়া, পুলীশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। কেহ বলিল, রাজা সুবর্ণরেখা পার হইতে জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবেশী গণ্ডমূর্খ দুঃখী সিং সুবর্ণরেখার জলে রাজার হাতের আংটি পাইয়া একদিনে ধনী হইয়াছে। কেহ কেহ বা রাজা ব্যাঘ্রমুখে প্রাণ দিয়াছেন, এই কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিল। যে বাঘটা রাজার ঘৃতপুষ্ট দেহ ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহার গায়ে একগাছিও রোম ছিল না। গাত্রদাহে অস্থির হইয়া শার্দ্দূলপ্রবর যন্ত্রণা-প্রতীকার প্রত্যাশায় আনন্দদেবের অন্নভোক্তা পৈত্রিক হিতকাঙ্ক্ষী হনুমান সিংএর ঘরের চারিধারে প্রতি রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইত।

এইরূপে কথায় কথায় রাজার মৃত্যু সাব্যস্ত হইল। তখন কাহারও গৃহে লোষ্ট্র প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কাহারও গৃহের সযত্ন রক্ষিত বরফী কে খাইয়া যাইতে লাগিল। নিশাগমে রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতে যাইতে বুধীর মার কাণে একটা অনুনাসিক স্বর প্রবেশ করিয়াছিল; পার্ব্বতীর বুকে একটা অস্বাভাবিক বায়ুবেগ অনুভূত হইয়াছিল। তাহাদের বড় সাহস, তাই তাহারা জীবন লইয়া বাটীতে ফিরিয়াছে। কেহ কেহ রাজার প্রেতাত্মা স্বচক্ষে না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল না। কিন্তু মুকুন্দের মা যখন বহুমূল্য বসনপরিহিত, ধাতুময় উষ্ণীষশোভিত রাজার মূর্ত্তি প্রাঙ্গণস্থ বটবৃক্ষের উপর দেখিতে পাইল, তখন সকলে রাজার মৃত্যু স্থির করিল।

এ সংবাদে কিন্তু আনন্দদেবের মনস্তুষ্টি হইল না। সে মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে বীরচন্দ্রের জীবিত মূর্ত্তির বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। একদিন দেখিল, রাজা নিদারুণ পিপাসার্ত্তের ন্যায়, জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া, তাহার বক্ষরক্ত পানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আর একদিন প্রভাতে সে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিল, শাণিত ছুরিকা ঘরের মেজেতে পড়িয়া আছে। প্রথমে সে ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দিল, তারপর বাটীর বাহিরে আসা ছাড়িল।

অল্প দিনের মধ্যেই কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে একটী মূল্যবান জায়গীর ও রাজা খেতাব প্রদান করিলেন। আনন্দদেব জায়গীরের উপস্বত্ব পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার জন্য অনন্তপুরকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া, জন্মভূমি প্রসাদপুরে চলিয়া আসিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বীরচন্দ্রের লক্ষ্মী অনন্তপুর ত্যাগ করিয়া-ন। স্বভাব-চাঞ্চল্যে এখন তিনি আনন্দদেবের ঙ্কস্থিতা। অনন্তপুরে যেখানে যা দেখিতে ভাল ল, উঠিয়া গিয়া, প্রসাদপুরের যেখানে যা খিতে ভাল হয়, সেইখানে বসিয়াছে।

বীরচন্দ্রের সমুদায় সম্পত্তি রাজা বাজে-প্ত করিয়া লইয়াছেন; এবং তাহার কিয়দংশ ানন্দদেবকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। নন্তপুরের কাছারী বাড়ীটী ভূমিসাৎ হইয়াছে, বং তাহারই অধিকাংশ মালমশলা লইয়া ্রসাদপুরে একটী রম্য প্রমোদভবন রচিত হইয়াছে। অনন্তপুরের সবই গিয়াছে, শুধু াজার প্রকাণ্ড প্রাসাদের একটু সামান্য অংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। রাণী বাস করেন বলিয়া আনন্দদেব সেই অংশ ভাঙ্গিয়া লইতে সাহস করেন নাই। রতনের কুটীরটীও ভাঙ্গা হয় নাই। আনন্দদেবের একান্ত ইচ্ছা ছিল, যেন তাহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে—কারামুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ অনন্তপুরে ঠাঁই না পায়।

কিন্তু তাহার ইচ্ছামত কার্য্য হয় নাই। যাহারা যাহারা সেই ঘর খানি ভাঙ্গিতে গিয়াছে, তাহারাই একটা-না-একটা বাধা পাইয়া সে স্থান হইতে পলাইয়াছে। কেহ ঘরের দেয়ালে প্রথম ঘা দিতেই একটী অজগর সর্প দেখিয়াছে, কেহ হস্তে আঘাত পাইয়াছে, কাহারও বা শিরঃ-পীড়া হইয়াছে। এইরূপ দৈবী বাধায় বিপন্ন হইয়া কুলীরা কেহই আর ব্রাহ্মণের ঘর ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই! কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা বুঝিয়াছিল, ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতিতে কোন উপদেবতা তাহার গৃহ রক্ষা করিতেছে।

তবে মানুষে যে কার্য্য করিতে পারিল না, কাল অল্পদিনের মধ্যেই তাহা নিষ্পন্ন করিল। রতনের ঘর খানি আপনা আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং চারিদিকে গাছ পালা জন্মিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই রতনের ভদ্রাসন জঙ্গলে পরিণত হইল।

পাঠক জানেন, জুনিয়ার মা তাহার ভিতরে ছিল। কিন্তু দরিদ্রা বৃদ্ধার সংবাদ লইবার কাহারও একটা বড় প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সে যে কোথায় গেল, কি হইল, কেহ জানিত না।

রাণী সেই ভগ্ন অট্টালিকার এক অংশে, নারায়ণী ও তুলসীকে লইয়া অবস্থান করেন। তাঁহার নিজের যাহা কিছু স্ত্রীধন আছে, তাহাতেই তিন জনের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যাহা আছে, তাহা অতি সামান্য। কেননা বিদ্রোহ-দমনের অব্যবহিত পরে, যখন কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে, তাঁহার গৃহে বীরচন্দ্রের সন্ধানে পুলিশ

প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহারা ঘরের কোন স্থান, কোন দ্রব্য সন্ধান করিতে বাকি রাখে নাই। ঘর খুঁড়িয়াছিল, বাক্স সিন্দুক পেটিকার ডালা তুলিয়াছিল; এমন কি ঘটী বাটীর ভিতরেও অঙ্গুলি প্রবৃষ্ট করিয়া দেখিয়াছিল, যদি বীরচন্দ্র তাহার ভিতরে লুকাইয়া থাকে। সুতরাং রাণীর অবস্থা বুঝিতে বুদ্ধিমানের বড় বিলম্ব হইবে না। অবস্থার এতই হীনতা হইয়াছিল যে, রাণী পরিচর্য্যার জন্য একটী দাসী নিযুক্ত করিতেও ভরসা করেন নাই। তুলসী ও নারায়ণীই এখন গৃহের সকল কর্ম্ম করে।

কর্ত্তৃপক্ষ বীরচন্দ্রের সমস্তই লইয়াছিলেন। কেবল একটী মহামূল্য রত্নহারের সন্ধান পান নাই। সেই হারে সংলগ্ন 'চিন্তামণি' বলিয়া একটী অমূল্য হীরক ছিল। লোকে জানিত, সেটী নাগপুরের "কোহিনুর।"

আনন্দদেব সে হারের কথা জানিত। সে হারের উপর তাহার বিলক্ষণ লোভও ছিল। সে জানিত, সে হার গলায় না পরিতে পারিলে তাহার ভোগ সুখ সম্পূর্ণ হইল না। এক কথায় রাজা হওয়াই হইল না।

কিন্তু আপাততঃ সে সাধ্রীটী পাইতে সাহস করিল না। পাছে গোলমাল হইয়া পড়ে, পাছে কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইলে, তাহার কার্য্য পণ্ড হয়, এই জন্য সে সময়ের প্রতীক্ষায় রহিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, হার রাণী কিংবা নারায়ণীর নিকট লুকান আছে।

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই তিন বৎসরের মধ্যে অনন্তপুর এক-রূপ জনশূন্য। যাঁহাকে লইয়া লোকের বাস, সেই লক্ষ্মীই যখন অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন, তখন লোকজন সেখানে বাস করিয়া কি করিবে? বিশেষতঃ হাট বাজার দোকান পশার, ক্রমে ক্রমে সমস্তই, কতক প্রসাদপুরে, কতক বাঁচিতে উঠিয়া গেল।

যাহারা অনন্তপুরের মায়া সহজে ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না, পুলিশ তাহাদিগকে তাড়াইল। মাঝে মাঝে তাহারা বীরচন্দ্রের সন্ধানে অনন্তপুরে আসিত। আসিলে, এক আধবার এর ওর তার ঘরটা খানাতল্লাসী না করিয়া যাইত না। চিলটা পড়িলে, কুটাটী অন্ততঃ না লইয়া ওড়ে না। পাঁচবারের কুটা একবারের বোঝা। নিঃসম্বল হইবার ভয়ে, এক দুই তিন করিয়া তাহারা ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেল। থাকিবার মধ্যে, গ্রাম-প্রান্তে দুই চারি ঘর কোল রহিল।

অল্পে অল্পে গ্রামখানি বনে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। এই নির্জ্জন দেশে, রহিল শুধু তিনটী মাত্র স্ত্রীলোক। রাজা কিংবা সদাশিবের, এই তিন বৎসরের মধ্যে কোনও সংবাদ মিলে নাই। তাহাদের উদ্দেশে মাঝে মাঝে কাঁদিয়াই রাণী নিশ্চিন্ত। তাহাদের দেখিবার আশাও নাই, দেখিতে সাহসও নাই।

আনন্দময়ী তুলসী এখন মাঝে মাঝে ম্রিয়মানা। থাকে থাকে চক্ষে জল আসে। মাঝে মাঝে ভাবে—"বাপের বাড়ী ছিলাম, ছেলেকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম। কিন্তু আসিয়া করিলাম কি? ইহাদের কি উপকারে আসিলাম? শুধু গলগ্রহ হইয়া, আজীবন কি কাঁদিয়াই ইহাদের উপকার করিব?"

থাকে থাকে বিশ্বেশ্বরের জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া উঠে। জন্মাবধি বার বৎসর পর্য্যন্ত সে বালক তুলসী ভিন্ন কাহাকেও চিনিত না। তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া সে, অপরিচিতের হাতে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। এ তিন বৎসরের মধ্যে তুলসী তাহার কোনও সংবাদ পায় নাই।

স নিদারুণ সংবাদ, মুন্না কিংবা সদাশিব, তাহাকে শুনাইতে সাহস করে নাই। শুনাইবার সময়ই বা কোথায় ছিল?

বিশ্বেশ্বরের সংবাদ পাইবার জন্য, তুলসীর প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া লালায়িত হইয়া উঠিত।

তারপর, যথার্থ বুঝিতে গেলে, তুলসী জীবনে কেবল একটী মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীসুখ সম্ভোগ করিয়াছে। স্বামীকে অভিসারিকা হইয়া ধরিতে হইয়াছে। প্রথম মিলনাশায় কম্পিত হৃদয়ে সুন্দরী যে রাত্রে অভিসারিকা, সেই রাত্রেই মানিনী, কলহান্তরিতা, ভাব সম্মিলিতা। তারপর রাত্রি শেষে দান। শত চন্দ্রালোকে উজ্জলিতা সে রজনী তুলসীর চক্ষে এখনও সমভাবে ভাসিয়া আছে। তুলসী তিন বৎসর স্বামীর প্রতীক্ষায় রহিল, স্বামী বুঝি আর আসিল না!

সর্ব্বশেষে অনুতাপ। তুলসী এখন প্রতিদিন প্রতিক্ষণ ভাবিত—"ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া, রাজার অনিচ্ছায়, স্বামীর অনিচ্ছায়, নারায়ণীর অনিচ্ছায়, নিজের জেদ যেন বজায় রাখিতে সরলা বালিকার আমি কি সর্ব্বনাশ করিলাম! জোর করিয়া একটী কুমারীকে বৈধব্য কিনিয়া দিলাম?" অথচ বিবাহ শাস্ত্রমতে সম্পন্ন হইল না! নারায়ণীর কাছে স্বামীর কথা তুলিতেও সে সাহস করিত না। নারায়ণীও কোন দিন সদাশিব সম্বন্ধে মনোভাব তাহার কাছে প্রকাশ করে নাই। বুঝি নারায়ণী কতই অসন্তুষ্ট।

তার মনোভাব বুঝিতে তুলসীর একান্ত ইচ্ছা। নারায়ণীকে অসন্তুষ্ট বুঝিতে পারিলে, সে নিজে ঘটকালী করিয়া, তাহাকে অন্য কোন সুযোগ্য পাত্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

তুলসী কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও কথা পাড়িবার সুযোগ পাইল না।

এ যাবৎ কোল কৌলিনদের সাহায্যে রাণী হাট বাজার করাইয়া আনিতেছিলেন। একবার তিন দিনব্যাপী দুর্য্যোগ হইল। সে সময় কোলেরাও রাণীর কাছে আসিতে পারিল না; রাণীও তাহাদের কাছে যাইতে পারিলেন না। তখন তিন জনের একজন আহার্য্যের চেষ্টায় না বাহির হইলে, সকলকেই অনশনে থাকিতে হইবে।

তুলসী এইবারে রাণীকে বুঝাইবার সুযোগ পাইল। রাণীকে এক সময় একাকিনী দেখিয়া তাঁহার কাছে হাটে যাইবার অনুমতি চাহিল। রাণী প্রথমে কথাটা কাণেই তুলিলেন না।

তুলসী বলিল—মা এখন আমরা ভিখারিণী। অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া থাকিলে ত, আর আমাদের চলিবে না।

রাণী। তুমি রাজার নন্দিনী! পরের জন্য ভিখারিণী সাজিয়াছ।

তুলসী। যার জন্যই সাজি, এরূপ অবস্থায় আর ত আমাদের দিন চলিবে না। এখানে থাকিতে হইলে, হাট বাজারে যাইতেই হইবে।

রাণী। এখানে না থাকিলে, কোথায় যাইব? তিনকুলে আমার কেহই নাই। আর যদিই বা কেহ থাকে, ত তার গলগ্রহ হইতে আমার ইচ্ছা নাই।

তুলসী। মেয়েকে পর ভাব কেন মা? আমার পিতার যথেষ্ট সম্পত্তি, আমিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। মেয়ের ঘরে চল না কেন?

রাণী। তোমার ঘরে যাইতে আমার কোনও আপত্তি নাই। তবে যে ক'টী দিন আমি আছি, বা এই ঘর কয়খানা না ভূমিসাৎ হইতেছে, সেই কয়টা দিন শ্বশুরের গৃহে সন্ধ্যা দিতে আমি এইখানেই বাস করিব। তোমার ইচ্ছা হয়, নারায়ণীকে লইয়া তোমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও। তোমরা আর এখানে

থাক, আমারও ইচ্ছা নয়। এ নির্জ্জন দেশে বিপদে পড়িলে, তোমাদের কে রক্ষা করিবে ?

"তবেই আমাদের যাওয়া হইল। আমি এখন হাটে চলিলাম।" এই বলিয়া রাণীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তুলসী বাহিরে চলিল। বাটীর বাহির হইবে, এমন সময়ে নারায়ণী আসিয়া তাহাকে বলিল,—"দিদি! তোমার বাপের বাড়ী হইতে কে লোক আসিয়া, তোমার সন্ধান করিতেছে।"

সংবাদে তুলসীর বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। অতি ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া তুলসী জিজ্ঞাসিল—"কোথায় ভগিনী ?"

নারায়ণী রতন রায়ের ভগ্ন কুটীর নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তুলসী কুটীরের কাছে গিয়া দেখিল, সদাশিব। প্রথমে সে মনে করিল, স্বপ্ন। কিন্তু সদাশিব যখন জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ ?" অমনি তুলসী ছুটিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিল। মন তার লজ্জার বাঁধন মানিল না। গলা ধরিয়া, সদাশিবের বুকে মুখ লুকাইয়া, সে আকুল হইয়া কাঁদিল। কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না।

সদাশিব পত্নীকে প্রকৃতিস্থ হইতে অনুরোধ করিল। তুলসী অনুরোধ মানিল না। বলিল "বার বৎসরের পর একদিন দেখিয়াছি। কিন্তু নিজের দোষে স্থখ উপভোগ করিতে পারি নাই, তার পর আবার তিন বৎসর। এদিন কি আর আসিবে ? সুতরাং এই পোনেরো বৎসরের সঞ্চিত প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া লই।

সদাশিব প্রথমে প্রকৃতিস্থ ছিল। কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয় উথলিয়া বন্যা আসিল, তুলসীর গণ্ড ভাসাইয়া দিল।

তুলসী এইবার মাথা তুলিল, স্বামীর মুখ দেখিল, বলিল, "আর কাঁদিব না।"

সদা। পোনেরো বৎসর চলিয়া গিয়াছে। যে গিয়াছে, তার আর মূল্য কি ? কিন্তু তুলসী এমন সুখের দিন কয় জনের আসে ? সুতরাং রোদন রাখ, এইরূপ একটী অমূল্য দিন দান করিবার জন্যই বুঝি বিধাতা আমাদের পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তুলসী। আমার আর দুঃখ নাই।

সদা। আমারও নাই। এমন দিনটী না পাইলে, বুঝি চিরদিন দুঃখ থাকিয়া যাইত।

তুলসী। কিন্তু এই তিন বৎসরের ভিতরে কি একদিনও আসিবার সুযোগ পাও নাই ?

সদা। যখন আসিতে পারি নাই, তখনই বুঝিতে পারিতেছ। এই তিন বৎসর আমাদের সন্ধানে পুলীশ বন আলোড়ন করিয়াছে। যে রাজাকে ধরাইয়া দিতে পারিবে, সে বহুমূল্য পুরস্কার পাইবে। ইহার উপর আবার আনন্দদেবের দান। কয় জন সে প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে ? শত্রু মিত্র সকলেই এখন রাজাকে ধরাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্র।

তুলসী। তা'হ'লে তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমায় দেখিয়াছি। ইহার অধিক সুখ আমি আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি না। তুমি ফিরিয়া যাও।

সদা। আজ এ দুর্য্যোগে কেহ আসিবে না, ভয় নাই।

তুলসী। কোথায় আছ ?

সদা। কেন, সেখানে যাইতে কি সাধ হয় ?

তুলসী লজ্জিত হইল। স্বামী তাহার কথা বুঝিতে পারিয়াছে। বলিল—আমার না হয় সে তীর্থে যাইবার অধিকার নাই। কিন্তু আমার যে একটী সতীন আছে! সেটী যে অনাঘ্রাত নন্দন কুসুম! দেবতার আশ্রয় ব্যতীত তার থাকিবার যোগ্য স্থান কোথায়?

সদা। তুলসী, কাজ বড়ই গর্হিত হইয়াছে।

তুলসী। তাতো বুঝিতেছি, কিন্তু উপায়?

সদা। উপায়—নারায়ণীকে বুঝাইয়া বিবাহে প্রবৃত্ত করাও।

তুলসী। তাকি হয়?

সদা। বুঝিয়া দেখ। কেন তাহাকে চিরজীবন দুঃখিনী করিয়া রাখিবে? আমি জানি, আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয় নাই। তুমিও জান, হয়নাই?

তুলসী। কিন্তু নারায়ণী কি এ কথা স্বীকার করিবে? ক্ষত্রিয়-নন্দিনীর গান্ধর্ব্ব বিবাহ ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

সদা। সেখানে যুবক যুবতীর প্রেমের আদান প্রদান। পরস্পরের হৃদয় লইয়া খেলা। এখানে তার কি হইয়াছে তুলসী? জ্ঞানহীনা, দৃষ্টিহীনা বালিকা পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া, এক দৃষ্টিহীন অপরিচিতের হাতে হাত দিয়াছে। কোন শাস্ত্রে ইহাকে বিবাহ বলে না। নারায়ণী আমাকে একটু পূর্ব্বে দেখিয়াছে; কিন্তু চিনিতে পারে নাই। ইহাতেই বুঝ, আমি তার হৃদয়ে স্থান পাই নাই।

তুলসী। ভাল বুঝাইব। রাজার খবর কি?

সদা। বাঁচিয়া আছেন। শুধু তাঁহার জন্যই আসিতে পারি না। নহিলে, বন্দী হইবার ভয়, আমাকে তোমার নিকট আসিতে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। তুলসী! তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া, আমি তোমার দেবতা পিতার আদেশ পালন করিতেছি।

তুলসী। আমার পিতার সংবাদ কিছু জান?

সদাশিবের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—"সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না। তবে এই কথা বলিতে পারি তোমার পিতা অমর। তাঁর নশ্বর দেহ যদিই বা মাটীতে মিশায়, তাহাতে তাঁর জীবনের প্রভাব কখনও ক্ষুণ্ণ হইবে না।"

অদূরে একটী শব্দ হইল। সদাশিব চমকিয়া বলিল—"আর নয় চলিলাম। তবে এই সামগ্রীটী নারায়ণীকে দিও। আর বলিও, যখন সে ইহাকে রাখিতে অশক্ত বোধ করিবে, তখন যেন সে সুবর্ণরেখায় নিক্ষেপ করে। ইহা যেন কিছুতেই আনন্দদেব কিংবা সাহেবের হাতে না যায়।"

এই বলিয়া সদাশিব বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সেই মহামূল্য রত্নহার বাহির করিয়া দিল!

মুগ্ধনেত্রে তুলসী সেই জ্যোতির্ম্ময় কণ্ঠহারের প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল।

সদাশিব বলিল—"দেখিতে হয়, নির্জ্জনে দেখিও। যতক্ষণ না ইহাকে কোনও মনোমত স্থানে লুকাইতে পার, ততক্ষণ আপনাকে নিরাপদ মনে করিও না।"

তুলসী অতি যত্নে হার গাছটী অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"শুভক্ষণে হাটে যাইবার জন্য বাটীর বাহির হইয়াছিলাম। বেসাতি হইল ভাল।"

সদা। তোমাকে কি হাটে যাইতে হয়?

তুলসী। এতদিন হয় নাই, বুঝি আজ হইল। নহিলে, এতকাল পরে, দ্বারে তুমি অতিথি—পরিচর্য্যা করিতে পারিলাম না বলিয়া জীবনের একটা খেদ রহিয়া গেল—সেই তোমাকে অমনি অমনি ছাড়িয়া দিতেছি! আজ হাটে না যাইলে, কাল সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে।

সদা। রাণীর এমন অবস্থা হইয়াছে ?

তুলসী। বোধ হয় কিছুকাল পরে, আমাদের ভিক্ষায় বাহির হইতে হইবে।

সদা। রাজা জানিতেন, রাণীর যথেষ্ট অর্থ আছে। তাই জানিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত আছি।

তুলসী। কিছু নাই। অর্থই শান্তি সুখের অন্তরায় বলিয়া, শান্তিরক্ষকেরা বৃদ্ধা শোকার্ত্তা রমণীর কাছে, সে অশান্তির জলন্ত স্ফুলিঙ্গগুলা রাখিতে সাহস করে নাই। দয়া করিয়া নিজেরা লইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া সদাশিবের চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল; ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"মানুষ যে এত নীচ হইতে পারে, তাতো জানিতাম না তুলসী! অবস্থাভেদে দস্যুরও ত দয়া হয়।"

সদাশিব ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইল। ক্ষণেক কি যেন চিন্তা করিল। তুলসীও নীরবে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। এরূপ পবিত্র ক্রোধে সুন্দর মুখে কি সুন্দর বর্ণ বৈচিত্র্য হয়, তাই সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল।

ভাবিয়া বুঝি সদাশিব কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাই সদুত্তর পাইবার প্রত্যাশায়, তুলসীকে জিজ্ঞাসিল—"কি করি তুলসী ?"

তুলসী। ত্যাগী সন্ন্যাসীর এত ক্রোধ ভাল দেখায় না।

সদা। আমি দস্যুতায় প্রবৃত্ত হইব ইচ্ছা করিতেছিলাম।

তুলসী। ওকথা কি তোমার মুখে আনিতে আছে ?

সদা। যার কাছে নীতিশিক্ষা করিয়াছি, আমার সে গুরুদেবেরও বুঝি এরূপ অবস্থায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। যাক্ সে কথা। অবস্থা যদি এরূপই হয়, তখন এ মহামূল্য সামগ্রী রক্ষা করিবে কিরূপে ?

তুলসী। আমরাই অস্ত্র ধরিব। যদি মরিতে হয়, ত ধীরে ধীরে শুকাইয়া মরিব কেন ?

রতনের কুটীর প্রাচীরের কতকগুলা ইষ্টক যেন অপসারিত হইয়া গেল। তুলসী সেইদিকে সভয়ে নিরীক্ষণ করিল। কিছু বুঝিতে পারিল না। তথাপি স্বামীকে সাবধান করিল। বলিল—"আর নয়।"

সদা। মুন্নাকে পাঠাইয়া দিই। সেই তোমার হইয়া হাটে যাইবে।

তুলসী। তাহাকে আবার বিপদে ফেলিবে কেন ?

সদাশিব একটু হাসিয়া বলিল—"তুলসী! আমরা কোথায় আছি তা জান ?

তুলসী। তা জানি। যে ঘরে তোমরা বাস কর, তার উপরে বজ্রের আচ্ছাদন।

সদা। তবে আর বিপদের কথা তুলিতেছ কেন ?

তুলসী। কোনও রকমে পিতাকে আমার সংবাদ দিবার চেষ্টা কর না কেন ?"

সদাশিবের মুখ গম্ভীর হইল। বলিল—"বারম্বার তাঁর কথা তুলিতেছে কেন ?

তুলসী। একটী বার বিশ্বেশ্বরের কথা তুলিব ?

সদা। বিশ্বেশ্বর ?—তুলসী! বড় আগ্রহে তাহাকে ডাকিয়াছিলাম। তাই একটী বার মাত্র সে আমায় দেখা দিয়াছিল। তারপর—

সদাশিবের দুর্ব্বোধ্য উত্তরে ভীত হইয়া তুলসী অতি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—"তারপর ?"

সদাশিব বলিল—"বুঝি আমায় চিনিল না—আমায় ভাল লাগিল না—তাই বিশ্বেশ্বর চলিয়া গেল।"

তুলসী ভূমিতে পড়িতেছিল। সদাশিব ধরিয়া ফেলিল। বলিল—"কি কর তুলসী!

বহুকষ্টে সে হৃদয়-আবেগ দমিত করিয়া তুলসী বলিল,—"নারায়ণীকে কি বলিব?"

সদা। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি। এই মহামূল্য মণিহার নারায়ণীর বিবাহে যৌতুক দিয়ো। এ রত্ন রাজার গৃহেও দুষ্প্রাপ্য।

তুলসী। রাজার কি মত আছে?

সদা। তাঁহার অনুমতি লইয়াছি। তাঁহার আদেশেই আসিতেছি।

তুলসী। রাজার অবস্থা জানিবার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা ছিল, এক আধ দিন তাঁহাকে দেখিয়া আসি। কিন্তু জানিতেও সাহস হয় না। আমরা রমণী। কি জানি কোন দিন অসাবধানে রহস্য প্রকাশ করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া বসিব!

সদা। পারি যদি একদিন লইয়া যাইব। সেখানে আছি, তাহার পাশ দিয়া সশস্ত্র সিপাহী কতবার যাতায়াত করিয়াছে। তথাপি সে স্থানের সন্ধান পায় নাই। দস্যুবৃত্তি করিবার সময় মুন্না সেইস্থানে বাস করিত। সে স্থান সন্ধানে বাহির করিতে পারে, এমন লোক এদেশে নাই। আমি আর মুন্না রাজাকে যথাসম্ভব সুখে রাখিয়াছি। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।

তুলসী। বলিতে পারি না, পার ত এক একবার দেখা দিও।

যেন অশ্বের পদ-শব্দ উভয়ের কাণে গেল। ইঙ্গিতে সদাশিব তুলসীর কাছে বিদায় লইল; এবং চক্ষের নিমেষে স্থান ত্যাগ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তুলসী একবার চারিদিক দেখিয়া আসিল; কিন্তু কাহাকেও কোথাও দেখিল না। তখন শ্রুতিভ্রম স্থির করিয়া অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিল।

ঘরে ফিরিলে, নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল—"দেখা হইল?"

তুলসী। হইয়াছে।

নারায়ণী। আমি প্রথমটা দেখিয়া চিনিতে পারি নাই। মনে হইল, যেন কোথায় দেখিয়াছি। চলিয়া আসিলে মনে পড়িল।

তুলসী। তবে কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?

নারায়ণী। দেখিয়াছি। দেখিয়াছি দুই দিন। একদিন দাদাকে বিপন্ন দেখিয়া তাহার কাছে গিয়াছিলাম। সেই দিন উনি আমাকে বাড়ীতে রাখিবার জন্য সঙ্গে আসেন?

তুলসী। আর একদিন?

নারায়ণী মৃদু হাসিয়া বলিল—"তুমি ত জান? সে দিন তুমিই দেখা করাইয়া দিয়াছিলে।"

তুলসী ভগবানের কাছে নারায়ণীর বিস্মৃতি কামনা করিতেছিল। এখন বুঝিল, ভগবান তাহার কামনা পূর্ণ করিলেন না। সুতরাং নারায়ণীর মন বুঝিবার তার বিশেষ প্রয়োজন হইল। কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিল—

"মনে করিয়াছিলাম যা', তা'ত আর ঘটিল না।"

নারায়ণী। কি মনে করিয়াছিলে?

তুলসী। সতীন করিয়া নিত্য তোমার সঙ্গে কলহ করিব।

নারায়ণী। এখন আমি তবে তোমার কি?

তুলসী। এখন তুমি আমার সহোদরা।

নারায়ণী। তাহাতে সতিনীর কলহে বাধা কি?

তুলসী। তুমি ত আর হইতে পাইলে না। ভগবান তা আর হইতে দিল কই!

নারায়ণী। তবে তুমি হাতে হাত দেওয়াইলে কেন?

তুলসী। কেন, এইত একটু আগে বলিলাম। সতিনী করিব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার ত আর বিবাহ দিতে পারিলাম না।

নারায়ণী। তাহ'লে আমার বিবাহ হয় নাই?

তুলসী। কই আর হইল!

নারায়ণী। তবে তোমরা তিনজন কিসের সাক্ষী হইয়াছিলে?

নারায়ণীর উত্তরে তুলসী প্রথমে একটু অপ্রতিভ হইল। তথাপি বলিল—"ভগিনী সে দিনের কথা ভুলিয়া যাও।"

নারায়ণী। তোমরা না হয় ভুলিতে পার, মহারাজ ভুলিবেন কেন?

তুলসী। মহারাজের অনুমতি লইয়াছি, স্বামী আমাকে বলিতে আসিয়াছিলেন। মহারাজ তোমার ভাবী বিবাহের যৌতুক স্বরূপ এই মণিময় কণ্ঠভূষণ আমার স্বামীর হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

নারায়ণী। ভাল, এই তিন সাক্ষীর হাত হইতেই না হয় নিস্তার পাইলাম। কিন্তু উপরের যে চন্দ্র সাক্ষী—তাঁহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? সে যখন প্রতি পূর্ণিমায় আমাকে দেখিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি হাসিবে?

তুলসী। কেন, অকারণ বৈধব্য ভোগ করিবি নারায়ণী?

নারায়ণী। তোমার সৌভাগ্যের অংশ যে রমণী একবার পাইয়াছে, সে কখন কি জীবনে তাহা ত্যাগ করিতে পারে? দিদি! ও পাপ কথা আর মুখে আনিও না। উহাতে তোমার মহত্ত্বের হানি হইবে। ভিখারিণী হইয়াছি বলিয়া কি, বংশমর্য্যাদাও হারাইয়াছি—এত নীচ হইয়াছি?

তুলসী। অভাগিনী! তবে দেখা করিলি না কেন? আর কি সে রত্নের দর্শন মিলিবে?

নারায়ণী। একবার দেখিয়াছি, তাই যথেষ্ট। ভগবান যদি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক কখন দেখান, তখন দেখিব।

তুলসী নিজ বাহুবল্লীতে নারায়ণীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া, অজস্র চুম্বন করিল—আর বলিল—"তুমি আমার গর্ব্ব একদিনে চূর্ণ করিয়াছ। আমি এতকাল দিবারাত্রি সঙ্গে রাখিয়াও তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

এই বলিয়া সুন্দরী সেই রত্নহার নারায়ণীর গলদেশে পরাইয়া দিল। বলিল—"বিবাহ সংস্কারের যে টুকু বাকী ছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইল। এই নাও স্বামীদত্ত উপহার। চিরায়ুষ্মতী হইয়া কণ্ঠে ধারণ কর।"

তুলসী এইবারে নিশ্চিন্ত হইয়া হাটে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হাট প্রসাদপুরে, অনন্তপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ। তুলসী যখন বাহির হইল, তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সূর্য্য তিন দিন মেঘে আচ্ছন্ন। ঠিক বেলা বুঝিবার উপায় ছিল না। তথাপি তুলসী বুঝিল, প্রসাদপুর পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইবে, ফিরিতে রাত্রি। বুঝিল, এই দুর্য্যোগে ফিরিয়া আসা সহজ কথা নয়। মনে করিল, একান্ত আসিতে না পারি, আনন্দের ঘরে অতিথি হইব। কর্ত্তাদনের কথা—কে আমাকে চিনিতে বসিয়াছে! ঐশ্বর্য্য লইয়া, আনন্দ, মুকুন্দ, জানকী—কে কেমন সুখে আছে, জানিতে ক্ষতি কি?

মনের কথা সে কাহাকেও প্রকাশ করিল না। জানিলে রাণী তাহাকে কখনই ছাড়িয়া দিতেন না।

অনন্তপুরের বাহিরে তুলসী পা দিতে না দিতেই, মুষলধারে জল আসিল। পথে জলের

স্রোত ছুটিল। জলধারায়, তাহার অঙ্গ যেন বিদ্ধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাত্যা। তুলসী দেখিল, এক জায়গায় মাথা না গুঁজিলে আর চলে না।

কিন্তু অনন্তপুরের ভিতরে রাজার বাড়ী ছাড়া আর মাথা গুঁজিবার স্থান ছিল না। কর্তৃপক্ষ সমস্ত ভাঙ্গিয়া নিলাম করিয়া দিয়াছে।

গ্রামের বাহিরে তুলসীর গন্তব্য পথের ধারে কেবল একটী মন্দির ছিল। তাহার আনুসঙ্গিক সমস্ত ইমারত ভূমিসাৎ হইয়া, কতকগুলা ক্ষুদ্র বৃক্ষের আবাস স্থান হইয়াছিল। তুলসী সেই ক্ষুদ্র জঙ্গল-বেষ্টিত মন্দিরটী দূর হইতে দেখিতে পাইল। একটু দ্রুত পাদবিক্ষেপে সেইখানে আশ্রয় লইতে চলিল।

যাইয়া দেখে, মন্দিরে প্রবিষ্ট হইবার মুখে একটী আধ ভাঙ্গা ঘর। বোধ হয় সেটা পূর্ব্বে প্রহরীদের থাকিবার স্থান ছিল। যদিও দ্বারে কাষ্ঠের চিহ্ন নাই, কিন্তু দেখিলে বোধ হয়, যখন ছিল তখন তাহা কোনও ধনাঢ্যের সিংহদ্বারের সঙ্গে সমমর্য্যাদায় গণ্য হইতে পারিত। তুলসী বুঝিল, এই পথ দিয়া লোকে দেব দর্শনে যাইত।

সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইতে, তুলসী প্রথমে ইতস্ততঃ করিল। মনে করিল, প্রবেশ করিয়া কি ঘর চাপা পড়িব? তারপর ভাবিল, যখন এতদূরে আসিয়াছি, তখন যদি মন্দিরে দেবতা থাকে ত দেখিয়া যাই।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই তুলসী বিস্মিত হইল, দেখিল, ঘরের এক পার্শ্বে একটী অশ্ব বাঁধা।

তবে ত সন্দেহ মিথ্যা নয়! কোনও লোক ত গুপ্তভাবে তাহার স্বামীর গতি বিধি লক্ষ্য করিতেছিল! এখনও পর্য্যন্ত তাহার স্বামীকে, রাজাকে ধরিবার জন্য যে চর ঘুরিতেছে, তাহাতে তুলসীর সন্দেহ রহিল না। তুলসী বুঝিল, গোয়েন্দা প্রভু এই মন্দিরের ভেতরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহাকে দেখিতে তুলসীর বড়ই ইচ্ছা হইল। কিন্তু তুলসী এই জনহীন প্রদেশে একাকিনী। একবার ভাবিল, এই অন্যায় কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য কি বিপদে পড়িব? বিপদে পড়িলে এখানে কে আছে যে রক্ষা করিবে। আর যে ঝড় বৃষ্টি, যদি কেহ থাকে, চীৎকার করিলেও সে শুনিতে পাইবে না। তথাপি তুলসী দেখিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিল না। তার অসমসাহস, বীরোচিত শক্তি।

তুলসী সিক্ত অঞ্চল দৃঢ় করিয়া কোমরে বাঁধিল। বস্ত্রাভ্যন্তরে একখানি সুতীক্ষ্ণ ভোজালি ছিল, সেটী কটিতে রক্ষা করিল। এখন, আত্মরক্ষার জন্য, সর্ব্বদাই তুলসী কাছে একটা না একটা অস্ত্র রাখে।

প্রস্তুত হইয়া তুলসী মন্দিরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখিল, মন্দিরে দেবতা নাই। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার পাদপীঠে একজন সাহেব শুইয়া আছে। দেখিয়াই সে বাহিরে ফিরিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ফিরিতে না ফিরিতে সাহেব জাগিয়া উঠিল, এবং বহির্গমনোন্মুখী তুলসীকে সুন্দর হিন্দীতে সম্বোধন করিয়া বলিল "আপনি কে মাইজী?" সাহেব আর কেহ নহে—ব্রাউন। ব্রাউন হিন্দী শিখিয়া অনন্তপুরে আসিয়াছে।

তুলসী চমকিল—এ কি সাহেব!

ব্রাউন বলিতে লাগিলেন—"বুঝিয়াছি, আপনি আমারই মত বিপদে পড়িয়া এই মন্দিরে আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন। আমি সন্তান। আপনি নির্ভয়ে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করুন আমি বাহিরে যাই।"

তুলসী বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। এ কি সাহেব? না সাহেবের মূর্ত্তি ধরিয়া মন্দিরবাসি

দেবতা? ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে?"

"আমি বিদেশী। কোন প্রয়োজনে অনন্তপুরে আসিয়াছিলাম।"

"কতক্ষণ আসিয়াছেন?"

"সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আসিয়াছি।"

"এতক্ষণ! তবে কি আপনি ভগ্ন কুটীরের আশ্রয়ে ছিলেন?"

"আমি নদীতীরের একটী গাছতলায় ছিলাম।"

"আপনি একা ছিলেন, না সঙ্গে কেহ ছিল?"

"আমি সঙ্গে কাহাকেও আনি নাই।"

"কাহাকেও দেখিয়াছেন?"

"দেখিয়াছি। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনাকেই দেখিয়াছি। আপনি একটী যুবা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।"

"তিনি আমার স্বামী।"

"স্বামী? তবে তিনি অত সভয়ে নির্জ্জনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন কেন?"

উত্তরের ভাবে তুলসী বুঝিল, সাহেব গোয়েন্দা হইয়া সেখানে আসে নাই। সুতরাং অনেকটা নির্ভয় হইল। সেই সঙ্গে লজ্জাও আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল। এ লোকটা অন্তরালে থাকিয়া তবে ত সব দেখিয়াছে।

সাহেব বলিতে লাগিল—"আমি মনে করিয়াছিলাম, কোন ভাগ্যবান, লোকচক্ষের অন্তরালে একটী পূর্ণ বিকশিত স্বর্গীয় কুসুমের সৌরভ চুরি করিয়া হৃদয় পূর্ণ করিতেছিল।"

তুলসীর এবারে কিছু রাগ হইল। মনে করিল, লোকটা তাহার চরিত্র লইয়া রহস্য করিতেছে। তাই কিঞ্চিৎ রুষ্ট ভাবে বলিল—"তোমাদের দেশে চোরকে ভাগ্যবান বলিতে পারে। আমাদের দেশে চুরি করিয়া যে অপরের আঘ্রাত কুসুমের সৌরভ লয়, তাহাকে লোকে ঘৃণার চোখে দেখে। কেহ তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করে না।"

তুলসী জানিত না, বিলাতে তাহার বয়সী কত অবিবাহিতা সুন্দরী—কত মুগ্ধ প্রেমিকা—প্রণয়ীর প্রতীক্ষায়, মুখখানিকে সুধার ভাণ্ডার করিয়া নির্জ্জনে কম্পিত বক্ষে দাঁড়াইয়া থাকে। জানিলে রুষ্ট হইত না।

ব্রাউন বুঝিলেন, সুন্দরী অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ক্ষমা চাহিলেন। বলিলেন—আমি পবিত্র প্রণয়ে দোষ দেখি নাই বলিয়া বলিয়াছি। আপনার অসন্তোষ হইবে জানিলে বলিতাম না।

তুলসী। আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রীর রহস্যালাপ দেবতায়ও শুনিতে পায় না। যে অন্তরাল হইতে দেখে শুনে, সে পাপ করে।

ব্রাউন। স্বামী যদি, তবে তিনি চোরের মত ভয়ে ভয়ে আপনার সহিত দেখা করিলেন কেন?

তুলসী। তোমাদেরই অত্যাচারে!

ব্রাউন। তবে কি তিনি বিদ্রোহী?

তুলসী। নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে, মর্য্যাদা রাখিতে কার্য্য করিলে যদি বিদ্রোহ হয়, তবে তিনি তাই।

ব্রাউন। তিনি গেলেন কোথায়?

তুলসী। তোমরা দয়া করিয়া তাঁর যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছ, সেই খানে। তোমাকে বলিয়া কি এক আধ বার দেখার সৌভাগ্যেও বঞ্চিত হইব?

ব্রাউন। আমাকে এত নীচ মনে করিবেন না।

তুলসী। সকলেরই ত তোমাদের দেবতার মত মূর্ত্তি। ভিতরে কার কি, কেমন করিয়া বুঝিব?

কথাটা শুনিয়া ব্রাউন অন্তরে আঘাত পাইলেন। ভাবিলেন, এই সরলা দেশীয় রমণীর চক্ষে আমরা কি এতই ঘৃণিত হইয়াছি? তথাপি রমণীর ঘৃণা অপনোদনের জন্য বলিলেন—"বলুন কি কার্য্য করিলে আপনার ঘৃণা দূর করিতে পারি।"

তুলসী। আমাদের ঘৃণায় আপনাদের ক্ষতি কি সাহেব? আপনারা যদি দয়া করিয়া এখানে আর না পদার্পণ করেন, তাহা হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত। আর আমাদের এখানে কি আছে, তা দেখিতে আসিবেন? এখন আমাদের খাটিয়া খাইতে হয়। আমরা তিনটী নিঃসহায় স্ত্রীলোক এখানে বাস করি। আপনাদের দেখিলে ভয় পাই।

ব্রাউনের মুখ ম্লান হইয়া আসিল। তুলসী দেখিল, দেখিয়া বলিতে লাগিল—"সাহেব! একবার বাহিরে আসিয়া, চারিদিক চাহিয়া দেখুন। এখানে এখন দিবসে বাঘ ঘুরিয়া বেড়ায়। এখানে কি মানুষ বাস করে? তথাপি আমরা আছি। কেন?

ব্রাউন। অন্য স্থানে গেলে পাছে আমাদের মুখ দেখিতে হয়।

তুলসী। আপনাকে দেখিয়া, আপনার সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিয়াছি, আপনি মহৎ। তথাপি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি এখানে আর আসিবেন না।

ব্রাউন। ভাল, আসিব না। কিন্তু যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা ত সিদ্ধ হইল না।

তুলসী। কি জন্য আসিয়াছিলেন বলুন?

ব্রাউন। একবার রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে।

তুলসী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"সাহেব! ভিখারিণী সাজিয়া পথে বাহির হইয়াছি। বিপদে পড়িয়া এই নির্জ্জন দেব মন্দিরে আশ্রয় লইতে আপনার চক্ষে পড়িয়াছি। কিন্তু এরূপ অবস্থায়, যত্তপি আমার স্নেহময় পিতা এখানে বর্ত্তমান থাকিতেন, এবং আপনার সঙ্গে প্রগল্ভ হইয়া এইরূপ কথা কহিতে দেখিতেন, তাহা হইলে এই প্রিয় কন্যার বুকে তিনি ছুরিকা বিদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। রাজকুমারীর দেখার প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিন।

ব্রাউন শুনিয়া শিহরিলেন। বলিলেন—আমিই তবে রাজা বীরচন্দ্রের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছি। কিন্তু হে ঈশ্বর! আমি নিরপরাধ। অথবা সে কথা বলিতেই বা সাহস কই? অন্যায় কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া আমি ঘোর অপরাধ করিয়াছি।

এই বলিয়া ব্রাউন উঠিলেন, তুলসীকে অভিবাদন করিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তুলসী তাঁহার আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহার কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সাহেব নারায়ণীকে দেখিতে আসিয়াছিল! কেন? রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়াসী একজন ম্লেচ্ছ! সে আবার নিজেকে অপরাধী জ্ঞানে অনুশোচনা করিতেছে। সাহেবের শান্ত সুন্দর মুখে লিপ্সুতার চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইল না। বিষয়টা বুঝিতে তুলসীর একান্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু মন্দির বাহিরে পা দিতে না দিতেই দেখিল, সাহেব অশ্বপৃষ্ঠে।

তুলসী ডাকিল—"সাহেব!"

তখন ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। ঝড় বহুদূর হইতে শব্দ-সম্ভার বহিয়া মন্দির দ্বারে ঢালিতেছিল। কথা ব্রাউনের কাণে পৌঁছিল না। তিনি ঘোড়া হাঁকাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

তুলসীর আর হাটে যাওয়া হইল না! এক রাশ চিন্তার হাট করিয়া হৃদয়ে পুরিয়া সে সে দিনের মত ঘরে ফিরিল।

ঘরে নারায়ণীকে তুলসী সমস্ত কথা বলিল। নারায়ণী সেই বহুদিন পূর্ব্বের ঘটনা তুলসীকে বিবৃত করিল। বলিল—"আর ত কখনও কোন সাহেব দেখি নাই! সেই এক জনকে একবার খিড়কীর ঘাটে দেখিয়াছি।"

তুলসী হাসিয়া বলিল—"লোকটাকে তা হইলে চিনিয়াছি। এ সেই হতভাগ্য।"

নারায়ণী। হতভাগ্য হইতে গেল কেন?

তুলসী। সাগর তীরস্থ বৃক্ষে নীড় বাঁধিয়াও চাতক ভাগ্যহীন হয় কেন?

নারায়ণী কথাটা ভাল বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। কেবল বলিল—তা যা হউক, তুমি আর বাড়ী হইতে বাহির হইও না।

তুলসী। তারপর? কাল আমাদের অন্ন জোগাইবে কে?

নারায়ণী। ঘরে অন্নের ভাণ্ডার ছিল, তাহা লুটিয়া লইল কে? আমরা যে অন্নের চিন্তায় মরিব, এ ত স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই। তা হইলে যে আমাদের অন্নচিন্তা দিয়াছে, সেই আমাদের চিন্তা দূর করিবে।

তুলসী। তা জীবনেই করুক, কি মরণেই করুক—কেমন?

নারায়ণী। আমাদের জীবনে মরণে প্রভেদ কি?

এই সময় রাণী আসিয়া সপ্তাহযোগ্য খাদ্য প্রাপ্তির সংবাদ দিলেন। তুলসী ও নারায়ণী পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। পরস্পরে কোনও কথা কহিল না। রাণী তুলসীকে সামগ্রীগুলা গুছাইয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। তুলসী জিজ্ঞাসা করিল—

"কে দিল মা?"

রাণী। কে দিল চিনিতে পারিলাম না; কেন দিল বুঝিতে পারিলাম না। তুমি বাটীর বাহির হইবে—রাজকন্যা হাটে যাইবে—ভাবিয়া মর্ম্ম-পীড়ায় আমি কাঁদিতেছিলাম। দেবতা বুঝি একটা কথা শুনিলেন। মা দেবতার মত তাঁর মূর্ত্তি?

তুলসী বুঝিল, কে দিয়াছে। সে আর কোনও কথা না কহিয়া জিনিষ গুছাইতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এইবারে ব্রাউন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। রাজান্তঃপুর প্রবেশরূপ অবৈধ কার্য্যের পর, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি হিন্দী শিখিতে-ছিলেন। ইচ্ছা ছিল, বীরচন্দ্রের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। তাঁহার হিন্দীভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাজা বিদ্রোহী হইলেন। রাজার সহিত তাঁহার আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা রহিল না।

ইতোমধ্যে তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হইল। সেই সংবাদ পাইয়া অগত্যা তাঁহাকে বিলাত যাইতে হইল। সেখানে তিনি অতুল সম্পত্তির উত্তরাধি-কারী হইলেন। তাঁহারও লর্ড উপাধি হইল।

বিদ্রোহ শান্তির পরে তাঁহার পিতৃব্যও চিরাবকাশ লইয়া দেশে যান। হার্লি নিম্নবঙ্গের কোন জেলায় বদলী হন।

পিতৃব্য দেশে যাইয়া, ব্রাউনকে হিন্দী-ভাষায় অভিজ্ঞ বুঝিয়া তাহাকে সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন "ইণ্ডিয়ায় ফিরিয়া যাও। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া, সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ কর।"

ব্রাউন বলিলেন—"ইতিহাস লিখিতে পারি, কিন্তু সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া যদি লিখিতে হয়, যদ্যপি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতে হয়, তাহা হইলে সে ইতিহাস স্বদেশবাসীর প্রিয় হইবে না।"

পিতৃব্য। তবে কি তুমি এ বিদ্রোহে দেশীয় চরিত্রের সমর্থন করিতে চাও ?

ব্রাউন কোনও উত্তর করিলেন না। বাক্স হইতে খান কয়েক পত্র বাহির করিয়া পিতৃব্যকে দেখাইলেন। পত্রগুলা হার্‌লি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। দিয়া বলিয়াছিলেন—"আমা হইতে ত রাজার কিংবা ব্রাহ্মণ রতন রায়ের কোনও উপকার হইল না। বরং উপকার করিতে গিয়া তাহাদের বিশেষ অনিষ্টই করিয়াছি। তুমি যদি এই পত্রগুলার সাহায্যে তাহাদের কোনও উপকার করিতে পার, ত চেষ্টা করিও।"

রাজা ও রতন রায় সম্বন্ধে বিচারকর্ত্তাদিগের আপনা আপনির মধ্যে যে পত্র লেখালিখি হইয়াছিল, হার্‌লি তাহার কতকগুলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পিতৃব্য কিয়ৎক্ষণ নীরবে একখানা পত্র পাঠ করিলেন। পড়িয়া সবগুলাই ব্রাউনকে ফিরাইয়া দিলেন।

ব্রাউন বলিলেন "ইতিহাস লিখিতে হইলে, এই চিঠিগুলাও ত তাহাতে তুলিতে হইবে!"

পিতৃব্য বলিলেন—"বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট ভাল যে, সে সময় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বাহিরে থাকিলে তাহাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিতে হইত।"

পিতৃব্যের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ব্রাউন অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফিরিতে হইল।

কলিকাতায় পৌছিয়া, ব্রাউন সর্ব্ব প্রথমে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় ফিরিতে তাঁহার দুই বৎসর গেল।

দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে ব্রাউন স্থির করিলেন, আর একবার অনন্তপুরটা দেখিয়া যাই। সেই বহুদিন পূর্ব্বের অকার্য্যের অনুতাপ এখনও তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল।

ছোটনাগপুরে আসিয়া তিনি একদিন রাঁচিতে রহিলেন। রহিলেন, কিন্তু অন্য কোনও সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন না। ডাকবাংলায় অবস্থান করিলেন।

ব্রাউন কাহারও সহিত দেখা না করুন, কিন্তু—সকলেই তাঁহাকে দেখিল। একটী ক্ষুদ্র সহরে একজন নবাগত সাহেবের আগমন কতক্ষণ গোপন থাকে ?

পরদিন প্রত্যুষে তিনি রাঁচি হইতে অনন্তপুর যাত্রা করেন। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করায় তাঁহার উপর গ্রীড সাহেবের সন্দেহ হয়। তাঁহার কার্য্যকলাপে দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দদেবকে সংবাদ প্রদান করেন।

সুতরাং ব্রাউন যে সময় সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়াইয়া অশ্রুনিষিক্ত চক্ষে অনন্তপুরের দুর্দ্দশা দেখিতেছিলেন, সে সময় আনন্দদেবের প্রেরিত চর, রতন রায়ের ভগ্ন কুটীরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিল। সেখানে সে একটা ইটের স্তূপের উপর অবস্থিত ছিল। বারবার ইটগুলা স্থানচ্যুত হইতে লাগিল দেখিয়া, ধরা পড়িবার ভয়ে, সে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। কিন্তু যাইবার সময়, সে সদাশিব, তুলসী এবং হার ছড়াটা দেখিয়া গেল; এবং প্রসাদপুরে গিয়া সে প্রভুকে সমস্ত সংবাদ দিল।

সংবাদ পাইয়াই আনন্দদেব বুঝিল, ব্রাউন সাহেবও হার ছড়াটিকে দেখিয়াছে। বহুমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী বলিয়া, হয় ত ব্রাউন হার

গাছটী নিজে লইবার জন্ম সুদূর বিলাত হইতে এ দেশে আসিয়াছে। ব্রাউনের অবস্থার কথা আনন্দদেবের অবিদিত ছিল না। এরূপ অবস্থায় সেই হার বৃক্ষ নিজে লইবার চেষ্টা করিতে সাহস করিল না, গ্রীড সাহেবকে সংবাদ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বোধ করিল। পুত্রের সঙ্গে আনন্দদেবের বহুক্ষণ পরামর্শ চলিল।

মুকুন্দ। সংবাদ দিলে রাজকুমারীর উপর অত্যাচার হওয়াই সম্ভব। তাহাকে আর উৎপীড়িত করা আমার অভিপ্রায় নয়।

আনন্দ। নিজের মান মর্য্যাদা বজায় রাখা, আর সেই সঙ্গে জীবনটা যে কোন প্রকারে বাঁচাইয়া রাখাই আমার অভিপ্রায়।

মুকুন্দ। আপনার মর্য্যাদাহানির কারণ আমি দেখিতে পাই না।

আনন্দ। তুমি মূর্খ অন্ধ, তাই দেখিতে পাও না। চক্ষু থাকিলে দেখিতে, আমার মর্য্যাদার মাথার উপর সর্ব্বদা ক্ষুর-ধার অসি ঝুলিতেছে। আমার সামান্য ত্রুটীতে সে মর্য্যাদা দিখণ্ডিত হইবে। সাহেবের অনুগ্রহেই আমার পদ গৌরব, তোমার মত যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে নয়। সুতরাং তোমার রাজকুমারী থাক্ আর থাক্, হারের কথা আমাকে কর্ত্তাদের বলিতেই হইবে।

মুকুন্দ। না বলিলে কি চলিবে না?

আনন্দ। কেমন করিয়া চলিবে? আমরা সরকারের জায়গীরদার। এরূপ অবস্থায় সংবাদ দিতে আমরা বাধ্য। যদি না দিই, জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইবে।

মুকুন্দ। হারের খবর আপনাকে কে দিল?

আনন্দ। আমার লোক গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে।

মুকুন্দ। মনে করুন না, দেখে নাই।

আনন্দ। আর একজন সাহেবও সেই সঙ্গে দেখিয়াছে। সে ব্যক্তি আমাদের উপর তুষ্ট নয়।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একজন সাহেব প্রসাদপুরে আসিয়া অতিথি হইয়াছে। তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া গৃহে স্থান দিতে ও সম্যক্ পরিচর্য্যা করিতে আনন্দদেব ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেলে বলিলেন—"এই দেখ, হারের সংবাদ পাইয়া কি করি না করি দেখিবার জন্য সে এখানে আসিয়াছে।"

পিতা ও পুত্র উভয়েরই ভীরুতা রোগটা বিশেষ প্রবল ছিল। সাহেবের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই মুকুন্দ আর পিতার কথায় প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

সাহেব আর কেহ নহেন, ব্রাউন। সে দিনের দুর্য্যোগে রাত্রি যাপন করিতে প্রসাদপুরে আসিয়া তিনি আনন্দদেবের গৃহে অতিথি হইলেন।

তাঁহার ইচ্ছা রাজকুমারীর সম্বন্ধে আনন্দদেবের সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহেন। প্রত্যক্ষে উপকার করিতে অসমর্থ হইয়াও তিনি পরোক্ষে এই হতভাগ্য পরিবারের উপকার চেষ্টায় বিরত হইলেন না।

পিতা পুত্র উভয়েই ব্রাউনের যথারীতি অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার পরিচর্য্যা যথারীতি ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কাছে হার সম্বন্ধে কোনও কথা প্রকাশ করিলেন না। সন্ধ্যায় আনন্দদেব গ্রীড্ সাহেবের কাছে সংবাদ পাঠাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

াহেবের আগমন-সংবাদ আনন্দ পত্নীর েল। স্বামী ঘরে আসিলে, তাঁহাকে বের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বলিতে গিয়া আনন্দ স্ত্রীর কাছে সমস্ত া প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। প্রকাশ লন, প্রাণের যাতনা লাঘব করিবার জন্য। না বৃদ্ধের একান্ত ইচ্ছা ছিল, হার গাছটা কোনও প্রকারে নিজস্ব করেন! মনে াছিলেন, সাহেবেরা যখন বীরচন্দ্রের অনু- ন ক্ষান্ত দিবে, সেই সময়ে, ভয় দেখাইয়া মূল্য স্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া, নিঃসহায়, রাণী মধুমতীর নিকট হইতে তিনি হার া গ্রহণ করিবেন। কিন্তু দৈব নিগ্রহে আর ঘটিয়া উঠিল না। মনের আবেগে িনি স্ত্রীর কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া লেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। স্ত্রীতে কলহ বাধিয়া গেল।

ী বলিল—"যদি সেই হারই গলায় পরিতে ইলাম, তথন রাণী হইয়া আমার কি লাভ ?"

ামী বলিলেন—"তোমার গলার অদৃষ্ট, কি করিব ? তোমার কণ্ঠে 'চিন্তামণি' ক্ত কি আমার অসাধ ? আমি ত ইবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু উদ্যোগেই গোল বাধিয়া গেল। জিনিষটার সন্ধানে পাঠাইয়াছি, মাঝখান থেকে কোথা হইতে আসিয়া দেখিয়া ফেলিল।"

এ কৈফিয়তে নূতন রাণী তুষ্ট হইলেন না। গ আর কিছুদিন পূর্ব্বে করিলে, সে অমূল্য পর-হস্তগত হইত না। সুতরাং আনন্দ- বামীর উদ্যোগের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া, সেই—সাহেবের বৃষোৎসর্গ, সপিণ্ডকরণ, সমস্ত প্রেতকার্য্য শেষ করিল। কেন সে নরাধম কোথা হইতে আসিয়া হার গাছটা দেখিল ? রাণী মধুমতীর ভাগ্যেও অনেকটা তিরস্কার জুটিল। সে অভাগিনী যখন নিজে ভোগ করিতে পারিবে না জানে, তখন আগে হইতে তাহাকে পাঠাইয়া দিল না কেন ? ম্লেচ্ছের ভোগে দিয়া কেন সে ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট করিল ?

স্বার্থে আঘাত পড়িলে অন্ধ মানব দেবতাকে গালি দিয়া থাকে। নূতন রাণী সর্ব্বশেষে যেখানে যত দেবতা জানা ছিল, সকলকেই গালি দিল। আনন্দদেব সেই গালি প্রবাহে গা ঢালিয়া চক্ষু মুদিলেন।

জানকী অন্তরাল হইতে শাশুড়ীর কর্কশবাক্য- গুনিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার ক্রোধ- বিজৃম্ভিত ভাষার জটিলতায় ও অস্পষ্টতায় সে কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না।

এমন সময় মুকুন্দ গৃহে আসিল। জানকী দেখিল স্বামী অন্যমনস্ক। তাহাকে সে কতক- গুলা প্রশ্ন করিল, সদুত্তর পাইল না। মুকুন্দ কেবল বলিল,—"আমাকে এই রাত্রে এক জায়গায় যাইতে হইবে।"

কিন্তু কোথায় যাইবে, জানকী জানিবার অধিকার পাইল না।

বাহির হইতে এক দাসী ছুটিয়া আসিয়া জানকীকে সংবাদ দিল যে, জেলার বড় সাহেব তাঁহার স্বামীকে ধরিবার জন্য অনেক অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালা সঙ্গে করিয়া প্রসাদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আসিয়াই তাহার স্বামীকে তলব করিয়াছে।

জানকী এ বিপদের কারণ কিছু বুঝিল না, তথাপি স্বামীকে দাসীর সমস্ত কথা বলিল, এবং তাহাকে বাটীর বাহির হইতে [illegible]

মুকুন্দ স্ত্রীর কথায় হাসিয়া বলিল—"ভয় নাই, আমাকে ধরিতে আসে নাই। বিদ্রোহী ধরিবার জন্য আমার সহায়তা লইতে আসিয়াছে।"

জানকী। আবার বিদ্রোহী কে?

মুকুন্দ। তুমি ত জান দুইজন বিদ্রোহী ধরা পড়ে নাই।

জানকী। এক বিদ্রোহী ত রাজা, আবার কে?

মুকুন্দ। আর বিদ্রোহী সদাশিব।

জানকী। সদাশিব আজও বাঁচিয়া আছে?

মুকুন্দ। সেই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সে অনন্তপুরে যাতায়াত করিতেছে।

জানকী। যদি বাঁচিয়া থাকে ত বাঁচিতে দাও।

মুকুন্দ। মাঝখান হইতে সদাশিবের উপর এ স্নেহ জন্মিল কেন?

জানকী। একি স্নেহের কথা হইল?

মুকুন্দ। তা ভিন্ন আমি ত অন্য কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

জানকী। তা বুঝিতে পার আর নাই পার, সদাশিবের উপর আর অত্যাচার করিও না। সে ব্যক্তি তোমাদের কোনও অনিষ্ট করে নাই। তাহাকে ধরিয়াও তোমাদের কোন লাভ নাই।

মুকুন্দ। লাভ খতাইয়া দেখিতে তোমাকে কেহই অনুরোধ করে নাই। আমরা যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তাহাই করিতেছি।

তথাপি জানকী স্বামীকে এই অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। ধর্ম্মাধর্ম্মের অনেক কথা তুলিল। মুকুন্দ শুনিল না। পরন্তু পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া, তাহার উপর রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিল। নরাধম স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হইল না। বলিল—"তোমার প্রিয় ভৃত্যের প্রতি এতটা মমতা আগে জানিলে এ কার্য্য করিতাম না। এখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি। কি করিব প্রেয়সী। বিধাতা তোমার অদৃষ্টে প্রিয়-বিরহ লিখিয়াছিল। আমায় ক্ষমা কর।"

রাগে জানকীর সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। মূর্খ স্বামীর কথায় আর তার উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া, মুকুন্দ আরও একটু রহস্য করিবার অবকাশ পাইল। বলিল—"দুঃখ করিও না। ননীচোরাকে যখন বাঁধিয়া আনিব, তখন তোমাকে দেখাইয়া লইয়া যাইব।"

জানকী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল—"নিজের চরিত্র-যোগ্য কথায় আমাকে তুমি যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পার, কিন্তু এইটী জানিয়া রাখিও, সদাশিবের অনুগ্রহেই আজ তুমি শুভাকাঙ্ক্ষিনী সহধর্ম্মিণীকে মর্ম্ম পীড়িত করিবার অবকাশ পাইয়াছ।"

পত্নীর এই কথায় মুকুন্দ বড়ই ক্রুদ্ধ হইল। কাপুরুষ হিতাভিলাষিণী স্ত্রীর মর্য্যাদা না বুঝিয়া তাহাকে গাল দিয়া বলিল—"কি বলিলি? আমি একটা গোলামের অনুগ্রহে বাঁচিয়া আছি?"

জানকী। আমার বিশ্বাস তাই। এখনও সদাশিবের কৃপায় বাঁচিয়া আছ।

মুকুন্দ এবারে স্ত্রীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু স্ত্রীর দিকে এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই কে তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত করিল। একটা অস্ফুট চীৎকার শব্দে কাপুরুষ সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইল। পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিতেও সাহস করিল না।

জানকী কিন্তু ব্যাপারটা দেখিতে পাইল। স্বামীর উপর ক্রোধ, ভয়ে পরিণত হইল।

যে চপেটাঘাত করিল, সে মুন্না। মুন্না পলায়নপর মুকুন্দকে শুনাইয়া বলিল—"যা বেটা স্ত্রীর কল্যাণে এবারেও বেঁচে গেলি।" জানকীর দিকে অগ্রসর হইয়া সে বলিল—"মা। তোমা

তেই দুইবার নরাধমদের প্রাণ রক্ষা হইল! বা আজ ইহাদের হত্যা করিবার জন্য সঙ্কল্প র করিয়া আসিয়াছিলাম। কেহই বাঁচাইতে রিত না। বড় উপযুক্ত সময়ে তুমি প্রভুর ম মুখে উচ্চারণ করিয়াছ। তাঁহার নামের হাত্ম্য প্রচার করিয়াছ। নহিলে নরাধমকে আর মার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে হইত।" এই বলিয়া মুন্না জানকীকে সেলাম করিয়া স্থান করিল।

আজিকার কথাতেই পাঠক বুঝিয়াছেন, ন্দের হাতে পড়িয়া জানকী সুখী ছিল না। শেষতঃ রাজকুমার হইবার পর কুচরিত্র চাটু-র সংসর্গে তাহাতে অনেক দোষ হইয়াছিল।

দুঃখে, ভয়ে, বিস্ময়ে ম্রিয়মাণ হইয়া জানকী র গিয়া শুইল। এতদিন নারায়ণীর দুঃখে খিত ছিল, এখন বুঝিল, তাহার মূর্খ স্বামীর তে না পড়িয়া ভিখারিণী হইয়াও, রাজকুমারী হা অপেক্ষা সুখে আছে।

ব্রাউনের রাত্রে নিদ্রা আসিল না। সেই স্থায় শয়ন গৃহের বারাণ্ডায় পরিক্রমণ করিতে রতে তিনি দেখিলেন, তাঁহার একজন স্বদেশী কগুলি সিপাহী সঙ্গে লইয়া, নিঃশব্দে তাঁহার হর সম্মুখস্থ পথ দিয়া চলিয়া গেল। ব্রাউনের দহ জন্মিল। তিনি প্রাতঃকালে সেই জস্বিনী রমণীর হতভাগ্য স্বামীকে দেখিয়া সিয়াছেন। তাঁহার বিপদ ব্রাউনের কল্পনায় গিয়া উঠিল। তিনি অলক্ষ্যে তাহাদের অনু-ণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যুষে নারায়ণী সুবর্ণরেখার তীরস্থ াবশিষ্ট উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেছিল। এমন য় মুন্না পশ্চাৎ হইতে তাহাকে প্রণাম করিল।

নারায়ণী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না। মুন্না বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল—

"কি দিদি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

নারায়ণী মুন্নার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া তাহার মুখে পরিচয়ের চিহ্ন অন্বেষণ করিতে লাগিল।

মুন্না। দেখ দেখি মনে করিয়া, যে রাত্রে তোমার বিবাহ হয়, সেই তোমার স্বামীর পার্শ্বে আমাকে দেখিয়াছিলে কি না।

নারায়ণী এইবারে চিনিল। মুখে মৃদু হাসি আসিল, বলিল—"তুমি মুন্না।"

মুন্না। তোমার ভৃত্য।

নারায়ণী। তা ভাই, এতকাল এ দুঃখিনী ভগিনীকে ভুলিয়াছিলে কেন?

মুন্না। স্বেচ্ছায় কি তোমাদের ভুলিয়া থাকি! সম্বন্ধীদের উৎপীড়নে ভুলিয়া থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু আর থাকিব না।

নারায়ণী। না ভাই, আসিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা আছ, ইহা জানিয়াও আমরা কত সুখী! আমাদের কত সাহস!

মুন্না। না দিদি, আর থাকিব না। তোমা-দের যদি না দেখিতে পাইলাম, যদি দু'টা একটা কথাই না কহিতে পাইলাম, তখন বাঁচিয়া সুখ কি? আমরা আসিব—আসিয়া সম্বন্ধীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিব। আমার এতকাল সাত বার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। আজিও বাঁচিয়া আছি, বাঁচিয়া তোমাদের সহিত কথা কহিতে পাইতেছি, এই যথেষ্ট। তোমাদের কিছু রাখে নাই, তাকি জানিতাম? আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুলসী দিদিকে বাজারে যাইতে হইবে?

এমন সময় তুলসী সেখানে ছুটিয়া আসিল। মুন্না তাহাকে দ্রুত আসিতে দেখিয়াই বলিল—"কি দিদি সম্বন্ধীরা আসিতেছে?"

তুলসী। এখনি প্রস্থান কর। ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না।

মুন্নাকে আর অধিক বলিতে হইল না। সে তখনি উভয়কে প্রণাম করিল। বলিল,—"হুজুর অদূরে আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমি চলিলাম।" এই বলিয়াই মুন্না যষ্টিতে ভর দিয়া ক্ষিপ্রগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিল।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি দিদি ?

তুলসী ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—

"হার কোথায় নারায়ণী ?"

"ঘরে রাখিয়াছি।"

"শীঘ্র যাইয়া গলায় পর। বড়ই ভুল হইল। মুন্নার হাতে সে জিনিষ দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতাম। আর ত মুন্নাকে ধরিতে পারিব না। সে এখন কতদূরে।"

"কেন দিদি ?"

"কথা কহিবার অবকাশ নাই। আমার বোধ হয়, কালকের সেই সাহেব সমস্ত কথা পুলিশে প্রকাশ করিয়াছে। বিশ্বাস হইতেছে না, তথাপি বিশ্বাস না করিয়া করি কি ? নহিলে এতদিন নয় ততদিন নয়, আজ হঠাৎ পুলিশ আসিতেছে কেন ? তুমি শীঘ্র যাও, হার গলায় দাও। দিয়া রাণীকে লইয়া স্বর্ণরেখাপারে কোন নির্জ্জন স্থানে অবস্থান কর। আমি মর্য্যাদানাশের আশঙ্কা করিতেছি।"

"আর তুমি ?"

"আমার জন্য আশঙ্কা করিও না। আমি বীর শৈলজানন্দের কন্যা। বুঝিতেই ত পারিতেছ। নারীর যাহা হইতে দুর্ভাগ্য আর নাই, সেই পতিবিচ্ছেদ বার বৎসরের জন্য আমাকে ভোগ করাইয়া, আমাকে সকল বিপদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।"

"তুমি থাকিবে, আর আমি তোমাকে ফেলিয়া পলাইব ?"

"পলাইতে হইবে কেন ? কি জন্য তাহারা দল-বলে আসিতেছে বুঝিবার জন্য অন্ততঃ একজনের থাকা প্রয়োজন। আমি ছাদে ছিলাম, সে স্থান হইতে দেখিয়াছি। তাহারা তখনও গ্রামপ্রান্তে। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন। শীঘ্র যাও—বাড়ী ঘেরিলে আর বাহির হইতে পারিবে না।"

তথাপি নারায়ণী নড়িল না। তুলসী আবার বলিল—"গিয়া হার ছড়াটা গলায় পর।"

নারায়ণী। প্রয়োজন ?

তুলসী। হার ছড়াটা দিবার সময় স্বামী বলিয়াছেন, যদি একান্তই রাখিতে না পার ত স্বর্ণরেখার জলে দিও, তবু শত্রুকে দিও না।

নারায়ণী। তবে স্বর্ণরেখাতেই দিয়া আসি।

তুলসী। সহজে দিব কেন ? যখন দিব, তখন আমারাই বা তীরে দাঁড়াইয়া বীরচন্দ্র সাহীদেবের শেষ গৌরব চিহ্ন জলে ডুবিতে দেখিব কেন ? আমরাও সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণরেখায় আত্ম-সমর্পণ করিব।

তুলসী নারায়ণীর হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঘরে গিয়াই তুলসী রাণীকে বুঝাইল। পুলীশের হস্তে পুনঃ পুনঃ মর্য্যাদাহানি হওয়া অপেক্ষা কাশীপুরে তাহার পিত্রালয়ে সকলের বাস করা কর্ত্তব্য। তখন আর বেশী কথা কহিবার অবকাশ ছিল না। অগত্যা রাণী তুলসীর

প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। এখন দরিদ্রা অর্থাভাবের মর্ম্ম বুঝিয়া,—শ্বশুর বংশের শেষ গৌরব চিহ্ন বজায় রাখিতে, রাণী এতকাল পরে শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করিলেন।

স্থির হইল, বনপথ ধরিয়া, অগ্রে রাণী নারাণীকে লইয়া প্রস্থান করিবেন। তুলসী সাহেবের ভাব গতিক বুঝিবার জন্য সে স্থানে অবস্থান করিবে। সকলে চলিয়া গেলে, সন্দেহ করিয়া সাহেব তাহাদের অনুসরণ করিতে পারে। পুলিশ যদি অন্য কোনও কারণে অনন্তপুরে আসে, তাহা হইলে রাণীকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে কতক্ষণ ?

বাড়ীতে কাষ্ঠের একটী দৃঢ় ভেলা থাকিত, তুলসী তাই দিয়া তাহাদের স্বর্ণরেখা পার করিয়া দিল। তারপর ঘরে ফিরিয়া, আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন সমস্ত গুছাইয়া শরীরের স্থানে স্থানে রক্ষা করিল। তারপর ভবিষ্যৎ অতিথিগুলির অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

তুলসী পুলিশের দলকে গ্রামপ্রান্তে দেখিয়াছিল। সে স্থান হইতে রাজার বাড়ী বেশী দূর নয়। অথচ এই টুকু পথ আসিতে তাহাদের এত বিলম্ব হইল কেন ? কারণ বলিতেছি। দলের ভিতর ছিল গ্রীড সাহেব—সঙ্গে মুকুন্দ, সেই পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত দারোগা, নাম রূপ সিং, আর দশ জন প্রহরী। ড্যাম্পল সর্ব্বাগ্রে আসিতেছিল।

প্রভাতে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে যাইয়া জন তিন চারি কোল দেখিল, দূরে ঘোড়ায় চড়িয়া একজন সাহেব আসিতেছে, সঙ্গে আর একজন অশ্বারোহী এবং পশ্চাতে অনেকগুলি সিপ্নাহী।

প্রথমে তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর একজন ছুটিল, দেখাদেখি সকলেই তার অনুসরণ করিল।

সাহেব দেখিল, লোকগুলা যদি পলাইয়া যায়, তাহা হইলে রাজবাড়ীর লোকেরা তাহার আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিবে! তাহা হইলে বিদ্রোহীও ধরা পড়িবে না, টাকাও আদায় হইবে না। এই ভাবিয়া সে ঘোড়া ছুটাইল, মুকুন্দেরও সঙ্গে সঙ্গে ছুটা উচিত ছিল। এমন কি রূপ সিং তাহাকে সাহেবের পশ্চাৎ যাইতে অনুরোধ করিল ; কিন্তু মুকুন্দ ছুটিল না। রাত্রে গুরু চপেটাঘাতের বেদনা তখনও তাহার গণ্ডকে সুস্পষ্টরূপে পীড়িত করিতেছিল, সেই জন্য সে কিছুতেই প্রহরীর সঙ্গ ছাড়িল না। কি জানি, কোন দৈবশক্তি প্রভাবে পথ পার্শ্বস্থ শিলাখণ্ডের অন্তরাল হইতে, তাহার পৃষ্ঠে যদি তীব্র চপেটাঘাত নিক্ষিপ্ত হয়! সে অনন্তপুরের মাটিকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তার উর্ব্বরতার উপর তাহার বড়ই একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল! কি করিবে, না আসিলে রাবণে মারে, এই জন্য সে সাহেবের সঙ্গে আসিয়াছে।

রূপ সিং ও প্রহরীগুলা হাঁটিয়া চলিয়াছে, তাহারা যথাসম্ভব ছুটিল। কিন্তু তাহারা কতদূর যাইবে? অল্পক্ষণের মধ্যেই সাহেব ও কোলগুলা পথের উচ্চতার অন্তরালে পড়িল। এইখানে বলিয়া রাখি ছোটনাগপুরের পথ নিম্ন বঙ্গের পথের মত সমতল নয়! পথে ঘন ঘন উৎরাই ও চড়াই।

কোলগুলা ক্ষিপ্রগতিতে সাহেবের অশ্বকে পরাস্ত করিল। তাহার অনুচরবর্গ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

তাহারা এখন বিষম ফাঁপরে পড়িল। তাহারা যে স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানে দুই দিকে দুই পথ। বামের পথ দিয়া

রাজবাড়ীতে যাইতে হয়, দক্ষিণের পথ-শেষে কোল-পল্লী।

তবে রূপ সিং সাহেবের মেজাজটা ভাল রকম জানিত। সে বুঝিয়াছিল, সাহেব যখন কোল ধরিবার গোঁ ধরিয়াছে, তখন বীরচন্দ্রের বাড়ীর কথা আর তার মাথায় নাই। সে নিজের জেদ বজায় রাখিতে কর্ত্তব্য ভুলিয়াছে। এই জন্য রূপ সিং দক্ষিণের পথ ধরিল। সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিল!

কিছুদূর যাইয়া দেখে হুজুর কতকগুলা নিরীহ কোল ঠ্যাঙ্গাইতেছে। তাহাদের অপরাধ, তাহারাও কোল, এবং পলায়নপর কোলগুলার সঙ্গে এক পথে চলিয়াছে। যাহারা পলায়, তাহারা চোর, সুতরাং এক পথাশ্রয়ী কোলগুলাও যে চোর নয়, তাহাতে বিশ্বাস কি? চোর ধরা পড়িলেই শাস্তি পায়। কাজেই সাহেব আগের ভাগ্যবানগুলাকে ধরিতে না পারিয়া, পরের হতভাগ্যগুলাকে প্রহার করিতেছিল।

এমন সময় তাহার সহচরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আসিতে পারে নাই বলিয়া তাহারা সকলেই কিছু না কিছু গালি খাইল। মুকুন্দও কিঞ্চিৎ মিষ্ট তিরস্কার লাভ করিল।

যাই হ'ক, রূপ সিং সাহেবকে অনেক বুঝাইল, এবং সাহেবের সম্মুখে উপস্থিতিরূপ মহা পাপের শাস্তিস্বরূপ, দুই একজনের গণ্ডে চপেটাঘাত করিল। সর্ব্বশেষে কোলজাতির সঙ্গে নানা জাতীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিল। নিজের কার্য্যকুশলতায় নিশ্চিন্ত হইয়া সাহেব রূপ সিংএর অনুরোধে প্রহারে ক্ষান্তি দিল।

তুলসী এইজন্য রাণী ও নারায়ণীকে নিরাপদে সুবর্ণরেখা পার করিবার অবকাশ পাইল।

তারপর সে সন্দেহাকুলিত চিত্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল যতই মনে বল থাকুক্, তথাপি তুলসী রমণী—অগণ্য বিপদ-ভার-প্রপীড়িতা কুলবধূ। তুলসীর মনে শত দুঃখের ছবি জাগিয়া উঠিল। পিতা, মাতা, বিশ্বেশ্বর, স্বামী, স্বামীর পবিত্র দান, নারায়ণী—সব এক একবার তার চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। তুলসী অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে তুলসী ভগবানকে ডাকিতে লাগিল—"দয়াময়! জ্ঞান হইবার পর হইতেই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সুখের মুখ দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। অবশেষে তোমার কৃপায় সুখের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছি। এমন সুখ শত্রুর জন্যও প্রার্থনা করিতে সাহস করি না। হে দেবতা! আর সুখ চাই না। এখন এইটী চাই, যেন আমার পিতার, আমার স্বামীর, মর্য্যাদা নষ্ট না হয়! আমার পবিত্র বংশ-গৌরবে ঘা দিও না। যেন নরাধমের হস্তে কুলবধূর ধর্ম্ম লাঞ্ছিত দেখিয়ো না। তাহা হইলে তোমার অঙ্গ-হানি হইবে।"

দেবতা যেন তুলসীর হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন, তাহার হৃদয়কে ভাবী বিপদের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইলেন। সে দেবতার কাছে আবেদন করিয়া, যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় বহির্দ্বারে ঘা পড়িল। "কে আছ দরজা খোল।" তুলসী যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

সাহেব, মুকুন্দ, রূপ সিং প্রহরী সকলেই দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল।

তুলসী সুন্দর পট্টবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়াছিল। কটিদেশ অঞ্চলে আবদ্ধ, মস্তক অনাবৃত, কেশপাশ মুক্ত, কুঞ্চিত কুন্তল কপোলে

াণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চকিত-ভোবা বনহরিণীর চঞ্চল চক্ষু স্থির হইয়াও ইতেছিল না।

এইরূপ অবস্থায় তুলসী দ্বার খুলিয়া সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। সাহেব দেখিল, যেন সুমেরুর কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে "বিচিত্র বর্ণা অরোরা বোরিয়ালী ফুটিয়া উঠিল!

সাহেব কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। রূপ সিং আর একবার এইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছিল। তাহার দিকে তুলসীর দৃষ্টি পড়িবামাত্র, সে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিয়া বলিল—"মায়িজী! আপনি এখানে?"

তুলসী। এখন হইতে এই আমার ঘর। তোমরা কি চাও?

সাহেব বহুবার অনন্তপুরে আসিয়াছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে আনন্দদেবের সঙ্গে কত আমোদ উৎসবে যোগ দিয়াছে। রাজ-প্রাসাদের শিল্প-কার্য্য দেখিয়া দেশীয় শিল্প-নৈপুণ্যের কতবার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু এবারে অনন্তপুরে আসিয়া সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। অনন্তপুরের বর্ত্তমান শ্রী দেখিয়া তাহার কঠোর হৃদয়ও কতকটা কোমল হইল। সাহেব তুলসীকে ধীরভাবে প্রশ্ন করিল, "এই কি বীরচন্দ্রের বাড়ী?"

তুলসী। মহারাজ বীরচন্দ্রের প্রকাণ্ড প্রাসাদের তুচ্ছ ভগ্নাবশেষ।

অনন্তপুরের রাজ-প্রাসাদ যে ভূমিসাৎ হইয়াছে, তাহা সাহেব জানিত না। তাই তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"অপরাংশ কি হইল?"

তুলসী মুকুন্দকে দেখিয়া বলিল—"ওই নরাধমের বিশ্বাসঘাতকের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

সকলেই একবার মুকুন্দের পানে চাহিল। হতভাগ্য সে দৃষ্টি সমষ্টির ভার সহিতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিল। সাহেব মুকুন্দকে বলিল,—"আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া, তোমার পিতার এ বাটী ভূমিসাৎ করা ভাল হয় নাই।" তুলসীকে বলিল,—"আপনি বীরচন্দ্রের কে?

তুলসী। কেহ নই।

গ্রীড। কি জন্য এখানে আছেন?

তুলসী। আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন?

গ্রীড্। আমার উপরিওয়ালার কার্য্য করিতে।

তুলসী। আমি সবার উপরিওয়ালার কার্য্য করিতে এখানে আছি। তিনি, এই বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা প্রতারিত, দেশের যত পিশাচ-প্রকৃতিক লোক কর্তৃক লাঞ্ছিত, আর তোমাদের ন্যায় সর্ব্বভুক্ অনল কর্তৃক দগ্ধ এই সাধু পরিবারের সেবা কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

গ্রীড্। এ বাড়ীতে এখন আছে কে?

তুলসী। রাণী আর রাজকুমারী। তবে এখন তাঁহারা এ বাটীতে নাই।

গ্রীড্। কোথায়?

তুলসী। তা বলিব না।

গ্রীড্ এতক্ষণ তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিল। এদেশের পর্দানসীন স্ত্রীলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মুখে এরূপ কথা শুনিবে, সে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কতবার তাহাকে কত পুলিশ মোকদ্দমার তদারকে আসিয়া, এদেশের লজ্জা-বনম্রা, ভীতি-কম্পিতা রমণীর মুখ হইতে কত ধমকে এক আধটী কথা বাহির করিতে হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনবগুণ্ঠিতা

লাবণ্য-পরিপ্লবে উদ্ভাসিতা তেজস্বিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহা তাহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। সাহেব তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। তিনি যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জগতের সকলকেই অবিশ্বাস করিতে জন্মিয়াছেন, এটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তুলসীর শেষ কথায় আবার তাহার লোকের প্রতি অবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। বলিল—"আমি একবার বাড়ীর ভিতর তদারক করিতে চাই।"

তুলসী। কিসের জন্য?

গ্রীড্। কেন, সে রাণীর কাছে বলিব।

তুলসী। এই ত বলিলাম সাহেব, রাণী এ বাটীতে নাই।

গ্রীড্। তথাপি আমরা একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।

তুলসী 'আমার' কথার অর্থ জানিতে চাহিল। সাহেব আপনাকে ও আপনার অনুচরবর্গকে দেখাইল। তুলসী বলিল—"ইচ্ছা হয়, তুমি একা আসিতে পার। তারপর সাহেবের অনুচরবর্গকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিল—"এই অপবিত্র পশুগুলাকে আমি এই পবিত্র গৃহে প্রবেশ করিতে দিব না।"

গ্রীড্। তুমি দিব না বলিলে, আমি শুনিব কেন?

তুলসী কটিদেশ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া বলিল—"বেশ প্রবেশ কর।"

সকলেই চমকিয়া উঠিল। প্রহরীরা এ উহার মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইঙ্গিতে পরস্পরকে ধিক্কার দিল। রূপ সিং বলিল—"হুজুর! একেলাই আপনি একবার দেখিয়া আসুন না।"

সাহেব নির্ভীক হইলেও একাকী সেই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিল। তুলসী সেটা বুঝিল। জিজ্ঞাসা করিল—"সাহেব! একা যাইতে প্রস্তুত আছ?"

ভীরুতা প্রদর্শন সাহেবের পক্ষে মৃত্যু হইতেও কষ্টকর। সে উত্তর করিল,—"আছি। কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস কি?"

সুন্দরী অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"এখন?"

গ্রীড্ তুলসীর সঙ্গে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

তুলসী সাহেবকে নিম্নতলের সমস্ত ঘরগুলি একে একে দেখাইয়া, উপরে লইয়া গেল। ঘর সকল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, অনেক স্থলের চূণ বালী খসিয়া পড়িতেছে, তথাপি গ্রীড্ গৃহ সকলের নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইল। অন্দরের যে অংশ এখন ধীরে ধীরে সুবর্ণরেখায় লীন হইতেছে, তুলসী সর্ব্বশেষে সাহেবকে সেই অংশে লইয়া গেল। সেখান হইতে বক্রগামিনী সুবর্ণরেখার গতি বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। অট্টালিকার সন্নিকট দিয়া কিছুদূর যাইতে যাইতে, শালবনের অন্তরালে পড়িয়া এই পার্ব্বতীয়া স্রোতস্বিনী কিয়ৎক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়। তারপর কিছুদূরে, কিছুদূরে কেন বহুদূরে, একবারে সহস্র রজত ধারায় প্রবাহিতা দিগন্তের শুভ্রবসনা লীলাভিরামা দিগঙ্গনার ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

তুলসী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সুবর্ণরেখার সেই পরম মনোরম দৃশ্য দেখাইল। আর দেখাইল, সেই বহুদূরের ঘন অরণ্যানীর স্থির তরঙ্গায়িত বক্ষ। প্রকাণ্ড তরুভঙ্গে সেই অনন্ত

শ্যামসাগরের পরম রমণীয় শোভা, সাহেবকে কিছুক্ষণ তন্ময় হইয়া দেখিতে হইল।

শুধু চক্ষে দেখিয়া সাহেবের তৃপ্তি হইল না। সঙ্গে দূরবীক্ষণ ছিল, তাহা চক্ষে দিল। চক্ষে দিয়াই ব্যস্ততার সহিত সে স্থান ত্যাগ করিল।

তুলসী ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে পারিল না। সে সেই দুরন্ত দৃশ্যের প্রতি এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তখন দূরে সঞ্চরমান মনুষ্যদেহ অনুভূত হইল। অতি ক্ষুদ্র—শম্বুকাদি জীববৎ—পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া যেন উপরে উঠিতেছে। তুলসী বুঝিল, আর কেহ নহে, তাহারা রাণী ও নারায়ণী।

তুলসীও নীচে চলিল। নামিতে নামিতে দেখিল, চারি জন প্রহরী সশস্ত্র উপরে উঠিতেছে।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কি মনে করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলে?"

একজন বলিল—"হুজুরের হুকুম, তোমাকে আমাদের সঙ্গে নীচে যাইতে হইবে।"

তুলসী বলিল—"চল, আমি ত নিজেই যাইতেছি।"

ইহার মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"কি ঠাকুরাণী! হার ছড়াটা রাখিলে কোথায়?"

"কিসের হার?"

"সেকি, একদিনেই সব ভুলিয়া গেলে! কাল বিদ্রোহী সদাশিবের সহিত অত আমোদ—আজ কি তার কিছুমাত্রও মনে নাই!

তুলসী এ কথার উত্তর দিল না। কেবল বলিল—"পথ ছাড়িয়া দে, নীচে যাই।"

যে প্রহরীটা এখন কথা কহিল, সেটাই গুপ্তভাবে ব্রাউনের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে অন্তঃপুরে আসিয়াছিল। সে রাত্রে পুলীশ সাহেবের সঙ্গে আসিতে পারে নাই। সাহেবের তদারকের সাহায্যে লাগিবে বলিয়া, আনন্দদেবের আদেশে, প্রাতঃকালে পুলীশ দলের সঙ্গে যোগ দিয়াছে।

আর তিন জন সঙ্গী তাহাকে উত্তর করিতে নিষেধ করিল। তখন তুলসী সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল।

তুলসী নীচে নামিয়া দেখিল, তাহার অস্ত্র অপহৃত হইয়াছে। সাহেব নীচে আসিয়া ঘোড়ায় চড়িবার উদ্যোগ করিতেছে।

তুলসী বলিল—কি সাহেব! পলাইয়া আসিলে কেন?

সাহেব এইবারে একটু রহস্য করিবার অবকাশ পাইল। এমন সুন্দরীর সম্মুখে অরসিকের দুর্নাম লইয়া ফিরিয়া যাওয়া সাহেবের পক্ষে অসহ্য হইল! সাহেব উত্তর করিল—"তোমার ভয়ে।"

তুলসী। তাই ত দেখিতেছি। অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, আমার সঙ্গে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করিলে। আমাকে অস্ত্রশূন্য বুঝিয়া, এখন আবার চারিজন দুর্দ্দম বীরকে বাটীর ভিতরে পাঠাইয়াছ।

গ্রীড্। তোমার কোমল হস্তের অস্ত্রে ভয় নাই সুন্দরি! ভয় তোমার দু'টী ডাগর চক্ষুতে।

তুলসী। তবে অস্ত্র চুরি করিলি কেন? যদি সাহস থাকে ত অস্ত্র ফিরাইয়া দে।

এই সময় আনন্দদেবের অনুচর সাহেবকে বলিল—"হুজুর! এই স্ত্রীলোকটার হাতেই কাল বিদ্রোহীকে হার দিতে দেখিয়াছি।"

গ্রীড তুলসীকে সেই স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখিতে একজন প্রহরীকে আদেশ করিল বলিল—"যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ ইহাকে এই-স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখ। সাবধান, যেন চক্ষে ধূলি দিয়া না পলাইয়া যায়।"

এই বলিয়া, অবশিষ্ট সহচরগণকে লইয়া গ্রীভ্ নদী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

তুলসী বুঝিল, সাহেব দূরবীক্ষণ সাহায্যে রাণী ও নারায়ণীকে দেখিতে পাইয়াছে। সে দাঁড়াইয়া, চক্ষু মুদিয়া ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিল। এ পাষণ্ডদের হস্তে আজ ত তাহাদের নিশ্চয়ই লাঞ্ছনা হইবে! "ভগবান! তাদের রক্ষা কর। ধরণি! দ্বিধা হইয়া তোমার অনন্ত গর্ভে তাদের স্থান দাও। আর তাহাদের বাঁচিবার প্রয়োজন নাই!" মায়াময়ী প্রাণের যাতনায় আকুল হইয়া উঠিল। অশ্রু, মুদ্রিত চক্ষুর পলক ভেদ করিয়া প্রস্রবণের ধারায় বক্ষে ঝরিতে লাগিল।

প্রহরী বলিল—"কেন মায়িজী! ও নির্দ্দয়ের সঙ্গে তর্ক করিলে?"

তুলসী তখন অশ্রু মুছিয়া বলিল—"সাহেব গেল কোথায়?"

প্রহরী বলিল—"সাহেব বনের মধ্যে দুইটী স্ত্রীলোক দেখিয়াছে। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে লোক লইয়া চলিয়াছে।"

তুলসী। দুইটী স্ত্রীলোক ধরিতে এত লোক গেল?

প্রহরী। স্ত্রীলোক দুইটী, কিন্তু তাহাদের রক্ষা করিতে অনেক লোক আছে! তাহারা ডাকাত—মিউটিনির সময় সর্দ্দারী করিয়াছিল। তাহাদেরই ধরিবার জন্য সাহেব এত লোক আনিয়াছে।

তুলসী। আমাকে লইয়া এখন তুমি কি করিতে চাও?

প্রহরী। আর কেন লজ্জা দাও মায়ী! এই নীচ কর্ম্ম করিতেছি। তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে বিচরণ কর। কিন্তু দেখো মা, আমার রুটী মারিও না।

তুলসী। আমি ত থাকিতে পারিব না। তাহারা আমার স্বামীকে ধরিতে চলিয়াছে।

প্রহরী। তা মা, হার গাছটা ফেলিয়াই দাও না। উহারা যখন লইবে বলিয়া আনিয়াছে, তখন না লইয়া যাইবে কি?

তুলসী। হার তাঁহাদের কাছে। ইচ্ছা হয়, তুমি আমার সঙ্গে আসিতে পার। আমি সাহেবের কাছেই চলিয়াছি।

এই বলিয়া তুলসী গমনোদ্যতা হইল। প্রহরিবর বড় ফাঁপরে পড়িল। তুলসী বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ভয় নাই। তুমি আমার সঙ্গে চল। সাহেবের কাছে গেলে, সে আর তোমাকে তিরস্কার করিবে না।"

তুলসী প্রহরীর উত্তরের অপেক্ষায় রহিল না। প্রহরিবরের চক্ষের পলক না পড়িতে পড়িতে, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কি করিবে, হতভাগ্য অস্ত্র শস্ত্র হাতে থাকিতেও হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তুলসী বরাবর উপরে গেল। উপর হইতে সন্ধান করিতে লাগিল, পুলীশের দল কোথায় আছে, কতদূর গিয়াছে। চারিদিকে চাহিতে ব্রাউনকে দেখিল। ব্রাউন তাহার পূর্ব্বাধিষ্ঠিত নদীতীরস্থ বৃক্ষতলে গুপ্তভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন।

অন্য কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া, [illegible]সী তাঁহার নিকটেই চলিল। ব্রাউন বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া, গ্রীভের অনুচরগণের নদীপার হওয়া দেখিতে ছিলেন। এমন সময়ে তুলসী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, তাঁহাকে বলিল—"কি সাহেব! রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া, রাগে কি পুলীশের সাহায্য লইয়াছ?"

ব্রাউন ফিরিয়া দেখিল, সেই তেজস্বিনী সুন্দরী! অমনি অভিবাদন করিয়া বলিল—"আমাকে এত নীচ মনে করিবেন না।

আপনাদের কি করিতে পারি আদেশ করুন। সে কার্য্যের জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি।"

তুলসী। সত্য?

ব্রাউন। আমাকে কার্য্যের ভার দিয়া দেখুন।

তুলসী। সাহেব! দয়া করিয়া আমার অভাগিনী ভগিনীটিকে অমর্য্যাদার হস্ত হইতে রক্ষা কর।

ব্রাউন। কোথায় তিনি?

তুলসী। মর্য্যাদা রক্ষার ভয়ে তিনি অরণ্যে পলায়ন করিয়াছেন। পুলীশে তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছে।

ব্রাউন। আমি কোন্ পথে যাইব?

তুলসী। পথ এতক্ষণ বোধ হয় পুলিশের আয়ত্তে। আপনাকে এই বন ধরিয়া বরাবর পশ্চিম মুখে যাইতে হইবে, তাহাদের অন্বেষণ করিতে হইবে। পুলীশ না পঁহুছিতে তাহাদের ধরিতে হইবে।

ব্রাউন। আমাকে দেখিলে তিনি যদি আবার ভয় পান! আমাকে একবার দেখিয়া, ভয়ে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

তুলসী। সাহেব। ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

এই বলিয়া তুলসী বৃক্ষের একটা পত্র কুড়াইল। তারপর দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইল।

ব্রাউন বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—"বুঝিয়াছি, নিবৃত্ত হ'ন। আমার কাছে লিখিবার উপকরণ আছে।"

তুলসী মৃদু হাসিয়া বলিল—"আর একটু আগে বলিতে হয়!

লোহিত রাগে চাঁপার কলি রঞ্জিত হইল। তুলসী সেই শোণিতক্রান্ত অঙ্গুলি দিয়া পত্র পৃষ্ঠে

বিস্ময়বিমুগ্ধ ব্রাউন এক দৃষ্টে এই অদ্ভুত রমণীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

লেখা শেষ হইলে, তুলসী পত্র খানা ব্রাউনকে দিয়া বলিল—"এই খানা তাহাকে দেখাইবেন। আর আমার সঙ্গে আসুন। আমি নদী পারের পথ দেখাইয়া দিতেছি।

ব্রাউনকে সুবর্ণরেখা পার করিয়া তুলসী প্রহরীর কাছে ফিরিয়া আসিল।

হতভাগ্য দ্বারদেশে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, স্ত্রীলোকটা আর ফিরিবে না। অথচ বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমণীর অন্বেষণ করিতেও তার সাহস ছিল না। কাজেই সাহেবের কাছে লাঞ্ছনা, এবং সেই সঙ্গে চাকুরী হইতে চিরাবসর প্রাপ্তি সে একরূপ স্থির করিয়া অবসন্ন দেহে দ্বার জুড়িয়া বসিয়াছিল! তুলসীকে দেখিয়া সে প্রাণ পাইল। সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। তুলসী বলিল—"কি সিপাহীজী? লাঞ্ছনার ভয়, চাকুরীর ভয় ঘুচিল কি?"

সিপাহী মাথা হেঁট করিয়া বলিল—"মায়িজী। আপনি দেবী।"

তুলসী। কখন্ সাহেবের দল ফিরিবে, তাহার ঠিক নাই, ততক্ষণ অনাহারে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিবে কেন? আমি কিছু আহারের আয়োজন করি।

প্রহরী। এ তুম কি বলছ মায়ী!

তুলসী। এটা মহারাজ বীরচন্দ্রের বাটী। এ বাটীর দ্বারে আসিয়া কখনও কোন অতিথি বিমুখ হয় নাই!

প্রহরী আভূমি প্রণত হইয়া তুলসীকে দেবী জ্ঞানে অভিবাদন করিল। তুলসী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রহরীর যোগ্য আহার সংগ্রহ করিতে তাহার হ বিলম্ব হইল। বহির্দ্বারে ফিরিয়া আসিয়া খে প্রহরী নাই। "সিপাহীজী, সিপাহীজী" লিয়া সে কত ডাকিল, কোনও উত্তর পাইল । খাদ্য হাতে সে বহুদূর অগ্রসর হইল, হরীর সন্ধান পাইল না। এক পা এক পা রিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল, সেখানে কাহা-কেও দেখিল না।

থালা হাতে তুলসী ফিরিতেছে, এমন সময় চাৎ হইতে কে ডাকিল—"তুলসী!" তুলসী রিয়া দেখিল, স্বামী।

তুলসীর বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল।

"তুমি কেমন করিয়া এখানে রহিয়াছ?"

সদা। কেন থাকিব না? কতকগুলা বাঁদীর ছার ভয়ে পলাইব? তুলসী! সে দিন অতিথি কার করিতে পার নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছ, ই আজ তোমার দ্বারে অতিথি।

তুলসী। সাহেব যে তোমাকে ধরিতে সিয়াছে!

সদা। মুন্না তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছে। র দলবল এখন তাকে বাঁচাইবে, না াদের ধরিবে।

এই সময় মুন্না একটা ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে স্থিত হইল।

সদা। কি খবর মুন্না?

মুন্না। সাহেবকে উদ্ধার করিয়া তাহার ছ এই বক্‌শিস্ আনিয়াছি।

এই বলিয়া মুন্না একটা পিস্তল দেখাইল; ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাকে ছাড়িয়া । তুলসীর হস্তে খাদ্য দেখিয়া হাসিতে াতে বলিল—"ভাইটী ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে, আগে হইতেই বুঝিয়া কি আহার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ? দিদি! অতি পরিশ্রমে আমি ক্ষুধার্ত্ত।"

এই বলিয়া তুলসীর হাত হইতে থালা লইয়া মুন্না ভোজনে প্রবৃত্ত হইল—আদেশের অপেক্ষা রাখিল না।

তুলসী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মুন্না বলিল—"দেখিতেছ কি! আর মাস খানেকের মধ্যে এখানে কাহাকেও আসিতে হইবে না। বার কতক যে জল খাওয়াইয়াছি, তাহার ধাক্কা সামলাইতে সাহেবের মাস খানেক লাগিবে।

সদা। সবাই ফিরিয়াছে?

মুন্না। কেবল মুকুন্দ, আর চারিজন সিপাহী ফিরে নাই। আমি তাহাদের সন্ধানে চলিলাম।

মুন্না প্রস্থান করিল।

সদা। আর কেন তুলসী ঘরে চল।

তুলসী। আমি যে এক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি—রাণী মা ও নারায়ণীকে বনে পাঠাইয়াছি!

সদা। তাহাদের উদ্ধার করিতে লোকও ত নিযুক্ত করিয়াছি। তোমার অঙ্গুলি নিঃসৃত রক্তমসী আমার দৃষ্টিতে সূর্য্যদেবকেও রক্তিমাভ করিয়াছিল।

তুলসী মৃদু হাসিয়া স্বামীকে একটা প্রণাম করিল—"তবে এস, দেব অতিথি ঘরে এস।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

তুলসীর কাছে বিদায় লইয়া মুন্না, সাহেব ও তাহার অনুচরদিগের ক্রিয়াকলাপ দেখিবার জন্য সদাশিবের সঙ্গে বনমধ্যস্থ এক দুরভিগম্য নিভৃত স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। তিনটী অসহায়া স্ত্রীলোককে বিপদে ফেলিয়া, কাপুরুষের মত নিজের প্রাণ বাঁচাইতে তাহার প্রবৃত্তি নাই।

সময়ে অসময়ে সুবর্ণরেখা পার হইবার জন্য তাহার গৃহে এক কাঠের ভেলা থাকিত। তাহারা দেখিল, তুলসী সেই ভেলার সাহায্যে একে একে রাণী, নারায়ণী ও একজন সাহেবকে পার করিল। গ্রীড্ সাহেবের ছাদে ওঠা, দূরবীক্ষণ সাহায্যে চারিদিক দর্শন, তুলসীর পত্র লিখিয়া ব্রাউনের হস্তে দান—এ সমস্তই তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। কেবল বাড়ীর অন্তরালে ছিল বলিয়া, মুকুন্দ ও তৎসহচরদিগকে তাহারা বহুক্ষণ দেখিতে পায় নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল, তাহারা সকলে বাড়ী হইতে প্রায় পোয়া খানেক পথ দক্ষিণে সুবর্ণরেখা পার হইতেছে।

কয় দিনের বৃষ্টিতে সুবর্ণরেখার জল বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্রোতও বাড়িয়াছিল। সুতরাং সহজেই কেহ পার হইতে পারিতেছিল না।

তথাপি সাহেবের আদেশে অনুচরবর্গ অতিকষ্টে নদীপার হইল। বাকী রহিল সাহেব ও মুকুন্দ। সাহেবের ঘোড়া কিছুতেই জলে পা দিল না। মুকুন্দেরও তাই। সাহেবের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, মুকুন্দ ঘোড়া ছাড়িয়া নদীতে পড়িল। মুকুন্দ সাঁতার জানিত। তথাপি নদীবেগে প্রায় শত হস্ত দূরে গিয়া পারে উঠিল। সাহেব তাহাকে চারিজন সিপাহী লইয়া রমণীদ্বয়ের অনুসরণে আদেশ করিল। বলিল—"তুমি অগ্রে যাও, আমি এখনি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।"

কিন্তু সাহেব আর পার হইবার সুবিধা পাইতেছিল না। তিনি এ পারে, আর সহচরগণ ওপারে। আধ ঘণ্টা ধরিয়া কেবল পারের চেষ্টা চলিতে লাগিল।

— —[illegible] বলিল—হুজুর। অপেক্ষা করুন। আমি সাহেবকে লইয়া একটু আমোদ করিয়া আসি। আপনাকে সকলে চিনে। আমি বহুরূপী, আমায় ত কেহ চিনে না। সুতরাং আমোদ করিবার এমন সুবিধা আমি ত্যাগ করিব না।

সদাশিব প্রথমে নিষেধ করিল। বলিল—"যদি সাহেব সন্দেহ করে?

মুন্না। করিলে ক্ষতি কি? সাহেব এ পারে একা। সঙ্গীরা নদীপার হইয়া ফিরিতে না ফিরিতে, সাহেবকে সুবর্ণরেখার আধ মণ জল খাওয়াইয়া পালাইব।

সদা। সাহেবের জামার পকেটে পিস্তল আছে।

মুন্না। পকেটে হাত দিয়া পিস্তল বাহির করিতে না করিতে, একটী 'পাপড়া' ছুঁড়িয়া দূর হইতেই হাতখানিকে অবশ করিয়া দিব।

এই বলিয়া মুন্না বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী কাষ্ঠখণ্ড দেখাইয়া নিভৃত স্থানত্যাগ করিল; এবং ভেলাটা অপহরণ করিয়া ভাসাইয়া সাহেবের কাছে উপস্থিত হইল। এক লম্বা সেলাম করিয়া বলিল—"সাহেব! অনুমতি করেন ত এই ভেলার সাহায্যে আপনাকে পার করি।"

গ্রীড তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। মুন্না কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী বলিয়া আপনার পরিচয় দিল। বলিল—"দুর্য্যোগে অনেক গাছ ভূমিসাৎ হইয়া নদীতে পড়িয়া ভাসিয়া যায়! আমি তাই সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি।"

সাহেবের বিশ্বাস হইল। সে তাহাকে পার করিতে আদেশ করিল।

প্রথমে সে ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া, তাহাকে নদীতে ফেলিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই পারে রাখিয়া আসিল। সাহেবের সহচরবর্গ বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল।

ফিরিয়া মুন্না সাহেবকে ভেলার উপরে চড়াইল এবং নিজে এক হাতে ধরিয়া সাঁতারিয়া সাহেবকে পারে লইয়া চলিল।

নদীর মাঝখানে কৌশলে সে ভেলা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। সাহেব নদীতে পড়িয়া গেল। মুন্না তাহাকে ধরিয়া ভাসাইয়া বহুদূর লইয়া গেল। সিপাহীরা কেবল "খবরদার খবরদার" চীৎকার করিতে করিতে তীরাবলম্বনে ছুটিল। জলে নামিয়া সাহেবকে উদ্ধার করিতে কাহারও সাহস হইল না।

সবার অলক্ষ্যে সাহেবকে এক নিভৃত কূলে তুলিয়া মুন্না সাহেবের কাছে পরিশ্রমের পারিতোষিক চাহিল। জলে পড়িয়া সাহেবের কিন্তু মুন্নার উপর ক্রোধ হইয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস, এই বর্ব্বর কোন একটা বিশ্বাস-ঘাতক ভেলায় তুলিয়া তাঁহাকে অনুচরবর্গের সম্মুখে লজ্জিত করিয়াছে। অন্য সময় হইলে, মুন্নার পৃষ্ঠদেশের কতকগুলি রক্তরেখা সাহেবের পুরস্কারের সাক্ষ্য প্রদান করিত। কিন্তু সাহেব জীবনের ভয়ে, অত্যন্ত পরিশ্রমে, ও কতকটা জলপানে একেবারে নির্ব্বীর্য্য, মৃতপ্রায় হইয়াছিল। সুতরাং সে সময় পুরস্কার দেওয়াটা সে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না। বলিল—"সহরে আমার বাংলায় যাইও, সেখানে তোমাকে পুরস্কার দিব।"

"আমার এত দেরী সহিবে না", বলিয়া মুন্না সাহেবের বুকের পকেট হইতে একটী রিভলভার পিস্তল বাহির করিয়া লইল।

তখন সাহেব বুঝিল, এ কাষ্ঠব্যবসায়ী নয়। হয় দস্যু, নয় রাজা বীরচন্দ্রের কোন শক্তিমান অনুচর। অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহার উপর একা—মুন্নার পিস্তল গ্রহণে সাহেব আর দ্বিরুক্তি করিল না।

যাইবার সময় মুন্না বলিল—"সাহেব। আমি যদি তোমায় সুবর্ণরেখার জলে ডুবাইয়া মারিতাম, তাহা হইলে রক্ষা করিত কে? যে হতভাগারা তোমার হুকুমে তাহাদের ভাইদের গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে, তুমি ত নিজেই বুঝ সাহেব, তাহাদের মত বোকা পৃথিবীতে আর নাই। তাহাদের চক্ষে ধূলি দিতে কতক্ষণ?

গ্রীড। তুমি কে?

মুন্না। মুন্নার নাম শুনিয়াছ?

গ্রীড। সেই তুমি?

মুন্না। সেই আর কেমন করিয়া বলিব? সেই থাকিলে কি আমার চোখের উপর একজন নিরীহ ব্রাহ্মণকে জেলে দিতে পারিতে? সংসারের যে কোনও ধার ধারে না, একটী সামান্য পিপীলিকাটী গায়ে হাত তুলিতে কাতর হয়—যদি সেই মুন্না থাকিতাম, তাহা হইলে কি তার শাস্তি দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিতাম? মুন্না বহুকাল মরিয়াছে, আমি তাহার নাম লইয়া আছি।

গ্রীড। তাই কি এখন প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছ?

মুন্না। এখন? কার উপর প্রতিশোধ লইব? তুমি ত মরা। মরার উপর মুন্না কখনও অস্ত্রাঘাত করে না। প্রতিশোধ লইতাম তখন। পঞ্চাশ কামানের মুখের আগুনে তোমাদের ছোটনাগপুরের বাস জন্মের মতন ভষ্ম করিয়া দিতাম। সামান্য দুই একজন অস্ত্রহীনকে [illegible]িয়া তোমাদের আর বীরত্বের গর্ব্ব করিতে হইত না। কি বলিব! দেবতা তোমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অধিকার দিয়াছেন। তাই একদিনে আমার পঞ্চাশ বৎসরের সঞ্চিত শক্তি—কামান, বন্দুক, গোলা, টাকা পেটে পুরিয়াছেন।

বলিতে বলিতে মুন্না স্থানত্যাগ করিল। সাহেব অবাক হইয়া বসিয়া রহিল। ভাবিল, —বর্ব্বরটা বলিল কি? এ সকল কথার কি অর্থ আছে?

অল্পক্ষণ পরেই রূপ সিং ও তার সহচরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্ব্বল গ্রীড সে দিনকার মত বিদ্রোহীর অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিয়া প্রদ্যুম্নপুরে ফিরিয়া চলিলেন। মুন্না সম্বন্ধে কোনও কথা তিনি তাহাদের কাছে প্রকাশ করিলেন না।

যে লোকটা দ্বার জুড়িয়া বসিয়াছিল, সে সঙ্গীদের কোলাহল শুনিয়া আগে হইতেই নদীতীরে ছুটিয়াছিল। সেও দলের সঙ্গে যোগ দিল; তুলসীর আতিথ্য গ্রহণ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না।

কেবল মুকুন্দ ও তাহার চারিজন সঙ্গী বনে পড়িয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পুলীশের ভয়ে ঘর হইতে পলাইয়া আসিয়া, রাণী মধুমতী ও নারায়ণী, তুলসীর আদেশমত পার্ব্বতীয় পথ ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। কথা আছে তুলসী আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে। বেলা দ্বিপ্রহর হইল, তবুও তুলসী আসিয়া পঁহুছিতে পারিল না। তাহার না আসা পর্য্যন্ত পথে বিশ্রাম করিতে তাহাদের উপর তুলসীর আদেশ ছিল। কিন্তু ভয়বিহ্বলা মধুমতী নারায়ণীকে এক দণ্ডের জন্যও পথে বসিতে দেন নাই।

এখন আর কাহারও পা চলে না। এত পথ হাঁটিয়া আসা উভয়ের জীবনেই এই প্রথম। তাহাতে পথ সমতল নয়—সে পথে চলিতে হইলে অবিরত উঠা নামা করিতে হয়। পথ শুধু দুর্গম নয়, ভীষণ—ছোটনাগপুরের বাঘ ভালুক ভরা অরণ্য ভেদ করিয়া, নিয়তির ন্যায় দুর্গম অন্ধকারে যাইয়া মিশিয়াছে!

যে স্থলে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার দুই ধারে প্রায় শত হস্ত পরিমিত উচ্চ, সমশীর্ষ, দূরব্যাপী শৈলরেখা। তাহা আবার কেবল এক বর্ণের এক জাতীয় বৃক্ষদ্বারা সমাচ্ছাদিত। দূর হইতে দেখিতে সুন্দর, চিত্রপটে তুলিতে বড়ই মনোহর, কিন্তু সে পথের পথিকের চক্ষে সে যে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাহা কল্পনায় আসে না।

সেই ভীষণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া সপ্ততি বর্ষীয়া বৃদ্ধা মহারাণী নাতিনীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন। ইচ্ছা জোরে চলেন, কিন্তু সেই পাথুরে পথের অনভ্যস্ত চরণ তাহাদের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতেছিল না। চলিতে চলিতে নারায়ণী এক একবার পিছাইয়া পড়িতেছিল। ধরা পড়িবার ভয়ে বৃদ্ধা অনিচ্ছায় তাহাকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করিয়া অগ্রসর করিতেছিলেন।

মাঝে মাঝে নারায়ণীর পায়ে কাঁকর ফুটিতেছিল। একবার মাত্র ভ্রূর আকুঞ্চনে যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া, একটীবার মাত্র দাঁড়াইয়া, সে আবার নাগাল ধরিতেছিল। একবার পারিল না। সেবারে বুঝি বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল।

চলিতে চলিতে রাণী ফিরিয়া দেখিলেন, নারায়ণী বায়ুতাড়িতা করবীর ন্যায় পতনোন্মুখী। ছুটিয়া আসিয়া রাণী তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, নারায়ণী বলিল—"মা বসিবার স্থান দেখ, আর আমি চলিতে পারি না।"

কিন্তু এরূপ পথের মাঝেই যদি বসিতে হয়, তাহা হইলে এতটা পথ অগ্রসর হইয়া তাহাদের লাভ কি হইল? ধরা পড়িবার ভয় ত ঘুচিল না! রাণী নারায়ণীকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন! নিজের কত শারীরিক বলের পরিচয় দিলেন। কত দিন উপবাসে কত পরিশ্রমের কার্য্য করিয়াছেন শুনাইলেন,

পুলিশের ভয় দেখাইলেন, বাঘের ভয় দেখাইলেন, তথাপি নারায়ণী চলিতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা রাণীকে বিশ্রাম স্থান অন্বেষণে বাধ্য হইতে হইল।

এতক্ষণ রাণী নারায়ণী-রক্ষার একান্ত কামনায় জ্ঞানশূন্যের ন্যায় পথ চলিতেছিলেন। এই এতক্ষণের মধ্যে এক সময়ের জন্যও তিনি পথের ভীষণতা অনুভব করিতে পারেন নাই। এইবারে সময় আসিল। আশ্রয় খুঁজিতে তিনি একবার বামে চাহিলেন। তখন মহারণ্যের প্রকৃত-মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে পড়িল। দক্ষিণে চাহিলেন, দেখিলেন বাম দিকের মত পর্ব্বত পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, স্তরে স্তরে উত্থিত সহস্র সহস্র শালতরু গগনমার্গ ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে কচিৎ বিরল তরুরাজির মধ্য দিয়া পর্ব্বতের ধূসর গাত্র দেখা যাইতে লাগিল। বৃদ্ধা দেখিলেন, সে মূর্ত্তি কি ভীষণ!

স্বকীয় প্রাসাদের ত্রিতল ছাদোপরি বসিয়া বৃদ্ধা নিত্যই এই মহারণ্যের মূর্ত্তি দেখিতেন একা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না বলিয়া, আত্মীয়দিগকে দেখাইতেন। সে মনোরম দৃশ্যের মনোহারিত্ব তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে কি না সন্দেহ করিয়া, মহারাণী এই নৈসর্গিক চিত্রপটের এক এক অঙ্গ দেখাইয়া তাহাদের চোখ খুলিয়া দিতেন। তরুণ বয়সে পৌর্ণমাসী রজনীর প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে পুত্রকে কোলে করিয়া চাঁদ দেখাইতেন; আর সেই ফুটন্ত জ্যোছনায় উদ্ভাসিত দিগন্ত-স্পর্শী শালবন দেখাইয়া, পুত্রকে হাসাইতেন, আপনিও হাসিতেন। সম্বোধনে উত্তর না পাইয়া, কত দিন সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধা আত্ম-বিস্মৃতা মহিষীর অন্যমনস্কতা ভঙ্গ করিতে মহারাজ বীর-চন্দ্রকে উপরে আসিতে হইয়াছে। কতবার বৃদ্ধা মহারাণী রোরুদ্যমানা নাতিনীকে এই হরিৎ সাগরে ফেলিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া ম্লানমুখে হাসির সঞ্চার করিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্নেও জানিতেন না, সেই মনোহারিত্বের সন্নিকট এত ভীষণ!

সুষুপ্ত ভয় রাশি সহসা জাগরিত হইয়া, তাহার বক্ষ আলোড়ন করিয়া তুলিল। নারায়ণী পিতামহীর একদৃষ্টে অরণ্য পরিদর্শন নিরীক্ষণ করিয়া ও তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিল যে, এইবারে বৃদ্ধার ভয় জন্মিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—

"কি দেখিতেছ মা ?"

রাণী। এ কোথায় আসিলাম নারায়ণী ?

নারায়ণী। তুমি এখন দেখিলে, আমি অনেকক্ষণ হইতে দেখিয়া আসিতেছি।

রাণী। আগে কেন বলিলি না ?

নারায়ণী। বলিতে দিলে কই!

রাণী। তুলসী করিল কি ?

নারায়ণী। সে আর কি করিবে! তার কি হইল জিজ্ঞাসা কর। হয় আমরা পথ ভুলিয়াছি, নয় দিদি আমার পুলীশের কাছে আবদ্ধ। মা এমন অভাগ্য আমরা, নিজেও মজিলাম, অপরকেও মজাইলাম!

রাণী দেখিলেন জগৎ অন্ধকার। তুলসী যে বিপন্না হইবে, এ কথা এক সময়ের জন্য মনে জাগে নাই। সেই বালিকা মূর্ত্তিতে মায়াময়ী দেবী সাধ করিয়া তাহাদের সুখের ভাগ লইতে আসিয়া বিপদে পড়িবে! সে যদি না আসিল, তাহা হইলে এতটা পথ আসিয়া তাহাদের লাভ হইল কি ? পূর্ব্বদিবসত্রয় রাণী এক-রূপ অর্দ্ধাশনে দিনযাপন করিয়াছিলেন, তথাপি দুর্ব্বলতা তাঁহাকে এতক্ষণ স্পর্শও করিতে পারে

নাই। নারায়ণীর শেষ কথায় সহসা কে যেন তাঁর বল অপহরণ করিয়া লইল। পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, হাতের স্থানে স্থানে খিল ধরিল। কণ্ঠ তালু শুষ্ক, মরুভূমিবৎ নীরস। কথা কহিবার পর্য্যন্ত শক্তি রহিল না। সম্মুখে চাহিলেন, দেখিলেন পার্ব্বতীয় পথ পূর্ব্ব হইতে ক্রমনিম্ন হইয়া ঠিক যেন একটু একটু করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। আকাশের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সূর্য্য ঢলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পর্ব্বতের অন্তরালে পড়িলেই অন্ধকারে সমস্ত পথ ছাইয়া যাইবে। এখনও ফিরিতে পারিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীতে ফিরিতে পারা যায়, কিন্তু পশ্চাতে চড়াই—ফিরে কে? দ্বিপ্রহর পার হইয়া গেল, তথাপি নারায়ণী মুখে জল দেয় নাই। অনাহারে এতটা চড়াই পথে উঠিলে আর কি সে প্রাণে বাঁচিবে! ফিরিবার কথা ভাবিতে বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিলেন। পর্য্যটন ক্ষমতার অতীত হইয়া গিয়াছে, বসিতেই হইবে। কিন্তু হায় কোথায় বসিবে?

রাণী। বসিবার স্থান কোথায় দিদি?

নারায়ণী। চারিদিকে বৃক্ষের আবরণ, স্থানের অভাব কি? বিধাতা আমাদিগকে বাসের যোগ্য স্থানে আনিয়া দিয়াছেন।

রাণী। তাতো দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ স্থানে আশ্রয় লইলে, আর ঘরে ফিরিতে পারিবি কি?

নারায়ণী। আর ফিরিবারই বা প্রয়োজন কি? বাঘেই খাক্, কি পুলীশেই লইয়া যাক্, আমি বসিব।

পথে আসিতে আসিতে, নারায়ণী একটী পার্ব্বত্য নির্ঝরের ধারে একটী বিশ্রামযোগ্য স্থান দেখিয়াছিল। পিতামহীকে সেই স্থানে লইয়া চলিল। রাণী দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নির্ঝর সমীপে শিলাতলে উপবি
নারায়ণী রাণীকে বলিল—"মা! বিধা
দের জন্য এখন এই বাসস্থান
করিয়াছেন। আর বোধ হয় আম
স্থান ত্যাগ করিতে হইবে না।"

রাণী কোনও উত্তর করিলেন না
কহিবার আর তাঁর সাধ্য ছিল না। স্তি
নয়নে পথের দিকে চাহিয়া তুলসীর
করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ তাঁ
অবস্থায় কাটিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে
দিকে ফিরিয়া দেখেন, সে এক দৃষ্টে
পানে চাহিয়া আছে। রাণী মনে
বুঝি নারায়ণী পিপাসিতা। বলিলে
একেলা এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা
পারিবি? আমি শাল পাতের ঠোঙ
জল আনি।"

নারায়ণী উত্তর দিল না। সে
পারে কি দেখিতেছিল। রাণী
ঠেলিলেন। তখন নারায়ণী বলিল—"
দূর হইতে কাহারা আমাদের দেখিতে

"তা' হইলে উপায়?"

"আমি একটু এইখানে শুই।
নারায়ণী পিতামহীর উরুতে মাথা রা
করিল।

"এখানে কোথা শুইলি নারায়ণ

আর নারায়ণী! তাহার চে
আসিল। রাণী তাহাকে স্থানের
কথা শুনাইলেন। নারায়ণী চোখ
বৃদ্ধা দেখিলেন, নিদ্রায় সে অভি
পড়িয়াছে। তুলিতে আর তার প্র

বে ঘুমা। অদৃষ্টে এ হইতে আর
চ দুঃখ হইতে পারে? ভগবান
জন্য যদি তোর একটু শান্তির বিধান
কেন, যতক্ষণ পারিস্ তাহা সম্ভোগ
এই বলিয়া তিনি, নির্ঝরের দিকে
কি দেখিয়াছে, দেখিবার চেষ্টা
কিছুই দেখিতে পাইলেন না।
থাকিতে থাকিতে, সম্পদের ছবি-
স্ত হইয়া একটী একটী করিয়া তাঁহার
াসিয়া উঠিতে লাগিল। পুত্র রামচন্দ্র,
স্বামীর সুখের সহচর—বন্ধু, ভৃত্য,
স্ত, একবার করিয়া তাহার চোখের
স্থিত হইয়া মিলাইয়া গেল। ঐশ্বর্য্য
বঞ্চিত, শত্রুবিমর্দ্দিত মহারাজের
র্ত্ত, কারবাসে নিষ্পীড়িত দেব-হৃদয়
সহিত যুগপৎ হৃদয়ে জাগিয়া, রাণীকে
রিয়া তুলিল। মনের আবেগে বৃদ্ধা
স্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সময়ে পার্শ্বস্থ জঙ্গলের ভিতর হইতে
র মর্ম্মর শব্দ উত্থিত হইল! সভয়ে
াদিকে চাহিয়া দেখিলেন; নারায়ণীকে
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নারায়ণী
া উঠিতে চারিজন ভীমকায় প্রহরী
কে বেষ্টন করিল। সঙ্গে মুকুন্দ।
াকে দেখিয়া রাণী বলিলেন—"কি
আমাদের বনবাসিনী করিয়াও কি
পিতাপুত্রের তৃপ্তি হইল না? তাই
র বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের
াষ্ট করিতে আসিয়াছ?"

র অবস্থা দেখিয়া, তাহার কথা
মুকুন্দ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না;
উত্তর করিল—"তোমরা নিজেই
র মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছ। আমার
পিতা তোমাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ করিয়া-
ছিলেন। তার পুরস্কার স্বরূপ তোমার স্বামী
তার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। হিতা-
কাঙ্ক্ষী বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া মূর্খ রাজা
আপনারই সর্ব্বনাশ করিয়াছে; তোমাদেরও
এই দশায় আনিয়াছে।"

রাণী বুঝিলেন, অধিক কথা কহিলে, এ
নরাধমের কাছে মর্য্যাদা থাকিবে না। তাই
জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি করিতে
চাও?"

মুকুন্দ। বীরচন্দ্র সাহীদেবের সমস্ত
সম্পত্তি সরকার বাহাদুরের প্রাপ্য। তোমরা
তাঁহাদের হার অপহরণ করিয়া নিজের কাছে
রাখিয়াছ।

রাণী। হার আমাদের কাছে আছে, এ
কথা তোমাকে কে বলিল?

মুকুন্দ। বলিবে কে? আমরা সন্ধানে
জানিয়াছি। বিদ্রোহী সদাশিব কাল আসিয়া
হার গাছটী তোমাদের দিয়া গিয়াছে।

রাণী। যদি না দিই।

মুকুন্দ প্রহরীদের দেখাইয়া বলিল,—"ইহারা
আদায় করিবে।"

রাণী। আমি দিব না। উহারা আদায় করুক।

প্রহরীরা যে হার আদায় করিতে রাণীর
উপর বল প্রয়োগ করে, এ সাহস তাহাদের
ছিল না। তাহারা অন্তঃপুরেশ্বরীর মর্য্যাদা
বুঝিত। মুকুন্দ হার ছড়াটী লইতে, তাহাদের
মধ্যে একজনের উপর ইঙ্গিতে যেই আদেশ
করিল, অমনি সে বলিল—"হুজুর! গ্রহণ
করিতে হয় আপনি করুন। আমি রাণীজীর
গায়ে হাত দিতে পারিব না।"

আর একজন বলিল,—"সাহেব হার লইতে
আপনার উপর আদেশ দিয়াছেন! আমাদের

নিয়া রাণীর অমর্য্যাদা করিতে তার সাহস হয় নাই।"

তৃতীয় বলিল—"আপনি বনের মধ্যে বিপদে পড়িলে, আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

চতুর্থ রাণীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জানু অবনত করিল, আর বলিল—"রাণীজী মায়ী! হার ছড়াটা ফেলিয়া দিন। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্বামী, পুত্র, সমস্ত হারাইয়া তুচ্ছ এক ছড়া হারে লোভ রাখিয়াছেন কেন মা? সরকার বাহাদুর যখন সন্ধান পাইয়াছে, তখন আর কিছুতেই তাহা আপনি রক্ষা করিতে পারিবেন না।"

রাণী উত্তর করিলেন—"তুমি বাপ ঠিক বলিয়াছ। হার রাখিব না, তোমাদেরই দিব। ক্ষণেক অপেক্ষা কর।"—এই বলিয়া নারায়ণীকে জাগাইলেন।

নিদ্রার কোলে মাথা রাখিয়া নারায়ণী কিয়ৎক্ষণের জন্য সকল দুঃখই ভুলিয়াছিল। সুতরাং জাগিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় ফিরিতে তার কিছু বিলম্ব হইতেছিল।

মুকুন্দের বিলম্ব সহিতেছিল না। রাত্রির চপেটাঘাতের ব্যথাটা তখনও তাঁহার স্কন্ধ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বন হইতে বাহির না হইতে পারিলে, কত কি বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। গণ্ডদেশ কত চপেটাঘাতের আস্বাদ অনুভব করিতে পারে, তার সংখ্যা কি? বিলম্বে বিপদের আশঙ্কায় মুকুন্দ রাণীকে বলিল—

"আমাদের বিদায় করিয়া নাতিনীকে তুলিতে বল।"

রাণী আবার ডাকিলেন "নারায়ণী!"

নারায়ণী অপরদিকে মুখ করিয়াছিল। উঠিয়া মুকুন্দ কিংবা তৎসহচরদের দেখিতে পায় নাই। পিতামহীর কথা শুনিয়া প[...]

ফিরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—

"কাহারা দেখিতেছিল, জানিতে[...] কি মা?"

রাণী। জানিয়াছি, তাঁহারা [...] পিছনে দাঁড়াইয়া।

নারায়ণী ফিরিয়া বসিল। অমনি[...] মুকুন্দকে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় [...] অঙ্গ ব্যস্ততার সহিত আবৃত করিতে ল[...]

মুকুন্দ বহুকাল নারায়ণীকে দে[...] রাজা তাহার হস্তে নারায়ণীকে সমর্পণ ক[...] নারায়ণীও আত্ম সমর্পণ করিতে ব্যস্ত [...] নাই। এই সকল কারণে মুকুন্দ [...] দেখিতে পাইলে দুই কথা শুনাই[...] করিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়[...] আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তখ[...] বালিকা দেখিয়াছিল, এখন সে রূ[...] লইয়া পূর্ণাবয়বা সুন্দরী। মুকুন্দ সে র[...] প্রথমে কোনও কথা কহিতে পারিল ন[...]

মুকুন্দকে দেখিয়াই নারায়ণী [...] হার ছড়াটী লইতে আসিয়াছে। [...] ভাব গোপন করিয়া বলিল—

"কি মুকুন্দ! আমি কেমন আছি [...] আসিয়াছ?"

মুকুন্দ। আমাকে তিরস্কার [...] তোমার বুদ্ধিহীন পিতামহ তোমাকে [...] উপস্থিত করিয়াছেন।

নারায়ণী। তাই বুঝি তোমা[...] পিতা, তার বুদ্ধিমান পুত্রকে আমা[...] জন্য বনে পাঠাইয়াছেন?

মুকুন্দ। ক্রোধ করিয়া যা [...] হাতে পড়িলে, তুমি আজ প্রসাদ[...] হইতে।

য়ণী। আমার বড় ভাগ্য যে তাহা । তোমার হাতে পড়ার চেয়ে বনবাসিনী য়স্কর।

নারায়ণীকে কথা কহিতে নিষেধ. ।। তাঁহার ভয়, পাছে ক্রুদ্ধ মুকুন্দ তাহার করিয়া বসে। –

দ তথাপি ক্রোধ করিল না। নারায়ণীর ন আপনার ঐশ্বর্য্য অসম্পূর্ণ বোধ নারায়ণীকে সে অবিবাহিতাই জানিত। , নারায়ণী অভিমানে তাহাকে তির- তেছে। রাণীর কথায় তাহার আর প্রত্যয় হইল। মিষ্টবাক্যে বৃদ্ধাকে করিয়া বলিল—"আপনি যদি এখনও ক আমার হাতে সমর্পণ করেন—

কর্ নরাধম! ভগবান আমাকে মীর হাতে সমর্পণ করিয়াছেন।" এই না নারায়ণী দাঁড়াইয়া পিতামহীর হাত য় মা! এ স্থান হইতে চলিয়া যাই। র মুখ দেখিলে পাপ হয়।"

ণী জ্ঞানশূন্যের মত পিতামহীকে টানিয়া ল। মুকুন্দ দেখিল, সব যায়। হস্তচ্যুত হইয়া কোন অজ্ঞাত হস্তে সঙ্গে সঙ্গে হার যায়। থাকিবে বের কাছে তিরস্কার! এক রমণীর তে হার লইতে যদি মুকুন্দ অপারগ, ত জায়গীর দিলে সে রাখিতে পারিবে ? শুধু এই টুকু বুঝিল যে, শুধু হাতে কেব নিশ্চয় তাহাদের প্রদত্ত জায়গীর হবে।

বিয়া মুকুন্দ আবার নারায়ণীর অভি- । সিপাহীরা মুকুন্দের কাছে দাঁড়া- তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ণী যে দিকে চলিতেছিল, সে দিকে আর পথ ছিল না। উভয়ে এমন স্থানে উপস্থিত হইল যে, সে স্থান হইতে আর এক পদ অগ্রসর হইলে, একেবারে পাঁচ সাত হাত নীচে পড়িতে হয়। সে স্থানটী পূর্ব্বকথিত পার্ব্বত্য নির্ঝরের তীর ভূমি। পাঁচ সাত হাত নিম্নে ঘর্ঘর প্রদেশে কল কল করিয়া নির্ঝর জল ক্রম-নিম্ন ভূমির দিকে বহিয়া চলিতেছে।

রাণী। এ কোথায় আসিলি নারায়ণী?

নারায়ণী। ঠিক স্থানেই ত আসিয়াছি মা! পড়িয়া মরিতে পারিলেই ত আমরা নিশ্চিন্ত। মা! বড় অপমান! বাঁচিয়া আর আমাদের সুখ নাই।

রাণী! মরিতে পারিলে ত বাঁচি। কিন্তু হিঁদুর মেয়ে আত্মহত্যা করিয়া ত মরিতে পারি না। ভোগের শেষ হয়, এই জন্মেই হউক, আবার জন্মান্তরের জন্য রাখা কেন? উহারা আসিতেছে, হার ফেলিয়া দে।

নারায়ণী। প্রাণ থাকিতে দিব না। উহারা কেমন করিয়া লইতে পারে দেখিব।

এই সময়ে সানুচর মুকুন্দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—"হার না দিয়া কোথায় যাইতেছ?"

("Hold! wretch! a step more and you are a dead man.") "খবরদার! আর এক পদও অগ্রসর হইও না। এক পদ অগ্রসর হইলেই মৃত্যু।" বনমধ্য হইতে এই অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর উত্থিত হইল। সকলে ফিরিয়া দেখিল—এক সাহেব! ভয়ে বিস্ময়ে নীচে নামিবার ব্যস্ততায় রাণীর পদস্খলন হইল। তিনি একেবারে সাত হাত নীচে পড়িয়া গেলেন। নারায়ণী সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল।

মুকুন্দ ও তৎসহচরবর্গ দারুণ ভয়ে অভিভূত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিল।

পাঠককে বলিতে হইবে না, সাহেব কে? ব্রাউন সুবর্ণরেখার তীর ধরিয়া ছুটিয়া, অবশেষে বন আতিপাতি করিয়া বহুকষ্টে রাণী ও নারায়ণীর সন্ধান পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নারায়ণী ডাকিল—"মা!" রাণী চক্ষু মুদিয়া; ভূমির দিকে মুখ করিয়া পড়িয়া—উত্তর দিলেন না। নারায়ণী আবার ডাকিল—"মা!" উত্তর পাইল না। গা ঠেলিয়া বলিল,—"এ কোথায় শুইলি মা!"

বার দুই তিন ঠেলিয়া যখন দেখিল মা উঠিল না, তখন নির্ঝরিণী হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল আনিয়া, বার কয়েক পিতামহীর মুখে দিল। পিতামহী সংজ্ঞার চিহ্ন মাত্রও দেখাইল না।

নারায়ণী তখন বুঝিল, পিতামহী আর মানুষের আহ্বানে উত্তর দিবে না। তখন তাঁহাকে কোলে তুলিয়া নীরবে অশ্রুজলে তাঁহার দেহ সিক্ত করিতে লাগিল।

মুকুন্দও তৎসহচরগণকে দূরীভূত করিয়া, ব্রাউন নারায়ণীর অন্বেষণে নির্ঝর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সে পিতামহীর বুকে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে। মুক্ত দীর্ঘ-কেশরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। রাণী ভূপতিতা। তাঁহার অবস্থাও নারায়ণীর কার্য্য, ব্রাউন দূর হইতে ভাল বুঝিতে পারিলেন না। মর্য্যাদাহানির ভয়ে, দূর হইতেই তিনি সম্বোধন করিলেন—"রাজকুমারী!"

নারায়ণী মাথা তুলিয়া দেখিল, একজন সাহেব। সে কোনও উত্তর করিল না। গলা হইতে হার ছড়াটা খুলিল। এবং নির্ঝরিণী লক্ষ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল। হার জলে পড়িল না। জল সন্নিহিত একটা বালুকাস্তূপে পতিত হইল। ব্রাউন তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। হার ছড়াটা কুড়াইয়া আনিলেন; এবং নারায়ণীর নিকটে গিয়া, ভূমিতে রাখিয়া বলিলেন—"আমি হার লইতে আসি নাই। যাহারা লইতে আসিয়াছিল, সেই নরাধমদের দূর করিয়া দিয়াছি।"

নারায়ণী বিস্মিত হইল। এও কি সম্ভব? না, আমাকে নিঃসহায় ও দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া দুষ্ট রহস্য করিতেছে? জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

ব্রাউন তুলসী কর্ত্তৃক লিখিত বৃক্ষপত্র নারায়ণীর হাতে দিতে গেলেন।

নারায়ণী পত্র ভূমিতে রাখিবার ইঙ্গিত করিল। পত্র পাঠান্তে একবার ব্রাউনের মুখ পানে চাহিল।

ব্রাউন। আমি আপনাদের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছি। আপনাকে এই দশায় উপস্থিত করিয়াছি।

নারায়ণী। আপনি করিবেন কেন? যাহাকে ইতঃপূর্ব্বে আপনি দূর করিয়া দিয়াছেন, সেই দুরাত্মা ও তাহার পিতা হইতেই আমাদের এই অবস্থা হইয়াছে।

ব্রাউন। হার?

নারায়ণী। আপনি রাখুন। বুঝিতেই ত পারিতেছেন, আমার রক্ষা করিবার শক্তি নাই। আমি উহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিব বলিয়াই আসিতেছিলাম।

ব্রাউন। যাহাতে রাখিতে পারেন, আমি যথাশক্তি তার ব্যবস্থা করিব।

নারায়ণী। যিনি আপনাকে পত্র দিয়াছেন, তিনি কোথায়?

ব্রাউন। আমি তাহাকে বাটীতে দেখিয়াছি। তিনি আপনার কে?

নারায়ণী। কে? এক কথায় যে বুঝাইবার শক্তি নাই সাহেব! তিনি দেবী—কোন স্বর্গ

হইতে, আমাকে সান্ত্বনা দিতে, আমার সঙ্গে সমভাবে দুঃখভোগ করিতে আসিয়াছেন।

ব্রাউন। তারপর, কি করিব আদেশ করুন। আমাকে ভৃত্য জ্ঞান করিবেন।

নারায়ণী। না সাহেব! ওকথা আমাকে শুনাইবেন না। দুঃখী বলিয়া দয়া করিতে আসিয়াছিলেন, এই যথেষ্ট। আমার অবস্থা ক্রীতদাসীরও অধম। তাহার ত একটা থাকিবারও স্থান আছে—আমার নাই।

ব্রাউন। বন্ধু জ্ঞান করুন।

নারায়ণী। কি করিবেন! উপকার করিবার আর কি আছে সাহেব?

ব্রাউন। রাণী কি নিদ্রিত?

নারায়ণী পিতামহীর মস্তক ভূমিতে রাখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। কটীদেশ অঞ্চলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"নিদ্রা বটে—কিন্তু এ ঘুম ভাঙ্গাইতে কোনও মানুষের শক্তি নাই।"

ব্রাউন বুঝিলেন, কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন না। একদৃষ্টে সেই গতজীবনা বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নারায়ণী প্রথমে হার ছড়া কুড়াইয়া গলায় পরিল, তারপর পিতামহীকে কাঁধে তুলিবার চেষ্টা করিল। ব্রাউন বলিলেন—"আমাকে আদেশ করুন না। কোথায় লইয়া যাইতে হইবে, কাঁধে করিয়া লইয়া যাই।"

নারায়ণী। তা যে হয় না সাহেব! আমাদের মৃতদেহ যে বিধর্মীর স্পর্শ করিতে নাই।

ব্রাউন। এই ভার কাঁধে লইয়া, এই প্রকাণ্ড বনের ভিতর কোথায় যাইবেন?

নারায়ণী। বলিতে পারি না কোথায় যাইব। সাহেব তুমি আর আমার সঙ্গে আসিও না। দেখিতেছ না চারিদিক হইতে অন্ধকার ঘেরিয়া আসিতেছে। আমি বহুদিন হইতে অন্ধকারে ডুবিয়াছি। অন্ধকারই আমার প্রিয়। তুমি আমার সঙ্গে আসিয়া সুখ পাইবে না।

নারায়ণী পিতামহীকে স্কন্ধে করিয়া নদীগর্ভে অবতরণ করিল, ব্রাউন এক স্থানেই দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, বালিকা পিতামহীকে স্কন্ধে লইয়া, নদীর ধার ধরিয়া বালুকাস্তরের উপর দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল। যেখানে নির্ঝর স্বর্ণরেখার জলস্রোতে মিশিয়াছে, সেইখানে আসিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য দাঁড়াইল। তারপর! চক্ষের নিমেষে বালিকা পিতামহীর সঙ্গে নদীর আবর্ত্ত মধ্যে পতিত হইল।

উন্মাদের মত ছুটিয়া ব্রাউন নদীতে ঝাঁপ দিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জানকী শ্বশুর আনন্দদেবকে জিজ্ঞাসা করিল—"বিদ্রোহী ধরিতে তাহার স্বামীকে সাহেবের সঙ্গে পাঠাইলেন কেন?"

আনন্দ পুত্রবধূকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাহার প্রশ্নের ভাবে বুঝিলেন, মুকুন্দের জন্য তাহার ভয় হইয়াছে। সেই জন্য আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তাহার জন্য কিছু ভয় নেই মা।"

জানকী। কেমন করিয়া জানিলেন?

আনন্দ। সঙ্গে সাহেব আছে; বার জন অস্ত্রধারী পুরুষ আছে।

জানকী। বিদ্রোহীদের কাহারও উপর রাগ নাই। তাদের যত রাগ আপনার উপর ও আপনার পুত্রের উপর।

আনন্দ। থাকিলেই বা কি করিবে?

জানকী। কি করিবে? তাহারা যদি কিছু করিতে চায়, সাহেব কিংবা তার বার জন সঙ্গী কিছুই করিতে পারিবে না।

আনন্দ। তুমি মা স্ত্রীলোক। স্বামীর জন্ম ভয় পাইতেছ, তাই বলিতেছ। অন্যে এ কথা শুনিলে বিশ্বাস করিবে কেন?

জানকী। যেহেতু তাহারা কেহই বিদ্রোহী-দের শক্তি দেখে নাই। দেখিলে বিশ্বাস করিত। আমি দেখিয়াছি, তাই বলিতেছি।

আনন্দ। তুমি কি দেখিয়াছ?

জানকী। একবার নয়, বার বার। তবে বলি, আপনি কিংবা আপনার পুত্রের, কিছুতেই এতদিন নিশ্চিন্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য-ভোগ ঘটিয়া উঠিত না। ঘাতকের হস্তে কোন কালে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইত।

ভীরু আনন্দ ভীতিবিস্ফারিত দৃষ্টিতে পুত্রবধূর পানে চাহিয়া রহিল। জানকী বলিতে লাগিল—"এতদিন কোনও প্রকারে বাঁচিয়াছেন; কিন্তু বার বার তাহাদের উৎপীড়িত করিলে, আপনা-দের রক্ষা করিবে কে?"

আনন্দ। কবে আমাদের হত্যা করিতে আসিয়াছে? তুমি বোধ হয়, আমার ঘরে দুই একদিন অস্ত্র দেখিয়া সন্দেহ করিয়াছ যে, হত্যা-কারী আমার ঘরে আসিয়াছিল।

জানকী। আমি চক্ষে দেখিয়াছি। অস্ত্র ভিক্ষা লইয়া আপনাদের জীবন রক্ষা করিয়াছি।

আনন্দ। বল কি?

জানকী। আর বলিব কি! এত কষ্টে ধন সংগ্রহ করিয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছেন—পুত্রহত্যা করিতে বসিয়াছেন।

আনন্দ। কবে আমার গৃহে ঘাতক ঢুকিয়াছিল?

জানকী। যে দিন ব্রাহ্মণের কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়া, উল্লাস করিতে করিতে আপনারা রাঁচি হইতে ঘরে আসিয়াছিলেন, সেই দিন প্রথম তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তারপর মধ্যের কথা ছাড়িয়া দিই—কাল দেখিয়াছি। আপনার পুত্র দেখেন নাই, তবে বুঝিয়াছেন। এখনও বোধ হয় তাহার গণ্ডে জ্বালা আছে।

আনন্দ। রক্ষা করিল কে?

জানকী। প্রথম করিয়াছিল সদাশিব। তারপর বরাবর আমি তার নাম লইয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছি।

জানকী পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা শ্বশুরকে শুনা-ইল। এমন সময় আনন্দ-পত্নী স্বামীর কাছে ছুটিয়া আসিল; এবং কাঁদিতে কাঁদিতে জানাইল—সন্ধ্যা হইল, সাহেব দলবল লইয়া ফিরিল, কিন্তু তাহার পুত্র ফিরিল না।

জানকী প্রমাদ গণিল।

আনন্দ। উপায়?

আনন্দ-পত্নী। এখনি উপায় কর। নইলে আত্মহত্যা করিব।

আনন্দ। তুমি কেমন করিয়া সংবাদ পাইলে?

আনন্দ-পত্নী। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল। সাহেব মুকুন্দকে বনে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

আনন্দ কাতর দৃষ্টিতে জানকীর মুখ পানে চাহিল।

জানকী। আমাকে অনুমতি করুন। আমি অনন্তপুরে যাই।

আনন্দ-পত্নী। তুমি যাইয়া কি করিবে?

জানকী। আমি না গেলে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

আনন্দ। এস মা, তোমার যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিই।

আনন্দ-পত্নী এ কথার কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে স্বামীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আনন্দদেব বলিলেন—"পরে শুনিও।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সদাশিব রতনের বাটীর সম্মুখে স্মবর্ণরেখার ভাঙ্গা ঘাটে সিক্ত বস্ত্রে দাঁড়াইয়াছিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আকাশে আবার ঘন মেঘের সঞ্চার, সন্ধ্যায় দ্বিপ্রহর রজনীর অন্ধকার।

ধীরে ধীরে তুলসী তার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সদা। কি করিলাম তুলসী? এতদিনের কার্য্য একদিনে নষ্ট করিলাম? নারায়ণীকে হারাইলাম!

তুলসী। এখনও আশা আছে।

সদাশিব। আর আশা। আতি পাতি করিয়া বন খুঁজিয়াছি। দিবসে সন্ধান মিলিল না, এ ঘোর অন্ধকারে তাহাদের পাইবার আশা? তুলসী এতদিন তোমাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম, আজ কিনা দু'দণ্ডের জন্য পারিলাম না?

তুলসী। এখনও ত মুন্না ফিরে নাই।

সদা। মুন্নাও ত মানুষ। মানুষের যা সাধ্য, মুন্না বরাবর তাই করিয়া আসিতেছে। তাহার অধিক ত সে করিতে পারে না। বুঝিয়াছি সে সন্ধান পায় নাই। সন্ধান আর পাইবেও না!

তুলসী। মুকুন্দ কিংবা তাহার সহচরেরা যদি ফিরিত, তা'হলে এই পথেই ত ফিরিত।

সদা। আমি তাহাদেরই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। পাইলে তাহাদের রক্তে আজ নারায়ণীর অদর্শনের প্রতিশোধ লইব।

তুলসী। না প্রভু! তা করিও না।

সদা। বৃথা অনুরোধ করিও না তুলসী। নারায়ণী বাঁচিলেও সে পামরকে হত্যা করিব, মরিলেও হত্যা করিব। দুরাত্মার ভারে ধরণীকে আর অবসন্ন হইতে দিব না।

তুলসী স্বামীর পায়ে ধরিল। সদাশিব বলিল—"গুরু আসিয়া অনুরোধ করিলে শুনিতাম কি না সন্দেহ। তুলসী! দেবতা হইয়া ত আসি নাই। মানুষের প্রাণ লইয়া আসিয়াছি। আর কত সহিব?"

তুলসী। আমি যে তোমাকে তাঁহারও অধিক দেখি প্রভু! দেবতায়ও কি এত ধৈর্য্য আছে?

সদা। তা বলিয়া স্ত্রীর লাঞ্ছনা সহ্য করিব? রাজার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, আমি ভিখারী হইয়াছি, তবু ত একদিনের জন্যও বিচলিত হই নাই। আনন্দে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছি। তোমার অনুরোধে নারায়ণী আমার হাতে হাত দিয়াছে। কেন জান তুলসী? সে জানে তুলসীও একদিন এই হাতে হাত দিয়াছিল। তার অপমানের শোধ না লইয়া মরিলে বৈকুণ্ঠবাসেও আমি সুখী হইব না।

অদূরে বৃক্ষান্তরালে মনুষ্যপদ শব্দ শ্রুত হইল। কাহারা যেন কোন্ দিকে ছুটিয়া পলাইতেছে। সদাশিব সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। তুলসী প্রমাদ গণিল। নতজানু হইয়া গলবস্ত্রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল—"ঠাকুর! স্বামীকে আমার নরঘাতী হইতে দিও না।"

তুলসীও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যাইবে ইচ্ছা করিল। কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, পশ্চাৎ হইতে ব্রাউন ডাকিলেন—"ঠাকুরাণী!"

তুলসী। কে—সাহেব?

ব্রাউন। আপনি গৃহে যান।

তুলসী। আমার ভগিনীকে পাইয়াছেন?

ব্রাউন। পাইয়াছি, কিন্তু এখনও জ্ঞান ফিরে নাই। তিনি নদীতে ডুবিয়াছিলেন। নিমগ্ন হইয়া সংজ্ঞা হারাইয়াছেন।

। কেমন করিয়া আপনার ঋণ
া ?

অন্য কথায় সময় নষ্ট করিবেন
। যাইয়া রাজকুমারীর শুশ্রূষা করুন।
র আনিতে রাঁচি চলিলাম। তাঁহাকে
আসিয়াছি। শীঘ্র যান।
য়াই ব্রাউন তুলসীকে সেলাম করিয়া
তে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।
রাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। দূর
অস্পষ্ট উত্তর তাহার কাণে প্রবেশ
স আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার অবকাশ
চক্ষু পালটাতে ব্রাউন দৃষ্টিপথের
ানা অশুভ কল্পনা করিতে করিতে
প্রবেশ করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

াও বটবৃক্ষের তলে একদিন রতন
ঙ্গ বুঝিয়া বিশ্রাম লইয়াছিলেন,
হার চারিজন সঙ্গী গভীর অন্ধকারে
ল আসিয়া বসিল।

বলিল—হুজুর! আর ভয় নাই,
কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করুন।

আজ যখন মরি নাই, তখন অনেক
। থাকিব।

এখনও আমাদের ভয় ঘুচে নাই।
ন যত শীঘ্র পারি ত্যাগ করি।

সে শক্তি আর নাই। শু'তে
নতাম না।

আমার মতে এ স্থান ত্যাগ করাই
কেন না যার হাত হইতে আজ
াছি, তার নাম মুন্না। সে যাহাকে
। তুলিয়াছে, আজও পর্য্যন্ত কেহ
তাহাকে অক্ষত দেহে ফিরিতে দেখে নাই।
রাণীকে যদি সে সুবর্ণরেখার জলে না পাইত,
তাহা হইলে কেহই আমরা রক্ষা পাইতাম না।
কিন্তু বাঘ তাহার মুখের আহার পরিত্যাগ
করিয়াছে। সে সুবিধা পাইলে, আবার আমা-
দের পাছু লইবে। তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও,
একেবারে প্রসাদপুরে যাইয়া বিশ্রাম কর।

মুকুন্দ বড়ই ক্লান্ত। তাহার কথা কহিবার
পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না। তথাপি এখনও নিরাপদ
নয় শুনিয়া, সে সকলকেই স্থান ত্যাগে অনুরোধ
করিল। বলিল—"আমাকে তোমরা বাড়ী
পৌছাইয়া দাও। যদি প্রসাদপুর পুরস্কার চাও,
তাও তোমাদের দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি।"

এমন সময় বাতাসে শব্দ তুলিয়া একটা
'পাপড়া' প্রথম প্রহরীর মাথায় পতিত হইল।
সে মূর্চ্ছা গেল। দেখিতে দেখিতে আর একটা!
দ্বিতীয় সিপাহী সকরুণ চীৎকার করিয়া ছুটিল।
অবশিষ্টের আর চিন্তা করিবার অবকাশ হইল
না—মূর্চ্ছিত প্রহরীকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধ-
শ্বাসে ছুটিল। মুকুন্দও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল!

মুহূর্ত্ত মধ্যে মুন্না সেখানে আসিয়া উপস্থিত।
মুন্না আসিয়াই প্রহরীর পৃষ্ঠে পদাঘাত করিল।
পদ-প্রহারে হতভাগ্যের সংজ্ঞা ফিরিল। মুন্না
বলিল—"আমার কথা কহিবার অবকাশ নাই।
বল্, রাজকুমারীর কি হইল? মিথ্যা বলিলে
তোকে হত্যা করিব।"

প্রহরী। রাজকুমারী নদীতে ঝাঁপ খাইয়া-
ছেন। তার পর কি হইল জানি না। এক
সাহেব সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি
বলিতে পারেন।

পশ্চাৎ হইতে সদাশিব আসিয়া মুন্নাকে ধরিল।

মুন্না। হুজুর! রাণী আর রাজকুমারী
দুইজনকেই বুঝি হারাইয়াছি। আমি

মৃতদেহ নদীর জল হইতে তুলিয়াছি, কিন্তু রাজকুমারীকে ত পাইলাম না! এই পিশাচেরা তাহাদের হত্যা করিয়াছে।

সদা। তার জন্য এ হতভাগ্যকে হত্যা করিয়া কি হইবে, তুমি পাপিষ্ঠ মুকুন্দকে ধরিয়া আন।

মুন্না। যদি ছাড়িয়া না দাও, তাহা হইলে আনি। নহিলে মিছামিছি, ছেলে মানুষী করিতে আর ইচ্ছা করি না।

সদা। না আর তাহাকে দয়া করিব না।

মুন্না। সত্য কর।

সদা। যদি বুঝিতে পারি নারায়ণী যাছে, তাহা হইলে ছাড়িব না।

মুন্না। সেও মরিয়াছে।

সদা। তাহ'লে পিশাচকে ধরিয়া আমি স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিব।

মুন্না ছুটিল। সদাশিব প্রহরীকে করিয়া কালাবাধের তীরাভিমুখে লইয়া বলিল—"মারিব না, নীরবে সঙ্গে আয় যদি চীৎকার করিস্, এইখানেই হত্যা

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ণী আপনার ঘরে এক দীন শয্যায় পার্শ্বে তুলসী। একটী ক্ষীণ দীপ-ই প্রশস্ত গৃহের এককোণে ম্লান গভীর অন্ধকারের সহিত যুদ্ধে আপ-মতার পরিচয় দিতেছিল। তুলসী মুখের কাছে মুখ লইয়া ডাকিল—

ণী। কেও, দিদি?

। এত ঘুমাইতেছ কেন বোনটী

য়ণী। আমি কোথায়?

ী। কেন ভগিনী, তুমি তোমার রে।

য়ণী উঠিবার চেষ্টা করিল। তুলসী নেধ করিল। নারায়ণী শুনিল না, দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

ী। উঠিও না, তুমি বড় দুর্ব্বল।

য়ণী। তা বুঝিয়াছি, কিন্তু দিদি, আমাকে ল কে?

ী। দেবতা রক্ষা করিয়াছেন।

য়ণী। আমাকে লইয়া আর কষ্ট পাও

ী। কষ্ট? সেকি নারায়ণী? জীবনে সুখ পাইয়া থাকি ত তোমার সঙ্গে।

নারায়ণী! আর থাকিও না—আর সুখ পাইবে না। ঘরে ফিরিয়া যাও। মমতাময়ী পুত্র কোন্ অপরাধে তোমার মমতায় বঞ্চিত হইল?

তুলসী। তাহাকে যোগ্য স্থানেই রাখিয়া আসিয়াছি। মানুষকে সুখী রাখিবার সহস্র উপায় মধ্যে স্নেহ যদি একটা উপায় হয়, আমার পুত্রের ভাগ্যে সে স্নেহের অভাব হইবে না। পুত্রের কথা তুলিয়া আমাকে কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ করিবার চেষ্টা করিও না। তুমিই এখন আমার পুত্র-কন্যা।

নারায়ণী এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। কেবল চক্ষুজল গণ্ড ভাসাইয়া তাহার কৃতজ্ঞতার সাক্ষী দিল। তুলসী তাহার কম্পিত হস্ত দু'টী এক হস্তে ধরিয়া, অন্য হস্তে অঞ্চল ধরিয়া মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল—

"ভগিনী! কাঁদিও না। বিধাতা যদি আমাদের এই অবস্থায় রাখিয়া সুখী হন, তাহা হইলে এই আমাদের সুখ। আমার ঘরের অবস্থা, পুত্রসম স্নেহ-ভাজন দেবরটীর অবস্থা, আমি জানিয়াও জানিতে চাহি না। যাহা জানিতেছি, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি, তাই আমার মত রমণীর পক্ষে যথেষ্ট।

নারায়ণী। কেন এ কথা বলিলে দিদি?

তুলসী। আমার বোধ হয়, সে বালক জীবিত নাই।

নারায়ণী। এরূপ নিদারুণ কথা মুখেও আনিও না। তুমি স্বামী লইয়া, সেই বালকটীকে লইয়া সুখী হও।

তুলসী। আর তুমি?

নারায়ণী। আমার আশা পরিত্যাগ কর।

তুলসী। কি দুঃখে পরিত্যাগ করিব?

নারায়ণী। বিধাতার নির্দ্দেশ। আমার জাতি গিয়াছে।

তুলসী। দেবতায় স্পর্শ করিলে জাতি যায় না। যিনি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি সাধু বলিয়াই জানিও।

নারায়ণী কোনও উত্তর করিল না, ধীরে ধীরে আবার শয্যায় শয়নের উদ্যোগ করিল। তুলসী বুঝিল, কথাটা নারায়ণীর মনোমত হইল না। তাহাকে সাহায্য করিতে গিয়া বুঝিল, তাহার শরীর উষ্ণ। নারায়ণীর জ্বর হইয়াছে।

তুলসী। ভগিনী! শীত অনুভব করিতেছ কি?

নারায়ণী। শরীর জ্বলিতেছে।

তুলসী। সমস্ত দিন অনাহারে আছ, কিছু আহারের ব্যবস্থা করি।

হাত নাড়িয়া নারায়ণী নিষেধ করিল এবং ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। তুলসী অনেকক্ষণ পার্শ্বে বসিয়া রহিল। রাণীর কথাটা জানিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কেমন করিয়া নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিবে? বালিকা যতক্ষণ মোহাবৃতা থাকে, ততক্ষণই তার সুখ। এ সুখ ভাঙ্গিতে তাহার সাহস হইতেছিল না।

নারায়ণীকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া, তুলসী তাহার আহার সংগ্রহের জন্য বাহিরে চলিল। সে বুঝিয়াছিল, বালিকার যেরূপ শারীরিক অবস্থা, তাহাতে বলকর পথ্য না পাইলে সে প্রাণে বাঁচিবে না। কিন্তু উপযোগী এমন কি সামগ্রী আছে যে, মুখের কাছে লইয়া উপস্থিত হয়। এ[illegible] স্বামীর ভাবনা আবার তাহার মনে [illegible] অমনি তাহার শরীর শিহরিল। স্ব[illegible] মুকুন্দকে হত্যা করিতে গিয়াছিল! এখানে, কে হতভাগ্যকে রক্ষা করিলে[illegible] ভিন্ন আমার স্বামীর মতি কে [illegible] পারিবে?

তুলসী মনে করিল, নারায়ণী ঘু[illegible]ইতেছে, তখন এই অবকাশে স্বামীর[illegible] সন্ধান লইয়া আসি।

বাহির হইতেছে, এমন সময়ে [illegible] ছাদের উপরে দীর্ঘাকৃতি সশস্ত্র এক পুরুষ[illegible] মান। কতকটা বিস্ময়ে কতকটা ভয়ে[illegible] জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

লোকটী দূর হইতেই অভিবাদন[illegible] বলিল "মা! আমি আপনার এক নরাধম[illegible] কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসুন, তা[illegible] আমাকে চিনিতে পারিবেন। আমি[illegible] করিয়া কথা কহিতে পারিব না।"

তুলসী তাহার কথায় সাহস পাইয়া[illegible] হইল। নিকটে উপস্থিত হইয়াই [illegible] "কেও, দারোগা সাহেব?"

দারোগা রূপসিং উত্তর করিল[illegible] কহিবার সময় নাই। আত্মীয় যে কেহ[illegible] তাহাকে এখনি সাবধান করিয়া দিন। এই[illegible] অরণ্যে আশ্রয় লইতে বলুন। বিলম্ব করি[illegible] করিতে পারিবেন না। মা! উদরে[illegible] আত্ম বিক্রয় করিয়াছি। ইহার পর আমি[illegible] উপকারে আসিতে পারিব না। দাঁড়াইয়া[illegible] উপরে আপনার প্রিয়জনের বন্ধন [illegible] হয়ত বন্ধনে সহায়তা করিতে হইবে।

অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া, বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি।”

তুলসী রূপ সিংকে অভিবাদন করিয়া বলিল —“আপনি পরম সুহৃদের কার্য্য করিয়াছেন। সে আত্মীয় আর কেহ নহে আমার স্বামী।”

রূপ সিং প্রত্যভিবাদন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থান ত্যাগ করিল। তুলসীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তিন বৎসর পূর্ব্বে যে উদ্যানে সদাশিব একদিন প্রহরিবেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সিপাহীটীকে ধরিয়া, আজ আবার সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল। এ তিন বৎসরে তার কত পরিবর্ত্তন! সদাশিবের অনুভবেই সে উদ্যানের অস্তিত্ব,—অন্যে দেখিলে বুঝিতে পারিত কি না সন্দেহ। সে সুন্দর কাছারী বাড়ী নাই, যেখানে দেওয়ান আনন্দদেব রাজা বীরচন্দ্রের সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া বাস করিত। উদ্যান-প্রবেশ-মুখে বিচিত্র লতালিঙ্গিত সে সুন্দর স্তম্ভ নাই, তাহার পূর্ব্ব গৌরব-চিহ্নের ক্ষীণ লেখাটী পর্য্যন্ত আনন্দদেব মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। চারিধারে কেবল কতকগুলা ভগ্নস্তূপ। যেখানে এক সময় ছোট ছোট মর্ম্মর প্রস্তরগুলি, ছোট ছোট ফুলগাছ গুলির বেষ্টনে, আগন্তুকের প্রাণের প্রতিবিম্ব লইয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলির মত, নীরবে আপনা আপনির ভিতর হাসির চলাচল করিত, স্তূপ গুলা সেখানে তাহাদের এক একটা সমাধি স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া আছে। অধিকাংশ পুষ্পবৃক্ষ উন্মূলিত অথবা কর্ত্তিত। যে গাছগুলা মরিবার নয়, তাহারাই কেবল আছে। তাহারাই কেবল নিলজ্জ ভিখারীর মত শত লাঞ্ছনা সহিয়াও কচিদাগত আগন্তুকের উদ্দেশে মাথা নাড়িয়া, হাত দুলাইয়া দর্শন-করুণা ভিক্ষা করিতেছে।

উদ্যানে প্রবেশ করিবামাত্রই সদাশিবের মন বিষণ্ণ হইল। সেই তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা তাহার মনে জাগিল। মনে মনে বলিল —তখন আমি কি ছিলাম, এখন আমি কি হইয়াছি। এই বাগানের সঙ্গে আমার মন শতধা ভগ্ন হইয়াছে।

বিষাদের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা আবার তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। সে ভাবিল, জীবনের যখন কোনও কার্য্য সিদ্ধ হইল না, তখন একটা সামান্য সিপাহীকে হত্যা করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করি কেন? সদাশিব হতভাগ্যকে মুক্তি দিয়া বলিল—“অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া, এই দণ্ডেই এই স্থান পরিত্যাগ কর। সাবধান, যেন মুন্না দেখিতে না পায়, দেখিলে আমি রক্ষা করিতে পারিব না।” সিপাহী সেলাম করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

যে মর্ম্মর প্রস্তরমণ্ডিত বেদীর উপর সদাশিব একবার বিশ্রাম লইয়াছিল, সেইটী অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় পড়িয়াছিল। আনন্দদেব তাহার উপর হইতে পাথর গুলি লইয়া গিয়াছে। সদাশিব সেইস্থানে আর একবার উপবেশন করিল।

যুবক বসিল, কিন্তু তার মনের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। ভৃত্যের বেশেও তখন তার আনন্দ উৎসাহ। কর্ত্তব্য পালনের যোগ্যতায় নিজের জীবন লইয়া তখন সে কত সুখী ছিল। এখন আর তাহার সে অবস্থা নাই। তাহার সমস্ত আশা নির্ম্মূল, পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিনী নিকটে থাকিতেও সে বিয়োগী, স্বাধীন হইয়াও সমাজ হইতে তাড়িত, বন্যজন্তুপূর্ণ অরণ্য মধ্যে বন্দী।

সেদিনকার মত সে রাত্রিও নাই। সে চন্দ্রসনাথ গগণমণ্ডল, মলয়সেবিত তরুলতা, পুষ্পগন্ধসেবিত কানন—কিছু নাই। কৌমুদী-প্রতিফলিত সেই সুরম্য বাস-ভবনের চিহ্নমাত্রও নাই।

চারিদিকের অন্ধকার বিশাল প্রান্তর মধ্যেও আপনার বিরাট দেহের স্থান দিতে পারিতে-ছিল না, তাই ঘনীভূত হইয়া কতকটা সদাশিবের হৃদয়ে প্রবেশ করিল।

সদাশিব ভাবিল, বাঁচিয়াও সুখ নাই, দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাইতে যে মরিব, তাহারও উপায় নাই। অন্য কাহারও মৃত্যু কামনা করিলেও কি নিস্তার আছে? সদাশিব এক-বার চিন্তা করিয়া দেখিল। একবার ভাবিল—রাজা? রাজা ত মরিবার জন্য দিবারাত্রিই প্রস্তুত, তার মরণে সদাশিবের বিশেষ কি লাভ হইবে? তুলসী? সেও ত তাহার মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অনন্ত-পুরে আসে নাই। পরহিতব্রত লইয়া সে যে প্রিয় জন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে! নারা-য়ণী? দূরে কালাবাঁধ কল নাদে কাঁদিয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া সদাশিব চাহিয়া দেখিল, কালা-বাঁধের কালো জল সেই নিবিড় আঁধারে দুইটা প্রতিবিম্বিত তারকা চক্ষু লইয়া, কটমট করিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। পূর্ব্বে কাছারী বাড়ী ব্যবধান থাকায়, সে উদ্যান হইতে সরো-বর দৃষ্ট হইত না। এখন সর্ব্বত্র সমভূমি। সদাশিব বলিয়া উঠিল—"না নারায়ণী, তুমি বাঁচিয়া থাক। কাহাকেও যদি মরিতে হয়, তবে মুকুন্দই মরুক।"

"তাঁহাকে ক্ষমা করুন, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।"—কোমল করুণ কণ্ঠ।

চমকিত হইয়া সদাশিব পশ্চাতে ফিরিল—"কে আপনি?"

অবগুণ্ঠনবতী জানকী তাহার পদপ্রান্তে আসিয়া জানু অবনত করিল।

সদা। বুঝিয়াছি, আপনি উঠুন।

জানকী। অগ্রে অভয় দিন।

সদা। নরাধমকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিবেন না।

জানকী। কিন্তু কি করিব, আমার স্বামী। একদিন আপনি কুলকামিনীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তার আকৃতি রক্ষা করুন।

সদাশিব বিপন্ন হইল। বলিল—"সুন্দরি! আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, স্ত্রীর অনুরোধ শুনি নাই।"

আর কোনও কথা না কহিয়া জানকী সদা-শিবের নিকট হইতে চলিল; এবং নিকটের একটা অর্দ্ধভগ্ন স্তম্ভে ভর দিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

সদা। এখানে দাঁড়াইয়া লাভ নাই, আপনি ঘরে ফিরিয়া যান।

জানকী নড়িল না, কোন কথাও কহিল না!

সদা। দেখুন, অনেক সহিয়াছি।

জানকী নিরুত্তর। সদাশিব ফাঁপরে পড়িল, ভাবিল এস্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া সে বেদী হইতে উঠিল। দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে জানকী বলিল—"আর একটা অনুরোধ।"

সদা। কি বলুন?

জানকী। স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাই না। কোন্ সাহসে চাহিব? তিনি আপনাদের যা অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে তাঁর জন্য দয়া ভিক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই! তবে—তবে আমার একটি ভিক্ষা।

সদা। কি বলুন।

জানকী অগ্রসর হইয়া সদাশিবের পা ধরিল।

সদা। পা ধরিবেন না, কি অনুরোধ বলুন? সাধ্যমত রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।

জানকী সদাশিবের মুখপানে চাহিল। অবগুণ্ঠন মাথা হইতে সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝি কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার সে ভাঙ্গা বাগান ছাড়িয়া পলাইল। সদাশিব দেখিল, যেন চারিদিকে আবার ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মাঝে কে যেন দুটী খঞ্জন পাখী একটি প্রফুল্ল কমলের উপর বসাইয়া দিয়াছে।

সদা। অনুমতি করুন।

জানকী। আর একদিন ভাগ্যবশে আপনাকে এইস্থানে এই বেদীতে দেখিয়াছিলাম। সেদিন বড়ই তৃপ্তি পাইয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, সে তৃপ্তি জীবনে কখন পাই নাই। সেদিন দেবতারাও চারিদিক হইতে তৃপ্তিদানের সহায়তা করিয়াছিল। আকাশে চাঁদ হাসিয়াছিল, বাগানে গাছে গাছে ভারে ভারে ফুল ফুটিয়াছিল। কিন্তু আজ অন্ধকার! সেদিন আপনাকে দেবতা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ চক্ষের দোষে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

সদা। কি করিতে হইবে বলুন?

জানকী। তাই বলিতেছিলাম, যদি আমার স্বামীকে বধ করাই আপনার অভিপ্রায়, তাহা হইলে এ উদ্যানে তাঁহাকে হত্যা করিবেন না।

সদা। যাও সুন্দরী, তুমি স্বামীকে লইয়া সুখিনী হও, আমি তাহাকে হত্যা করিব না।

জানকী। তাঁহাকে দেখিলেই যে আপনার ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা।

সদাশিব জানকীর হাতে অস্ত্র প্রদান করিল। মুন্নাও এই সময়ে মুকুন্দকে ধরিয়া তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। হতভাগ্য ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তাহার কথা কহিবারও শক্তি ছিল না।

মুন্না। বিলম্ব করিবেন না, দুষ্টকে এখনি হত্যা করুন।

সদা। ভাই, আর হত্যায় কাজ নাই, নরাধমকে ছাড়িয়া দাও।

মুন্না। প্রতিজ্ঞার কি হইবে?

সদা। একটা তুচ্ছ কীটবধের প্রতিজ্ঞা নাই রাখিলাম।

জানকী অগ্রসর হইয়া মুন্নার সম্মুখে জানু পাতিল।

মুন্না। কে তুমি—দিদি?

জানকী। তাঁহার আশ্রিতা কনিষ্ঠা। ভাই যাঁর নামের দোহাই দিয়া, এতদিন স্বামীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছি, আজ আমি সেই প্রত্যক্ষ দেবতার শরণাপন্ন। আমার স্বামী কি মরিতে পারে?

মুন্না। লইয়া যাও। তুমি ভাগ্যবতী! আমার প্রভুর প্রতিজ্ঞা, তাঁহার স্ত্রী পায়ে ধরিলেও, ভাঙ্গিত কিনা সন্দেহ? কিন্তু তুমি ভাঙ্গিলে। শুধু ভাঙ্গিলে নয়, কালরূপিনী তুমি মাঝে পড়িয়া, আগে হইতেই সব উদরস্থ করিয়াছ। তুমি না থাকিলে, তোমার এই স্বামী, ইহার সেই বেইমান বাপ, তোমার শ্বশুর, আর তার পৃষ্ঠপোষক কেহই এদেশে থাকিতে পাইত না। মায়ের মন্দির চূর্ণ হইত না। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর অধিষ্ঠান হইত। এই নাও, তোমার স্বামীকে গ্রহণ কর। আর এখানে দাঁড়াইও না।

জানকীর হাতে মুকুন্দকে দিয়া মুন্না সদাশিবকে বলিল—"আসুন হুজুর, রাণীর মৃতদেহের সংকার করিবেন। বিলম্ব করিলে, দেহ শিয়াল কুকুরের পেটে যাইবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উভয়ে প্রস্থান ক'রলে, জানকী স্বামীকে বলিল—"আর দাঁড়াইয়া কেন, ঘরে চল।"

তখনও মুকুন্দ নীরব। জানকী তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। কিছুদূরে গিয়া মুকুন্দ কথা কহিল—"আমাকে কেন বাঁচাইলে জানকী?"

জানকী। আমার উপর বীরত্ব দেখাইবে বলিয়া।

মুকুন্দ। এখন দেখিতেছি আমার মরণ মঙ্গল।

জানকী। মরিয়া কি নিস্তার আছে? তাহ'লে উভয়ে এক সঙ্গেই মরিতাম। বাঁচিয়া যদি অকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি, তবে এস আমরা আজি হইতে সেই চেষ্টা করি।

মুকুন্দ। জন্মাবধি যে পাপ করিয়া আসিয়াছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি সর্ব্বশেষে তোমার মত স্ত্রীরও অবমাননা করিয়াছি।

জানকী। আমি স্ত্রী, আমার কথা তুলিতেছ কেন? ইহাদের রক্ষার কি কোনও চেষ্টা করিতে পার না?

মুকুন্দ। কেমন করিয়া করিব? সবইত তুমি বুঝ জানকী। এস আমরা ইহাদের শরণাপন্ন হই। দাস দাসী হইয়া ইহাদের পরিচর্য্যা করি। অনুচর হইয়া ইহাদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরি। ঐশ্বর্য্যে আর আমি সুখ পাইব না। জানকী! ইহারা কে? রাজপ্রদত্ত অন্নের রক্ত আমাদের পিতা পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে খরস্রোতে বহিতেছে। আমাদের সেই শক্তি সেই প্রভুর ধ্বংসেই নিযুক্ত করিয়াছি। আর ইহারা সেই রাজাকে রক্ষা করিতে, কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে। এই নীচ দানবীয় শক্তির সহিত সমভাবে যুঝিতেছে। ইহারা কি জানকী?

জানকী। তাই ভাল, এস আমরা ইহাদের শরণাপন্ন হই; তা'হলে প্রায়শ্চিত্ত করা হইবে।

মুকুন্দ। তুমি দেব দর্শন করিয়াছ, কিন্তু দেবী দেখ নাই। আমি তখন অন্ধ ছিলাম, দেখিতে পাই নাই; বধির ছিলাম, কথা শুনিতে পাই নাই।

জানকী। চল দেখিয়া আসি।

সহসা অনন্তপুর আলোকিত হইয়া উঠিল। উভয়েই বিস্মিত হইয়া একবার নদীতীরস্থ, পরিদৃশ্যমান বনভূমির দিকে চাহিল।

জানকী। বুঝি রাণীর চিতা জ্বলিল।

মুকুন্দ। তা নয়, সেই দেবী আসিতেছেন। তাঁহারই রূপে এই শ্মশান ভূমি আলোকিত হইয়াছে।

তুলসী স্বামীকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মুকুন্দ ছুটিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। জানকীও বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে তুলসীকে প্রণাম করিল।

তুলসী। ভগিনী, তোমার স্বামী পাইয়াছ, আমার স্বামীটী ফিরাইয়া দাও।

জানকী এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কি উত্তর দিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"তিনি আমাকে কৃপা করিয়া স্বামী জীবন ভিক্ষা দিয়াছেন।"

তুলসী। তুমি কৃপা করিয়া আমার স্বামীকে ভিক্ষা দাও!

মুকুন্দ। মা! নরপিশাচ আমি আপনার সম্মুখে কোন মুখ লইয়া দাঁড়াইব? তথাপি আপনি দয়াময়ী। আপনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া চরণে স্থান দিন।

তুলসী। তুমি রাজ্যেশ্বরী—ভিখারিণীর সহিত এ রহস্য কেন? আমার স্বামী—

তুলসী আর কথা কহিতে পারিল না।

জানকী। আপনার স্বামীর কি হইয়াছে?

তুলসী। কি হইয়াছে তুমি কি জান না সুন্দরী? স্বামী আমার অনুরোধ রাখেন নাই, দেখিতেছি তোমার রাখিয়াছেন। তোমার এত শক্তি, তাঁহার উপর এত প্রভুত্ব, তাঁহাকে ধরিতে আবার অন্য শক্তির সাহায্য লইয়াছ কেন? কুলস্ত্রী হইয়া গোয়েন্দা সাজিয়াছ?

জানকী। এ তুমি কি বলিতেছ মা? আমি যে কিছুই জানি না।

তুলসী এক 'মা' কথায় অপ্রতিভ হইয়া বলিল "জান না?"

এই সময়ে সদাশিব উন্মত্তের ন্যায় সেস্থানে ছুটিয়া আসিল।

সদা। সুন্দরি! আমার অস্ত্র?

যাইবার সময় সদাশিব অস্ত্র লইতে ভুলিয়াছিল, জানকীও তাহা অন্যমনস্কে ভূমিতে রাখিয়াছিল; কিন্তু কোথায় রাখিয়াছিল, তাহার মনে আসিল না। সে ব্যস্ত হইয়া চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিল।

তুলসী। আর অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। সময় থাকিতে অন্ধকারে আত্মগোপন কর।

সদা। চোরের মত পলাইব?

এই সময় লাঠীতে ভর দিয়া মন্না আসিয়া পড়িল।

মন্না। চোর কেন, আমুন সাধুর মত পলাই। অনেক সম্বন্ধী—হাতে বন্দুক—

সদা। দোহাই সুন্দরী, আমার অস্ত্র ফিরাইয়া দাও—

মন্না। তবে আপনি অস্ত্র গ্রহণ করুন, আমি এই লাঠী ও এই শ্রীচরণ অস্ত্রের সাহায্য লইলাম। চোরের হাতে মরিতে পারিব না—

চক্ষের নিমেষে মন্না স্থান ত্যাগ করিল। জানকী দূর হইতে বলিল—"অস্ত্র পাইয়াছি!"

ভূমি হইতে অস্ত্র তুলিয়া যেমন জানকী দাঁড়াইল, অমনি অন্ধকারে এক গুলি আসিয়া তাহার বক্ষ বিদ্ধ করিল। "মাগো" বলিয়াই জানকী পড়িয়া গেল। সদাশিব নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, শাল-লতার জীবন মূল ছিন্ন হইয়াছে।

মুকুন্দ "জানকী জানকী" বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহার বক্ষে আছাড় খাইয়া পড়িল। এই আকস্মিক ঘটনায় মর্ম্মাহত তুলসী ছুটিয়া মুকুন্দের নিকট হইতে জানকীর দেহ নিজ বক্ষে তুলিয়া লইল। প্রকৃতিস্থ হইয়া অস্ত্র ধরিতে না ধরিতে সদাশিব দেখিল আপনাকে বন্দী। বহুলোকে যুগপৎ তাহাকে বেষ্টিত করিয়া ধরিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়বার মোহের ঘোর কাটিলে নারায়ণী ডাকিল—"দিদি।" উত্তর পাইল না। আবার ডাকিল—"দিদি!" উত্তর পাইল না। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তখনও মিটিমিটি দীপ জ্বলিতেছে। সে ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিল, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল—তুলসীকে দেখিতে পাইল না। তখন, এক একটী সোপান হাত দিয়া ধরিয়া, সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে নীচে নামিল। যথাশক্তি জোর করিয়া ডাকিল, —"দিদি, ঘরে আছ?" উত্তর না পাইয়া বুঝিল দিদি ঘরেও নাই।

উপর হইতে নীচে সমস্ত দ্বার খোলা। এরূপ অবস্থায় তাহাকে এই নির্জ্জন অন্ধকার পুরীমধ্যে একা ফেলিয়া, তাহার দিদি যে তুচ্ছ কারণে চলিয়া যায়, এটা নারায়ণী কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে সদর দরজায় আসিয়া প্রাণপণে দিদিকে ডাকিল। কে যেন

তাহার কথা শুনিয়া আসিতেছে। স্ত্রীলোক ত নয়! নারায়ণীর বড়ই ভয় হইল। দুর্ব্বল দেহে কম্প আসিল। এদেশীয়ও ত নয়। বালিকা পিছাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে মনে করিল, কিন্তু পা চলিল না। সে দ্বার ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

অন্ধকার ভেদ করিয়া আগন্তুক দ্বার সমীপে উপস্থিত হইল। নারায়ণী দেখিল, আগন্তুক তাহার রক্ষাকর্ত্তা সাহেব।

নারায়ণী। আবার কি মনে করিয়া এখানে কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন সাহেব?

ব্রাউন। রাজকুমারী! সুস্থ হইয়াছেন?

নারায়ণী। হইয়াছি।

ব্রাউন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি ডাক্তার আনিতে রাঁচি চলিয়াছিলাম।

নারায়ণী। ফিরিলেন কেন?

ব্রাউন। আপনার ভগিনীর আদেশে আসিয়াছি।

নারায়ণী। তিনি কোথায়?

ব্রাউন। তিনি আজ রাত্রির মত এখানে আসিতে পারিবেন না।

নারায়ণী। কেন?

ব্রাউন। তাঁহারই মুখে শুনিবেন।

নারায়ণী। বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন?

ব্রাউন। তাঁহার স্বামী বিপন্ন।

শুনিয়া নারায়ণী কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। ব্রাউনও আর কোনও কথা না কহিয়া পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নারায়ণী বলিল—

"আর দাঁড়াইয়া কষ্ট পান কেন সাহেব?"

ব্রাউন। এই ঘোর রাত্রি, এই নির্জ্জন দেশ, আপনি একা।

নারায়ণী। তা হ'ক, আপনি আর আমা[র] জন্য কষ্ট ভোগ করিবেন না।

ব্রাউন। কষ্ট নয় রাজকুমারী, আমি [এই] গৌরবান্বিত প্রহরীর কার্য্যে আনন্দ বো[ধ] করিতেছি।

নারায়ণী। আপনি মহৎ—বুঝি কো[ন] শাপভ্রষ্ট দেবতা। তথাপি সাহেব—

ব্রাউন। কি বলিতেছিলেন, বলুন।

নারায়ণী। বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি।

ব্রাউন। বুঝিয়াছি—আমি সে দিন আ[প]নার ভগিনীর মুখে শুনিয়াছিলাম। ভাল, আ[মি] দূরে থাকিলে কি আপনার আপত্তি আছে?

নারায়ণী। আমি অভাগিনী। দুঃখি[নী] দেখিয়া দয়া করিতে আসিয়াছেন, তথাপি আ[প]নার মনে কষ্ট দিলাম।

ব্রাউন। আপনি ঘরে গিয়া বিশ্রাম করুন।

নারায়ণী। আর আপনি?

ব্রাউন। আমি একটা গাছের তল[ায়] বসিয়া রাত্রি যাপন করি। আপনাকে [এ] অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে আমার মন সরিতে[ছে] না। আমাকে স্থানত্যাগে অনুমতি করি[বেন] না।

নারায়ণী। আপনার যাহা অভিরুচি।

ব্রাউন। আপনি ঘরে [যান]।

নারায়ণী। যাইতেছি।

ব্রাউন অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলে[ন]। নারায়ণী দ্বারে বসিয়া রহিল। বাস্তবিক ত[াহার] উঠিবার শক্তি ছিল না। ব্রাউন কিছুদূর যা[ইলে] নারায়ণী ডাকিল—"সাহেব!"

ব্রাউনের হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি রাজকুমারী?"

নারায়ণী। ধন সম্পত্তি হারাইয়া ভিখা[রিণী] হইয়াছি। সময় বুঝিয়া, সুবর্ণরেখা পিতাম[হের]

আমাকে কোলে লইয়াছিল, তুলিলে কেন সাহেব? তোমার মত সদাশয় ক'জন আছে? আর কে আমার মর্য্যাদা রাখিবে?

ব্রাউন। ভাল, রাজকুমারী, আপনার দারিদ্র্যের যদি কোনও প্রতীকার করিতে পারি?

নারায়ণী মাথা হেঁট করিল, উত্তর দিল না। তথাপি ব্রাউন বলিতে লাগিলেন—"আমি যথেষ্ট সম্পত্তির অধিকারী। তাহার অর্দ্ধেক যদি আপনি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।"

নারায়ণী তথাপি উত্তর দিল না। ব্রাউন আবার বলিলেন—

"আপনি ভয় পাইতেছেন, আমি নিঃস্ব হইব? আমার তিন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি।"

বিস্মিত হইয়া নারায়ণী তাহার মুখের পানে রহিল। ব্রাউন বলিতে লাগিলেন—

"পঁচিশ লক্ষ টাকা নগত। আমি সমস্ত সঞ্চিত অর্থ আপনাকে দান করিব।"

নারায়ণী। সমস্ত সম্পত্তি হারাইলেও আপনি নিঃস্ব হইবার ন'ন। যেহেতু আপনি করুণা-রত্নের অধিকারী। কিন্তু সাহেব, আমার পিতামহেরও ত যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, তবু আমি ভিখারিণী কেন?

ব্রাউন। আপনি রাজকুমারীই বটে!

ব্রাউন আবার অভিবাদন করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নারায়ণী বলিল—"যদি এ রাত্রির মত অনন্তপুরে থাকাই আপনার অভিপ্রায়, তাহা হইলে নিম্নতলে একটী গৃহে বিশ্রাম করুন। আমি উপর হইতে শয্যা আনিয়া দিই।

ব্রাউন। না রাজকুমারী, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না।

নারায়ণী। বাহিরে বন্যজন্তুর ভয় আছে।

ব্রাউন। ইংরাজ মৃত্যুকে ভয় করে না। বিশেষতঃ কর্ত্তব্য পালনের অত্যন্ত আগ্রহে, সে বিপদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে।

নারায়ণী। আমি বুঝিয়াছি, আপনার সমস্ত দিবস আহার হয় নাই।

ব্রাউন। কাল প্রাতঃকালে হইবে।

ব্রাউন প্রস্থান করিলেন, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই বাটীর অন্তরালে পড়িলেন। নারায়ণী উপরে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উপরে গিয়া নারায়ণী শয়ন করিল; কিন্তু নানা দুশ্চিন্তায় তাহার নিদ্রা আসিল না। কিছুক্ষণ শয্যার এপাশ ওপাশ করিয়া উঠিয়া বসিল, তারপর শয্যা ছাড়িয়া ঘর ছাড়িয়া ছাদে আসিল। ছাদে পা দিতেই গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। বালিকা মাথা তুলিয়া দেখে, সমস্ত পশ্চিম আকাশব্যাপী ঘন মেঘের শিরে বিজলি খেলিতেছে! এখনি ত ধারাজলে দেশ ভাসিয়া যাইবে! তখনই সাহেবের জন্য ভাবনা হইল। এরূপ অবস্থায় তাহাকে গৃহে আশ্রয় না দেওয়া নীচের কার্য্য। রাজকুমারী সে নীচতা মনেও আনিতে পারিল না। সে আলিশা হইতে মুখ বাড়াইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। আবার বিজলি! তাহার সাহায্যে নারায়ণী দেখিল, সাহেব খিড়কির বাগানে একটা গাছের তলায় বসিয়া আছে। আবার সে নীচে নামিল।

একদিন যে আম্রবৃক্ষের তলে বৃদ্ধ রতন রায়ের সঙ্গে হরিণ শিশু 'শারী'কে লইয়া নারায়ণী খেলা করিয়াছিল, ব্রাউন ঘটনাক্রমে সেই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সারা

দিনের উপবাসে ও পরিশ্রমে তিনি বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ঘুমাইয়া পড়েন।

ঘুমাইবার পূর্ব্বে ব্রাউন অনুক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া রাজকুমারীর দুঃখ দূর করিবেন। বালিকা কিছু লইতে চায় না, কিন্তু তাহাকে যেমন করিয়া হউক লওয়াইতেই হইবে। টাকা দিলে না লইতে চায়, একখানি দলিল দিবেন—কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কের সঙ্গে, সেই টাকা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন। তারপর যে কোন উপায়ে হউক, তাহার ভগিনীপতির উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভাল ভাল উকীল নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাতেও না হয়—ব্রাউন সদাশিবের উদ্ধারের নানা উপায় কল্পনা করিয়াছিলেন। সদাশিবের সঙ্গে নারায়ণীর কি সম্বন্ধ ব্রাউন জানিতেন না। নারায়ণীও বলে নাই, তুলসীও বলে নাই।

ঘুমাইয়াও তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এই সময় নারায়ণী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়া দেখিল, সাহেব গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়া হাঁটুতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া নারায়ণীর চক্ষে জল আসিল। যার তিন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি, পঁচিশ লক্ষ নগদ, তাহার কি এই অবস্থা! কেন? সাহেবের প্রাণে এত করুণা!

নারায়ণী ব্রাউনকে ডাকিতে যাইতেছিল—"সাহেব! উঠিয়া আসুন। এ তরুতল আপনার ন্যায় রাজপুত্রের স্থান নয়।" কিন্তু কথা মুখে ফুটিতে না ফুটিতে, সে শুনিতে পাইল, সাহেব যেন কি বলিতেছে।

প্রথমে সে মনে করিল, সাহেব বুঝি জাগিল। তাহার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল! "চারিদিক অন্ধকার, এ নির্জ্জন দেশ—কুলকামিনী আমি কোথায়, কাহার সম্মুখে আসিয়াছি? যদি কেহ দেখিতে পাইত? যদি স্বামী এই সময় ফিরিয়া আসিতেন—রাজা দেখিতেন?"

পরক্ষণেই নারায়ণী বুঝিতে পারিল, সাহেব স্বপ্নে কি বলিতেছে! সে কাণ পাতিয়া শুনিল। প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না; ভাষা অস্পষ্ট অপরিচিত, অর্থহীন।

ব্রাউন পকেটে হাত দিলেন, একখানা বাঁধা খাতা বাহির করিলেন। খুলিবার চেষ্টা করিলেন,—জলে ভিজিয়া পাতা গুলা জুড়িয়া গিয়াছিল, খুলিল না। তাহার পার্শ্ব হইতে একটী পেন্সিল লইয়া, সে খানা আবার পকেটে রাখিলেন। হাত বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা কাগজ বাহির হইল। নারায়ণী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

লিখিবার যেমন উদ্যোগ করে, এই ভাবে কাগজ খানা বাম হস্তে ও দক্ষিণ হস্তে পেন্সিল লইয়া ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম কি রাজকুমারী?"

নারায়ণী চমকিল—সাহেব চক্ষু মুদিয়াও কি তাহাকে দেখিতেছে!

ব্রাউন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলিলেন—না—না—নারা—য়ণী?

নারায়ণীর সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল—এ ম্লেচ্ছ-বেশধারী দেবতা!

ব্রাউন। কি মধুর নাম! আপনি আমাকে চার্লি বলিয়া ডাকিবেন।

ব্রাউন কাগজে নাম লিখিলেন। আবার মেঘ গর্জ্জিল। নারায়ণী দেখিল, ঘন জলধর মধ্য-গগণে আসিয়া বিকট হাসিতেছে! নারায়ণী সাহেবকে জাগাইতে ডাকিল—"সাহেব!" সাহেবের ঘুম ভাঙ্গিল না। আবার ডাকিল—"সাহেব!" সাহেবের নিদ্রা গাঢ়তর হইল, হস্ত মাটীতে পড়িল। "চার্লি!" এক চমকে সাহেব

নিদ্রা ভাঙ্গিল। সম্মুখে দেখিলেন নারায়ণী। তিনি স্থির মূর্ত্তিতে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

নারায়ণী। আকাশে মেঘ গর্জ্জিতেছে—উঠিয়া আসুন।

ব্রাউন। অগ্রে কিছু গ্রহণ করিতে স্বীকার করুন।

নারায়ণী। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এখন লইয়া কি করিব ?

ব্রাউন নত জানু হইলেন—"কোনও উপকারে আসিলাম না রাজকুমারী! শুধু সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ফিরিয়া চলিলাম!"

নারায়ণী। আপনি ম্লেচ্ছবেশে দেবতা। মরণের সুগম পথ দেখাইতে পারিলেই উপকৃত হই।

ব্রাউন। আমিও তার অনুসন্ধান করিতেছি।

নারায়ণী। আপনি ঘরে আসুন।

ব্রাউন। আমি বেশ আছি।

নারায়ণী। এখনি মুষলধারে বৃষ্টি আসিবে।

ব্রাউন। তাহাতে আরও ভাল থাকিব।

নারায়ণী। ভাল—চার্লি! তোমার দান গ্রহণ করিব।

ব্রাউন। নাম কেমনে জানিলে রাজকুমারী!

নারায়ণী। তুমি কি আমার নাম জান না ?

ব্রাউন। কখনও ত শুনি নাই!

বাড়ীর দিক হইতে কে ডাকিল "নারায়ণী!"

ব্রাউন। এই ত তোমারই নাম। এ নাম যে আমি কোথায় শুনিয়াছি!

নারায়ণী। আমার যম বলিয়াছে।

ব্রাউন। যম কে ?

নারায়ণী। তুমি বুঝিবে না।

আবার কণ্ঠস্বর উঠিল—"নারায়ণী!" গম্ভীর বার্দ্ধক্য-বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠ।

ব্রাউন। কে ডাকিতেছে নারায়ণী ?

নারায়ণী। এও বুঝি সেই যম। চার্লি! তুমি অপেক্ষা কর। আমি শুনিয়া আসি। বিলম্ব দেখিলে সংবাদ নিও।

নারায়ণী প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাঁপিতে কাঁপিতে নারায়ণী গৃহে চলিল। অত্যধিক পরিশ্রমে তাহার শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে। প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, কে এক বৃদ্ধ দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! বৃদ্ধ রাজা বীরচন্দ্র। তিনি নারায়ণীকে দেখিয়াই বলিলেন—

"কোথা গিয়েছিলে নারায়ণী ?"

নারায়ণী। কেও মহারাজা!

বীর। কার সহিত কথা কহিতেছিলে ?

নারায়ণী উত্তর করিল না। আগ্রহে পিতামহ কে জড়াইয়া ধরিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু আর পা সরিল না। সে দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল। রাজা আবার কহিলেন—তোমার স্বামীর অবস্থার কথা শুনিয়াছ ?

নারায়ণী। শুনিয়াছি। তিনি বিপন্ন।

বীর। তাহার জীবিত ফিরিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সাহেব তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার ফাঁসি হইবে। আমিও ধরা দিতে চলিয়াছি।

নারায়ণী। যদি জানেন, আপনি ধরা দিলেও তার মুক্তি নাই, তখন আপনি ধরা দিতে চাহিতেছেন কেন ?

বীর। আমার সন্ধান জানিবার জন্য তাহার উপর উৎপীড়ন হইবে। জানি, সে বীর মরণ পর্য্যন্ত যাতনা সহিবে, তথাপি আমার সন্ধান দিবে না। জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া এ

হীন প্রাণের জন্য লুকাইয়া থাকি নারায়ণী? সে সাধু, আমার দুর্দ্দশায় সঙ্গী হইয়াছে, আমি তাহার মরণে সঙ্গী হইব না?

নারায়ণী। এরূপ অবস্থায় সঙ্গী হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু আপনি কি দিন দুই অপেক্ষা করিতে পারেন না?

বীর। কেন?

নারায়ণী। আমি তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারি।

বীর। তুমি পার, আর চেষ্টা করিলে বোধ হয় রক্ষাও করিতে পার। কিন্তু নারায়ণী! তোমার স্বামীর পবিত্র প্রাণ কি ওই ম্লেচ্ছের কৃপায় উচ্ছিষ্ট হইবে?

নারায়ণী বুঝিল, পিতামহ সমস্তই দেখিয়াছেন। তথাপি সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিল না। কেবল বলিল—"তবে যান।"

বীর। যাইব, কিন্তু তোমায় কোথায় রাখিয়া যাইব?

নারায়ণী। কোথায় রাখিতে চান বলুন।

বীর। তোমার পিতামহী যেখানে আশ্রয় লইয়াছেন, সেই মমতাময়ী সুবর্ণরেখার বক্ষে।

নারায়ণী। তা হ'লে আপনিই সে বক্ষে তুলিয়া দিন। আমি বড় দুর্ব্বল, ততদূর যাইতে পারিব না।

বীর। এতটা পথ যাতায়াত করিলে কেমন করিয়া?

নারায়ণী ভাবিল—"তাইত! এতক্ষণ কেমন করিয়া চলাফেরা করিলাম? এই উপরে, নীচে, দীর্ঘ উদ্যানপথে যাতায়াতের শক্তি আমাকে কে দিল?"

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া, বীরচন্দ্র আবার বলিলেন—"পারিবে না?"

নারায়ণী। পারিব—সঙ্গে আসুন।

নারায়ণী বাটীর ভিতর আর প্রবেশ করিল না, আর পিতামহের মুখের পানে চাহিল না। দ্বার হইতেই ফিরিল। পিতামহ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মন্থর অথচ স্থির গতিতে বালিকা অন্তঃপুর সংলগ্ন ঘাটের দিকে চলিল। একবারও কাঁপিল না, টলিল না—পিতামহ পশ্চাতে আসিতেছেন কিনা ফিরিয়াও দেখিল না। ঘাটে আসিয়া ভাঙ্গা ধাপ অন্ধকারে ধরিয়া জলে নামিল; বীরচন্দ্র ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া নারায়ণী বলিল"দাদা! মা আমাকে লইতে চায় না। এখনও হাঁটু পর্য্যন্ত জল—কেমন করিয়া মরি?

বীরচন্দ্রের স্থির হৃদয় এইবারে টলিল—"ম... বুঝিতে পারি নাই, আর মরিতে হইবে না, ফিরিয়া আয়।

নারায়ণী ফিরিল না, অগ্রসর হইল—ক্ষীণ মধ্য এইবারে জলে ডুবিল।

"দাদা আর ফিরিতে হইবে না, আসিয়াছি। মা এইবারে আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন।" এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। রাজা দেখিলেন, বিসর্জ্জনোন্মুখী প্রতিমা নদীবক্ষে কাঁপিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলেন—"নারায়ণী! দিদি আমার, বৃদ্ধ আমি—জ্ঞানশূন্য আমি, তিন বৎসর বন্য জন্তুর সংসর্গে মমতাহীন উন্মত্ত আমি। না বুঝিয়া বলিয়াছি। দয়া করিয়া ফিরিয়া আয়। রাজা জলে পা দিলেন।

মড়মড় শব্দে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। জ্বালাময়ী তড়িল্লতা সুবর্ণরেখার বক্ষে লীলা করিতে করিতে ছুটিয়া গেল। হতভাগ্য বীরচন্দ্র দেখিল, সুবর্ণরেখা যেন সহস্র স্রোতোবাহু দিয়া তড়িন্ময়ীকে কোলে লইয়াছে।

বীরচন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কে কোথা আছ, আমার মাকে রক্ষা কর।"

অন্ধকারে তিনি কেবল নদীবক্ষে একটা গুরু দ্রব্য পতন শব্দ শুনিতে পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে জলধারে জল আসিল।

প্রত্যুষে, ভগ্নহৃদয় মুন্না আরণ্য আবাসে ফিরিতে দেখিতে পাইল, নদীতীরস্থ শিলাগাত্রে তিনটী শব আবদ্ধ হইয়া ভাসিতেছে। তুলিয়া দেখিল, এক সাহেবের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ নারায়ণী, আর উভয়কে ধরিয়া রাজা বীরচন্দ্র। কাহারও সাহায্য না পাইয়া উন্মত্ত বীরচন্দ্র পৌত্রীর উদ্ধারার্থে নিজেই জলে পড়িয়াছিলেন। মুন্না রাজাকে পৃথক করিতে পারিল, কিন্তু সহস্র চেষ্টায় সাহেবের বাহুবন্ধন হইতে নারায়ণীকে মুক্ত করিতে পারিল না।

তাহাদের সৎকারের অন্য কোনও সদুপায় স্থির করিতে না পারিয়া, সে তাহাদিগকে একটি বৃক্ষের উপর তুলিল। এবং বিশেষরূপে বৃক্ষের স্কন্ধে আবদ্ধ করিয়া, স্থানত্যাগ করিল।

পরিশিষ্ট।

কারামুক্ত হইয়া রতন কিছুদিন গ্রামে অবস্থিতি করেন। অনন্তপুরে ফিরিতে তাঁহার আর ইচ্ছা ছিল না, ফিরিতে সাহসও ছিল না। কারাক্লেশে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু জন্মগ্রামে তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। তীর্থবাসী হইবার জন্য দিন কয়েক কাশীতে রহিলেন। কাশীতেও মন টিকিল না। অদৃষ্টে অশেষ দুঃখ কল্পনা করিয়া, তিনি অবশেষে অনন্তপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

সেখানে আসিয়া ব্রাহ্মণ যাহা দেখিলেন, তাহা আর পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। অনন্তপুরের শ্রী দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। সিপাহী বিদ্রোহের কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র। রাজার বিদ্রোহিতার সংবাদ তিনি কিছুই জানিতেন না। সুতরাং অনন্তপুরের এরূপ অবস্থার কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

রাজার পরিণাম জানিতে তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে সংবাদ দেয়? তিনি রাজার ভগ্ন অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। যে কয়টী ঘর আছে, সকল গুলির দ্বার খোলা। লোক সমাগমের চিহ্নমাত্রও নাই। ঘরে ঘরে রাণী ও নারায়ণীর দুই একটী চিহ্ন পড়িয়া আছে এই মাত্র। "রাণী, নারায়ণী, তুলসী" বলিয়া দুই একবার চীৎকার করিলেন—কেহই উত্তর দিল না। শেষে নিজের কুটীর পরিদর্শন করিতে আসিলেন! দেখিলেন, কুটীর জঙ্গলে ঘেরিয়াছে।

তথাপি ব্রাহ্মণ ঘরের মায়া ভুলিতে পারিলেন না। দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার শয়নগৃহ এখনও পর্য্যন্ত কালের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। "জুনিয়ার মা, জুনিয়ার মা" বলিয়া চীৎকার করিলেন। শব্দাঘাতে দেয়ালের কতকগুলা ইষ্টক অপসারিত হইয়া গেল। তাহার মধ্য হইতে একটা থলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দেখিবামাত্র রতন বুঝিলেন, ইহা সেই জুনিয়ার মাকে প্রদত্ত স্বুবর্ণ মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া। থলিয়া লইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। মুখ খুলিয়া গণিয়া দেখেন, বৃদ্ধা তাহার একটী মুদ্রাও স্পর্শ করে নাই।

গণনাও শেষ হইল, অমনি একটী বিকট শব্দে তাঁহার ঘর খানি ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন। বাটীর ভিতরের চারিদিক জুনিয়ার মায়ের সন্ধান করিলেন। অনুসন্ধানের ফলে, বাটীর এক কোণে একটী নর-কঙ্কাল বাহির হইল।

মোহরের থলিয়া লইয়া রতন গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন? এ বৃদ্ধ বয়সে এত অর্থ লইয়াই বা কি করিবেন?

তখন কাশীপুরে যাওয়াই তিনি স্থির করিলেন। ভাবিলেন সেখানে তাহাদের দেখা পাইলেও পাইতে পারেন। নারায়ণীর অদর্শনে অস্থির ব্রাহ্মণ স্থান ত্যাগে কালাকাল নিরূপণেরও অবকাশ পাইলেন না। সৌভাগ্যক্রমে কিছু খাদ্য তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাই মুখে দিয়াই তিনি অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। চলিতে চলিতে পথে সন্ধ্যা হইল। সম্মুখে জনার ভীষণ বন! ব্রাহ্মণ পথ পার্শ্ব হইতে কতকগুলি শুষ্ক শাল কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া, পরস্পরের ঘর্ষণে অগ্নি

জ্বালিলেন, এবং তাহারই আলোক আশ্রয় করিয়া ভীষণ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বক্রগামিনী সুবর্ণরেখা অনন্তপুরের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া, জনার জঙ্গল বেড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। রাঁচি হইতে পুরুলিয়ার পথে ইহাকে দুইবার অতিক্রম করিতে হয়।

জঙ্গল পার হইয়া যখন নদীতীরে আসিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। শুক্ল পক্ষের রাত্রি—চন্দ্র ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতেছিল।

ব্রাহ্মণ একবার আকাশের পানে চাহিলেন। পর পারেও বন, কিন্তু অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। তিনি মনে করিলেন, চাঁদ থাকিতে থাকিতে এই বন টুকু পার হইয়া, অনাবৃত স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলে ভাল হয়।

এই মনে করিয়া, তিনি নদী জলে অবরোহণের উদ্যোগ করিলেন।

নদী-সৈকতে প্রতিভাত জ্যোৎস্না তখনও পর্য্যন্ত তরুগাত্র সংলগ্ন হইয়া খেলা করিতেছিল। ঝিল্লীরব মুখরিত পরপারের তীর-ভূমি কল্লোলিনীর সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, রজত প্রান্তরের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

ব্রাহ্মণ জলে পা দিয়াছেন, এমন সময়ে দূরে—বহুদূরে পাদপস্কন্ধ-প্রতিহত অর্দ্ধপরিস্ফুট বীণাঝঙ্কারবৎ কোমলকণ্ঠ-ধ্বনি স্বর্ণরেখা তীর-ভূমে আসিয়া উপস্থিত হইল—"বীরচন্দ্র সাহীদেব!"

কথা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"নারায়ণী!" উত্তর আসিল না। আবার ডাকিলেন। জনমানবশূন্য প্রান্তরস্থ অশিক্ষিতা প্রতিধ্বনি সে কণ্ঠের অনুকরণ করিতে নিষ্ফল চেষ্টা করিল। উত্তর আসিল না।

বিষন্নমনে ব্রাহ্মণ নদীপার হইতে লাগিলেন।

সহসা দূর হইতে অশ্বপদ শব্দ শ্রুত হইল। জনার সেই আরণ্য পথ ধরিয়া যেন কোন অশ্বারোহী নদীতীরাভিমুখে আসিতেছে। বৃদ্ধ সাগ্রহে সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, চন্দ্র বৃক্ষান্তরালগত—কিছু দেখিতে পাইলেন না। উৎকর্ণ হইয়া শব্দের গতি লক্ষ্য করিলেন, নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে, শব্দ দূর হইতে অধিকতর দূরে যাইয়া মিলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া সত্বর উপরে উঠিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উঠিতে না উঠিতে আবার নদীতীরস্থ দেশ অন্ধকারে ভরিয়া গেল। আবার কণ্ঠধ্বনি—"বীরচন্দ্র সাহীদেব!"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া এবারে রতন বুঝিলেন, এ নারায়ণী নয়—তুলসী।

তীর ধরিয়া রতন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন কিন্তু চলিতে চলিতে প্রতিপদে বাধা পাইতে লাগিলেন। অধিক দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বোধে নিকটস্থ একটা শিলাস্তূপে আরূঢ় হইয়া সেই পূর্ব্বশ্রুত স্বর লক্ষ্যে ডাকিলেন—"তুলসী!" দূরাগত একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তাঁহারই স্বর আবার তাঁহারই কাছে ফিরাইয়া আনিল। অগত্যা তিনি এক শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইলেন। ভাবিলেন—"প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই, পূর্ব্বাকাশে উষার পূর্ব্বাভাষ শুক তারা দেখা দিয়াছে। একটু পরেই সন্ধ্যা করিব।"

বসিয়া বসিয়া তিনি দেখিলেন, অরণ্য গর্ভ সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল। বুঝিলেন কোন লোক জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছে। আলোক বৃত্ত ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, লোকটা তাঁহারই দিকে আসিতেছে। সহসা আলোক অন্তর্হিত হইল। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন। একি কোন অপদেবতার ক্রিয়া? তিনি

জ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" কোনও উত্তর ইলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার জ্ঞাসা করিলেন—"আলোক দেখাইলে কে মি?"

এক অপরিচিতের স্বর বনমধ্য হইতে উচ্চাত হইল—"তুই কে?"

রতন দেখিলেন, আঁধার ভেদ করিয়া স্থধারী একজন কৃষ্ণকায় তাহার দিকে অগ্রসর ইতেছে।

তাহার হস্তে বন্দুক ছিল। সে রতনের মীপবর্ত্তী হইলে তিনি উত্তর করিলেন—"দেখিতেই পাইতেছ, দুর্ব্বল বৃদ্ধ।"

সে জিজ্ঞাসা করিল—"এখানে বসিয়া কি রিতেছিস?"

রতন উত্তর করিলেন—"কিছুই করি নাই—ন্ধকারে পথ হারাইয়াছি! তাই বসিয়া ভাতের অপেক্ষা করিতেছি। তুমি কে?"

লোকটা উত্তর করিল—"আমি শিকারী। মি জেলার বড় সাহেবের সঙ্গে হরিণ শীকারে সিয়াছিলাম।"

"সাহেব কোথায়?"

"তিনি ডাকাত দেখিয়া তাহাকে ধরিতে য়াছেন।"

"তুমি কি করিতেছ?"

"হুজুরের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, আমি হাকে খুঁজিতে আসিয়াছি।

রতন দেখিলেন, তাহার হাতে একটা াঁধারে' লণ্ঠন রহিয়াছে। তাহার সাহায্যে দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল, এবং ছে আসিয়াই সে লণ্ঠনের মুখ বন্ধ করিয়াল। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন—এমন আলোকের বধা থাকিতে শুধু শুধু বসিয়াই বা রাত্রি পন করি কেন? ইহাকে দিয়া তুলসীর সন্ধান করাইলে ক্ষতি কি? এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন।

সে আসিল না; অধিকন্তু তীব্রতর ভাবায় তাহার কথার উত্তর দিল—"তুই কি আমার মনিব যে, তোর হুকুমে কাছে যাইব?"

রতন দ্বিতীয়বার কাছে আসিতে আদেশ করিলেন। শব্দটা একটু ঘন-গম্ভীর হইয়া পড়িল। সুবর্ণরেখায়, অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্ব্বতগাত্রে—চারিদিক হইতে একটা বিভীষিকাময় শব্দ তরঙ্গ যুগপৎ উত্থিত হইয়া শিকারী প্রভুর কর্ণপটহ ভীমবেগে আঘাত করিল। সে তখন বুঝিল, নরব্যাঘ্রের মুখে পড়িয়াছি। অন্ধকারে রতনের মূর্ত্তি তাহার চক্ষে অস্পষ্ট দেখাইতেছিল। বিভীষিকা সেটাকে স্পষ্টও বৃহত্তর করিয়া তুলিল। মন্ত্র-পরিচালিতবৎ সে ব্রাহ্মণের নিকটে আসিল।

ব্রাহ্মণ তাহাকে অভয় দিয়া তাহার নিকট হইতে লণ্ঠন চাহিলেন। তার দক্ষিণ হস্তে লণ্ঠন ও বাম হস্তে বন্দুক ছিল। কিন্তু কোথায় কি ছিল, মনের গোলমালে সে ভুলিয়া গিয়াছিল। রতন লণ্ঠন চাহিতে সে বন্দুক দিতে আসিল। ব্রাহ্মণ তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া অপর হস্ত হইতে লণ্ঠন লইলেন। লণ্ঠনের মুখ খুলিবামাত্র সম্মুখের বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল

সেই উজ্জ্বল আলোক সাহায্যে রতন দেখিলেন, একটা ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয়া তটিনীর তীরস্থ শৈলগাত্রে এক খণ্ড বহির্ম্মুখ শিলাতলে উপবিষ্টা একটী রমণী। রমণী আলোকের দিকে চাহিয়াছিল।

রতন আত্মহারাবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"তুলসী!" শুধু একটী প্রতিধ্বনির তরঙ্গ ছুটিল—উত্তর আসিল না। আবার তিনি তুলসী বলিয়া ডাকিলেন। রমণী নিরুত্তর,

অবস্থিতি চিত্রপুত্তলিকাবৎ। রতন তাহাতে আগ্রহের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না।

শিকারীও সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিল। দেখিয়াই স্থির করিয়াছিল, পার্ব্বতীয়া প্রেতিনী। দর্শন মাত্রেই সে মনে মনে প্রেতাপসারী দেবতার নাম করিতেছিল। বৃদ্ধের উচ্চারিত নাম শ্রবণ মাত্র বুঝিল, বৃদ্ধ যখন উহাকে সম্বোধন করিতেছে, তখন এ প্রেতিনী মন্ত্রমুগ্ধা—বৃদ্ধের বশীভূতা। বৃদ্ধ প্রেতিনীদের রাজা।

এ দিকে রতন দেখিলেন, রমণী শিলাতল পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া গেল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, লোকটাকে বলিলেন—"ভাই! যথেষ্ট পুরস্কার দিব, আলোক লইয়া সঙ্গে আয়।"

ভ্রাতৃ সম্বোধনে শিকারী গলিয়া গেল। কহিল—"হুজুর! অনুমতি করিলে আমি প্রেতিনীর মুখেও যাইতে পারি।"

রতন পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। পর্ব্বতের পাদসমীপস্থ হইয়া, আর একবার 'তুলসী' বলিয়া চীৎকার করিলেন।

পার্শ্বস্থ অরণ্যমধ্য হইতে উত্তর আসিল—"ঠাকুর!"

রতন ফিরিয়া দেখেন তুলসী! বিস্মিত ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—"তবে পাহাড়ের উপরে কাহাকে দেখিলাম?"

তুলসী। আমাকেই দেখিয়াছেন। আমি আলোক দেখিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছি।

রতন। এখানে কেন?

তুলসী। এইরূপ স্থানেই এখন আমার বাস। আমি বনে বনে পথে পথে বিচরণ করি।

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন—অগ্নিকণা তাঁহার চরণে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। রতন কাঁদিয়া ফেলিলেন তুলসী ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণতা হইল।

পূর্ব্বাকাশ অরুণ রাগে ঈষৎ ঈষৎ রঞ্জি হইতেছিল। দুই এক খানি খণ্ড মেঘ অদৃ' হইতে লাগিল। তুলসী প্রণাম করিয়া যে দাঁড়াইল, অমনি দুইটী পরস্পর সন্নিহিত শৈলে ঈষদুন্মুক্ত মধ্য দিয়া একটী আলোকরা তাহার মুখে পড়িল। রতন দেখিলেন, কাম কমলের পলাশ হইতে ঝর ঝর পদ্মরাগম ঝরিতেছে।

রতন। মা তুলসী! তোমার স্বামী?

তুলসী। পরশ্ব প্রভাতে তাঁহার ফাঁ হইবে।

রতন। তোমার পিতা?

তুলসী। নাই।

রতন। পুত্র?

তুলসী। নাই।

রতন। পিত্রালয়?

তুলসী। কিছুই নাই। সমস্ত ভূমিস হইয়াছে।

রতন। নারায়ণী?

তুলসী। তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছি। বুঝি আমাকে লুকাইয়া এই বনে বাস করিতেছে

রতন। রাজার নাম ধরিয়া তুমিই ডাকিতেছিলে?

তুলসী। স্বামীর কাছে শুনিয়াছি, রা এইরূপ কোন স্থানে আত্মগোপন কা আছেন। নারায়ণী বুঝি তাঁর কাছে আ

"এস তবে উভয়েই তাঁর সন্ধান করি এই বলিয়া রতন তুলসীর হাত ধরিয়া বন অগ্রসর হইলেন। শিকারী সঙ্গে চলিতেছি তিনি নিষেধ করিলেন; এবং প্রতিশ্রুতি কিছু পুরস্কার দিয়া, তাহাকে বিদায় দিলেন।

কিছুদূর না যাইতেই বনমধ্যে মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল। উভয়ে যাইয়া দেখেন, মন্না একটী ঝোপের ভিতরে একটী শিলায় ঠেসান দিয়া মরিতেছে।

রতন। এ কি মন্না ?

মন্না। কে আপনি—ঠাকুর ?

সেই অবস্থাতেই মন্না হাত বাড়াইয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিল। বলিল—"এত দিন পরে, আপনাদের সর্ব্বনাশের প্রতিশোধ লইয়া, বেশ সুখে মরিতেছি।"

রতন। প্রতিশোধ ? মন্না ! তোমার ন্যায় মহাবীরের, নীচের যোগ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কর্ত্তব্য নয়। কথা কহিবার শক্তি থাকিতে থাকিতে কি করিয়াছ বল ? তোমার আত্মা স্বর্গরাজ্যের উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হউক।

মন্না হাত বাড়াইয়া একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ দূরে গহ্বরে অনুসন্ধান কর।"

তুলসীকে মন্নার শুশ্রূষার জন্য রাখিয়া, রতন সেই স্থান অন্বেষণে প্রস্থান করিলেন।

প্রথমে কিছু সন্ধান পাইলেন না। কিছুক্ষণ পরে শুনিলেন, ভূগর্ভ হইতে এক গভীর দুর্ব্বোধ্য আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে। শব্দের অনুসরণে, প্রকাণ্ড শিলাচ্ছাদিত এক কৃত্রিম গহ্বর আবিষ্কৃত হইল। তাহার ভিতরে এক সাহেব। দেখিবামাত্র রতন তাঁহাকে চিনিলেন। সাহেব মন্না কর্ত্তৃক কৌশলে সেই স্থলে আনীত হইয়া জীবিত সমাধিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ তাহার উদ্ধার করিলেন। সাহেব অন্য কেহ নহে—গ্রীড।

* * *

রতন ফিরিবার পূর্ব্বেই মন্না মরিল। তিনি আসিলে, তুলসী বলিল—"আসুন, এইবার রাজাকে ও নারায়ণীকে দেখিয়া আসি।"

রতন। তাহারা আছে ?

তুলসী। আছে ? পিতা। আর তাহারা থাকিলে, তাহাদের উপর যে আমার রাগ হইবে !

রতন। তবে আর দেখিবার প্রয়োজন নাই। চল মা ! তোমায় লইয়া তীর্থে যাই।

তুলসী। স্বামীর কর্ম্মভূমি—এ হইতে পবিত্র স্থান আর কোথায় পাইব ব্রাহ্মণ ?

রতন। তবে আমার কুটীরে চল !

* * * *

তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে রাঁচির জেলে সদাশিবের ফাঁসি হইল। গ্রীড্ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শিষ্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ব্রাহ্মণ স্বয়ং দেহ আনিতে গিয়াছিলেন।

সাহেব তাঁহাকে দেখিল। আগে চিনিতে পারে নাই, এখন চিনিল। উদ্ধারের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত পূর্ব্ব ঘটনা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার স্মরণে আসিল। রতন যে সময় সদাশিবের দেহ স্কন্ধে লইয়াছেন, সেই সময়ে সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"এ ব্যক্তি তোমার কে ?"

"আমার পুত্র, শিষ্য, গর্ব্ব, ধর্ম্ম"—

"একটু আগে বলিলে না কেন ?"

"আর জিজ্ঞাসা করিও না সাহেব ! আর কাছে আসিও না—আমি ব্রাহ্মণ" আমাকে এ বৃদ্ধ বয়সে নরঘাতী করিও না।

সম্পূর্ণ।